নাটকসমগ্র

উৎপল দত্ত

প্রথম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা ৭৩

Bischandra ... PUBLIC LIBRARY
SL/R-RLF NO 95532
MR. NO (RRRLF/GEN) 13655

সম্পাদনা

শোভা সেন

শৌভিক রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন ও আলোকচিত্র—অসিত পোদ্দার

লিপিকরণ—অর্ধেন্দু দত্ত

ভিতরের আলোকচিত্র

'ফেরারী ফৌজ' নাটকে শান্তি রায় চরিত্রের ভূমিকায় নাট্যকাব স্বয়ং

[শৌভিক রায়চৌধুরীর সৌজন্যে]

NATAK SAMAGRA VOL. 1

A collection of dramas by Utpal Datta. Published by Mitra & Ghosh Publishers
P. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street., Calcutta - 700073

ISBN 81-7293-187-5

মিত্র ও ঘোষ প্রাবলিশার্স প্রা. লি., ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মেঘনা কম্পিউটার সার্ভিস, ৩৮বি মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে শব্দগ্রন্থিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪ হইতে শ্রীতপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

নাট্যকার উৎপল দত্তের নাটকসমগ্র প্রকাশের অধিকার যে কোন প্রকাশকের পক্ষেই শ্লাঘনীয়। তবে সেই সঙ্গেই বিষয়টি দায়িত্বশীলতা ও যত্নপরায়ণতা দাবি করে। প্রথমটি অর্থাৎ শ্লাঘা যেমন আয়াসসাধ্য পরবর্তীগুলি কতটা সফল তা পাঠক ও রসজ্ঞদের সমালোচনার উপর নির্ভরশীল। তাঁরাই বিচার করবেন, আমরা দায়িত্ব কতটা পালন করেছি। তবে একটি ক্ষোভ আমাদের মনে থাকবেই। নাটকসমগ্র প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়ার সময়ে উৎপলবাবুর উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে মনে হয়েছিল নাটকসমগ্র প্রকাশ উদ্বোধনের সময়ে তাঁকে আমাদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে পাবো। জীবন অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী একথা ঐ প্রাণপ্রাচুর্য-মণ্ডিত ব্যক্তিত্বকে দেখতে দেখতে ভুলেই গিয়েছিলাম। তাঁর হাতে প্রথম খণ্ড তুলে দেওয়া গেল না, এ ক্ষোভ কোনদিন অপনোদিত হবে না। নাটকসমগ্র প্রকাশের কাজে শ্রীমতী শোভা সেন, শ্রীযুক্ত খোকা সেন এবং শ্রীমান শৌভিকের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	শোভা সেন	[১]
ভূমিকা	পবিত্র সরকার	[৩]
ছায়ানট		১
অঙ্গার		৬৫
ফেবারী ফৌজ		১৪৫
মেঘ		২৩১
রাইফেল		২৭৭
সীমান্ত		৩৬৫
ঘুম নেই		৪৩৯
মে দিবস		৪৭৫
দ্বীপ		৪৯১
স্পেশাল ট্রেন (পথনাটিকা)		৫১৯
গ্রন্থপরিচয়		৫৩১

মুখবন্ধ

উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। বিভিন্ন কারণে দেরি হল, তবে আগামী খণ্ডগুলি প্রকাশে বিলম্ব ঘটবে না এ অঙ্গীকার এখনই করে রাখা উচিত। খণ্ডসংখ্যা যাতে খুব বেশি না হয়ে পড়ে সেদিকেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকছে।

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে উৎপল দত্তের চারটি পূর্ণাঙ্গ নাটক: ছায়ানট, অঙ্গার, মেঘ, ফেরারী ফৌজ, দুটি যাত্রাপালা—রাইফেল ও সীমান্ত এবং স্পেশাল ট্রেন, দ্বীপ, ঘুম নেই, মে-দিবস পথনাটিকাগুচ্ছ।

বইপাড়ায় একটি উৎপল নাট্যসংগ্রহ চালু থাকাকালীন, কেন সেটি মাঝপথে বন্ধ করে নতুন এই গ্রন্থসমূহের উদ্যোগ নেওয়া হল সে বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করা প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রথমত, উৎপলের সিদ্ধান্ত ছিল কালানুক্রমিকভাবে নাটকগুলো বিন্যস্ত হোক যাতে কাজের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, একই খণ্ডে যেন তার সৃষ্টির মিশ্র চরিত্র বজায় থাকে, সেইজন্যই বর্তমান সংগ্রহের প্রতিটি খণ্ডেই নাটক, যাত্রাপালা ও পথনাটক একসঙ্গে রাখা হবে।

তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পূর্বকার প্রকাশক আমাদের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হওয়া সত্ত্বেও যে শম্বুক গতিতে খণ্ডগুলি প্রকাশ করছিলেন তাতে ঘোর সন্দেহ জাগছিল কবে শেষ হবে, এ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও আদৌ হবে কিনা। বহু পাঠক এই কালক্ষেপ নিয়ে আমাদের অনুযোগ জানাচ্ছিলেন বারংবার। এসব কারণেই বাধ্য হলাম নতুনভাবে আবার নাটকসমগ্র প্রকাশের কথা ভাবতে। তবে উৎপলের শেকসপিয়ার নাটকের অনুবাদ/রূপান্তরগুলি বা অন্য কিছু অনূদিত নাটক এই সংগ্রহে থাকছে না সংগত কারণেই।

নিজেকে নাট্যকার হিসেবে প্রতিপন্ন করবার বিন্দুমাত্র দাবী উৎপল কোনদিনই করেননি, তবু আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ একজন নাট্যকার যে তিনি এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত। উৎপল দত্তের রচনা চিরদিনই নাট্যশিক্ষার্থীদের পথ দেখাবে যেমন দেখিয়েছে বিগত পঁয়তাল্লিশ বছর। বর্তমান নাট্য-সংগ্রহের গুরুত্ব সেদিক থেকেও অপরিসীম। যাঁরা আমাদের বিখ্যাত প্রযোজনাগুলি দেখেননি তাঁরা দুধের স্বাদ অন্তত ঘোলে মেটাতে পারবেন।

পরিশেষে বলি, নাটকসমগ্রের প্রথম খণ্ড উৎপল দেখে যেতে পারলেন না এর চেয়ে আক্ষেপের আর বেদনার কিছু নেই, অন্তত আমার কাছে এই মুহূর্তে।

শোভা সেন

ভূমিকা

'উৎপল দত্ত একই সঙ্গে বাংলা নাট্যজগতের ব্রেশ্‌ট এবং পিস্‌কাটর'—এইরকম একটা লাগসই ধরতাই কথা লিখে ফেলেই মনে হল কথাটা অধিকাংশতই ভুল, এ কথায় উৎপল দত্ত নামক ব্যক্তির এক খণ্ডিত পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। অবশ্যই উৎপল দত্ত ছিলেন ব্রেশ্‌টের মতো এক তত্ত্ব ও আদর্শনিষ্ঠ নাট্যকার এবং পিস্‌কাটরের মতো এক দুর্ধর্ষ পরিচালক-প্রযোজক। কিন্তু এর বাইরেই থেকে যান বাংলা-হিন্দি এবং ক্বচিৎ ইংরেজি চলচ্চিত্র জগতের এবং বাংলা নাট্যজগতের এক মহাপরাক্রান্ত অভিনেতা উৎপল দত্ত, যে-কৃতিত্বের দিকে ব্রেশ্‌ট বা পিস্‌কাটর নিজেদের বিস্তারিত করেননি বললেই চলে, থেকে যান ইংরেজি ও বাংলাভাষায় মনস্বী গবেষক ও প্রবন্ধকার উৎপল দত্ত, থেকে যান তৃতীয় বিশ্বে নানান প্রতিকূলতার মধ্যে আধা-ঔপনিবেশিক কিছুটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা সাম্যবাদী আন্দোলনের সংগ্রামী সহচর উৎপল দত্ত, থেকে যান বহুভাষাবিদ্‌ উৎপল দত্ত। কাজেই ছেঁদো তুলনা সন্ধানে এই মানুষটিকে ধরা যায় না। তার কারণ, শুধু তৃতীয় বিশ্বে নয়, প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বেও উৎপল দত্তের মতো একজন বহুধা ব্যাপ্তির মানুষ সাধারণভাবে একক ও অপ্রাপ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বে অপ্রাপ্য হওয়ার কারণ হল, সেখানে কলকারখানা থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতির জগতেও বেশ ভালোরকমের শ্রমবিভাজন ঘটে গেছে, প্রত্যেকের কাজ আলাদা-আলাদা করে নির্দিষ্ট। ফলে পূর্বজার্মানির নাট্যপরিচালক ফ্রিট্‌স বেনেভিট্‌স যখন এখানে এসে 'গালিলেও' করান, শুনেছি যে, তখন অভিনেতাদের কাছে তিনি কী চান সেটা মুখে বুঝিয়ে বলেন মাত্র; কিন্তু কেউ যদি তাঁকে বলেন, 'আপনি একটু দেখিয়ে দিন না কীভাবে করতে হবে অভিনয়টা', তিনি চট্‌ করে উত্তর দেন, 'তা কী করে হবে, আমি তো অভিনেতা নই, পরিচালক; আমার কাজ আমি কী চাই বুঝিয়ে দেওয়া', অভিনেতার কাজ সেইটে ফুটিয়ে তোলা। যতক্ষণ অভিনেতা সেটা না পারছেন ততক্ষণ আমি তার সঙ্গে লেগে থাকব।'

আমাদের তৃতীয় বিশ্বে এবং তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশে (অর্থাৎ গরিব দেশে) এই হারে কর্মবিভাজন সম্ভব নয়, এবং তার ভালো দিকও যে একটা ছিল, তা হল ওই সত্যজিৎ রায় বা উৎপল দত্তের মতো মানুষদের হয়ে-ওঠা। আমি জানি না এত বেশি বিস্তারে তাঁদের কোনো একটা অংশ বা অস্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না—সে বিচারের ভার তাত্ত্বিকদের জন্য তোলা থাক। আমরা শুধু লক্ষ করি যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা আমাদের দুই হাত ভরে তাঁদের সৃজনশীলতার উপহার দিয়ে গেছেন, এবং আমরা তার জন্য শুধু ব্যক্তিটির কাছে কৃতজ্ঞ নই, যে-পরিবার, সমাজ, প্রতিবেশ, প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পিত ও আকস্মিক যোগাযোগ, ব্যক্তি ও ঘটনা তাঁদের এমনভাবে তৈরি করে দিল, তাদের সকলের কাছেও গভীর কৃতজ্ঞতা পোষণ করব।

উৎপল দত্তের নাট্যগ্রন্থাবলি প্রকাশ উপলক্ষে তাঁর নাট্যকারের ব্যক্তিত্বই এখানে আমাদের বিশেষ আলোচ্য। প্রথমেই বলে রাখি, নাট্যগ্রন্থাবলি প্রকাশের এই উদ্যোগ প্রবল অভিনন্দনের

যোগ্য, আমার দুঃখ এই যে, এ কাজের জন্য তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হল। আমরা খুব বিমূঢ় বিস্ময়ের সঙ্গে গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে লক্ষ করে আসছি যে, প্রথমে শেক্সপিয়ার ও পরে মধুসূদন-দীনবন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে হাত পেতেছেন উৎপল দত্ত। গণনাট্যের সঙ্গেও কাজ করেছেন, কিন্তু তারপর, সম্ভবত পঞ্চাশের শেষ বছরগুলি থেকে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ও পরে পিপল্‌স লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের জন্য, সেই সঙ্গে তাঁর পরিচালিত যাত্রা-সংগঠনগুলির জন্যও—একের পর এক নাটক সরবরাহ করে গেছেন তিনি—কী অক্লান্ত, অবিরাম অন্তহীন ছিল তাঁর সৃষ্টির উৎস। অনুবাদে-অবলম্বনে—মৌলিক নির্মাণে—কী অপরিমিত ছিল তাঁর শ্রম ও কল্পনা। অপরিমিত, কিন্তু অতি-সুশৃঙ্খল। মনে পড়ছে, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আর এই ভূমিকালেখকের সম্পাদনায় যখন পাক্ষিক 'থিয়েটার' পত্রিকা বেরোত, তার শারদ সংখ্যার জন্য উৎপল দত্ত নাটক দিয়েছিলেন, ব্রেশ্‌টের 'ডের টাগে কমুনে' র অনুবাদ, 'সমাধান' নাম দিয়ে। অন্যান্য লেখকদের বেলায় (দুঃখের ও লজ্জার সঙ্গে বলি, বর্তমান লেখকের বেলাতেও) যেমন হয়, বহু তারিখ ও সময় দিয়ে শেষ পর্যন্ত কথা রাখা যায় বা যায় না, উৎপল দত্তের বেলায় তা হয়নি। এমন অসাধারণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা ছিল তাঁর যে, ঠিক সময়ে লেখাটি তৈরি ছিল, আমরা মিনার্ভাতে যাওয়ামাত্র তাঁর নিজের হাতে লেখা ফুলস্কেপ কাগজের একটি তাড়া তুলে দিলেন। এই অসাধারণ ডিসিপ্লিন সকলেরই শিক্ষণীয়, কিন্তু 'প্রতিভা'র সঙ্গে তার যোগ না হলে অনেক বিখ্যাত প্রতিভা নষ্ট হওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা যেমন দেখেছি, তেমনই অনেকের মাঝারি মানের উপরে না-ওঠার ঘটনাও লক্ষ করেছি।

'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ' 'মানুষের অধিকারে' থেকে 'রাইফেল', 'ব্যারিকেড', 'টিনের তলোয়ার', 'একলা চলো রে' এবং 'জনতার আফিম'-এর রচয়িতা কত নাটক লিখেছেন জানি না—পঞ্চাশের কম তো নয়ই। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লিখবেন তাঁদের জন্য তিনি এক দুস্তর সমস্যা- -তাঁর সব নাটক কখনোই এক সঙ্গে পাওয়া যায়নি, মঞ্চে অভিনীত কিছু নাটক মুদ্রণের প্রতীক্ষা করছে, আবার পত্রপত্রিকার পাতাতেও বন্দি হয়ে আছে বেশ কিছু নাটক। এই গ্রন্থাবলি প্রকাশের ফলে সেই অতি উপকারী কাজটি হতে চলেছে, এই নাট্যকারের সমস্ত নাটক এবার এক সঙ্গে পাওয়া যাবে। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হবে মাত্র আটটি নাটক ও নাটিকা—কিন্তু এই ক টি নাটক-নাটিকা পর্যালোচনা করলেই উৎপল দত্তের দেশ ও কালের পরিক্রমা কী বিপুল ছিল তার পরিচয় খুব সহজেই মেলে। 'ছায়ানট'-এ কলকাতার চলচ্চিত্রজগৎ, 'অঙ্গার'-এ রানিগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কোলিয়ারির ধূসর পৃথিবী; 'ফেরারী ফৌজ' এ ষাট বছর আগে, পূর্ববাংলার এক মফস্‌সল শহর, সন্ত্রাসবাদের পশ্চাৎপট; 'মেঘ'-এ আবার ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের জটিল অন্ধকার —এই একটি নাটকই পুরো দলটার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, কারণ এখানে নাট্যকার সমষ্টির সমস্যা ও সংগ্রাম থেকে ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রে নিজেকে আবদ্ধ করেন. 'রাইফেল' এ আবার বিপ্লব ও বিশ্বাসঘাতকতার পটভূমিকা —স্বাধীনতার আগে পরে, 'সীমান্ত'-এ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ আফগানিস্তান; 'ঘুম নেই' এ মুর্শিদাবাদের এক পারঘাটায় ট্রাক-ড্রাইভারদের জীবনের কয়েকটি ঘণ্টা, 'মে দিবস'-এ গোর্কির অনুরণন—প্রাগ্‌বিপ্লব রুশদেশ; 'দ্বীপ'-এ

দাঙ্গা ও সাংবাদিকতার নপুংসক নৈরাজ্য; 'স্পেশাল ট্রেন'-এ হিন্দ্ মোটরের গৌরবময় শ্রমিক ধর্মঘট আর দেশি পুলিশের ভয়ংকর অত্যাচার। অন্যত্র দেখি, ফ্রান্স, জার্মানি, ভিয়েতনাম, সাদা-কালোর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—কোথায় তাঁর পদচারণা ঘটেনি? কত সহজে উৎপল এক অভিজ্ঞতার পৃথিবী থেকে আর-এক অভিজ্ঞতার পৃথিবীতে লাফিয়ে যান। কত সহজে সময় আর স্থানকে অতিক্রম করে যান তিনি। আবার পঞ্চাশের বছরগুলির শেষ পর্যায় থেকে নব্বইয়ের বছরগুলির গোড়া পর্যন্ত ভারত ও পশ্চিমবাংলার পরিবর্তমান রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত—আর কার নাটকে এমন চিরস্থায়ীভাবে ধরা আছে? নাট্যজীবনের আদিপর্বেই উৎপল দত্ত সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার, ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামকে তাঁর নাটকের মূল বস্তু করে তুলেছিলেন, এবং তারই নথিনির্মাণ করতে গিয়ে তিনি পৃথিবীর রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ইতিহাসের নানা পর্বে অভিযান করেছেন, তুলে এনেছেন সমান্তরাল দৃষ্টান্ত, সংগ্রামের আনুরূপ্য। দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম, জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নানা আর্থিক অধিকার ও মানবিক স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম—সবই তাঁর কাছে এক ও অব্যাহত সংগ্রামের নানা স্থানিক ও কালিক বিস্ফোরণ, যে-কোনো সংগত সংগ্রামই অন্য ন্যায্য সংগ্রামের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে, তা শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাসের অন্তর্ভূত হয়ে যায়। ফলে আফগানিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণের যুদ্ধ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ, তিতু মিরের বাঁশের কেল্লার লড়াই, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, বাংলার সন্ত্রাসবাদ এবং শ্রমিক ধর্মঘট ও খাদ্য-আন্দোলনে মানুষের তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদকে উৎপল দত্ত একই বৃহৎ ও দেশকালপরিব্যাপ্ত উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে তাঁর নাট্যকর্মে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে থাকেন।

এ কাজ নাট্যকারের যতটা, ততটাই—তাঁর নিজের শব্দ ব্যবহার করে বলি—প্রোপাগাণ্ডিস্টের। নাটক, আমরা সবাই জানি, উৎপল দত্তের কাছে নিছক অবসর বিনোদনের আশ্রয় নয়, তা অস্ত্র; এবং এই নাট্যকারের হাতে তা 'টিনের তলোয়ার'ও নয়, তা 'রাইফেল'। 'তীর, 'টোটা, 'কৃপাণ', 'রাইফেল, 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'টিনের তলোয়ার'—নানান ধরনের অস্ত্রের নাম ব্যবহার করে এত বেশি নাটকের নামকরণ আর কোনো নাট্যকারই কি করেছেন? আর কোন্ নাট্যকারের নাটকে নানা ধরনের যুদ্ধবিদ্যার অনুষঙ্গ— 'ফৌজ', 'ব্যারিকেড', 'দুর্গ'— এত বেশি আছে? তাঁর নিজের কথাগুলিই এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে—From the very beginning of my theatre-work, we have tried to put revolution in a historical perspective. Studying social phenomena in isolation, assuming each phase of development as a whole, that is, substituting the General with the Particular, is a universal bourgeois vice; (Towards a Revolutionary Theatre, p 28)। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ছত্রছায়ায় স্ট্রিট-কর্নার নাটক থেকেই তাঁর রাজনৈতিক 'Proletarian myths of revolution'-এর সন্ধান শুরু হয়েছিল, এবং পক্ষ বেছে নিতে হয়েছিল। ফলে তিনি অনায়াসেই উচ্চারণ করতে পারেন, "নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার" ('জপেনদা জপেন যা', ১২৫)।

কিন্তু রাজনৈতিক অস্ত্র তাঁর বিশ্বব্যাপী সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বহন করেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁর বিষয় যদি বৈপ্লবিক হয়, তাঁর ফর্মও বৈপ্লবিক অবশ্যই—কিন্তু তা কোনো সংকীর্ণ ছকে বাঁধা নয়। এখানেই 'নাটকীয়তা'-র প্রতি তাঁর আসক্তি, দীন মধ্যবিত্ত 'বাস্তবতা'-র প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, এমনকী ব্রেশ্‌টের প্রতিও তাঁর সমালোচনা-নিক্ষেপ। 'জপেনদা'-তে বুদ্ধিজীবী যখন পরিচালকের "রাজনৈতিক নাটক"-এ "হাঁকডাক, ... তারস্বরে চিৎকার, ...ধপাধপ পতন ও মৃত্যু" নিয়ে বিদ্রূপ করে তখন পরিচালক রুখে দাঁড়িয়ে বলেন, "নাটক কোন্ তারে বাঁধবো তা নির্ভর করে আমার দর্শকের ওপর। বাংলা রাজনৈতিক নাটক কার সামনে অভিনীত হবে? রাজনৈতিক নাটক তৈরি করে তারপর আকাদেমি নামক ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে কয়েক কুড়ি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ভদ্রলোকের সামনে অভিনয় করতে থাকলে, সেটা আর রাজনৈতিক নাটক থাকে না। সেটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয়। যেখানে এ-নাটক প্রধানত অভিনয় হবে, সেখানে থাকবে দশ থেকে বিশ হাজার শ্রমক্লান্ত মানুষ, থাকবে অত্যন্ত নির্জীব মাইক, এবং থাকবে আশেপাশে হাটুরে কোলাহল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিশীলিত বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যসুষমামণ্ডিত সামাজিক নাটক অভিনয় করতে যাওয়ার বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতা যার হয়েছে, সে-ই বোঝে যে কেন রাজনৈতিক নাটক আমাদের দেশে চড়া সুরে বাঁধতে হয়" (পৃ:১২৬)। 'টুয়ার্ডস আ রেভোলিউশনারি থিয়েটার'-এ এই কারণেই তিনি ব্রেশ্‌টের শেকস্‌পিয়ার-সমালোচনাকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন ক'রে তাঁর মতামতের বিশ্লেষণ করেন, বলেন ব্রেশ্‌ট "in his early years carried his war against the dramatic theatre too far". (পৃ.7)। এই কারণেই উৎপল দত্ত মধুসূদনের কাব্যভাষা, গিরিশচন্দ্রের ছন্দ, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকীয় সংলাপকে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক নাটকের জন্যও মূল্যবান উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করেন। রোমা রোলাঁ হ্যামলেটের শেষ দৃশ্যে হেসে উঠেছিলেন বলায় তাঁকে তিরস্কার করেন, রোমা রোলাঁর ইয়োরোপীয় নাট্যসাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্য-বর্জনকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। ইয়োরোপীয় দর্শন ও মানবচিন্তার ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা, মার্কসীয় চিন্তা ও আন্দোলনের বিশ্বব্যাপ্ত ইতিহাস, মানুষের অধিকার রক্ষা ও অর্জনের সার্বভূমিক ও সর্বকালীন সংগ্রাম বিষয়ে বহু অধ্যয়ন ও বিচার থেকে, বাংলা নাট্যসাহিত্য ও তার ইতিহাসের গভীর অনুসন্ধান থেকে, এবং পশ্চিম বাংলার সাম্যবাদী রাজনৈতিক ইতিহাসে সহযোদ্ধা হিসেবে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব নাট্যতত্ত্ব। তাতে কখনও কখনও স্ববিরোধ বা বিচ্যুতি ঘটলে তাও তাঁর নিজেরই লেখায় অকপট স্বীকৃতি পায়—শুধু সাফাই হিসেবে নয়, আত্মনিন্দা হিসেবেও। আমরা তাঁকে সমালোচনা করার আগেই তিনি নিজেকে সমালোচনা করতে বসেন। এই সূত্রে তিনি মার্কসীয় ডায়ালেক্‌টিক্‌স বা দ্বান্দ্বিকতার সূত্রটি সর্বত্রই প্রয়োগ করেন,—যেমন নিজের ক্ষেত্রে, তেমনই তাঁর বিশ্ববীক্ষায়, মানববীক্ষায়। কিছুই ধ্রুব ও অনড় নয়, সমস্তই পরিবর্তমান—শুধু সময়ানুক্রম ধরে আগে-পরে নয়, একই মুহূর্তে একই ব্যক্তির মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে, দুই বিপরীত সম্ভাবনা আছে। কাজেই ছাঁচে ঢালা, দুর্বলতাহীন, অবিমিশ্র ও নিখাদ বীর চরিত্রের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা। তাঁর কথা—"ভিশ্‌নেভস্কির নাটকের বীর নাবিকরা, ফ্রিডরিশ ভোল্‌ফ্‌-এর প্রোফেসর মামলকের বীরোচিত আত্মহত্যা এবং গোর্কির পাভেলের বীরোচিত বৈপ্লবিক ক্রিয়া—এসবকে অচল, অটল, শুভ্রবেশধারী,

মৃত কতকগুলি মডেলে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—আড়ষ্ট, ছকবাঁধা আধুনিক 'বিপ্লবী' কিছু নাট্যকর্ম হেগেলের নন্দনতত্ত্বের আওতা ছাড়াতে পারেনি।.... সেই সঙ্গে মনে পড়ে বহু প্রগতিশীল নাটকের প্রবল বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের মধ্যে মাথা-উঁচু-রাখা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মহৎ নায়ককে। সেটা দেখতে অতি সুন্দর মনে হলেও, সেটাও বুর্জোয়া হেগেলীয় তত্ত্ব। সকলের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার ঘোষণা করে হেগেল বলেছিলেন, সব মানুষের মূল্য এক, দারিদ্র্যের মধ্যেও এই মানবিক মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে নাটক। অহো, মানুষ কি মহান! সে খেতে না পেলেও তার আত্মা থাকে নিষ্কলুষ ও মহান। কাজে কাজেই-না হিন্দি চলচ্চিত্রে দেখি চোরের মহত্ত্ব। বাংলা সাহিত্যে উদার হৃদয় বেশ্যাদের। আর দেখি বঞ্চিত কেরানীর উচ্চ ভাব" (স্তানিস্লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট' ১০৬-৭)।

অবশ্যই আমরা এই কথাগুলিকেও উলটো দিক থেকে ধরে নিয়ে বলতেই পারি, কেন, এও তো দ্বান্দ্বিকতারই একটা রকমফের। নিশ্চয়ই—কিন্তু সেটা হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতা, মার্কসীয় নয়। যাই হোক, দ্বান্দ্বিকতার এই স্পষ্ট প্রেক্ষাপট অন্তত তাত্ত্বিকভাবে উৎপল দত্তকে বিডাকশনিজ্‌ম বা অতিসরলীকরণের রাস্তা এড়াতে সাহায্য করে, শ্রমিকমাত্রেই নিরঙ্কুশ বীর এবং আমেরিকান মাত্রেই সভ্যতার শত্রু—এই ধরনের সস্তা সাধারণীকরণে ঠেলে দেয় না। যদি আমরা কোনো চরিত্রকে আমাদের প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ইমেজের সঙ্গে মিলছে না এমন দেখি, তবে বুঝতে হবে, উৎপল ওভাবেই তৈরি করতে চেয়েছেন তাকে। 'একলা চলো রে'-তে সর্দার প্যাটেল বা নেতৃত্ব কথা এখানে মনে পড়বে। তাতে তৈরি হয় আর-এক ধরনের দ্বান্দ্বিকতা—প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে নাট্যকারের অভিপ্রায়ের টানাপোড়েন। নাট্যকার বা উপন্যাসকারের এভাবে ইতিহাসের বিশ্লেষণ বা পুনর্গঠন করার অধিকার আছে, যেমন অধিকার আমাদের আছে তা না মানবার, বা সমালোচনার।

অধ্যয়ন, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নাটকচর্চার দীর্ঘ বলিষ্ঠ ইতিহাস। স্টেজের কথা বা যাত্রার বৃহত্তর পরিসরের কথা ভেবে নাটক লিখেছেন, প্রতিমুহূর্তে মঞ্চসংস্থান, অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্ষমতা ও যোগ্যতার সীমা, দর্শকের প্রতিক্রিয়া, অন্যান্য মঞ্চোপকরণের লভ্যতা—ইত্যাদি বিবেচনা করে নাটক লিখতে হয়েছে বলে তাঁর সংলাপ কদাচিৎ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, তাঁর রচিত সিচুয়েশন, তাঁর নরনারীদের আচরণ কদাচিৎ নাটকীয়তা-বর্জিত। এই নাটকীয়তা, আমরা আগেই বলেছি, উৎপল দত্তের মতে একটি ইতিবাচক গুণ এবং আমরাও তাঁকে সমর্থন করি। এই নাটকীয়তাকে বাস্তবের সঙ্গে সমীকরণ করে দেখা উচিত নয়, এ নাটকীয়তা নাট্যশিল্পের নিজস্ব দাবিতে গড়ে ওঠে। তাই 'অঙ্গার'-এ মহাবীর সিং যখন দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্রমিকদের এসে মারে, কিছুক্ষণ মার খাবার পর জনতা রুখে দাঁড়ায় বিনুর নেতৃত্বে, তখন এইভাবে সংলাপ চলে –

> বিনু॥ একটা অসুস্থ বৃদ্ধকে, ওখানে শুইয়ে দিয়েছেন, একটা আপনভোলা বাচ্চা ছেলে এখানে বসে কাতরাচ্ছে। মানুষের—মানুষের গায়ে হাত দেন? ঐ হাত ভেঙে দেব আমরা। (রুল তুলে [মহাবীর] এগিয়ে আসে—শান্তস্বরে শোনা যায়)
>
> হাফিজ॥ গায়ে হাতে দিয়ে দেখুন। (মহাবীর দাঁড়িয়ে পড়ে)
>
> মহাবীর॥ আর একজন শটফাযাব্যার। ভাল রে ভাল।

হাফিজ।। কই, মাথা ভাঙলে না?

(মজুররা কেউ গাঁইতি কুড়োচ্ছে, কেউ শাবল, কেউ বা একখণ্ড কয়লা)

মহাবীর।। এখানে আমি একা। তবে আমার দিন আসবে বুঝেছ?

আরিফ।। (চেঁচিয়ে) মাথা ভাঙলে না?

মহাবীর।। পুলিশ আসবে, কেস হবে—সবকটাকে ধরে হাজতে—

অনেকে।। মাথা ভাঙলে না?

মহাবীর।। তোমাদের সকলকে এর জবাবদিহি করতে হবে।

সকলে।। মাথা ভাঙলে না?

"মাথা ভাঙলে না" কথার এই পুনরাবৃত্তি—শক্তি ও স্বরগ্রামের উচ্চতা বাড়াতে বাড়াতে এক থেকে বহুর মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া মঞ্চনাটকীয়তার শর্ত ধরে গড়ে উঠেছে, বাস্তবে তা এমন পরিকল্পিত হয় না। কিন্তু তারই ফলে তার নাটকীয় অভিঘাত অনেক বেশি প্রবল ও অনিবার্য হয়ে উঠতে পেরেছে। পাঠকদের মনে রাখতে বলি, এই মহাবীরই শেষ পর্যন্ত খাদে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে বন্দি হয় এবং ছেড়ে দেওয়া জলে সকলের সঙ্গে মৃত্যুর কবলে পৌঁছে যায়। সেখানে তার যে-পরিবর্তন তা উৎপল দত্তের দ্বান্দ্বিকতার দ্বারাই স্পষ্ট।

এত বেশি নাটক লিখেছেন যে-ব্যক্তি, এত শয়ে শয়ে চরিত্র ও ঘটনা তৈরি করে যিনি এক নাটকীয় ও বৈপ্লবিক বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, তাঁর নাটকে নিজের অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তির অভাব আমাদের বিস্মিত করে। একই সঙ্গে বেদনা ও হাসির উপর ছিল তাঁর সমান দখল, বহু মানুষের বিচিত্র জীবনলীলার একটা বিশ্বাসযোগ্য জীবন্ত ছবি তাঁর নাটকে আমাদের চোখের সামনে দুলতে থাকে। ফলে তাঁকে পড়তে পড়তে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়, কখনোই তিনি একঘেয়ে হয়ে পড়েন না। এই গ্রন্থাবলির পাঠকরা নাটকগুলি পড়তে পড়তে উৎপল দত্তের বিশাল পৃথিবীর অলিগলি আবিষ্কার করতে করতে বুঝতে পারবেন, তাঁর অন্যান্য পরিচয় তাঁর নাট্যকার পরিচয়কে এতদিন কিছুটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এতদিন তাঁকে নাট্যকার হিসেবে যত বড় মনে করা হয়েছে মনে হয় তিনি তার চেয়েও বড় মাপের এক নাট্যকার। গ্রুপ থিয়েটার ও গণনাট্য সঙ্ঘের থেকে প্রায় সমদূরত্ব রক্ষা করেছেন বলে তিনি বহুবার সমালোচিত হয়েছেন, কিন্তু নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠে বাংলা প্রগতিশীল ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও নাট্য আন্দোলনের ধারাকে যে-ঐশ্বর্য দিয়েছেন তার তুলনা সহজে মেলে না।

পবিত্র সরকার

ছায়ানট

উৎসর্গ

শোভা সেনকে

এ নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮
লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক।
সেদিন অভিনয় করেছিলেন--

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী—ধনী, অতএব প্রযোজক	উৎপল দত্ত
অজিত লাহিড়ী—পরিচালক	রবি ঘোষ
অরিন্দম ঘোষ—চিত্রনাট্যকার	ভোলা দত্ত
পুলক মজুমদার— ঐ	সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভবতোষ মুখোপাধ্যায়—ব্যবস্থাপক	কমল মুখোপাধ্যায়
সুচরিতা—তারকা	শোভা সেন
মনোজ— ঐ	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
সমীরকুমার—সঙ্গীতকার	বিধান মুখোপাধ্যায়
অধীরকুমার— ঐ	অজয় মিত্র
নরেন্দু—জনৈক প্রৌঢ় ঘুঘু অভিনেতা	নিমাই ঘোষ
মনীশ—যুবক ঘুঘু অভিনেতা	শ্যামল সেন
বসাক—সহকারী পরিচালক, অর্থাৎ চণ্ডী পাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত সব কাজই এর	সুনীল রায়
অরূপ—ক্যামেরাম্যান, গলায় ঝোলানো কালো ফিতে এর পেশার বিজ্ঞাপন	ইন্দ্রজিৎ সেন
লক্ষ্মণ—ইলেকট্রিশিয়ান, অতএব বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন নেই	প্রভাস বসু
যাদব— ঐ	দীপেশ সেন
পারিজাত—একজন এক্সট্রা মাত্র	নীলিমা দাস
সুমথ নন্দী—সমালোচক, ইনিই বঙ্গবাসী পত্রিকার জয়দ্রথ	উমানাথ ভট্টাচার্য
বিশ্বপতি চৌধুরী— আর একজন প্রযোজক	চণ্ডী চট্টোপাধ্যায়
প্রাণেশ—ফটোগ্রাফার	তরুণ মিত্র

আরও অনেকে

পরিচালনা করেছিলেন—তরুণ মিত্র
আলোক-সম্পাত · তাপস সেন

এক

[টালিগঞ্জেব কোনো এক স্টুডিও'ব সংলগ্ন "ছাযাছবি প্রাইভেট্ লিমিটেড্" কোম্পানীব অফিস। খানকযেক চামডায মোডা আসন—বর্তমানে আংশিক ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। একপাশে বিবাট সেক্রেটাবিযেট টেবিল—পাবিচালক অজিত লাহিডী তাতে পা তুলে দিযে হতাশভাবে বাদাম খাচ্ছেন। বেঁটেখাটো মানুষটি, কিন্তু বাদাম চিবানো ও তীব্র চাউনিব মধ্যে অপরূপ তেজস্বিতাব আভাস। অবিন্দম ঘোষ এবং পুলক মজুমদাব পালা কবে তাঁদেব নতুন কাহিনী শোনাচ্ছেন। অবিন্দম তক্তপোষে শুযে, পুলক টেবিলেব উপব বসে প্রোডাকশন ম্যানেজাব ভবতোষ মুখুজ্যে চেযাবে বসে কি-একটা হিসাব মেলাচ্ছেন নিবিষ্টমনে ।]

পুলক॥ কিন্তু এদিকে সুচবিতাব বিযেব সানাই বাজছে। কাট। ডালিম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক বোড ধবে অজানাব উদ্দেশে পাডি জমিযেছে। কাট। সানাই বাজছেই।

অজিত॥ তাবপব ?

পুলক॥ সানাই- ই বাজছে।

অবিন্দম॥ ডিজলভ্। ক্লোজ আপ অব টোপব।

পুলক॥ এমন সময়ে ভীষণাকৃতি এক স্টুডিবেকা'ব গাডি সুচবিতাব বুকেব ওপব দিযে চলে গেল।

অজিত॥ সেকসব আটকাবে।

অবিন্দম॥ বেশ, পেটেব ওপব দিযে। "ডালমদা" বলে আর্তনাদ কবে সুচবিতা স্থিব হযে গেল।

পুলক॥ এবং এটা ঘটছে ডালিমেব সামনে। ছুটে এসে সে সুচবিতাব দেহটা বুকে জডিযে ধবল। কাট। ক্লোজআপ অব টোপব।

অবিন্দম॥ ফেড আউট।

পুলক॥ সমাপ্ত। কি দুর্ধর্ষ কাহিনী।

[পুলক অবিন্দমেব পাশে শুযে পডেন ।]

অজিত॥ তাহলে গল্পটা মোটমুটি কি দাঁডাল।

পুলক॥ সবটাই তো শুনলেন।

অজিত। মানে বিষযটা কি ?

অবিন্দম॥ (*পাশ ফিবে*) প্রেম।

অজিত॥ (*বাদামেব ঠোঙাটা আছডে ফেলে*) দুটো গর্দভ এসে জুটেছে আমাব কপালে। শুটিং-এব এক হপ্তা বাকী। এক লাইনও লেখা হোলো না এখনো। ছবিটা যে আমাকে পবিচালনা কবতে হবে।

পুলক॥ কেন ?

অজিত॥ (*ঢোক গিলে*) দু'চাব কথায গল্পটা আমায বলে দে ভাই।

পুলক॥ মিস্টাব ঘোষ, আমাদেব গল্পটা কি ?

অবিন্দম॥ আমি কেমন কবে জানব, মিস্টাব মজুমদাব ?

পুলক॥ বললাম শোনো নি ?

অরিন্দম॥ কই না। আমাদের একজন স্টেনোগ্রাফার চাই।

পুলক॥ মেয়ে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। সুন্দরী।

অজিত॥ অরিন্দম, শোন্ ভাই, লক্ষ্মী ছেলে—

পুলক॥ আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না? আমাদের গল্প আপনার মনেই ধরছে না?

অজিত॥ মনে ধরছে না বলিনি, বুঝতে পারছি না।

অরিন্দম॥ বুঝতে পারছেন না? সেকি? এগারো বৎসর চিত্রনাট্য লিখছি—এই প্রথম এমন উদ্ভুট কথা শুনলাম। খুব সহজ। সুচরিতা ও ডালিম। সুচরিতা উইদাউট ডালিম। তারপর সুচরিতা ও ডালিম।

পুলক॥ অথবা ডালিম ও সুচরিতা, ডালিম উইদাউট সুচরিতা এবং ডালিম ও সুচরিতা। এতো জানা কথা। বাংলা চলচ্চিত্রের মহাকাব্য। খিদে পেয়েছে।

অরিন্দম॥ পরিচালক আবার গল্প বুঝতে যাবে কেন? মুড়ির ঠোঙার ও'পিঠে ডায়ালগ লিখে দেব, শুট্ করে যাবেন। ও সব ফষ্টিনষ্টি ছাড়ুন।

অজিত॥ তোদেরকে কেন যে লোকে মাসে হাজার টাকা দিয়ে পোষে বুঝতে পারলাম না।

পুলক॥ এ বিষয়ে আমরা আপনার সঙ্গে একমত।

অজিত॥ তার মানে?

পুলক॥ আমরা তো ঠিক লেখক নই। লেখক ছিলাম। এখন চিত্রনাট্যকার। অর্থাৎ সুচরিতা আর ডালিম পরস্পরের কতটা কাছাকাছি ভিড় করে আসতে পারে সে সম্বন্ধে রিসার্চ করছি।

অরিন্দম॥ অরিন্দম ঘোষের স্ব নির্বাচিত গল্প, বেকবার মুখে। এমন সময়ে দুষ্টু সরস্বতী ভর করলেন। তাই আপনাদের মুখনাড়া সইতে এখানে উপস্থিত। কারণ রুপচাঁদ চাই।

পুলক॥ প্রতিবারই মনে হয়—এই শালা শেষ ছবি। আর কোন হতভাগা সুচরিতা ডালিমের মান-অভিমানের ফর্দ লেখে। প্রতিবারই হয় প্রডিউসার লাখ মারে, শ'খানেক ঠেকিয়ে আসানসোলের দিকে কেটে পড়ে। আর না হয় এত বাজে ছবি হয় যে টাকা চাইতেই লজ্জা করে।

[*প্রডিউসার বিনয়েন্দ্র চৌধুরী ঢোকেন। একটা অযথা বিনয়ের ভাবে মুখমণ্ডল সদা আচ্ছন্ন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, গায়ে দামী শাল। সকলে দাঁড়িয়ে ওঠে।*]

অজিত॥ এই যে আসুন স্যার।

বিনয়॥ (*এক গাল হাসেন*) স্টোরি কদ্দুর?

অজিত॥ একেবারে রেডি। দারুণ গল্প। সুচরিতা লাইফে এমন রোল কক্ষনো পায়নি। এখন সিনারিওটা চট্‌পট্ লিখে ফেললেই হয়।

পুলক॥ খিদে পেয়েছে।

[*বিনয়বাবু আবার হাসেন।*]

বিনয়॥ নিশ্চয়ই। খালি পেটে কখনো কাজ হয়? ভবতোষ, পাঙ্গুভ্যালিতে বলে এস—দু'কাপ চা, কিছু শশা।

পুলক॥ দাঁড়াও। আমাদের দু'জনের জন্য মোগলাই পরটা গুটিকয়েক, ডবল ডিমের অমলেট চারটে, মাটন কাটলেট দুটো, রুটি আর দুটো হজমিগুলি।

অজিত॥ আমার জন্য এক গ্লাস দুধ।

[*বিনয়বাবু আবার হাসেন। ভবতোষ বেরিয়ে যান।*]

বিনয়॥ অত খেলে পেটে বায়ু হয়।

পুলক॥ যথালাভ।

বিনয়॥ স্টোরিটা তাহলে শোনান অজিতবাবু।

অজিত॥ হ্যাঁ, এক্ষুণি। মানে এক কথায় অপূর্ব গল্প। এখন কাস্টিংটা ঠিক করে ফেলতে হয়। বাবার পার্টে নবেন্দু।

বিনয়॥ হ্যাঁ, নবেন্দুর সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে। সুচরিতাকে আনতে গাড়ি গিয়েছে, কণ্ট্রাক্ট সই হবে। ডালিমকে নিয়েই মুস্কিল।

সকলে॥ কেন?

কেন?

কি সর্বনাশ!

বিনয়॥ ত্রিশ হাজার চাইছে। বোঝো। বাংলা ছবিতে একটা আর্টিস্ট ত্রিশ চাইলে কি করে হয়?

পুলক॥ নিশ্চয়ই না। পঞ্চাশ হওয়া উচিত।

বিনয়॥ ঠাট্টা করছেন?

পুলক॥ মোটেই না। প্রডিউসার আর্টিস্টের চাঁদবদন দেখিয়ে যদি পাঁচ লাখ চাইতে পারে, তবে আর্টিস্ট পঞ্চাশ হাজার চাইবে না?

অবিন্দম॥ তাছাড়া, ভবিষ্যৎ? ডালিম বুড়িয়ে গেলে খাবে কি? এই মৌকায় দু'হাতে লুটে নিচ্ছে, বেশ করছে।

[*খাবার-দাবার হাতে ভৃত্য এবং ভবতোষের প্রবেশ।*]

ভব॥ বামন ছ'টি এসে গেছে স্যার।

অজিত॥ বামুন? কেন? কোন্ ছবি?

ভব॥ আজ্ঞে বামুন নয়, বামন।

অজিত॥ বামন!!! বেঁটে?

ভব॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অজিত॥ বামন আনতে কে বললে?

ভব॥ "মীরকাসিম" ছবিটার জন্যে নয় তো?

অজিত॥ আরে ধ্যেৎ! হিস্টরিক্যাল বইতে ছ'ছটা বামন কেন লাগবে? কি শুনতে কি শোনে! যাও বিদেয় করে দিয়ে এস।

[*ভবতোষ ও ভৃত্য বেরিয়ে যায়, সকলে চায়ে চুমুক দেন।*]

স্যার, মীরকাসিমটা এবার শেষ করে ফেললে হোতো না?

বিনয়॥ হোতো, কিন্তু হিস্টরিক্যাল চালাবার মতন টাকা এখন মজুত নেই। পাটের যা দুরবস্থা জানেনই তো। দুটো মিলই একরকম বন্ধ। একটায় স্ট্রাইক, আর একটায় লকআউট। তা ছাড়া, শিডিউল ছিল কুড়ি দিন শুটিং—সে জায়গায় আজ পর্যন্ত বাহান্ন দিন শুটিং করেছেন।

অজিত॥ সে জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ছবি ভাল করে করতে গেলে অমন ঘড়ি ধরে কি কাজ হয়? আপনিই বলুন—লেনস্ ফরটি ব্যবহার করে হয়তো মেলো লাইটিং

করে, দু'কিলো আর ডিঙ্কিকে ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে রেখে একটা রাশিয়ান এ্যাঙ্গেল-এ.......

বিনয়॥ থাক, থাক বুঝলাম। যে দু'দিন মীরকাসিমের শুটিং ধার্য হয়েছে তাই এখন হোক; বাকিটা এ-ছবির পরেই ধরা যাবে। তাছাড়া লোকে এখন ঠিক হিস্টরিক্যালটা চাইছে কি? মানে I as an auditorium বলছি কথাটা—

অরিন্দম॥ You as an auditorium বলছেন বুঝি? You as an auditorium বললে তো পৌরাণিক বই-ই সবচেয়ে জমার কথা।

বিনয়॥ হ্যাঁ, মাইথলজিকাল তো বটেই। ডিভোশনালও ভাল কাটে মফঃস্বলে। শহরে যেমন সোশ্যাল।

অরিন্দম॥ আমার মাথা ঘুরছে!

বিনয়॥ বইটার নাম ঠিক করেছেন?

অজিত॥ নাম? নাম ঠিক করিনি মানে? নাম হচ্ছে—

পুলক॥ (*প্রম্পট্ করে চাপা গলায়*) প্রণয়।

অরিন্দম॥ (*একই গলায়*) চেনা মানুষ।

অজিত॥ ইয়ে... প্রণ... চেন...প্রলয় —নাচন।

বিনয়॥ বাঃ, খাসা নামখানা হয়েছে।

অরিন্দম॥ You as an auditorium বলছেন তো!

বিনয়॥ হ্যাঁ, রবিঠাকুরের না কথাটা?

অজিত॥ নিশ্চয়ই।

বিনয়॥ (*স্মিতমুখে*) শুনেই বুঝেছি। ছোটবেলায় খুব পড়তাম। আবৃত্তিও ভাল করতাম। ঐ যে—জীবন চিত্ত মনের মৃত্যু ভৃত্য ভাবনাহীন! অনেক মেডেল পেয়েছি।

পুলক॥ আমার আবার আপনাকে মেডেল দিতে ইচ্ছে করছে।

[*ভবতোষ প্রবেশ করেন।*]

ভব॥ এক্সট্রা দুটোকে এখন দেখবেন?

অজিত॥ কিসের? কি এক্সট্রা? কতবার বলেছি না, অমন আধো-আধো কথা বলবে না? পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলো।

ভব॥ মানে "মীরকাসিমের" যে সীনটা পরশু নেওয়া হবে তার জন্য যে স্পেশাল দু'জন এক্সট্রা চেয়েছিলেন তারা এসে গেছে।

অজিত॥ দু'জন স্পেশাল এক্সট্রা চেয়েছিলাম নাকি? আমার এ্যাসিস্টেন্ট জানে, সব তাকে দেখাও।

ভব॥ বসাকবাবু আসেন নি এখনো।

অজিত॥ আরে কি জ্বালা! দাও, পাঠিয়ে দাও।

[*ভবতোষের প্রস্থান। টেলিফোন বেজে ওঠে। অজিত সেটা নেন।*]

হ্যালো...... এ্যাঁ... .. না, এটা হিন্দু-সৎকার সমিতির অফিস নয়।

[*সজোরে টেলিফোন রাখতে না রাখতেই মুঘলাই পোশাকে সলজ্জভাবে মনোজের প্রবেশ; পেছনে ঘাঘরা, ওড়না প্রভৃতি পরিহিতা পারিজাতের প্রবেশ।*]

এ কি, ব্যাপারটা কি?

মনোজ॥ আজ্ঞে, ভবতোষবাবু আমাদের আসতে বলে দিলেন। আপনি নাকি কস্টিউম দেখতে চেয়েছিলেন।

অজিত॥ আচ্ছা, বেশ দেখলাম, এবার যান।

বিনয়॥ না না, তা কেন? বসুন বসুন। আপনার নাম?

মনোজ॥ মনোজেন্দ্র নারায়ণ হালদার।

বিনয়॥ (*পারিজাতকে*) আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—

পারি॥ পারিজাত মল্লিক।

বিনয়॥ ছবিতে অভিনয় করতে কেমন লাগছে? চান্স তো পেয়ে গেলেন।

পারি॥ আমি আগে আটখানা বইতে কাজ করেছি।

বিনয়॥ ও বাবা! তাহলে তো আপনি লাইনের লোক।

[*অজিত হতাশ হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দেন।*]

অজিত॥ গেল, গেল, গেল!

পুলক॥ কি হোলো?

অজিত॥ কাজের মুডটা আসছিল, এই সময়ে.........

[*বসাকের প্রবেশ, বগলে ফাইল।*]

এই যে—মিস্টার বসাক! এ তো আগমন নয়, আবির্ভাব!

বসাক॥ Sorry লেট হয়ে গেল।

অজিত॥ এই পাঠান যুবক-যুবতীকে কেন ডেকে পাঠিয়েছ?

বসাক॥ কেন? মীরকাসিম—Sequence 3, Scene 46/A/1, Shots, 2, 3, 4 and 5, গুর্গন খাঁর বক্সী ও বাঁদী।

অজিত॥ তাই বলে ভরসকালে অমন আউরংজেবের নাতিপুতি সেজে? তোমার আক্কেল যে কবে হবে?

বসাক॥ এ ছাড়া উপায় ছিল না, কারণ ড্রেসাররা মীরকাসিমের ১ নম্বর, ৪ নম্বর এবং ৫ নম্বরের কন্টিনিউটি কস্টিউম এমনভাবে গুলিয়ে ফেলেছে—রাশ দেখলেই বুঝতে পারবেন—যে ওদের ওপর নির্ভর করতে সাহস করি নি।

অজিত॥ কস্টিউম! কস্টিউম গুলিয়ে ফেলেছে! এ্যাঁ? তা চোর হাওয়া হয়ে যাওয়ার পর এখন বুদ্ধি জাহির করছো কেন? শুটিং-এর সময়ে বলোনি কেন?

বসাক॥ সেটা আমার কাজ নয়। কস্টিউমের কন্টিনিউটি দেখার কথা প্রফুল্লর। আমি Script ধরি, অভিনেতাদের dialogue পড়াই, stop watch দিয়ে timing করি, footage-এর হিসাব করি, মাঝে মাঝে ডালিমবাবুর কপাল টিপে দিই, সুচরিতাদেবীর ডাব এনে দিই, ওঁরা কোন কারণে কারুর ওপর চটে গেলে সমস্ত গালাগালির সামনে বুক পেতে দিই এবং Sequence 1, Scene 13/4/2A, Shot 3 নেওয়ার সময়ে ফ্লোর ঝাঁট দিয়েছিলাম আমি! এ সবের ওপর প্রফুল্লর কাজ দেখার সময় আমার নেই।

অজিত॥ (*কাজের ফিরিস্তি শুনে একটু হকচকিয়ে*) ডাকো প্রফুল্লকে।

বসাক॥ প্রফুল্ল গত দশদিন absent। রিপোর্ট পেয়েছি তার বাবা মারা গেছেন।

অজিত॥ সেই সঙ্গে আমাদের বাবাদেবকেও মারবার কি অধিকার আছে তার? দশদিন

ধবে শোকাভিভূত হয়ে থাকবে? দায়িত্বজ্ঞান নেই ওব?

বসাক॥ আজ্ঞে ব্যাপাবটা তা নয়। আমাব মনে হয় মুড়োনো মাথা নিয়ে এদিকে মাড়াতে ওব লজ্জা হচ্ছে।

[অজিত একবাব বিনয়বাবুব দিকে শার্দূল দৃষ্টি নিক্ষেপ কবেন; দেখেন আশঙ্কা অমূলক—প্রযোজক পাবিজাতেব সঙ্গে গভীব কথোপকথনে মগ্ন। অতএব তিনি বসাককে একপাশে টেনে নিয়ে ধাবালো কণ্ঠে প্রশ্ন কবেন—]

অজিত॥ "মীবকাসিমেব" বাশ দেখেছ তুমি? কস্টিউমেব গণ্ডগোলটা ধবা পড়বেই বলছো? না, চেপে যাওয়া যাবে।

বসাক॥ (*এক মুহূর্তও চিন্তা না কবে*)— Sir, Sequence 1, Scene 8/2/X-টা বেবিয়ে যাবে, কিন্তু Sequence 2, Scene 58/8/2/B দেখালে দশ আনাব সীট থেকে ইঁট পড়বেই। এই দৃশ্যে মীবকাসিম দববাবে ঢুকলেন লম্বা আলখাল্লা পবে খালি মাথায়, আব সিংহাসনে গিয়ে পৌঁছোলেন ছোট জোব্বা আব পাগড়ি পবে। প্রকাশ্য দববাবে কখন যে উনি উর্দি পাল্টালেন সেটা বহস্যাবৃত।

অজিত॥ উঃ, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। খুব সম্ভব হবো। ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ দিন শুটিং হয়ে গেছে, এখন......

বসাক॥ আজ্ঞে ৫০ নয়, সাড়ে তিপান্ন। ৪৮ দিনে পুবা শুটিং ৭দিন হাফ ডে, দুটো নাইট শুটিং এবং তিন দিন Shooting cancelled, একুনে সাড়ে তিপ্পান্ন দিন।

অজিত॥ যাই হোক, কি আব কবা যাবে? মোটমাট ইঁট খেতে বাজী নই। সীনটা retake কবতে হবে।

[পুলক ও অবিন্দম একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন।]

পুলক॥ Retake!

অবিন্দম॥ Sir বলছে retake!

[বসালাপ ভেঙ্গে প্রোডিউসাব লাফিয়ে ওঠেন।]

বিনয়॥ কেন? কি? কোথায় retake? আবাব retake কেন? কোন্ সীন?

বসাক॥ (*অবলীলাক্রমে*)—আজ্ঞে মীবকাসিম, Sequence 2, Scene 58/8/2/B, Set—দববাব। Time—day Characters— মীবকাসিম, গুর্গন খাঁ, সমরু, মার্কাব, এ্যামিযট, হে এবং ৩০ জন সভাসদ। Special properties—সিংহাসন, ঝাড় লণ্ঠন.....

বিনয়॥ কি সর্বনাশ! হবি তো ঐ সীনটাই! কেন? ফতেমাবিবিব সঙ্গে প্রেমালাপেব সীনটা retake কবাব প্রযোজন হয় না কেন? মাত্র দুটো আর্টিস্ট আব একটা নড়বড়ে তক্তপোষ লাগে বলে? আমাব গাঁটেব পযসা একটু কম খবচ হবে বলে? বাপবে বাপ, একেবাবে অতিষ্ঠ কবে মাবলে। কেন retake? ক্যামেবায কিছু ওঠেনি বুঝি আবাব? বুঝলেন অবিন্দমবাবু, outdoor-এ গেলাম ববাকব, খোলামকুচিব মতন পযসা উড়িয়ে এবা ছবি তুলে আনলে—সে ছবি দেখে আঁতকে উঠলাম। সে কি গিবিযাব বিস্তীর্ণ প্রান্তব, না ফতেমাবিবিব মুখ কিছুই বোঝা গেল না।

বসাক॥ আজ্ঞে বাব বাব ফতেমাবিবি বলছেন কেন, সে তো 'আলিবাবা'য; ইনি হলেন ফতেমা বেগম।

বিনয়॥ ঐ হোলো। যা বিদঘুটে বোরখা পরিয়েছে, তাতে কি বিবি, কি বেগম? মুখটা অমন করে ঢেকেই বা রেখেছ কেন?

[*অজিতবাবু ভরত নাট্যমের ভঙ্গীতে সরে পড়েছেন; চিরাচরিত-প্রথা অনুযায়ী বসাক একাই বিনয়বাবুর তর্জন সহ্য করেন।*]

বসাক॥ (অত্যন্ত শান্তস্বরে) সেটাই ছিল সে যুগেব রীতি।

বিনয়॥ তা রীতির কথা আগে মনে ছিল না? মুখটাই যদি না দেখাবে তো দিনে তিনশ' টাকা গুনাগাব দিয়ে শ্যামলীদেবীকে নেওযার কি দরকার ছিল? বাড়িব কাত্যায়নী ঝিকে দাঁড় করিয়ে দিলেই হত। তারপর বুঝলেন অরিন্দমবাবু, ফেন ছোটো বরাকর; আবার কড়কড়ে টাকা পাখা মেলে উড়তে আরম্ভ করল; অপরূপ ক্যামেবাম্যান আবাব মাঞ্জা দিযে বাবুটি সেজে গিরিয়াব বিস্তীর্ণ প্রান্তর তুলতে লাগলেন। এবার কি হোলো জানেন? ছবি দেখে আমার ব্লাড-প্রেসাব ডবল হয়ে গেল। প্রান্তব এবার পরিষ্কার দেখা গেল, সামনে মীরকাসিমও মোটের ওপর স্পষ্টই দেখলাম ঘোড়াব ওপর বসে বয়েছেন যুদ্ধের সংবাদ প্রতীক্ষায়। সবই ঠিক হোলো। শুধু পেছনে আধখানা স্ক্রীন জুড়ে অসংখ্য কারখানাব নল, বেল-লাইন, মায় একখানা ফস্কে-আসা ইঞ্জিন। বরাকবেব যত শিল্প-প্রতিষ্ঠান সবাই ভীড় করে গিবিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজিব হযেছে।

বসাক॥ একটা Slight mistake এর জন্যই অমনটা হোলো। ক্যামেরাম্যান একটা দারুণ experiment করছিলেন......

বিনয়॥ থাক, আব আদিখ্যেতায় কাজ নেই। মীবকাসিমকে যে প্যাকার্ড গাড়িতে চড়িযে যুদ্ধে পাঠাওনি এতেই আমি তোমাদেব কেনা গোলাম হযে থাকব।

পুলক॥ আমাব মনে হয় অজিতদা, আপনি বম্বে চলে যান। ওবা সমঝদাব। ওরা তলোযাব নিয়ে মোটব গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে-টাপিযে পড়ে ঘোড়ায চেপে বাড়ি ফিবে আসে।

বিনয॥ কোনো রিকেট-ফিকেট চলবে না।

বসাক॥ ঠিক আছে। (অজিতকে) Sir, no retake, দশ আনা সীট থেকে ইঁট খাওয়াব জন্য প্রস্তুত হন।

বিনয॥ ইঁট ওঁর এদ্দিনে গা-সহা হযে গেছে।

অজিত॥ (*কাষ্ঠ হাসি হেসে ফেলেন*) মানে বলছিলাম, দরবারের সীনট ছবির একটা বিশেষ ইয়ে। Atmosphere-এর দিক থেকে সীনটার দারুণ importance, এবং ঐতিহাসিক ছবির ইযেই হোলো ইয়ে। তাই জিনিসটাকে ইয়ে করে নিয়ে—

বিনয॥ না, আমি জিনিসটাকে ইযে করে নেব না। পয়সা দিতে দিতে আমার কাছা খুলে গেল মশাই।

অজিত॥ আচ্ছা, ঠিক আছে, সীনটাকে একেবারে কেটে উড়িযে দাও। তাহলে ইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—

বসাক॥ কেটে ওড়ালে ছবিটাকেই কেটে ওড়াতে হয়, কারণ এই সীনেই এ্যামিয়ট আর হে'র সঙ্গে কাসিমের ঝগড়ার সূত্রপাত, এবং অত যুদ্ধ-হাঙ্গামার পূর্ব সূত্র। সেটা গেলে পুরো ছবিটা অর্থহীন।

অজিত॥ ওরে বাবা, কি ইয়েতেই পড়লাম। বিনয়বাবু, plot-এর দিক থেকেও এ-সীনটাব ইয়ে অত্যন্ত বেশী—

বিনয়॥ অবশ্যে বোদন, অবশ্যে বোদন। একটি পয়সা আমি দেব না। একেই ডালিম ত্রিশ হাজাব চেয়ে আমাব বাবোটা বাজিয়েছে।

অজিত॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে) The Idea! বসাক, সীনটা দুটো শটে আছে না?

বসাক॥ হ্যাঁ স্যাব। প্রথমটা আলখাল্লা, দ্বিতীয়টা জোব্বা।

অজিত॥ প্রথমটা কেটে বাদ দাও। ফেড-ইন কবতেই দেখা যাবে কাসিম আলি মসনদে বসে কথা বলছেন, ব্যস্।

বসাক॥ তা তো হবে না। ডায়ালগ দুটো শটেই আছে। কাসিম আলি ঢুকছেনই এ্যাামিয়টেব সঙ্গে ঝগড়া কবতে কবতে।

অজিত॥ আলখাল্লা পবে, খালি মাথায়?

বসাক॥ হ্যাঁ স্যাব। পবেব শটে সেই ঝগড়াই চলছে।

অজিত॥ এবাব জোব্বা পবে, পাগড়ি মাথায়?

বসাক॥ হ্যাঁ, স্যাব।

অজিত॥ আমি বাগনান চলে যাব।

[ভবতোষ পুনবায় প্রবেশ কবেন।]

ভব॥ স্যাব, বামনবা কিছুতেই যাচ্ছে না।

অজিত॥ এ্যাঁ? কি?

ভব॥ Dwarf Sir কিছুতেই নড়বে না এবা।

অজিত॥ কেন নড়বে না?

ভব॥ ওবা বলে নগব থেকে হেঁটে এসেছে। শুটিং হবে না শুনে ওবা হতাশ হয়ে পড়েছে।

অজিত॥ আমাব মাথা নিশ্চয়ই ক্রমশ খাবাপ হয়ে আসছে। নইলে ভবসকালে ছ'ছটা বামন মাথাব ওপব ভব করে?

ভব॥ ওবা একদিনেব পুবো মজুবী চাইছে।

বিনয়॥ তাব চাইতে ওদেব বলো, এসে আমাব পেটেব উপব ছ'ভাইয়ে মিলে দাঁড়িয়ে ধেই ধেই করে নাচুক।

অজিত॥ মেক আপ না কবলে মজুবী দেওয়া হয় কাউকে? ভবতোষ, তোমাব মতন একজন experienced production manager কে সে কথা স্মবণ কবিয়ে দিতে হবে?

ভব॥ তাহলে যাই, বলি গে।

অজিত॥ হ্যাঁ, তাই বলো।

[ভবতোষ প্রস্থান কবেন।]

হ্যাঁ, কি জানি আলোচনা কবছিলাম আমবা? সব গুলিয়ে দিয়ে গেল।

বসাক॥ মীবকাসিম, আলখাল্লা ও জোব্বাব বার্কবিতণ্ডা।

অজিত॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। কি কবা যায়?

বিনয়॥ কেটে ওড়াও—কেটে ওড়াও।

অজিত॥ স্যাব তাহলে প্লটটাই উড়ে যায়।

বিনয়॥ কুছ পবোয়া নেহি হ্যায়। মীবকাসিমকে বেলগাড়ি চড়াতে পেবেছেন, আব প্লট উড়িয়ে ম্যানেজ কবতে পাববেন না? ও সীনেব ডায়ালগ অন্য সীনে নিয়ে জুড়ুন।

অজিত॥ The idea। বসাক, অন্য সীনে ইয়ে করো—
বসাক॥ কোন্ সীনে বলুন।
অজিত॥ ইয়েটায়....দুর ছাই ছবির নামটা পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছি।
বিনয়॥ একটা পুকুরধারের সীন আছে না?
বসাক। আজ্ঞে Sequence 4, Scene 22/1/C
বিনয়॥ ওখানেই লাগাও। কাসিম স্নান করতে গেছে, এমন সময়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা।
পুলক॥ আমরা মূর্ছো গেলাম। দরকার হলে ডেকো।
বসাক॥ নবাব পুকুরে ডুব দিতে যাবে কেন?

[অজিত হাল ছেড়ে দিয়ে আবার বাদামে মনোনিবেশ করেন।]

বিনয়॥ মৃগয়া ট্রিপে গেছলেন আর কি। ফেরার পথে একটু গোসল করার ইচ্ছে হয়েছে।

[নিতান্তই bohemian ভাব নিয়ে অধীরকুমার ও সমীরকুমার প্রবেশ করেন। হাতে স্বরলিপি নিয়ে দু'জনে সোজা গিয়ে হারমোনিয়াম ও তবলা ধরেন।]

অজিত॥ (*স্তম্ভিত হয়ে*) কি চাই? আলুথালু হয়ে কোত্থেকে?
অধীর॥ শুনুন masterpiece!
সমীর॥ গান রেডি।
অজিত॥ কি গান? কি ব্যাপার! কি চাই?
সমীর॥ অত জোরে কথা বলবেন না, আমার সুর কেটে যাচ্ছে।

[আর বাক্যব্যয় না করে গান ধরেন।]

সেদিন ওঠেনি চাঁদ তোমার পথ চেয়ে
সেদিন ফোটেনি ফুল তোমায় চুমো খেয়ে-
কত কথা হোলো না কওয়া
কত গান তো হোলো না গাওয়া
তবু ঝরা ফুলের মালা গেথে যাই
তারার পানে চেয়ে।

[উপরোক্ত বিষাদাত্মক গানের ফাঁকে ফাঁকে অজিত নাহিড়ীর নানা বিস্ময়োক্তি এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল, যথা "একি?" "বলি ব্যাপারখানা কি?" "ন্যাকামো" ইত্যাদি। গান থামতে না থামতে তিনি সজোরে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন —]

অজিত॥ মালা গাঁথবার আর জায়গা পেলে না? মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, আর তারার পানে চাইতে এসেছে।

অধীর॥ বাঃ! গান লিখতে বললেন, সারারাত জেগে লিখে আনলাম। অন্তত আমাদের পরিশ্রমের মর্যাদা দিন।

সমীর॥ কবি শেক্সপীয়ার বলেছেন, গান যার ভাল লাগে না সে মানুষ খুন করতে পারে।

অজিত॥ কবি শেক্সপীয়ার তবে তোদের গান শোনেন নি, তোদের গান শুনলেই বরং মাথায় খুন চাপে।

বিনয়॥ (*হঠাৎ একগাল হেসে ফেলেন*)। হুঁ, শেক্সপীয়ার! ছেলেবেলায় আমিও কত পড়েছি। Tomorrow and tomorrow and tomorrow, That is the question!

বসাক॥ ও, আলাপ করিয়ে দিই; এঁরা দুজন সংগীতকার। ইনি অধীরকুমার—কথা। ইনি সমীরকুমার—সুর। আর ইনিই প্রডিউসার শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরী।

বিনয়॥ গানখানা তো খাসা হয়েছে!

অজিত॥ না, খাসা হয়নি। ঐ সুর, ঐ কথা আমি অন্ততঃ হাজার বার শুনেছি।

[*এই সোরগোলের মধ্যেই ভবতোষ ঢোকেন। চেঁচিয়ে গানকে দাবিয়ে তিনি ঘোষণা করেন—*]

ভব॥ শিঙে এসে গেছে।

অজিত॥ কি? কি এসে গেছে?

ভব॥ শিঙে।

অজিত॥ এ্যাঁ?

[*ওদিকে মার্কিন লোকসংগীতের বিস্তার করতে থাকেন অধীর ও সমীর। অজিত আর পারেন না, চীৎকার করে ওঠেন*

দাও, এদের পুলিশে দাও।

[*সচকিত হয়ে অধীর ও সমীর যুগপৎ গান বন্ধ করেন।*]

দুই ব্যাটা বৃহন্নলাকে ঘাড়ে ধরে এখান থেকে বার করে দাও।

[*অশ্রুসজল চোখে স্বরলিপির গুরুভার উত্তোলন করে অধীর ও সমীর প্রস্থান করেন। অজিত ভবতোষের ক্রেন্দন করতে শুরু করেন।*]

অজিত॥ কি? বলছ কি মাথামুণ্ডু?

ভব॥ আজ্ঞে, শিঙে এনেছে। ফুঁকবে?

অজিত॥ শিঙে ফুঁকবে! শিঙে ফুঁকতে যাবে কেন? কে? কি ব্যাপার? বসাক?

বসাক॥ স্যার, মীরকাসিম—Sequence 6 Scene 28 14/8 -/A shot 9 যুদ্ধের প্রস্তুতির মন্টাজ—"দ্বারে বিষাণ বাজিল।" তাই এনেছে। আপনি শুনে পাশ করলে কালকে sound take করে নেব।

[*অজিত কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।*]

ভব॥ শিঙে ফুঁকবে স্যার?

[*টেলিফোন বেজে ওঠে; অজিত তা তুলে নেন।*]

অজিত॥ হ্যালো? কি আশ্চর্য! আপনি আবার জ্বালাচ্ছেন? wrong number!..... (*চেঁচিয়ে*) না, শুনতে অদ্ভুত হলেও, এটা হিন্দু সৎকার সমিতির অফিস নয়।

[*রিসিভার রেখে বিবসবদনে অজিত কিয়ৎকাল তাকিয়ে থাকেন।*]

একদিকে শিঙে ফুঁকছে, আরেকদিকে সৎকার হচ্ছে। ওঃ!

বসাক॥ চলুন স্যার, একবার rush-টা চালিয়ে দেখা যাক।

[*জীর্ণ মুঘলাই পোশাক পরিহিত পারিজাত ও মনোজ বাদে সকলেই কথা বলতে বলতে প্রস্থান করেন। সকলে ওদেরকে যে এতক্ষণ একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিল, তাতে যেন দুজনই বেশ একটু আশ্বস্ত।*]

মনোজ॥ কি বিকট অবস্থা! লাল নীল ন্যাকড়া জড়িয়ে বসে রয়েছি।

[*পারিজাত একটু ম্লান হাসেন।*]

বেশ লোক কিন্তু ওরা। দুটো প্রাণী বসে রয়েছি, বেমালুম ভুলে গেল।

পারি॥ প্রথম ছবি তো। তাই নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

[*মনোজ হেসে ওঠেন; পারিজাত সে হাসিতে যোগদান করেন না বলে তিনি থেমে যান। একটু সচেষ্টভাবেই তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার প্রয়াস পান।*]

মনোজ॥ দেখুন, একমাস আমাদের প্রায় রোজ দেখা হচ্ছে, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। আপনি থাকেন কোথায়?

পারি॥ যাদবপুর।

মনোজ॥ আমি হাওড়া থেকে আসছি।

পারি॥ জানি।

মনোজ॥ বেরিয়েছি ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে থাকতে।

পারি॥ হেঁটে আসছেন?

মনোজ॥ হ্যাঁ। পকেটে ছুঁচো ডন মারছে। (*হাসেন, এবার পারিজাত ম্লানমুখে যোগ দেন, উৎসাহিত হয়ে মনোজ সজোরে বলতে থাকেন—*) তা বলে আমি দমি না। যেটা করব বলি, সেটা করি।

পারি॥ ছবিতে অভিনয় করবেন ঠিক করে ফেলেছেন বুঝি?

মনোজ॥ নিশ্চয়ই। নইলে একমাস এই কোম্পানীর পেছনে লেগে থাকি? তাছাড়া আমি অভিনয় করতে জানি। ছেলেবেলা থেকে করেছি। আমার বাবা যাত্রাদলে গাইতেন। বাবার অর্জুন, রাবণ, দক্ষ আসর কাঁপিয়ে দিত। আমাকে বাবা হাতে ধরে শিখিয়েছেন। তাই আমার মনে হয়, অভিনয়টা আমি সত্যি বুঝি। ইস্কুলে নাটক করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলাম। তারই ঠেলায় এগজামিনে গোল্লার বেশি নম্বর উঠত না। তাই তো এসে পড়লাম। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছি।

পারি॥ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে! চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই পাঁচ টাকার এক্সট্রার কাজ নিতে এসেছেন!!

[*পারিজাত এবার একেবারে অবাক হয়ে যান। সেটা লক্ষ্য করে মনোজ একটা অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করেন—*]

মনোজ॥ এক্সট্রাই হোক আর যাই হোক—অভিনয় তো। (*একটু থেমে*) ডায়ালগ বললে পাঁচটাকা নয়, দশ টাকা! তাই তো?

পারি॥ হ্যাঁ। তবে আমি আজ পর্যন্ত ডায়ালগ বলি নি। একবার শুধু একটা ছবিতে সমবেত উলুধ্বনিতে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু উলু ঠিক ডায়ালগের পর্যায়ে পড়ে কিনা এই নিয়ে সন্ধ্যেবেলা আর তর্ক করার ধৈর্য ছিল না।

মনোজ॥ আমি তাহলে ভাগ্যবান বলতে হবে; প্রথম ছবিতেই ডায়ালগ পেয়েছি। ভাল করে তৈরি করে রাখি, কি বলেন?

পারি॥ নিশ্চয়ই।

[*মনোজ কোমরে ঝুলানো পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে সন্তর্পণে ভাঁজ খুলে মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকেন এবং পায়চারী করতে থাকেন। হঠাৎ তিনি থামেন।*]

মনোজ॥ চেঁচিয়ে রিহার্সেল না দিলে কখনো অভিনয় হয়? (*এক মুহূর্ত পায়চারী করেই আবার থামেন*) আমি একটু পার্টটা বলে নেব? আপনি একটু শুনবেন?

পারি॥ নিশ্চয়ই।

মনোজ॥ উৎকর্ণ হয়ে শুনবেন। যদি কোথাও খটকা লাগে তৎক্ষণাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

পারি॥ খটকা, মানে?

মনোজ॥ যদি কোথাও অস্বাভাবিক মনে হয়। আমার আশঙ্কা আছে—যাত্রার অতি-অভিনয় এসে না পড়ে।

পারি॥ বেশ।

[*মনোজ একখানা চেয়ার কক্ষের মধ্যস্থলে স্থাপন করেন।*]

মনোজ॥ এইটে ধরা যাক—নবাব মীরকাসিম। রেডি?

পারি॥ হ্যাঁ।

[*মনোজ একমুহূর্ত চুপ করে ধ্যানমগ্ন হন; তারপর ধীরে ঝুঁকে চেয়ারকে কুর্নিশ করেন।*]

মনোজ॥ বন্দেগী জনাব।

[*তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পারিজাতের পাশে এসে সোফায় বসে পড়েন। পারিজাত অন্তত আরো খানিকটা অভিনয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন এবং মনোজের সোফায় উপবেশনটাকেও প্রথমটা মহড়ার অংশ বলেই ভেবেছিলেন; কিন্তু তাঁর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস শুনে এবং রুমালে মুখ, কপাল এবং ঘাড় মোছা দেখে কৌতুক ও বিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করেন—*]

পারি॥ ব্যস?

মনোজ॥ হ্যাঁ।

পারি॥ ঐ বন্দেগী জনাব?

মনোজ॥ হ্যাঁ।

পারি॥ (*আঁচলে মুখ গুঁজে হাসতে হাসতে*) বাঃ!

মনোজ॥ (*পারিজাতের হাসির কারণটা মোটেই ধরতে পারেননি; তাই নিজেও খানিকটা হেসে নেন। দিলখোলা হাসি!*) আপনার চোখে তো উৎকট ঠেকবেই। আপনি কত ছবি করেছেন, সূক্ষ্ম অভিনয়ে দক্ষ। আরে বাবা, একি মফঃস্বলের যাত্রার ভীমের কর্ম?

পারি॥ আপনি তো অভিনয় সম্বন্ধে অত্যন্ত serious!!

মনোজ॥ নিশ্চয়ই। অভিনয় আমার কাছে একটা আদর্শ, একটা কি বলে—কথা যোগায় না আমার বুঝলেন? মানে একরকমের পুজো বলতে পারেন।

পারি॥ একটা কথা বলব?

মনোজ॥ বলুন।

পারি॥ অভিনয় যদি আপনার কাছে অমন পবিত্র পুজোর মতন হয়, তাহলে এক্ষুণি এখান থেকে দৌড়ে পালান।

মনোজ॥ (*বিস্মিত*) কেন?

পারি॥ অভিনয় এখানে পয়সা কামাবার উপায়। বেশ্যাবৃত্তি বলতে পারেন! (অবলা

নারীর মুখে অমন ভাষণ মনোজের দুঃস্বপ্নেরও অতীত; ভয়ানক চমকে ওঠেন, জিভ কেটে ফেলেন। পারিজাত হাসেন।) অজ পাড়াগেঁয়ে চাষাভূষোরা কখনো অমন কথা উচ্চারণ করে না, না? এটি ফিল্ম্ লাইনের দান। আগে আমারো বাধত। আটখানা ছবির পর আর আটকায় না।

মনোজ॥ মানে—সত্যি বলছেন? (*সত্যিই শঙ্কিত*) তবে তো এ বড় ভীষণ স্থান!

পারি॥ তাই তো বলছি, এইবেলা কাটুন। এক্সট্রা হওয়াব অপমান আপনি সইতে পারবেন না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

মনোজ॥ অপমান করে? কে অপমান করে?

পারি॥ (*আবার হেসে ওঠেন*) প্রশ্নটা শক্ত। কে কবে না জিজ্ঞেস করলে তালিকা একটু ছোট হোতো। পবিচালক মনে করেন কতকগুলি আসবাবপত্রের মতন এক্সট্রাদের সাজিয়ে নিয়ে ভাল ভাল ক্রাউডসিন নিতে হবে, তাঁর কাছে এক্সট্রারা আসবাব। প্রোডিউসার মনে করেন এরা কতকগুলি অনাবশ্যক জীব—তাঁব পয়সা খসাবাব জন্যেই এরা উপস্থিত হয়েছে; তাঁর কাছে এক্সট্রাবা একধরনের চোর। প্রোডাকশন ম্যানেজাবেব মতে এবা বক্তবীজের বংশ; অতজনকে পাঁচটাকা হাবে দিতে গেলে নিজেব থাকে কি? তাই তিনি চেষ্টা কবেন মল্লিকের খাতায় পাঁচটাকা হাবে লিখিয়ে তিনটাকা কবে হাতে গুঁজে দিয়ে কোনমতে বিদায় করতে। তাঁর চোখে এক্সট্রাবা মূর্তিমান বিবেক; দংশনের জ্বালায় তিনি সারাদিন গালাগালি করে প্রতিশোধ নেন। চা দেয় যে ছোকবাটি—সেও জানে এক্সট্রাদেব ভাঙা-হাতল ময়লা কাপে ঠাণ্ডা চা বিতবণ করতে গিয়ে তারকাদের কাছ থেকে গালি খাওয়ার কোন মানে হয় না। তাই সেও এক্সট্রাদের মহাক্ষুধার প্রতি নানা রসাল মন্তব্য করে, উপস্থিত সকলকে হাসিয়ে নিজেকে বাঁচায়। তাবপর—

মনোজ॥ এমন পাষণ্ড এরা? ...তা আপনি পালাচ্ছেন না কেন? আমাকে কাটতে বলছেন, অথচ....

পারি॥ আমার কথা আলাদা। আমি তো আর অভিনেত্রী নই। আর ঐ আদর্শ, পুজো, ওসব আমার মাথাতেই আসে না।

মনোজ॥ (*ভীষণ অবাক হয়ে*) অভিনেত্রী নন মানে? অভিনেত্রী নন তো অভিনয় করতে এসেছেন কেন?

পাবিজাত॥ অভিনয় করতে তো আসিনি। ঐ যে বললাম—পয়সা কামাতে এসেছি। (*একটু থেমে মনোজকে আবার চমকে দেওয়াব জন্যেই বলেন—*) বেশ্যাবৃত্তি করতে এসেছি।

মনোজ॥ অমন কথা বলে না, ছিঃ!

[*পারিজাত হাসতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু সবল যুবকের আন্তরিকতার অবমাননা করতে তাঁর বাধল।*]

পারি॥ কলকাতার এত কাছে আপনার মতন ছেলে এখনো আছে এ আমার ধারণাই ছিল না। চায়ের দোকানে, সিনেমার দশ আনা লাইনে, রোয়াকে, আমার সমবয়সী ছেলেদের দেখে দেখে ধারণা হয়েছিল—দেশজুড়ে সব ছেলেরা বুঝি হঠাৎ ডালিমকুমারের কার্বন কপি হয়ে পড়েছে। সিনেমা পত্রিকা পড়ে অভিনেত্রীদের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করাই বুঝি তাদের কাজ।

মনোজ॥ যদি একটা প্রতিজ্ঞা করেন, তবে আপনাকে একটা কথা শুধোবো?

পাবিজাত॥ বলুন।

মনোজ॥ আগে প্রতিজ্ঞা করুন, ঐ ঘৃণ্য কথাটি আপনি আব উচ্চাবণ কববেন না।

পাবিজাত॥ কবলাম। এবাব জিজ্ঞেস করুন।

মনোজ॥ আপনি কেন এ লাইনে এলেন? (*পাবিজাত বলতে যাচ্ছিলেন, মনোজ বাধা দিযে বলে ওঠেন—*), না, ঐ পয়সা কামাবাব কথায আমাব প্রত্যয হয় না!

পাবি॥ (*হেসে*) আপনি দেখছি শহবেব হালচাল কিছুই জানেন না। বিশ্বাস করুন— পযসাব জন্যেই এসেছি। আমবা বিফিউজি। বাবা মাবা গেলেন কলকাতায আসাব দু'মাসেব মধ্যে। মা বযেছে, ছোট বোন আছে, মানুষ কবতে হবে তো? ঢাকায় থাকতে ম্যাট্রিক পডছিলাম; পাস কবা আব হযে ওঠেনি। কি চাকবী পাব? শুনলাম কলোনি ঝেঁটিয়ে মেযেদেব নিযে যাচ্ছে স্টুডিওতে; চলে এলাম। (*কিছুক্ষণ নীববতা*) আগে আমাদেব প্রোডিউসাবেবা মেযে ভাডা কবতেন সোনাগাছি থেকে, এখন উদ্বাস্তু কলোনি থেকে।

মনোজ॥ সোনাগাছি কি?

পাবি॥ (*অধেক কথা যে মনোজ বুঝতেই পাবছেন না, সেটা এবাব তাঁব হৃদযঙ্গম হল*) উচ্চাবণ কবতে বাবণ কবলেন যে!

[*শিউবে উঠে মনোজ থেমে যান।*]

দেখুন দিনে পাঁচটাকাব বড দবকাব। তাই, কোথায কোন্ ছবিতে এক্সট্রাব দবকাব আছে তাই খুঁজে বেড়াই।

[*পাবিজাতেব বোধহয অতটা বলাব ইচ্ছে ছিল না, অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা বেবিযে যাওযায তিনি নিজেব উপব বিবক্ত হন; আসন পবিবর্তনেব অভিপ্রাযে তিনি টেবিলেব কাছে আসেন— তাবপবই টেবিল আঁকডে ধবে নিজেকে সোজা বাখতে চেষ্টা কবেন; স্পষ্টই বোঝা যায তিনি মূর্ছিত হযে পডছেন। ভীষণ ব্যস্ত হযে মনোজ ছুটে এসে সবল বাহুতে তাকে জড়িযে ধবেন।*]

মনোজ॥ কি হযেছে? কি হোলো? আপনি অসুস্থ?

[*ধবে এনে চেযাবে বসান; জলেব গ্লাস একটা নিযে এসে মুখে জল ছিটোন।*]

ডাক্তাব ডাকব? কি হযেছে?

পাবি॥ (*সামলে নিযে*) কিছু হযনি। মাথাটা ঘুবে গেল হঠাৎ।

মনোজ॥ সকাল থেকে কিছু খান নি বুঝি?

পাবি॥ না, না, খেযেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন।

মনোজ॥ ব্যস্ত হব না মানে? চোখেব সামনে জলজ্যান্ত একটা মানুষ অজ্ঞান হযে যাচ্ছে!

[*পাবিজাত ম্লান হাসেন। এক দৃষ্টে তিনি কিছুক্ষণ মনোজেব দিকে তাকিযে থাকেন।*]

পাবি॥ আপনি এমন অদ্ভুত লোক! পাঁচ মিনিট আপনাব সঙ্গে কথা বললেই মনেব সমস্ত কথা হুড হুড কবে বেবিযে যেতে থাকে।

মনোজ॥ মনেব কথা বলে ফেলাই উচিত। পুষে বাখলে মন ভাবী হয়ে যায়।

পাবি॥ তবে, সত্যি কথাটা বলি। আমি অন্তঃসত্ত্বা।

[*মনোজেব একটুও ভাবান্তব হয না।*]

মনোজ॥ তা, এ অবস্থায় বেরিয়েছেন কেন? কেন পরিশ্রম করছেন?

পারি॥ বললাম যে পয়সার দরকার।

মনোজ॥ তা আপনার স্বামীই বা কেমন ধারা অর্বাচীন? এ অবস্থায় বেরুতে দিল?

পারি॥ আমার স্বামী নেই। বিয়েই হয়নি।

[কথাটা সম্যক না বুঝেই মনোজ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ বুঝতে পেরে তিনি চুপ করে যান।]

এখন তাহলে ঘৃণায় আপনার গা রী রী করে উঠছে; না?

মনোজ॥ (*সে কথার জবাব দেয় না*) কি কবে এমন হোলো?

পারি॥ বেশ্যাবৃত্তি। কই? চমকে উঠলেন না?

মনোজ॥ (*সজোরে*)—আপনাকে বললাম না ও কথা উচ্চাবণ না-কবতে?

[হঠাৎ ধমকে পারিজাত মাথা নীচু করে বসে থাকেন, মনোজ শান্তস্বরে আবার বলেন—]

কেমন ক'রে হোলো?

পারি॥ (*মাথা না তুলে*) তিন মাস আগে এক প্রোডিউসাব বলেছিল ছবিতে হিরোইনের চান্স দেবে। তার দাম অগ্রিম আদায কবে নিয়ে সে সরে পড়ল।

মনোজ॥ (*শান্তস্বরেই*) তুমিও এমনই ন্যাকা, জিনিস না নিয়েই দাম দিয়ে বসে আছ।

পারি॥ টাকার বড় দরকাব ছিল তখন।

মনোজ॥ টাকা পাচ্ছ তাহলে? (*পাবিজাত জবাব দেন না।*) বাবা বলেছিলেন— ফিল্ম বড় ভীষণ জাযগা, একটা লোকও নেই যে সুখী। ঘর গড়তে কেউ জানে না, ঘর ভাঙতে প্রত্যেকে পারদর্শী।

[পারিজাত তারও কোনো জবাব দেন না।]

কি আব করা যাবে? যা হবার হয়ে গেছে। এখন কি করবে?

পারি॥ ফিল্ম লাইনেব নীতি অনুসারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াব আগেই একটি স্বামী পাকড়ানো উচিত!

[মনোজ হঠাৎ হেসে ফেলেন।]

এবাব বুঝতে পারছেন কেন বলেছিলাম অপমানের কথা? সুশ্রী এক্সট্রার অপমান আরও ভয়ানক।

মনোজ॥ (*প্রসঙ্গ পাল্টায়*) ভীষণ খিদে পেয়েছে। এখন হিডিম্বাব খাদ্য সামনে থাকলেও ভীমের মতন টপাটপ খেয়ে ফেলতে পাবি।

[আকস্মিক প্রসঙ্গ পরিবর্তনের অর্থ পারিজাত বোঝেন ।]

মনোজ॥ এক মাস এদের অফিসে যাতায়াত করছি, কোনদিন এক কাপ চা-ও দেয়নি। আজ সব সাবাড় করব।

[এক চুমুকে মনোজ দুধটা শেষ করে সবে কাটলেটে কামড় দিয়েছেন, এমন সময়ে কথাবার্তা বলতে বলতে অজিত, বসাক, বিনয়, পুলক ও অরিন্দম প্রবেশ করেন। এক মোগল রাজপুরুষের কাণ্ড দেখে সবাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান।]

অজিত॥ এখানে হচ্ছে কি? একি? (*এগিয়ে আসে। হঠাৎ চেঁচিয়ে*) আরে, লোকটা আমার দুধ খেয়ে ফেলেছে!

মনোজ॥ ক্ষমা করবেন আমাকে। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম, তৃষ্ণার্তও; তাই—

অজিত॥ আমার অফিস অঞ্জুমান ইসলামের দাতব্য ভোজনাগার হয়ে উঠেছে।

বিনয়॥ আপনি কে? কি চাই?

[হট্টগোলে মনোজ জবাব দিতে পারেন না।]

(অজিতকে) এ কে?

অজিত॥ বসাক, এ কে?

বসাক॥ আজ্ঞে গুর্গনখাঁর বক্সী, মীরকাসিম Sequence 3, Scene 46/A/1,

অজিত॥ না!! I won't have him! ননীগোপাল দুধ চুরি করে খেয়েছেন! তাড়িয়ে দাও।

বসাক॥ ভবতোষবাবু! [ভবতোষ হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করেন।] এই এক্সট্রা বামাল সমেত ধরা পড়েছে। বিদেয় করুন।

ভবতোষ॥ করছি, কিন্তু সুচরিতা দেবী এসে গেছেন।

[সকলে দাঁড়িয়ে ওঠে। স্তম্ভিত মনোজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, দরজায় মুখোমুখি সুচরিতার সঙ্গে দেখা। চিত্রতারকারা চিত্র গ্রহণের চেয়ে পার্টি বেড়ানোর সময়ে বেশি রূপসজ্জা করেন বলে কিংবদন্তী আছে সে কিংবদন্তী অসত্য। ঐ দুই ক্ষেত্রে তাঁরা মোটামটি সমান প্রসাধন করেন। সুচরিতাকে দেখলে তা বোঝা যায়। মনোজকে দেখে তিনি লাস্যময় এক ভ্রূভঙ্গী করেন, রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত এনামেল করা মুখে এমন এক উদ্দীপনা খেলে যায় যে মনোজ দু পা পিছিয়ে আসেন।]

সুচরিতা॥ নমস্কার।

মনোজ॥ (সসম্ভ্রমে) নমস্কার।

সুচরিতা॥ আপনাকে বেশ মানিয়েছে তো! মীরকাসিম তো? কি করছেন আপনি?

মনোজ॥ ইয়ে – মানে –করছিলাম

অজিত॥ বর্তমানে মুঘল বীর উষ্ট্রারোহণে পুনরায় একপথে অদৃশ্য হবেন।

[খিল খিল করে সুচরিতা হেসে ওঠেন। খপ করে হঠাৎ মনোজের হাত ধরে ফেলেন, মনোজ পিছোবার চেষ্টা করেও পারে না।]

সুচরিতা॥ আসুন, বসা যাক।

[সোফায় ওকে বসিয়ে পাশে সুচরিতা পেলব দেহ স্থাপন করেন। পুলক এবং অরিন্দম হঠাৎ এসে ঝুঁকে কুর্নিশ করেন।]

পুলক॥ আদাব—আদাব—

অরিন্দম॥ বন্দেগী—বন্দেগী—

পুলক॥ সেলাম— সেলাম–

অরিন্দম॥ মহব্বৎ—মহব্বৎ —

সুচরিতা॥ ও বিনয়বাবু, এ দুটিকে আবার জুটিয়েছেন কেন?

[বিনয়বাবু মহা বিস্ময়ে আকুল হয়ে এগিয়ে আসেন।]

বিনয়॥ কেন ম্যাডাম? এদের স্টোরিভ্যালু ঢের—

[বলতে বলতে সুচরিতার অপর পার্শ্বে বসতে যাচ্ছিলেন—]

সুচরিতা॥ এখানে নয়। চেয়ারটায় বসুন।

[*বিনয়বাবুর বিনয়ী হাসি কিঞ্চিৎ প্রাণহীন হয়ে পড়লেও তিনি প্রদর্শিত আসনে বসেন। ভবতোষ এক গ্লাস ডাবের জল ও দুটি সন্দেশ এনে সুচরিতার সামনে স্থাপন করেন।*]

সুচরিতা॥ মিষ্টিটা নিয়ে যাও। হঠাৎ মোটা হয়ে যাচ্ছি। তারপর অজিতদা! Hair styleটা দেখো তো! আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো?

অজিত॥ অপূর্ব দেখাচ্ছে। আমার মরতে ইচ্ছে করছে।

বসাক॥ তাহলে কি ঠিক করলেন, স্যার?

অজিত॥ কাটো! কেটে ওড়াও।

[*লাল পেনসিল দিয়ে এক বীভৎস আঁচড় কাটেন।*]

বসাক॥ সে কি? তাহলে এ্যামিয়ট আর কাসিমের ঝগড়া থাকছে না?

অজিত॥ কি করে আর থাকে? নিয়ত পরিবর্তনশীল পোশাক পরে কাসিম আর ঝগড়া হুজ্জুত করেন কোন্ আক্কেলে?

বসাক॥ তাহলে যুদ্ধের কারণটাই তো ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

অজিত॥ ঠিক আছে যুদ্ধও কেটে ওড়াও।

[*নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি আবার ক্রুদ্ধ আঁচড় কেটে যুদ্ধ ওড়াতে থাকেন।*]

বসাক॥ সে কি স্যার? তাহলে Sequence 6, Scenes-10 to 36,-এর কোন মানেই যে থাকে না।

অজিত॥ থাকে না বুঝি? ঠিক হ্যায, ওই শালাদেরও কেটে ওড়াও। আমার খুন চেপে গেছে—বাংলাদেশের ইতিহাস পাল্টে ছাড়বো আমি।

বিনয়॥ না না, যুদ্ধ কাটবেন না। ওটা একটা এ্যাটাকস্ন! তার চেয়ে ওই এ্যামিয়টের মুখে এক ফাঁকে একটা ডায়ালগ জুড়ে দিন যে—

অজিত॥ যে ফতেমাবিবিকে তার বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে?

বিনয়॥ মনে যা হয় একটা কিছু। হ্যাঁ, তাও হতে পারে। প্রেমে কি না হয়। বাংলা দেশটা প্রেমের জন্য ছারখার হয়ে গেল।—বেশ জমবে। সেক্স্ এপিল হয় ভাল। (*মৃদু হেসে*) প্রেমের ক্ষমতা অসীম। কি বলেন ম্যাডাম?

সুচরিতা॥ দেখুন, আমার সঙ্গে flirt করতে হলে রাত্তিব বেলায় গাড়ি নিয়ে আসবেন। এক গ্লাস ডাব খাইয়ে ও-সব হয় না!

[*এবার বিনয়বাবু আক্রমণের প্রাবল্যে হাসতেও ভুলে যান।*]

অজিত॥ ঠিক হ্যায। তাই হোক। বসাক, ঐ এ্যামিযট ব্যাটাকেই প্রেমে ফেল। ফতেমাবিবির জন্যে খেপিয়ে তোলো।

বসাক॥ বলছেন করে দিচ্ছি। কিন্তু ফতেমা কাসিমের স্ত্রী—

অজিত॥ ও শালার আব স্ত্রী দরকাব নেই। হারেম ভর্তি ওর বউ গিজ গিজ করছে। যে হতভাগা এখান থেকে ওখানে এক পোশাক পরে যেতে পারে না, তার আর বেশি খাই খাই করে কাজ নেই।

বসাক॥ স্যার, ছবিটা ছিল ঐতিহাসিক।

অজিত॥ কোনো কথা শুনতে চাই না আমি! ঐ ফতেমাবিবিটিকে বোরখাশুদ্ধ এ্যামিয়টের কোলে আমি তুলবই। যাও, ও ঘরে গিয়ে ডায়লগ লেখো!

[*স্ক্রিপ্ট বগলদাবা করে আসন্ন কার্যের দুরূহতায় বিষণ্ণ হয়ে বসাক বেরিয়ে যান। অজিত উঠে সুচরিতার কাছে আসেন: মনোজকে পাশে উপবিষ্ট এবং সঙ্কোচে বিব্রত দেখে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন।*]

একি? একে না আমি বরখাস্ত করলাম! নিকাল যাও। স্ত্রীটি লেকে নিকাল যাও!

[*মনোজ উঠে দাঁড়ায়; সুচরিতা হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে আবার তাকে বসিয়ে দেন।*]

সুচরিতা॥ তুমি বরখাস্ত করলেও আমি ওকে পুনর্বহাল করেছি। চেহারা বটে একখানা।

[*লজ্জায় মনোজ মাথা নীচু করে ফেলেন।*]

অজিত॥ তার মানে? তুমি মানে. .মানে...একি? ডালিম কি মনে করবে?

সুচরিতা॥ মনে করলে বয়ে গেল।

পুলক॥ ম্যাডামের কি একটু মুখবদল করারও অধিকার নেই?

অজিত॥ তাই বলে একটা এক্সট্রা!!

সুচরিতা॥ তাকেই তো বলে মুখবদল! হিরো তো সব কটা একরকম—মাকাল ফল। এরকম হেল্‌থ দেখেছেন আমাদের ফিলমসে?

বিনয়॥ সচরাচর দেখা যায় না।

[*অজিত টেবিলের উপর বসে পড়েন। ভবতোষ ঢুকেই নকীবের কায়দায় ঘোষণা করেন।*]

ভবতোষ॥ নরেন্দুবাবু এসে গেছেন।

[*পরমুহূর্তেই নরেন্দু ঢোকেন। প্রৌঢ়ত্ব বেরসিকের মতন এসে পড়লেও নরেন্দুবাবু তাকে ঠেকিয়ে রাখতে প্রয়াস পাচ্ছেন। ফিনফিনে পাঞ্জাবীর মধ্যে দিয়ে গেঞ্জি এবং দেহের প্রায় সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বাংশটাই স্পষ্ট দৃশ্যমান। মাথায় মাড়োয়ারের টুপি পরে তিনি যে মস্তক-বিস্তৃত টাক ঢেকে রাখেন সে কথা স্টুডিওর সকলেই জানেন, কিন্তু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বা অতি অর্বাচীন ব্যক্তি ছাড়া সে সম্বন্ধে বাক্যোচ্চারণ করা সকলের পক্ষেই বেআইনী, কারণ গতযৌবন হয়ে থাকাটা তাঁর কাছে বিধাতার চরম অবিচার। সুচরিতা চট করে মুখ ফিরিয়ে নেন, তথাপি নরেন্দু বিরাট ভারী গলায় তাঁকেই প্রথম অভিবাদন করেন।*]

নরেন্দু॥ নমস্কার, ম্যাডাম!

[*সুচরিতা দৃকপাতও করেন না। নানা অঙ্গভঙ্গী করে নিম্নস্বরে মনোজের সঙ্গে কথা কইতে থাকেন, মনোজ মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন, কখনো বা একটু হেসে ঠেকা দেন।*]

অজিত॥ এই যে মণীশ!

[*বিদঘুটে উগ্র রং-এর একটা সুট পরে মণীশ নামক যুবক অভিনেতার প্রবেশ।*]

মণীশ॥ নমস্কার, অজিতদা। নমস্কার ম্যাডাম। আমার একটু দেরী হয়ে গেল।

অজিত॥ একটু না, এক ঘণ্টা দেরী।

মণীশ॥ এবার আমার কি পার্ট? পর পর তিনবার জমিদার ভাইয়ের পার্ট করেছি। এবার আর পারব না বলে দিলাম!

পুলক॥ এবার সুচরিতার ভাই!

CHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY

মণীশ॥ ওঃ, কপালটাই মন্দ। নির্লোভ পরোপকারী ভাইয়ের মতন গেঁড়ে মার্কা পার্ট আর হয় না। অন্যেরা প্রেম করবে আর ভেড়ুয়া চিঠি আদানপ্রদান করে দিয়ে নিষ্কাম আনন্দ পাবে। নমস্কার!

[*বিনয়বাবু পা টিপে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ধরা পড়ে হেসে ফেলেন; ক্যামেরাম্যান অরূপ সেন ঢোকেন; গলায় বাঁধা কালো ফিতেই তাঁর পেশার বিজ্ঞাপন।*]

অজিত॥ এই যে! স্টোরি কন্‌ফারেন্সে ক্যামেরাম্যান সবচেয়ে লেটে আসেন এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম।

[*অরূপ শান্ত গম্ভীর থাকার চেষ্টা সব সময়েই করেন; তাই অজিতবাবুর আক্রমণে তিনি অবিচলিত থাকেন; ঘুরে ঘুরে সকলকে তিনি নমস্কার আদি জানাতে থাকেন।*]

বলি, কানে ঢুকছে কথাবার্তা? গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রেলগাড়ী চালিয়েছিস কেন?

অরূপ॥ ঈশ! ধরে ফেলেছেন বুঝি? (*মৃদু হাসতে হাসতেই*) তা তিন মাসের মাইনে বাকী রেখে কি আর আলফ্রেড্ হিচ্‌ককের ছবি হয়?

[*অভিনেতৃ মহল থেকে উচ্চহাসা।*]

সুচরিতা॥ যাঃ! আমি বিশ্বাস করি না। শকুন্তলার মতন সুন্দর মেয়ে তোমার টাক দেখলে পটাপট তাতে চড় কষিয়ে দিত।

নবেন্দু॥ দেখ আমার টাকের ভাবনা না ভেবে, তোর যে কপাল পুড়লো তার চিকিচ্ছে কর!

সুচরিতা॥ আমার কপাল পুড়তে যাবে কেন? আমি কি টেকোর প্রেমে পড়েছি?

নবেন্দু॥ টেকোর প্রেমে পড়লেও বাঁচতিস। ডালিমকে ধরে রাখা তোর কর্ম নয়। কাল দেখেছি তাকে।

মণীশ॥ কোথায়! কোথায়!

সুচরিতা॥ মিথ্যে কথা!!

নবেন্দু॥ না শুনেই শক মারছিস। তবে তো জানিসই। গাড়িতে দেখলাম মমতাজ সুলতানার সঙ্গে! হলপ করে বলতে পারি দুজনে ঝুলবেই, মমতাজ সুলতানা ডালিমকে তোর নাকের নীচ দিয়ে নাচিয়ে বম্বে নিয়ে চলে যাবে।

অজিত॥ এবার conference আরম্ভ হচ্ছে। পুলক গল্পটা বল।

অরিন্দম॥ ঐ তো চিরকাল যা হয়ে এসেছে তাই হবে। প্রেমাপ্রেমি! মাঝে একটু চুলোচুলি। তারপর আবার প্রেমাপ্রেমি।

মণীশ॥ এবার বিয়েতে শেষ? না, মরছে কেউ?

পুলক॥ বিয়ের পরেই মরছে।

অরিন্দম। এবার শিলং-এ out-door। প্রায় সবটাই পাইনবনের মধ্যে।

পুলক॥ অথবা দার্জিলিং-এ করা যেতে পারে।

বিনয়॥ সে কি? ও কথা তো ছিল না!

অরিন্দম॥ অঃ! disturb করবেন না। পাইনবনের মধ্যে মাখামাখি। তারপর?

পুলক॥ পাহাড়ের চূড়োয় বেরসিক নবেন্দুর আবির্ভাব। প্রেমে বাধা পড়ল—

কাট—ক্লোজ-আপ অব পাইনের ঝরা পাতা।

অবিন্দম॥ ডিজলভ্—আরেকখানা ঝকঝকে শাড়ি পরে সুচবিতা বেড়াচ্ছে।

পুলক॥ ডিজলভ্—আরেকখানা শাড়ি।

অবিন্দম॥ ডিজলভ্—আরেকখানা।

পুলক॥ ওঃ কি স্পীড ছবির! আরেকখানা—

বিনয॥ বুঝেছি আমার পকেট কেটে পুরো কমলালয স্টোর্সটাকে এরা হিমালয পাহাড়ে নিয়ে তুলবে।

পুলক॥ ডিজলভ্—আরেকখানা।

বিনয॥ একি? মামাবাড়ির আব্দার নাকি? দুশ তিনশ টাকার শাড়ি একটার পর একটা—

অবিন্দম॥ নইলে কি শাড়ি ছাড়াই ম্যাডামকে মানাবে বলছেন? ডিজলভ্—আরেকখানা।

বিনয॥ এবার আমি লাটে উঠব।

পুলক॥ কিপ্টে কোথাকার! ডিজলভ্—আরেকখানা--

বিনয॥ ও অজিতবাবু—একটা কিছু।

অবিন্দম॥ চোপ! একটা কথা বললে আরো একখানা চাপাব! দেব আর একটা ডিজলভ্।

সুচবিতা॥ শাড়ির রং কিন্তু আমি বেছে দেবো।

[*টেলিফোন বেজে উঠে। অজিত তুলে নেন। অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে ওঠেন। একগাল হাসেন।*]

অজিত॥ ও, ডালিম বলছ? আমি অজিত লাহিড়ী। (*সবাই উৎকর্ণ*) হ্যাঁ, চুল ছেঁটেছে. . মণিবাবু আরো মোটা হয়েছেন.. ভূতুকে *তবে* টেলিগ্রাম কর.. তাই নাকি? কবে শ্রাদ্ধ...সঙ্গে বাঁশি তব্‌লা দুই থাকবে।..তেতলার জানালা থেকে পড়ে গিয়ে, বুঝলে?...নাক বন্ধ। ...আচ্ছা।

[*উদাসীনভাবে ফোন রেখে দেন। শূন্যে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখে, বিনযবাবু এবার উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন করেন।*]

বিনয॥ আসল ব্যাপার কি হোলো? ওসব কি কথা কইছিলেন।

অজিত॥ ওসব আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার।

বিনয॥ আহা, ডালিম কণ্ট্রাক্ট সই করবে কিনা কিছু বলল?

অজিত॥ কই আর বলল?

বিনয॥ তবে এতক্ষণ কি বলল?

অজিত॥ অনেক কথা। যেমন মনে করুন, ভূতুকে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার। তারপর মণিবাবু—

বিনয॥ আঃ হা! সবাই পাগল! এ তল্লাটে সবাই পাগল!

সুচবিতা॥ ঠিক আছে আমি দেখছি!

[*পুনরায় সকলে উৎকর্ণ। ডালিম বহুদূরে হলেও সুচবিতা যথাসম্ভব ভঙ্গিমা এনে ফেলেন।*]

Darling! আমি সুচবিতা! তোমাকে ছাড়া স্টুডিওতে একটা মিনিটও চলে না, তুমি তো

জানো।—'প্রলয় নাচনে' তোমাকে থাকতেই হবে darling!—এ্যাঁ! কে আপনি?... Good heavens! (ফোন চেপে) ডালিমের জ্যাঠামশায়! কি করবো? হুবহু এক গলা! (আবার ফোনে) ...বেহায়া মানে?...দুশ্চরিত্রা মানে?..তা আমি কী করে জানব আপনার গোঁফ আছে কিনা?...বাপ তুলবেন না, আমার বাবাকে দেখেছেন আপনি? আপনি আমার বাবার বয়সী—কী করে সেটা জানলেন?...আপনার চুল পাকলে আমার কী?...আজ্ঞে না, আপনাকে ফোন করতে আমার বয়ে গেছে!—চাইছিলাম ডালিমকে।..তাজমহল? তাজমহলের সঙ্গে বেরিয়েছে?...অসভ্য কোথাকার!.. আপনিও মুখ সামলে কথা বলবেন! (*দড়াম করে ফোন রেখে উত্তেজিত সুচরিতা চেঁচিয়ে ওঠেন।*) তাজমহলের সঙ্গে ডালিম বেড়াতে গেছে!

নবেন্দু॥ (*শান্ত স্বরে*) তাজমহল নয়—মমতাজ সুলতানা।

অজিত॥ তোমরা সকলে শুনলে? ডালিম আগ্রা চলে গেছে।

বিনয়॥ কী হবে? আমার কী হবে?

অজিত॥ কী আবার হবে? আপনি উপুড় হয়ে পড়বেন!

সুচরিতা॥ ঠিক আছে। আমিও একটা নতুন hero খুঁজে বার করব, তবে আমার নাম সুচরিতা।

অজিত॥ কোথায় পাবে? হীরোরা সব ব্যাঁক মারবে! Sooner or later ব্যাঁক মারবে।

[*সুচরিতা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। ক্লান্ত মনোজ অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় এক কোণে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। সুচরিতার নজর তার ওপর গিয়ে পড়ে। তারপর সুচরিতা তার উদ্দেশে বলেন।*]

সুচরিতা॥ কী নাম তোমার? এসো তো উঠে!

[*হতভম্ব মনোজ উঠে আসেন। সুচরিতা একবার গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে মেপে নেন। হাত দিয়ে একবার মনোজের গ্রীব স্পর্শ করে মুখের মাপটা আন্দাজ করেন। তারপর সদর্পে বিনয়বাবুকে বলেন।*]

বিনয়বাবু! আপনার নতুন হীরো!

[*সবাই হতভম্ব হয়ে সুচরিতার কাণ্ড দেখছিলেন।*]

অজিত॥ ঐ ননীচোর?

[*বিনয়বাবুর নেতৃত্বে একটা হট্টগোল উপস্থিত হয়। সকলেই মনোজের অযোগ্যতা প্রমাণের নানা প্রয়াসে ব্রতী হন। কেবলমাত্র লেখকদ্বয় নির্বিকার। সুচরিতা হঠাৎ ধমকে ওঠেন।*]

সুচরিতা॥ Silence! গণ্ডগোল করতে চান চিড়িয়াখানায় গিয়ে করুন।

নবেন্দু॥ তা বলে একটা এক্সট্রা?

সুচরিতা॥ এক্সট্রা কেন? New find!

বিনয়॥ New find বড় বড় Producer বা করবেন দিদি। আমি দিন আনি দিন খাই। আমার box office artiste না হলে বুক দুর দুর করে।—

সুচরিতা॥ Box office artiste তো আমিই রয়েছি!

বিনয়॥ Hero ও চাই, ম্যাডাম, নইলে আমি—

সুচরিতা॥ আঃ, আপনি অত লাফাচ্ছেন কেন মশাই? আপনার অজস্র টাকা বেঁচে যাচ্ছে না?

নবেন্দু॥ চাল নেই, চুলো নেই—কোথাকার কাকে ধরে হীরো করে দেবে? আমি তবে এ প্রোডাকশনে নেই।

সুচরিতা॥ ঠিক আছে। Good-bye!

[*ইতিমধ্যে বিনয়বাবু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মুখে ঈষৎ হাসিও ফোটে। সেটা লক্ষ্য করে অজিত বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।*]

অজিত॥ না, না, top class artiste ছাড়া অজিত লাহিড়ী কাজ করে না।

সুচবিতা॥ বিনযবাবু, অজিতদা কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। মল্লিনাথ বাগলকেই আবার Director নিন।

[*সুচবিতা স্টেজেব অপব প্রান্তে চলে যান।*]

অজিত॥ এ্যাঁ! পুলক! অরিন্দম! একটা কিছু কর।

পুলক॥ কি কবব?

অজিত॥ ঐ মোগল ব্যাটা নাকি Hero হবে।

পুলক॥ Excellent!

মণীশ॥ ওটা acting-এর কী জানে?

অবিন্দম॥ ডালিম কী জানে? Hero একটা হলেই হোলো। এমন সব dialogue জুড়বো না—ছবি canter করে বেরিয়ে যাবে!

বিনয॥ মনোজবাবু, আপনি কত নেবেন? মনে বাখবেন, আপনাকে হীরো কবে দিচ্ছি—publicity দিযে শহর ফ্লাড কবে দেবো। তাতেও আমাব যথেষ্ট খবচ হযে যাবে। তা, কত হলে আপনি কাজ কবতে পারবেন?

মনোজ॥ যা আপনাব অভিরুচি হয, তাই সশ্রদ্ধ মস্তকে গ্রহণ করবো।

[*গুরুগম্ভীর বাংলা শুনে কতক হতভম্ব, কতক খুশি হযে বিনয়বাবু মৃদু হাসতে থাকেন।*]

অজিত॥ সর্বনাশ! কথা বলছে সংস্কৃতে, আবাব টাকাব ব্যাপাবে ঠাকুর রামকেষ্ট!

বিনয়॥ দেখুন অজিতবাবু, ম্যাডামেব কথাই ঠিক! আপনি ববং 'মীবকাশিম' নিয়েই থাকুন। মল্লিনাথই না হয 'প্রলয় নাচন'টা ডাইরেক্ট্ করুক।

[*অজিত এক মুহূর্ত বিলম্ব কবেন না।*]

অজিত॥ Sir, আপনি ভাববেন না। আমি ভাব নিচ্ছি। এমন Hero ওকে তৈবি কবে নোবো যে, ছবিতে দেখলে ওকে চিনতেই পারবেন না।

নবেন্দু, মণীশ॥ (যুগপৎ) সর্বনাশ!!!

বিনয়॥ তাহলে স্টিল একটা তোলার ব্যবস্থা এক্ষুণি হোক। ভবতোষ, publicity-র ব্যাপারটাও আরম্ভ কবে দেওয়া উচিত।

ভবতোষ॥ (*মনোজকে নিম্নস্বরে*) আমাকে মনে রাখবেন স্যার। (*আবার স্বাভাবিকভাবে বলে*) আপনাব নামটা কী স্যার?

মনোজ॥ মনোজেন্দ্র নারায়ণ হালদার।

সুচরিতা॥ Don't be silly! মনোজকুমার!

মনোজ॥ (অবাক হয়ে) কুমার কেন?

অজিত॥ কুমার হোলো কুমারীর পুংলিঙ্গ। এ লাইনে সকলেই কুমার।

বিনয়॥ আচ্ছা, হাত তুলুন তো! মাস্‌ল্‌ দেখি।

[মনোজের তথাকরণ।]

অরূপ॥ বুকটা ফুলিয়ে দাঁড়ান!

মনোজ॥ হেঁ:-হেঁ:, দৈহিক সৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করবেন?

নবেন্দু॥ ও বাবা।

[মনোজ ঋজু দেহে দণ্ডায়মান হন। অজিত হতাশভাবে বসে থাকেন।]

অজিত॥ বজ্রধ্বজ! কোষ্ঠকাঠিন্য! ষণ্ড ও অকর্ম!

বিনয়॥ পাগ্‌ড়িটা খুলুন তো। (*তথাকরণ*) জোব্বাটাও। (*তথাকরণ*) মেক-আপটা তুলে ফেললে ভাল হোতো!

অরূপ॥ দাড়িটা খুলুন তো।

[অরূপ মনোজের দাড়ি টানেন। মনোজ অস্ফুট আর্তনাদ করেন।]

মনোজ॥ ওটা আমার নিজস্ব!

অরূপ॥ মানে?

মনোজ॥ মুঘল প্রহরীর ভূমিকার জন্যে যত্নে দাড়ি রেখেছি।

[সকলে হেসে ওঠেন।]

বিনয়॥ আজই কামিয়ে ফেলবেন। একটু বসুন তো!

অরূপ॥ হাঁটুন তো!

বিনয়॥ জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়ান তো!

অরূপ॥ মাথাটা ডানদিকে ঘোরান তো?

[ধীরে ধীরে আলো নিভে আসে—কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা যায়: "মনোজকুমার"; পর্দায় দেখা যায় মনোজের বিরাট কালোছায়া। সে ছায়া মিলিয়ে যেতে না যেতেই কতকগুলো প্রাচীরপত্রের রঙীন রূপ ফুটে ওঠে। সুচরিতার মুখ প্রতিটিতে সর্বপ্রধান আকর্ষণ হিসাবে শোভা পাচ্ছে; শেষের কটিতে মনোজের মুখও ক্রমশ বৃহত্তর হয়ে সুচরিতার সঙ্গে পাল্লা দেয়। নেপথ্যে অসংখ্য মানুষের করতালি ও প্রশংসাধ্বনি।]

● প্রথম পোস্টার ●

ছায়াছবি লিমিটেডের অবদান

সুচরিতা

অভিনীত

“প্রলয়-নাচন”

তৎসহ

নবেন্দু, মণীশ, অলকা, বিপাশা, সুনীল, কৃষ্ণা

এবং

নবাগত—মনোজকুমার

পরিচালনায়—অজিত লাহিড়ী

● দ্বিতীয় পোস্টার ●

অজিত লাহিড়ীর পরিচালনায়

ছায়াছবির নিবেদন

“পুনশ্চ”

শ্রেঃ : সুচরিতা এবং মনোজকুমার

● তৃতীয় পোস্টার ●

আবার একসঙ্গে—
লক্ষ দর্শকের বহু প্রতীক্ষিত
সুচরিতা এবং **মনোজকুমার**
অভিনীত
"লিলির বিয়ে"

● চতুর্থ পোস্টার ●

নূতনরূপে, নূতনভাবে
সুচরিতা এবং **মনোজ**
আপনাদের চিত্ত জয় করে নেবে
"আশা"
ছবিতে

● পঞ্চম পোস্টার ●

—মুক্তি প্রতীক্ষায়—
মনোজ এবং **সুচরিতা**
অভিনীত
"মানুষ ও ফানুস"

দুই

[স্টুডিওর অভ্যন্তরে মানুষ ও ফানুসের সেট পড়েছে। একটি অত্যন্ত দরিদ্র কেরাণীর শোবার ঘরের প্রতিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এখন বাজে দশটা। শুটিং-এর নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট মাত্র বাকি; অতএব কেউই আসেন নি। ক্যামেরাম্যান অরূপবাবু ও তাঁর সহকারীরা শুধু লাইটিং করছেন, মিটার দিয়ে আলোর শক্তি পরীক্ষা করছেন। সঙ্কীর্ণ পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ইলেক্‌ট্রিশিয়ান যাদব অরূপবাবুর নির্দেশানুযায়ী আলোকপাত করে চলেছেন। অন্যান্য ইলেক্‌ট্রিশিয়ানরা নানা কাজে ব্যস্ত। বসাক একপাশে বসে স্ক্রিপ্ট্‌-এর কাজে লিপ্ত।]

অরূপ॥ একটু বড় করো। আর একটু। আর একটু। বেশি হয়ে গেল। ছোট করো। আর একটু। আর-এ-এ ক-টু-উ-উ! বেশি হয়ে গেল। কী করছ যাদব?

যাদব॥ এবার দেখুন।

অরূপ॥ না, হয় নি। একটা নেট দাও।

যাদব॥ দেখি নেট একখানা।

[নিচে থেকে লক্ষ্মণ নেট ছুঁড়ে দেন।]

এবার দেখুন।

অরূপ॥ এবার একটু বড় করো। I mean একটু ছোট করো।

যাদব॥ দেখুন।

অরূপ॥ আর একটু। আর একটু। আর এক টু উ উ।

যাদব॥ ফুল টাইট।

অরূপ॥ কী মুস্কিল! নেট খুলে নাও। এবার বড় করো। আর একটু। ব্যস।

যাদব॥ গোড়ায় এই ছিল।

অরূপ॥ এবার ফেস্‌ লাইটে এসো। বসাকবাবু, আর্টিস্ট কোথায় দাঁড়াবে?

বসাক॥ সোজা হেঁটে এসে টেবিল ধরে দাঁড়াবে—এখানটায়। সুচরিতা চৌকির ওপর শুয়ে।

অরূপ॥ হুঁ। যাদব অন্‌ করো।

যাদব॥ চুনীদা, দুনম্বর বোর্ড।

[আলো জ্বলে ওঠে।]

অরূপ॥ বাঁ দিকে প্যান করো।

[লক্ষ্মণ তারে হাত দিতেই অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ওঠেন।]

লক্ষ্মণ॥ শালা!

অরূপ॥ কি হোলো?

লক্ষ্মণ॥ শক্‌ মারল, আবার কি? কদ্দিন বলেছি পুরো সার্কিটটা পাল্টাতে হবে, তা কে কার কথা শোনে?

যাদব॥ কী যে বলো, লক্ষ্মণদা! একটা দুটো না মরলে ওরা পাল্টাবে মনে করেছ?

অরূপ॥ এবার দেওয়ালটা কাটো।

লক্ষ্মণ॥ সেদিন ঐ চুনীদা মরতো। ছিট্‌কে পড়ে গেল!

অরূপ॥ টাইট করো।

যাদব॥ দেখুন মাইনেটাও দেয় না ঠিক সময়ে, আর তার সাবাবে।

অরূপ॥ All lights!

[*সব আলো জ্বলতে একবার দেখে নেন অরূপবাবু।*]

বসাকবাবু, lights ready, artiste please!

বসাক॥ মানে, আসবেন এক্ষুণি, মানে বসুন আপনারা। অর্থাৎ মনোজদা ছাড়া কেউই এখনো আসেন নি।

অরূপ॥ পরে ক্যামেরাম্যানের জন্যে extension হোলো, এ যেন শুনতে না হয়।

[*মেক্‌-আপ করা অবস্থায় মনোজের প্রবেশ। খানিকটা পরিবর্তন যে তার হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু, সিনেমা-পত্রিকায় দেখা চিত্রতারকার সঙ্গে ওর আকাশ-পাতাল প্রভেদও চোখে পড়ে বইকি। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তিনি ঘড়ি দেখেন।*]

মনোজ॥ মধ্যাহ্নের আগে যে শট্‌ হবে না—এ জানা কথা।

[*ইলেক্‌ট্রিশিয়ানরা নমস্কার করেন। বসাক চেয়ার এগিয়ে দেন।*]

মনোজ॥ কেমন আছিস সব?

ইলেকট্রিশিয়ানরা॥ (*সমস্বরে*) ভালো মনোজদা!

যাদব॥ আপনার কুশল তো?

মনোজ॥ (*মাথা নাড়ে, পরে বসাককে*) আজকের সীনটা কী?

বসাক॥ (*উঠে দাঁড়িয়ে*) আজকেই climax। Sequence 5, scene 42/2/6/D

মনোজ॥ ওসব সংখ্যার কচ্‌কচি রেখে সারমর্মটা বলুন।

বসাক॥ আজকে আপনি আসছেন শোবার ঘরে। দেখছেন খেয়া তক্তপোষে শুয়ে আছে। রোগের ঘোরে কাশছে।

মনোজ॥ হুঁ। এর আগে কী গেছে?

বসাক॥ এর আগে Sequence 5 scene 42/2 (*থেমে যায়*) মানে এর আগে আপনি অফিসে গিয়ে জানতে পেরেছেন—আপনার চাকরি গেছে। এ সীনে আপনার হঠাৎ নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আপনার স্ত্রীর এই রোগ এ যেন আপনারই কাজের ফল।

মনোজ॥ Dialogue কোথায়?

বসাক॥ পুলকবাবুরা আসেন নি এখনো।

[*ভবতোষ ও ট্রে-হাতে দুজন ভৃত্য ছুটে আসে।*]

ভবতোষ॥ Verry sorry, মনোজদা, আমরা জানতেও পারি নি কখন আপনার ট্যাক্সি চলে এসেছে।—দুধ আর ডিম এসে গেছে। পান এই রইল, আর কিছু লাগবে?

মনোজ॥ না।

[*পুলক এবং অরিন্দম প্রবেশ করেন। বচসায় রত।*]

অরিন্দম॥ কী যে গ্যাঁড়াকল গল্প ধরেছিস না? দুজনে মিলে জেলে গিয়ে ঘর বাঁধবো—এই বলে দিলাম।

পুলক ॥ এই প্রথম serious ছবিতে হাত দিলাম। আর তোর এই মর্মভেদী discouragement! Good morning মনোজদা!

মনোজ ॥ সুপ্রভাত। Dialogue দিন ভাই।

পুলক ॥ এই যে। (*একখণ্ড কাগজ দেয়।*) জীবনে প্রথম floor-এ আসার আগে dialogue লিখে শেষ করেছি। ঐ লোকটা কিছুতেই মানবে না।

মনোজ ॥ কী মানবে না?

পুলক ॥ মানবে না যে 'মানুষ ও ফানুস'-এর মতন গল্প বাংলা ফিল্‌মে আর হয় নি।

অরিন্দম ॥ মানছি বইকি—হয় নি তো। কেন হবে? এটা কি রাশিয়া?

পুলক ॥ রাশিয়া মানে? বাঙ্গালী কেরাণীর নিপীড়িত জীবনের একটি নির্ভীক আলেখ্য! তার দুঃখ, তার প্রেম, তার বিদ্রোহ—

অরিন্দম ॥ কমিউনিস্ট! কমিউনিস্ট!!

পুলক ॥ ন্যাকা-ন্যাকা প্রেম প্রেম খেলা আমি আর লিখব না।

অরি ॥ পুলিশ! পুলিশ!!

পুলক ॥ মনোজদা, চারিদিকে যুদ্ধ চালাতে চালাতে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। আমাকে বাঁচান, ভাই।

মনোজ ॥ কেন? গল্প তো চমৎকার হয়েছে!

পুলক ॥ বলছেন? আপনি বলছেন? কি করে অমন গল্প বেরুলো জানেন? ভেতরে এককালে ওসব টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতো; ঐ অরিন্দমেরও। ওর ভেতরটা এখন চুপসে নিংড়ে শুঁটকি মাছ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মধ্যে আবার ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। কেমন করে জানেন? আপনাকে দেখে। আপনার অভিনয় ক্ষমতায় আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আপনি আমার inspiration, আমার লরা, আমার বিয়াট্রিস, আমার ডার্কলেডি অফ্‌ দি সনেট্‌স্‌, আমার—আমার—তানসেনকে কে যেন উদ্বুদ্ধ করেছিল?

অরি ॥ লেনিন—স্ট্যালিন হবে আর কি?

পুলক ॥ থাম্‌! মৃগনয়না! আপনি আমার মৃগনয়না। প্রোডিউসারটাকে বলবেন, ছবির শেষটা পাল্টানো চলবে না।

মনোজ ॥ পাল্টাতে চাইছে নাকি?

পুলক ॥ নইলে আর বলছি কী? বলে, শেষকালে খেয়ার মরা-টরা চলবে না। প্রতুল চাক্‌রি ফিরে পা'ক, promotionও হোক। তারপর মুলতুবি রাখা honeymoonটা জমানো যাক মুসৌরিতে।

মনোজ ॥ সে কি?

অরিন্দম ॥ তা কেন? মস্কোয় পাঠাও দুজনকে। চা নিয়ে আয়!!

পুলক ॥ টোস্ট, ডিম, চা!

[*ভবতোষ ও অজিত লাহিড়ী উচ্চৈঃস্বরে বচসা করতে করতে প্রবেশ করেন।*]

অজিত ॥ মীরকাসিমের ঘোড়ার রং পাল্টে গেল তো আমি কী করব?

ভবতোষ ॥ না, আপনাকে তো কিছু বলছি না, স্যার। বিনয়বাবু বলে দিলেন আপনাকে information-টা দিয়ে রাখতে।

অজিত॥ শুটিং-এর আগে অমন বাজখাঁই গলায় অমন খচ্‌রা information না-ই বা দিলে।

মনোজ॥ নমস্কার অজিতদা।

অজিত॥ নমস্কার, বসো। কতক্ষণ? চা খেয়েছো? Dialogue পেয়েছো? শরীর ভাল আছে? বসাক।

বসাক। Yes sir!

অজিত॥ কাসিম আলি আবার ব্যাঁক মেরেছেন। সাদা ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে হঠাৎ লাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন।

বসাক॥ ঐ sequence 6, scene 121/42/C/DE বলছেন তো?—তা বছরে তিনদিন করে শুটিং করলে অমন ধারাই ঘটে। আপনাকে কতদিন বলেছি স্যাব, এবার ওটাকে জলাঞ্জলি দিন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়। তিন বছর একটা ছবি ঝুলে আছে।

অজিত॥ কী বলছ তুমি? তীরে এনে তরী ডোবাবো? প্রায় তো মেরে এনেছি—এবার কোনোমতে লাগ্‌সই করে কাসিম আলি ব্যাটার মৃত্যুটা ঘটিয়ে দিতে পারলেই হয়। এখন ঘোড়া-কেলেঙ্কারিটা retake করে নিতে হবে। মালিকের মেজাজ এখন বেশ সরেস আছে। মনোজকুমারের দৌলতে হিটের পর হিট করে চলেছেন। কোথায়, মালিক কোথায়?

বসাক॥ নতুন গাড়ি কিনছেন আজ। Brand new model Cadillac! ড্রাইভারের গায়েতে উর্দি চড়েছে। এক্ষুণি আসবেন।

অজিত॥ হুঁ—পুলক, Dialogueটা হয়েছে?

পুলক॥ নিশ্চয়ই।

অরি॥ ওহে বসাক, পরিচালককে প্যামফ্লেটখান' দাও!

পুলক॥ প্যাম্‌ফ্লেট মানে?

অরি॥ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।

অজিত॥ (কাগজ পড়তে পড়তে) একি ? সর্বনাশ! হাতকড়া পড়বে যে!

পুলক॥ কেন?

অজিত॥ "আমাকে ভুল বুঝো না, খেয়া। এ সমাজে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেই ওরা পিষে মারতে চেষ্টা করে।" বসাক, লালবাজারে টেলিফোন করো। এখানে একটা টেররিস্ট, এনার্কিস্ট, মার্ক্সিস্ট বোমারু ছোঁড়া ঢুকে পড়েছে।

অরি॥ পুলক, তুই বরং চীনে যা। এখানে তোকে ধরছে না।

পুলক॥ ঐ Dialogueটিই হচ্ছে পুরো ছবির আসল বক্তব্য,—আমি কাটবো না।

অজিত॥ উঃ আমি আর ভাবতে পারছি না!

পুলক॥ দয়া করে ভাববেন না। ভাবনাটা আপনার তেমন আসে না। আপনি শুট্ করুন গে যান।

[অজিত সত্যিই Set-এ যান।]

অরূপ॥ All lights!

[নীল কাঁচ লাগিয়ে অজিত সেট্ দেখতে থাকেন।]

অজিত॥ ওখানটায় আলো কম!

অরূপ॥ ওটা ফ্রেমের বাইরে।

অজিত॥ ও!!

[*বিনয়বাবু প্রবেশ করেন। মধুর হাসি আরো বিস্তৃত হয়েছে।*]

বিনয়॥ নমস্কার! মনোজবাবু নমস্কার। শরীর ভাল আছে?

মনোজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিনয়॥ সন্ধ্যের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে। খুব সাবধানে থাকবেন। জ্বর না হয়ে পড়ে। একি মোটে এক গ্লাস দুধ কেন? হতভাগাদের রোজ বলি, দু'গ্লাস করে দিতে!!

মনোজ। না—না, আমার আর—

বিনয়॥ ভবতোষ! তোমাকে বরখাস্ত করব। মনোজবাবুর আর এক গ্লাস দুধ কোথায়? আমার আর্টিস্ট এসে বসে থাকবে, দুধ পাবে না, আর তোমরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে, না? পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুধ দেখতে চাই এখানে। (*ভবতোষের প্রস্থান।*) অজিতবাবু, এবার তাহলে শট নিন।

অজিত॥ (*তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন*) নিশ্চয়ই। লাইটিং রেডি। ডায়ালগ পড়ানো হয়ে গেছে। এখন সুচরিতা এলেই হয়। এই যে, অনেকদিন বাঁচবে মেয়েটা।

[*প্রসাধিতা সুচরিতার মৃদুছন্দ আগমনে যেন অদৃশ্য সানাইয়ে বসন্ত বাহার বেজে ওঠে। বিনয়বাবুর আকর্ণ বিস্তৃত হাসি আরো প্রসারিত হোতো—নেহাৎ জায়গা নেই বলেই হোলো না।*]

বিনয়॥ আসুন, আসুন, ম্যাডাম্।

সুচরিতা॥ (*ভ্রূক্ষেপ না করে*) মনোজবাবু এদিকে আসুন।

[*মনোজ আসেন। দুজনে একপাশে সরে যান।*]

মনোজ॥ আপনার এত বিলম্ব কেন?

সুচরিতা॥ বি ল ম্ব!! আপনি বড় হ্যাঁটা ছেলে।

মনোজ॥ সে কি?

সুচরিতা॥ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাটা কি না বললেই নয়? এতগুলো ছবি করলেন, এখনো ভাষাটা একটু speedy করে তুলতে পারলেন না?

মনোজ॥ শহরের লঘু গতিশীলতা—মানে (*হেসে*) শহরের ছিমছাম ভাষা এখনো আয়ত্ত হয় নি, কী করব?

সুচরিতা॥ চেষ্টা করুন।—হ্যাঁ যা বলছিলাম—লেট আমার হবেই। ন'টার আগে আমার ঘুম ভাঙে না। আপনি কি গোয়ালা?

মনোজ॥ (*অবাক*) কেন?

সুচরিতা॥ ভোরবেলায় এসে বসে থাকেন কেন? কতদিন বলেছি না—একটু দেরি করে না এলে এরা মানুষ বলে মনে করে না?

মনোজ॥ (*মৃদু হেসে*) সে কি কথা? অভিনয় করব—সেখানে যদি নিয়মানুবর্তিতা, তথা সংযমাদি মানে—

[*সুচরিতার রোষ কটাক্ষে মনোজ থতমত খান। বিনয়বাবুর প্ররোচনায় বসাক এগিয়ে আসেন।*]

বসাক॥ ম্যাডাম, এবার যদি Floor-এ আসেন—

[*মনোজ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েছিলেন, হাত ধরে সুচরিতা তাঁকে বসিয়ে দেন।*]

সুচরিতা॥ লাইটিং হোক আগে।

বসাক॥ অনেকক্ষণ রেডি ম্যাডাম্।

সুচরিতা॥ তবে সাউণ্ড রেডি হোক। বুম কোথায়? বুম প্রেস করুক, তারপর যাচ্ছি।

[*বসাক বুম তদ্বিরে যান।*]

সুচরিতা॥ হ্যাঁ, যা বলছিলাম, নিজের চরকায় তেল দিতে শিখুন একটু।

মনোজ॥ মানে?

সুচরিতা॥ আপনার অভিনয় বেচে বিনয় চৌধুরী ক্যাডিলাক কিনেছে। অজিত লাহিড়ী জীবনে প্রথম পর পর হিট ছবি করে চলেছে। আপনিই শুধু বেকার-ভাতা নিয়ে মনের আনন্দে পরের উপকার করে চলেছেন। যাক, কণ্ট্রাক্ট রিনিউ হবে কবে?

মনোজ॥ এমাসেই।

সুচরিতা॥ নতুন কণ্ট্রাক্টে মাসে পাঁচ হাজারের কম চাইবেন না; বলে দিলাম।

মনোজ॥ আমাকে প্রথম চান্স দিয়েছেন বিনয়বাবু। আমার সমস্ত সুনাম প্রতিপত্তি এক কথায় ওঁরই জন্যে।

সুচরিতা॥ (*এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে*) ফিল্ম্ লাইনটকে চিনলেন না এখনো। আপনার কপালে দুঃখ আছে!

[*মনোজ হাসেন।*]

বসাক॥ সাউণ্ড, রেডি, ম্যাডাম।

সুচরিতা॥ ও, আমার ডাব আসুক, তারপর যাব।

[*'ডাব' 'ডাব' প্রভৃতি সহকারে কেউ কেউ ছুটতে থাকে!*]

সুচরিতা॥ আজ সুমথ নন্দী আসছে।

মনোজ॥ সুমথ নন্দী কে?

সুচরিতা॥ উঃ! Really! আপনাকে আগলে রাখা আমার সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুমথ নন্দীকে চেনেন না? 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার চিত্র সমালোচক। শুক্রবারের পাতায় আগুন ছোটায়, আর আমাদের বুক দুর দুর করে।

মনোজ॥ 'বঙ্গবাসী'র সমালোচকের নাম তো—যদ্দূর স্মরণ হয়—জয়দ্রথ।

সুচরিতা॥ উঃ, কোথাকার উজবুক এটা! জয়দ্রথ ওর আসল নাম ভেবেছিলেন নাকি? জয়দ্রথ কারো নাম হয়?

মনোজ॥ কেন হবে না? পুরুষসুলভ নাম। জানেন আপনাদের নামগুলো শুনলে আমার হাসি পায়! ডালিমকুমার! কাজলকুমার! পাউডারকুমার!

[*মনোজের উদাত্ত হাসিতে সুচরিতার জবাবটা তরঙ্গতাড়িত হয়ে উধাও হয়ে যায়।*]

সুচরিতা॥ যাই হোক, জয়দ্রথ pen-name. ওর আসল নাম সুমথ নন্দী। খুব সমঝে চলবেন।

[*বয় ডাব এনে সুচরিতাকে দেয়, সুচরিতা চুমুক দেন। বসাক এগিয়ে আসেন।*]

বসাক॥ ম্যাডাম, এবার তাহলে...

সুচরিতা॥ এবার না গেলেই নয়, না? চলো তাহলে। আসুন, মনোজবাবু।

[*দুজনে সেটের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান। অজিতবাবু তক্তপোষে উপবিষ্ট ছিলেন। লক্ষ্মণ রাইফেল ঘুরিয়ে দিতে তিনি দৃশ্যমান হন এবং বিরস বদন আরো থমথমে হয়ে ওঠে।*]

সুচরিতা॥ Good morning, অজিতদা।

অজিত॥ আর এলে কেন, বোন?

সুচরিতা॥ কেন? বারোটা বাজে নি।

অজিত॥ বেজেছে বই কি। আমার বারোটাও বেজেছে। একে পুলক মজুমদারের বৈপ্লবিক চেতনার ভার! তার ওপর তুমিও যদি এভাবে ডোবাও! বসাক, দাঁড় করাও এদের।

[*বসাকের নির্দেশানুযায়ী মনোজ টেবিলের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান; সুচরিতা তক্তপোষে গিয়ে শোন।*]

অজিত॥ দেখি কী ফ্রেম করেছো?

অরূপ॥ All lights!

[*খট্ খট্ করে আলো জ্বলে ওঠে।*]

অজিত॥ (*ক্যামেরায় চোখ ঠেকিয়ে*) দূর ছাই, দেখতে পাচ্ছি না কেন?

অরূপ॥ কেন? Look through করুন।

অজিত॥ কই?

বসাক॥ কেন bother করছেন স্যার? কোনোদিনই তো দেখেন না।

অজিত॥ তার মানে? What do you mean? অজিত লাহিড়ী দেখে না বলেই তো কাসিম আলি ঘোড়া ছেড়ে গাধায় চাপে। আবার তোদের বিশ্বাস করব?

বসাক॥ তবে দেখুন।

[*অন্যদিকে চলে যায়*]

অজিত॥ কই? ঘোর অন্ধকার যে!

সুচরিতা॥ সে কি? অজিতদা!! ক্যামেরা দিয়ে look through করতে পারছেন না?

অজিত॥ তার মানে? এই তো পারছি। প্রথমটায় একটু গণ্ডগোল হচ্ছিল। চিরকাল মিচেল ক্যামেরায় কাজ কবা অভ্যেস। এখন হঠাৎ—

তারা॥ এটা মিচেল।

অজিত॥ দেখ, লাইট করছ, লাইট করো। সবটায় নাক গলাতে যেও না। এটা কি আলো হয়েছে?

অরূপ॥ কেন স্যার?

অজিত॥ মনোজের মুখে একেবারে চুনকাম করে দিয়েছে যে!

অরূপ॥ সে কি? Source একেবারে মুখের পাশে। তাই ৩২ রেখেছি—কমই তো—

অজিত॥ তর্ক কোরো না, তর্ক কোরো না।—কাটো, আলো কাটো। অন্ধকার থেকে কথা বলবে মনোজ। Atmosphere বোঝো? আইজেনস্টাইনের 'আইভান দি টেরিবল্' দেখেছো?

অরূপ॥ আজ্ঞে, 'ইভান' দেখেছি বই কি; তবে সে হোলো—

অজিত॥ Low lighting করো। কাটার দিয়ে মাথা কাটো। সুচরিতার ওপর strong রাখো।

অরূপ॥ (*হতাশ হয়ে*) এই যাদব! এই আলোটায় আয়! মনোজবাবুর মাথা কেটে ম্যাডামের পেটে দে!

অজিত॥ সুচরিতা ভাই! একটু ওপাশে ফিরে, হ্যাঁ, আঁচলটা পাশে লুটোবে! মানে, একটু সেক্‌স্ এ্যাপিল দরকার, বুঝলে না? মনোজ! As usual চোখ নেমে যাচ্ছে—always level stare!

[*ইতিমধ্যে সুচরিতা উঠে এসে ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে আর এক গ্লাস ডাবের জল খেতে শুরু করেন। অজিতবাবু ক্যামেরায় চোখ এঁটেই রেখেছেন। পরম উৎসাহে তিনি অভিনেতাদের পরিচালনা করতে থাকেন।*]

অজিত॥ পেছনের দেওয়ালে আলো কম আছে—বাড়াও। দরজার পাশে পট্টি বেরিয়ে গেছে। ছি ছি—কী করে যে কাজ করছি। আচ্ছা, সুচরিতা, এ পাশ ফেরো তো দিকি একবার!—হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। মাথাটা একটু তুলে—বালিশ আর একটা লাগবে। মুখটা আর একটু তুলে। বাঃ, এইবার হয়েছে।

[*পাশে দণ্ডায়মান সুচরিতা এবার ওঁব পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করেন।*]

সুচরিতা॥ অজিতদা!

অজিত॥ (*একমুহূর্ত চোখ তুলে*) আঃ, কি জ্বালা! ফ্রেমটা করে নিই না। তারপর শুনবো! (*আবার ক্যামেরায়*) আঁচলটা আবো লুটোবে—হ্যাঁ—এইবার—

[*হঠাৎ পবিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম হতে তিনি সভয়ে ক্যামেরা থেকে মাথা তোলেন—দেখেন, সুচরিতা নিশ্চিন্তমনে পাশে দাঁড়িয়ে ডাব খাচ্ছেন।*]

অজিত॥ বলি, এখানে হচ্ছে কি? চাই কি?

সুচরিতা॥ মানে, জিজ্ঞেস কবছিলাম, এবাব শোবো গিয়ে?

[*চাপা হাসি খেলে যায় ফ্লোরে। অজিতবাবু জ্বলে ওঠেন।*]

অজিত॥ হ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ!!! এবার শোবে গিয়ে!!

[*হাসতে হাসতে সুচরিতা গিয়ে শুয়ে প'ড়ন; মাথা টিপে ধবে অজিতবাবু ক্যামেরা থেকে পিছু হটেন।*]

বসাক॥ জল খাবেন?

অজিত॥ যাও, ডায়ালগ পড়াও গে।

বসাক॥ ডায়ালগ অনেকক্ষণ রেডি।

অজিত॥ তবে মনিটর নাও।

বসাক॥ (*উর্ধ্বে ঝুলন্ত মাইকে*) হিমাদ্রিবাবু, শুনছেন?— হিমাদ্রিবাবু!

[*দু'বার buzzer বেজে ওঠে।*]

হ্যাঁ, বলুন—

সুচরিতা॥ (*অসুস্থতার যাবতীয় অবস্থায় বাংলা চিত্রজগতে যে পাঁজরাভেদী কাশিব রেওয়াজ আছে, তারই গোটাকতক দিয়ে*)—কোথায় যাচ্ছ?

মনোজ॥ ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনি।

সুচরিতা॥ থাক দরকার নেই!.......

অজিত॥ আঃ, মনোজ! কী হচ্ছে? Emotion কোথায়? গলায় চোখের জলের বুদবুদ ফুটবে।

মনোজ॥ ডাক্তার ডেকে আনি—এটুকু একটা কথার মধ্যে...মানে.......আমি প্রতিবাদ করছি না। স্বীকারোক্তি করছি। আমার ক্ষমতার বাইরে।

অজিত॥ Keep trying my boy, keep trying! ভাল করে দেখ।

[*মুখমণ্ডল অতীব দুঃখে ক্রন্দনময় করে, অর্থাৎ নিম্ন ভক্ষণের অনতিবিলম্ব পরের অবস্থার সৃষ্টি করে।*]

একবার........একবার.........ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি, আশা!

সুচরিতা॥ আশা নয়।

অজিত॥ ও, হ্যাঁ, ফতেমা না, সে তো....... নামটা কী দিয়েছিস্ ছাই?

পুলক॥ (*নিষ্পলক গাম্ভীর্যের সঙ্গে*) খেয়া।

অজিত॥ ওরে বাবা! আর নাম খুঁজে পেলি না? শেষকালে ডিঙি নৌকার নাম দিতে শুরু করেছিস!

পুলক॥ (*তেমনি গম্ভীরভাবে*) কিন্তু নামটা কেন?

অজিত॥ একবার .....একবার.. . . ...ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি, খেয়া, মুখটা ওয়াচ করো। মুখের মাসল খেলবে, চোখ কথা কইবে। একবার. .একবার. . ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি, খেয়া। ঠিক আছে, start again

বসাক॥ হিমাদ্রিবাবু শুনছেন? . .হিমাদ্রিবাবু! (দুবার Buzz) Start

সুচরিতা॥ (*পুনরায় কাশতে কাশতে এবং ঈষৎ আর্তনাদ করে*) কোথায় যাচ্ছ?

মনোজ॥ (*হুবহু অজিতবাবুর নকল করে*) একবার... একবার. ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি খেয়া।

সুচরিতা॥ (*আবার ক্লেশে*) থাক, দরকার নেই. ... ..

পুলক॥ Rubbish!

অরূপ॥ লাইট অফ। (*লাইফেনের হলুদ আলো জ্বলতে থাকে*)

অজিত॥ Rubbish মানে? আমি ডাইরেক্টর, তুমি rubbish বলবার কে হে?

পুলক॥ খেয়ার হোলো টাইফয়েড, কাশছে যেন পালমোনারি টিউবারকুলোসিস্।

অজিত॥ টাইফয়েড! টাইফয়েড হয় কেন? চিত্রনাট্য লিখছিস্, আর এটা বুঝিস না T B র beauty কত বেশি? হিরো হিরোইনের T B র একটা বক্স অফিস ভ্যালু আছে জানিস?

পুলক॥ T B-র আবার box office value কি?

অজিত॥ ধর Heroine এর আমাশয় হোলো, বা Hero র ডিস্পেপসিয়া হোলো, লোকে টিকিট কিনবে?

পুলক॥ (*অভিমানাহত অবস্থায়*) তা কি আর করা যাবে? টাইফয়েড established হয়ে গেছে। Chloromycetin ইন্জেক্শনের কথা হয়ে গেল—

বসাক॥ হ্যাঁ, Sequence 3, Scene 24/2/4, B তে. ...

পুলক॥ এখন আর romantic অসুখের কথা ভেবে কি হবে?

অজিত॥ তা হোক! সুচরিতা, তুমি কাশবে! আমি বলছি তুমি কাশবে। ওসব টাইফয়েড-ফাইফয়েড বুঝি না। কাশতে কাশতে বুক চেপে না ধরলে একটা অসুখেব সীন্ হয়?

পুলক॥ Medical Science-এ টাইফয়েডেব উপসর্গ হিসেবে যা লেখা আছে.........

অজিত॥ (ধমকে) বাখো! Medical Science আমি পাল্টে ছাড়বো! বাংলা ছবির ওটা একটি ফবমুলা, বড়ুয়া সাহেবেব দেবদাসেব পর থেকে। অসুখ হলেই কাশতে হবে। ভালো না লাগে এখান থেকে কেটে পড়ো।

পুলক॥ যা খুশি করুন। টাইফয়েডেব জন্যে এপেন্‌ডিক্স্ অপাবেশন করুন, আমাব কী?

[*গোবগোল করতে করতে সমীরকুমাব ও অধীবকুমাব প্রবেশ কবেন।*]

অধীব॥ ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি হয়েছে!

অজিত॥ কোত্থেকে উদয় হলেন? এদ্দিন কোথায় থাকা হয়েছিল?

সমীব॥ অজিতদা, আমবা বুঝে ফেলেছি।

অজিত॥ কী বুঝে ফেলেছো?

অধীব॥ লুকিয়ে বাখতে পাবলেন না।

অজিত॥ কি? লুকোবো কি?

সমীব॥ 'মানুষ ও ফানুস' প্রগতিমূলক ছবি এটা আগে বলেন নি কেন?

অধীব॥ সেইজন্যেই inspiration আসতে একটু দেবী হোলো।

সমীব॥ কিন্তু যা এসেছে না—সলিল চৌধুবী কেটে বসানো একেবাবে। হারমোনিযম নেই?

বিনয়॥ না, সে ব্যবস্থা তো নেই এখানে।

অধীব॥ তবে এমনি হবে। সলিলদাব প্যাটার্নেব এক সুবিধে আছে, টেবিল চাপড়েই গাওয়া যায়। (হেসে) বুঝলেন বিনয়দা, এটা একেবাবে হালেব ফ্যাসান, প্রগ্রেসিব্ গান চাই। আমাদেব অজিতদাও যে বিমল বাযেব দলে ভিড়েছেন, এটা তো আগে বলেন নি। তাই, দেবি হয়ে গেল। কই, শুরু করো, সমীব। ওয়ান-টু-থ্রি-ফোব—

[*কেউ কিছু বলার আগেই দুজনে উদ্দাম ভঙ্গীতে গেয়ে ওঠেন।*]

ভাইরে!
ওরে ও ভাই কিসান কিসানি
সজনি— হো হো হো!
কাস্তেখানা শান্ দিয়ে নিও বেখে
বক্তমেখে—হো হো হো!
ধান দেবো না পবেব গোলায
গান গলায—হো হো হো!

অজিত॥ (হতভম্ব) এটা কি? কোন্ ছবিব জন্যে?

অধীব॥ 'মানুষ ও ফানুস!'

অজিত॥ কোথায় জুড়বে? কী ব্যাপাব? বসাক!

বসাক॥ আজ্ঞে, Sequence 3, Scene 22/4/2 কেবাণীদেব গান।

অজিত॥ কেবাণীদেব গান?

অধীর॥ হ্যাঁ, য়্যাঁ য়্যাঁ। স্ট্রাইক করার পরে কেরাণীরা গাইছে।

অজিত॥ (আরো হতভম্ব) ঐ কাস্তে! ধান! গোলা! বাপের বয়সী কেরাণীরা গাইছে! আমায় ধরো তোমরা!

পুলক॥ Impossible!

সমীর॥ বাগড়া দিও না, বলে দিলাম, পুলকদা!

পুলক॥ তোরা চোর!

অধীর॥ চোর!!

পুলক॥ হ্যাঁ চোর! 'লিলির বিয়ে'-তে কী গান দিয়েছিলি?

অধীর॥ কোন্‌টা? সেই 'ঝির ঝির বাতাস আমায় চুমো দিয়ে যায়'?

পুলক॥ হ্যাঁ!! সেই ঝির ঝির বাতাস তোমায় চুমো দিযে যায়!! কার সুর ওটা?

অধীর॥ কেন, সমীরের। সমীর......

সমীর॥ হ্যাঁ, আমারই তো।

পুলক॥ মিথ্যুকেব শিরোমণি! নজরুল ইসলামেব গান চুবি করেছিস লজ্জা করে না?

অধীব॥ কাজীদার গান?

পুলক॥ হ্যাঁ, 'আমাবে চোখ ইসারায ডাক দিলে হায কে গো দরদী', কথা ও সুব কাজী নজরুল ইসলাম। রাগ জৌনপুরী আশাবরী। তাল কাহারবা।

সমীব॥ তা একটু আধটু চুরি সবাই করে। মাতব্বররা পুকুব চুবি করছে, আব আমি........

পুলক॥ হতভাগা! ডি. এম. লাইব্রেবী যদি কেস করে তোকে বিক্রি করলেও তো টাকা উঠবে না।

অধীর॥ সমীব, তুই না বলেছিলি, গঙ্গার ধারে একলাটি বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাওযায সুরটা শুনতে পেলি?

সমীব॥ তাই ভেবেছিলাম আমি। পষ্ট শুনেছিলাম সুব!

[*নরম গোছের একটা কলহ করতে করতে প্রস্থান করেন।*]

অজিত॥ Back to work! Monitor!

অরূপ॥ All lights!

বসাক॥ হিমাদ্রিবাবু.......হিমাদ্রিবাবু শুনছেন? (*দুবার* Buzz) Start

সুচরিতা॥ কোথায যাচ্ছ?

মনোজ॥ (*সহজভাবে*) ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি।

সুচরিতা॥ থাক, দরকার নেই। আমাকে, আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না। সারাদিন আমি যে আর একা থাকতে পারি না।

মনোজ॥ তুমি মনের জোর হারিযে ফেলছ, খেযা। আচ্ছা, বেশ, আমি রঘুকে ডেকে দিচ্ছি। রঘু!

[*এক বিচিত্র ব্যক্তি প্রবেশ করে, মাথা মুড়নো, তা থেকে আবার টিকি ঝুলছে বেশ গোছ পাকানো। খালি গায়ে নধর ভুঁড়ি।*]

অজিত॥ একি? What is this? ভুল সেটে এসেছেন, মশাই। এটা 'মানুষ ও ফানুস'-এর শুটিং। 'নিমাই-সন্ন্যাস' দু নম্বর ফ্লোরে চলছে।

ব্যক্তি॥ আজ্ঞে না, আমি 'মানুষ ও ফানুস'-এই।

অজিত॥ বসাক!!

বসাক॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ভৃত্য রঘুর পার্ট। আগে একদিন Sequence 2, Scene 42/3/C তে established হয়ে গেছে।

অজিত॥ টিকি শুদ্ধ?

বসাক॥ আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।

অজিত॥ (সজোরে) না, হবে না! টিকি ওড়াও!

বসাক॥ আজ্ঞে Continuity টিকি! ওড়াবো কী করে?

পুলক॥ হাঁ, এখন বলে, টিকি ওড়াও। সেদিন আপনিই তো মশাই তুমুল তর্ক করে টিকিগাছা গছালেন। বললেন—স্নেহময় বৃদ্ধ উড়িয়া ভৃত্য ফোটাতে গেলে নাকি টিকি essential।

অজিত॥ আমি বলেছিলাম! আমি!! ছোঁড়া বলে কি! আমি!

পুলক॥ হ্যাঁ, আপনি।

অজিত॥ আমি একটা গাধা!!

বিনয়॥ থাক, আর আত্মসমালোচনায় কাজ নেই। দুপুর গড়াতে চলল, শট নিন। তাছাড়া, টিকি ফিকি একটু দরকার। লোকে হাসতে পেলে খুশিই হয়। একেই তো যা হেভি গল্প ফেঁদেছেন!

অজিত॥ ঠিক হ্যায়। হুকুম হো গিয়া। ঐ টিকির ক্লোজ আপ নেব আমি। এই যে! ও মশাই! থিয় অব্ বাগদাদ! এবার যান তো, আবার ডাকবে। Continue, মনোজ।

মনোজ। তুমি মনের জোর হারিয়ে ফেলছ, খেয়া। আচ্ছা, বেশ, আমি রঘুকে ডেকে দিচ্ছি। রঘু!

[*টিকিধারী ভদ্রলোক পুনঃ প্রবেশ করেন।*]

তুই বৌদির কাছে বোস।

সুচরিতা॥ না, না, আমার ডাক্তার দরকার নেই। আমায় ছেড়ে যেও না।

রঘু॥ কেন উতলা হচ্ছ, বৌদিদি?

মনোজ॥ খেয়া, তুমি এমন করে ভেঙে পড়লে আমি কিসের জোরে দাঁড়িয়ে থাকব?

অজিত॥ ব্যস। এই পর্যন্ত ফার্স্ট শট।

বিনয়। কেন?

অজিত॥ এরপর সুচরিতার মিড-ক্লোজ আর মনোজের ক্লোজ! বড় speech দুটো এইভাবে নেবো।

বিনয়॥ কেন?

অজিত॥ (*থতমত খেয়ে*) কেন!! কেন মানে? ঐ রকমই তো হয়।

বিনয়॥ (*সজোরে*) ঐ রকম হবে না। সবটা এক শটে নিন। অবাক কাণ্ড। একটা বাজে, এখনো ক্ল্যাপস্টিক পড়লো না!!

অজিত॥ স্যার, একটা সীনকে psychological build up দিতে হলে, মানে মিড শটে information ছাড়া আর কিছু যখন পাচ্ছি না ..

বিনয়॥ আবার!

অজিত॥ মানে, আমার কথাটা শুনুন দয়া করে। জিনিসটার mood-টা ধরতে হলে......

বিনয়॥ আরে, এ যে দেখছি শক্তের ভক্ত, নরমের ডাইরেক্টার!! মীরকাসিমের ঘোড়ার রঙ পাল্টে গেছে কেন?

[*তীব্র প্রশ্নটি এমন অপ্রত্যাশিতভাবে অজিতবাবুকে অভিভূত করে ফেলে যে মুহূর্তকাল তিনি নীরব থাকেন। তারপরই ঊর্ধ্বশ্বাসে কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন।*]

অজিত॥ (*মনোজকে*) সবটা এক শটে নিতে হবে। পারবে তো মুখস্ত করে নিতে?

মনোজ॥ নিশ্চয়ই!

অজিত॥ (*কিঞ্চিৎ চাপা কণ্ঠে বলেন*) কাসিম আলির ঘোড়ার কথা পেড়েছে। ব্যাটা blackmailer! হ্যাঁ, আর ঐ লাইনটা বলার সময়ে আবো দৃঢ় হয়ে......

মনোজ॥ কোন্ লাইনটা?

অজিত॥ আরে ঐ টে... দূর ছাই, বলো না।

মনোজ॥ তুমি এমন করে ভেঙে পড়লে, আমি কিসেব জোরে দাঁড়িযে থাকব?

অজিত॥ হ্যাঁ। আরো শক্ত হয়ে, দৃঢ হযে। যুদ্ধে হেবে গেছে তো কী হয়েছে? সে তেজ যাবে কোথায? এর আগের সীনেই তুমি গুর্গিন মহম্মদকে বলে এসেছো যে দাঁড়িযে তুমি থাকবে। ফতেমা কাঁদুক আব মরুক। তাবপবই ঘোড়ায চেপে সোজা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে এসেছ।

মনোজ॥ গুর্গিন মহম্মদ ??

বসাক॥ ওটা actually গুর্গন খাঁ হবে।

অজিত॥ হ্যাঁ, খাঁ।

মনোজ॥ যুদ্ধক্ষেত্র!!!

অজিত॥ (*মৃদুস্বরে*) হ্যাঁ, গিবিযাব যুদ্ধক্ষেত্র.......

[*কথা মিলিয়ে যায, ফ্যাল ফ্যাল করে উনি কিযৎকাল চেয়ে থাকেন।*]

.......এটা কী ছবি?

বসাক॥ 'মানুষ ও ফানুস'। Sequence 3, Scene 27/7/2/A.

অজিত॥ উঃ, আমি চোখে সর্ষেফুল দেখছি।

[*ভবতোষ মুখুয্যে পারিজাতকে নিযে এসেছেন—পারিজাত বসে। পরিচালক অজিতবাবু সামনে পারিজাতকে দেখতে পান। মনোজও দেখতে পেযে এগিযে আসে।*]

অজিত॥ একি? আবাব এসেছে? যাকে বরখাস্ত করব সেই দিব্যি শেকড় গেড়ে বসবে?

[*বিনয়বাবুও হাঁ হাঁ কবে ছুটে আসেন*]

বিনয॥ ভবতোষ! তুমি আবাব একে এনেছ কেন? ব্যাপারটা কি বলো তো? তোমার সঙ্গে কিছু লটরবহর আছে নাকি এর?

মনোজ॥ শুনুন, ব্যাপাব কিছুই না। আমাব স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় কবিয়ে দিই আপনাদের! অজিতদা, বিনয়দা, ভবতোষবাবু। আর এই লক্ষ্মণ। যাদব ওপরে আছে। আমার সহধর্মিণী পারিজাত।

[*পারিজাত সকলকে সলজ্জ নমস্কার করে। বিনয়বাবুর চক্ষু চড়কগাছ। অজিতবাবু তারস্বরে হঠাৎ হেসে ওঠেন।*]

অজিত॥ ভালো আছেন? কী বিশ্রী গরম পড়েছে আজ। শট হয়নি এখনো। মনোজ দারুন অভিনয় করেছে। মীরকাসিমের ঘোড়ার রং বদলে গেছে।

[*এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে অজিত উঠে একদিকে রওনা দেন।*]

বিনয়॥ চা খাবেন তো? ভবতোষ, ভাল করে চা তৈরি করিয়ে আনো। (*ভবতোষ বেরিয়ে যায়*) বড় খুশি হয়েছি আপনি আসাতে।

মনোজ॥ হ্যাঁ, ও রোজই বলে একবার আসবে। কাজকর্ম সেরে সময় পায় না।

[*অজিতবাবু সেটে গিয়ে উপস্থিত হন। সুচরিতা কনুইয়েব ওপর ভর দিয়ে উঠে পারিজাতকে লক্ষ্য করছিল।*]

সুচরিতা॥ কে মেয়েটা?

অজিত॥ মনোজের সহধর্মিণী।

[*সুচরিতার মুখে যে ভাবটা পরিস্ফুট হয়, তাব মধ্যে বিরক্তি থাকতে পারে, ঈর্ষা নেই।*]

সুচরিতা॥ দেখতে বেশ তো। তা শটের মধ্যেই দেবী আবির্ভূতা হলেন, এখন দেব শট শেষ করতে পারবেন তো?

অজিত॥ আমার বয়ে গেছে। আমি আব ওমুখো হচ্ছি না।

[*এদিকে বিনয়বাবু পারিজাতেব সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত। সুচরিতা এবার এগিয়ে যান।*]

অজিত॥ কোথায় চললে?

সুচরিতা॥ বাসর ঘরে আড়ি পাততে। ....এই যে মনোজবাবু চলুন শট্‌টা দিয়ে আসি। আপনি না থাকলে আমার মুড্-ই আসে না।

মনোজ॥ সুচরিতা দেবী, এই আমার স্ত্রী পারিজাত।

[*পারিজাতের নমস্কারের জবাবে ঈষৎ মাথা নাড়া ছাড়া সুচরিতা ভ্রূক্ষেপই করেন না।*]

সুচরিতা॥ আসুন please, দিব্যি একটা স্বামী-স্ত্রীর সীন্ করা যাক।

মনোজ॥ চলুন।

[*মনোজ সেটে চলে যান। সুচরিতা যাওয়ার আগে পারিজাতের দিকে একটা দিগ্বিজয়ের কটাক্ষ হানবার লোভ সামলাতে পাবেন না। পারিজাতের মাথা নীচু হয়ে যায়।*]

সুচরিতা॥ (*উচ্চৈঃস্বরে পারিজাতকে শুনিয়ে*) এই যে অজিতদা, হীরোকে উদ্ধার করে এনেছি।

অজিত॥ মনোজ, অতবড় speechটা মুখস্ত হয়েছে তোমার?

মনোজ॥ ঝাড়া মুখস্ত।

[*সুচরিতা তার কানে কানে কী যেন বলেন—দুজনেই হেসে ওঠেন। পারিজাতের মনে হয়, না এলেই ভাল হোতো।*]

অজিত॥ বটে? Let's go for a take.

অরূপ॥ হিমাদ্রিবাবু....... হিমাদ্রিবাবু, taking!

[*দুবার buzz! সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।*]

অজিত ॥ Make up ready ? Rack over?

অরূপ ॥ Yes

অজিত ॥ Artistes ready ? Start sound

[*এক মুহূর্ত; তারপরই Buzz! সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাও চলতে আরম্ভ করে। বসাক clapper দেন।*]

বসাক ॥ Sequence, 3, Scene 27/7/2/A

[*খট করে ক্ল্যাপারের আওয়াজ হয়। বসাক আঁকুপাঁকু করে এক পাশে বসে পড়েন।*]

অজিত ॥ Action!

[*মনোজ হাঁটতে শুরু করেন।*]

সুচরিতা ॥ কোথায় যাচ্ছ ?

মনোজ ॥ ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনি।

সুচরিতা ॥ থাক্, দরকার নেই।

[*সজোরে হঠাৎ বিনয়বাবুর আপ্যায়ন ভাষণ জেগে ওঠে।*]

বিনয় ॥ না, না, রসগোল্লা দুটো খেতেই হবে।

অজিত ॥ কাট্!

বসাক ॥ Quiet! Quiet on the set!

বিনয় ॥ সরি!

[*এক প্লেট রসগোল্লা হাতে জিব কেটে দাঁড়িয়ে থাকেন।*]

অজিত ॥ Take two

বসাক ॥ হিমাদ্রিবাবু, Take two (Buzz)।

অজিত ॥ এবার যেন লেডিকেনি না হয়। Start Sound! (Buzz) Action!

সুচরিতা ॥ কোথায় যাচ্ছ ?

মনোজ ॥ ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনি।

সুচরিতা ॥ থাক্, দরকার নেই। আমাকে, আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না। সারাদিন আমি যে আর একা থাকতে পারি না।

মনোজ ॥ তুমি মনের জোর হারিয়ে ফেলছ, খেয়া। আচ্ছা বেশ, আমি রঘুকে ডেকে দিচ্ছি। রঘু!!

[*ভৃত্যের প্রবেশ।*]

তুই বৌদির কাছে একটু বোস্।

সুচরিতা ॥ না, না, আমার ডাক্তার দরকার নেই। আমায় ছেড়ে যেও না।

[*এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপরই সমস্ত উদ্বেগ ঘুচিয়ে দিয়ে টিকিধারী ভৃত্য ক্যামেরাভিমুখে প্রশ্ন করে।*]

রঘু ॥ এইবারে বোলবো ?

অজিত ॥ (*চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে*) কাট্!

অরূপ ॥ Lights off!!

অজিত ॥ টিকি কেটে রেখে ব্যাটাকে বিদেয় করে দাও। Murder!

পুলক ॥ কী সুন্দর আসছিল সীনটা।

অজিত ॥ জঘন্য আসছিল সীনটা।

পুলক ॥ না, মনোজ বড় ভাল করছিল।

অজিত ॥ না, মনোজই সবচেয়ে জঘন্য করেছে। মনোজ, What are you doing? যা শেখালাম, সব ভুলে গেছ? ট্রেনিংটা বৃথাই যাচ্ছে।

সুচরিতা ॥ Set-এ Visitor আনা বন্ধ করতে হবে।

অজিত ॥ Certainly! অজিত লাহিড়ীর set-এ তাই নিয়ম ছিল। মনোজ, তোমার concentration নষ্ট হয়ে গেছে। ও, ইংরিজি বোঝ না বুঝি? চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে! মনস্থির করো।

[*কিঞ্চিৎ সোরগোল সহকারে ভবতোষ, মণীশ, নবেন্দু এবং অরিন্দম ঢোকেন।*]

ভবতোষ ॥ সুমথবাবু এসে গেছেন।

[*অজিত, বসাক, বিনয় এগিয়ে যান।*]

[*মনোজ একটু কাষ্ঠহাসি হাসেন। সুমথবাবু ঢোকেন, পরণে কোঁচানো ধুতি। সঙ্গে ক্যামেরা-সমেত ফটোগ্রাফার প্রাণেশ। পেছনে বিশ্বপতি চৌধুরী—অন্য একজন প্রযোজক, প্রবেশ করেন।*]

সকলে ॥ (*সমস্বরে*) আসুন, আসুন, আসুন!

সুমথ ॥ ইনি ফটোগ্রাফার প্রাণেশ মজুমদাব। আর ইনি আমার বন্ধু, চিত্রবাণী প্রোডাক্‌শন্‌স্‌-এর মালিক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

সকলে ॥ বসুন বসুন বসুন।

বিনয় ॥ বিশ্বপতিবাবু তো আমারই সমগোত্রীয় ব্যক্তি, বলতে গেলে আমরা Colleague এ্যাঁ? ভবতোষ, চা!!

[*সুচরিতা মনোজের হাত ধরে নিয়ে আসেন।*]

সুচরিতা ॥ হ্যালো! এই যে জন-গণ-মন-অধিনায়ক মনোজকুমার।

[*সুমথ ও মনোজ পবস্পরকে নমস্কার করেন। সুচরিতা আশ্বস্ত হয়ে বসে পড়েন, ঠিক পেছনেই পারিজাত।*]

অজিত ॥ নিশ্চয়ই। ওকে ট্রেনিং দিতে গিয়ে ঐ কথাটাই আমার বারবার মনে হয়েছে। দিনে আমরা যখন ছ'ঘণ্টা করে রিহার্সাল দিতে আরম্ভ করি.......

বিনয় ॥ হ্যাঁ, ওঁকে প্রথম দেখেই আমাব দৃঢ় ধারণা জন্মে গেল ওঁর মধ্যে প্রতিভা সুপ্ত আছে। কত লোক হাসলে, কত লোক ঠাট্টা করলে আমি কিন্তু অবিচল। তাছাড়া......

অরূপ ॥ উত্তম, অসিত, নির্মল এমনি দু'চারজনকে বাদ দিলে, পুরো লাইনে এমন photogenic face আর পাই নি। লাইট করে আরাম, ক্যামেরা ধরে আরাম। প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম ......

অরিন্দম ॥ ওঁর জন্যে Screen play লিখেও আনন্দ! চরিত্র যেমনটি ভাবি, মূলতঃ তাই রেখে তাকে আরো গাঢ় রং-এ চুবিয়ে পর্দায় উপস্থিত করার জাদু ওঁর জানা আছে।.........

সুমথ ॥ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি দু'তিন বৎসবের মধ্যে বাংলার চিত্রাকাশে একটিমাত্র

জ্যোতিষ্ক দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত করবে, নাম তার মনোজকুমার। কলকাতার চিত্রগৃহের সিংহদ্বারে একটিমাত্র নামই আলোকমালায় চার ফুট হরফে থাকবে, মনোজকুমার।

[মনোজের সরল মনে এহেন এক ভবিষ্যদ্বাণী এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে যে হাসিটি হাসেন, তার মধ্যে কুণ্ঠার চেয়ে আত্মপ্রসাদই যেন বেশি বলে মনে হয়।]

সুমথ॥ প্রাণেশ, ফটো নাও। আসুন Set এ।

মণীশ॥ ওঃ! মাটিতে আর পা পড়বে না এর পর!!

[ছোট দলটি Set এ যায়। মনোজকে ঘিরে সকলে জটলা করে।]

নরেন্দু॥ শূন্যে আর ক'দিন ভাসবে? দেখ্ না।

পারিজাত॥ (*সুচরিতাকে*) আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতাটা জানানো হয় নি!

[সুচরিতা পেছনে ফিরে তাকান।]

সুচরিতা॥ কিসের?

পারিজাত॥ এই সবের মূলে আপনি। আমার স্বামীর অশেষ উপকার করেছেন আপনি। আপনার নাম ওঁর মুখে লেগেই আছে। আর আমিও এতদিন মনে ভেবেছি দেখা হলে আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবো।

সুচরিতা॥ (*অল্প হেসে*) মনোজবাবু বাড়িয়ে বলেছেন! নিজের ক্ষমতাতেই উনি ওপরে উঠেছেন! চেষ্টা করলেও কেউ ওঁকে ঠেকাতে পারবে না।. দেখুন, মনোজবাবুর ভালর জন্যেই বলছি—স্টুডিওতে আপনি না এলেই ভাল হয়। মানে, ওঁর মন চঞ্চল হয়ে যায়। বুঝতে পারলেন?

[জটলার মধ্যে থেকে মনোজের গম্ভীর কণ্ঠ উত্থিত হয়।]

মনোজ॥ না না, আমার একার ছবি নিতে দেব না—সুচরিতা দেবীকে থাকতেই হবে। (*হাসি*)

সুমথ॥ কেন? উনি আপনার permanent partner বলে? (*হাসি*)

মনোজ॥ বলতে গেলে উনি আমার বাক্‌দেবী, বাণী, সরস্বতী। (*হাসি*)

সুচরিতা॥ কিছু মনে করলেন না তো?

পারিজাত॥ না, না। আমি নিজেও তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কেন আপনি মনোজের জন্যে এত করছেন?

[Set এ আবার একটা তুমুল হাসি উপস্থিত হয়। সুচরিতা ভেবে পান না এ প্রশ্নে ওঁর চটে ওঠা উচিত কি না।]

সুচরিতা॥ হিংসে হচ্ছে?

পারিজাত॥ বলুন না।

সুচরিতা॥ আর একদিন জবাব দেব, আজ নয়। তবে, পাছে কেঁদে চোখ ফোলাও, সেইজন্যে বলতে পারি—ভয় নেই।

[মনোজ জটলাশুদ্ধ এসে সুচরিতাকে নিয়ে যান।]

নরেন্দু॥ ওহে মণীশ! আমাদের দিকে কেউ আর ফিরেও চাইছে না যে!! হতভাগা দাঁওটা মেরেছে খুব!!

[*পারিজাত একা বসে থাকেন। আগে যেমন নিজেকে হীন অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল এখন যেন সে অনুভূতিগুলো আর নেই। প্রায় হাসি মুখেই তিনি ব'সে থাকেন।*

ওদিকে জটলা থেমে অনেকের গুঞ্জনের মধ্যে সুচরিতার তীক্ষ্ণ হাসি এবং মনোজের উদাত্ত কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হয়। অবশেষে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব বিচ্ছুরিত আলোকে ঘোষণা করেন চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। সকলে বসে চা পান করতে থাকেন। বিশ্বপতিবাবু মনোজকে কিছু বলেন। দু'জনে চায়ের কাপ হাতে একান্তে সরে আসেন। পেছনে জটলা চলতেই থাকে।]

মণীশ॥ (*চাপা কণ্ঠে*) নরেনদা, ঐ দেখুন।

নরেন্দু॥ নতুন কণ্ট্রাক্ট বাগাচ্ছে! শালার কপাল-জোর আছে।

বিশ্বপতি॥ কথাটা আর কিছুই নয়। মানে ছায়াছবি কোম্পানির সঙ্গে আপনার কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ তো ফুরিয়েছে। ভবিষ্যতের প্ল্যান কিছু করেছেন?

মনোজ॥ (*বিশ্বপতির উদ্দেশ্য মোটেই বুঝতে পারে নি*) হ্যাঁ। করেছি বই কি! নতুন কনট্রাক্ট করব। আরো উৎকৃষ্টতর ছবি নির্মাণ করতে হবে।

বিশ্বপতি।। না, বলছিলাম—ঐ আটশ টাকার কণ্ট্রাক্টেই আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন?

মনোজ॥ (*স্বচ্ছন্দে ঘাড় নেড়ে*) খুব।

বিশ্বপতি॥ (*একটু হাসেন*) আপনার খরচপত্র নিশ্চয়ই প্রচুর। তাছাড়া ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয়ও কিন্তু এখন থেকেই করতে হবে।

মনোজ॥ তা তো বটেই।

বিশ্বপতি॥ মানে তা নয়। আমি বলছিলাম -আমরা একটা ছবি ধরছি সামনের মাস থেকেই। তাতে একটা খুব ভাল রোল আছে। হীরো।

মনোজ॥ ও।

বিশ্বপতি॥ এখন আপনার যদি অমত না হয়. .

[*কয়েকটি ছেলে Autograph খাতা নিয়ে মনোজকে ঘিরে ধরে, মনোজ উল্লসিত হাস্য সহকারে সই দিতে থাকেন।*]

একটি কিশোর॥ কিছু লিখে দিন!

আর একটি॥ হ্যাঁ, একটা বাণী দিতেই হবে। শুধু সই আমরা নেব না।

মনোজ॥ উঁ! বাণী? না বাণী তো এখনো কিছু ঠিক করি নি।

ভবতোষ॥ এই! এই ছেলেরা কোত্থেকে এল! যাও! বেরোও!

[*সকলে প্রস্থান করে। মনোজ খেদোক্তি করেন।*]

মনোজ॥ সবাই একটা বাণী চায়। ভাল দেখে এক লাইন রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ করে রাখা উচিত কি বলেন?

বিশ্বপতি॥ আমার কথাটা শুনুন দয়া করে। আমাদের ছবিতে আপনি যদি অভিনয় করেন তবে আপনার যথাযোগ্য সম্মানমূল্য দেওয়ার চেষ্টা করব। অমন মাসে আটশ' টাকা ঠেকিয়ে চম্পট দেব না।

মনোজ॥ (*বিস্মিত*) সে কি কথা? আপনি কি বলেন বিনয়বাবুর সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট আর renew করব না?

বিশ্বপতি॥ সেটাই আমার অনুরোধ।

মনোজ॥ অসম্ভব!

বিশ্বপতি॥ আমরা দশ হাজার টাকা দিতে রাজি আছি।

মনোজ॥ বিনয়বাবুর কাছে আমার যে ঋণ আপনার দশ হাজার টাকায় তা শোধ হবে না।

বিশ্বপতি॥ বেশ, পনের হাজার...তা কেন? বিশ হাজার দেব।

মনোজ॥ অত টাকা নিয়ে আমি কী করব?

বিশ্বপতি॥ (*অবাক হয়ে যান*) মানুষের প্রয়োজনের তো শেষ নেই। আপনার মতন শিল্পীর যে ধরনের বাড়ি গাড়ি প্রভৃতি থাকা উচিত...

মনোজ॥ (*হেসে*) কি যে বলেন? বাড়ি, গাড়ির জন্যে অমন কৃতঘ্নতা পাপে লিপ্ত হবো? আমি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক নই। এ-সব বিচিত্র ধারণা আপনার হয় কোত্থেকে?

বিনয়॥ (*চাপাকণ্ঠে*) ওহে, ভবতোষ! চোখের মাথা খেয়েছো? ওদিকে বিশ্বপতি মনোজকে নিয়ে পড়েছে যে!! ফোস্‌লাচ্ছে না কি? বড় ভাবনায় পড়লাম যে! কিছু একটা করো!!

ভবতোষ॥ কী করব, স্যার?

বিনয়॥ এক গেলাস দুধ নিয়ে যাও!!

বিশ্বপতি॥ একবার অন্ততঃ ভেবে দেখুন। ভবিষ্যৎ আছে।

মনোজ॥ ভবিষ্যতের ভাবনা বানপ্রস্থে গিয়ে ভাবা যাবে। যে স্বাচ্ছন্দ্যে আজ আমার দিন কাটছে, সে স্বাচ্ছন্দ্যের অধিক আমার প্রয়োজন নেই এবং সে স্বাচ্ছন্দ্য চিরকাল বজায় রাখার ক্ষমতা আমার আছে।

বিশ্বপতি॥ স্বীকার করছি অভিনয় ক্ষমতা আপনার আছে কিন্তু মনোজবাবু, সে ক্ষমতাকে অর্থ উপায়ের ক্ষমতা বলে ভুল করবেন না। এবং ভবিষ্যতে এমন দিন আসতে পারে, যখন দেখবেন আপনার এই মহত্ত্ব এবং বিশ্বাসের কোনো মূল্যই কেউ দিচ্ছে না।

[*ভবতোষ দুধ দেন।*]

যাই হোক, আপনার মতন লোক যে একজনও এ লাইনে আছেন, এ জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, আশীর্বাদ করছি, যে ভয়াবহ দিনের কথা আমি বললাম, সে দিন আপনার জীবনে যেন কখনো না আসে।

[*বিশ্বপতিবাবু বেরিয়ে যান। মনোজ নিজের মনেই একটু হাসেন তারপর সেটে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন, এমন সময় তার চোখ পড়ে পারিজাতের ওপর। তিনি পারিজাতের দিকে এগিয়ে যান।*]

মনোজ॥ (*সোল্লাসে*) Autograph সই করলাম এক্ষুনি, দেখলে?

পারিজাত॥ হ্যাঁ।

মনোজ॥ ঐ লোকটা হচ্ছে সুমথ নন্দী, বঙ্গবাসী কাগজের জয়দ্রথ উনিই। প্রথিতযশা সমালোচক। ওর লেখার একটা publicity value আছে। ওকে হাতে রাখতে হবে, বুঝলে?

[*পারিজাত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।*]

কী দেখছো?

পারিজাত॥ কিচ্ছু না।

মনোজ॥ ভদ্রলোক আলাপ করে বেশ প্রীত হয়েছেন বলেই তো মনে হয়। এ ছবিটা শেষ হয়ে যাক, আমাদের বাড়িতে আসবেন একদিন; তখন খুব খুশি করে দিতে হবে।

পারিজাত॥ বেশ।

[*পারিজাতের হাবভাব থেকে মনোজ বুঝতে পারেন একটা কিছু হয়েছে। ভবতোষ চা এনে দেন।*]

মনোজ॥ কী হয়েছে?

পারিজাত॥ কই, কিছু না।

মনোজ। অত গম্ভীর কেন? উপদেশামৃত বর্ষণ করছ না! ব্যাপারটা কী?

[*বলতে বলতে চাযে চুমুক দেন।*]

পারিজাত॥ চা-ও ধরেছো?

মনোজ॥ এ্যাঁ? হ্যাঁ! মাঝে মাঝে খাই। মানে পরিশ্রান্ত হলে এক আধ কাপ। আর বুঝেছ, সুমথ নন্দী 'বঙ্গবাসী'তে আমার জীবনী লিখবে, ছবিশুদ্ধ। সেইজন্যেই বাড়িতে আসবে। আজকে তিনটে ছবি নিয়েছে। চমৎকার হবে না? [*নীরবতা।*]

পারিজাত॥ আচ্ছা আমাকে তোমার মনে থাকবে?

মনোজ॥ *হঠাৎ* এই প্রশ্ন? কি? হয়েছে কি? কী ভাবছ অত বল তো?

পারিজাত॥ (*মাথা তুলে তাকায; তারপর মাথা নীচু করে মৃদু কণ্ঠে বলে*) ভাবছি, তুমি যত বড়, যত popular অভিনেতা হয়ে উঠছ, তত আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। বড় স্বার্থপরের মতন কথাটা বলছি, না? একজন ইলেক্‌ট্রিশিয়ানের যা দাবি তোমার ওপর, আমার তা-ও নেই।

মনোজ॥ (*হতভম্ব হয়ে প্রথমটা উত্তর দিতে পারে না*) কি...কি বলছ তুমি? কেউ বুঝি কিছু বলেছে তোমাকে? সুচরিতা?

পারিজাত॥ (*কঠোরস্বরে*) সুচরিতা দেবী আমার মতন স্বার্থপর নন। তিনি কিছু বলেছেন, এমন সন্দেহ কিছুদিন আগেও তুমি করতে পারতে না।

মনোজ॥ (*আবার নীরবতার পর*) কি হয়েছে, পারিজাত?

পারিজাত॥ (*একটু হাসে, চোখে জল*) কিছু না। আমি বড় বাজে বকি, তুমি তো জানই। তোমাকে বড় disturb করলাম, না? ঠিক shot এর আগে?

বসাক॥ (*চেঁচিযে*) মনোজদা, আসুন, taking

[*গভীর চিন্তায় মগ্ন হযে মনোজ সেটে যান।*]

অজিত॥ Make up

[*মেক্‌ আপ্‌ আর্টিস্ট এসে সুচরিতা ও মনোজের হাতে আয়না ও পাওডার পাফ্‌ দেয। অন্যমনস্কভাবে মনোজ একবার পাফ্‌ বুলিয়ে নেন।*]

অজিত॥ Ready for take, Sound?

বসাক॥ হিমাদ্রিবাবু, রেডি? .... হিমাদ্রিবাবু! [*Buzz*]

অজিত॥ Start, Sound [*Buzz*] Action!

সুচরিতা॥ কোথায় যাচ্ছ?

মনোজ॥ ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আসি।

সুচরিতা॥ থাক, দরকার নেই। আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না। সারাদিন আমি যে আর একা থাকতে পারি না।

মনোজ। তুমি মনের জোর হারিয়ে ফেলছ...

[খেয়া কথাটায় এসে মনোজ আটকে যান! এক মুহূর্ত।]

অজিত॥ কাট্!

[নবেন্দু ও মণীশ হো হো করে হেসে ওঠে! অপমানে মনোজ মাথা নীচু করে থাকে।]

বসাক॥ Quiet, quiet on the set!

অজিত॥ কি হয়েছে মনোজ? Come on! অভিনয় করো। গলাটাকে গাঢ় করে...

মনোজ॥ (*সজোরে*) চুপ করুন! (*এক মুহূর্ত মনোজ চুপ করে থাকে। পরে শান্ত কণ্ঠে বলেন তিনি।*) একটু ভাবতে দিন।

[নবেন্দু আবার হেসে ওঠেন। মনোজ মাথা তুলে হিংস্র চোখে নবেন্দু ও মণীশের দিকে তাকান।]

সুচরিতা॥ Steady you fool!

মনোজ। (*পারিজাতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে*) নিন, take করুন।

অজিত॥ Dialogue-টা একবার পড়ে নিয়ে, তারপর...

মনোজ॥ Take করুন।

অজিত॥ Sound, Ready? (*Buzz*) Start Sound! (*Buzz*) Action!

সুচরিতা॥ কোথায় যাচ্ছ?

মনোজ॥ ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আসি।

সুচরিতা॥ থাক দরকার নেই। আমাকে, আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না। সারাদিন আমি যে আর একা থাকতে পারব না।

মনোজ॥ তুমি মনের জোর হারিয়ে ফেলছ, খেয়া। আচ্ছা, বেশ, আমি রঘুকে ডেকে দিচ্ছি!! রঘু! তুই বৌদির কাছে বোস।

সুচরিতা॥ না না না, আমার ডাক্তার দরকার নেই। আমায় ফেলে যেও না।

রঘু॥ কেন উতলা হচ্ছো বৌদিদি?

মনোজ॥ খেয়া, তুমি এমন করে ভেঙে পড়লে আমি কিসের জোরে দাঁড়িয়ে থাকব?

সুচরিতা॥ এতদিন কিসের জোরে দাঁড়িয়েছিলে? আমার দিকে একবারো ফিরে তাকিয়েছ? ভেবেছ, আমি বেঁচে আছি কি না? আমি কি খেয়েছি? আমার সমস্ত সুখ সমস্ত শান্তি কেড়ে নিয়ে তুমি জননেতা হয়েছ! ধর্মঘটে নেতৃত্ব করে তুমি হাজার লোকের উপকার করেছ, আমাকে দিয়েছ দারিদ্র্যের অভিশাপ। তুমি ওদের প্রিয় নেতা, আমার কাছ থেকে সরে গেছ হাজার যোজন দূরে।

মনোজ॥ (*এক মুহূর্ত পরে। তাঁর সমস্ত আবেগ কয়েকটি কথার মধ্যে আছড়ে পড়ে।*) তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, খেয়া। এ সমাজে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেই ওরা পিষে মারতে চেষ্টা করে। তাই তোমাকে এত যন্ত্রণা, এত দারিদ্র্য দিয়েছি। তবু, এটুকু

কি তুমি বুঝবে না, তোমার স্বামী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার জন্যই আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বাধ্য? আমাদের সংগ্রামের প্রতি মুহূর্তের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই আমি আসতে চেষ্টা করেছি তোমার কাছে। তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি আজ এত লোকের প্রিয়। আজ যদি তুমি আমার সে ভালবাসার অর্থ বুঝতে না পারো, তবে লক্ষ লোকের পুজো কুড়িয়েই বা আমার কী হবে? তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে আমার কি কম দুঃখ! বুঝতে পারছ না, এই বিচ্ছেদের দহন আমার বুকটাকেও পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে? এতদিনেও কি আমাকে চিনতে পারনি, খেয়া?

অজিত ॥ কাট!

[*কিছুক্ষণ সবাই অভিভূত হয়ে থাকে। পারিজাত হঠাৎ সচেতন হয়ে রুমালে তার অশ্রুসিক্ত চোখ মুছতে থাকেন।*]

অরূপ ॥ লাইট অফ্!

[*মনোজ পারিজাতের দিকে তাকিয়ে হাসেন। একে একে আলো নিভতে থাকে।*]

॥ পর্দা ॥

তিন

[*আরো এক বৎসর কেটে গেছে; মনোজকুমারের জনপ্রিয়তা আরো বেড়েছে। রাস্তা দিয়ে পদব্রজে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দৃশ্যে আমরা তাঁর বাসভবনের বৈঠকখানা দেখতে পাচ্ছি। আধুনিক চামড়ায় মোড়া আদি এবং রং মিলানো পর্দার বিন্যাসের মধ্যে বোধ করি পারিজাতের রুচিবোধের পরিচয় পাচ্ছি। রেডিওগ্রাম রয়েছে ঘরে; দেওয়ালে রয়েছে ছবি। পারিজাত টেলিফোন করছে কাউকে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।*]

পারি ॥ হিন্দুস্থান ফিল্‌ম্ স্টুডিও?... ছায়াছবি কোম্পানীর কাউকে একটু ডেকে দিন না!...বলুন, আমি মনোজবাবুর স্ত্রী ফোন করছি। ফ্লোরে মনোজবাবুকে খবরটা পৌঁছে দেবেন! ...কি বললেন? আজ শুটিং নেই?...সে কি? আজ 'ফুলশয্যা' ছবির শুটিং ছিল না? ...ও...ও...আচ্ছা।

[*ধীরে তিনি ফোন নামিয়ে রাখেন। তিনি গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। আঁচল কোমরে বেঁধে তিনি বালতিতে ন্যাকড়া চুবিয়ে মেঝে মুছতে আরম্ভ করেন। কলিং বেল বেজে ওঠে। পারিজাত ন্যাকড়া ফেলে, হাত মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুলে দেন। নবেন্দু এবং মণীশ ঢোকেন।*]

নবেন্দু ॥ মনোজ বাড়ি আছে?

পারি ॥ না তো, ও শুটিং-এ গেছে।

মণীশ ॥ আজ শুটিং কোথায়?

[*দুজনে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করেন। পারিজাত মণীশের বাঁকা হাসি আর সহ্য করতে পারেন না, তীব্রকণ্ঠে বলেন :*]

পারি॥ সে যা-ই হোক, আপনাদের কি চাই?

নবেন্দু॥ (শশব্যস্ত) মানে একটু দরকার ছিল—বিরক্ত করলাম আপনাকে।

পারি॥ না, না, আপনারা বসুন। মনোজ এক্ষুণি এসে পড়বে। মানে খুব সম্ভব এসে পড়বে।

[*পারিজাত চলে যেতে নবেন্দু ও মণীশ চাপা কণ্ঠে হেসে ওঠেন।*]

নবেন্দু॥ নাগিনী ফোঁস করে উঠেছেন!

মণীশ॥ মরণ-কামড়! মরণ-কামড়! সুচরিতাকে নিয়ে স্বামী দেবতা যা ঢলাঢলিটা লাগিয়েছে না,—জবাব নেই!! শেহেরাজাদে বসে দুটিতে মিলে গ্যালন গ্যালন হুইস্কি ওড়াচ্ছে আর খুনসুটি করছে।

নবেন্দু॥ খুনসুটি কিরে? চৌরঙ্গীর ওপর দাঁড়িয়ে কাল চুমো খাচ্ছিল, জানিস।

[*দুজনে মুখ ঢেকে হেসে ওঠেন; এমন সময় পারিজাত পুনঃ প্রবেশ করেন। দুজনেই চট করে সামলে নেন পারিজাত কী একটা নিতে ভুলে গিয়েছিলেন, সেটি হস্তগত করে বেরিয়ে যান।*]

নবেন্দু॥ খুব বেঁচে গেছি যা হোক। তুই আর বোশ বকিস নে বুঝলি? একটি কথা সুন্দরীর কানে ঢুকলেই লাগাবে মনোজের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার দফা গয়া।

মণীশ॥ ওর কথা মনোজ বিশ্বাসই করবে না। ছেলের জন্মের ঠিক নেই, তার তাবার মুখের কথা।

[*দরজা খুলে মনোজ ও সুচরিতার প্রবেশ। মনোজের ঈষৎ মত্ত অবস্থা।*]

মনোজ॥ আরে নবেনদা! কী মনে করে? কতক্ষণ?

নবেন্দু॥ এই তো আসছি।

মনোজ॥ বোসো সুচরিতা।

সুচরিতা॥ আজ কী কাণ্ড! বাপরে বাপ! বুঝলে নবেনদা? We went for a long drive ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। এক জায়গায় থেমেছি, দেখতে দেখতে চারিদিকে লোক জমে গেল, আমাদের দেখবে! তখন পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল, হঠাৎ একটা লোক কী একটা বলল, আমি শুনিও নি। মনোজ দরজা খুলে নেমে গিয়ে মারলে এক চড়। আর অমনি সব মারল চোঁ-চাঁ দৌড়। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে back to civilisation!

মনোজ॥ হ্যাঁ, আমার বাওয়া plain কথা। ইতরামি করলে মরবে। তাকিয়ে দেখতে চাও, দেখ। আরে বাবা দেখা দেওয়ার জন্যেই তো আমরা আছি। সেটাই আমাদের পেশা। কিন্তু ইতরামি করেছো কি নাকটাকে মুখের সঙ্গে মিশিয়ে দেব, হ্যাঁ!

সুচরিতা॥ মনোজ, লোকটা কী বলেছিল?

মনোজ॥ না, সে আমি বলতে পারব না। ভদ্রমহিলার কর্ণগোচর করবার মতন কথা সেটা নয়।

সুচরিতা॥ মনোজ, ভাল হচ্ছে না। আমি কিন্তু চলে যাব তাহলে!

মনোজ॥ না, না, যাবে কেন?

সব হাত জোড় করে কাঁদতে লাগলো—রাইফেল দুটো নিয়ে চলে আসছি—একজন—স্রেফ একজন—তাড়া করলো শুধু লাঠি হাতে। তখন—

কল্যাণ॥ মেরেছেন, বেশ করেছেন।

অবিনাশ॥ লোকটার কি সাহস! সামান্য একটা কনস্টেবল।

কল্যাণ॥ সাহস নয়, বৃটিশভক্তি বলুন। আমবণ ওব এই অবিচল ভক্তি থাকতো বৃটিশ প্রভুর পদে। সেই মরণ চট করে ঘটিয়ে ভালই কবেছেন।

অবিনাশ॥ ডোন্ট টক লাইক এ ফুল। শত্রুব বীবত্বেব প্রশংসা কবতে শেখো।

কল্যাণ॥ আমাব আসে না।

অবিনাশ॥ ও আমাব দেশেব মানুষ, দবিদ্র কনস্টেবল। ওদেব মেবে সব কেমন বিষাক্ত মনে হয়।

কল্যাণ॥ আপনাব এই মত বহুবাব শুনেছি, আমি মানতে পাবছি না। যুদ্ধক্ষেত্রে যাকে মারা হয়, সে মানুষ নয় টার্গেট মাত্র। আব দিশীদেব তো মাবতে হবেই। ওবাই বৃটিশ

সুমথ ...বব স্তম্ভ। সাহেব আর কটা? শুধু পুলিশ নয়, পুঁজিপতি অহিংস গুপ্তচব—এদেরো

ব। কই বে মিনি—মাইকেল কলিন্স্-এব দ্বিতীয় পবিচ্ছেদটা শুনিয়ে দে না

সুচবিতা॥

মনোজ॥ না কি সাহেব মাবা কঠিন বলে, দিশীদেব মেবে বিপ্লবী বিবেক পবিতৃপ্ত

সুমথ॥

জীবন ...॥ কক্ষনো না! শুনুন ওস্তাদ—

সম্প... বনাশ॥ উত্তেজিত হযো না; হাতে নানা অ্যাসিড বিস্ফোবণ ঘটবে। মানসী বাডি চলে যাও।

কল্যাণ॥ মা কেমন আছেন বে?

মানসী॥ কেঁদে কেঁদে চোখ লাল কবে বসে আছেন, শেষ দেখা হলো না বলে।

কল্যাণ॥ বলিস দেখা হবেই। আমি কি মবে গেছি নাকি? শেষ দেখা-টেখা আবাব কী? যতসব অলক্ষুণে কথা?

মানসী॥ মা পাঠিযেছে, এই নাও সোনা-বাঁধানো মাদুলি, এ নাকি একেবাব অবার্থভাবে তোমায় রক্ষা করবে।

কল্যাণ॥ (নিযে) মা'ব যত কুসংস্কাব।

মানসী॥ বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞেস কবলে না?

কল্যাণ॥ না বলে যখন ছাড়বি না, বল, কেমন আছেন বাবা?

মানসী॥ লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল।

কল্যাণ॥ দ্যেৎ!

মানসী॥ হ্যাঁরে দাদা! কিছু বোঝ না তুমি। বাবাকে চিনলে না এতদিনে?

কল্যাণ॥ হুঁ। এই! যা বাড়ি যা! শৃঙ্খলাভঙ্গ কবছিস? আড্ডা মাবছিস? যা। দেখুন ওস্তাদ, যাচ্ছে না বোন সাজছে!

মানসী॥ বা, দুটো কথা কইতে নেই?

কল্যাণ॥ ওঠ্ বিদেয় হ'। এ আস্তানায আমরা মেয়েছেলে বড় একটা অ্যালাউ করি না। যা!

মানসী॥ বাপবে বাপ! বাপেব বেটা!

[হাসতে হাসতে মানসী প্রস্থান কবে। বাইবে থেকে শিস শোনা যায়। তড়িৎগতিতে পিস্তল বাব কবে অবিনাশ ও কল্যাণ তৈবি হয়।]

অবিনাশ॥ মহীতোষ শিস দিচ্ছে! কেউ আসছে। [বীবেনেব প্রবেশ] কি ব্যাপাব বীবেন? বিনা নির্দেশে এখানে কেন? তোমায আজ বাতে কৃষ্ণনগব যেতে হবে না?

বীবেন॥ ক্ষমা কববেন, ওস্তাদ। আমি.. আমি কিছু আলোচনাব জন্য... আসতে বাধ্য হলাম।

অবিনাশ॥ কি ব্যাপাব?

বীবেন॥ প্রথমত, আপনাকে আব কল্যাণকে একবাব দেখতে এলাম। দেখলে মনে বল পাই।

অবিনাশ॥ (হেসে) নন্‌সেনস!

বীবেন॥ আব তাছাড়া... যে চিঠিটা দিযেছিলেন—সব টাকাকডি, সম্পত্তি দিযে দিতে হবে, সে বিষযে আলোচনা ছিল।

অবিনাশ॥ ও বিষয়ে আলোচনা হবে না, বীবেন। ওটা দলেব স্থিব সিদ্ধান্ত।

বীবেন॥ জানি। তবু ধরুন যদি আমি না পাবি—মানে কত শবিক টবি বহু দলিলপত্রেব ব্যাপাব—ধরুন পাবলাম না—কি কববো আমি?

অবিনাশ॥ "পাবলাম না" কথাটা বিপ্লবীদেব অভিধানে নেই হে বীবেন। দেবি নো এল্‌পস।

দুজনেই হস্তগত ক ন? একটি গাব ভ

বীবেন॥ জানি। আমি. .আমি বিশ্বাস কবি সব দিতে হবে তবু

অবিনাশ॥ তবু লোভকে জয় কবতে পাবছ না। না—না—লজ্জাব কী আছে এতে অতি স্বাভাবিক দুর্বলতা।

কল্যাণ॥ বডলোকেব কাববাব!

বীবেন॥ তুই চুপ কব তো!

অবিনাশ॥ সে দুর্বলতা আমাদেব কাছে স্বীকাব কবে সৎসাহসেব পবিচয দিযেছ! তবে এও ঠিক, আমবা ছাডবো না। তোমায় বোঝাব, লোভ কাটিযে উঠতে তোমায সাহায্য কববো। দুর্বলতা তোমাকে পাযে দলে, ভাবনাহীন চিত্ত নিযে উঠে দাঁড়াতেই হবে।

কল্যাণ॥ আব যদি তুচ্ছ টাকা তোব কাছে দেশেব চেযে বড হয তো বল, এক বোমা ঝেডে দিই তোব ব্রহ্মতালুতে।

বীবেন॥ হ্যাঁ, আব কি কববে! সহযোদ্ধাকে ছাডা আব কাকে এত সহজে মাবতে পাববে?

কল্যাণ॥ ও কি, অমন সিবিযাসলি নিচ্ছিস কেন কথাটা? ঠাট্টা বুঝিস না?

বীবেন॥ ঠাট্টাব স্থানকাল থাকে। আমি...আমাব এখন মাথাব ঠিক নেই.. । পান থেকে চুন খসলেই যে তুমি শেয়াল কুকুবেব মতন কমবেডকে গুলি কবে মাবাব পক্ষপাতী, এ কথা তোমাব মুখে বহুবাব শুনেছি।

কল্যাণ॥ ঘাট হয়েছিল বাবা, আব কথাটি কইবো না।

বীবেন॥ আমি এসেছিলাম বল পেতে, শক্তি পেতে, দুর্বলতাকে জয় কবতে।—সেখানে প্রাণেব ভয় দেখালে—। দাদা...আমি...আমাকে .

মনোজ॥ আরতির মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার সীনটা তো? দেখ সুচরিতা আমি বলেছিলাম না—ঐ এক সীনেই ছবি আমি জমিয়ে দেবো, আর কাউকে কিছু করতে হবে না।

সুমথ॥ ঐ একটা সীনের জন্যেই আপনাকে আমি বাংলার ফ্রেডরিক মার্চ বলে অভিহিত করেছি।

[*অকৃত্রিম সঙ্কোচের অভিনয় করতে গিয়ে অতিশয় কৃত্রিম একটা হাসি মনোজ হাসেন, কিন্তু সুচরিতা গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। সেটা চোখে পড়তে মনোজ একটু উদ্বিগ্ন হন বটে, কিন্তু বেশ সচেষ্ট হয়ে তিনি সেটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন।*]

কিন্তু শুধু আমার প্রশংসায় তো চিঁড়ে ভিজবে না মনোজবাবু, তাই আজ এসেছি।

[*মনোজ এবার শঙ্কিত হয়ে ওঠেন কিন্তু হাবভাবে সে শঙ্কা প্রকাশ করে দেওয়ার পাত্রই সে নয়।*]

মনোজ॥ কেন? কেন? চিঁড়ে কি পাথরকুচি নাকি? আপনার লেখনী-নির্গত কালিতেও হবে না এমনি স্পর্ধা তার!

সুমথ॥ Star-দের publicity হবে sensational.

[*মনোজ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।*]

সুচরিতা॥ অত্যন্ত চমকপ্রদ খবরাদি তোমাকে দৈনিক দিয়ে যেতে হবে।

মনোজ॥ চমকপ্রদ? চমকপ্রদ মানে?

সুমথ॥ প্রথমত আপনাকে দর্শক চেনে শুধু পর্দায় দেখা ছায়ার মতন। আপনার ব্যক্তিগত জীবন ওদেরকে জানান আমার পত্রিকা মারফৎ। আপনার সঙ্গে দর্শকের এক নিবিড় সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠুক। তবেই আপনি প্রকৃতই ওদের হৃদয় জয় করবেন।

মনোজ॥ নিশ্চয়ই, আমার জীবনের প্রতিটি ঘটনা ওদের জানান, আপনাকে আমি সব বলছি। কেন বলব না?

সুমথ॥ আজ একখানা ছবি নেব দুজনের, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর—।

মনোজ॥ আমার স্ত্রীর কেন?

সুচরিতা॥ তাতে করে বহু সহস্র বিবাহিতা মেয়ের হৃদয়েশ্বর হয়ে পড়বে তুমি। তুমি যে একজন আদর্শ স্বামী এটা জেনে তাদের বুক ভরে যাবে, ফলে তারা ঝপাঝপ টিকিট কাটবে!

সুমথ॥ ঠিক বলেছেন। ধরুন একখানা ছবি; আপনি বসে কাগজ পড়ছেন, পাশেই আপনার স্ত্রী বসে কিছু একটা বুনছেন। ব্যস! নীচে ছোট্ট করে এক লাইন—সাবধানী পথিকের আসল সংসার।

মনোজ॥ (*হাসেন*) কত লীলাই আপনারা জানেন, এ্যাঁ! (*দরজা থেকে*) পারিজাত। পারিজাত।

[*পারিজাত আসেন; তাঁর মুখ দেখে অন্তরের তীব্র জ্বালা কিছুই বোঝা যায় না।*]

শোনো, তোমার আমার ছবি নেবেন সুমথবাবু। একি? কি বিশ্রী একখানা কাপড় পরে রয়েছ। ভাল দেখে একটা.....

সুমথ॥ On the contrary, ঐটেতেই ঘরোয়া ভাবটা ফুটবে ভাল, নইলে ছবিটা চেষ্টাকৃত, কৃত্রিম বলে মনে হবে।

মনোজ॥ ও, আচ্ছা বেশ, এমনি এস। এই সোফাটায় বসবো?

সুমথ॥ হ্যাঁ।

[*সুমথ দু'জনকে নানা ভঙ্গী বুঝিয়ে দেন; যান্ত্রিক গতিতে পারিজাত আদেশ পালন করে চলেন।*]

সুমথ॥ এইবার। প্রাণেশ।

সুচরিতা॥ Just a minute। অমন গোমড়ামুখে বসে থাকলে পারিজাত ছবিটার বারোটা বাজিয়ে দেবে। একটু হাস, খুশি খুশি হয়ে থাক, স্বামীকে কাছে পেয়েছ!

[*মণীশ এবং নবেন্দু ফিক ফিক করে হেসে ওঠেন। পারিজাত একবার অবসাদগ্রস্ত দৃষ্টি স্থাপন করেন সুচরিতার উপর।*]

মনোজ॥ ঠিক, সুচরিতা ঠিক বলেছে, expression দাও নইলে লোকে ছবি দেখে বলবে কি?

পারি॥ (*হেসে*) দিচ্ছি, আমিও অভিনেত্রী। Expression দিচ্ছি।

[*ছবি তোলা হয়। পারিজাত উঠে যাচ্ছিলেন—*]

সুমথ॥ ওকি? বসুন। অনেক প্রশ্ন আছে।

[*পারিজাত বসেন।*]

মনোজবাবু, এবার আপনার নিজের সম্বন্ধে বলুন তো।

মনোজ॥ আমি, মানে আমি আমার বাবার কাছে অভিনয় শিখেছি দশ বছর বয়স থেকে। বাবা যাত্রা করতেন এবং প্রথমেই আমাকে বালক অভিমন্যুর পার্ট দেন।

অজিত॥ কাট! N G।

সুচরিতা॥ Good Lord!

অজিত॥ ওসব অভিমন্যুর বাবা ভোম্বলদাসের ইতিহাস ছাপলে সবাই টিকিটের টাকা ফেরৎ চাইবে।

সুমথ॥ না, দেখুন, মনোজবাবু, আপনি জার্নালিসটা বুঝতে পারছেন না। কলকাতার ফিল্ম্‌ফ্যানদের আপনি বুঝতে পারেননি এখনও। ওরা চায় একটু রোমান্সের ছোঁয়া, একটু বড়লোক বড়লোক গন্ধ। আচ্ছা, আপনার বাবা কি করতেন?

[*মনোজ মাথা নীচু করেন*]

সুচরিতা॥ বুঝলাম। ছেলের ভবিষ্যতের দিকে মোটেই দৃকপাত করেননি। তাই না মনোজ?

[*সকলে হেসে ওঠেন।*]

মনোজ॥ (*সে হাসিতে যোগ দেয় প্রাণপণে* । না, মানে, বাবা ব্যারাকপুরের কাছে এক জমিদারের গোমস্তা ছিলেন।

অজিত॥ লিখুন জমিদার।

সুমথ॥ সেই ভাল। আচ্ছা আপনাদের দু'জনের দেখা হয়েছিল কোথায়? কখন?

[*চাপা হাসি! পারিজাতের মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। মনোজ বেশ একটু উদ্বুদ্ধ হয়ে কাহিনী ফাঁদে।*]

মনোজ॥ *সেটা বেশ রোমান্টিক একটা ব্যাপার! কি পারিজাত?*

[*পারিজাত মাথাই তোলেন না।*]

ওর সঙ্গে আমার দেখা এই ছায়াবাণীরই অফিসে। আমরা দুজনেই এক্সট্রা হয়ে এসেছিলাম! তারপর........

সুচরিতা॥ Rubbish! এক্সট্রা ফেকস্ট্রা লিখবেন না, দোহাই আপনার। এ ছেলেটাকে নিয়ে পারার জো নেই। নবেনদা, সিগ্রেট আছে? (*নবেন্দুর প্রসারিত হাত থেকে সিগারেট নেন*) পারিবারিক জীবনে মনোজ কেমন সুখী তা যদি দেখাতে হয় তবে পারিজাতের হওয়া উচিত একটি সতী-সাধ্বী ঘোমটাপরা টুকটুকে বউ। স্বামীর গৌরবে ওর গৌরব, স্বামীর populartity তেই ওর আনন্দ—et-cetera, et-cetera। অতএব আর দুজনে প্রণয়লীলা দেখিয়ে কাজ নেই।

[*চাপা হাসি। মনোজও বোকার মতন হেসে ওঠেন।*]

পুলক॥ (*আর সহ্য করতে পারে না*) হ্যাঁ, প্রণয়লীলা আজকাল কিছু বেশি হচ্ছে আশেপাশে; তার চেয়ে পারিজাতকে এমনভাবে আপনার রিপোর্টে আনা উচিত যাতে আমাদের বড় বড় actressরা ওর সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে খানিকটা অন্তত লজ্জা পায়।

[*সুচরিতা তির্যকভাবে পুলকের দিকে তাকান।*]

সুমথ॥ এ ছাড়া আরও কতকগুলো ভালো উপায় আছে।

মনোজ॥ (*আগ্রহে*) যথা, যথা—

সুমথ॥ আচ্ছা, আপনি ব্যায়াম করেন?

মনোজ॥ (*আকাশ থেকে পড়ে*) ব্যায়াম!!

অজিত॥ The idea!! ওয়ান্‌ফ্যাপ্ট পরে ডন-বৈঠক মারুন। খটাখট্‌ ছবি উঠুক। তারপর হেডলাইন: অমুক ব্যায়ামবীরের নির্দেশনায় মনোজকুমারের শরীর গঠন। Grand!

[*নবেন্দু ও মণীশ হাসেন।*]

মনোজ॥ তা যদি আপনারা সকলে মনে করেন সেটা publicityর জন্যে দরকার, তবে গুটি কয়েক ডন মারা যাবে এখন! (*হাসে*)

সুমথ॥ আর অবশ্য মোক্ষম দাওয়াই একটা হাতের কাছেই রয়েছে—মজাদার একটা Scandal!

মনোজ॥ অর্থাৎ?

সুচরিতা॥ একটা কেলেঙ্কারি। কোনো একজন নামজাদা অভিনেত্রীর সঙ্গে তোমার গোপন প্রেমের প্রকাশ্য ইতিহাস।

[*আবার হাসি; এবার হাসতে গিয়ে মনোজের মুখ হঠাৎ চুপ হয়ে যায়; বিব্রতভাবে তিনি একবার পারিজাতের দিকে তাকান।*]

সুমথ॥ মানে ভয়ের কিছু নেই। কাহিনীটা যে সত্যি হবে তার কোনো মানে নেই। দুটো নাম জড়িয়ে কিছুদিন একটা Campaign চালাতে হবে—খুচখাচ্‌ করে প্রতি সপ্তাহে "স্টুডিও'র টুকিটাকি" স্তম্ভে খবর ছাড়তে হবে।

মনোজ॥ (*জোর করে একটু হাসি টানে*) ও! সত্যি না হলেও হবে।

[*সমর্থনের আশায় তিনি পারিজাতের দিকে তাকান। কিন্তু তাঁর তীব্র দৃষ্টি তিনি সইতে পারেন না।*]

সুমথ॥ আমার তো মনে হয় সুচরিতাদেবীর সঙ্গেই এই প্রেমাভিনয়টা সবচেয়ে জমিয়ে করা যায়, কি বলেন?

মনোজ॥ তা Publicity যখন এত প্রয়োজন, আর সুচরিতা যখন হাতের কাছেই রয়েছে, তখন.......

[*কথাগুলো তিনি প্রধানতঃ পারিজাতের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন, তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন। তারপর হেসে হেসেই বলেন:*]

পারিজাত॥ কেন? হাতের আরো কাছে তো আমিই রয়েছি। যতই আমাকে সতী সাবিত্রির সাজান, আসলে আমিও একজন এ্যাকট্রেস! আর Scandal-এ লিপ্ত না হলে আপনাদের সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া যায় না বুঝি? বেশ তো, আমার জীবনে যা Scandal আছে তা এঁদের সকলের প্রণয়লীলা যোগ করলেও সমান হবে না। বিশ্বাস না হয়—এঁদের জিজ্ঞাসা করুন। দেখতেই পাচ্ছেন ভাড়াটে প্রেমিকার ভূমিকায় আমিই সবচেয়ে উপযুক্ত। দাঁড়ান, চা নিয়ে আসি।

[*পারিজাত বেরিয়ে যান: কথাগুলো নিস্তব্ধ ঘরে গম্ গম্ করতে থাকে।*]

সুমথ॥ ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝলাম না।

সুচরিতা॥ পারিজাতটা একটা সীন না করে ছাড়বে না কখনো। আসুন, ছবিটা তুলে ফেলুন চট করে। কোথায় বসবো?

মনোজ॥ এক মিনিট। এ ছবি . না তুললেই নয়?

সুমথ॥ (*ঈষৎ বিরক্ত*) তার মানে?

মনোজ॥ মানে Publicityর জন্য এত নীচে নামবার কোনো প্রয়োজন আছে?

সুচরিতা॥ Don't be silly Publicity valueটা বোঝো একবার!

মনোজ॥ দু'টি প্রাণীর নিভৃত সম্পর্কের সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক গল্পের কি যে Publicity value থাকতে পারে বুঝলাম না!

অজিত॥ লোকটা এদ্দিন ফিল্‌ম্ করছে, একটু Smart হয়ে উঠতে পারল না। আরে বাবা, তোমাদের প্রেমের কাহিনী পড়লে বাজোর ফক্কর ছোঁড়াদের সুড়সুড়ি লাগবে, sex starved বেচারাদের সুপ্ত কামনা জাগ্রত হবে এবং কাহিনী পাঠান্তে ছুটবে সিনেমায় লাইন দিতে। তারপর ছবিতে তুমি সুচরিতাকে ভালবাসলে তাদের সেই কামনা by proxy চরিতার্থ হবে।

মনোজ॥ চুপ করো। প্রাইজ পেয়েছ বলে ভুলে যেও না তোমার নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা আছে।

সুমথ॥ এটুকু বলতে পারি প্রণয়ের ব্যাপারটা আমাদের কাগজে খুব সূক্ষ্ম থাকবে। শিরোনামা দেব "অকৃত্রিম বন্ধু, ছায়ায় ও কায়ায়।"

মনোজ॥ তবে চট করে ছবিটা নিয়ে ফেলুন।

[*বার বার তিনি অন্দরে যাওয়ার দরজার দিকে তাকান।*]

সুমথ॥ এই রেডিওগ্রামটার পাশে দাঁড়ান—জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। হ্যাঁ, একখানা হাত দিয়ে ওঁকে বেশ করে জড়িয়ে নিন। এইবার। প্রাণেশ!

[*ফ্ল্যাশ! মনোজ চট করে সুচরিতার কাছ থেকে দূরে সরে যান।*]

সুচরিতা॥ বাব্বা! আমি কি অত কুৎসিত নাকি? ছুঁতেও ঘেন্না হয়?

মনোজ॥ (কঠোর স্বরে) হ্যাঁ। আর কিছু জানতে চান সুমথবাবু?

সুমথ॥ না, কয়েক শুক্রবারের খোরাক আমি পেয়ে গেছি।

মনোজ॥ তবে আপনারা এখন আসুন, কেমন?

অজিত॥ চলো যাই। আমাকে আবার "ফুলশয্যা"র Script নিয়ে বসতে হবে।

[*নানা সম্ভাষণ করতে করতে সবাই বেরিয়ে যান; সুচরিতা দরজায় এসে এক মিনিট দাঁড়িয়ে যান।*]

সুচরিতা॥ আমার গলা শুনতেও যদি ঘেন্না না হয়, তবে একটা কথা বলি।

মনোজ॥ বলো।

সুচরিতা॥ উত্তেজিত হওয়ার সঙ্গত কারণ হাতের কাছেই রয়েছে, বাজে ব্যাপারে এতটা চটে ওঠার কোনো মানে হয় না।

মনোজ॥ অর্থাৎ?

সুচরিতা॥ সন্দীপ হয়তো তোমার চেয়ে অভিনয় করে অনেক খারাপ। কিন্তু সন্দীপের তো শেষ নয়, সবে শুরু। অনেক কুমারই উঠবে। মনটাকে তৈরি করো।

মনোজ॥ কিসের জন্যে?

সুচরিতা॥ নূতন হীরোদের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। জানো, চিত্রতারকা বলে কিছু নেই, আসলে আমরা চিত্র ধূমকেতু। তারকা সব সময়েই জ্বলে, ধূমকেতু হঠাৎ হারিয়ে যায়।

মনোজ॥ (*অবজ্ঞার হাসি হেসে*) তোমার মাথাব্যথার কারণটা বুঝলাম না। তোমরা সবাই মিলে আমাকে যা সাজিয়েছ তারপর আর আমার জন্যে তোমাদের কোনো দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমি একটা সার্কাসের ক্লাউন হয়ে দাঁড়িয়েছি।

সুচরিতা॥ ক্লাউন হওনি এখনো। পরাজিত হয়েও পরাজয় স্বীকার না করলে সেই ক্লাউনই হবে।

মনোজ॥ ধন্যবাদ। ঐ নব্যকুমারদের কাছে আমি পরাজিত হব না।

[*সুচরিতা চলে যান। মনোজ দরজা বন্ধ করেন; সোফায় এসে বসেন। কিন্তু বিশেষ বিচলিত। পেছনে পারিজাত প্রবেশ করেন, সেটা অনুভব করে তিনি কৃত্রিম আয়েসের ভঙ্গীতে গা এলিয়ে দেন।*]

আজ Shooting এ বড় পরিশ্রম হয়েছে। বড় কঠিন সীন ছিল। তাই ভাবলাম, সুচরিতার গাড়িতে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

[*পারিজাত নিরুত্তর*]

শুক্রবারের 'বঙ্গবাসী'তে আমাদের ছবিটা বেরবে, বুঝলে?

পারিজাত॥ আচ্ছা, তুমি আজকাল রাত্রে ঘুমোও না কেন?

মনোজ॥ যাঃ, কে বললে? ঘুমোই বই কি।

পারিজাত॥ না, ঘুমোও না। তারপর আগে কেউ প্রশংসা করলে তুমি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে—আর এখন—(*নীরবতা*) যাদব কেমন আছে?

মনোজ ॥ যাদব আবার কে? ও, electrician যাদব? ভালই আছে বোধ হয়।

[*মনোজ একটু সলজ্জ হাসেন; তারপর পারিজাতের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন।*]

পারিজাত ॥ আবার ড্রিঙ্ক করেছ?

মনোজ ॥ একটুখানি। শুটিং-এ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

পারিজাত ॥ আজ কদ্দিন বাদে আমার এত কাছে এলে, জান?

মনোজ ॥ না, কত দিন?

[*কপালে হাত বুলোতে বুলোতে পারিজাত একটু হাসেন।*]

পারিজাত ॥ তিন মাস এগারো দিন।

মনোজ ॥ বাঃ, পাকা হিসেব তো।

পারিজাত ॥ দিন গুণি যে।—সুচরিতাদির সঙ্গে ড্রাইভে গিয়েছিলে?

মনোজ ॥ হুঁ।

পারিজাত ॥ কী কথা হোলো?

মনোজ ॥ অনেক কথা।

পারি ॥ কী কথা?

মনোজ ॥ ওকেই জিজ্ঞেস কোরো।

পারি ॥ বাবা! আমার ভয় করে। ফিল্‌ম্ লাইনের লোকগুলোকেই আজকাল ভয় করে!

মনোজ ॥ সে কি! সাক্ষাৎ স্বামী যার ফিল্‌মের হীরো!

পারি ॥ না, ফিল্‌মের হীরো সে নয়। আমার স্বামীর নাম মনোজেন্দ্র নারায়ণ হালদার, দরিদ্রের সন্তান, খাঁটি মানুষ। মনোজকুমার অন্য একটা লোক; সে পিতৃপরিচয় দিতে লজ্জা পায়, publicityর জন্যে সং সাজে, মিথ্যে কথা বলে, কাগজে তার নামে কী সব বেরোয়। আচ্ছা, তুমি হঠাৎ-হঠাৎ এত বদলে যাও কেন?

মনোজ ॥ (*নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে*) বদ্‌লাবো কেন?

পারি ॥ হ্যাঁ, বদ্‌লাও। হীরো কি হতেই হবে! কী দরকার? হাঁড়ি চড়বেই, বুঝলে। আমি একটা চাক্‌রি যোগাড় করে নিতে পারি। তিনটি তো প্রাণী।

মনোজ ॥ চাক্‌রি তোমাকে নিতে দেব না।.. বাবলু ঘুমোচ্ছে?

পারি ॥ হ্যাঁ।... কিসের এত দুশ্চিন্তা তোমার বলো না?

মনোজ ॥ কী সব বাজে বকছ? জান, সন্দীপ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার পেয়েছে।

[*পারিজাত বুঝতে পারেন, কোথায় মনোজের ব্যথা। তিনি ভয় পান, ঘুমন্ত স্বামীকে আরো কাছে টেনে নেন, কোনো আঘাত লাগতে দেবেন না, এই যেন তাঁর ইচ্ছে।*]

॥ পর্দা ॥

পর্দায় আবার পোস্টারের প্রতিকৃতি ফুটে ওঠে।

নিশান পিকচার্সের

"মনোরমা"

শ্রেঃ—রেখা, বিমল এবং সন্দীপকুমার

নিশান পিকচার্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

"শেষ প্রশ্ন"

শ্রেঃ—সন্দীপকুমার

সন্দীপকুমার

অভিনীত

"মুস্কিল আসান"

ছায়াছবির

নিশান পিকচার্সের

আগামী শ্রদ্ধাঞ্জলি—

সন্দীপকুমার এবং সুচরিতা

অভিনীত

"আবীর"

চার

[তারপর আরো কয়েক মাস কেটে গেছে। স্টুডিও'র অভ্যন্তরে—"আবীর" ছবির সেট পড়েছে। এখন ফ্লোর জনশূন্য—কেবল যাদব আলোর তার সারাচ্ছে। মনোজ প্রবেশ করেন—উদ্‌ভ্রান্ত, পীড়িত দৃষ্টি। যাদব একবার মুখ তুলে দেখেন, চিনতে পারেন না, আবার কাজে মনোনিবেশ করেন।]

মনোজ॥ কি রে যাদব?

যাদব। (*এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে*) মনোজদা নাকি? কি আশ্চর্য!

মনোজ॥ এলাম।

[এক মুহূর্ত নীরবতা। দুজনেই বোধহয় ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। তবু একটা কিছু না বললে চলে না, তাই মনোজ হঠাৎ বলেন।]

মনোজ॥ ভাল আছিস তো?

যাদব॥ হ্যাঁ, মনোজদা।

মনোজ॥ সবাই কোথায়?

যাদব॥ খেতে গেছেন। আসবেন এক্ষুনি।

[আবার কথার খেই হারিয়ে যায়। ব্যস্ত হয়ে যাদব বলে ওঠেন।]

বসুন মনোজদা।

[মনোজ বসেন, যাদব দ্রুত প্রস্থান করেন। মনোজ সিগারেট ধরান, তারপর বহু পরিচিত স্টুডিওর বিশালত্বটা যেন সহজ করে নিতে চান। হঠাৎ পুলক প্রবেশ করেন, হাতে পোর্টফোলিও। মনোজকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন।]

পুলক॥ মনোজ যে! কি মনে করে?

মনোজ॥ বেড়াতে এলাম।

[পুলক এসে কাছে বসেন, তারপর এদিক ওদিক চট করে দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে প্রশ্ন করেন।]

পুলক॥ বিনয় চৌধুরী তোমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট renew করল না তাহলে?

মনোজ॥ (*হঠাৎ চমকে*) এঁ্যা? না। বেচারা অনেক মিনতি করল যেন কিছু মনে না করি। আমি বললাম নতুন একজন অভিনেতা উঠছে, এ তো আমার আনন্দের বিষয়। কি বলো? এঁ্যা?

পুলক॥ ঠিকই তো।

[নীরবতা।]

এবার তবে কী ছবিতে নামছ? কাদের সঙ্গে?

মনোজ॥ এঁ্যা? কী?

পুলক॥ বলছি, নতুন কনট্রাক্ট পেলে কিছু?

মনোজ॥ কনট্রাক্ট তো পড়েই আছে, সই করলেই হয়। কালকেও এসেছিল দু চারজন, তাছাড়া বিশ্বপতি চৌধুরীর দরজা তো খোলাই আছে, বুঝলে না? (*হেসে*) After all মনোজকুমারের বক্স-অফিস ভ্যালু এখনো যে বিরাট, সেটা তো অস্বীকার করতে পারো না!

মবা হাতি লাখ টাকা!

পুলক॥ (নিরুৎসাহ) হুঁ।

মনোজ॥ তা তোমাব কী খবব ?

পুলক॥ আমি চিত্রনাট্য লেখা ছেড়ে দিযেছি।

মনোজ॥ সে কি ?

পুলক॥ হ্যাঁ। 'বিসমিল্লা', বলে সব ল্যাঠা চুকিযে দিযে কেটে পড়েছি। আব এদিকই মাড়াতাম না, নেহাৎ কিছু টাকা বাকী পড়েছিল, নিতে এসেছি।

মনোজ॥ আহা-হা কেন ? দু'বছ্ব পবপব প্রাইজ পেযেছ! হঠাৎ এত বৈবাগ্য কেন ?

পুলক॥ আপাতত কাবণ, আমাব গল্প চুবি কবেছে ব্যাটাবা!

মনোজ॥ চুবি ?

পুলক॥ হ্যাঁ। আমি বিনয চৌধুবীকে গল্প শোনালাম 'শববী'। ওবা সেটা চুবি কবে নাম দিল 'আবীব'। এবং আমাব অন্তবঙ্গ বন্ধু ভূতপূর্ব সহযোগী অবিন্দম ঘোষেব এই কীর্তি। লেখক হিসেবে ওবই নাম বেরুচ্ছে।

মনোজ॥ কেন ওবা এমন কবল ?

পুলক॥ মানে, নাম ডাক আমাব তো মন্দ হয নি, তাই, ভেবেছিলাম বেটটা একটু বাড়িযে দিই। আব যাবে কোথায ? এমন ঘোঁট পাকালো যে ছিটকে গেছি। (একটু থেমে) বেঁচে গেছ। অবিন্দমকে বা বিনয চৌধুবীকে আমি দোষ দিই না, কাবণ চুবি কবা আমিই ওদেব শিখিযেছি। জানো ? 'লিলিব বিযে' গল্পটা in to to 'মাদাম বোভাবি' উপন্যাস থেকে মেবে দেওযা! (হাসে) কোনো মুখ্যু ধবতে পাবে নি। যাক, চুবি এখানে সবাই কবে। ওতে আমি ঘাযেল হইনি।

মনোজ॥ তবে কিসে হোলে!

পুলক॥ (একটু ভাবে) বলা শক্ত। গুছিযে বলা শক্ত। (*উঠে পাযচাবি কবেন*) আমি কী কবতে চাই, তাব একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ছক আমাব মনেব মধ্যে কাটা আছে! আব কী কবছি, তাব ছকটি বযেছে চোখে। এদুটো ছকেব মধ্যে এমন একটা অসংগতি, একটা পার্থক্য, এমন একটা ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ বযেছে যে আব সইতে পাবলাম না।

[*সিগাবেট ধবান।*]

মনোজ॥ দেখি একটা।

পুলক॥ Sorry, তুমি তো খেতে না! মানে তুমি বুঝতে পাবছ কী বলতে চাই। ছাযাজগতে সবই ছাযাময, কাযা নেই কিছুবই। ফলে জগতেব স্থূল জিনিস, বিশেষতঃ মানুষ সম্বন্ধে এবা উদাসীন। এক কথায এটা একটা মানসিক concentration camp!

মনোজ॥ (*হেসে*) বক্তৃতাব তোড় একটু থামাও ভাই। এখন কী কববে ঠিক কবেছ ?

পুলক॥ (*আনন্দে এবং গর্বে তাব মুখ উজ্জ্বল*) লিখব। আচ্ছা চলি, কেমন ?

[*পুলক চলে যান। মনোজ সিগাবেটে ঘন ঘন টান দিতে থাকেন এবং পাযচাবি কবেন। এমন সমযে বাইবে ঘণ্টা বেজে ওঠে—লাঞ্চ শেষ হযেছে। মনোজ উঠে একদিকে সবে যান। কর্মীবৃন্দ প্রবেশ কবতে থাকেন; ক্যামেবাম্যান অরূপকেও দেখা যায। ফাইল হাতে বসাক ছুটোছুটি কবে কাজকর্ম তদাবক কবতে থাকেন। মেক-আপ কবা অবস্থায নবেন্দু ও মণীশ প্রবেশ কবেন উচ্চৈঃস্ববে বেসেব ঘোড়াসংক্রান্ত তর্ক কবতে কবতে। দুজনে সোজা মনোজেব সামনে এসে পড়েন।*]

মণীশ॥ কি খবর, মনোজদা ?

নবেন্দু॥ মনোজ, বিনয় চৌধুরী নাকি তোমাকে ল্যাং মেরেছে ?

মনোজ॥ (একটু হেসে) না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বেচারা অনেক দুঃখ করছিল। তা ছাড়া সত্যি তো, সন্দীপকে যদি সে চান্স দিয়ে থাকে, তো বলার কি থাকতে পারে ?

মণীশ॥ বটেই তো। তাছাড়া ছেলেটা দেখতে সুন্দর, হীরোর মতন চেহারা বটে! কি বলো নবেনদা ?

নবেন্দু॥ সে কথা আর বলতে ? দুর্গাবাবুর পর এই প্রথম হীরো মার্কেটটাকে—বুঝলে না—চাবুক মেরে গেছে। তা মনোজ, কি কি ছবি হাতে আছে এখন ?

মনোজ॥ এই তো আছে কয়েকটা।

নবেন্দু॥ তোকে বললাম, মণীশ, মনোজ কনট্রাক্ট পাবেই। বুঝলে মনোজ, বদ লোকের তো অভাব নেই স্টুডিও মহলে। বিরূপাক্ষ কালকে ল্যাবরেটরিতে একঘর লোকের সামনে বললে তোমার নাকি হাঁড়ি চড়ে না এমন অবস্থা।

[নবেন্দু ও মণীশ হেসে ওঠেন।]

আচ্ছা ভাই, সেট-এ যাই। শট না দেখে যেও না। সুচরিতা আর সন্দীপ, চমৎকার মানিয়েছে। উঃ, একসঙ্গে ছখানা বইয়ের শুটিং চলছে, বড় ক্লান্ত।

মণীশ॥ আমারো চারখানা। চলি মনোজদা।

[দুজনে সেট-এ চলে যান: মনোজ একা দাঁড়িয়ে বোধহয় নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবতে থাকেন। সোরগোল করতে করতে বিনয়বাবু, অজিত লাহিড়ী ও সুচরিতা প্রবেশ করেন; পেছনে ভবতোষ। অজিতবাবু নানা উপদেশ দিতে দিতে আসেন।]

অজিত॥ সন্দীপ, তোমাকে সব সময়ে মনে রাখতে হবে, যে চরিত্র তুমি করছ সে বাইরে বজ্রের মত কঠিন, কিন্তু ভেতরে মায়ের মত কোমল, গলায় চোখের জলের বুদবুদ ফুটবে।

বিনয়॥ আর বলতে হবে না, সন্দীপবাবুকে কিছুই বলতে হবে না।

অজিত॥ তা তো বটেই। ভবতোষ, floor এ ভিড় বড় বেশি কাজ করব কি করে ? After all, বিনয়বাবু, I have a reputation and I can t take chances

[ভবতোষ অমনি হুঙ্কার ছেড়ে ভিড় সরাতে আরম্ভ করেন এবং অচিরে মনোজের সামনে এসে পড়েন।]

মনোজ॥ ভবতোষবাবু, একবারটি বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা হবে ?

ভব॥ এখন উনি বিশেষ ব্যস্ত আছেন, পরে আসবেন।

মনোজ॥ আচ্ছা আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

[এক ছোকরা ভৃত্যকে লক্ষ্য করে ভবতোষ হেঁকে ওঠেন।]

ভব॥ সরোজ, সন্দীপবাবুর ওভালটিন দিয়েছিস ? হতভাগা! এক্ষুণি যা। আর্টিস্ট এসে বসে থাকবে, ওভালটিন পাবে না ?

[মনোজ আবার একা। সকলের কথাবার্তা, হাবভাব সবই তাঁর অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হয়। সুচরিতা হঠাৎ সন্দীপের কানে কানে কি যেন বলেন, দুজনেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন। মনোজও যেন কোনো স্মৃতি মন্থন করে আপনমনে মৃদু হাসেন।]

বিনয়॥ সন্দীপবাবু, যা পরিশ্রম হচ্ছে, স্বাস্থ্যের দিকে আপনার নজর রাখা দরকার। তা

আপনাব ওভালটিন দিয়ে যাযনি এখনো? ভবতোষ!

[হাঁক ডাক দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। কযেকটি মেযে এসে সন্দীপেব অটোগ্রাফ সংগ্রহ কবে। তাবপবই স-পাবিষদ সুমথ নন্দী প্রবেশ কবেন; সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি এসে সন্দীপেব কব গ্রহণ কবেন।]

সুমথ॥ "মুখোশ" ছবিতে আপনাব অভিনয় দেখলাম সন্দীপবাবু, এক কথায অপূর্ব। আমি ভবিষ্যদ্বাণী কবছি—অতি শীঘ্রই বাংলাব চিত্রাকাশে একটি মাত্র প্রতিভা-সূর্য জ্যোতি বিকীবণ কববে—নাম তাব সন্দীপকুমাব। নিওন বাতিতে একটি নামই শহবেব বাস্তাব মুখ উজ্জ্বল কববে—সে নাম সন্দীপকুমাব।

অজিত॥ সন্দীপ, Come on, let's go for a monitor!

সুচবিতা॥ হ্যাঁ, আসুন ভাই, আপনি না থাকলে আমাব মুডই আসে না। আসুন দিব্যি একটা স্বামী স্ত্রীব সীন কবা যাক।

[সন্দীপ এবং সুচবিতা হাত ধবাধবি কবে সেটে যান: তাবপবই কি একটা বসিকতায সুচবিতা হেসে সন্দীপেব গাযে লুটিযে পড়েন।]

অরূপ॥ অল লাইটস্!

[বিনযবাবু সেট থেকে সবে এসে একখানি আসন গ্রহণ কবেন, তাবপবই বীতিমত চমকে ওঠেন—ঠিক পাশেই মনোজ। মনোজ নমস্কাব কবেন।]

বিনয॥ এই যে! কতক্ষণ?

মনোজ॥ (*বিনীত হাসি বজায বেখেই*) বিনযবাবু, আপনাব ছবিতে আমি নেই কেন?

[সবাসবি প্রশ্নটা এসে পড়াতে বিনযবাবু ঢোক গেলেন, তাবপব হেসে ওঠেন।]

বিনয॥ অমন কবে বলবেন না।

মনোজ॥ জবাব দিন। আপনাব ছবিতে আমি নেই কেন?

বিনয॥ ছাড়বেন না যখন তখন বলতেই হয। দেখুন মনোজবাবু, আমাকে বাইবে থেকে বেশ শিল্পবাসক বলে মনে হয বটে কিন্তু ভেতবে আমি একজন প্রোডিউসাব। অর্থাৎ ছবি আমাব ব্যবসা। কোন্ ফ্রেমে কী এংগল্ নেওযা হোলো আব কোন্ ফ্রেম দেখে কোন বোদ্ধা ব্যক্তি মূর্ছো গেলেন—এ সবেব জন্যে আমাব একটুও মাথাব্যথা নেই। আমাব কাজ হচ্ছে ফুট মেপে পযসা আদায কবা। ব্যবসাব মূলমন্ত্রই হোলো more profit—না, কি বলুন? এই profit এব ক্ষেত্রেই আপনাব নাম আব তেমন কার্যকবী হচ্ছে না।

মনোজ॥ সে ও আপনাবই দোষ। গত এক বছব আমাকে মাইনে দিযে বসিযে বেখেছেন—ছবিতে না নামালে লোকে আমাকে মনে বাখবে কেন?

বিনয॥ ব্যবসাব আলোচনায, মনোজবাবু, হৃদযবৃত্তিব কোনো স্থান নেই। আপনাব প্রশ্ন থেকেই ধবা পড়ছে আপনি আবেগপ্রবণ হযে পড়ছেন। ঠাণ্ডা হিসেবী মাথায ভাবুন—দেখবেন, কেন আপনি bad investment হযে গেলেন, অবশ্য সেটা বড় কথা নয, বড় কথা হোলো যে বর্তমানে আপনি আমাব পক্ষে bad investment, আজকে আপনাকে পুঁজি ধবে ব্যবসায নামলে আমাব লোকসান হবে।

মনোজ॥ আমি পুঁজি নই আমি একটা মানুষ, ঘবে আমাব ছেলে বোগেব যন্ত্রণায আর্তনাদ কবছে।

বিনয়॥ আবার আপনি হৃদয়বৃত্তিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। ভেবে দেখুন, বুঝবেন অভিনেতা আসলে producer-এর পুঁজি, capital, মূলধন।

মনোজ॥ আর সেই সঙ্গে আরো দেখতে পাচ্ছি এতদিন এই মূলধন যথেষ্ট খাটিয়ে আপনি বহু মুনাফা লুটেছেন।

বিনয়॥ মুনাফা লোটাই হচ্ছে মূলধন খাটাবার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমার হিসাবের খাতার মধ্যে আপনি একটা সংখ্যা মাত্র, একটা এত টাকা, এত আনা, এত পাই! আগে ছিলেন জমার দিকে এখন খরচের। আচ্ছা মনোজবাবু, এবার তাহলে—

মনোজ॥ হ্যাঁ, যাচ্ছি, বিনয়বাবু, এক্ষুণি যাচ্ছি। একটা কথা ছিল—মানে—

বিনয়॥ এ ছবিতে তো আর কাজটাজ নেই।

মনোজ॥ না তা নয়। মানে—আমার ছেলেটার অসুখ—

বিনয়॥ বছর ঘুরতে চলল, এখনো অসুখ?

মনোজ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, শক্ত অসুখ। প্যারালিসিসের মতন হয়েছে। অথচ এদিকে কাজটাজ একেবারে নেই। গত মাসে দুদিনের কাজ পেয়েছিলাম "ঊষাপ্রদোষ" ছবিতে, তারপর আর ....মানে . .. তাই বলছিলাম, কয়েকটা টাকা যদি ধার দিতেন।

[*বিনয়বাবু ভবতোষকে ডেকে মৃদুস্বরে অর্থ-সম্বন্ধীয় নির্দেশাদি দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে মেক-আপ ঠিক করে নিতে সন্দীপ সেট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; তাঁর চোখ পড়ে মনোজের উপর।*]

সন্দীপ॥ মনোজবাবু না?

[*মনোজ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না—সন্দীপ তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন।*]

চিনতেই পারছিলাম না, চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে।

[*মনোজের বোধহয় চোখে জল আসে, তিনি নিরুত্তর থাকেন।*]

আপনার কোনো ছবি আমি মিস করিনি।

অজিত॥ সন্দীপ, On set please!

বসাক॥ Quiet, quiet on the set!

[*মনোজ ধীর পদক্ষেপে স্টুডিও ছেড়ে চলে যান। ওদিকে আবার শুটিং আরম্ভ হয়েছে—*]

অজিত॥ Going for a take!

বসাক॥ হিমাদ্রিবাবু শুনছেন? হিমাদ্রিবাবু!

[*Buzzer বাজে*]

অজিত॥ Artistes ready? Rack over?

অরূপ॥ Yes

অজিত॥ Start Sound! (Buzz!)

বসাক॥ Sequence 4, Scene 6/2/4/Y!

অজিত॥ Action!

॥ পর্দা ॥

অঙ্গার

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় চিত্ত চৌধুরীকে

জবাবদিহি

এই নাটকে সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে এই ধরণের অভিযোগ শুনেছি; বেচারা খনিমালিকদের নাকি অযথা কলঙ্ককালিমায় কালো করে দেখানো হয়েছে। চিনাকুড়ি, বড়াধেমো, দামুবিয়া, কোলব্রুকের পর এ অভিযোগের জবাব দেয়াও নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা এ নাটক অভিনয় করতে চান তাঁদের জেনে রাখা ভাল—মিনার্ভায় এ নাটক প্রযোগকালে দ্বিতীয় দৃশ্যটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছিল।

ধন্যবাদ জানাতে বসে দেখছি যতজনের কাছে আমি ঋণী তাঁদের সবার নাম উল্লেখ করতে গেলে আমার নিজের নামটাই যাবে কোথায় হারিয়ে। এবং যেহেতু লেখকরা দাম্ভিক—অপটু লেখকরা আরো বেশি দাম্ভিক—তাই কয়েকটি মাত্র নাম এখানে লিপিবদ্ধ করে নিজের মৌরসীপাট্টা কায়েম করলাম।

ধন্যবাদ জানাই শ্রীতাপস সেনকে এ নাটকের বীজ থেকে মহীরুহ পর্যন্ত যাঁর অক্লান্ত সহযোগিতা পেয়েছি; নাট্যকার শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্যকে এবং শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিককে; শ্রীকমল মুখোপাধ্যায়কে যাঁর মাথায় প্রথম খেলে যায় বিজলির মতন এক আইডিয়া; শ্রীমতী দেবিকা গুহ এবং শ্রীসুকোমল গুহকে যাঁদের আতিথ্যে এ নাটকের মালমশলা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়; লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপকে, মিনার্ভার প্রতিটি কুশলীকে, গ্রুপের সভাপতি চিত্ত চৌধুরীকে যিনি এ নাটককে মঞ্চে রূপায়িত করে তোলার প্রধান ঋত্বিক, "কালো হীরে" নাম বদলে "অঙ্গার" নামকরণ করে যিনি নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে নাট্যকারের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

উৎপল দত্ত

প্রথম অভিনয় :—মিনার্ভা থিয়েটার

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

।। পরিচালনা—লেখক ।।

।। সুর—পণ্ডিত রবিশঙ্কর ।। ।। লোকসংগীত—নির্মল চৌধুরী ।।

।। উপদেষ্টা—তাপস সেন ।। দৃশ্যসজ্জা—নির্মল গুহরায় ।।

কুশলীবৃন্দ

।। বিনু—শট্‌ফায়ারার—শ্যামল সেন ।।
।। বিনুর মা—শোভা সেন ।।
।। সুমনা—বিনুর বোন—সুমিতা দাসগুপ্ত ।।
।। দীননাথ—শট্‌ফায়ারার—সুনীল রায় ।।
।। হাফিজ—শট্‌ফায়ারার—নিমাই ঘোষ ।।
।। রূপা—একটি স্বপ্নদেখা মেয়ে—নীলিমা দাস ।।
।। যজ্ঞেশ্বর—টাইমকীপাব—উমানাথ ভট্টাচার্য ।।
।। শম্ভুনাথ—জনৈক জোতদার—হৃষিকেশ চক্রবর্তী ।।
।। সনাতন—একজন ভূতপূর্ব লোক—রবি ঘোষ ।।
।। আরিফ—মালকাটা—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ।।
।। মোস্তাক—মালকাটা, তবে কাজে যায় না—কমল মুখোপাধ্যায় ।।
।। রমজান—মালকাটা—দীপেশ সেন ।।
।। জয়নুদ্দি—মালকাটা, কাবুলিদেব শিকার—ভোলা দত্ত ।।
।। হরিদাস—ট্র্যামার—পূর্ণেন্দু মল্লিক ।।
।। মহাবীর সিং—সুবাদার, ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড—তরুণ মিত্র ।।
।। গফুর—সেপাই, ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড—উৎপল দত্ত ।।
।। চিত্রকূট—সেপাই, ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড—বীরেশ্বর সরখেল ।।
।। কুদরৎ—ইউনিয়নের সম্পাদক—বিধান মুখোপাধ্যায় ।।
।। জলু—মালকাটা—ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত ।।
।। দয়াল—মালকাটা, অথচ গান করে—নির্মল চৌধুরী ।।
।। হৃষিকেশ—মালকাটা—সমর নাগ ।।

।। জনার্দন—মালকাটা—দেবেশ চক্রবর্তী ।।
।। কানাই—মালকাটা—যোগেশ জোয়ারদার ।।
।। কাবুলিওয়ালা—কৃষ্ণ কুমার ।।
।। রুক্মি—কামিন—মায়া চক্রবর্তী ।।
।। লক্ষ্মী—হরিদাসের বউ—শঙ্করী মৈত্র ।।
।। মিঃ ওয়েবস্টার—ম্যানেজার—ডীন গ্যাসপার ।।
।। মিস্টার দত্ত—অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার—প্রিয়রঞ্জন দাসগুপ্ত ।।
।। রেসকিউ ক্যাপ্টেন—অরুণ রায় ।।
।। মোস্তাকের বাপ—সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।
।। জয়নুদ্দির মা—সুলেখা ভট্টাচার্য ।।
।। স্যাপার—মৃণাল ঘোষ ।।
।। শ্রমিকরা—প্রলয় বসু ।। তিনু ঘোষ ।। পরেশ গোস্বামী ।।
।। স্বপন দত্ত ।। অরবিন্দ চক্রবর্তী ।। অজিত ঘোষ ।।
।। মনোজ বিশ্বাস ।। শিলাজ মল্লিক ।। রজত আইন ।।
।। সৌরেন্দ্র রায় ও আরো অনেকে ।।

কুশলীবৃন্দ

গোপাল রায়গুপ্ত, ববিন দাস, বাবুলাল ঘোষ, তপন সেন, অমর ভট্টাচার্য, কানাই দাস, হরিপদ দাস, গৌর গোস্বামী, প্রভাত দত্ত, শ্রীপতি, অশ্বিনী প্রামাণিক, সুধীর বায়, সুকুমার চক্রবর্তী, নিমাই নন্দী, কালীপদ দাস, অমর বোস, কালাচাঁদ সোম, কালীপদ দাস (২), রঘুনাথ রায়, রেণুপদ চিত্রকর, রঙ্গলাল শর্মা, নলিনী দে, সুজিৎ দাস, বিশ্বনাথ দাস, গৌব দাস, অমল মজুমদার, রবিন পাল, অমল লাহিড়ী।

এক

[শেল্ডন কোলিয়ারি প্রদত্ত শ্রমিক-কর্মচারীর বাসগৃহগুলির কোনো স্বকীয়তা নেই; তারা সারবন্দী সৈনিকের মতন বৈশিষ্ট্যহীন, ক্লান্ত, বৃদ্ধ। তারই দুটি দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি। দেওয়ালের ওপর বৃহৎ আল্‌কাত্‌রার হরফ—D-127 এবং D-128। ১২৭ নম্বরের সামনে গোটা দুই ফুলের টব, দুই বাড়ির একই উঠোন। পেছনে দূরে রোপ-ওয়ের টবগুলি যাচ্ছে আর আসছে। চাঁদের আলো। ১২৭-এর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে রূপা। চাঁদের আলোয় উঠোনে এসে দাঁড়ায় সে। মুগ্ধ দৃষ্টি।
বাইরে একটা হট্টগোল শোনা যায়—"চোর"—"মারো শালাকে"—"কোথায় গেল?"—ছুটে ঢোকে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি; গুঁড়ি মেরে, বসে পড়ে দরজার পাশে। টর্চ হাতে দুই ওয়ার্ডার—আলো দুটো নাচতে নাচতে খুঁজতে থাকে পলাতককে—পলকে আলোর শিখায় ধরা পড়ে চোর—দুজনে তাকে ধরে—আলো ফেলে মুখে।]

ওয়ার্ডার ১ ॥ স্ক্রিনিং প্ল্যান্টের কাছে কি করছিলি?

২ ॥ কে তুই?

লোক ॥ আমি কিছু নিইনি বাবু, দুটো কয়লা—গাদা থেকে দুটো কয়লা।

[হাত মেলে ধরে—টর্চের আলো, দেখা যায় নাতিবৃহৎ একখণ্ড কয়লা।]

১ ॥ কোথায় থাকিস?

লোক ॥ রেল লাইনের ওধারে।

২ ॥ রোজ রাতে চুরি করে।

লোক ॥ গাদা থেকে দুটো কয়লা—বড় শীত—

১ ॥ বার করছি শীত।

২ ॥ Let us hand him over to the police!

১ ॥ আগে একটু ওষুধ দিয়ে নিই, তারপর—

লোক ॥ বাবু, বড় শীত—দুটো কয়লা—গাদা থেকে দুটো কয়লা—

[হিঁচড়ে নিয়ে যায় চোরকে মা বেরোন ১২৮-এর দরজা খুলে; রূপা ১২৭-এর।]

রূপা ॥ কয়লা চুরি করেছিল।

মা ॥ শীতের রাতে—কয়লার দেশ এটা—অমন ক'রে মারে?

[নেপথ্যে যজ্ঞেশ্বর: রূপা—!]

রূপা ॥ বাবা! ঘুমোয় না মোটে!

যজ্ঞ ॥ ঐ হারামজাদির জ্বালায় কাশীবাসী হবো। রূপা—

[রূপা পালায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিনু, হাফিজ এবং দীননাথ প্রবেশ করে। বিনু সোজা গিয়ে বাল্‌ব্ লাগাতে থাকে।]

মা ॥ এত দেরি কেন, বিনু?

বিনু ॥ (*থমথমে ভাব*) বাল্‌ব্ কিনছিলাম।

[আলো জ্বলে ওঠে; তিন জন চুপ করে মাথা নীচু করে বসে থাকে।]

মা॥ কি হয়েছে রে?

হাফিজ॥ বিনু, তুই শেষে এই করলি?

বিনু॥ কী জানি কেন—হঠাৎ, আশ্চর্য!

দীনু॥ এতদিন ধরে শেখাচ্ছি—আর আজ হাত থেকে তার ছুটে যায়?

বিনু॥ পিছলে গেল। (নীরবতা) উঃ, তারপরের কটা মিনিট—মনে হোলো, কে সাঁড়াশি দিয়ে গলা টিপে ধরেছে—এগিয়ে গিয়ে তারটা খুলে দেবো, তার শক্তি নেই—একটা দুঃস্বপ্ন!

মা॥ কিরে?

হাফিজ॥ কিছু না, মা।

দীনু॥ তোমার ঐ গুণধর ছেলে সাবাড় হচ্ছিল, বারুদে তার লাগাতে হাত নাকি পিছলে গেল!

[সভয়ে মা বিনুর কাছে আসেন।]

মা॥ বিনু, লাগেনি তো?

বিনু॥ (হেসে) লাগলে আর এখানে বসে—! দীনুদার মাথা ঠাণ্ডা। তাই বেঁচে গেলাম। তার খুলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে আমায় এক চড়। আমার তখন পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, ঘামে জামাটা গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে!

[মা বিনুর গায়ে হাত বুলোতে থাকেন।]

দীনু॥ এবার চড় খেয়েছিস, এর পরের বার সোজা পটল তুলবি, বুঝলি?

হাফিজ॥ সাবধানে কাজ করতে হয় বিনোদ। শুধু তো তোমার জান নয়, খাদের তিন সাড়ে তিন শ' লোকের জান শটফায়ারারের হাতের মুঠোয়।

মা॥ সে কি? তুই—তোর কি—মানে এমন—বিপদ—

বিনু॥ না, না, হাত স্লিপ করেছিল, তবে টান পড়ে—ও আর হবে না। জল খাওয়াও দিকি। মা, দীনুদার খিদে পেয়েছে।

দীনু॥ পাবে না? তোর মতন এপ্রেন্টিস আর চাড্ডি থাকলে অনাহারে মরব!

মা॥ (হেসে) তুমি বুঝি আবার বিনুকে কাজ শেখাচ্ছিলে?

দীনু॥ নইলে হতভাগা আজ পার্থিবীর ভার লাঘব করে বিদায় হোতো। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম।

[মা ভেতরে চলে যান।]

তাড়াতাড়ি এনো, আমার নাইট শিফট আছে। (নীরবতা)

বিনু॥ ভেবো না, দীনুদা, আমি—

দীনু॥ (চীৎকার করে) না! ভাবব না! তুই তো বেটা ম'রে খালাস! আমার হাতে পড়বে হাতকড়ি! তোর মা কোম্পানীর ঘাড় ভেঙ্গে ক্ষতিপূরণ পাবে, আমার ব্রাহ্মণী পথে দাঁড়াবে। উল্লুক কাঁহাকা!

বিনু॥ সারাদিন আমাকে শেখালে, সারারাত নিজে কাজ করবে! এমন করলে শরীর টিকবে?

দীনু॥ যা, যা, আর জ্যাঠামো করতে হবে না, চাষা কোথাকার! বল্ দেখি ছটা ইউনিস্যাক্স্ কার্ট্রিজ পুরেছিস, কদ্দূর পিছু হটবি?

বিনু॥ ইউনিস্যাক্স্? পনেরো গজ।

দীনু॥ Accidentally লেগে গেছে জবাবটা। ও কিছু নয়। ইউনিস্যাক্সের কমপাউণ্ড বল্?

বিনু॥ নাইট্রোগ্লিসারিন, এমোনিয়াম সাল্ফেট আর....... আর ......

দীনু॥ হয়ে গেল। আমার হয়ে গেল। পাজি, নচ্ছার, দুহপ্তা বাদে তোমার পরীক্ষা, আর পাড়া বেরিয়ে প্রেম করছ?

বিনু॥ (হেসে) মানে?

দীনু॥ তুমি ওড়ো ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়। ডুবে ডুবে কদিন আর জল খাবে?

বিনু॥ মাথা খারাপ নাকি? মা, সাবানটা কোথায় গেল?

দীনু॥ ওঃ, যোতোবাবুর পমেটম চাই। সাবান।

[নেপথ্যে মা: কলতলায় রে। তুমি ফেলে এসেছ।]

দীনু॥ সোনার টোপর মাথায় প'রে কোন্ ছাদনা তলায় যাবে চাঁদ?

বিনু॥ দয়াল আসরে আজ। গান হবে।

দীনু॥ গান! দুহপ্তা বাদে তোর জীবন-মরণ এস্পার ওস্পার! আর তুই...তুই মাইফেল বসাবি?

[বিনু চলে যায়। দীননাথের কথার শেষ নেই।]

ঐ প্রেম-প্রেম নাড়ু নাড়ু ভাব দেখলেই ইচ্ছে করে এক থাপ্পড় কষাই। বাঙলা দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে প্রেম। [illegible] ক'রে বুঝি না। রূপা, আমি তোমায় ভালবাসি। ইতর কোথাকার!

[মা এসে দু'থালা ভাত রাখেন।]

মা॥ খাও, বাবা, হাত ধুয়ে এসো।

দীনু॥ ধুয়েছি। ছেলেটাকে যা বানাচ্ছ না, কপালে দুঃখ আছে। শালার পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে বাইশে তারিখ, [illegible] ধুয়া পড়ছে। পরীক্ষা আরো এগিয়ে আসুক, ব্যাটা ছোট্টু খাঁর কাছে নাড়া বাঁধবে।

মা॥ তুমি তো রয়েছ। শিখিয়ে দিও।

দীনু॥ কী শেখাব? শেখাবার কী! ইউনিস্যাকস কার্ট্রিজের কম্পাউণ্ড জিগ্যেস করলাম—দুটো মাত্র আইটেম বলে তোৎলাতে লাগল! তা-ও আইটেমের সঙ্গে এমাউন্ট বলবি তো; নাইট্রো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট, এমোনিয়া.....

[বিনু তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে আসে।]

বিনু॥ অত কথা বলে না। বদ্‌হজম হবে।

দীনু॥ উঃ! যদি তোর বাপ হতাম, এই মুহূর্তে কানটা ছিঁড়ে নিতাম।

[মা জিভ্ কেটে উঠে পড়েন।]

মা॥ তোমার মুখে কিছুই আটকায় না, না দীনু?

[মা চলে যান।]

দীনু॥ তোমার ঐ লাভার-লাভার ভাব আমি ঠাণ্ডা করে দেব।

বিনু॥ (ভাত ভেঙে) কী যে বলো, বুঝি না। লাভাব-লাভাব ভাব আবাব কোথায় দেখলে?

দীনু॥ ওবে পাঁঠা! তোব ধাবণা তুই বেজায় বুদ্ধিমান, না? ও বাড়িব রূপাব সঙ্গে তোব কি সম্বন্ধ, বল্। যদি বুকেব পাটা থাকে তো বল্?

বিনু॥ রূপাব সঙ্গে?

দীনু॥ (চেঁচিয়ে) হ্যাঁ, রূপা! রূপাব সঙ্গে তোব লভ্ হয়নি?

বিনু॥ আস্তে! শুনতে পাবে!

দীনু॥ (আবো চেঁচিয়ে) তুই স্বীকাব কববি কিনা?

বিনু॥ আঃ হা! কী স্বীকাব কবব?

দীনু॥ যে, রূপাব সঙ্গে তোব লভ হয়েছে।

বিনু॥ তোমাব মাথা নিশ্চযই খাবাপ হয়েছে!

দীনু॥ তুই স্বীকাব কববি নি বিনু?

বিনু॥ মিথ্যে কথা স্বীকাব কবব?

দীনু॥ ছুটি পেলেই তোবা ঘুচুব ঘুচুব কবে লভটক্ কবিস না?

বিনু॥ রূপাব গোলাপ ফুল নিয়ে দুটো কথা. ..

দীনু॥ ঐ একই কথা। গোলাপ ফুলই লভ। গোলাপ ফুলে আবম্ভ, এপ্রেল ফুলে শেষ।

বিনু॥ যত সব কুচুটেপনা।

দীনু॥ রূপাব সঙ্গে তোব লভ হয়েছে।

[মা আসেন দুটো বাটি নিয়ে।]

মা॥ খেতে বসেও ঝগড়া কর্বাব দু'জনে?

দীনু॥ ঐ হতভাগাব লভ হয়েছে রূপাব সঙ্গে। স্বীকাব কববে না।

[বিনোদ ইঙ্গিতে দীননাথকে নিবস্ত কবাব প্রযাসে ব্যর্থ হয; মা শঙ্কিত দৃষ্টি তোলেন।]

মা॥ লভ মানে?

দীনু॥ লভ মানে লোকসান।

বিনু॥ তবকাবিটা বেশ হয়েছে।

দীনু॥ ওসব বলে ফাটন্ত বোমা ধামা চাপা দিতে পাববে না! রূপাব সঙ্গে ঐ ছোঁড়া প্রেম কবছে।

মা॥ (কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ স্পষ্ট) তাব মানে? সত্যি?

বিনু॥ দোৎ, বাজে কথা। দীনুদা, তুমি একটা মাল।

দীনু॥ তুই অকালকুষ্মাণ্ড! তুই শযতান। তুই ফিবিঙ্গি, ট্যাশ, খ্রীষ্টান। নিজেব বিযেব ঘটকালি কবিস! তুই বদমাইস, তুই লাভাব! (বিনু উঠে পড়ে, প্রায় ছুটে সে মুখ ধুতে চলে যায) দুটিতে বেশ মানায।

মা॥ কি বললে?

দীনু॥ ঐ বিনু আব রূপা। বিযে দিযে দাও গো, মা! নাতিব মুখ দেখে স্বর্গে যেও। দেখি, ওব বাটিটা। তবকাবি তো প্রায সবটাই বযেছে। চাষাটা খেতেও জানে না।

মা॥ আর ভাত দেবো?

দীনু॥ না, না, ঘুম পাবে। আর খাদের যা অবস্থা। ঘুম পেলে আর সূর্যির মুখ দেখতে হবে না।

মা॥ (শঙ্কাতুর কণ্ঠে) খাদের...খাদের কী অবস্থা, দীনু?

দীনু॥ গ্যাস জমেছে। মেথেন গ্যাস। শালার ব্যাটা শালা কোম্পানি ফ্যানগুলো মেরামত করবে না। গ্যাস জমছে আর জমছে।

মা॥ সে জন্যে...মানে...লোক মরতে পারে?

দীনু॥ দেদার। বাতি দেখে বুঝতে হয় গ্যাস আছে কিনা। কোনো মিটার কিনবে না শালা ফিরিঙ্গি কঞ্জুষের বাচ্চারা।

মা॥ বাতি দেখে কী ক'রে বুঝিস?

দীনু॥ চোখ লাগে। তৈরী চোখ। নীল্‌চে একরকম আভা বেরোয়। দাও, বরং আর দুটি ভাতই দাও। খিদে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে।

মা॥ (ভাত দিতে দিতে) দীনু!

দীনু॥ কী?

মা॥ না, কিছু না।

দীনু॥ ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে থেকো না; ঝেড়ে কাশো।

মা॥ না, বলছিলাম, বিনু কাজকর্ম কেমন শিখছে?

দীনু॥ ও, ভয় পেয়েছো, না? বলছি শোনো। ও শালা আবার পাবে কস্তা আড়ি পেতে নেই তো?

মা॥ না, না।

দীনু॥ সব পাবে, লাভাররা সব পাবে। কপার শোবার ঘরে চিঠি অবধি ছুড়ে দিতে পারে। শোনো বলি (চাপা কণ্ঠে) শালা ভালই শিখছে। শটফায়ারিং বড় খচ্চরা জব। তবু ভালই শিখছে। আর শেখাতে শেখাতে আমার দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা॥ তা অমন কাজ না নিলে নয়? ওকে ...ওকে অন্য কোনো কাজ দেয়া যায় না?

দীনু॥ ঐতো প্যাকাটির মত চেহারা—মালকাটার কাজ পারবে? গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটতে দিলে, এক ঘা মারলে ওর হাতটা শুদ্ধু গতর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেয়ালের গায়ে লেপ্‌টে থাকবে। দাও, আর একটু ভাত। শালাকে পড়াতে পড়াতে সারাদিন খাওয়াই হোলো না। (মা ভাত দেন) শট্‌ফায়ারিং-এর ভবিষ্যৎ ভাল। বেটা ম্যাট্রিক পাশ, কোম্পানির ভাষায় লিটারেট, অর্থাৎ—অক্ষর চেনে। তাই সর্দার, তারপর ওভারম্যান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

মা॥ একশো কুড়ি টাকা তো মাইনে, দীনু।

দীনু॥ ভুল। পঞ্চাশ টাকা মাইনে। বাকিটা বোনাস, এলাউয়েন্স, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মা॥ তাই ভাবছিলাম—একটা পাশ তো করেছে—

দীনু॥ (চীৎকার করে) কেরানী হয়ে কলম পিষে নস্যি নিয়ে ষাট বছরে আড়াইশ' টাকা পাবে, সেটাই চাই? তোমরা সবাই চাষা! অসভ্য! আমার এতদিনের ট্রেনিংটা বৃথা নষ্ট করবে? তোমরা গাধা!

মা॥ (ম্লান হেসে) চট্‌ছিস্ কেন, দীনু? যেদিকে ইচ্ছে ওকে নিয়ে যা, তোর হাতেই তো ওকে ছেড়ে দিয়েছি।

দীনু॥ কোথায় ছেড়েছ? ফোঁপর দালালি করছ। ওর বাপ হলে....না না। ওর দাদা হলে কান ছিঁড়ে নিতাম।

মা॥ নিস্ না কেন? তুই ওর দাদাই তো।

দীনু॥ মায়ের পেটের দাদা হলে তবে ওসব ড্রাস্টিক অ্যাকশন নেয়া যায়।

মা॥ তুই আমার কম?

[*নীরবতা। দীননাথ কেন জানি না কথা বলতে পারে না।*]

দীনু॥ দেখি, ভাত দাও।

[*বিনোদ ফিরে আসে।*]

বিনু॥ একি, দীনুদা! ফাঁসীর খাওয়া?

[*দীননাথ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। মা ভাত দিতে উদ্যত হলে হাত দিয়ে নিষেধ করে।*]

দীনু॥ ঐ শালা নজর দিয়েছে। পেটের অসুখ করবে।

মা॥ বিনু, তোর আক্কেল একেবারে নেই? খিদে পেয়েছে ছেলেটার—

[*দীননাথ উঠে পড়েছে—কলতলার দিকে রওনা হয়।*]

এই সুমি। সুমি! থালাদুটো নিয়ে যাবে। বিনু, তুই বড় দুষ্টু!

[*বিনোদ হাসতে থাকে। সুমনা আসে, সদ্যোত্থিতা; ১৪/১৫ বৎসর বয়স।*]

সুমি॥ দাদা! আমার ঝাঁপি!

[*দাদার কোলে চ'ড়ে বসে।*]

বিনু॥ সুমি, ঘুমোলে তোর বুদ্ধিটুকুন কোথায় হাওয়া দেয় বল্ দিকি? কাল শনিবার, কাল মাইনে পাবো, তবে তো কিনবো'!

সুমি॥ শনিবার আসে না কেন? লক্ষ্মীর ঝাঁপি আমার চাই, মা'র মতন।

মা॥ সুমি, ধিঙ্গি মেয়ে! কোলে চড়িস্, লজ্জা করে না?

বিনু॥ বাসন তোল সুমি, চট্‌পট্। শান হবে যে।

[*সুমনা কাজে লেগে যায়। দীননাথ ফিরে আসে, বাঁহাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে।*]

দীনু॥ শালা যেমন জ্বলুনি, তেমনি চুলকুনি!

মা॥ কিরে?

দীনু॥ (অকস্মাৎ চীৎকারে ফেটে পড়ে) আর কি? তোমার ঐ সুপুত্তুর! হতভাগা আজ কোলিয়ারিকে কোলিয়ারিই দিচ্ছিল উড়িয়ে। মাটি চাপা না দিয়েই বারুদের শলতেতে দিয়েছিল আগুন; ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো গিয়ে না পড়লে হতভাগার লাশ রোস্ট হয়ে উড়ে গিয়ে পড়তো ম্যানেজার সাহেবের খানার টেবিলে।

মা॥ ইস্, তিনটে আঙুল পুড়ে একেবারে—। এতক্ষণ বলিসনি কেন?

দীনু॥ ভুলে গেস্‌লাম। এখন জল লাগতেই—

[*সুমনা ওষুধ আর ন্যাকড়া নিয়ে আসে।*]

সুমনা॥ দেখি, দীনুদা। দেখো, জ্বালা করলে লাফিও না।

দীনু॥ আরে যা যা! শট্‌ফায়ারিং সর্দার দীননাথ মুখুজ্যে অত সহজে—উঃ! কি

দস্যি মেয়ে রে বাবা! চাষার বোন! চাষার মেয়ে! উঃ!

[*সুমনা থালা নিয়ে চলে যায়।*]

মা॥ তুই...তুই বিনুকে বাঁচাতে গিয়ে...

দীনু॥ পাগল, খ্যাপা না সাহেব! বাঁচালাম কোলিয়ারি। শেলডন সাহেবের সম্পত্তি।

মা॥ তুই আমাদের এত ভালবাসিস কেন, দীনু?

দীনু॥ (*মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়*) আমার মা নেই যে।

[*নিজেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।*]

...না...মানে...

[*সাইরেন বেজে ওঠে।*]

এই তোমাদের জন্যে আমার হাড়মাস ভাজা হয়ে গেল। আজকেও লেট। ম্যানেজারের লালমুখে সাদা দাঁতের খিঁচুনি—

[*দ্রুত বেরিয়ে যায়। মা-ও চলে যান। বিনোদ একটা শতরঞ্জি এনে উঠোনে পাতে। ১২৭ নং-এর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে প্রৌঢ় যজ্ঞেশ্বরবাবু, পরণে গেঞ্জী ও লুঙ্গী।*]

যজ্ঞেশ্বর॥ কি হে বিনয়? বাউল আসবে নাকি?

বিনু॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। দয়াল কিন্তু বাউল নয়!

যজ্ঞ॥ জানি; দয়ালের পূর্ববঙ্গের গান—তোমার ভাল লাগে?

বিনু॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

যজ্ঞ॥ টেস্ট্‌স্ ডিফার, বিনয়।

বিনু॥ আজ্ঞে, আমার নাম বিনোদ।

যজ্ঞ॥ জানি। আমার কিন্তু ভাল লাগে বীরভূমের বাউল। একবার শুনেছিলাম। দেখা যাক আজ তোমাদের বাউল কী গায়। (*নীরবতা*) যাই, একটু হেঁটে আসি।

বিনু॥ ঘুম হচ্ছে না, বুঝি?

যজ্ঞ॥ টাইমকিপারের চাকরি করে ঘুম হয়? কখনো দিনে কাজ, কখনো রাত্রে। অনিদ্রার বাবা এসে ধরে। ঘুম তো আর কারুর টাইমকিপার নয় যে, হুকুম পেয়েই হাত জোড় করে এসে দাঁড়াবে?

বিনু॥ ভেড়া গুণুন, কাজ হয়।

যজ্ঞ॥ কী বলছ, ভায়া! গত তিন রাত্রে চার লক্ষ অষ্ট আশি হাজার ভেড়া গুণেছি। কিচ্ছু হয়নি। যাই, একটু হেঁটে দেখি, বুঝলে বিনয়?

[*যজ্ঞেশ্বর বেরিয়ে যান। বিনু একটু হাসে; তারপর ঘর থেকে হারমনিয়াম নিয়ে এসে রাখতেই, দীননাথ পুনঃ প্রবেশ করে।*]

দীনু॥ কথাটা যেন কি বললি?

বিনু॥ একি? খাদে গেলে না?

দীনু॥ যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোর বাপের কি? কথাটা কি বললি?

বিনু॥ কোন্ কথা?

দীনু॥ ফাঁসীর খাওয়া। হুঁ। বেয়াদব শূয়োর। কথাটা ঠিকই। ভাত বেশি খেলে ঘুম পায়। আর ঘুম পেলে—। বাতিতে আজ নীলচে আভা দেখেছিলি না?

বিনু ॥ আমি দেখিনি। তুমিই বলছিলে........

দীনু ॥ হ্যাঁ। অথচ মাইন ইন্‌স্‌পেক্টব বলছে গ্যাস নেই। কিন্তু শট্‌ফাযাবিং সর্দাব দীনু মুখুজ্যেব ভুল হয না। আবাব হতেও পাবে।

বিনু ॥ (কাছে আসে, স্থিব দৃষ্টি) কি হযেছে, দীনুদা?

দীনু ॥ কি আবাব হবে? শুধু একটা instinct বাবো বৎসবেব অভিজ্ঞতা। চলি বে, বিনু ভাল কবে পবীক্ষাটা দিস।

[*বিনু পথ বোধ কবে।*]

বিনু ॥ দীনুদা, আজ না গেলে হয না?

দীনু ॥ বাবো বৎসবে এক শিফ্‌ট্‌ কামাই হযনি। আব আজ—

[*বিনুকে ঠেলে দীননাথ এগোয, আবাব ফেবে।*]

মা শুযে পডেছে?

বিনু ॥ না, এত শিগ্‌গিব শোয না।

দীনু ॥ ডাক্ তো একবাব।

বিনু ॥ কি ব্যাপাব?

দীনু ॥ সে আমাদেব প্রাইভেট ব্যাপাব। ডাক বলছি।

[*বিনু চলে যায। গভীব চিন্তায মগ্ন দীননাথ। মা এসে দাওযায দাঁডান, পেছনে বিনু।*]

তুই দল হ না। যা না, কপাটুপাকে ধবগে যা।

[*বিনু চলে যায।*]

মা ॥ *কিরে দীনু?*

[*দীননাথ মা'কে প্রণাম কবে। মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তোলেন।*]

মা ॥ এফি! হঠাৎ?

দীনু ॥ ইচ্ছে হোলো। ও শালা হেসে অস্থিব হোতো তাই তাডালাম। চলি, মা। ওটাকে বলো না কিন্তু। ব্যাটা চাষা।

[*দীননাথ চ'লে যায, মা হেসে মনে মনে তাকে আশীর্বাদ কবেন। একটা লোকগীতিব কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বিনু ফিবে আসে।*]

বিনু ॥ কি বলল, দীনুদা?

মা ॥ (*হেসে*) তোকে বলব কেন?

বিনু ॥ ষডযন্ত্র! আচ্ছা!

[*হাবমনিযম নিযে আসে।*]

মা ॥ বিনু।

বিনু ॥ কি, মা?

মা ॥ দীনু যে বলল, তুই আব রূপা—সত্যি?

বিনু ॥ দোৎ, দীনুদাব কথা—

[*নীববতা।*]

মা ॥ তা তোব যদি ইচ্ছে হয, তুই ওকে বিযে কব না বে। কথা পাডবো?

বিনু ॥ খেতে দেবো কি?

[*নীরবতা।*]

মা॥ একশ' কুড়ি টাকায়—। কোনো রকমে হয়ে যাবে না?

বিনু॥ অসম্ভব।

মা॥ তার ওপর বোনটা রয়েছে, পার করতে হবে।

[*নীরবতা।*]

আমরা বড় স্বার্থপর না রে?

বিনু॥ ওকি কথা!

মা॥ একুশ বছরে পড়তে না পড়তে তোর ঘাড়ে এসে পড়েছি। পড়াশোনা তো দূরের কথা, একটা দিন তোকে প্রাণ খুলে হাসতেও দিলাম না। এখন আবার আমাদের জন্যে ঘরে বউ আনতে পারছিস না।

[*বিনু উঠে দাওয়ায় মার পাশে এসে বসে।*]

বিনু॥ বউ! রূপা! কি যে বলো মা! আমার...

মা॥ মা'কে লুকোতে পারবিরে বিনু?

[*বিনু একটু চুপ করে থাকে। তারপর মায়ের বুকে মুখ লুকোয়।*]

মা॥ আমি সব বুঝতে পারি। আমি জানি তোর মনের কোথায় কোন কোণায় কী হচ্ছে। মুখ দেখেই বলতে পারি।

বিনু॥ শোনো মা। আমার আর কিছু দরকার নেই। তুমি, আমি, সুমি তিনজনে কাটিয়ে দেবো জীবন, কেমন? আমার মাইনে বাড়লেই আমরা কোথাও একটা ছোট্ট বাড়ি দেখে নেবো, তারপর—

মা॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে থাকা যায়! তুইই বল।

বিনু॥ শুশুনিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একতলা একখানা বাড়ি—

মা॥ মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল, বুঝলি। পাকা নয়।

বিনু॥ হ্যাঁ, আর বাগানের ঠিক মাঝখানে তুলসী গাছ থাকবে। তুমি প্রদীপ দেবে। সুমি শাঁখ বাজাবে।

মা॥ দিবি রে করে, দিবি! সত্যি বলছিস?

বিনু॥ সত্যি বলছি।

মা॥ কিন্তু ঐ খাদের কাজ—ও বড় ভয়ানক।

বিনু॥ দূর, সব বাজে কথা। ও কয়লা নয় মা, ও কালো হীরে! ঐ তুলে এনে ছুঁইয়ে দেবো আমাদের এই ঘরে, হঠাৎ দেখবে সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছে।

মা॥ ওরা যে বলে খাদের ভেতরে লোক মরে যায়, আরো কি ...

বিনু॥ দুর্ঘটনা ঘটে দশ বছরে একটা। তা বলে লোক হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? এভারেস্টে চড়তে গিয়ে তো কত লোক মরে গেল, তা বলে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল! এই কয়লার উনুন জ্বলছে তোমার ঘরে, আগুন পোয়াচ্ছে ইউরোপের লোক, ট্রেন চলছে, সারা পৃথিবীতে জাহাজ চলছে, বিজলিবাতি জ্বলছে, বড় বড় কারখানা চলছে। সভ্যতা গড়ে উঠছে কয়লার ওপর। অনেকে বলেন, জানো মা, আগে যেমন ছিল প্রস্তরযুগ,

লোহাব যুগ, এটা তেমনি কয়লাব যুগ। সেই কয়লা তুলছি আমবা। কত বড গর্বেব কথা ভাবো দিকিনি।

মা॥ (*কি এক স্বপ্নেব ছোঁযাচ লেগেছে চোখে*) বুঝি না বাবা, তোব সব কথা বুঝি না। তবে....... কালো হীবে নাবে?

বিনু॥ হ্যাঁ, মা।

[*নেপথ্যে কণ্ঠস্বব: বিনোদ আছে!*]

বিনু॥ এই যে! শম্ভুবাবু!

[*মা ঘোমটা টেনে ভেতবে যান।*]

বিনু॥ আসুন, শম্ভুবাবু।

[*শম্ভুনাথেব প্রবেশ।*]

শম্ভু॥ একটা উপায বাতলাও দিকি, বিনোদ।

বিনু॥ কি হোলো!

শম্ভু॥ আবাব কেস ঠুকতে হবে।

বিনু॥ কাব নামে?

শম্ভু॥ প্রবল প্রতাপ শেলডন কোলিযাবি কোম্পানিব নামে, আবাব কাব!

বিনু॥ সে কি? কি হলো?

শম্ভু॥ বছব তিনেক পূর্বে—তুমি তখন ইস্কুলে পডো' বোধ হয—এই কোম্পানিব কূট অনুচবেবা পাওযাব হাউসেব ছাইয়েব গাদা ফেলতে আবম্ভ কবে, প্রাচীবেব অপব পার্শ্বে আমাব জমিতে। প্রথমটা নীবব থাকাই শ্রেয মনে কবি, কেননা যেহেতু কোম্পানীব লোকবল অপবিমেয সেহেতু জলে বাস কবে কুমীবেব সঙ্গে কলহ কবা বাতুলতা। কিন্তু একদিন প্রাভাতিক সূর্যালোকে দেখলাম ছাইপাঁশেব একটা ক্ষুদ্র পর্বত সৃষ্টি হযেছে, ক্রমে আমাব আধখানা জমি কোম্পানিব আস্তাকুঁডে পবিণত হযেছে। বাকি আধখানাও এভাবে ভস্মাবৃত হবাব পূর্বেই আমি কোমবে গামছা বেঁধে অনধিকাব প্রবেশেব এক মামলা রুজু কবি। দুই বৎসব কাল মামলা চলাব পব আমি জযলাভ কবি। আমাব জমি থেকে ওঁদেব পর্বত অপসাবণ কবাব হুকুম হয়। আবো এক বৎসব অপেক্ষা কবাব পব কাল নিশাযোগে ওবা আমাব জমি থেকে সমস্ত মালমস্লা সবিয়ে নেয ও তৎপবতাব সঙ্গে সে হিমালযকে আমাব বাড়িব উঠানে স্থাপন কবে যায়।

বিনু॥ সেকি?

শম্ভু॥ হ্যাঁ। শত্রুব মুখে ছাই দিযে গেছে। গিন্নীকে বান্নাঘবে যেতে হলে এভাবেষ্ট এক্সপিডিশনে বেরুতে হচ্ছে। কী কবি বল তো?

বিনু॥ পুলিশে ডাযেবি কবান আব কি বলব?

শম্ভু॥ পুলিশে? এখানকাব থানাব দাবোগাব টিকিটি যে ম্যানেজাব শ্রীওযেবস্টাবেব হাতে বাঁধা। বলছ, ডাইবি কবাব?

বিনু॥ আব তো কিছু মাথায আসছে না।

শম্ভু॥ দেখি আব একটু ভাবি। এব পব হয়তো দেখবো ওবা শোবাব ঘবে খাটা-পাযখানা নির্মাণ কবেছে।

[চিন্তান্বিত মুখে শম্ভুবাবু প্রস্থান করেন। বিনোদ নিঃশব্দে হাসে, তারপর একটা বই টেনে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। রূপা বেরোয়।]

রূপা॥ আলো নেভাও।

[বিনু মাথা তোলে।]

বিনু॥ এই যে, এসো।

রূপা॥ এই যে এসো নয়, আলো নেভাও।

বিনু॥ দ্যোৎ, পড়ছি যে।

[রূপা এগিয়ে আসে।]

রূপা॥ বিশ্রী ক্যাটকেটে আলো। আচ্ছা, একবার নিভিয়ে দেখ—ভাল লাগবে।

বিনু॥ চাঁদটাঁদ আমার সহ্য হয় না।

রূপা॥ জিভ খসে যাবে!

বিনু॥ সত্যি কথা।

[নীরবতা।]

বোসো।

রূপা॥ না। কি পড়ছ?

বিনু॥ Exploder-এর মেক্যানিজম্।

রূপা॥ সে আবার কি?

বিনু॥ খাদে বারুদ ফাটায় জানো তো!

রূপা॥ হ্যাঁ।

বিনু॥ Exploder একটা যন্ত্র— তা থেকে তার চলে যায় বারুদ পর্যন্ত। Exploder-এর চাবি ঘোরালেই—

রূপা॥ উঃ, থামো। আচ্ছা, বিনুদা, তুমি তো গান করো, না?

বিনু॥ হ্যাঁ।

রূপা॥ তবে আবার এসব কেন?

বিনু॥ বাঃ, এটা করলে ওটা করতে পারব না?

রূপা॥ বুক চিরে যায়, পৃথিবীর লাগে।

[বিনু সশব্দে হেসে ওঠে।]

রূপা॥ হাসি নয়। হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লাগে না যে কি করে জানলে?

বিনু॥ ওরে বাবা সে তর্কে আর যাব না। এ পাতাটা পড়ে নিই, কেমন? সামনেই পরীক্ষা।

[নীরবতা।]

রূপা॥ আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই থাকব না।

বিনু॥ কোন্ চুলোয় যাবে?

রূপা॥ সে খবরে তোমার কি কাজ? তুমি তো আর আমাকে নিয়ে যাবে না? (*বিনু জবাব দেয় না; হেসে পাতা ওল্টায়*) আজকে দুটো গোলাপ ফুল ফুটেছে।

বিনু॥ ঐ দুটো?

রূপা॥ আঙুল দেখায় না; মরে যাবে। কত কষ্ট করে এক-একটা ফুল ফোটাই!

[*বিনু মুখ তোলে।*]

আপনিই তো মরে যাবে। দুদিন পরেই মরে যাবে। এদিকটায় লাগাবো রজনীগন্ধা। শাদা। কী সুন্দর দেখাবে!

বিনু॥ সত্যি লাগাবে?

রূপা॥ না, এমনি বলছি। বাবা রয়েছে—সব সময়ে চোখ লাল। পাহাড়ের দেশে পাহাড় দেখা যায় না; সব নাকি ধ্বসে গেছে। আকাশ দেখা যায় না, পাশেই পাওয়ার হাউসের চিম্‌নি, ধোঁয়ায় চোখ অন্ধকার। কোথায় যাবো বলতে পারো?

বিনু॥ তবে সাহেবকে বলিগে খুকুমণির অসুবিধে হচ্ছে। কোলিয়ারি বন্ধ করে দিন।

রূপা॥ (*হেসে*) খুব ঠাট্টা হচ্ছে! (*আবার হেসে ফেলে খিলখিল করে*) সাহেব শুনবে?

বিনু॥ মনে তো হয় না।

রূপা॥ ওদেরই ক্ষতি। আমার কি? (*নীরবতা*) বিনুদা, আমি সব বুঝি। বারুদ দিয়ে কয়লা কাটা দরকার, ধোঁয়া দরকার। কালিঝুলি মাথা কুলি দরকার। কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ফুলের বাগান করতে ইচ্ছে করে না?

বিনু॥ ইচ্ছে করে, সম্ভব নয়। যেমন ধরো, তোমাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে আমার ইচ্ছে করে, কিন্তু সম্ভব নয়।

[*রূপার মুখ কালো হয়ে আসে।*]

রূপা॥ কেন নয়?

বিনু॥ তোমাকে সব বলেছি।

রূপা॥ হুঁ। (*নীরবতা*) ঐ ফুলগুলোর সঙ্গে আমিও একদিন......

[*রূপা আর বলতে পারে না, যজ্ঞেশ্বরবাবু ফিরে আসেন।*]

যজ্ঞেশ্বর॥ *ভেড়া গুণতে গুণতে হাঁটলাম, তবু—একি?*

[*রূপা ছুটে ঘরে চলে যায়। কটমট করে বিনুকে দৃষ্টিবদ্ধ করতে করতে যজ্ঞেশ্বরবাবু ঘরে যান; বিড় বিড় করে বলেন।*]

বেটি হারামজাদির ঢলানি বেড়েছে। চাবকে দিতে হয়!

[*দূরে কোথায় মজদুরদের গান আরম্ভ হয়েছে। বিনু শোনে এক ঝাঁকড়াচুলো বেঁটে শ্রমিক প্রবেশ করে। পা টিপে টিপে সে আধা অন্ধকারে উঠোনে এসে দাঁড়ায়—চোখ পড়তে বিনু ভয়ানক চমকে ওঠে।*]

বিনু॥ কে? কে?

লোক॥ এখানে রোজ গান হয়। শুনতে চাই।

বিনু॥ বসুন। আপনি কে?

লোক॥ আমি একজন ভূতপূর্ব লোক।

বিনু॥ সে কি?

লোক॥ হ্যাঁ। বড় গোলমেলে ব্যাপার চট্ করে বুঝবে না।

বিনু॥ আপনার নাম?

লোক॥ সে আবার আর এক ফ্যাকড়া। কোন নামটা জানতে চাও?

বিনু॥ আপনার কি বহু নাম নাকি?

লোক॥ দুটি। আগের ও পরের।

বিনু॥ মানে?

লোক॥ যখন জ্যান্ত ছিলাম, তখন আমার নাম ছিল বৈদ্যনাথ। এখন সনাতন।

বিনু॥ ও, আপনিই সনাতন? তা আপনি জ্যান্ত ছিলেন মানে? এখন?

সনা॥ ভূতপূর্ব। শুধু ভূতও বলতে পারো। মানে আমার হয়ে গিয়েছে, বারোটা বেজে গেছে। আলোটার কাছে বসি, কেমন? গান হবে কখন?

বিনু॥ এইতো আসবে সবাই। কোথায় থাকেন?

সনা॥ দু'নম্বর পিটের মালকাটা ধাওড়ায়। আর আলো নেই? আলো জ্বালো না।

বিনু॥ আলোর ঐ একটাই পয়েন্ট।

সনা॥ আমাদের ধাওড়ায় তাও নেই। তাইতেই তো গানের নাম করে এধারে-ওধারে গিয়ে জমি। ওখানে গেসলাম, ঐযে গোরখপুরিরা গান করছে। গিয়ে দেখি, হ্যারিকেন। পালিয়ে এলাম।

[*বিনু অবাক হয়ে লোকটিকে দেখে।*]

বিনু॥ অন্ধকার সহ্য হয় না বুঝি?

সনা॥ একেবারে না।

বিনু॥ কি কাজ করেন?

সনা॥ যখন জ্যান্ত ছিলাম তখন ছিলাম ইলেকট্রিশিয়ান। এখন মালকাটা।

বিনু॥ বারবার ও কথা বলছেন কেন? আপনি মরলেন করে, কি করে?

সনা॥ তিন বছর আগে মরেছি। বাধানগর কোলিয়ারি যে ফেটে গেছল, তখন আমারও কর্ম সাফ। খাদের মধ্যে ফ্যান সারাচ্ছিলাম। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বুঝলাম মরেছি। সাতদিন পর বেরিয়ে এলাম বাইরে। ভূত দেখে সবাই পালাতে লাগল। বুঝলাম, আমি ভূতপূর্ব, আমি গত, আমি হত।

বিনু॥ তারপর?

সনা॥ তারপর বিষম খিদে পেল। কেমন সন্দেহ হলো--হয়তো বা আমি মরিনি, নইলে খিদে পায় কেন? একটু পরে আমার বন্ধুবান্ধবরা এসে জুটল, আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আমি ভাবলাম—গলা যখন আছে, তখন শরীরও আছে; তাহলে বোধহয় আমি ভূত নই, আমি বর্তমান। কিন্তু ভুল ভেঙ্গে দিল কোম্পানি। ওরা বললে আমি নেই।

বিনু॥ তার মানে?

সনাতন॥ কোর্টে ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে আমি নেই। মানে বদ্যিনাথ বলে কোনো লোক কস্মিনকালেও ছিল না। ওদের খাতায় বদ্যিনাথ বলে কোনো নামই নেই। তাই বাধানগরে কেউ মরে নি। এমন সময়ে আমি গিয়ে কোম্পানির সামনে উপস্থিত। কোম্পানি বললে, তুমি কে? আমি বললাম—আরে আমি যে! বদ্যিনাথ! চিনতে পারছ না? ওরা বললে—বদ্যিনাথ বলে কেউ নেই প্রমাণ হয়ে গেছে: তারপর এমনভাবে হাজির হওয়ার মানে? আমি বললাম—আরে আমি যে! ওরা বললে—ওসব বুঝি না, দলিল-পত্রাদি থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে তুমি নেই, ছিলেই না, আর এখন এসে হেঁড়ে গলায় 'আমি যে' বললেই হলো।

লোকে কি বলবে? এই বলে গলাধাক্কা! তারপর হাসপাতাল! মাস তিনেক সেখানে ভুলটুল বকে তারপর এখানে এসে কাজ নিলাম, সনাতন নাম নিয়ে। এমনি করে বদ্যিনাথ মরল।

[বিনু উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে।]

হাসি নয়, বড় গোলমেলে। আমার নিজেরই ঠিক থাকে না, আমি কে।

বিনু॥ সাতদিন খাদের মধ্যে আটকে ছিলেন?

সনা॥ হুঁ।

[মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে কিছু শ্রমিক প্রবেশ করে।]

দয়াল॥ ও হলো গোরখপুরের কাজরি, রাধাকৃষ্ণের লীলা।

জয়নুল॥ আজ তুমি কি গাইবে বলো না?

দয়াল॥ শুনবি এখন তাড়া কি? আরে, সনাতন যে!

সনা॥ কি গান গাইবে চট্‌পট্ শুরু করো না।

দয়াল॥ গানের মাঝখানে আবার অমন বিকট চেঁচিয়ে উঠবে না তো?

সনা॥ সেদিন আলো নিভে গেছল যে!

দয়াল॥ তাহলে গাই, কি বলো বিনু?

বিনু॥ হ্যাঁ।

[দয়াল হারমনিয়ামে সুর তুলতেই অনেকে এসে বসতে থাকে। রূপা, মা, সুমনা। তারপর যজ্ঞেশ্বর।]

দয়াল॥ শালা খাদের কাজ করে গান গাওয়া যায়? (কাশে) কালো থুতু বেরোয়। ফুসফুসের বারোটা বাজচে—কয়লার গুঁড়ো আর ধোঁয়ায়। শোনো গো—বন্দরের গান; পদ্মাপারে আমার দেশের গান।

[গান ধরে। তন্ময় হয়ে সকলে শুনতে থাকে। হঠাৎ একটা চাপা বিস্ফোরণের শব্দে সকলে তটস্থ হয়ে ওঠে। গান থেমে যায়। সাইরেন বাজতে শুরু করে, কোলাহল। চীৎকার করতে করতে একজন এসে পড়ে—]

শ্রমিক॥ দু'নম্বর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে!

বিনু॥ দু'নম্বর!

শ্রমিক॥ হ্যাঁ! বারুদ ফেটে গেছে!

মা॥ কিরে? কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বিনু॥ দীনুদা!

[ছুটোছুটি করে সকলে বেরিয়ে যায়—মেয়েরা এবং সনাতন বাদে। হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে সনাতন।]

সনা॥ আবার চাপা পড়েছে। কবর! জীয়ন্ত কবর! জান বাঁচাও! জান বাঁচাও!

॥ পর্দা ॥

দুই

[এক সুদৃশ্য কক্ষে তদন্ত বসেছে, হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জাস্টিস সেনগুপ্ত, ব্যারিস্টার মিঃ চৌধুরী, শেলডন কোম্পানির জনৈক ডাইরেক্টর, চীফ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্রুক্স, ম্যানেজার মিঃ ওয়েব্স্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ দত্ত—প্রভৃতি একদিকে, অন্য দিকে কয়েকজন ছন্নছাড়া দরিদ্র ইউনিয়ন কর্মী কুদরৎ, সিউনন্দন এবং অ্যাড্ভোকেট শ্রীদুর্গাদাস সাহা। চেয়ারে তখন মিঃ দত্ত।]

চৌধুরী॥ মিঃ দত্ত, বিস্ফোরণ যখন হয়, আপনি কোথায় ছিলেন?

দত্ত॥ খাদের তলায়। ২০ নম্বর রাইজ-এ।

চৌ॥ বিস্ফোরণ হলো কোথায়?

দত্ত॥ আরো নীচে। ৩১ নম্বর ডিপ্-এ।

চৌ॥ ওখানে তখন কেউ কাজ করছিল?

দত্ত॥ না। Working face আরো অনেক ওপরে।

চৌ॥ বিস্ফোরণের কারণ কি কিছু বলতে পারেন?

দত্ত॥ Gassy-mineএ চট্ ক'রে কিছু বলা যায় না। প্রাকৃতিক কারণেও হতে পারে।

চৌধুরী॥ বিস্ফোরণের পর আপনি কি করলেন?

দত্ত॥ সমস্ত মালাকাটাদের একসঙ্গে করে ছুটে শ্যাফ্ট এর কাছে চলে এলাম। দু'জন করে লিফ্ট-এ তুলে তক্ষুনি ওপরে পাঠাতে শুরু করি। পরে দেখলাম তার দরকার ছিল না, অত্যন্ত সামান্য বিস্ফোরণ। তবু Precaution আমরা ওভাবেই নিয়ে থাকি।

চৌ॥ তারপর?

দত্ত॥ ইতিমধ্যে রেসকিউ স্টেশনে ম্যানেজার ফোন করেছিলেন। কুড়ি মিনিট পরে রেস্কিউ-এর লোকেরা তলায় গিয়ে পৌঁছয়।

চৌ॥ তারা কি রিপোর্ট করে?

দত্ত॥ ধোঁয়া আর কার্বন মনোক্সাইডে ৩১ নম্বর ডিপ অন্ধকার হয়ে আছে। কোনো দেহ পাওয়া যায় নি। সামান্য আগুনও জ্বলছিল। তাই তারা সুরঙ্গটাকে দেওয়াল তুলে সীল করে দেয়।

চৌ॥ যত লোক নীচে নেমেছিল প্রত্যেকের নাম লেখা থাকে?

দত্ত॥ নিশ্চয়ই। ল্যাম্পরুমে আছে ল্যাম্প রেজিস্টার, তাতে প্রত্যেককে ল্যাম্প দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম লিখে নেওয়া হয়।

চৌ॥ ১২ তারিখ রাত্রে কত লোক নেমেছিল?

দত্ত॥ দু'শ বাহাত্তর জন আমার সেক্শনে।

চৌ॥ বেরিয়েছিল ক'জন?

দত্ত॥ ল্যাম্প রেজিস্টারেই দেখতে পাবেন, দু'শ বাহাত্তর জনই বেরিয়ে আসে।

[চৌধুরী খাতাখানা বিচারকের সামনে স্থাপন করেন।]

চৌ॥ ইনি আমার শেষ সাক্ষী, এবং বোধ হয় এতজন গণ্যমান্য সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রমাণ

হয়ে গেছে খাদে দুজনের মৃত্যু-সংবাদ ভুয়ো।

সেন॥ Counsel for the Union, please! you may cross-examine, Mr. Dutta.

দুর্গা॥ Thank you, My Lord! মিঃ দত্ত, আপনি বলেছেন, প্রাকৃতিক কারণেই বিস্ফোরণ হতে পারে। কোন্ প্রাকৃতিক কারণে?

দত্ত॥ অনেক রকম হতে পারে।

দুর্গা॥ যথা— ?

দত্ত॥ Gassy mine-এর অবস্থা না দেখলে পুরো উপলব্ধি হয় না। বহুরকম বিপদের মধ্যে কাজ করতে হয় আমাদের।

দুর্গা॥ ঠিক। খুব ঠিক। কিন্তু প্রাকৃতিক কাবণে যে বিস্ফোরণের কথা বললেন সেটা কি রকম?

দত্ত॥ ধরুন না কেন, মেথেন গ্যাস। গ্যাস থাকলে গরমের চোটে আপনি বিস্ফোবণ হতে পারে।

দুর্গা॥ ও, গ্যাস আর গরম। তা গ্যাস জমে কেন?

দত্ত॥ Gassy mine-এ গ্যাস জমেই।

দুর্গা॥ কেন, ভেণ্টিলেটব নেই? পাখা চলে না আপনাদেব?

দত্ত॥ (একটু থতমত) শুধু পাখায, মানে, আপনি এব টেকনিক্যাল দিকটা বুঝছেন না, তাই........

দুর্গা॥ বটেই তো, বটেই তো। তবু বলুন না শুনি --একটা পিট্‌কে আপকাস্ট একটাকে ডাউনকাস্ট রেখে বায়ু চলাচল রাখা হয় না?

দত্ত॥ (অপ্রতিভ) আপনি তো জানেনই মনে হচ্ছে। দেখুন পাখায় পুবো গ্যাস তাডানো যায় না।

দুর্গা॥ তবু বাতাসেব শতকরা এক শূন্য পাঁচ ভাগ থেকে যাতে কম থাকে তাব ব্যবস্থা তো করা যায়?

দত্ত॥ তা যায়।

দুর্গা॥ তবে কি করে আপনাদেব খনিতে গ্যাস জমল?.......কই, বলুন।

দত্ত॥ দেখুন, ভেণ্টিলেশন আমার ডিপার্টমেন্ট নয়, তাই.....

দুর্গা॥ না, না, আপনি বলেছেন প্রাকৃতিক কাবণে বিস্ফোরণ হতে পারে। আমি সেটারই ব্যাখ্যা চাইছি। গ্যাস জমার জন্যে আপনাদের দায়িত্ব কতখানি?

দত্ত॥ দেখুন, খুব ভাল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করেও......

দুর্গা॥ আপনাদের পাখা কত কিউবিক ফুট বাতাস নীচে পাঠায়?

দত্ত॥ বলতে পাবি না।

দুর্গা॥ দু'নম্বর পিট্-এর পাখা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে আছে—এ কথা কি সত্যি?

দত্ত॥ জানি না।

দুর্গা॥ প্রাকৃতিক কারণকে নির্মূল করার জন্যে আপনাদের টাকা দিয়ে পোষা হয়। সে সব ব্যবস্থা আপনারা অবলম্বন করেননি কেন?

চৌ॥ (*লাফিয়ে উঠে*) Objection! Mr. Dutta এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার! এসব প্রশ্নের জবাব উনি দেবেন কি করে?

'সেন॥ Sustained। মিঃ সাহা, অন্য পয়েন্টে যান।

দুর্গা॥ বেশ। মিঃ দত্ত, আপনি বলেছেন, ·৩১ নম্বব ডিপ্-এ কেউ কাজ করছিল না। এ কথা কি সত্যি?

দত্ত॥ নিশ্চযই।

দুর্গা॥ এ কথা কি সত্যি যে ৩১ নম্ববে তখন শট্‌ফায়াবিং চলছিল?

দত্ত॥ না, একথা সত্যি নয।

দুর্গা॥ কত লোক নীচে কাজ কবছিল?

দত্ত॥ দু'শ বাহাত্তব।

দুর্গা॥ সবাই ফিবে আসে?

দত্ত॥ হ্যাঁ।

দুর্গা॥ কি করে বুঝলেন?

দত্ত॥ প্রত্যেকের নাম লেখা আছে ল্যাম্প বেজিস্টাবে। দেখতে পাবেন প্রত্যেক বাতি ফিবিযে দিযে গেছে।

দুর্গা॥ এতো ল্যাম্প বেজিস্টাব দেখছি। এটেণ্ডেন্স বেজিস্টাব কোথায?

দত্ত॥ ল্যাম্প বেজিস্টাব-ই এটেণ্ডেন্স বেজিস্টাব।

দুর্গা॥ তাই নাকি?

সেন॥ আমাব মনে হয মিঃ সাহা আপনি অন্য পযেন্টে যান।

দুর্গা॥ এক মিনিট, My Lord. তাহলে আপনি বলছেন, ল্যাম্প বেজিস্টাব ছাডা আপনাদের কাছে আব কোন record থাকে না, কে নীচে গেল।

দত্ত॥ আব দবকাব কি?

দুর্গা॥ যত লোক নীচে যায, প্রত্যেকে বাতি নিযে যায?

দত্ত॥ কাজ নানা বকম আছে, ওভাবম্যান বা সর্দাববা—

দুর্গা॥ যত লোক নীচে যায়, প্রত্যেকে বাতি নিয়ে যায়?

দত্ত॥ বাতি ছাড়া কাজ কবা শুধু শক্ত নয, বিপজ্জনক, কেননা, গ্যাস আছে কিনা—

দুর্গা॥ (চীৎকাব করে) আমি একটা অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন কবেছি—যতলোক নীচে যায়, প্রত্যেকেই কি বাতি নিযে যায? বলুন,—হ্যাঁ কি না।

চৌ॥ Objection! He is browbeating my witness

দুর্গা॥ I am only finding out the truth.

সেন॥ Objection overruled! বলুন—হ্যাঁ কি না।

দত্ত॥ প্রায সবাই বাতি নিযে যায়।

দুর্গা॥ প্রায় সবাই বাতি নিযে যায়—অর্থাৎ প্রত্যেকে বাতি নিয়ে যায় না।

দত্ত॥ এ কথার আর কি দরকাব—

দুর্গা॥ বলুন—প্রত্যেকে নিযে যায না—

দত্ত॥ না, প্রত্যেকে নেয় না।

দুর্গা॥ অতএব, এমন লোকও নীচে গিয়ে থাকতে পারে, যার নাম রেজিস্টারে লেখা হয় নি?

দত্ত॥ না, এ বিষয়ে—

দুর্গা॥ (ধমকে) জবাব দিন।

দত্ত॥ হ্যাঁ, দু'একজন থাকতে পারে।

দুর্গা॥ এবং তারা যে ফিরে এসেছে, তার কোনো প্রমাণ নেই?

দত্ত॥ ঠিক প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তা নেই।

দুর্গা॥ সর্দার দীননাথ মুখার্জিকে চেনেন?

দত্ত॥ আমার সেকশনে পঁচিশ-তিরিশ জন সর্দার—তার মধ্যে—

দুর্গা॥ শট্‌ফায়ারিং সর্দার দীননাথ।

দত্ত॥ হ্যাঁ, বোধ হয় চিনি, দেখলে চিনতে পারবো।

দুর্গা॥ কোথায় সে?

চৌ॥ Objection!

সেন॥ Sustained!

দুর্গা॥ সেদিন দীননাথ কাজে নেমেছিল?

দত্ত॥ মনে নেই।

দুর্গা॥ সে রাত্রে ব্লাস্টিং হচ্ছিল?

দত্ত॥ হ্যাঁ।

দুর্গা॥ কোথায়?

দত্ত॥ বোধ হয় ১০ নম্বর রাইজ এ।

দুর্গা॥ ৩১ ডিপ এ নয়?

দত্ত॥ না।

দুর্গা॥ রেসকিউ টিম নামে কুড়ি মিনিট পর, আপনি বলেছেন একথা?

দত্ত॥ হ্যাঁ।

দুর্গা॥ অথচ রেসকিউ ক্যাপ্টেনের রিপোর্টে পাচ্ছি, প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে তারা নামে।

দত্ত॥ হতে পারে। আমি ওখানে ছিলাম না।

দুর্গা॥ ঐ দেড় ঘণ্টা আপনি কোথায় ছিলেন?

দত্ত॥ বাংলোয় বিশ্রাম করতে যাই।

দুর্গা॥ ম্যানেজার ওয়েবস্টার কোথায় ছিলেন?

দত্ত॥ পিট্‌ এর মুখে।

দুর্গা॥ Chief Mining Engineer ব্রুক্‌স?

দত্ত॥ পিট্‌-এর মুখে।

দুর্গা॥ বিস্ফোরণের পরেই ওঁরা দুজনে খাদে নামেননি?

দত্ত॥ না।

দুর্গা॥ তো দেড়ঘণ্টা যাবৎ খাদের মধ্যে আপনারা কি করছিলেন?

চৌ॥ Objection!

সেন ॥ Sustained!

দুর্গা ॥ আমরা বলতে চাই, ওরা খাদের মধ্যে evidence নষ্ট করছিল।

সেন ॥ অনুমানের উপর ভিত্তি করে অমন প্রশ্ন আপনি করতে পারেন না।

দুর্গা ॥ My Lord, দু-দুটো জীবনের প্রশ্ন এখানে। আমরা দেখাবো, মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

চৌ ॥ Objection! এসব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, wild charge

সেন ॥ Sustained!

দুর্গা ॥ (*বিরক্তিতে ফাইলখানা সজোরে টেবিলে ফেলেন*) I shall call বিনোদ শীল।

সেক্রেটারী ॥ সাক্ষী বিনোদ শীল—

[*বিনু ঢোকে, উশ্‌কো খুশ্‌কো চুল। দুর্গার ইঙ্গিতে বসে।*]

দুর্গা ॥ আপনি কি কাজ করেন?

বিনু ॥ Apprentice শর্ট ফায়ারার।

দুর্গা ॥ কার helper?

বিনু ॥ দীননাথ মুখুজ্যের।

দুর্গা ॥ ১২ তারিখ রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন?

বিনু ॥ ঘরে। গান শুনছিলাম।

দুর্গা ॥ সে রাত্রে দীননাথের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়?

বিনু ॥ হ্যাঁ। রাতের পাল্লায় কাজ ছিল দীনুদার। আমার ঘরে খেয়ে তবে যায়। আঙুল কেটে গেছল। আমার বোন ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়।

দুর্গা ॥ কোন হাতের আঙুল?

বিনু ॥ বাঁ হাতের।

দুর্গা ॥ কোন আঙুল

[*বিনু হাত তুলে আঙুল দেখায়।*]

দুর্গা ॥ তারপর সে খাদে যায়?

বিনু ॥ হ্যাঁ। আমার মাকে প্রণাম করে সে চলে যায়।

দুর্গা ॥ Your witness!

[*চৌধুরী ওঠেন।*]

চৌধুরী ॥ কবে তুমি শর্ট ফায়ারার হও?

বিনু ॥ মাসখানেকের মধ্যেই।

চৌ ॥ ভাল করে কাজকর্ম না করলে কি হয় জানই তো! মনিবের বিরুদ্ধে কথা বললে কি হয় জানো?

দুর্গা ॥ Objection! সোজাসুজি সাক্ষীকে ভয় দেখানো হচ্ছে!

চৌ ॥ আমি প্রমাণ করে দেবো সাক্ষী unreliable, মিথ্যাবাদী। ভয় দেখালে সত্যি কথা বার করা সহজ হবে।

সেন ॥ Objection Sustained. Come to the point, Mr. Chowdhury

চৌ ॥ তুমি কি দীননাথের সঙ্গে পিট্‌ পর্যন্ত গিয়েছিলে?

বিনু॥ না।

চৌ॥ তবে কি করে জানলে সে খাদে নেমেছিল?

বিনু॥ বারো বৎসরে একদিনও কামাই করেনি দীনুদা।

চৌ॥ তোমার মাকে প্রণাম করল কেন?

বিনু॥ অভিজ্ঞ মাইনার, ও বুঝতে পেরেছিল বিপদ আছে।

চৌ॥ বুঝতে পেরেছিল তো নামল কেন?

বিনু॥ দীনুদা ওরকমই লোক।

চৌ॥ যদি বলি দীননাথ আর কোথাও পালিয়ে যাবার ফন্দী করেছিল?

বিনু॥ দীনুদা পালাবার লোক নয়।

চৌ॥ যদি বলি, তুমিও জানো সে কোথায় আছে?

বিনু॥ ভুল বলছেন......

চৌ॥ তোমার বোনের বয়স কত?

দুর্গা॥ Irrelevant সব কথা। I object!

সেন॥ Overruled

বিনু॥ ১৪/১৫ হবে।

চৌ॥ সে এসে দীননাথের হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল!

চাপা হাসি।]

বিনু॥ দীনুদার সঙ্গে তোমাদের.....

চৌ॥ দীনুদার সঙ্গে তোমার বোনের কি সম্পর্ক?

বিনু॥ (মুখ লাল) তার মানে?

চৌ॥ রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমার ঘরের সামনে মদের আড্ডা বসে?

বিনু॥ মদের নয়, গানের।

চৌ॥ ঐ একই কথা। মজুরদের গান মানেই মদের স্রোত। মাই লর্ড, এ সাক্ষীর কথার কোনো মূল্য নেই। এ immoral জীবন যাপন করে।

সেন॥ Mr Webster, how do you explain the disappearance of Dinanath?

ওয়েব॥ If I might make a guess, My Lord, the Indian worker has been known to hide and send his wife to claim compensation

চৌ॥ ঠিক। ভারতীয় শ্রমিকদের এটা চিরাচরিত প্রথা। দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে তারা গা ঢাকা দেয়, যাতে তাদের পরিবার কিছু পয়সা হাতাতে পারে ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

[*ইউনিয়ন কর্মীদের মধ্যে উত্তেজিত গুঞ্জন। শিউনন্দন কিছু একটা বলতে উঠে—*]

সেন॥ Order, Order!

দুর্গা॥ এসব হীন কটাক্ষের কোনো প্রতিবাদ করব না। My next witness Inspector মজুমদার।

সেক্রে॥ সাক্ষী ইন্সপেক্টর মজুমদার হাজির!

[*উর্দিপরা ইন্সপেক্টর ঢোকেন।*]

দুর্গা॥ আপনি নিয়ামতপুর থানার ও, সি?

ইন্॥ হ্যাঁ, স্যার।

দুর্গা॥ ১৪ তারিখ রাত্রে আপনার কাছে যে information আসে, দয়া করে সেটা কোর্টকে বলবেন?

ইন্॥ ১৪ তারিখ রাত্রি পৌণে বারোটার সময়ে খবর পাই, নিয়ামতপুর বাজারের কাছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে দুটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

দুর্গা॥ আপনি কি করলেন?

ইন্॥ আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে বডিদুটো পোস্ট মর্টেমে পাঠাই।

দুর্গা॥ পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে কি বেরোয়?

ইন্॥ কোনো একটা বিস্ফোরণের ফলে লোক দুটির মৃত্যু হয়েছে। তার ওপর একটা ভারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুজনের মুখ ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

দুর্গা॥ পরণে কি ছিল?

ইন্॥ উলঙ্গ। কিছুই ছিল না। সারা দেহে অস্ত্রের দাগ। কিন্তু পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে প্রমাণ হয়ে গেছে অস্ত্রাঘাত করার আগেই লোক দুটির মৃত্যু হয়েছিল।

দুর্গা॥ আর কিছু আপনার চোখে পড়ে?

ইন্॥ একটি লোক লম্বা, আর একটি বেঁটে, বোধ হয় কিশোর মাত্র।

দুর্গা॥ আর কিছু?

ইন্॥ লম্বা লোকটির হাতে একটা ময়লা পোড়া ব্যাণ্ডেজ।

[*নিমেষে কোর্টে বিদ্যুৎ খেলে যায়; চৌধুরী দাঁড়িয়ে ওঠেন।*]

দুর্গা॥ কোন্ হাতে?

ইন্॥ বাঁ হাতের তিনটি আঙুল।

দুর্গা॥ কোন্ তিনটি দেখান তো।

[*ইন্সপেক্টর হাত তুলে দেখান।*]

ছবি নিয়েছিলেন?

ইন্॥ নিশ্চয়ই। ছবি নেয়া আইন।

দুর্গা॥ কোর্টকে দেখান তো।

[*সেন ছবির উপর ঝুঁকে পড়ে।*]

Your witness!

চৌ॥ মিস্টার মজুমদার, নিয়ামতপুর এখান থেকে কতদূর?

ইন্॥ পঁচিশ মাইল।

চৌ॥ No more questions!

সেন॥ আমারো মনে হয় এ ছবিটাকে বা ইন্সপেক্টরের জবানবন্দীকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পঁচিশ মাইল দূরে দুটো বডি পাওয়া গেছে বলে তার জন্য শেলডন কোলিয়ারি দায়ী এটা আইন সম্মত হবে কি?

দুর্গা॥ রাত্রিবেলা ট্রাকে করে জি.টি. রোড ধরে পঁচিশ মাইল নিয়ে যাওয়া কি এমনিই কঠিন? মাই লর্ড, আমার বক্তব্য হচ্ছে, কোম্পানি দুই অপরাধে অপরাধী। প্রথম, সতর্কতামূলক

ব্যবস্থা অবলম্বন না করে গ্যাস জমতে দিয়ে তারা খনিটাকে একটা বারুদের গাদায় পরিণত করেছেন এবং বিনা ল্যাম্পে সে খনিতে শর্টফায়ারিং করতে পাঠিয়ে দীননাথ মুখুজ্যে ও তার সহকারী কালু সিংকে তাঁরা পরোক্ষভাবে হত্যা করেছেন। দ্বিতীয়, ক্ষতিপূরণ দেয়া এড়াবার জন্যে এবং সরকার তথা দেশবাসীর কাছে তাঁদের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে তাঁরা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেন ও কেউ যাতে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্য নিষ্ঠুরভাবে তাঁরা মৃতদেহের মুখ বিকৃত করে দিয়েছেন। আমার পরবর্তী সাক্ষী ডাক্তার প্রামাণিক, পোস্ট মর্টেমের.... ....

সেন ॥ No no! That is quite unnecessary! এ ছবি evidence নয়, নিয়ামতপুরে লাস পাওয়া সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন আমি করতে দেব না।

দুর্গা ॥ My Lord, ওটাই আমাদের আসল অভিযোগ, ওটাই.. .

সেন ॥ Sorry, ও সম্বন্ধে কোন কথা চলবে না। আর কোনো সাক্ষীরও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। It's a simple case! কোম্পানির সর্বোচ্চ অফিসাররা এখানে উপস্থিত আছেন; এই কোর্টকে সাহায্য করতে তারা যে ক্লেশ স্বীকার করেছেন তা প্রশংসনীয়। তাঁরা এখানে এসে মিথ্যা কথা বলবেন এ আমার মনে হয় না। বিশেষ করে ভারতীয় শ্রমিক সম্বন্ধে মিস্টার ওয়েবস্টার যেকথা বলেছেন সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্গা ॥ মাই লর্ড, ভারতীয় হিসেবে আমি তা ভাবতে পারছি না।

সেন ॥ Would you like to be held in contempt Mr Saha?

দুর্গা ॥ I apologize, My Lord

সেন ॥ The court is adjourned!

[*সকলে উঠে পড়েন, নানা কথাবার্তা।*]

ওয়েব ॥ (*সেনকে*) Lunch at the Director's Bungalow

চৌধুরী ॥ হ্যাঁ, অপূর্ব বাড়িটি। আগাগোড়া এয়ার কণ্ডিশনড্। (*দুর্গাকে*) পয়েন্টটা ধরেছিলে চমৎকার, কিন্তু circumstantial evidence কিনা, লাভ হয় না।

দুর্গা ॥ *বিকেলেই রায় দেবে মনে হয়?*

চৌ ॥ *হ্যাঁ, কেন?*

দুর্গা ॥ *কাল ভোরে কলকাতা যেতে পারলে ভাল হয়। পরশু অজহর আলি মার্ডার কেস*—

সেন ॥ Beautiful climate here!

ব্রুক্স্ ॥ At this time of year, yes

[*ইউনিয়নের কর্মী কটি ছাড়া সবাই চলে যায়। কুদরৎ একটু হাসে-* ।]

কুদরৎ ॥ মানুষের প্রাণ, এইটুকু মূল্য?

[*বাইরে থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসে।*]

ওকি?

বিনু ॥ বৌদি, মানে দীনদার বৌ। অফিসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাঁদে।

॥ পর্দা ॥

তিন

[পিট্‌হেড। ওপরে চাকা ঘুরছে—কয়লার টব বোঝাই ডুলি এসে থামছে—ঘটাং করে দরজা খুলে ট্রামার ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে টব। এক-আধটা ডুলি থেকে বেরোচ্ছে ক্লান্ত অবসন্ন মজদুর—মাথায় গোল হেলমেট, তাতে বাতি লাগানো; হাতে থলি, কারো বা গাঁইতি, শাবল। সামনে একটু আগুন জ্বলছে—তাকে ঘিরে কয়েকজন মজদুরদের মধ্যে সনাতনকে দেখা যায়। দেয়ালে পোস্টার—'দীনু মুখুজ্যের হত্যাকারীদের শাস্তি চাই! ইউনিয়নের সভ্য হউন!"]

একজন ॥ তারপর ?

সনা ॥ তারপর আর কি ? অন্ধকারে সাঁতার কাটতে লাগলাম। একা। অন্ধকার কাকে বলে সে খাদে আটকা না পড়লে কেউ বুঝতেই পারবে না। হঠাৎ কথা শুনতে পাই। পষ্ট কারা কথা বলছে। ছুটে যাই সেদিকে—কালো কয়লার দেয়ালে মাথা ঠুকে পড়ে যাই।

আর একজন ॥ কি, ভূত নাকি ?

সনা ॥ কে জানে ? আবার মনের ভুলও হতে পারে। রাত্রে যেমন শুনি.......

একজন ॥ কি ? কি ?

সনা ॥ কথা' খাদের মধ্যে চাপা গমগম শব্দ ঠিক তেমনি গলায়—খবরদার—৬ নম্বর, রাইজ খবরদার—তারপর—আগুনটা উস্কে দেনারে! আঁধার কেমন চেপে আসছে, হৃষিকেশ!

গফুর ॥ কেবল্‌ লাগাও—খবরদার!

হৃষি ॥ (অর্থাৎ ১) হাঁ।

সনা ॥ গানটান শুনবি, চলনা রে।

হৃষি ॥ বিনুদার বিকেলে পাল্লা পড়েছে। খাদে আছে—

সনা ॥ কি মুস্কিল।

হৃষি ॥ তারপর কি হোলো বলো ...।

সনা ॥ হঠাৎ শুনি ঠং ঠং করে গাঁইতি পড়ছে পাথরে। চীৎকার করে উঠলাম—জান বাঁচাও! ব্যস, অজ্ঞান। জ্ঞান হলে দেখি হাসপাতালে।

হৃষি ॥ সেখানে ভাল হয়ে উঠলে ?

সনা ॥ এই যে, এমনি হয়ে উঠলাম। সাহেব কোম্পানির হাসপাতাল জানো তো ? ভাল হবো কি করে ? ওষুধের বোতলে সব নম্বর মারা আছে—এক, দুই, তিন, চার। ডাক্তার আমায় দেখে বললে—কড়া ওষুধ চাই এর, ষোলো নম্বর। রোজ মাথায় ফেটি বাঁধা এক ফিরিঙ্গি মেয়েছেলে এসে আমার ঘাড় ধরে ১৬ নম্বর খাইয়ে যেতে লাগল। একদিন ওষুধ খেয়ে দেখি, বোতলে লেখা আছে ১০ নম্বর। বললাম—এই মেম, হামকে ভুল ওষুধ দিয়া গেয়া; হাম ১৬ নম্বরের আসামী হ্যায়। মেম বোতলটা দেখলে, বললে, ঠিক হ্যায়, আভি ৬ নম্বর খাও। দশ আর ছয় ষোল পূর্ণ হোলো, ষোল কলাও।

[সবাই হেসে ওঠে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দত্ত আসেন; হাতে টর্চ, খাদে যাচ্ছেন। পেছনে মোস্তাক।]

দত্ত॥ ঠিক আছে, আফটারনুন শিফটে বদলি করে দেব'খন। দরখাস্তটা সকালেই ম্যানেজার সাহেবের টেবিলে রেখে দিও।

মোস্তাক॥ যেমন আজ্ঞা করেন হুজুর। আর ঐ দুধ হুজুর, কেমন পছন্দ করছেন হুজুর?

দত্ত॥ ভালই। বিল পাঠাচ্ছ না কেন?

মোস্তাক॥ সেকি কথা হুজুর! পায়ে দয়া করে ঠাঁই দিয়েছেন হুজুর। এমনই নেমকহারাম ভাবেন হুজুর যে, সামান্য এক আধসের দুধের দাম চেয়ে জাহান্নমের পথ করবো হুজুর।

দত্ত॥ চলি—

মোস্তাক॥ সেলাম হুজুর।

[*দত্ত ডুলির দিকে চলে যান। একটু পরে দেখা গেল নীচে নেমে গেলেন। মোস্তাক এসে আগুন পোয়ায়।*]

একটু যদি দয়া করেন আপনারা একটু হাত-টাত শেঁকে নিই।

হৃষি॥ নির্লজ্জ খয়ের খাঁ।

মোস্তাক॥ আমায় বলছেন?

হৃষি॥ হ্যাঁ, তেল মাখাতে মাখাতে আর যে রাখলে না চাঁদ।

মোস্তাক॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্বভাবই ঐ। আব্বাজান বলে দিয়েছেন, ওরে মোস্তাক মাথা হেঁট করে থাকবি।

হৃষি॥ তা বলে দত্তকে অমন ভাবে সেলাম ঠুকবি?

মোস্তাক॥ দরকার হলে আপনাকেও সেলাম ঠুকবো, সনাতনদার পা টিপে দেব। দেব?

সনাতন॥ দে।

মোস্তাক॥ ওসবে আমার বাছবিচার নেই। (*পা টিপতে থাকে*) দিনের বা রাতের পাল্লায় কাজ পড়লে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। মোষ কিনেছি তিনটে। ভোরবেলা দুধ বিলি করে দুপয়সা আসছে। বিকেল ছাড়া কাজ করতে পারব না।

[*সাইরেন বেজে ওঠে ভীমগর্জনে। ডুলি ভর্তি মজুররা বেরিয়ে আসতে থাকে। অবসন্ন পা টেনে টেনে সবাই গৃহাভিমুখে রওনা হয়। থলি ও বাক্স হাতে আসে বিনু। শ্রান্তদেহে সে প্রায় পড়ে যায় আগুনের সামনে।*]

সনাতন॥ কি হোল?

বিনু॥ চৌষট্টিটা ফায়ার করেছি।

হৃষি॥ চৌষট্টি?

বিনু॥ হ্যাঁ।

হৃষি॥ পঞ্চাশটার বেশি নাকি নিয়ম নেই?

সনাতন॥ দীননাথের কেস-এ সাক্ষী দিয়েছিলে না?

বিনু॥ সেইজন্য—খুন করবে?

সনাতন॥ চেষ্টা করবে। খুন না হও, পাগল হবে। একটা করে তার জুড়ে আসবে আর মনে হবে আয়ু কয়েক বছর কমে গেল।

হৃষি॥ বিনুদা।

বিনু॥ কি রে?

হৃষি॥ আওয়াজ করতে কেমন লাগে ?

বিনু॥ বিচ্ছিরি। কেন ?

হৃষি॥ আমি শট্‌ফায়ারার হতে চাই। আমাকে শেখাবে ?

বিনু॥ দীনুদার কাছে আমিও একদিন ঠিক ঐ কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আমাকে শেখাবে ? দীনুদা কি বলেছিল জানিস ?

হৃষি॥ কি ?

বিনু॥ বাড়িতে কে আছে ? বললাম, মা বোন। বললে - কেটে পড। অনেক খাইয়ে, পায়ে ধরে তবে রাজী করালাম।

হৃষি॥ আমার বাড়িতে কেউ নেই। একেবারে একা। নেবে আমাকে ?

বিনু॥ দেখি, ভেবে দেখি।

হৃষি॥ আচ্ছা বিনুদা, আওয়াজ করো কেমন করে ? ভয় করে না ?

বিনু॥ আওয়াজ করতে ভয় নেই। ভয় হয় যখন যাই পরের কার্ট্রিজটায় তার পরাতে। এক এক পা ফেলি, আর মনে হয়—যদি পরেরগুলো হঠাৎ ফেটে যায় গরমে, প্রথমটার ধাক্কায়! তার পরাতে থাকি আর মাঝে মাঝে হাত দিয়ে দেখি পকেটে চাবি ঠিক আছে কি না—

হৃষি॥ চাবি কিসের ?

বিনু॥ এই দ্যাখ—প্রাণের চাবিকাঠি। এক্সপ্লোডারের চাবি। চাবি ঘোরালেই বারুদ ফেটে যায়। তাই আমি যখন তার পরাচ্ছি নূতন কার্ট্রিজে, তখন এই চাবি থাকে পকেটে। পাছে কেউ উঃ মাথা ধরেছে।

মোস্তাক॥ টিপে দেব ?

বিনু॥ না, না।

মোস্তাক॥ একটু, একটু দিই। সনাতন ভাই, যদি অনুমতি হয় তো বিনুদার কপালটা একটু টিপে দিই।

সনাতন॥ দাও।

বিনু॥ মাথার আর দোষ কি ? বারুদের ধোঁয়া আর কয়লার গুড়ো—উঃ, তার ওপর গ্যাস যা বেড়েছে না সনাতনদা—-

[*পলকে সনাতন উঠে বসে।*]

সনাতন॥ না, না, কেন এসব কথা। কেন এসব অলুক্ষুণে কথা ? কেন তোমরা এমন করে যন্ত্রণা দাও ? (চীৎকার করে) জবাব দাও।

[*হৃষিকেশ জড়িয়ে ধরে সনাতনকে।*]

হৃষি॥ বসো বসো, সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

সনাতন॥ ঠিক আছে ?

হৃষি॥ হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। বসো।

[*সনাতন চুপ করে বসে।*]

বিনু। যাইবে, ম্যাগাজিনে রিপোর্ট করে আসি। চৌষট্টিটা কার্ট্রিজ নিলাম, চৌষট্টিটা কার্ট্রিজ খরচা।

[বাক্স তুলে বিনু রওনা হয় অফিসের দিকে।]

মোস্তাক॥ বাক্সটা মাথায় করে নিয়ে যাব?

বিনু॥ যাঃ—(*রেগে বিনু চলে যায়।*)

[আরিফ আসে, হাতে গাঁইতি, মাঝে মাঝে কাশে, চোখ জ্বলছে।]

আরিফ॥ মোস্তাক, আট আনা ধার দিবি?

মোস্তাক॥ আফসোস, আফসোস! ঐ জিনিসটা সঙ্গে থাকে না। বড় দুঃখ আপনার সেবা করতে পারলাম না।

আরিফ॥ বড় সেয়ানা তুই। যেমন ফাজিল, তেমনি সেয়ানা।

মোস্তাক॥ সেও আপনাদের মেহেরবানি।

আরিফ॥ শালা হপ্তায় মাত্র একটা শনিবার কেন বুঝি না?

সনাতন॥ কি রে আরিফ? অত পয়সার কি দরকার হঠাৎ?

আরিফ॥ টেনে বুঁদ হতে চাই আজ।

সনাতন॥ কেন?

আরিফ॥ এমনি—

[কিছু দূরে গিয়ে বসে, গাঁইতির ধার এবং ওজন পরীক্ষা করতে থাকে।]

হৃষি॥ কি ব্যাপার? অমন করছ কেন?

সনাতন॥ ব্যাপার গুরুতর॥ জোয়ান ছেলের অমন বেজার মুখ দেখলেই বুঝবে, কোথাও না কোথাও একটা মাগী আছে।

মোস্তাক॥ হ্যাঁ ঐ কামিনটা। লছমি না রুক্মি কি নাম।

সনাতন॥ তাতে কি হোল?

মোস্তাক॥ ওকে ল্যাং মেরে রমজানের সঙ্গে ঘুরছে।

সনাতন॥ কে রমজান?

মোস্তাক॥ আরে ঐ যে মালকাটা। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের গফুর মিয়ার ছেলেটা। তারের কি একটা টুং টাং করে বাজায়; ছুটির দিনে পকেটে রঙীন রুমাল গুঁজে হাওয়া খেতে যায়।

হৃষি॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাঞ্জো-ওয়ালা রমজান।

সনাতন॥ তা আরিফের যেমন বুদ্ধি! প্রেমে পড়তে যায় কেন? পে-মাস্টারের অফিসের পাশেই শুঁড়িখানা বানিয়ে রেখেছে কোম্পানি—আর পাশেই থাকে ইয়েরা; যাও হপ্তার পুরো রোজগারটি ঐখানে একদিনে সাবাড় করে বগল বাজাও; তা না, হাত ধরাধরি আর চোখে চোখ রেখে রঙীন কথাবার্তা!

আরিফ॥ কি বলছো?

সনাতন॥ কিছু না।

আরিফ॥ মুখ সামলে কথা বলো, পাগলা, নইলে—। উঃ মাথার ভেতরে আগুন ধরে যায় এক একবার। ইচ্ছে হয় খাদের মধ্যে দিই এক ঘা বসিয়ে। মাথা ফাঁক করে মুখ ব্যাদান করে পড়ে থাকবে অন্ধকারে, কেউ জানতেও পারবে না।

হৃষি॥ পাগলামি করো না আরিফ।

সনাতন॥ তা ছাড়া মহব্বৎ করতে করতে হেরে গেছিস তো কি হয়েছে? রাজকাপুরের মত চুল উস্কোখুস্কো, চোখ ঢুলুঢুলু করে ঘুরে বেড়া, মজা পাবি।

আরিফ॥ হেরে গেছি। হ্যাঁ। ঐ শালা আধা পুরুষ আধা মেয়েছেলেটার কাছে হেরে গেছি আমি! কি যে শালা বাজালো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, তলিয়ে গেলাম কোথায়! আগুন ধরে যায় মাথায়। আচ্ছা এই গাঁইতির ওজন কত হবে? না, শাবলই ভাল।

হৃষি॥ কি সব বলছ?

আরিফ॥ আজকে ভেবেছিলাম মেরে দেব। শালা একমনে কয়লা কাটছিল। পা টিপে টিপে অন্ধকার দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেলাম পেছনে। হঠাৎ টের পেয়ে গেল, ছিটকে গিয়ে গাঁইতি তুললো। ওভারম্যান শালা এসে পড়লো সেই সময়। নইলে কলজে বার করে আনতাম।

[*একটা সোরগোল এগিয়ে আসতে থাকে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠে। দুজন শ্রমিক আগে ঢোকে. আনন্দে তারা লাফাচ্ছে।*]

১ম॥ আবার। আবার লেগেছে।

হৃষি॥ কিরে জনার্দন!

জনার্দন॥ জয়নুাল-কাবুলিওলা পালা আবার শুরু হয়েছে।

সনাতন॥ রোজ এই মঙ্গলকাব্য লেগেই আছে।

[*ছোট একটা ভীড় এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে বিনু, জয়নুাল ও এক পাঠান। পাঠান জয়নুালের কলার চেপে ধরেছে—জয়নুাল টলছে।*]

পাঠান॥ চালা চোর। চালা পয়সা নেই ডেটা! চালা বাগতা।

জয়নুাল। আকাশ, বাতাস, পাথর, পাহাড়, শুশুনিয়া পর্বত।

পাঠান॥ ক্যা বোল্‌টা? চালা ক্যা বোল্‌টা?

জয়নুাল॥ আসানসোলের কাছে শুশুনিয়া পাহাড়।

পাঠান॥ চালা বডমাস—চালা বডমাস।

বিনু॥ এই খাঁ সাহেব, —কি হচ্ছে? দেখছ না মদ খেয়েছে?

পাঠান॥ চালা বোজানো মড কেয়েসে টো পয়সা কে ডেবে? লাও, পয়সা লাও চালা।

জয়নুাল॥ নদ, নদী, খাল, বিল, ২ নম্বর পিট।

পাঠান॥ মারো চালাকো।

হৃষি॥ আরে মাতোয়ালা হ্যায।

পাঠান॥ যব পয়সা মাংটা তব মাটোয়ালা হোটা। চালা বডমাস।

জয়নুাল॥ ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, গাধা, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পাঠান॥ আজ মারেগা। আজ মারেগা জরুর। চালা [illegible] বাগতা।

জয়নুাল॥ ডুলি, গাঁইতি, শাবল, বেলচা, (*চেঁচিয়ে*) ম্যানেজার ওয়েবস্টার।

[*পাঠান একটু ভড়কে যায়।*]

পাঠান॥ কেয়া বোল্‌টা।

জয়নুাল॥ রক্ত, কলিজা, শিনা, বারুদ, আওয়াজ, শটফায়ারার।

[*চেঁচাতে চেঁচাতে আরিফের গাঁইতিটা তুলে নেয়।*]

রক্ত রক্ত রক্ত খুন—

[পাঠান পিছিয়ে যায়।]

পাঠান ॥ এ ক্যা? ক্যা হুয়া?

সনাতন ॥ আর কেয়া হুয়া। মদ খায়কে উসকা মস্তিষ্ক বিকৃতি হুয়া—

জয়নুাল ॥ বেঞ্চো। শালা ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড, ওভারম্যান, ট্রামার, ট্রলি! চলো শালা।

পাঠান ॥ যাটা, যাটা! কাল—কাল আয়গা! পিয়া হ্যায়।

[পাঠান প্রস্থান করে।]

জয়নুাল ॥ শালা চিপ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

বিনু ॥ এই জয়ন্যুল। কি হোল রে? কি বলছিস?

জয়নুাল ॥ কদ্দূর গেল?

[গাঁইতি ফেলে জয়ন্যুল বসে।]

হুমি ॥ ভেগেছে, কেটে পড়েছে।

বিনু ॥ কত ধার করেছিস?

জয়নুাল ॥ মনে নেই। সুদ দিতে হয় হপ্তায় ছ'টাকা, মানে দেয়ার কথা—আমি দিই না। আঠারো টাকার ছ'টাকা গেলে খাব কি?

বিনু ॥ তাই সব সময়ে মদ খাস?

[কুদরৎ এবং আর একজন কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে।]

অন্যজন ॥ ঐ শালার মুন্শীর ক্ষুদে বেড়ে যাচ্চে, বুঝলে কুদরৎদা। আমরা বাগ্দী। ইউনিয়ন যদি কিছু বিহিত না করে তবে মুনশীকে আর খুঁজে পাবে না বলে দিলাম।

বিনু ॥ এস কুদরৎভাই আগুন পোয়াও —

[কুদরৎ বসে।]

কুদরৎ ॥ সময় বেশী নেই। এক নম্বরে মিটিং আছে।

বাগ্দী ॥ মিটিং ফিটিং বুঝি না কুদরৎদা—বিহিত করবে কিনা বলে দাও সাফ সাফ-

মোস্তাফা ॥ এর মাথা গরম হয়েছে। একটু জল-টল দেব?

বাগ্দী ॥ থাম তুই।

বিনু। কি হয়েছে?

কুদরৎ ॥ এক নম্বর পিটের মালকাটা এ, জলু বাগ্দী। ওখানকার মুনশীটা বড় জ্বালাচ্ছে। টবগুলোয় নম্বর দেয় ত মুনশীটা, ঘুষ চায়, বলে ঘুষ না দিলে লিখবে না যে টব ভর্তি হয়েছে।

বাগ্দী ॥ না তোমরাই বল ভাই। সারাদিন কয়লা কেটে একটা টব ভর্তি করলাম, আড়াইটি টাকা পাব। তা থেকে আবার ঘুষ? রাগ হবে না?

কুদরৎ ॥ মুন্শী আবার জীবন মিত্র ম্যানেজারের পেটোয়া লোক। কি যে করি! দরখাস্ত লিখে লাভ নেই, ইউনিয়নকে স্বীকারই করে না। চল দেখি।

আরিফ ॥ মার দাও, মার।

[জলু এবং কুদরৎ চলে যায়।]

সনাতন ॥ আগুন উস্কে দাও, উস্কে দাও।

[কথাটা দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে, বিনু বোঝে, একটু হাসে।]

হৃষি॥ দিচ্ছি, দিচ্ছি।

মোস্তাক॥ আমি দিচ্ছি। কয়লার আক্রা কি!

জয়নুল॥ তাস খেলবি?

সনাতন॥ কোয়াটারে চলুন, খেলবো।

জয়নুল। তোর সঙ্গে নয়। তাসকেও ব্যবসা বানিয়ে তুলেছিস।

[বিরাট একটা টব ঠেলতে ঠেলতে আসে দুইজন C.R.O. শ্রমিক; আগুন দেখে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।]

C. R O.॥ একটু, একটু বিড়ি খেয়ে নিই।

২॥ হাঙ্গামা বাধাবি বলে দিলাম।

১॥ দাঁড়া না, একটু, একটু।

[১ নং আগুন ঘেঁষে বসে পড়ে।]

উঃ কি ঠাণ্ডা!

[মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।]

সনাতন॥ কিগো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

১॥ এ্যাঁ!

সনাতন॥ বলছি ঘুমোলে?

১॥ না—কই না। বড়...বড় ধকল!

সনাতন॥ ক'ঘণ্টা কাজ করলে?

১॥ কে জানে?..পাঁচ...দশ... অনেক...বড় ধকল!

বিনু॥ পাঁচ দশ মানে? এ কি?

মোস্তাক॥ এরা দুঃখী, বড় দুঃখী। এরা সি, আর, ও।

সনাতন॥ বারোয়ারী মজুর। ঘণ্টার একটা ঠিকঠাক নেই। আজ কোম্পানী কি দিয়ে অতিথি সৎকার করলো?

১॥ এ্যাঁ?

সনাতন॥ বলছি কি খাওয়াল আজ?

১॥ লপ্‌সি।

সনাতন॥ কাল?

১॥ লপ্‌সি। তাইতেই তো জোর পাই না, বুঝলে—বড় ধকল।

[C. R. O.-রা টব ঠেলতে ঠেলতে ক্লান্ত পায়ে চলে যায়। গফুর কাছে আসে।]

গফুর॥ কি, আবার জুয়ার আড্ডা বসেছে?

সনাতন॥ জুয়া বুধবারে হয় না, রবিবারে। বুধবার পর্যন্ত হাতে পয়সা থাকে না।

গফুর॥ ঐ হতভাগা জয়নুলকে বিশ্বাস নেই। শালা সেদিন খাদের মধ্যে বোতল নিয়ে গেছলো। এই শালা নিয়েছিলি কি না?

জয়॥ মাঠ, ঘাট, বন্দর, জাহাজ, নৌকা।

গফুর॥ ওকি?

জয়॥ জামা, কাপড়, গেঞ্জি, চাদব, আলোয়ান, ফেজ টুপি।

গফুব॥ এ্যাঁ।

সনাতন॥ ভুল বকছে।

গফুব॥ টেনেছে?

সনাতন॥ হ্যাঁ।

জয়॥ ঘাস, পাতা, গাছ, বট, শাল, পেছনে বাঁশ।

গফুব॥ যতসব—

[*গফুব হনহন কবে ল্যাম্পকমেব দিকে চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি ঘোমটা-পবা লজ্জাবনতা বধূ এসে একপাশে একটা ভাঙা চাকাব উপবে বসে, হাতে গামছা জড়ান বাটি।*]

আবিফ॥ এই শালাব ছেলে বলেই বমজানেব অত বাড বেড়েছে। নইলে আবিফেব মাগীব দিকে তাকানোব সাহস হোত না।

হৃষি॥ আবে আবে কে মাইবি?

মোস্তাক॥ উনি ' উনি ট্র্যামাব হবিদাস মাইতিব বিবি। বোজ আসেন খাবাব নিয়ে।

সনাতন॥ হ্যাঁ, ক্যানটিনেব খাবাব খেলে নাকি হবিদাসেব কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

আবিফ॥ নতুন বিয়ে কবেছে কি না তাই অত। আমাবও একটা ইচ্ছে ছিল—রুক্মি আসবে - খাবাব নিয়ে বসে থাকবে। ববরাদ হয়ে গেল——সব ববরাদ হয়ে গেল।

হৃষি॥ ছাডো না।

বিনু॥ তোমাবও দিন আসবে ভাই।

আবিফ॥ আব দিন আব বেশী নাই। ঘনিয়ে এসেছে।

বিনু॥ কি বকম?

আবিফ॥ এই কাশি— ডাক্তাব বলেছে আমাব যক্ষ্মা হয়েছে, কয়লাব গুঁড়ো গিয়ে গিয়ে ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে।

মোস্তাক॥ সে তো সকলেবই হয় দাদা।

বিনু॥ তা তোমাব অমন অসুখ, রুক্মিকে বিয়ে কবা কি উচিত হোত?

আবিফ॥ ওবও তো অসুখ। কয়লা বয়ে বয়ে ওব পেট জখম হয়ে গেছে। ছেলেপুলে হবে না। (*একটু থেমে*) না হোক, আমি রুক্মিকেই চেয়েছিলাম, ছেলেপুলে নয়। আবে...

[*তাব দৃষ্টি লক্ষ্য কবে সবাই দেখে রুকমি আসছে। পিঠেব ওপব একটা টুকবী। চলাব ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে লাস্য, সপ্রতিভ আকর্ষণেচ্ছা। হাতে একটা কাগজ নিয়ে সে পে মাস্টাবেব ঘবে ঢুকে যায়।*]

বিনু॥ ঐ রুক্মি।

হৃষি॥ হ্যাঁ।

[*রুক্মি বেবিয়ে আসে—পয়সা গুণছে। কাছে এসে দাঁড়ায়, আঁচলে পয়সা বাঁধে। ইচ্ছে কবেই সে আবিফেব দিকে তাকায় না।*]

জয়ন্যাল॥ কি গো রুক্মি? কত বোজগাব হোল?

রুকমি॥ এক টাকা এক আনা। তোমাব তাতে কি?

জয়॥ বেড়াল কেমন?

রুকমি॥ তোমার চেয়ে ভাল।

জয়॥ ময়না?

রুকমি॥ (*একটু রেগে*) জানি না।

সনাতন॥ একবংশ জীবজন্তু পালছো—রোজ একটাকা এক আনা রেটে পারো কি করে?

জয়॥ উপরি আছে।

রুকমি॥ (*চলে যাচ্ছিল, ঘুরে*) কি?

জয়॥ বলছিলাম অনেকে দেয়-টেয়, ভালবেসেই দেয়।

[*রাগে রুকমির বাক্যস্ফূর্তি হয় না, তারপরেই সে কায়দা বদলায়, এক আদিরসাত্মক হাসি ছেড়ে এগিয়ে আসে।*]

রুকমি॥ কেন ভাই? তুমি দেবে নাকি।

জয়॥ বোমা, গুলি, বারুদ, পিস্তল, টোটা।

রুকমি॥ না, তোমার আবার মতিবাই আছে সর্দার পাড়ায়। এত পয়সা ওর পেছনে ঢালো, দেখো তো আমার গায়ের বাঁধুনি ওর চেয়ে খারাপ?

জয়॥ মদ, মাংস, মেয়েমানুষ, মানে মারামারি আর কি—ধ্যেৎ, কি ছাই বকছি!

রুকমি। এই মুরোদ! ছি! ফষ্টিনষ্টি করবে খুব, কাজের বেলায় ল্যাজ গুটিয়ে ভাগবে। এখানকার সব কটা মানুষই অমনিধারা।

[*কথাগুলো যে আরিফের উদ্দেশে বলা এ কারো বুঝতে বাকি থাকে না।*]

আরিফ॥ কেবল একজন ছাড়া।

রুকমি॥ হ্যাঁ, শুধু একজন ছাড়া। (*আবার রওনা হয়*)

আরিফ॥ তাও যদি একটা মরদ হোত।

রুকমি॥ (*ঘুরে*) আর তুমি বুঝি খুব মরদ।

আরিফ॥ (*উঠে*) দেখতে চাও?

রুকমি॥ গত এক বছর ধরে তো দেখে আসছি। একটু হাত ধরলে আর দুটো মিষ্টি কথা বললে আমাদের মন গলে না, তাও আবার কয়লার গুঁড়োয় তোমাদের গলা ভেঙ্গে থাকে, মিষ্টি কথাই মনে হয় গালাগাল।

আরিফ॥ আমি তোমার জন্যই.....তোমার মুখ চেয়েই...ভেবেছিলাম দুটো পয়সা কামিয়ে তারপর বিয়ে টিয়ে করে—মানে বিয়ের আগে তোমাকে বেইজ্জতি করতে চাইনি।

[*রুকমি আবার হেসে ওঠে।*]

রুকমি॥ মোল্লা সাহেব এলেন যে! ও সবের মধ্যে আবার ইজ্জৎ-টিজ্জৎ এনে ফেলছ কেন? যাই দেখি রমজানটা কোথায় গেল!

আরিফ॥ দাঁড়াও (*এগিয়ে আসে*) এ বেতমিজ

রুকমি। উম্‌ম্ একটু—একটু। আরো মেটাবে।

আরিফ॥ (*চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ*) তোকেও ওর সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কাটবো।

রুকমি॥ চেষ্টা করে দেখতে পার।

[*গ্রীবাভঙ্গী করে রুকমি বেরিয়ে যায়—ডাক শোনা যায় "রমজান, এই রমজান।"*]

আরিফ॥ আজকে খাদের মধ্যেই তোকে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল।

[হরিদাস আসে খাদ থেকে, চোখ পড়ে বউয়ের উপর, দ্রুতপায়ে সে এগিয়ে যায়।]

হরি॥ কতক্ষণ ?

বউ॥ এই তো।

হরি॥ রোজ কেন এসে বসে থাক? (বউ বাটি বার করে দেয়, হরি খেতে শুরু করে) আজ দেড় টব কয়লা তুলেছি, তার মানে তিন টাকা বারো আনা। এক টাকা চার আনা বাঁচবে। আগে কত জমা হয়েছিল ?

বউ॥ ষোল টাকা ছয় আনা।

হরি॥ তা হলে হোল গিয়ে তোমার সতের টাকা দশ আনা। কলি গড়াতে আর বেশিদিন নেই, বুঝলে ?

[বউ জবাব দেয় না, সোরগোল করতে করতে রুকমি ফিরে আসে রমজানের হাত ধরে টানতে টানতে, রমজানের অপর হাতে ব্যাঞ্জো, পেছনে ঢুলি।]

রুকমি॥ না, তুমি এখানে বসে বাজাও। কেমন আগুন জ্বলছে।

রমজান॥ রুকমি তোর জ্বালায়—বোস তে। এখানেই হয়ে যাক।

মোস্তাক॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোক।

সনাতন॥ লাগ, লাগ, লাগ, লাগ।

রুকমি॥ রমজান আমার বেড়ালের ঘুঙুর আনলি ?

রমজান॥ এ্যাঁ ? হ্যাঁ, এই যে।

রুকমি॥ (ঘুঙুর বাজিয়ে) বাঃ বা বা বা বা ' ওধার গলায় পরিয়ে দেব, ম্যা'ও ম্যাও করবে আর পায়েল বাজবে।

রমজান॥ বাজাবো ?

রুকমি॥ হ্যাঁ।

রমজান॥ ধর ভাইয়া কাওয়ালি।

[ঢোল বেজে ওঠে, সেই সঙ্গে ব্যাঞ্জোর শব্দ। রুকমি পেছনে একটা উঁচু জায়গায় উঠে দৃশ্যটা দেখে। একটু বাজনা চলতেই—]

রুকমি॥ রমজান।

[বাজনা থামল।]

গুহ সাহেবের বাগান থেকে আমার জন্য পেয়ারা আনলি ?

রমজান॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় গেল ? এই যে—ধরো।

[পেয়ারা ছুঁড়ে দেয়। পরমানন্দে আরিফকে দেখিয়ে রুকমি পেয়ারা খায়। বাজনা চলে —হঠাৎ—]

আরিফ॥ ব্যাস, খামোস।

[বাজনা থামে।]

উঠে এসো ওখান থেকে।

রমজান॥ তার মানে ?

আরিফ॥ যদি মরদ হও তো উঠে এসো। মোকাবিলা আছে।

[তৎক্ষণাৎ উঠে আসে রমজান।]

রমজান॥ কি বলতে চাও ?

আবিফ॥ তুমি একটা বদমাইশ। আমাব জিন্দগী ববৰাদ কবে দিয়েছ তুমি।

বমজান॥ দেখ আবিফ, অনেকদিন থেকে তোমাকে লক্ষ্য কবছি আমি। নিজেব মেয়েমানুষকে নিজে আগলে বাখতে পাব না আব দোষ দিচ্ছ আমাকে?

আবিফ॥ রুকমিকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছ তুমি।

বমজান॥ খববদাব, পুঁতে ফেলবো এখানে!

[মুহূর্তেব মধ্যে দুজনেব খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। সবাই মিলে থামাবাব আগেই বমজান পড়ে যায় মাটিতে, টেনে সবান হয় দুজনকে, দুজনেই হাঁফাচ্ছে।]

আবিফ॥ এই বলে বাখলাম বমজান, তোব জান নেবই, কোথাও না কোথাও, একদিন না একদিন।

[আবিফকে হিঁচড়ে নিয়ে যায় কয়েকজন; রুকমি হাই তোলে অর্ধভুক্ত পেয়াবা ফেলে দিয়ে নেমে আসে।]

রুকমি॥ হয়েছে?

বমজান॥ শালা হঠাৎ মেবে বসলো তাই—

রুকমি॥ গায়ে অব একটু তাগৎ আনো, বুঝলে? একেবাবে ল্যাগব্যাগ সিং।

বমজান॥ না না, তুমি দেখ – হাতটা দেখ কি শক্ত –

[রুকমিব প্রস্থান, পেছনে বমজান।]

সনাতন। দুটি দুজনাকেই গুণ্ডা বানিয়ে ছেড়েছে।

[একটা চাপা গণ্ডগোল শোনা যাচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে। উত্তেজিত জল্পনা-কল্পনা কবতে কবতে একদল মজদুব ঢোকে, কেন্দ্রস্থলে এক বলিষ্ঠ শটফায়াবাব, কাঁধে ঝোলান বাক্স। নাম হাফিজ আলি।]

হাফিজ॥ পুবো বাতিটা নীল হয়ে গেল। আব বাতি ফাতি দবকাব হয় না; হাফিজ আলিব ওসব দবকাব হয় না, খাদে নেমেই বুঝতে পাবি গ্যাসেব অবস্থা কি?

একজন॥ বাতাস প্রায় নেই বলে মনে হচ্ছে। বুকে যেন পাথব চাপান—

বিনু॥ কি হয়েছে হাফিজ দা?

হাফিজ॥ গ্যাস—বিনু একদম কথা অবশ ন। এক নম্বব পিট ছেড়ে সবাই বেবিয়ে এসেছে।

[কুদবৎ আসে ছুটতে ছুটতে।]

কুদবৎ॥ সবাই বেবিয়েছে তো?

হাফিজ॥ সবাই।

কুদবৎ॥ জমাট গ্যাস। আইন আছে সুড়ঙ্গ ষোল ফুটেব বেশী চওড়া হবে না, নইলে গ্যাস জমে। এখানে তো বাইশ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। দেখুন আপনাবা, টাকাব লোভে কয়লা কাটতে কাটতে কি ভাবে আমাদেব জীবন বিপন্ন কবে কোম্পানি।

[অকস্মাৎ মেশিনেব গর্জন থেমে যায়, এক নম্বব পিটে কাজ বন্ধ হয়েছে। দলে দলে মজদুব বেবিয়ে আসতে থাকে, মন্তব্য শোনা যায়।]

১॥ খাদ তো নয়, ফাঁদ।

২॥ ওব মধ্যে আবাব বলছে আওয়াজ কব।

[দুইদল মিশে যায়, উত্তেজিত মত আদান প্রদান। দত্ত বেবিয়ে আসেন ভিড় ঠেলে—

তিনি মাঝখানে এসে দাঁড়ান।]

দত্ত॥ এর অর্থ কি? এর মানে কি?

৩॥ নীচে থাকা এখন বিপদজ্জনক।

দত্ত॥ কেন?

হাফিজ॥ জানেন না কেন?

সনাতন॥ ওকে শোঁকাওগে! বুঝবেন।

দত্ত॥ গ্যাস? আমি বলছি গ্যাস জমেনি।

সনাতন॥ তাহলে আপনিই নিচে যান, আমরা ঘরে চললুম।

[সবাই হেসে ওঠে।]

দত্ত॥ তোমরা মাইনে খেয়েছো—নেমকহারামি করতে লজ্জা করে না?

জয়॥ মাইনের জন্য জান দিয়ে আসবো?

দত্ত॥ চোপরাও।

জয়॥ জট, জুট, চুল, ন্যাড়া, টাক ইত্যাদি।

কুদরৎ॥ মাইনে যা দেন তার বহুগুণ বেশি মুনাফা আপনাদের সিন্দুকে জমা করে দিই। ওসব কথা আর বলবেন না।

দত্ত॥ তুমি কে?

কুদরৎ॥ সে কি! ভুলে গেলেন?

দত্ত॥ তুমি কোম্পানির জমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছ খেয়াল আছে? ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের সেপাইরা তোমাকে মারতে মারতে আধমরা করে দেবে জান?

একটি কণ্ঠস্বর॥ তাতে কি আমাদের প্রশ্নের জবাব হয়ে যাবে?

হাফিজ॥ না খাদে গ্যাস কমে যাবে।

দত্ত॥ তোমরা বেআইনী ভাবে কাজ বন্ধ করেছ তার ফলাফল—

কুদরৎ॥ বে আইনী? শুনুন বন্ধুগণ (*একটা চাকার উপরে উঠে*) ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের কয়লাখনি আইনের ১৪৫ ধারায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে খাদের গ্যাস বেড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মজুরকে উপরে তুলে আনতে হবে। কোম্পানি সে আইন মানেনি, তাই আপনারা নিজেরা থেকে বেরিয়ে এসে কোন বে-আইনী কাজ করেন নি।

দত্ত॥ কে বললে খাদে গ্যাস জমেছে?

হাফিজ॥ আমি বলছি।

দত্ত॥ শুধু বাতি দেখে সব সময় বোঝা যায় না।

হাফিজ॥ শুধু বাতি নয়, আমার চোখ নাক গায়ের চামড়া সব দিয়েই।

দত্ত॥ কিন্তু কোম্পানির বড় বড় এক্‌স্‌পার্টরা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে বলেছেন গ্যাস নেই।

বিনু॥ দীনুদাকে খাদে পাঠাবার সময়ও একই কথা বলেছিল।

[উচ্চরবে সমর্থন আসে ভীড়ের মধ্য থেকে।]

দত্ত॥ তাহলে কাজে যাবে না তোমরা?

সনাতন॥ দেখে শুনে কি মনে হয়?

দত্ত॥ ফল বড ভাল হবে না। ভাল হবে না ফল।

মোস্তাক॥ সেলাম সাহেব, আমি যাব। যদি বলেন তো খাদে যাব। এক্ষুণি যাব। যেখানে বলবেন সেখানে যাব।

দত্ত॥ শালা গর্দভ।

[দত্ত বেরিয়ে গেলেন।]

মোস্তাক॥ তোমরা বোঝ না। আপনারা বোঝেন না। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড আসবে এক্ষুণি। মাথা বাঁচাবেন না? আমি বাঁচাবো। আমার মাথা বেজায় নরম।

[মোস্তাক চলে যায়। জনতার মধ্যে ভীত গুঞ্জন।]

কুদরৎ॥ বন্ধুগণ, ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কি করবে? কজনকে মারবে? খাদে যদি মরেন সবাই একসঙ্গে কোররান হয়ে যেতে পারেন, জানেন? দীনুদাকে সবাই চিনতেন তো?

[সকলে "হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়"।]

হ্যাঁ সবাই চিনতেন। এ তল্লাটে এমন কেউ নেই যে দীনুদাকে চিনতো না। তিনি ছিলেন সবার দাদা। তাঁকে যখন খাদে পাঠিয়ে মারলো, তখন থেকেই কোম্পানি জানে গ্যাস জমেছে। আজ পর্যন্ত তারা কোন ব্যবস্থা করেনি। ফ্যান কমজোর হয়ে গেছে, বাতাস প্রায় নেই, বালি ছড়ানো বন্ধ করেছে। বয়লার গুঁড়োয় খাদ অন্ধকার, বাতিগুলো হলদে নিবু নিবু দেখায়। কারণ খরচা ওরা করবে না। ওরা চায় মাসে পঞ্চাশ হাজার টন প্রডাকশন। সেটাকে বাড়িয়ে ষাট সম্ভব করতে পারলে আরো ভাল হয়। আর সেই মুনাফা যারা গড়ে তুলছে, তাদের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা ওরা করছে বলুন? ওরা ইংরেজ, তাই ভারতীয় মজুরদের প্রাণের মূল্য নেই। মরে গেলেও সৎকার হয় না। মুখ থেঁতলে, উলঙ্গ করে দেহ ফেলে দেয় দূরে। আর পাশেই আছে দেশী কোম্পানি। ওরাও মুনাফা কামাচ্ছে, শোষণ করছে, তবু হাসপাতাল করেছে, স্কুল করেছে. খাদে মারা গেলে কোম্পানির খরচায় অন্তত অন্ত্যেষ্টি সংকারটা করে, পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়। কিন্তু এরা সাহেব, এদের চামড়া সাদা—

সনাতন॥ খাদে শামুক একবার, কয়লা সবাইকে সমান কালো করে দেবে হে, কোন বাছবিচার করবে না।

[একটা চাপা উত্তেজনা ও গুঞ্জন। ভীড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ান সুবাদার মহাবীর সিং ও গফুর।]

মহাবীর॥ কি হয়েছে?

[নীরবতা।]

পাল্লা চলছে, সবাই বাইরে কেন?

কুদরৎ॥ (নেমে আসে) নীচে গ্যাস জমেছে।

মহাবীর॥ তুমি কে?

কুদরৎ॥ আমি যে হই কথা হচ্ছে জীবন বিপন্ন করে মজদুররা—

[বিদ্যুৎগতিতে এক মুষ্ট্যাঘাত করে মহাবীর, কুদরৎ ঘুরে পড়ে যায়।]

মহাবীর॥ আর কেউ?

[সবাই ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

তাহলে এবার কাজে যাও।

হাফিজ॥ গেলে একজনও ফিরবে না।

মহাবীর॥ কেন?

হাফিজ॥ গ্যাস জমেছে।

মহাবীর॥ জমুক। আমি হুকুম দিচ্ছি যাও—

সনাতন॥ (*গলা খাঁকারি দিয়ে*) গ্যাস কি হুকুম শুনবে?

মহাবীর॥ কি?

সনাতন॥ বলছিলাম গ্যাসকে ঠাণ্ডা করার জন্যও চাই ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড—

[*এবার সনাতনকে মারে; পড়ে যায়, কলার ধরে তুলে আবার মারে। হঠাৎ মাথা চেপে ধরে চীৎকার করে উঠে সনাতন।*]

সনাতন॥ অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না—জীয়ন্ত কবর।

মহাবীর॥ চালাকি করছো?

[*আবার হাত তোলে, রমজান মাঝে এসে দাঁড়ায়।*]

রমজান॥ দোহাই হুজুর, ওর অসুখ ওকে মারবেন না।

গফুর॥ (*বজ্রস্বরে*) রমজান!

মহাবীব॥ তোমার ছেলেটা না?

গফুর॥ হ্যাঁ সুবাদার সাহেব।

মহাবীর॥ এই শিক্ষা দিয়েছ?

গফুর॥ (*ক্ষেপে যায়*) রমজান—সরে আয় ওখান থেকে।

রমজান॥ আব্বাজান সনাতনদা বুড়ো, এর মাথার বেমারী আছে। একে তোমরা মেবো না।

গফুর॥ ও শালা মতলবি, মজুবদের উস্কানি দেয়। ওকে মেরে আজ সোজা করে দেওয়া হবে। সরে আয় ওখান থেকে।

রমজান॥ না।

গফুর॥ কি বললি?

রমজান॥ মাপ করো আব্বাজান, আমাকে মারো আমি সরবো না।

মহাবীর॥ মারো—

[*গফুর এসে কলার চেপে ধরে।*]

গফুর॥ ছেলে বলে আমার কাছে রেহাই পাবি না জেনে রাখ।

[*মারে—একবার দুবার তিনবার—রমজান পড়ে যায়।*]

আব্দুল গফুরের ছেলে তুই। আমার ঘরে কখনো যদি পা দিয়েছিস তো তোকে কুকুরের মতন গুলি করে মারবো। তোর মার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করতে পারবি না বলে দিলাম। (*মহাবীরকে সেলাম করে*) সাজা দিয়েছি।

মহাবীর॥ আমি পাঁচ গুনবো তারপর যাকে ওপরে দেখবো তাকেই শুইয়ে দেব। এক....দুই ....তিন ....চার....

[*জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য।*]

বিনু॥ ল্যাজ গুটিয়ে সবাই খাদে যাবে।

মহাবীর॥ তুমি সর্দার লেখাপড়া জানো। তোমার মুখে এসব বেসুরো শোনাচ্ছে বিনোদ।

বিনু॥ (অসহ্য ক্রোধে) কিসের ভয় দেখাচ্ছেন? আমি শটফায়ারার, বারুদ ঘেঁটে জীবন কাটাই। আপনাদের এই বীভৎস অত্যাচারের জবাব. ...

মহাবীর॥ অত্যাচার কোথা?

বিনু॥ একটা অসুস্থ বৃদ্ধকে ওখানে শুইয়ে দিয়েছেন, একটা আপনভোলা বাচ্চা ছেলে এখানে বসে ক'তরাচ্ছে। মানুষের—মানুষের গায়ে হাত দেন? ঐ হাত ভেঙে দেব আমরা।

[*কল তুলে এগিয়ে আসে—শান্তস্বরে শোনা যায়।*]

হাফিজ॥ গায়ে হাত দিয়ে দেখুন।

[*মহাবীর দাঁড়িয়ে পড়ে।*]

মহাবীর॥ আর একজন শটফায়ারার। ভাল রে ভাল।

হাফিজ॥ কই মাথা ভাঙলে না?

[*মজুররা কেউ গাঁইথি কুড়োচ্ছে, কেউ শাবল, কেউ বা একখণ্ড কয়লা।*]

মহাবীর॥ এখানে আমি একা। তবে আমার দিন আসবে বুঝেছ?

আরিফ॥ (চেঁচিয়ে) মাথা ভাঙলে না?

মহাবীর॥ মাথা ভাঙার অনেক কায়দা আছে—শুধু যে ভাঙার বাড়িতেই —

কয়েকজন॥ মাথা ভাঙলে না?

মহাবীর॥ পুলিশ আসবে কেস হবে—সবকটাকে ধরে হাজতে—

অনেকে॥ মাথা ভাঙলে না?

মহাবীর॥ তোমাদের সকলকে এর জবাবদিহি করতে হবে।

সকলে॥ মাথা ভাঙলে না?

[*দুজনে পিছু হটে। গফুর কিছু একটা বলতে প্রয়াস পায়, প্রতিবারই সমবেত চীৎকারে গলা ডুবে যায়। দুজনের প্রস্থান। হসির কোরাস উঠে। কুদরৎ বিনুর হাত চেপে ধরে।*]

কুদরৎ॥ কোম্পানি তোমাকে বুঝিয়ে দিল, না বিনুভাই?

[*এক মুহূর্ত তারপরই বিনু হাত ছাড়িয়ে নেয়।*]

বিনু॥ হঠাৎ রাগে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। —মারছিল যে —কিন্তু—এখন এখন ভাবছি বাড়ি গিয়ে মাকে কি বলবো। শনিবার আসবে না চাল ডাল আসবে না।

কুদরৎ॥ গিয়ে বলবে গলা তুলে "যতদিন না গ্যাস পরিষ্কার হচ্ছে, ততদিন হরতাল—"

বিনু॥ জানি না কি বলবো। মার যে অনেক আশা—

[*বিনু চলে যায়।*]

কুদরৎ॥ সনাতন আর রমজানকে ডাক্তারখানায় একবার দেখিয়ে নাও গে।

হাফিজ॥ তোমার ঠোঁট ফেটে গেছে, চল—

কুদরৎ॥ দূর্, আমি চললাম আসানসোল। হরতালের সময়ে তোমাদের খাবার চাই, পয়সা চাই। সবাইকে জানাতে হবে এ কথা।

[*কুদরৎ চলে যায়। সনাতনকে পিঠে নিয়ে আরিফ চলে যায়। পেছনে কিছু মজদুর। হাফিজ এসে রমজানের কাছে দাঁড়ায়।*]

হাফিজ॥ আরে গফুর মিয়ার বাগ চট করে পড়ে যাবে, চলো।

রমজান॥ কোথায় যাবো? বাড়ি যাওয়া বারণ। ব্যাঞ্জোটা কোথায় গেল?

[*জয়নুাল কুড়িয়ে এনে দেয়। এমনি সময়ে ছুটতে ছুটতে আসে রুকমি।*]

রুকমি॥ (*হেসে*) রমজান, তুমি নাকি আবার মার খেয়েছ?

হাফিজ॥ এই রুকমি, রাত্তিরটা রমজানকে তোর ঘরে নিয়ে রাখ নাবে। ওর বাড়ি যাওয়া বারণ হয়ে গেছে।

রুকমি॥ (*শিউরে ওঠে*) এঃ রক্ত বেরুচ্ছে। রক্ত দেখলে আমার গা গুলোয়। রমজান ভাই, কিছু মনে করো না; ভাল হয়ে গেলে তারপর এসো কেমন?

[*রুকমি চলে যায় গান ভাঁজতে ভাঁজতে, রমজান হাসে।*]

রমজান॥ হাফিজদা আমি ররং বাজাই বুঝলে?

হাফিজ॥ চল্ চল্ আমার ঘরেই শুয়ে থাকবিখন। জয়ন্যাল যাবি না?

জয়ন্যাল॥ নাঃ ঘরের দোরে পাওনাদার বসে আছে।

[*সবাই চলে যায় জয়ন্যাল ছাড়া, সে আগুনের কাছে শোবার ব্যবস্থা করে। হঠাৎ সে বলে ওঠে—*]

জয়ন্যাল॥ গ্যাস, বারুদ, অন্ধকার, সুড়ঙ্গ, কাবুলিওলা, খাদ, আকাশ, আলো, ফুল, রুকমি, রমজান—

॥ পর্দা ॥

॥ চার ॥

[*প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। রাত হয়ে গেছে। দূরে কোথায় সংকীর্তন হচ্ছে। আলো জ্বলছে না, কোথাও না। ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। মা চুপ করে বসে আছেন দোর গোড়ায়। পা টিপে টিপে আসে বিনু। মাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে।*]

বিনু॥ (*হেসে*) সংকীর্তন শুনতে যাও নি?

মা॥ না রে। (*নীরবতা*) এর মধ্যেও মানুষ গান করে, হাসে। (*নীরবতা*) চা খাবি?

বিনু॥ চিনি আছে নাকি?

মা॥ হ্যাঁ, ইউনিয়ন থেকে দিয়ে গেছে এক ছটাক চিনি, এক সের চাল। কুদরৎটা বড় ভাল ছেলে।

[*মা ভেতরে চলে যান, বিনু বসে চাদর দিয়ে মুখটা মোছে। সুমনা আসে।*]

সুমি॥ দাদা, আমার ইস্কুলের মাইনে করে দেবে বলো? রোজ রোজ দিদিমণি অপমান করে।

বিনু॥ দেব রে, দেব। এই তো—কদিন হরতালে বাছাধনদের হয়ে গিয়েছে, এবার গ্যাস পরিষ্কার করল বলে।

সুমি॥ কদিন মানে? দেড় মাস! কাজ করবে না, শুধু বসে বসে আড্ডা দেবে? আর হেঁটে হেঁটে আমি ইস্কুলে যেতে পারব না। বাসের পয়সা চাই।

বিনু॥ হেঁটে যাস। তিন মাইল! মার কাছে পয়সা চাইতে পারিস না।

সুমি॥ চেয়েছি তো। কেঁদেছি। মা বলে, নেই।

[*বিনু আর জবাব দেয় না। মা আসেন চা নিয়ে।*]

বলে দিলাম তোমায়—।

[*সুমি চলে যায়, মা চা রাখেন।*]

মা॥ খা। কোথায় গিয়েছিলি রে?

বিনু॥ হৃষিকেশের অসুখ করেছে। পেটে ব্যথা। দেখে এলাম।

মা॥ না খেয়ে খেয়ে অমনি হয়। (*নীরবতা*) বিনু, আর কতদিন রে?

বিনু॥ এই দেখ! আবার ঐ সুর ধরলে? ভর সন্ধ্যে বেলায়?

মা॥ না, কিছু বলছি না রে। যা ভাল বুঝেছিস করেছিস। —কিন্তু—আমার যে অনেক— সব উলটে পালটে একাকার হয়ে যাচ্ছে বিনু।

বিনু॥ সব হবে মা, সব হবে।

মা॥ তুই বলছিস, বিনু? কথা দিচ্ছিস?

বিনু॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দিচ্ছি।

মা॥ (*একটু হাসেন*) আর আমার ভাবনা নেই। তুই কথা দিলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

[*বিনু হাসে।*]

দীনুর বউ এসেছিল, এক মুঠো চাল চাইতে। দিতে পারলাম না রে।

বিনু॥ কেন?

মা॥ নিজেদেরই কম পড়ে যায় রোজ।

বিনু॥ (*একটু থেমে*) নিজেরা না হয় নাইবা খেতাম মা, দীনুদা যে আমাদের কে ছিল—।

মা॥ কোথায় চললি?

বিনু॥ কুদরতের খোঁজে। বৌদির খাওয়া হবে না—

মা॥ দিচ্ছিরে, বিনু, ডাল-ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি—। সুমি!

বিনু॥ কোত্থেকে দেবে?

মা॥ সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। সুমি! (*মা চলে যান। রূপা এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছিল—বেরিয়ে আসে।*)

বিনু॥ কিগো নিশাচরি? খুব আনন্দ যে! ফুল ফুটেছে?

রূপা॥ না, ফুল কোথায়? মরে গেছে।

বিনু॥ তবে?

রূপা॥ সব বন্ধ হয়ে গেছে যে! এমন কি বিজলি আলোও নেই। হঠাৎ চারদিকে কেমন চুপচাপ—যেন তেপান্তরের মধ্যিখানে রয়েছি। বাঁচা গেল।

বিনু॥ বটে?

রূপা॥ তার ওপর বাবা ঘুমিয়েছে। এমন ঘুম খুব কম দেখেছি। নাক ডাকছে কি—যেন সাইরেন।

বিনু॥ রূপা, তোমাদের খাওয়া জুটেছে?

রূপা॥ তোমার জুটছে না বুঝি?

বিনু॥ বলো না?

রূপা॥ হ্যাঁ, একরকম। বাবা প্রথম এক হপ্তা অফিস গেছ্‌ল। তারপর মজুররা ধরে মেরেছে গলা ধাক্কা! বেচারা বুড়ো মানুষ।

বিনু॥ হ্যাঁ, মানে, ওরকম দু একটা ঘটনা ঘটে, বড় আফসোসের কথা—।

[রূপা খিল খিল করে হেসে ওঠে হঠাৎ।]

রূপা॥ এবার বলো, তোমাদের খাওয়া জুটছে না?

বিনু॥ বোনটার জন্যে দুঃখ হয়, বুঝলে? তিন মাইল হেঁটে—বেচারি—

রূপা॥ একি! চোখে জল?

বিনু॥ কক্ষণো না।

রূপা॥ আমি জানি, সব বুঝি। ঐ কয়লার গুহায় যে ঢুকেছে তার আর নিস্তার নেই।

বিনু॥ মোটেই না, বাজে কথা। কয়লা হোলো প্রস্তরীভূত শক্তি—কতযুগ আগে ওরা ছিল পৃথিবীর বুকের উপর, সূর্যের দিকে আকাশের দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে, গভীর অরণ্যের রূপে। তারপর একদিন মুখ লুকোলো মাটির তলায়—যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করল উত্তাপ, বজ্রের শক্তি, পৃথিবীর থেকে, সূর্যের কিরণ থেকে। চেহারা হোলো পোড়া, কালো, কর্কশ, ভেতরে রইল অগ্নিসম্ভাবনা, ঠিক যেমন খেটে খাওয়া মানুষ। কেন সঞ্চয় করেছে জান? সেই সমস্ত সম্ভাবনা যেন মানুষের হাতে হয়ে ওঠে অন্ধকারকে দূর করার মন্ত্র।

[রূপা চুপ করে দেখছিল বিনুর মুখ।]

রূপা॥ তোমার মধ্যেও রয়েছে সেই আগুন, বুঝেছ? তাই তোমাকে কাজ করে যেতে হবে যত বাধাই আসুক।

[রূপা ছুটে চলে যায়, কেননা বাইরে কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, প্রবেশ করে মোস্তাক।]

মোস্তাক॥ আসব?

বিনু॥ এস ভাই মোস্তাক।

মোস্তাক॥ একটু দুধ নিয়ে এলাম, নিন দাদা।

বিনু॥ সেকি? এই টানাটানির সময়ে—

মোস্তাক॥ টানাটানি একটুও নয়, একটুও নয়। আপনাদের মেহেরবানিতে আমার টানাটানি একেবারে নেই। আজকে দিশেরগড় হাট থেকে আর একটা মোষ কিনেছি; দুধের ব্যবসা ফাঁপে উঠেছে।

বিনু॥ বেশ আছ ভাই।

মোস্তাক॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। হরতালের দৌলতে ১৬ নম্বর সীমের ধারটায় ঘাস জমেছে আড়াই হাত প্রমাণ; মোষগুলো খেয়ে খেয়ে ফুলছে। সময় পাচ্ছি অঢেল। সন্ধ্যের দিকে তাসও জমিয়ে খেলছি। আমার রোজগার বেড়ে গেছে দাদা, দ্বিগুণ।

বিনু॥ বড় দয়া ভাই তোমার। সুমি দুধটা নিয়ে যা।

[মা আসেন।]

মোস্তাক॥ মা বুঝি? মা বুঝি? সেলাম, আদাব, পেন্নাম হই।

বিনু॥ দুধ এনেছে মোস্তাক। নিয়ে যাও।

[মা দুধ নিয়ে যান।]

সুমিটা একটু দুধ খেয়ে বাঁচবে।

[কথা বলতে বলতে হরিদাস ও সনাতন প্রবেশ করে।]

সনাতন॥ তারপর হরিদাস, বৌ কেমন আছে?

হরিদাস॥ ভালই। কেমন করে যে চালাচ্ছে, কে জানে? ঠিক সময়টিতে চা, ভাত, ডাল, মাঝে মাঝে মাছ।

বিনু॥ বাঃ!

হরি॥ হ্যাঁ জমিয়েছিলাম—ষোলো টাকা দশ আনা—একটা কাল—ওটা গেছে।

[দয়াল ঢোকে, সঙ্গে জয়নুল।]

দয়াল॥ ধানবাদ গেছলে টাকা ধার করতে?

জয়॥ কী করব বলো? এখানকার কাবুলিগুলো আর টাকা দেয় না।

সনা॥ এই যে, বাবা, গানটান ধরো শীগগির। পাওয়ার হাউস বন্ধ করে সব আলো দিয়েছে নিভিয়ে। মনটা যেন কুঁকড়ে আসে।

[শম্ভুবাবুর প্রবেশ।]

শম্ভু॥ আমার সর্বনাশ সূচিত হয়েছে।

একাধিক কণ্ঠ॥ কী হোলো? কী হোলো? হোলো কী?

শম্ভু॥ মামলা করব! আমি মামলা করব।

[সকলের প্রস্থান।]

শম্ভু॥ ঐ প্রবল প্রতাপ কোম্পানি—

বিনু॥ আবার ছাই ফেলেছে?

শম্ভু॥ না হে, এবার বড় ভুঁইফোঁড় বিপদ। মানে ভুঁই ফুঁড়েছে। মানে আমার জমি—উপরটা আমার—তলাটা কোম্পানির, কারণ, তলদেশে আছে কয়লা। সেই কয়লা আহরণ করতে করতে এমন বক্র সৃষ্টি করেছে যে, গতকাল সন্ধ্যাকালে আমার ঘরবাড়ি, এমন কি, কপির ক্ষেতটি শুদ্ধ ধ্বসে গেছে। মাটি সরে গেছে—পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। এমন সিঁধেল কোম্পানি আর দেখেছ? মোকদ্দমা—আমি মোকদ্দমা করব।

[প্রস্থান। দত্ত এবং মহাবীর ঢোকেন। সকলে সচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।]

দত্ত॥ অবাক হয়ে গেলে, না? এইখানেই তো তোমরা সবাই এসে জোটো, তাই ভাবলাম, একবার দেখাশোনা করে আসি।

[সবাই নিরুত্তর।]

বসতে বলবে না, বিনোদ?

[বিনু একটা টিনের চেয়ার এনে দেয়।]

বিনু॥ বসুন।

[দত্ত বসে একটা সিগারেট ধরান।]

দত্ত॥ খাবে?

[বিনু মাথা নাড়ে।]

আবিফ॥ মতলবটা কী?

দত্ত॥ বলছি, বলছি। বলুন, সুবাদাব সাহেব।

মহা॥ কোম্পানি ব্যাপাবটা ভেবে দেখেছে, বুঝলে?

[বুঝল কিনা বোঝা গেল না, কাবণ কেউ কোনো কথা বলে না।]

দত্ত। মানে আমবা Consider কবলাম ব্যাপাবটা।

[সকলে নিরুত্তব।]

গ্যাসেব বিডিং নেওয়া হয়েছে আজ। এই দেখ বিপোর্ট—এক পার্সেন্টেবও কম।

[কাগজ বাড়িয়ে ধবেন।]

বিনু॥ ওসব বিপোর্ট ভুল হয় অনেক সময়ে।

দত্ত॥ বড় বড় অফিসাবদেব বিপোর্ট—

মহা॥ থামুন স্যাব—হ্যাঁ, স্বীকাব কবছি, ভুল হয়। এ-ও স্বীকাব কবছি, খাদে নামায বিপদ আছে। প্রচুব বিপদ আছে। আবাব বিপদ না-ও ঘটতে পাবে—অভিজ্ঞ মাইনাব হিসেবে এটা মানো তো?

হাফিজ॥ হ্যাঁ, এটা মানি।

মহা॥ এসব জেনেশুনেও খাদে যাবে কেউ?

দত্ত॥ আহাহা, অমন বেযাড়াভাবে প্রশ্নগুলো তুলছেন কেন? কোম্পানী একজন শট্‌ফাযাবাব ও এক গ্যাং মালকাটা চায। এদেব Special Bonus দেওয়া হবে—প্রত্যেককে ৫০০ টাকা কবে এবং সেই সঙ্গে strike period এব পুবো পাওনা time rate হিসেবে ধবে দেযা হবে।

হাফিজ॥ উদ্দেশ্য?

দত্ত॥ উদ্দেশ্য হোলো, খাদে যে গ্যাস নেই এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ কবা।

সনা॥ মানে, দিনে প্রায দু'হাজাব টন যে লোকসান হচ্ছে তাব কামড়ে অস্থিব হযে কিছু লোককে জীযন্ত কবব।

মহা॥ স্যাব, আমায বলতে দিন, এবা মাইনাব, ওসবে এবা ভোলে না। শোনো, ৪২ নম্বব ডিপেব দেযালটা কেটে দিলে বাতাসেব চলাচল ভাল হবে, তাছাড়া গ্যাস সম্পূর্ণ দূব হচ্ছে না—।

হাফিজ॥ মানে—টাকা খবচ না কবে মজুবদেব ঘাড়েব উপব দিযে—!

মহা॥ ঠিক। টাকা কোম্পানি খবচ কববে না। তাব চেযে শট্‌ফাযাবাব পাঠানো সস্তা। সব স্বীকাব কবছি। তবু কেউ যাবে?

জযনুল॥ মবতে?

মহা॥ আগেই বলেছি—বিপদ না-ও ঘটতে পাবে।

হাফিজ॥ আপনাব বিশ্বাস, তাই?

মহা॥ হ্যাঁ।

[গুঞ্জন শুরু হয।]

দত্ত॥ তাছাড়া—

আবিফ॥ দেখুন, উনি কথা বলুন। ওঁব কথা বোঝা যায। আপনাব কথা বলাব কোন

দবকাব নেই।

অনেকে॥ ঠিক—ঠিক, সুবাদাব বলুন—।

হাফিজ॥ মানে ইনি মাবেন যেমন সোজাসুজি, কথাও বলেন তেমনি সোজাসুজি। (*হাসি*) জান যাওযাব বিপদ যেখানে ওঁব কথাই শুনব।

মহা॥ জান যাওযাব বিপদ নেই বলব না, তবে খুব কম। সেটা প্রমাণ কবব এক্ষুনি।

বিনু॥ প্রমাণ! প্রমাণ কববেন কি কবে?

মহা॥ ম্যানেজাব সাহেবেব হুকুম, আমি নিজে যাব আপনাদেব সঙ্গে।

[*সাড়া পড়ে।*]

বিনু॥ কি বললেন?

মহা॥ হ্যাঁ।

সনা॥ যাবেন?

মহা॥ নিশ্চযই। ম্যানেজাব সাহেবেব হুকুম।

দত্ত॥ তবেই দেখছো, একেবাবে নিবাপদ না হলে—

সনা॥ আপনি দযা কবে যাবেন?

বিনু॥ (*নিম্নস্ববে হাফিজকে*) কী মনে হয?

হাফিজ॥ ভাবতে হবে

[*হাফিজ সবে আসে মঞ্চেব এক প্রান্তে, তাকে ঘিবে ধবে অন্যান্য। মা উৎকণ্ঠায উঠে দাঁড়িযেছেন। যজ্ঞেশ্ববাবু দবজায এসে দাড়যেছেন— মহাবীব নির্বিকাব, দত্ত টর্চটাকে এদিক ওদিক ফেলছেন।*]

হাফিজ॥ আমাব মনে হয —(*নীববতা*)—তোমবা কি বলো?

হাব॥ ঐখানে?—ঐ খাদে?

জয॥ থাম্‌, ভীতু কোথাকাব।

হব॥ হ্যাঁ ভাই, আমি ভীতু। বৌ আছে ঘবে।

জয॥ যা তাব আঁচল ধবে বসে থাকগে। পাচশ আব পুবো মাইনে—বেচে যাইবে। —কষে কিছুদিন টানবো আগে।

মোস্তাক॥ কোম্পানি বলছে

সনা॥ ঐ মহাবীবেব কড়া হাতেব ছোযা এখনো নাকে লেগে আছে, বুঝলে?

আবিফ॥ তাতে কী হোলো।

সনা॥ তাই লোকটাকে বিশ্বাস কবা যায।

বিনু॥ আমাবও তাই মনে হয। এতগুলো লোকেব পবিবাব না খেযে মাবা যাচ্ছে, এ দাযিত্ব কদ্দিন নেবো।

হাফিজ॥ কুদবত আসুক। ইতিমধ্যে কথাবার্তা বলে দেখা যাক। শট্‌ফাযাবাব কে যাবে, তুমি না আমি।

বিনু॥ তুমি সিনিযব, তুমি বলো কে যাবে।

হাফিজ॥ বুঝতে পাবছি না ভাই। টাকাব কথা যখন ভাবি তখন মনে হয তোমাবই যাওযা উচিত। আবাব বিপদটা—।

আরিফ॥ সুবাদার নিজে যেতো বিপদ থাকলে?
কণ্ঠ॥ ঠিক—ঠিক বলেছো—
হাফিজ॥ বেশ, তুমিই যাও ভাই। গ্যাং কাকে নেবে।
জয়॥ বিনুদ, ভাইরে, আমাকে ভুলিস না রে, বাবা।
বিনু॥ জয়নুাল—সনাতন—আর।
সনা। আমাকে নিচ্ছ।
বিনু॥ নিশ্চয়ই। তোমার নাকটাকে দরকার। শুঁকে শুঁকে পথ দেখিও। আর কে। আবিফ।
আরিফ॥ হ্যাঁ।
বিনু॥ মোস্তাক।
মোস্তাক॥ আপনি বলছেন।—না বলতে পারি না।
বিনু॥ তা হলে হোলো গে চারজন। হরিদাস, একজন ট্রামার চাই যে ভাই।
হরি॥ আমি। —না,—না।
বিনু॥ ঠিক আছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেয়ো না।
জয়॥ কি বোকাবে। ডজন ডজন কলি গড়িয়ে দিতে পারবি।—সাত-আটশ টাকার ব্যাপার।
হরি॥ রুলি।
জয়॥ হ্যাঁ, বৌয়ের মুখে হাসি ফুটবে।
হরি॥ তবে যাবো।
জয়॥ চল্ চল। ফিরে এসে জমিয়ে বসবি।
হরি॥ যাবো।
বিনু॥ পাঁচ। আর কে। *(আব কেউ কথা বলে না।)*
হাফিজ॥ রমজানকে ডেকে নিয়ো।
আরিফ॥ রমজানকে নেয়া চলবে না।
জয়॥ আঃ! শোন্ না! অন্ধকাবে মৌকা পাবি!
হাফিজ॥ রমজান যাবে; তোমাব ভাল না লাগে, বাদ দাও।
সনা॥ হ্যাঁ, ব্যাঞ্জো নিয়ে যাবে, খাদেব মধ্যে বাজাবে।
বিনু॥ ছ'জন হযে গেল তবে?

[সকলে এগিয়ে আসে।]

যজ্ঞেশ্বর॥ কী, হয়ে গেল তো? এ্যাঁ, বিনয়? মধুরেণ সমাপয়েৎ।
মা॥ বিনু—
মহা॥ কী ঠিক করলে?
বিনু॥ কখন নামতে হবে?

[দত্ত লাফিয়ে উঠেন।]

মহা॥ আজ রাত বারোটায়।
বিনু॥ টাকাটা আগেই চাই।
মহা॥ না। হুকুম নেই।
বিনু॥ যদি না ফিরি।

মহা॥ পবিবাবকে দেয়া হবে।

বিনু॥ লিখে দেবেন সেটা।

মহা॥ নিশ্চযই।

বিনু॥ তা হলে বাত্রি বাবোটায এক নম্বব পিটেব মুখে উপস্থিত থাকবো।

মহা॥ গ্যাং বেছেছো।

বিনু॥ হ্যাঁ, প্রত্যেকটা পুবনো লোক।

মহা॥ বেশ। তাহলে আমবা এখন—।

দত্ত॥ (একতাড়া কাগজ বাব কবে) এগুলো তবে সই কবে দাও। সর্দাব এই খানে।

বিনু॥ কী এটা।

দত্ত॥ কন্ট্রাক্ট। দেযাল কাটবে, বদলে special bonus এসো।

[মা ছুটে গিয়ে দোযাত কলম নিযে আসেন। প্রথমে বিনু সই কবে, তাবপব মোস্তাক। জযনুাল আঙুলে কালি মাখায।]

জয॥ বিস্‌মিল্লা।

[তাবপব আসে সনাতন।]

সনা॥ মুর্গী পুষলেন না তো।

[সই কবে। আবিফ কলম নেয, সই কবে। সবশেষে হবিদাস।]

হবি॥ তোমবা বলছ'

[সই কবে।]

বিনু॥ আব একটা সই বাত্রে কবাবো। আপনি করুন সই।

[মহাবীব সিং সই কবেন।]

দত্ত॥ এই নাও কপি। প্রত্যেকে একটা কবে।

যজ্ঞেশ্বব॥ এবাব তা হলে ওভাবটাইম কাজ কবে, মিস্টাব সেন, লস্ট মেকআপ কবে নেযা যাক'

দত্ত॥ হ্যাঁ আমাব নাম সেন নয, দত্ত।

যজ্ঞেশ্বব॥ জানি।

মা॥ আপনাবা একটু চা খেযে যাবেন না ' এত কষ্ট কবলেন'

দত্ত॥ না, না।

[দত্ত ও মহাবীব দবজাব মুখে।]

হাফিজ॥ সুবাদাব সাহেব আসছেন তো?

মহা॥ বাত্রে দেখবে। না এলে নেমো না।

[দুজনে বেবিযে যান। জযনুাল তাব কাগজখানা তুলে ধবে—)

জয॥ শুঁড়িখানাব পাশপোর্ট।

হবি॥ (কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখে, গভীব মমতায।) বউযেব কাছে বেখে যাব।

[ছুটে আসে জলু বাগ্দী।]

জলু॥ হাফিজদা?

হাফিজ॥ কি?

জলু ॥ কুদরৎকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে একটু আগে।

[*চাঞ্চল্য—সবাই উঠে দাঁড়ায়।*]

বিনু ॥ কি ?

জলু ॥ পুলিশ কুদরৎদাকে ধরে নিয়ে গেছে।

বিনু ॥ কি অপরাধে ?

জলু ॥ জানি না।

হাফিজ ॥ হামলা আরম্ভ করছে।

সনা ॥ তাহলে এই কাগজ-টাগজগুলো সব ভূয়ো! ফাঁদ পেতেছে!

মোস্তক ॥ না, তা নাও হতে পারে। ইউনিয়নকে ওবা মানে না, জানব কুদরৎকে ধবেছে—তাতে আমাদের কি ?

হাফিজ ॥ তোমাদের খাদে নামা চলবে না। (*নীববতা*)

জয় ॥ কেন ? আহা কেন ?

হাফিজ ॥ বোঝো না কেন ?

আরিফ ॥ ইউনিযন আমবা মানি না। মোটা বোনাস দিচ্ছে—

হবি ॥ এ কাগজগুলো ভূযো নয়। সুবাদাব সই কবেছে।

জয় ॥ এদ্দিন পবে দুটো পযসাব মুখ দেখব! সইছে না বুঝি!

হাফিজ ॥ বিনোদ, কি বলো ? (*নীববতা*)

বিনু ॥ খাদে আমবা নামব না।

[*গভীর হতাশা নেমে আসে সবাব মুখে। মা আব থাকতে পাবেন না।*]

মা ॥ বিনু! কি বল্‌ছিস!

জয় ॥ ইউনিয়নের সভ্য তো নও তুমি। এটা কি বলছ ?

হবি ॥ হাতেব লক্ষ্মী পাযে ঠেলব।

আরিফ ॥ একটা দেযাল ভেঙে দিযে চলে আসা—এতটুকু একটা কাজেব জন্য পাঁচশ টাকা, বোনাস—

বিনু ॥ (*চেঁচিয়ে*) না, খাদে নামব না। এই শেষ কথা!

জলু ॥ ধর্ম নেই। কুদরৎদা তোমাদেব জন্য জেলে গেল, আব তোমবা মনিবেব পা চাটতে যাবে। (*নীরবতা।*)

হাফিজ ॥ চলি বিনোদ! চল্ জলু, জামিনের ব্যবস্থা কবতে হবে।

[*চলে যায দুজনে। এক এক করে মজদুররাও যেতে শুরু করে।*]

মোস্তাক ॥ কোম্পানির দযা পায়ে ঠেল্‌লে—ভাল হবে কি।

হরি ॥ চলো ভাই মোস্তাক।

[*দুজনের প্রস্থান।*]

সনা ॥ কি যে ব্যাপার বুঝি না। দুর্ঘটনার পর থেকেই মাথায় জট পাকিয়েছে, কিছু বুঝতে পারি না।

আরিফ ॥ বলে দিচ্ছি বিনু—অনেকগুলি লোকের সর্বনাশ কবলে শুধু ঠুনকো ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে। না খেয়ে যদি হৃষিকেশ মবে তো তোমারই জন্যে। গণেশদার দুটো বাচ্চা

মরেছে। আরও যদি মরে—তোমার জন্যে মরবে মনে রেখো।

[*আরিফ আর সনাতন চলে যায়, জয়নুাল একটু উস্‌খুস করে।*]

বিনু॥ কিছু বলবে?

জয়॥ বিনুদা, আমরা নেমকহারাম নই। বালবাচ্চার কান্নায় অমন করি। ধাওড়ায় থাকব সবাই। ইচ্ছে হয়, ডেকে নিও।

বিনু॥ ইচ্ছে মানে?

জয়॥ যদি মত বদলাও।

[*জয়নুাল চলে যায়। বিনু ঘরে যেতে উদ্যত হয়—দেখে পাথরের মতন মা দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ কেঁদে ফেলেন মা, আঁচলে মুখ গুঁজে। যজ্ঞেশ্বরবাবু এগিয়ে আসেন।*]

যজ্ঞেশ্বর॥ (চীৎকার করে) যতসব দেশদ্রোহী, রাশিয়ার দালালের হাতে পড়ে আমাদের মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ বিপন্ন হয়ে উঠছে।

[*প্রস্থান করেন। বিনু গিয়ে মার কাছে দাঁড়ায়- সঙ্গে সঙ্গে মা ঘরে চলে যান। ক্লান্ত বিনু বসে পড়ে; রূপা এগিয়ে আসে।*]

রূপা॥ তোমার সাহস আছে তো' বুকের পাটা?

বিনু॥ কেন?

রূপা॥ যা আরম্ভ করেছো, শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারবে তো'

বিনু॥ দেখা যাক।

রূপা॥ দেখো, হেরে গিয়ে লোক হাসিও না।

বিনু॥ না, হারব না। (*নীরবতা*)

রূপা॥ ফুল একটা থাকলে তোমায় দিতাম আজ।

[*অকস্মাৎ মা বেরিয়ে আসেন - রূপা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে।*]

মা॥ কি চাই এখানে?

রূপা॥ কই না, বিনুদার সঙ্গে গল্প করছিলাম।

মা॥ (*রুক্ষস্বরে*) না, বয়স হয়েছে তোমার, ওভাবে যখন তখন গল্প করে না। ঘরে যাও।

রূপা॥ হ্যাঁ, যাচ্ছি।

[*রূপা ছুটে ঘরে চলে যায়, মা অনতিদূরে বসে খাওয়ার জায়গা করতে থাকেন।*]

বিনু॥ ওকে অমন করে বলার কোনো দরকার ছিল না, মা।

মা॥ কি দরকার না দরকার সব তো তুমিই বুঝে বসে আছ'

বিনু॥ তুমি বুঝতে পারছ না মা, পরে বুঝবে আমি ঠিকই করেছি।

মা॥ না আমি তো বুঝব না' দিনের পর দিন একা রাঁধুনির কাজ, ঝিয়ের কাজ করে চলেছি করে তুই দুটো খেতে দিবি সেই আশায়। ঘর বেঁধে দিবি পাহাড়ের কাছে, বাগান করবি, তুলসীতলায় প্রদীপ দেবো, সুমি শাঁখ বাজাবে। কত কথাই না বলেছিলি। আর আজ সে সবই এল তোর কাছে, তুই ছুঁড়ে ফেলে দিলি। একবার ভাবলি না—।

[*কান্নায় মার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। সুমনা আসে নাচতে নাচতে।*]

বিনু॥ (*নিম্নস্বরে বলে*) মা, ওর সামনে নয়।

[সুমনা এসে বিনুর কোলে চড়ে বসে।]

সুমি ॥ দাদা, তোমরা নাকি অনেক টাকা পাচ্ছ?

বিনু ॥ কে বললে?

সুমি ॥ সবাই বলছে। দাদা, এবার আমাকে সব কটা বই কিনে দিতে হবে। ইস্কুলে বড় বকে। আর, দাদা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি এখনো দিলে না।

বিনু ॥ হুঁ।

সুমি ॥ শাড়ি দেবে একটা? ঐ যে পাড় থাকে না, পাতলা—

মা ॥ সুমি, ঘরে যা।

[মার কঠোর স্বরে সুমি বোঝে তার আনন্দটা একটু বেখাপ্পা হয়ে গেছে। সে ঘরে চলে যায়।]

আগে তো বোনটাকে ভালবাসতিস!

[মা ঘরে চলে যান—ভাত নিয়ে ফিরে আসেন। বিনু নিঃশব্দে এসে খেতে বসে।]

সুমির বিয়ে দিবি বলেছিলি না? তিন মাইল যেতে তিন মাইল আসতে—হেঁটে হেঁটেই মরে যাবে মেয়েটা।

বিনু ॥ (*একমুখ ভাত নিয়ে একটু হেসে*) মা, এখন নয়, একটু খেয়ে নিই।

[মা চুপ করে থাকেন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয় – তাঁর চোখ ফেটে জল আসে। আঁচলে চোখ মোছেন।]

মা ॥ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সব প্রতিজ্ঞাই তো ভুলেছিস। আর কেন? এবার আমাদের বার করে দে—মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষে করে পেট চালাই।

বিনু ॥ শোন মা, কেন অমন করে বলছ? আমি যা করেছি কর্তব্য বলেই করেছি। ও করতে আমি বাধ্য।

মা ॥ তোর কর্তব্য তোর মা'র প্রতি প্রথম। নিজের ঘর ভেঙে যাচ্ছে, বনের মোষ তাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই।

বিনু ॥ আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্ততঃ বুঝবে।

মা ॥ না, বুঝব না, বুঝতে চাই না। গত দেড় মাস এক বেলা খাচ্ছি। পেট ভরে শেষ কবে খেয়েছিলাম মনেই নেই। এ অবস্থায় কি করে বুঝব?

বিনু ॥ আমি চেষ্টা তো কম করিনি, মা।

মা ॥ কবে চেষ্টা করেছিস? যা পেয়েছিলি নিজে শখ করে খোয়াতে বসেছিস।

বিনু ॥ সখ করে নয়, বাধ্য হয়ে।

মা ॥ বাধ্য হয়ে? কে বাধ্য করেছে তোকে? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলি? সুমির কথা ভেবেছিলি যখন জেদের মাথায় অতগুলো টাকা ফিরিয়ে দিলি?

বিনু। (*সজোরে*) বাজে কথা, বোলো না, মা তুমি এসব বোঝো না সোঝো না—।

মা ॥ (*কেঁদে*) মার না তুই, আমাকে মার—জ্বালাটা কম হোতো।

বিনু। এক রূপা ছাড়া কেউ আমাকে বুঝল না।

মা ॥ হ্যাঁ, আমি জানি তাই কপালে আছে—রূপাকে বিয়ে করে আমাদের বার করে দিতে চাস পথে। শুধু নিজেরটা দেখলেই চলে না, বিনু—।

বিনু ॥ কি বললে?

মা॥ কখনো জিগ্যেস কবেছিস আমবা কি খেয়ে বেঁচে আছি? ৰূপা বোঝে তোকে! বেশ ৰূপাকে ঘবে আন, আমাদেব ভিখিবি কবে ছেড়ে দে। ভাবিসনে তোদেব কাছে এসে ভিক্ষে চাইব।

[নীববতা। অভুক্ত অবস্থায় বিনু উঠে পড়ে, হাত ধোয়, তাবপব ঘবে চলে যায়।]

খেলি না?

[বিনু ফিবে আসে, কোমবে বেল্ট আঁটছে, হাতে টর্চ, মা উঠে দাঁড়ান বিস্ময়ে। বিনু একখানা কাগজ দেয়।]

বিনু॥ (*গলা যেন ধবে এসেছে*) কনট্রাক্টটা যত্ন কবে বেখে দিও। চলি মা—

[কয়েক পা এগিয়ে ফিবে আসে বিনু, মাকে প্রণাম কবে। এক লহমা মাব দিকে তাকিয়ে থাকে। তাবপব সে দ্রুতপদে বেবিয়ে যায়। জুতোব শব্দে ৰূপা বেবিয়ে আসে—মা পাথবেব মতন দাঁড়িয়ে আছেন।]

ৰূপা॥ কোথায় গেল বিনুদা?

মা॥ খাদে।

ৰূপা॥ খাদে!

[যজ্ঞেশ্ববাবু বেবিয়ে এসেছেন।]

যজ্ঞেশ্বব॥ খাদে! কাজটা ভাল হোলো না! ভাল হোলো না!

মা॥ কি বলছেন? আপনাবা? (চীৎকাব কবে) কি বলতে চান?

যজ্ঞেশ্বব। বিপদ আছে, নইলে ওবা অনিচ্ছা প্রকাশ কবত না—।

মা॥ বিনু—বিনু যে না খেয়ে চলে গেল—অভিমান কবে সে না খেয়ে চলে গেল—মায়েব উপব এত অভিমান!

[আলো নিভে আসে।]

॥ পর্দা ॥

পাঁচ

[একটা সর্বধ্বংসী বিস্ফোবণেব শব্দ—অন্ধকাবে কতকগুলি সার্চলাইট, লণ্ঠন, ধোঁয়া। সাইবেনগুলি বাজছে, ফায়াব এঞ্জিনেব ঘণ্টা বাজছে।

আলো জ্বলছে। চোখে পড়ে পিটহেডেব দৃশ্য—বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, বড় বড় লোহাব মেসিনগুলো দুমড়ে গেছে, ল্যাম্প কমেব কাঁচেব জানলা নিশ্চিহ্ন, উপবে শেলডন কোম্পানিব সাইন বোর্ডেব আধখানা মাত্র ঝুলছে। পিট থেকে ঘন কৃষ্ণ ধোঁয়াব স্তম্ভ আকাশেব দিকে উঠে গেছে। কাঁটাতাবেব বেড়া দিয়ে বিপজ্জনক জায়গাটুকু ঘিবে বাখা হয়েছে। সার্চলাইটে মাঝে মাঝে দেখা যায় একপাশে বড়কর্তাবা জটলা কবছেন, অন্য কোণে কয়েকটি অসহায়

প্রাণী—মা, রূপা, সুমনা, রুকমি, আর কজন। চিরাভাস্ত চাকাটির উপর বসে আছে হরিদাসের বউ খাবার নিয়ে। হাফিজ এবং জলু লিফটের তার খাটাচ্ছে। একটা সাইরেন আর্তনাদ করতে করতে এসে থামে কাছে। প্রবেশ করে রেসকিউ টীম বিচিত্র পোষাক আঁটতে আঁটতে।]

বৃদ্ধা॥ জয়নুল! জয়নুল।

দত্ত। বেসকিউ টিম হিযাব স্যার।

ওযেবস্টাব॥ ইট্‌স নো ইউজ, আই ডোণ্ট থিঙ্ক দেযারস এনি সেন্‌স্ ইন্ সেন্‌ডিং দেম ডাউন।

বেসঃ ক্যাপ্টেন॥ উই আব বাউণ্ড টু স্যার। একজনও যদি বেঁচে থাকে তুলে আনবো। কখন হয়েছে একসপ্লোশন?

দত্ত॥ ঠিক তিনটে পঁয়তাল্লিশে।

ক্যাপ্টেন॥ (ঘডি দেখে) তা হলে পবেব বিস্ফোরণেব আগে মাত্র একটি ঘণ্টা পাচ্ছি। ম্যাপ দেখি।

দত্ত॥ (*ম্যাপ ফেলে, টর্চ জ্বেলে*) এই যে—বিযাল্লিশ ডিপ্ এ শট্‌ফাযাবিং হচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন॥ গ্যাস্। নিশ্চয গ্যাস। বেডি।

[*সকলে মুখোশ আঁটে।*]

খাঁচা দেখি—(*একজন একটি পাখিব খাঁচা দেয তাকে*) লিফট্ ওযার্কিং?

দত্ত॥ না।

ক্যাপ্‌টেন॥ কেবল্‌টা আছে?

দত্ত॥ হ্যাঁ।

[*ক্যাপ্‌টেন মুখোশ আঁটেন। তিনবাব হর্ণ বাজাতে বেসকিউ ব্রিগেড কাঁটাতাব টপকে পিটহেডেব দিকে এগোয; ধোঁযায হাবিযে যায তাবা।*]

রুকমি॥ (*চাপা গলায*) পাখিগুলো কেন নিযে যাচ্ছে?

হাফিজ॥ গ্যাস থাকলে পাখি ঝিমিযে পডবে, ওবা বুঝে নেবে।

রুকমি॥ এমনি কবে মাববে বেচাবিদেব!

হাফিজ॥ এতগুলো মানুষেব জান যাচ্ছে যেখানে।

ওযেবস্টাব॥ হেড্ দা লাইট অন্ দা পিট্।

দত্ত॥ (*হেঁকে*) বড়া বাত্তি পিট হেড মাবো।

[*সাচ লাইটেব বশ্মি পিটহেডেব দুমডানো যন্ত্রপাতিব উপব এসে আটকে যায। সাহেববা কি একটা আলোচনা কবতে থাকেন।*]

মা॥ হাফিজ ওবা বেঁচে আছে, না?

হাফিজ॥ যে বকম আওযাজ হোল, তাতে—মানে, হ্যাঁ বেঁচে থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কি করে হোল? শেষে শুনে এলাম বিনু বলল, যাবে না। আবাব গেল কি করে?

মা॥ আমার একটা মুখেব কথায—বাড়া ভাত ফেলে উঠে গেল বিনু। অভিমানে করেছে কিনা। ও ফিরে আসবে, না রে হাফিজ?

রূপা॥ মা, অমন করে না, মা।

মা॥ বিনু আসবেই। এতবড় শাস্তি ও আমাকে দিতে পাবে না। বিনু আসবেই।

রূপা ॥ এরকম ভীষণ কাণ্ডের মধ্যেও মানুষ বাঁচে কেমন করে?

হাফিজ ॥ দূর থেকে বারুদ ফাটায় তো। বিশেষ করে এই খাদে বিনুরা কমপক্ষে চল্লিশ গজ দূর থেকে ফাটিয়েছিল নিশ্চয়ই। তাই অনেক সময়ে চারদিক ধ্বসে গেলেও এক আধটা জায়গা দাঁড়িয়ে থাকে, বাতাস এসে জমে এইখানে। এইখানেই টিকে থাকে লোক। উনিশ কুড়ি দিন পর্যন্ত থেকেছে যদ্দিন না রেসকিউর লোকেরা রাস্তা করে পৌঁছতে পারে।

ওয়েবস্টার ॥ কেবল্।

দত্ত ॥ কেবল্।

[তার নিয়ে ছুটে যায় দুজন মজদুর। সাহেবরা সে তার পাততে থাকেন মাটিতে।]

রূপা ॥ আলো নেই, আকাশ নেই, দিনরাত কিছুই নেই। তবু ওরা বেঁচে থাকে!

জলু ॥ (কাজ করতে করতে)) প্রাণ আছে, বাঁচার ইচ্ছে আছে।

বৃদ্ধ ॥ কি হচ্ছে? কি হচ্ছে ওখানে?

রুকমি ॥ ডুলি সারাচ্ছে।

বৃদ্ধ ॥ ও ওদের তুলে আনবে বুঝি? বেশ, করুক, করুক।

ওয়েবস্টার ॥ ক্রেন।

দত্ত ॥ ক্রেন! আগে—(হাত নাড়েন)

[ক্রেনের শিকলগুলো একটা বীভৎস ঢাকনার মতন জিনিস বয়ে নিয়ে আসে।]

বৃদ্ধ ॥ আমি চোখে দেখি না—মোটে দেখি না। ওদের তোলার বন্দোবস্ত করছে বুঝি। করুক, করুক, ওদের বিরক্ত করো না।

বৃদ্ধা ॥ জয়নুল, জয়নুল শুনতে পাচ্ছিস? জয়নুল!

[ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের দুইজন আসে, একজন গফুর।]

গফুর ॥ এদিকে আসবেন না।

বৃদ্ধা ॥ আমার ছেলে জয়নুল। একবার ডাকতে দাও, ও শুনতে পাবে—নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। জয়নুল।

রূপা ॥ কেন আপনি অমন করছেন? বসুন, বসুন এখানে চুপ করে।

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের কাজ করতে দাও। কেন অমন করো? দেখছো না, আমি কেমন চুপটি করে বসে আছি।

বৃদ্ধা ॥ এই মাটির নীচেই তো? কোথায়? কত নীচে?

রূপা ॥ বসুন এখানে।

[বৃদ্ধা বসল।]

গফুর ॥ সব ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে, নসীব, তকদীর।

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ, আমার ছেলে মোস্তাক। বড় হুঁশিয়ার ছেলে, বড় চালাক চতুর। কি হচ্ছে? ওখানে কি হচ্ছে?

গফুর ॥ ওদের তুলে আনতে চেষ্টা করছে। ব্যস্ত হবেন না।

বৃদ্ধা ॥ না না ব্যস্ত কোথায়?

হাফিজ ॥ ডুলি তৈরী।

দত্ত ॥ লিফট ওয়ার্কিং স্যার, রেডি ফর সিলিং।

ওয়েবস্টার॥ স্ট্যাণ্ড বাই। টেলিফোন।

[*একজন টেলিফোন বাড়িয়ে দেয়, সাহেব বড় কর্তাদের রিপোর্ট করতে থাকেন মৃদুস্বরে।*]

ওয়েবস্টার স্পিকিং। We are waiting for the rescue team to return, Mr Brooks The lift has been set right, and we are ready for sealing I don't think there's any chance of survival

[*সুমনা আসে, হাতে মুড়ির টিন।*]

মা॥ এনেছিস?

সুমনা॥ হ্যাঁ মা।

করুমি॥ কি আছে ওতে?

মা॥ মোয়া। বিনু ভালবাসে। ওদের খাওয়াব। বেরিয়ে আসুক। ক্ষিদে পেয়েছে ওদের।

বৃদ্ধা॥ জয়নুল—জয়নুল।

গফুর॥ অমন করবেন না। দেখছেন না, আপনার ছেলে একা নয়, এরা সবাই কেমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের বিরক্ত করো না গো। কি হচ্ছে ওখানে?

গফুর॥ যারা নেমেছে তারা ডুলির ঘণ্টা বাজাবে। তার জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে।

বৃদ্ধ॥ হ্যাঁ, বাজাক বাজাক। ওদের বিরক্ত করা উচিত নয়। রাত্তিরবেলায় মোস্তাক আমাকে এই কাগজখানা দিয়ে বললে—যদি মরি তো আরো চারটে মোষ কিনো, দুধ বেচে খেতে পাবে। কাগজ ত পড়তে পারি না। ওর মুখখানা একবার দেখতে পেলাম না।

জলু॥ এই তো শালাদের বদমাইসি। টাকার লোভ দেখিয়ে ফাঁসিকাঠে পাঠিয়েছে ছেলেদের।

মা॥ কি বলছো তুমি? বিনু ফিরে আসবেই—আসবেই ও—

জলু॥ সুবাদারকেও মেরেছে ওরা—হাতও কাঁপল না শালাদের।

[*ঢং ঢং করে ডুলির ঘণ্টা বেজে উঠে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে যায়, "স্ট্রেচার", "ডক্টর স্ট্যাণ্ড বাই"।*]

বৃদ্ধ॥ কি হয়েছে?

জলু॥ কাউকে তুলছে উপরে।

[*মা-বাবারা ভিড় করে এগোতে চেষ্টা করলে গফুর বাধা দেয়।*]

গফুর॥ কেউ এদিকে আসবেন না, খবরদার, আসছেই তো উপরে।

মা॥ কে? কাকে পেয়েছে?

বৃদ্ধা॥ জয়নুল।

[*স্ট্রেচার নিয়ে ৪ জন নেমে যায়।*]

বৃদ্ধ॥ ডুলিটা আস্তে আস্তে তুলতে বল।

সুমি॥ মা দাদা আসছে?

গফুর॥ একটু পরেই সব জানতে পারবে। কেন অমন করছো।

মা॥ মায়ের প্রাণ বাবা! কে? কাকে পেয়েছ বলো না গো।

গফুর॥ কি করে জানবো বলো। আমার কি দিব্যজ্ঞান জন্মেছে নাকি!

মা॥ তুমি একটু ওদের চুপি চুপি জিগ্যেস করে এসো না বাবা। সুমি মোয়ার টিনটা

খোল—আর জল।

[*সাহেবরা গিয়ে লিফটের মুখে দাঁড়ান। ঢং করে ঘণ্টা বাজতেই নিথর স্তব্ধতা নেমে আসে।*]

রুকমি ॥ উঠছে!

মা ॥ কে উঠছে মা? কাকে পেয়েছে!

বৃদ্ধা ॥ আমার ছেলেকে।

মা ॥ তুমি জানো? ঠিক জানো?

বৃদ্ধ ॥ আস্তে আস্তে তুলছে তো?

[*ডুলি এসে দাঁড়ায়—ক্যাপটেন বেরোন, মুখোস খোলেন। স্ট্রেচারে একটি মৃতদেহ ঢাকা।*]

ক্যাপটেন ॥ He is dead

ওয়েব ॥ Let's take him down

[*নিস্তব্ধতার মধ্যে স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অফিসের দিকে। রুকমি হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে।*]

রুকমি ॥ কে ওটা?

[*বাঁধ ভেঙে যায়। চীৎকার করতে করতে সবাই এগোতে চেষ্টা করে।*]

গফুর ॥ করো না, অমন করো না। উল্লুক কাঁহাকা, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

মা ॥ একবার—একবার মুখখানা দেখি। কে? কার বুকের ধন চলে গেল বাবা?

বৃদ্ধা ॥ ও জয়নুল নয়।

সুমি ॥ ইশ! আমি সইতে পারছি না—আর আমি পারছি না।

বৃদ্ধ ॥ তোমরা অমন করছো কেন? ওদের বিরক্ত করছো কেন? কি হয়েছে?

রুকমি ॥ লাস তুলছে গো, মানুষ নয়।

বৃদ্ধ ॥ লাস! মানে আমাদের মোস্তাক নয় তো!

মা ॥ একবার কাছে যেতে দাও। গফুর সাহেব একবার দেখি।

গফুর ॥ ওর মাথা নেই, কি দেখবে?

[*বজ্রাহতের মতন সবাই চুপ করে যায়। ইতিমধ্যে স্ট্রেচার এনে নামানো হয়েছে অফিসের সামনে।*]

ওয়েব ॥ How's everything down there?

ক্যাপ্টেন ॥ Horrible Let's see this man I found him in the main shaft, no head

ওয়েব ॥ Much damage?

ক্যাপ্টেন ॥ Yes

ওয়েব ॥ Fire?

ক্যাপ্টেন ॥ Let's see this man first!

দত্ত ॥ ট্যাগ ঝুলছে এখনো—৬৩৭।

[*নোট বই খোলেন।*]

ক্যাপ্টেন ॥ ৬৩৭ কে?

দত্ত ॥ দেখছি, (*একটা পাতা খোলেন*) ৬৩৪...৩৫....৩৬...এই যে ৬৩৭।

ক্যাপ্টেন ॥ কে?

ওয়েব ॥ When is your team coming out? We want to seal the pit.

ক্যাপ্টেন ॥ You can't seal the pit until I have reported. I am not reporting till I have satisfied myself there are no survivors. ৬৩৭ কে?

ওয়েব ॥ Remove the body.

[*লাস নিয়ে যায় স্ট্রেচার বাহকরা*]

Dutt.

[*দত্তর সঙ্গে সাহেবের কিছু শলাপরামর্শ হতে থাকে। সাহেব ক্লান্ত হয়ে একটা দোমড়ান লৌহখণ্ডের উপর বসেন। সাহেব চলে যান অফিসে। দত্ত এগিয়ে আসেন।*]

মা ॥ (*আতঙ্কে বিহ্বল কণ্ঠে*) মাথা নেই?

বৃদ্ধ ॥ ও জয়নুল নয়। জয়নুল আরও লম্বা।

দত্ত ॥ আপনার রিপোর্ট চাইছেন ম্যানেজার।

ক্যাপ্টেন ॥ রিপোর্টের সময় এখনও হয়নি। ঢুকতেই পারছি না বিয়াল্লিশ ডিপে। লোক বেঁচে আছে কিনা কি করে বলবো!

দত্ত ॥ আগুন লেগে গিয়ে থাকতে পারে।

ক্যাপ্টেন ॥ আগুন তো লেগেছেই। ধোঁয়ার রং দেখছেন না?

দত্ত ॥ অত লক্ষ টাকার সম্পত্তি—তাই সেটাকে সেভ কবার জন্য—

ক্যাপ্টেন ॥ (*লাফিয়ে*) আর মানুষের প্রাণ? তাকে সেভ করার দরকার নেই? এখনো আধঘণ্টা অক্সিজেন আছে। আমবা ৪২ ডিপে রাস্তা কেটে ঢোকার চেষ্টা করছি। সীল করতে হয আমাদের শুদ্ধ করে দিন।

দত্ত ॥ ম্যানেজারের অর্ডার।

ক্যাপ্টেন ॥ আমাকে কোম্পানির চাকর ভেবেছেন নাকি? আমি গভর্ণমেণ্ট ছাড়া কারুর হুকুম মানি না। (*দু'পা গিয়ে*) সীল করার চেষ্টা করে দেখুন, কি হয়। (*বেড়ার কাছে গিয়ে*) একটু জল হবে!

মা ॥ একটা মোয়া খাবে বাবা?

ক্যাপ্টেন ॥ না না, জল।

মা ॥ রূপা—জল দেনা রে। হ্যাঁগো কাকে নিয়ে এলে উপরে! (*ক্যাপ্টেন জল খান*) কাকে নিয়ে এলে গো? আমার—আমার ছেলেকে নয় তো?

ক্যাপ্টেন ॥ (*কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে*) তোমার ছেলের নম্বর জানো?

মা ॥ হ্যাঁ, ৭৬৮।

ক্যাপ্টেন ॥ তোমার ছেলে নয়।

মা ॥ বেঁচে থাকো বাবা। দুটো মোয়া নিয়ে যাবে? যদি আমার ছেলেকে পাও। রোগা, লম্বা মতন, বুঝলে? ৭৬৮—

[*ক্যাপ্টেন চলে যায়। একটু পরে নীচে নেমে গেল।*]

জলু ॥ এই যে দত্তসাহেব, টেস্ট করে দেখেছিলেন, গ্যাস নেই?

দত্ত ॥ গ্যাস ছিল না, সুবাদার সাহেব নিজে গেলেন যে।

[*সাহেব ফিরে আসেন।*]

ওয়েব ॥ Well?

দত্ত ॥ He has gone in sir He would not listen

ওয়েব ॥ Damn the fellow's cheek, can't be helped We shall have to wait Lights please Get the pump ready

দত্ত ॥ পাম্প খালাসী হুঁসিয়ার। এদিকে—

মা ॥ সুমি, বিনু নয় রে। বিনু আসবে। বিনু নিচে অপেক্ষা করছে।

বৃদ্ধ ॥ তবে কে গেল বল দিকি? আমাদের মোস্তাক নয় তো?

বৃদ্ধা ॥ জয়নুল নয়?

বৃদ্ধ ॥ সেপাই সাহেব, কে গেল বল দিকি?

গফুর ॥ শুনে কি করবে? যতসব হাড়হাভাতের দল।

বৃদ্ধা ॥ বলো, বলো তুমি। এই অবস্থায় থাকা যায় না। তুমি বলো।

গফুর ॥ ৬৩৭।

[এক মুহূর্ত নীরবতা।]

বৃদ্ধ ॥ মোস্তাক নয়। আমাদের মোস্তাক নয়। তার তো ৫১৭।

বৃদ্ধা ॥ আল্লা! (বসে পড়ে) জয়নুল। চলে গেল। জয়নুল আর মাটির নীচে নেই। সে চলে গেছে বেহেস্তে। মা মরা ছেলেগুলোকে কি বলবো। (*গলা ভেঙে যায়*) জয়নুল শুনতে পাচ্ছিস। (*মাটির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে*) জয়নুল।

[রূপা আর মা জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধাকে।]

মা ॥ কি রকম স্বার্থপর হয়ে উঠেছি আমরা। আমার ছেলে বেঁচে আছে তাই আমি হাসছিলাম।

বৃদ্ধা ॥ পাওনাদারের ভয়ে বাড়ি আসত না। মদ খেত দিনরাত। কাগজ দিয়ে গেছে আমার হাতে। জয়নুল—জয়নুল—

রূপা ॥ কাঁদে না, অমন করে কাঁদে না। তোমার তো নাতিরা রয়েছে, দেখ—এর ছেলে মরে গেলে এর কেউ থাকবে না।

বৃদ্ধা ॥ ওই তো খেয়েছে আমার ছেলেকে। ওই খেয়েছে। ওর ছেলে বেঁচে রইল, আমারটা রইল না। মাথা নেই তো চিনলো কি করে? ভুল হতে পারে। ও, নম্বর দেখেছে, না? নম্বর দেখেছে— ৬৩৭—

[বৃদ্ধা চলে যান।]

গফুর ॥ কেন জানতে চাও ওসব? শুধু শুধু দুঃখ পাওয়া।

বৃদ্ধ ॥ না, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনার তো কেউ যায় নি, তাই। মোস্তাক একখানা কাগজ দিয়ে গেছে আমায়—একটু পড়ে দেবেন?

ওয়েব ॥ Start the pump

দত্ত ॥ পাম্প ছাড়ো।

[চাপা গর্জন করে পাম্প চলতে শুরু করে।]

বৃদ্ধ ॥ কি হচ্ছে? ওকি হচ্ছে?

গফুর ॥ খাদে জল জমেছে, বার করে দিচ্ছে।

বৃদ্ধ॥ কাগজটা দেখ দেখি বাবা।

গফুর॥ এ তো কন্ট্রাক্ট। মোস্তাক হোসেন মারা গেলে সাতশ টাকা পাবে গজনফর হোসেন, তার বাবা।

বৃদ্ধ॥ হ্যাঁ, আমাকে দিয়ে গেছে মোস্তাক।

রুকমি॥ আমারটাও পড়ে দিন না। আমার দুটো।

গফুর॥ দুটো!

রুকমি॥ হ্যাঁ, দুটো ছেলেই এত সরল! দুজনেই আমাকে দিয়ে গেছে।

গফুর॥ (*শঙ্কাতুর*) দুটো মানে? (*নীরবতা*) কে কে?

রুকমি॥ আরিফ আর রমজান।

গফুর॥ রমজান! (*নীরবতা*) রমজান তো যায় নি।

রুকমি॥ হ্যাঁ গেছে। কাগজ দিয়ে গেছে।

গফুর॥ মিথ্যাবাদী।

[*এক ঝটকায় কাগজ কেড়ে নেয় গফুর, পড়ে নামটা, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ। এক লাফে দত্তের কাছে গিয়ে পড়ে।*]

গফুর॥ রমজান—রমজান ওর মধ্যে গেছে?

দত্ত॥ হ্যাঁ।

গফুর॥ কক্ষণো না। সাতজন গেছে। কাগজগুলো দেখেছি আমি।

দত্ত॥ তুমি সাতটিই দেখেছো—আর একটা পরে সই হয়েছে।

[*এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে গফুর। তারপর পাগলের মত লিফটের দিকে ছুটে আসে দত্ত ও হাফিজ।*]

দত্ত॥ কি করছো?

গফুর॥ যাব, নিচে যাব, আমায় ছেড়ে দাও—

দত্ত॥ কি পাগলামি করছো? বসে থাকো চুপ করে।

গফুর॥ আমার ছেলে, আমার ছেলে আটকা পড়েছে নিচে!

হাফিজ॥ অনেকের ছেলে আটকা পড়েছে নিচে।

গফুর॥ মেরেছি, মেরেছি নিজের হাতে ছেলেটাকে মেরেছি। মুখ দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছি সেদিন। আর দেখা না করে চলে যাবে? জুলুম নাকি?

হাফিজ॥ (*চিৎকার করে*) যাও ওখানে গিয়ে বসো।

[*আর একজন ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড সেপাই এসে গফুরকে ধরে নিয়ে যায় কাঁটাতারের কাছে—টপকে ওপাশে চলে যায় গফুর আর সব বিয়োগ-ব্যথায় কাতর পরিজনদের মাঝে।*]

গফুর॥ ছেলে লায়েক হয়েছে, দেখা না করে চলে যাবে? দেখবো ওর কতবড় আস্পর্ধা।

বৃদ্ধ॥ (*গায়ে হাত দিয়ে*) অমন করে না। চুপ করে বসে থাক।

গফুর॥ চাবকে ওকে আমি লাল করে ছাড়বো। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি! মার সঙ্গেও দেখা করেনি আমি বলেছিলাম বলে।

রুকমি॥ মিয়াসাহেব—

গফুর॥ নিজের হাতে ব্যাঞ্জো শিখিয়েছি। আর আজ আমার সঙ্গে বদমাশি!

[*গফুর ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।*]

ওয়েব॥ (*ফোনে*) We are ready for everything, Mr Brooks. As soon as the blooming rescue team comes back to surface...Reporters ? What paper ? Send them over Mr. Brooks. I'll look after them (*ফোন রেখে*) Dutt, reporters coming over, careful. Where the hell is the excavator ?

দত্ত॥ Coming sir.

বৃদ্ধ॥ কি হচ্ছে ?

সেপাই ॥ খবরের কাগজের লোক আসছে।

বৃদ্ধ॥ কেন ?

সেপাই॥ ছবি নেবে—তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে।

দত্ত॥ Ready for action everybody.

[*লিফটের ঘণ্টা বেজে উঠে, উদ্বেলিত মা-বাবারা উঠে দাঁড়ান।*]

সেপাই॥ কিছু নয়—ভাবনার কিছু নেই। এবারে হয়তো দেখবে সবাই এসে গেছে।

মা॥ এসেছে ? বলছ এসেছে ?

বৃদ্ধ॥ আল্লা দয়া করছেন ?

[*লিফট উঠে আসে, রেসকিউ টীম শুধু, অবসন্ন-প্রায়, টলতে টলতে তারা নেমে আসে। মুখোশ খোলে সবাই। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকেন পরিজনরা।*]

দত্ত॥ রিপোর্ট করুন।

ক্যাপ্টেন॥ আগুন লেগেছে উনচল্লিশ, চল্লিশ আর একচল্লিশ ডিপ-এ। কার্বন মনোক্সাইডের মারাত্মক proportion পাখিগুলো সব শেষ।

দত্ত॥ কি রকম আগুন ?

ক্যাপ্টেন॥ উনচল্লিশ আর চল্লিশে smoulder করছে, একচল্লিশে flame!

ওয়েব॥ Good God! (*ফোনে কি সব বলতে থাকেন*) Stop pumps

দত্ত॥ পাম্প বন্ধ কর—

[*গর্জন বন্ধ হয়, নীরবতা, উৎসুক পরিজনগণ।*]

ক্যাপ্টেন॥ সারভাইভার আছে। নিশ্চিত আমি।

দত্ত॥ কি বল্লেন আপনি ?

ক্যাপ্টেন॥ (*গলা তুলে*) বলছি ৪২ ডিপ-এ বেঁচে আছে। আমরা কথা শুনেছি, চেঁচিয়ে জবাব দিয়েছি। ঠিক ?

অন্যান্য॥ হ্যাঁ ঠিক। স্পষ্ট শুনেছি—"জান বাঁচাও"।

[*পরিজনদের মধ্যে হর্ষধ্বনি।*]

দত্ত॥ গলা তুলছেন কেন ?

ক্যাপ্টেন॥ তুলেছি নাকি ?

ওয়েব॥ (*ফোনে*) He says there are survivors...yes sir. yes (*দত্তকে*) Get rid of him.

দত্ত॥ Thank you, Captain. এখন আপনি বিশ্রাম করুন গে।

ক্যাপ্টেন॥ সেকেণ্ড টীম তৈরী হয়েছে?

দত্ত॥ হ্যাঁ।

ক্যাপ্টেন॥ তাহলে এবার আপনারা দুজনও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

দত্ত॥ (চমকে) তার মানে?

ক্যাপ্টেন॥ Main shaft পর্যন্ত! রেসকিউ ওয়ার্ক আপনাদের পরিদর্শন করা উচিত।

ওয়েব॥ He is out of his mind

দত্ত॥ আমরা—আমরা নামতে পারি না। এ অসম্ভব।

ক্যাপ্টেন॥ হ্যাঁ, একটু অন্ধকার ওখানটা আর ধোঁয়া, পাথর আর কয়লার স্তূপ....কয়লার গুঁড়ো...দেখি, আর একটু জল!

[*সুমি জল দেয়।*]

মা॥ হ্যাঁ, বাবা, ওদের গলা শুনেছ?

বৃদ্ধ॥ কি বললো মোস্তাক?

ক্যাপ্টেন॥ কথা ত কিছু শুনিনি, চেঁচিয়ে জানান দিচ্ছিল।

মা॥ বিনু কিছু বললো না?

ক্যাপ্টেন॥ ঐ যে বললাম—চেঁচাল।

মা॥ মোয়া খাও বাবা—তোমরা সবাই খাও। কত পরিশ্রম করেছ, মুখগুলো শুকিয়ে গেছে।

[*রেসকিউ টীমের লোকেরা মোয়া নেয়।*]

রূপা॥ ওদের তুলে আনবে না?

ক্যাপ্টেন॥ অন্যদল যাবে।

বৃদ্ধ॥ মোস্তাক কি বললো?

মা॥ ওদের দেখতে পেলে বাবা?

ক্যাপ্টেন॥ না মা। শুধু গলা শুনলাম।

মা॥ এক ঝলক দেখতে পেলে না? একটুও না?

ক্যাপ্টেন॥ যা অন্ধকার দেখবো কি করে!

মা॥ ওখানে বড় বিশ্রী না?

রূপা॥ রমজান আর আরিফ মারামারি করছে না তো?

বৃদ্ধ॥ আমাদের মোস্তাক কিছু বললো?

রূপা॥ আপনারা কি চলে যাচ্ছেন?

ক্যাপ্টেন॥ হ্যাঁ দিদি। আমাদের আর অক্সিজেন নেই। অন্যদল নামবে এক্ষুণি।

মা॥ ওখানে কি একদম অন্ধকার?

ক্যাপ্টেন॥ হ্যাঁ, অন্ধকারটা একটু বেশিই।

মা॥ বাতাস-টাতাসও নেই বড় একটা, না?

ক্যাপ্টেন॥ কম।

মা॥ কখন তুলবে ওদের? সেই কখন নেমেছে—

ক্যাপ্টেন॥ এই তো, এক্ষুণি তুলবে।

রূপা॥ সবাই বেঁচে আছে?

ক্যাপ্টেন॥ পাঁচ ছটা গলা তো শুনলাম। আচ্ছা নমস্কার—

বৃদ্ধ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে চানটান করে ঘুমোও।

[*রেসকিউ টীম চলে যায়।*]

ওয়েব॥ (*ফোনে*) The rescue team has left Mr Brooks, yes rightaway Mr Brooks No at once Mr Brooks, everything is ready (*ফোন রেখে*) Call the sappers

দত্ত॥ Sappers—

[*কয়েকজন খাকী পোশাক পরা লোক ছুটে আসে, পিটহেডে উঠে তারা কি একটা অবিশেষ কাজ করতে থাকে। একজন যন্ত্র নিয়ে দেখছে, একজন হাত নেড়ে নেড়ে সংকেত করছে।*]

মা॥ (*হেসে*) এইবার, এইবার তুলবে ওদের, না রে রূপা?

রূপা॥ হ্যা বোধহয়।

বৃদ্ধ॥ এই, এই তোমরা আবার ওদের বিরক্ত করছে!

স্যাপার ১॥ ডাইনে! আরো আরো আরো বাস! নিশান পোঁত।

বৃদ্ধ॥ কি, অনেকে মিলে, খুব তোড়জোড় করে লেগেছে বুঝি! লাগবে না? সকাল হতে চলল, সেই একটা থেকে আটকে আছে।

স্যাপার ১॥ লাইন টানো! —লাইট!

[*সার্চলাইট ঘুরে যায় সাহায্য করতে।*]

দত্ত॥ স্পটটা পেয়েছ?

স্যাপার ১॥ হ্যাঁ।

দত্ত॥ স্পট লোকেটেড, স্যার।

ওয়েব॥ সীল দা পিট।

দত্ত॥ ক্রেন!

[*গর্জন করে ক্রেন চলতে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে ঢাকনাটি স্থাপন করে পিট এর মুখে। স্যাপারের নির্দেশে খালি ক্রেন সরে যায় পরিজনদের মাথার উপর দিয়ে।*]

রূপা॥ ওকি খাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছ কেন?

[*গফুর উঠে দাঁড়ায় ধীরে ধীরে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।*]

বৃদ্ধ॥ এ্যাঁ, সে কি গো? মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে নাকি?

মা॥ সেপাইজী, মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে কেন?

সেপাই॥ সে আমি কি করে বলবো।

সুমি॥ মুখ বন্ধ করে দিলে ওরা উঠবে কি করে?

রূপা॥ তোমরা কি ওদের তুলবে না?

সেপাই॥ জানি না বাপু। যত সব ঝামেলা। চুপ করে থাক না।

মা॥ ও সাহেব, মুখ বন্ধ করে দিচ্ছ কেন? কেন সাহেব শুনতে পাচ্ছ না? মুখ বন্ধ করে দিলে বাছারা উঠবে কি করে?

দত্ত॥ (*এগিয়ে এসে*) কি হয়েছে?

রূপা॥ মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন কেন? নূতন লোক নামছে না কেন?

দত্ত॥ বোঝ না সোঝ না কথা বল কেন? পাশে নূতন গর্ত খুঁড়ে সেখান দিয়ে তোলা হবে ওদের।

বৃদ্ধ॥ এই দেখ! বোঝ না, সোঝ না, ওদের বিরক্ত কর শুধু শুধু। পাশে গর্ত খোঁড়া হবে নাকি ছোট সাহেব?

[*দত্ত চলে যান।*]

মা॥ হ্যাঁ, নূতন গর্তই খোঁড়া ভাল। এটা দিয়ে যা ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

[*খিল খিল করে হেসে উঠেন।*]

ওয়েব॥ এক্স্‌কেভেটর!

দত্ত॥ এক্স্‌কেভেটর। আগে সার্চলাইট—

[*গর্জন করতে করতে বৃহদাকার যন্ত্র এগিয়ে আসতে থাকে— স্যাপার হাত নেড়ে সঙ্কেত করে খোঁড়ার নির্বাচিত জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। ভীষণ শব্দ করে যন্ত্র পাথরের উপর আঘাত করতে থাকে।*]

রূপা॥ শুরু করেছে! শুরু করেছে!

মা॥ হ্যাঁ গো, গর্ত খুঁড়ে ওদের কাছে যেতে কতক্ষণ লাগবে?

সেপাই॥ জানি না।

বৃদ্ধ॥ কি খুব খাটছে বুঝি সবাই।

মা॥ (*হেসে হেসে*) তাইতো বলি। আমরা মুখ্যু মানুষ তো, বুঝলে সেপাইজী, তাই না বুঝে শুনে কান্নাকাটি করছিলাম। তুই বল সুমি, ওরা চেষ্টার তো কোন ত্রুটি করছে না।

[*একজন রিপোর্টার ও একজন ফটোগ্রাফার প্রবেশ করেন।*]

ওয়েব॥ Welcome to what remains of the Sheldon Colliery! This way, please, Dutt, gentlemen from the Politician.

[*পিট ছেড়ে নিয়ে যান দত্ত।*]

রিপোর্টার॥ রেসকিউ অপারেশন বুঝি?

দত্ত॥ রেসকিউ? না, রেসকিউ ঠিক নয়। রেসকিউ ফেল করেছে। কেউ বেঁচে নেই।

রিপোর্টার॥ এ সব তবে কি হচ্ছে?

দত্ত॥ আগুন নেভাবার চেষ্টা। কয়লা সব পুড়ে গেছে কিনা। ভয়াবহ দাবানল।

রিপোর্টার॥ মাটি খুঁড়ে আগুন নেভানো!

দত্ত॥ হ্যাঁ, ওসব টেকনিক্যাল ব্যাপার, (*এক্স্‌কেভেটরকে*) নিচে আরো নিচে।

[*এক্স্‌কেভেটর বিরাট একগাদা মাটি এনে সামনে ফেলে দেয়, আবার প্রস্থান করে স্বকার্যে।*]

মা॥ ইশ কত মাটি তুলেছে একসঙ্গে।

রূপা॥ তা হলে খুব দেরি হবে না, না মা?

মা॥ পাগল নাকি? দেরি হতে পাবে কখনো? এত লোক এত যন্ত্রপাতি।

রিপোর্টার॥ মাটি খুঁড়ছেন কেন তো বললেন না?

দত্ত॥ খাদের মধ্যে যাতে জল না ঢুকতে পারে সেজন্য দেওয়াল দেওয়া থাকে উঁচু

দিকটায়। ঐ দেওয়ালে একটা ফুটো করে দেব, পুরো খাদটা জলে ডুবে যাবে।

বিপোর্টার॥ ও আগুন নিভে যাবে বুঝি। আর যদি লোক থাকে?

দত্ত॥ বললাম তো, লোক বেঁচে নেই। যা দাবানলের আগুন।

বিপোর্টার॥ আপনি হচ্ছেন—

দত্ত॥ এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, পরমানন্দ দত্ত।

বিপোর্টার॥ এক্স্প্লোশনের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

দত্ত॥ (*চট করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে*) খাদের তলায়। সে কি struggle for existence

বিপোর্টার॥ বলুন তো, কিছু বলুন তো?

দত্ত॥ ঐ তো। ছিলাম ৪২ ডিপ-এ; যেখানে বিস্ফোরণ হয়, সেখান থেকে মাত্র চল্লিশ গজ দূরে। তারপর — আর এক সময়ে বলবো কেমন? এখন অনেক কাজ—হল্ট।

[*গোঁ গোঁ করে এক্সকেভেটর থেমে যায়।*]

দত্ত॥ স্যাপার্স।

[*স্যাপার্স নূতন গর্তের মধ্যে নামে।*]

সার্চলাইট।

বিপোর্টার॥ ওরা কারা?

দত্ত॥ ঐ যারা আটকে আছে, মানে যারা গেছে, তাদের আত্মীয় স্বজন।

বিপোর্টার॥ বেশ তো হাসছে খেলছে।

দত্ত॥ জানে না যে মারা গেছে।

বিপোর্টার॥ চল হে ওদের ফটো নেওয়া যাক।

দত্ত॥ ওদের কাছে কথাটা ফাঁস করবেন না।

বিপোর্টার॥ মানে?

দত্ত॥ সরল ওরা। কেন মিছামিছি দুঃখ পায়। বুঝলেন না। রিপোর্ট?

স্যাপার॥ আরো ফিট দশেক দরকার।

দত্ত॥ এক্সকেভেটর।

[*যন্ত্রদানব আবার হাত বাড়ায়।*]

ওয়েব॥ (*ফোনে*) Yes, they're here, Mr Brooks, making a nuisance of themselves (*ফোন রেখে*) Dutt, faster

দত্ত॥ Yes sir, ten feet more Sir, জল্দি।

বিপোর্টার॥ (*বেড়ার কাছে*) কিগো সব অপেক্ষা করছো?

সেপাই॥ কলকাতার সাহেবদের কাগজের লোক এরা, শুনলে? ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলো।

বিপোর্টার॥ না না ওদের primitive—আদিম ভাবটাই ধরতে চাই। Disturb করবেন না। বলো হে, তোমার নাম কি?

বৃদ্ধ॥ গজনফর হোসেন হুজুর। আমার ছেলে মোস্তাক নিচে আছে, আসবে এখুনি। কি রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে দেখলেন না। সব ওরই জন্যে।

বিপোর্টার॥ তোমার নাম কি?

রুকমি ॥ (*সলজ্জ*) রুকমি।

রিপোর্টার ॥ তোমার কে আটকে আছে?

[*রুকমি লজ্জা ঢাকতে গিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠে।*]

রিপোর্টার ॥ ও বুঝেছি স্বামী বুঝি?

রুকমি ॥ হুঁ। দুজন।

রিপোর্টার ॥ এ্যাঁ সে কি? ক্যামেরা।

[*ফ্লাশ বাল্ব চমকে উঠে, রুকমি ভড়কে পিছিয়ে যায়।*]

রূপা ॥ ভয় নেই রে, ছবি নিয়েছে।

রিপোর্টার ॥ আপনার কেউ আটকে আছে বুঝি?

মা ॥ হ্যাঁ, আমার ছেলে বিনোদ। আমরা বিনু বলে ডাকি।

রূপা ॥ আচ্ছা আপনারা কি জানতে চান?

রিপোর্টার ॥ সব কিছু। তোমরা কোথায় থাক, কেমন করে থাক, কি খাও।

রূপা ॥ বুঝতে পারবেন? শুনে বুঝতে পারবেন?

মা ॥ বিনু উঠোনে শুতে ভালবাসতো, বুঝলেন? বলে, ঘরে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। মাছ খেতে বড্ড ভালবাসে, আর মোয়া খায় সব সময়—আপনি খাবেন একটা?

রিপোর্টার ॥ না, না। বলুন আরো বলুন। কি কাজ করতো ও?

মা ॥ করতো মানে?

রিপোর্টার ॥ মানে কি কাজ করে?

মা ॥ বারুদ ফাটায়। ওরা উঠে এলে আমাদের সঙ্গে বাড়ি চলুন সব দেখিয়ে দেব। এই যে কাগজটা দেখছেন, বিনু এটা দেখিয়ে অনেক টাকা পাবে। আর তাই দিয়ে আমরা একটা বাড়ি কিনবো পাহাড়ের কাছে, তুলসী গাছ থাকবে—বড় বাজে বকছি না? আমাদের বড় আনন্দ বুঝলেন না? ছেলে ফিরে আসছে।

রিপোর্টার ॥ হুঁ।

[*যন্ত্র মাটি ফেলে আবার খুঁড়তে শুরু করে। গফুর উঠে এসে দাঁড়ায় পিটহেডের কাছে।*]

গফুর ॥ দত্ত সাহেব।

দত্ত ॥ কি?

গফুর ॥ আপনারা কি করছেন?

দত্ত ॥ গর্ত খুঁড়ছি, দেখছো না?

গফুর ॥ কেন? আমি কোম্পানির লোক—আমাকেও ধাপ্পা দিচ্ছেন?

দত্ত ॥ তার মানে?

গফুর ॥ (*হঠাৎ চিৎকার করে*) রমজানকে মারবার ফন্দী করছো। তোমাদের সকলকে খুন করবো।

[*দত্তকে আক্রমণ করতে গেলে দুইজন W. W ছুটে গফুরকে চেপে ধরে।*]

বিশ বছর কোম্পানির চাকরি করছি—আজ আমার ছেলেকে মারবে। তোমরা বুঝতে পারছো না ভাই, মেরে ফেলবে, আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।

সেপাই ২ ॥ কি বাজে কথা বলছো?

গফুব॥ সাহেব জলে ডুবিয়ে মাববে আমাব ছেলেটাকে। শ্বাস বন্ধ হয়ে তিলে তিলে মববে আমাব বমজান। সাহেব, দয়া কবো সাহেব।

ওয়েব॥ He's gone mad!

গফুব॥ বমজান! বমজানবে! উঠে আয় তাড়াতাড়ি! দুষ্টু ছেলে বাপেব কথা শুনিস না, উঠে আয় বে!

[*অকস্মাৎ* W W ১ *ঘুষি মাবে গফুবেব পেটে, গফুব বসে পড়ে।*]

আমি বাপ, আমাকে অমন কবে মাবতে আছে?

[*চুপ কবে বসে থাকে গফুব।*]

বৃদ্ধ॥ কি হচ্ছে ওখানে?

কর্কমি॥ মিয়াসাহেব পাগল হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ॥ দেখ দিখি। শুধু শুধু ওদেব বিবক্ত কবা।

ওযেব॥ স্যাপার্স, লে দা স্টিক্স—

[*স্যাপার্সবা ছুটে যায বাকদ নিয়ে।*]

স্যা ১॥ ছটা স্টিক বাইট সাইডে— ছটা ডিপ—।

দত্ত॥ এক্স্কেভেটব!

বিপোর্টাব॥ লোকটাব ছবি নিতে পাবলে না?

ফটোগ্রাফাব॥ চিৎকাব শুনে হাত কাঁপছিল।

বিপো॥ Useless! নাও, এখন নাও একটা।

[*গফুবেব ছবি নেওয়া হয।*]

মা॥ সুমি টিনটা দে তো বে, সবাইকে দিয়ে আসি, এত কবছে ওদেব জন্যে। সেপাইজী একবাব যেতে দাও এই মোযা কটা দিযে আসি—তুমিও নাও।

[*মা বেড়া অতিক্রম কবে সবাইকে মোযা বিলোতে থাকেন সাহেবকে প্রথম—।*]

আমি বিনুব মা (*তাবপব স্যাপার্সদেব, তাবপব দত্তকে*) এত কবছো বিনুব জন্য নাও বাবা খাও— মুখ শুকিযে গেছে।

[*সুড়সুড় কবে এক্সকেভেটব মাটি ফেলে যায—মাটিব স্তূপ থেকে গড়িযে যায তাব ছেঁড়া ব্যাঞ্জো একটা। লাফিযে গিযে কুড়িযে নেয কর্কমি তাবপব ছুটে দেয সেটা গফুবেব হাতে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায গফুব। ব্যাঞ্জোটাকে কোলে নেয যেন শিশুকে আদব কবে।*]

গফুব॥ কিছুতেই বেওযাজ কবতে চাইতো না। কত মাবতাম।

বৃদ্ধ॥ কি? কি হচ্ছে?

রূপা॥ বমজানেব ব্যাঞ্জো উঠেছে।

বৃদ্ধ॥ উঠেছে তো? বেশ বেশ! এই তো সবাই এলো ::ল।

দত্ত॥ বেডি স্যাব।

ওযেব॥ কেবল বেডি?

স্যাপাব ১॥ Yes Sir

ওযেব॥ Sticks?

স্যাপাব ১॥ Yes Sir

ওয়েব ॥ Exploder!

স্যাপার ১ ॥ Yes Sir

ওয়েব ॥ Connect

[*এক্সপ্লোডারের তার জোড়া হচ্ছে—মা মোয়া বিলি করা শেষ করলেন শেষ স্যাপারকে।*]

স্যাপার ১ ॥ জল আছে?

মা ॥ হ্যাঁ, জল আছে। নিয়ে আসছি। কি বলছো বাবা? তোমরা বিনুর জন্য এত করছো আর আমি একটু জল নিয়ে আসতে পারবো না। (*মা চলে আসেন বেড়ার কাছে।*) সুমি বাটিটা দে তো।

সুমি ॥ বাটি খালি মা।

মা ॥ বাটিটা ভরে নিয়ে আয় টিউবওয়েল থেকে। বোকা মেয়ে, এতক্ষণ ভরে রাখিস নি কেন? ছেলেগুলো খাটতে খাটতে মরে গেল, জল চাইছে, আর বসে বসে আড্ডা।

[*সুমি ছুটে চলে গেছে।*]

স্যাপার ১ ॥ রেডি স্যার।

ওয়েব ॥ (*ফোনে*) Everything ready for flooding Mr Brooks Yes Sir Two holes circumference six feet each Enough I should think because water pressure will not rest It will probably blow the whole wall Sir which means the fire will be out in a quarter of an hour Right ho Sir (*ফোন রেখে*) Everybody out

দত্ত ॥ হটে যাও।

[*সুমির হাত থেকে ঘটি নিয়ে মা আসেন স্যাপার এর কাছে, তখন সবাই নেমে আসছে স্যাপার ১ ছাড়া। সে এক্সপ্লোডার নিয়ে বসে আছে নিচু হয়ে। দত্ত আটকান মাকে।*]

দত্ত ॥ কোথায় যাচ্ছ?

মা ॥ ও জল চেয়েছে।

দত্ত ॥ বারুদ ফাটছে ওখানে। যেও না

মা ॥ তা কি হয়? জল চেয়েছে যে। যাব আর আসব।

[*দত্তকে পাশ কাটিয়ে মা ছুটে যান উপরে, ঘটি থেকে জল ঢালেন স্যাপারের হাতে।*]

স্যাপার ॥ দেখো, এর উপরে যেন পড়ে না তা হলে আর ফাটবে না।

মা ॥ (*হেসে*) পাগল। এক ফোঁটাও পড়বে না।

[*খালি ঘটি নিয়ে মা নেমে আসেন নীচে।*]

ওয়েব ॥ Everybody out

দত্ত ॥ Yes Sir

ওয়েব ॥ Get the machine out

দত্ত ॥ এক্সকেভেটর হট যাও।

[*ঘড় ঘড় করে যন্ত্রদানব সরে যায়।*]

বৃদ্ধ ॥ জল দিয়েছ তো?

মা ॥ হ্যাঁ, ভোর হয়ে এলো প্রায়। কিছু মুখেও দেয়নি এতক্ষণ।

ওয়েব ॥ Ready

স্যাপার ॥ Yes Sir

বৃদ্ধ ॥ কি হচ্ছে?

মা ॥ বারুদ ফাটিয়ে রাস্তা করছে।

[আবার অসহ্য নিস্তব্ধতা, গফুর উঠে দাঁড়ায়।]

গফুর ॥ বেরিয়ে আয় শিগগীর। রমজান জল ছেড়ে দিচ্ছে রে, বেরিয়ে আয় রমজান। রমজান রে (চিৎকার করে) তোরা বেরিয়ে আয়, জল ছেড়ে দিচ্ছে। তোরা বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়।

ওয়ের ॥ Fire

[স্যাপার চাবি ঘোরায়— মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝিলিক মেরে ধরিত্রীগর্ভে বাঁধ ভাঙ্গে। কালো ধোঁয়া আর ধূলোর আস্তরণ সরে যেতে দেখা যায়। মা ভয়ে রূপাকে জড়িয়ে ধরেছেন। আতঙ্কে সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে। বিস্ফোরণের শব্দ মেলাতে না মেলাতে শোনা যায় জলের সোঁ সোঁ গর্জন। ধরিত্রীর জঠরে বান ডেকেছে। ওয়ের, দত্ত এবং অন্যান্য স্যাপাররা উপরে গিয়ে দাঁড়ায়। গফুর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে—বুকে ব্যাণ্ডো। নিস্তব্ধতা। অন্যান্যরা সম্যক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি।]

ওয়ের ॥ It's successful, I think

দত্ত ॥ Certainly Sir The wall has caved in already

[মা এগিয়ে যান, পেছনে রূপা আর সুমি, বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকে। সাহেব নামছেন, মা জিজ্ঞাসা করেন।]

মা ॥ কি, কি হয়েছে?

[সাহেব ফোন ধরেন।]

ওয়ের ॥ Water flowing in them, both the holes Mr Brooks yes fine works Thank you Sir, the whole mine will be flooded in fifteen minutes

[দত্ত নামছেন—মা জিজ্ঞাসা করেন।]

মা ॥ কি হয়েছে গো? বল না, কি হয়েছে?

দত্ত ॥ কেবল সরিয়ে নও। আর স্যাপাররা রিপোর্ট এট ওয়ান্স ফর প্রিকশন এগেনস্ট সেকেণ্ডারি এক্সপ্লোশন, ইফ এনি।

[মা সেপাই ১ কে গিয়ে ধরেন।]

মা ॥ কি হয়েছে রে? কি?

সেপাই ১ ॥ কেন আর জিজ্ঞাসা করছেন মা?

[সে চলে যেতে উদ্যত হয়, মা গিয়ে সামনে দাঁড়ান।]

মা ॥ কি? কি হয়েছে বলে যাও—

সেপাই ১ ॥ দুঃখু করবেন না মা—ভগবান দয়া করবেন।

[চলে যায় W W রূপা হঠাৎ চিৎকার করে মুখ ঢাকে।]

রূপা ॥ ওরা আর আসবে না।

মা ॥ বিনু—বিনু আসবে না? (ক্রমশ বুঝতে পারেন মা) রূপা বিনু যে না খেয়ে চলে গেল রে। ও যে বাড়া ভাত ফেলে রেখে চলে গেল।

রূপা॥ (*সামলে নিয়েছে*) মা আমি ত রয়েছি তোমার কাছে।

মা॥ মায়ের উপর অভিমান। মাকে এত বড় শাস্তি দিয়ে গেল, রূপা, খেতে বসেছিল আমি ওকে খেতে দিইনি রে। কথাটি না বলে চলে গেল (*কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েন মা, সঙ্গে রূপা*) তোকে ভালবাসতো রে রূপা। আমি তোকে নিয়েও অপমান করেছি ওকে। প্রতিশোধ নিয়েছে। এমন করে মাকে শাস্তি দিতে হয়? তুই বল রূপা?

[*রূপা মাকে জড়িয়ে ধরে, কান্না কিন্তু বাধা মানে না।*]

বৃদ্ধ॥ আমাদের মোস্তাক তাহলে এলো না?

রুকমি॥ না চাচা, দু টুকবো কাগজ দুটো জীবনের দাম। জ্যান্ত মানুষগুলোকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। ওদেব টাকায় থুথু দিই আমি।

[*টুকরো টুকরো করে কাগজ দুটো ছিঁড়ে রুকমি।*]

মা॥ না খেয়ে চলে গেল আমাব বিনু—

॥ **পর্দা** ॥

ছয়

[*গভীব অন্ধকাবে ঢাকা খাদ অভ্যন্তব। তিন চাবটি সুড়ঙ্গ এসে মিশেছে এইখানে। ছ'টি ক্যাপল্যাম্প এবং একটি টর্চ নাচতে নাচতে এগিযে আসছে সুড়ঙ্গের অন্ধকাব থেকে। প্রাণপণে রাস্তা খুঁজছে সাতটি প্রাণী। প্রথমে এসে পৌঁছায মোস্তাক, হাতে গাঁইতি— পেছনে অন্যরা।*]

হবি॥ জান বাঁচাও— জান বাঁচা—ও।

মোস্তাক॥ না, এদিকেও বন্ধ।

সনা॥ ৩৬ ডিপে এসেছি মনে হচ্ছে। shaft থেকে ক্রমশ দূরে এসে পড়েছি।

আবিফ॥ চলো, আগে বাঢ়ো।

বিনু॥ কি কবতে চাও?

আরিফ॥ যেভাবে এদ্দূব এলাম- --পাথব কেটে এগোবো।

হবি॥ কী লাভ? ক্রমশ দূরে সবে যাচ্ছি।

আবিফ॥ বসে থাকা চলবে না—খামকা বসে থাকবো কেন?

[*অবসন্ন মহাবীর বসে পড়ে।*]

বম॥ কী হোলো?

মহা॥ আমি আর পাচ্ছি না, যা ইচ্ছে করো—আমি আব নড়তে পারব না, বুকে যেন পাথর চাপানো।

হবি॥ হঠাৎ এত গবম কেন? পাখাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে নাকি?

সনা॥ মুখ সীল করে দিযেছে বোধ হয়।

[*হরি অস্ফুট আর্তনাদ করে কাছে আসে।*]

হরি॥ তার মানে?

আবিফ॥ আমি আব মোস্তাক আগে কাটবো। পালা কবে—বসে থাকলে যে পাগল হয়ে যাব সবাই। আয় মোস্তাক, গাঁইতি নে।

মোস্তাক॥ চলুন—

[সুড়ঙ্গেব মধ্যে যায়—একটু পবেই খটাংখট গাঁইতিব শব্দ।]

হবি॥ মুখ সীল কবে দিয়েছে মানে?

সনা॥ তাব উপব আগুন জ্বলছে। উপবে—নীচে—পাশে—গবম হবেই তো। দাঁড়িয়ে থেকো না, বসে পড়ো, পবিশ্রম কম কবো। এখানে বাতাস খুব বেশি নেই। মানে Oxygen কম ব্যবহাব কবো।

[সবাই বসে।]

বম॥ আলো কেমন হলদে হয়ে এসেছে, দেখছ? ব্যাটাবিব আব বেশিক্ষণ নেই।

হবি॥ (অদ্ভুতস্ববে) তাবপব নেমে আসবে অন্ধকাব।

সনা॥ সব বাতি নিভিয়ে দাও, শুধু আমাবটা জ্বলুক প্রথমে—

[সনাতন ছাড়া সবাই বাতি নিভিয়ে দেয়।]

হবি॥ না, না, আলো জ্বলুক! এ অন্ধকাব সহ্য হয় না!

সনা॥ চোপ্।

[মহাবীব ডুকবে কেঁদে উঠে। কেউ কোনো কথা বলে না। মহাবীব কাঁদতে থাকে।]

বম॥ কী হয়েছে? –

মহা॥ আমাব তিন তিনটে বাচ্চা মেয়ে—আব আমাকে কোম্পানি—।

[ফিবে আসে আবিফ এবং মোস্তাক। দুজনেই হাঁপাচ্ছে, তবে মোস্তাকেব অবস্থা সঙ্গীন। সে বসে পড়ে।]

আবিফ॥ পাথব ধ্বসে এসেছে, গাঁইতিতে হবে না। ওদিকটা দেখি।

সনা॥ ওদিকটা শ্যাফ্‌ট্ থেকে আবো দূবে।

আবিফ॥ তবু কাটতে হবে, বসে বসে মিনিট গুণবো নাকি? এবাব কে যাবে?

বম॥ আমি যাব।

আবিফ॥ তোব সঙ্গে কাজ কবি না।

বিনু॥ তুমি এবাব বোসো, নইলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমি যাব।

আবিফ॥ তুমি নয় তোমাব হাতে চোট্ লেগেছে! সনাতনদাব তো অসুখ—সুবাদাব যাবে এবাব।

মহা॥ আমি পাবব না—পাবব না—কিছুতেই পাবব না!

আবিফ॥ চোপ্ শালা। কোম্পানিব দালাল, তুমিই ঢুকিয়েছো আমাদেব এব মধ্যে—তুমি পাববে না মানে? ওঠ্, (লাথি মাবে) ওঠ্ শালা!

মহা॥ (কাঁদতে থাকে চেঁচিয়ে) মেবে ফেল্লেবে—

সনা। আঃ, ছাড়ো না ওকে।

আবিফ॥ কক্ষণো নয়, উঠতেই হবে ওকে। ওঠ্!

[লাথি মেবে হেঁচকা টানে দাঁড় কবিয়ে দেয় মহাবীবকে। ছুটে পালাতে চেষ্টা কবে মহাবীব—লাফিয়ে গিয়ে কলাব চেপে ধবে আবিফ—ঘুঁষি মাবে।]

মহা॥ কেন তোমরা আমায় এমন করছ?

আরিফ॥ ধরো গাঁইতি। তোমায় পিটিয়ে মারা উচিত।

বিনু॥ দাঁড়াও, গাঁইতির কাজ নয়। দেখি, চলো, ওদিকটা দেখিগে।

[*বিনু ও আরিফ সুড়ঙ্গে যায়।*]

সনা॥ (*চিৎকার*) বারুদ ফাটবার বিপদ আছে। বিনু—

মোস্তাক॥ কেন? একটা ছোট্টো ফুটো করলেই হয়ে গেল।

[*বিনু ও আরিফ ফিরে আসে।*]

বিনু॥ গ্যাস নেই ওখানে, উড়িয়ে দিই কার্ট্রিজ দিয়ে।

সনা॥ ছাদ—লাঠিটা থাকলে ঠুকে দেখা যেত।

আরিফ॥ লাঠি ছিল জয়ন্যালের কাছে—সে তো প্রথম চোটেই গয়া।

সনা॥ দেখছ, ফেটে রয়েছে।

হরি॥ হ্যাঁ, আওয়াজ হলেই মাথায় এসে পড়বে, চ্যাপ্টা হয়ে যাবো।

আরিফ॥ থাম, ভীতু কোথাকার। এমনিও মরব, অমনিও মরব—বেঁচে গেলে ঐ ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব। ওপাশে আগুনও থাকতে পারে

বিনু॥ তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। ছেড়ে দেব? এসো আরিফ গাঁইতি নিয়ে—দুটো গর্ত—

[*আরিফ, বিনু চলে যায়।*]

মহা॥ গুঁড়িয়ে দেবে আমাদের। উপরে ১২০০০ ফুট—কয়লা- মাটি - পাথর গাছপালা—বাড়িঘর—গুঁড়ো করে দেবে!

বম॥ ব্যাণ্ডোটা যে কোথায় ফেললাম -

সনা॥ কেন?

বম॥ একটু বাজাতাম।

বিনু॥ (*আবার ফিরে আসে*), তার কোথায় হরি?

হরি॥ তার তো আমায় দাওনি।

বিনু॥ তার মানে? ৪২ এ ঢোকার সময় তারের গোছাটা তোকে দিলাম না?

হরি॥ না—কই—না—

বিনু॥ শালা মিথ্যেবাদী!

সনা॥ কি হচ্ছে?

বিনু॥ স্বীকার করে না কেন?

হরি॥ আমি নিই নি, আমাকে দাও নি—সত্যি বলছি, আমাকে দাও নি—

বিনু॥ লেজ গুটিয়ে পালাবার সময় কোথায় ফেলেছে কি সব আছে?

[*বিনু নিজের শার্ট ছেঁড়ে, সলতে পাকাতে থাকে।*]

বম॥ সলতে দিয়ে আগুন দেবে?

বিনু॥ আর উপায় রেখেছে ঐ হারামজাদা।

সনা॥ বিপদ আছে।

বিনু॥ উপায় নেই।

[পাকানো সলতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

রম॥ বিনুর কিছু হলে তুই হবি দায়ী।

হরি॥ কোথায় যে ফেললাম তার—

মোস্তাক॥ যাক, স্বীকার করেছে।

মহা॥ টিঁকবে না— ও ছাদ টিঁকবে না—

মোস্তাক॥ আর দুটো তো মাত্র কার্টিজ ফাটাবে —

[আরিফ ফিরে আসে।]

আরিফ॥ আর একটা জামা লাগবে, বারুদ ঠাসার মাটি নেই।

[রমজান বেরিয়ে যায়।]

আরিফ॥ আচ্ছা, সনাতনদা, ওপাশে যদি আগুন না থাকে তাহলে বেরিয়ে যেতে পারব?

সনা॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওটা হোলো ৩৫ ডিপ। সেখান থেকে শ্যাফ্‌ট বড জোর হাত কুড়ি।

[মহাবীরের চিৎকার।]

আরিফ॥ চোপ!

হরি॥ সনাতনদা, আমাদের কেউ বাঁচাতে আসছে না কেন?

সনা॥ এসে চলে গেছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে রেসকিউ টিম ফিরে চলে যায়।

হরি॥ তা কতক্ষণ হয়েছে আর?

রম॥ দিন চার পাঁচ কেটে গেছে।

হরি॥ দূর, ঘণ্টাখানেক বড় জোর।

রম॥ পাগল— তুই পাগল হয়ে গেছিস। কত দিন, কত রাত কেটে গেল ছুটোছুটি করে - আর, ঘণ্টাখানেক।

সনা॥ ঠিক চারটি ঘণ্টা হয়েছে। আলোর জোর দেখেই বোঝা যায়।

হরি॥ তাহলে আমাদের বাঁচাতে আর আসবে না, না?

রম॥ নিজেরাই নিজেদের বাঁচাবো, ভাবছো কেন?

হরি॥ মাত্র চার ঘণ্টা! মনে হচ্ছে কতকাল যেন।

[বিনু ফেরে।]

বিনু॥ আমার দেশলাইটা ভিজে একাকার দেখি একটা—

[দেশলাই নিয়ে বিনু চলে যায়।]

হরি॥ উপরে লক্ষ্মী বসে আছে খাবার নিয়ে, না সনাতনদা?

সনা॥ হ্যাঁ।

হরি॥ যদি একবার ৩৫ ডিপ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি—

সনা॥ তবে?

হরি॥ বৌকে কলি গড়িয়ে দেবো। আমার আর ভয় করছে না, সনাতনদা।

[বিনু ফিরে আসে।]

বিনু॥ হ্যাঁ, শুকনোই আছে। (ঘুরে ঘুরে দেয়াল পরীক্ষা করে করে) তোমরা এই দেয়ালটার কাছ ঘেঁষে শোও, এটা একটু শক্ত আছে।

মহা॥ আমি—আমাকে শুতে দাও।

[সবাই শুয়ে পড়ে।]

বিনু॥ হুঁশিয়ার!

রম॥ খোদা হাফিজ!

[মোস্তাক ওঠে।]

সনা॥ উঠছ কেন?

মোস্তাক॥ ইঁদুরের মত মরব না। চোখ চেয়ে দেখতে চাই সব।

বিনু॥ খবরদার! খবরদার!

[বিনু আগুন দিয়ে ছুটে আসে। সবাই শুয়ে থাকে। প্রচণ্ড শব্দে চরাধার কেঁপে উঠে।]

রম॥ ধ্বস নামছে।

মহা॥ জান বাঁচাও, জান বাঁচাও।

হরি॥ বেরিয়ে চলো—এখান থেকে বেরিয়ে চলো।

সনা॥ কিছু না। শুয়ে থাকো সব।

রম॥ আল্লা—বাপজান। (পালানোর চেষ্টা করে)

আরিফ॥ কিছু না, ভাইরে—শুয়ে থাকো চুপচাপ।

রম॥ এক্ষুণি আসছি, ছেড়ে দাও, বাপজান, বাপজান, আমায় এরা মারছে বাপজান।

হরি॥ ভয় কী জানিস! হাত পা পেটে সেঁদিয়ে—

সনা॥ দ্যাখো, খুঁটো তোলো কিনা ।

মহা॥ হাঁ, হাঁ, আমি দেখবো। চলো, গাঁইতি নও

[বিনু, আরিফ, মহাবীর চলে যায়।]

রম॥ ওই আরিফ——ওর ভেতরটা ভারী কাল।

সনা॥ এদ্দিনে বুঝলে?

রম॥ হ্যাঁ, ওকে ভাবতাম— খুনী, গুণ্ডা—।

সনা॥ খাদের মধ্যেই সত্যিকারের মানুষগুলোকে চেনা যায়।

মোস্তাক॥ হাঁ, আমি যে আমি—সব মিয়াকে ঠকিয়ে খোল খাটিয়ে গাড়ল বানিয়ে এলাম, খাদের মধ্যে এসে যত জারিজুরি ফাঁক হয়ে গেল!

হরি॥ ওরা পথ করছে—একবার—একছুটে—উপরে—একটু হাওয়া—।

[মহাবীর হঠাৎ হাসতে থাকে।]

মহা॥ আমার মেয়ের বুঝলে—আমার বড় মেয়ের ছিল—ছিল একটা ইঁদুর কল——ইঁদুর ধরত, আর খুঁচিয়ে মারত—বেচারা ইঁদুরের কত যে লাগত, ও কী করে বুঝবে?

আরিফ॥ থাম।

মহা॥ উপরে পাথর—চারদিকে আগুন। ১৫ বছর চাকরি করছি এখানে, কোনোদিন খাদে নামিনি—পাছে আটকে পড়ি—আর আজ—।

আরিফ॥ চোপরাও। শালা কাফের।

মহা॥ গল্প পড়েছি—উপরে নিচে কাঁটা—কাঁটা দিয়ে পুতে ফেলা—দুয়োরাণী—বেচারির জন্যে ঐ একটি শাস্তি তোলা থাকে তখন খুব মজা লাগত—

আরিফ॥ খামোশ!

মহা॥ আরো ভাবো—আমাদের হাড় এখানে আস্তে আস্তে কয়লার সঙ্গে মিশে গেছে। সে কয়লা তুলে ইঞ্জিনে পুরেছে। সেই ইঞ্জিন ছুটেছে রেল লাইন ধরে—শিস দিয়ে চলে যাচ্ছে আমার গাঁয়ের পাশ দিয়ে—কৌশল্যার মা রান্না করতে করতে চোখ তুলে দেখছে—বুঝতে পারছে না।

আরিফ॥ (উন্মত্ত চিৎকার) খামোশ! আর একটি কথা বললে এই গাঁইতি দিয়ে মাথাটা দেবো ফাঁক করে! (*কেঁদে ফেলে মহাবীর*)

বিনু॥ অথবা এখানে কয়লার গায়ে লেপ্টে থাকবে আমাদের পুরো চেহারাটা ফসিল হয়ে। বহু শতাব্দী পরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুঁড়ে দেখবে সে ছাঁচ—কুড়িয়ে পাবে আমাদের হাড়—বলবে গবেষণা করে—পুরাকালে একদল অতিশয় বুদ্ধিসম্পন্ন মর্কট অথবা অর্ধমানব ভূগর্ভে বাস করত। আলো, বাতাস প্রভৃতি তারা সহ্য করতে পারত না বলে মাটির সহস্র ফুট তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে থাকত— ।

হবি॥ সত্যিই তো তাই—অর্ধমানব—

আরিফ॥ এখানে সব শালা পাগল হয়ে গেছে—সবাই পাগল—সবাইকে খুন করা উচিত।

সনা॥ চুপ। কেউ আর একটা কথা বলবে না। মরতে হয় মরব। তা বলে পাগল হয়ে ভুল বকতে বকতে মরব কেন?

বিনু॥ আশ্চর্য, সনাতন, তোমার যা অসুখ, ভেবেছিলাম তুমিই সবচেয়ে আগে পাগল হয়ে যাবে।

সনা॥ ওই যে বলছিলাম, আমি আগেই একবার মরেছি। মরণটা আগেই একবার হয়েছে—তাই মরতে কেমন লাগে আমার আগে থেকেই জানা আছে, ভয়টা তাই পাই না।

বম॥ কিন্তু এভাবে মরব কেন? একবার আকাশ দেখব না—মা'র মুখ দেখব না—

সনা॥ না, এভাবে মরব না—আসবেই—আমাদের বাঁচাতে আসবেই—বড়ধেমোয় ১৯ দিন বেঁচে ছিল লোক খাদের মধ্যে—আমরাও বাঁচবো।

বিনু॥ যদি জল ছেড়ে দেয়?

সনা॥ ছাড়বে না।

মোস্তাক॥ আগুন জ্বললে, যদি আর একটা বিস্ফোরণ হয়?

সনা॥ হবে না।

[*নীরবতা।*]

আরিফ॥ কিছু না করে বসে থাকব কী করে?

মোস্তাক॥ তাস খেলবে?

আরিফ॥ এনেছিস নাকি?

মোস্তাক॥ নিশ্চয়ই, তাস ছাড়া এক পা চলি না আমি। হঠাৎ যদি এক বাজি জেতার মৌকা পেয়ে যাই।

আরিফ॥ খেল তবে।

[*দুজনে তাস খেলায় মেতে ওঠে।*]

বম॥ বিনুদা, যদি উপরে যেতে পারি, তুমি কী করবে?

[*নীববতা।*]

বিনু॥ আমাব সব প্ল্যান পাকা হয়ে আছে, বাড়ি কবব পাহাড়েব কাছে, মাকে নিয়ে থাকব। মা বড় দুঃখী, বুঝলে, সাবা জীবন খেটে খেটে মবেছে; আমাদেব ভাইবোনকে মানুষ কবেছে। এখন চায় একটু সুখ, একটু নির্ভাবনাব জীবন। তাই আমবা চলে যাব আসানসোলেব কাছে, জমি দেখে বেখেছি, বাড়ি কবব।

বম॥ আব তুমি, সনাতনদা?

সনা॥ উপবে গেলে? ভাববাব কথা। উপবে গিয়ে—এতো মুস্কিল হোলো। আবাব ইলেক্‌ট্রিক বাতি খুঁজে বেড়াবো।

[*দপ্‌ দপ্‌ কবে আফিসেব বাতি নিভে যায়।*]

সবাই বাতি জ্বালো———আব তুমি কী কববে, বলো তো বমজান।

বম॥ আমি? (*চাপা কণ্ঠে*) রুক্মিকে বলব, আবিফকে বিয়ে কবো।

সনা॥ সে কি?

বম॥ হ্যাঁ। আবিফ মবদ, ভয় ডব নেই, রুক্মি সুখে থাকবে। আমি—মানে আমাব তো কিছু মনেই থাকে না, খেতে ভুলে যাই মাঝে মাঝে। আব, হ্যাঁ, বাপজানেব পায়ে ধবে বলব, ক্ষমা কবো, একবাব মাব সঙ্গে দেখা কবতে দাও।

সনা॥ পায়ে ধববে?

বম॥ হ্যাঁ, আমাব বাবা তো শুধু বাবা নয়, সে আমাব ওস্তাদ। আমাকে ব্যাঞ্জো শিখিয়েছে। কী সুন্দব বাজায় আমাব বাপ্‌জান!

আবিফ॥ যাঃ, শালা, তোব সঙ্গে জেতে কাব বাপেব সাধ্যি।

মোস্তাক॥ ছ' আনা পয়সা?

আবিফ॥ পয়সা তো নেই।

মোস্তাক॥ সে বললে চলবে না। বাজি খেলছ, পয়সা নেই?

আবিফ॥ একটা পয়সাও নেই।

মোস্তাক॥ আচ্ছা, বেশ, একটা কাগজে লিখে দাও- -পবে দেবে।

আবিফ॥ পবে?

মোস্তাক॥ হ্যাঁ।

[অদ্ভুত ভাবে আবিফ হাসে।]

মোস্তাক॥ এসব ব্যাপাবে কোন ফাঁক বাখা উচিত নয়।

[*কাগজ ও পেন্সিল বাব কবে দেয়—আবিফ হাসতে হাসতে তাতে উর্দুতে কি সব লিখে দেয়। সযত্নে কাগজখানা ভাঁজ কবে বাখে মোস্তাক।*]

আব কেউ খেলবে? (*সবাই নিরুত্তব*) খেলবে না? বেশ!

[*বসে থাকে মোস্তাক।*]

সনা॥ আবাব নতুন কবে তোমাকে চিনলাম।

মোস্তাক॥ না, এ তো জানা কথা। ব্যবসা ব্যবসাই। আমাব কোন বাজে দুশ্চিন্তা-টুশ্চিন্তা হয় না। এখান থেকে বেঁচে বেরুলে আবো কিছু মোষ কিনব। কষে গোয়ালা সেজে বসব।

[*নীববতা।*]

বম॥ সন্ধ্যেবেলা বাপজান বাড়ি এসে ব্যাঞ্জো বাজায়। পৃবিয়া। কী মিঠে হাত।

আবিফ॥ হ্যাঁ, সে মিঠে হাতেব ছোঁয়া কতবাব যে পিঠে লেগেছে তাব ঠিক নেই।

বিনু॥ ঐ যেমন আব একজন পড়ে আছে ওখানে—সুবাদাব সাহেব, হাতে কল। কী দাপট ছিল তাব! এখন তাকিয়ে দেখ—জবু থবু মাংসপিণ্ড একটা, মানুষ নামেব অযোগ্য।

[*ধীবে ধীবে মাথা তোলে মহাবীব।*]

সনা॥ খাদে নামলে চেনা যায আসল মানুষটিকে।

বম॥ কিগো, সুবাদাব সাহেব?

মহা॥ ঘুমিযে পড়েছিলাম বোধ হয। নাকি মূর্ছা.. (*উঠে দাঁড়িযে হেঁটে একটু যায*) এই দেযাল...ভাঙে না, নড়ে না...এসব কেটে বেরুবো? (ঘুবে দাঁড়ায) ঘুমিযে পড়েছিলাম—স্পষ্ট দেখলাম কৌশল্যাব মুখ। কৌশল্যা আমাব বড় মেযে। এই দেখ, ছবি। এই দেখ, ছবি। আমাব বুকেব কাছটায থাকে কৌশল্যাব ছবি।

[*মানিব্যাগ থেকে বাব হয ছবি ও কাগজ একটা। ঘুবে ঘুবে সবাইকে দেখায ছবি।*]

বিযে হবে ওব—যে টাকাটা পাবে কৌশল্যাব মা, ওব বিযেটা হযে যাবে নির্বিঘ্নে।

সনা॥ বাঃ, সুন্দব মেযে তো!

মহা॥ হ্যাঁ, গাঁযেব নামজাদা সুন্দব। বড় দুষ্টু।

[*ছবিব দিকে তাকিযে থাকে এক দৃষ্টে।*]

বিনু॥ হাতেব কাগজটা কী?

মহা॥ এটা? এটা যেন—(*কাগজটা খোলে, পড়তে পড়তে হঠাৎ বিকট চেঁচিযে ওঠে।*) ভগবান।

সনা॥ কি হোলো?

মহা॥ কাগজ। সেই কাগজ। আমাব জীবনেব দাম। এটা যে সঙ্গে নিযে এসেছি! যদি মবি। এটা কি কবে পৌঁছুবে উপবে? কেন দিযে এলাম না গফুবকে? কি কবি? আমি কি কবি?

আবিফ॥ কোম্পানিব উপব এত আস্থা, কাগজ নিযে এসেছ সঙ্গে?

মহা॥ (উদ্‌ভ্রান্ত) আমায বলল যে, আমায যে সাহেব কথা দিল।

[*আবিফ হাসতে শুরু কবে।*]

মহা॥ কৌশল্যাব বিযে দেবো কী কবে?

[*সবাই হাসতে শুরু কবে—হাসিব চোটে কালো দেযাল ফেটে যাবাব উপক্রম হয—ব্যথিত মুখে বসে পড়ে মহাবীব, তাবপব কাগজটাব দিকে স্থিব দৃষ্টিতে তাকিযে থাকে। হাসিতে ধীবে ভাঁটা পড়ে।*]

আবিফ॥ আমাবটা দিযে এসেছি রুক্মিকে—।

বম॥ আমাবটাও।

[*থেমে যায আবিফ, অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায বমজানেব দিকে।*]

আবিফ॥ তোকে যে কেন এতদিন খুন কবিনি ভেবে পাই না।

বিনু॥ চুপ।

[*সবাই থামে—শোনা যায কাদেব কথা—দূবে—সুড়ঙ্গেব মধ্যে।*]

শুনছ?

সনা॥ কি?

বিনু॥ কারা কথা কইছে।

[*আবার স্পষ্ট শোনা যায় কথা—৪২ ডিপ কই হ্যায়? লাফিয়ে উঠে বিনু।*]

ঐ তো! এসে গেছে! রেসকিউ টিম—রেসকিউ আসছে—(*ছুটে যায় দেওয়ালের দিকে—হাত রাখে কর্কশ কয়লার উপরে—সবাই ভীত চোখে তাকিয়ে থাকে বিনুর দিকে। আবার শোনা যায় কথা—।*) ঐ তো! তোমরা শুনতে পাচ্ছ না? জান বাঁচাও! জান বাঁচাও!

[*মিলিয়ে যায় কথা—বিনুর উপলব্ধি হয় নিরেট দেয়ালে হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে। আর সকলের দৃষ্টি ওর উপরে নিবদ্ধ। এগিয়ে আসে সনাতন।*]

বিনু॥ আমি—আমি শুনেছিলাম—

[*সনাতন এসে জড়িয়ে ধরে বিনুকে।*]

সনা॥ এসো, বোসো—

বিনু॥ আমার কি মাথা খারাপ হয়ে আসছে?

সনা॥ কিছু না—কিছু না—

[*কাঁদতে থাকে বিনু সনাতনের কোলে মাথা রেখে।*]

মোস্তাক॥ এই খাদের মধ্যে সবই সম্ভব। দানোয় পায় মানুষকে, আমি জানি।

রম॥ (*ভীত চাপা কণ্ঠে*) আগে যারা মারা গেছে তারা?

আরিফ॥ বাজে কথা।

[*বিনু উঠে বসে। নীরবতা।*]

বিনু॥ কুদরৎ বলেছিল—কোম্পানি বুঝিয়ে ছাড়বে। ফলে গেছে।

সনা॥ দাঁড়াও! ওটা কি?

[*সবাই কান পাতে—টপটপ করে জলের ফোঁটার আওয়াজ আসতে থাকে—সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতিটি শব্দ প্রতিধ্বনিসহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।*]

মোস্তাক॥ জল।

আরিফ॥ চারদিক ফেটে গিয়ে জল উঠছে।

সনা॥ হুঁ।

[*ফোঁটা ফোঁটা জলের শব্দ চলতে থাকে—হঠাৎ সনাতন বলে ওঠে—*]

মোস্তাক, সবাইকে কাগজ দাও ভাই। একটা করে চিঠি লিখে ফেল।

[*মোস্তাক কাগজ বিলি করতে শুরু করে।*]

আরিফ॥ তার মানে? সময় হয়ে এসেছে নাকি?

সনা॥ হ্যাঁ।

[*চীৎকার করে কেঁদে উঠে রমজান—সনাতনের পায়ের কাছে পড়ে যায়।*]

রম॥ আমি মরতে চাই না, সনাতনদা, আমাকে বাঁচাতে পারো না? একটু বাঁচাতে পারো না?

আরিফ॥ রমজান! রুকমি যদি এ হাল দেখে তোর, কেমন ধারা হবে?

[*রমজান থেমে যায়, অবাক হয়ে তাকায় আরিফের হাসি-মাখা মুখের দিকে।*]

আয রে! চল গিয়ে গাঁইতি চালাতে থাকি। এখানে দাঁড়িয়ে মরব না কিছুতেই—চল্—ওঠ।

[ধীরে উঠে দাঁড়ায় রমজান।]

রম॥ পথ কাটবে?

আরিফ॥ হ্যাঁ, তুই আর আমি।

[আরিফকে জড়িয়ে ধরে রমজান। তারপর দুজন রওনা হয সুড়ঙ্গের দিকে।]

রম॥ রুকমি তোমাকে ভালবাসে, জানো?

আরিফ॥ দোৎ, তোকে ভালবাসে।

রম॥ না, না, আমাকে বলেছে।

[অট্টহাসি হেসে উঠে আরিফ।]

আরিফ॥ সত্যি?

রম॥ হ্যাঁ।

[দুজনে চলে যায সুড়ঙ্গের মধ্যে।]

মোস্তাক॥ পেন্সিল মাত্র একটা।

সনা॥ তাই দিয়েই, একজন একজন করে—সুবাদার সাহেব, আপনি প্রথমে।

[মোস্তাক তার হাতে কাগজ পেনসিল দেয—।]

মহা॥ কি? কি এটা?

সনা॥ উপরের লোককে জানাবে না কি করে আমরা ফুরিয়ে গেলাম?

মহা॥ না, ফুরোইনি, ফুরোবো কেন? সাহেব আমাকে পাঠিয়েছে—সাহেব আমাকে টেনে তুলবেই—সাহেব! শুনতে পাচ্ছেন? ম্যানেজার সাহেব!

মোস্তাক॥ অবিচলিত ভক্তি সাহেবের উপর এখনো।

[মহাবীর ছুটোছুটি করে নানা জাযগা থেকে ডাকতে থাকে সাহেবকে।]

সনা॥ জানাতে হবে, একটা চিহ্ন রেখে যেতে হবে। মোস্তাক, তুমি লেখ আগে তাড়াতাড়ি, সময বেশি নেই।

[মোস্তাক লিখতে শুরু করে—ভেসে আসে ওরই কণ্ঠে ওর চিঠির ভাষা।]

মোস্তাকের কণ্ঠ॥ আব্বাজান, আমার সেলাম জানবা। মোষ আরো তিনখানা খরিদ করিযা যথাবিহিত দুধ সকল সাহেবকে ফজির কালেই দিযা হাসিবা এবং দত্ত সাহেবকে বিকালেও আধ সের দিবা। চিঠি লিখিতে বিলম্ব হইবে, গুণাহ মানও না। ইতি—মোস্তাক।

[জলের শব্দ বেড়ে এবার একটানা ঝির ঝির শোনা যাচ্ছে।]

সনা॥ এবার বিনু।

[চিৎকার করে গান ধরেছে আরিফ ও রমজান বহুদূর থেকে।]

বিনুর কণ্ঠস্বর॥ শ্রীচরণেষু, মা, কি লিখি। কি করে তোমাকে বোঝাই—এবার আর জমি কেনা হোলো না, সন্ধ্যাবেলায তোমার তুলসীতলায প্রদীপ দেযাও হযে উঠলো না। তোমার বুক ভেঙে যাবে জানি মাগো, তবু আমায ক্ষমা কোরো, এর বেশি এবার করতে পারলাম না। তোমার মুখখানা একবার যদি দেখতে পেতাম! সুমিকে ভালবাসা দিও।

ইতি—প্রণত বিনু।

[জলের তোড় এবার প্রায গর্জনে পরিণত হযেছে। পেনসিল কেড়ে নেয সনাতন—মহাবীর

চিৎকার করে ওঠে—।]

মহা॥ আমাকে ঠকিয়েছে—সাহেবও আমাকে ঠকিয়েছে—আমার সব কেড়ে নিয়েছে সাহেবরা—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমার চোখ গেছে—আমি অন্ধ—আমি দেখতে পাচ্ছি না—

[*বলতে বলতে ছুটে চলে যায় সুড়ঙ্গ পথে, কেউ নড়ে না, সনাতন লিখতে শুরু করে—।*]

সনাতনের কণ্ঠ॥ পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের ভুলো না। মানুষের ঐশ্বর্য আহরণ করতে আমরা নেমে যাই ধরিত্রীর অতল গর্ভে। সেখানে আমাদের জীবন রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই—

[*জলের ভীম গর্জনে প্রায় চাপা পড়ে যায় কণ্ঠ, তবু দ্রুত লিখে যায় সনাতন—*]

ঐশ্বর্যলিপ্সাই মানুষকে করে শয়তান আর সেই শয়তানরা হাসিমুখে আমাদের জলে ডুবিয়ে মারে। আমরা মরে যাই, ক্ষতি নেই, তোমরা দেখো এর পরে যেন আর একজন মানুষও এভাবে ইঁদুরের মতন না মরে। ইতি—সনাতন মণ্ডল।

[*চিঠিগুলি দ্রুত একসঙ্গে করে বারুদের বাক্সে পোরে, রেখে দেয় সেটা সযত্নে একটা ফাটলের মধ্যে। জলের গর্জন এবার যেন এই সুড়ঙ্গেরই অভ্যন্তরে অনুরণিত হয়ে ওঠে।*]

মোস্তাক॥ আল্লা! গান ধরো।

সনা॥ এ আল্লা, দয়া নি করিবা আল্লারে।

[*তিনজনে গাইতে থাকে। স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে—জল ওদের হাঁটু ছাড়িয়ে উঠছে তখন—বিনু প্রাণপণে একটা পাথরের আলসেয় ওঠে। কিন্তু সর্বগ্রাসী বন্যা আবার তার হাঁটু অবধি আক্রমণ করে—চীৎকার করে ওঠে বিনু।*]

বিনু॥ মা! আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, মা!

[*বেদনাভরা কতকগুলি কণ্ঠ ভেসে আসে সুদূর থেকে—*]

কণ্ঠ॥ শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একখানা বাড়ি—

বিনু॥ আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম—

কণ্ঠ॥ মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল, বুঝলে, পাকা নয়, তুলসী গাছ থাকবে, তুমি প্রদীপ দেবে, তুমি শাঁখ বাজাবে।

বিনু॥ আর কিছু চাইনি আমি—শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম—

কণ্ঠ॥ ফিরিবে করে, দিদি? সত্যি বলছিস?

বিনু॥ মা!

[*জলের ঢেউ তাকে গ্রাস করে।*]

পর্দা

ফেরারী ফৌজ

আমাদের কল্পনাদি'কে
অর্থাৎ অগ্নিযুগের অগ্নিশিখা
কল্পনা দত্তকে

মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক

প্রথম অভিনীত

কুশীলব

যাত্রাওয়ালা— নির্মল চৌধুরী
ব্রজেন চৌধুরী—জমিদার—অরবিন্দ চক্রবর্তী
হরিশ—পণ্ডিত মশাই—
শেঠজী—পাটের ব্যবসায়ী—কৃষ্ণ কুমার
নীলমণি—জনৈক মীরজাফর—উৎপল দত্ত
ফ্ল্যানাগান—পাদ্রী—নিমাই ঘোষ
উইলমট—পুলিশ সুপার—বিধান মুখোপাধ্যায়
হিতেন দাশগুপ্ত—ইনস্‌পেক্টর—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশ মুখুটি—সাব-ইনস্‌পেক্টর—অরুণ রায়
কনস্টেব্‌ল্‌—সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়
এ. এস. আই—অনিল মণ্ডল
দেবব্রত ঘোষ—মাষ্টার মশাই—সুনীল রায়
অশোক চট্টোপাধ্যায়—বিপ্লবী—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্যোতির্ময়— ঐ—সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
কুমুদ— ঐ—নির্মল গুহরায়
বিপিন— ঐ—কমল মুখোপাধ্যায়
সিরাজুল— ঐ—সমর নাগ
রাধারাণী—একজন বারাঙ্গনা—নীলিমা দাশ
জনৈক ইলেক্‌ট্রিসিয়ান—ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত
যোগেশ চট্টোপাধ্যায়—বুদ্ধিজীবী—ভোলা দত্ত
বঙ্গবাসী দেবী—ঐ স্ত্রী—শোভা সেন
শচী—অশোকের স্ত্রী—তপতী ঘোষ
গোপা—ঐ মেয়ে—সুমিতা চট্টোপাধ্যায়
জয়কেষ্ট—কৃষক—তিনু ঘোষ
জব্বর—ঐ—বীরেশ্বর সরখেল
ছিদাম—ঐ—হৃষীকেশ চক্রবর্তী

জনতা—মৃণাল ঘোষ
প্রলয় বসু
দেবেশ চক্রবর্তী
যোগেশ জোয়াবদাব
দেবতোষ চক্রবর্তী
অরূপ বক্সী
স্বপন দত্ত

উদ্‌ভ্রান্ত যুবক—নির্মল গুহবায

কিশোবী—শংকবী মৈত্র

কর্মীবৃন্দ

পবিচালনা	:	উৎপল দত্ত
সংগীত-সৃষ্টি	:	ববিশঙ্কব
বিশেষ কলাকৌশল	:	তাপস সেন
দৃশ্যসজ্জা	:	নির্মল গুহবায
শব্দগ্রহণ	:	প্রভাত হাজবা
আলোকসম্পাত	:	ববিন দাস

মঞ্চকুশলী

অশ্বিনী প্রামাণিক	বাবুলাল ঘোষ
সুধীব বায়	হবিপদ দাস
সুকুমাব চক্রবর্তী	অমব বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপদ দাস (১)	তপন সেন
অমব বসু	কানাইলাল দাস
শ্যামাপদ চিত্রকব	মোহন প্রসাদ
কালীপদ দাস (২)	নাবাযণ মোহান্ত
মঙ্গল চিত্রকব	কালাচাঁদ সোম
বঘুনাথ বায়	বঙ্গলাল শর্মা

শব্দপ্রক্ষেপ : শ্রীপতি দাস

নাট্যকারের কথা

"ফেরারী ফৌজ" নামটি সাহিত্যের দিগ্‌দর্শক প্রেমেন্দ্র মিত্রের দেয়া। তাঁর বিখ্যাত কবিতার নাম এ নাটকে যুক্ত করতে আদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন : ফেরারী ফৌজ ঐতিহাসিক নাটক নয়। অথচ অন্য অর্থে ঐতিহাসিকও বটে। কোনো বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে এ নাটকে চিত্রিত করা হয়নি। আবার ত্রিবিংশ দশকের প্রথম ভাগের পূর্ব বাংলায় জেগে-ওঠা যুবকদের বজ্রকঠিন মুখগুলোকে সাধারণভাবে সামগ্রিকভাবে এ নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে।

অভিনয়-কালে কেউ কেউ এর মধ্যেকার দু-একটি তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে সমালোচনা করেছিলেন। যাঁরা তা করেছিলেন তাঁরা সকলেই বয়ঃকনিষ্ঠ এবং বোধহয় সে যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। যাঁরা প্রত্যক্ষ সে বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন সেই প্রবীণ বিপ্লবীদের মত কিন্তু ভিন্ন। এর গঠনশৈলির সমালোচনা তাঁরা করেছিলেন, কিন্তু তথ্য সংক্রান্ত কোনো ভুলই ফেরারী ফৌজ-এ নেই এ কথা ব'লে আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

এ নাটক রচনার ব্যাপারে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ও মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা ও কুশলীরা যে সহায়তা আমাকে করেছেন তজ্জন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি

বিনীত

উৎপল দত্ত

ভূমিকা

উৎপল দত্ত দিয়েছেন—আমবা পেয়েছি। 'ফেবাবী ফৌজ'। এবাব বলবাব পালা আমাদেব।

বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছেন—'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। নিছক সত্য। আমবা আমাদেব ইতিহাস লিখতেও ভুলে গিয়েছিলাম। ফলে, একথাও আমাদেব শুনতে হয়েছে বক্তিয়াব খিলজি মাত্র সতেবোজন অশ্বাবোহী নিয়ে বাজা লক্ষ্মণসেনেব বাংলা দেশ জয় কবেছিল। এমনি সব কত গালগল্প।

এখন আবাব শোনা যায় কংগ্রেস ইংবেজকে ভাবত ছাড়িয়ে স্বাধীনতা এনেছে। একা কংগ্রেস- অহিংস আন্দোলনে।

স্মবণকালেব মধ্যে ব'লে কথাটাব প্রতিবাদ হচ্ছে। সবকাবী ও বেসবকাবী দুবকম প্রচেষ্টাতেই ভাবতেব স্বাধীনতাব ইতিহাস লেখা হচ্ছে। একটি শুধু কামনা, ইতিহাসটি যেন সত্য হয়, মহাকাল যেন হেসে না ওঠেন।

কিন্তু ইতিহাসই কি সবাই পড়ে, না পড়বে? পড়ে না। ঐতিহাসিক কাহিনী কিন্তু বেঁচে থাকে, লোকেব মুখেমুখে, কিংবদন্তী আব কবিতায়, গানে এবং ছড়ায়, ছবিতে আব নাট্যাভিনয়ে।

১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহ আব ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ১৯৪৭ সালে ইংবেজবাজ কর্তৃক ভাবতীয় হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তব পর্যন্ত বাংলাব বাজনৈতিক ইতিহাস এই আমি চেষ্টা কবেছিলাম ধ'বে বাখতে, ১৯৫২ সালে লেখা আমাব 'মহাভাবতী' নাটকে। এ নাটকে ঐতিহাসিক কোন চবিত্র ছিল না—কাহিনীটি গড়ে উঠেছিল এক মধ্যবিত্ত চাষী পবিবাবকে কেন্দ্র ক'বে যে পবিবাবেব তিনপুরুষ একশতাব্দী ব্যাপ্ত বাজনৈতিক ঘটনাব ঘাত প্রতিঘাতে, কংগ্রেসী, বিপ্লবী এবং নেতাজীব আন্দোলনেব আবর্তে, নাম না জানা আবো লক্ষ লক্ষ জনসাধাবণেব সঙ্গে এই স্বাধীনতাব সৌধ বচনা কবতে তাব ইটপাথব হয়ে যায়। সমকালীন জাতীয় সঙ্গীতে সমৃদ্ধ এবং ইতিহাস ভিত্তিক হওয়ায় আত্মবিস্মৃত আজকেব বাঙালীকেও স্বাধীনতা সংগ্রামেব মোটামুটি একটা আভাস দেওয়াব চেষ্টা ছিল পল্লীবাংলায় বহুল অভিনীত এই নাটকটিতে। নয়াদিল্লীতে ১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহেব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে হিন্দীতে অনুবাদিত এই 'মহাভাবতী'ই ছিল একমাত্র নাট্যানুষ্ঠান।

কিন্তু তবু আমাব মনে হয়েছিল আমি ভুল কবেছি, অন্যায় কবেছি। এত দীর্ঘকালেব ইতিহাস, এতগুলি আন্দোলন সাড়ে তিনঘণ্টাব একটি নাটকে প্রতিভাসিত কবতে গিয়ে, সবিশেষ বাংলাব বিপ্লব আন্দোলনকে উদ্ভাসিত কবতে পাবিনি, প্রবল বাসনা সত্ত্বেও।

আমাব সেই ত্রুটি, আমাব সেই পাপ খণ্ডন কবেছেন উৎপল দত্ত। বাংলাব বিপ্লব আন্দোলনকে ভিত্তি ক'বে লিখলেন তিনি 'ফেবাবী ফৌজ'। 'লিটল থিয়েটাব গ্রুপ' কর্তৃক অভিনীত সেই নাটকেব উদ্বোধন হ'ল মিনার্ভা থিয়েটাবে ২৮শে মে তাবিখে।

দেখলাম, নাটক নয়, মহানাটক। বাংলার অগ্নিযুগটি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেমন রচনা তেমনি অভিনয়। বাঙালীর রাত্রির তপস্যাকে এমন ক'রে কেউ কখনো এমন রক্তোৎপল অর্ঘ্য দেয়নি এর আগে। শেষ যবনিকা পড়লে ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম উৎপল দত্তকে। বললাম, 'এর ভবিষ্যৎ আরো বড়, আরো।'

অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে আমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী। 'ফেরারী ফৌজ' দেখে গোটা দেশই শুধু অভিভূত হয় নি, 'সঙ্গীত নাটক আকাদামি'ও হয়েছেন মুগ্ধ। আকাদামি পুরস্কার পেয়েছে 'ফেরারী ফৌজ'।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এ যুগের বাঙালী পেয়েছে অগ্নিযুগের এক সার্থক আভাস, এক সার্থক আস্বাদ। ইতিহাসও যা হয়ত করতে পারবে না, নাটক তা পারবে। 'ফেরারী ফৌজ' বাংলার সেই অগ্নিযুগকে বাঁচিয়ে রাখবে, প্রেরণা যোগাবে ভবিষ্যৎ বিপ্লবে—যার পদধ্বনি কান পাতলে শোনা যাবে আজকের এই দুঃসহ জীবন যন্ত্রণায়।

মন্মথ রায়

এক

[ভুবনডাঙা গীর্জা ময়দানে হ্যাজাগ বাতির নীলাভ আভায় যাত্রা হচ্ছে। অদূরে গোথিক কায়দায় গীর্জার দরজা। পালার নাম সমাজ, রচয়িতা মুকুন্দ দাস। বৃদ্ধেরা বসেছেন রোয়াকের ওপর, জমিদারবাবুর আশেপাশে। ছেলেবুড়ো কৃষকের দল বসেছে মাটির উপর। চিকের পেছনে মেয়েরা। পালা জমে উঠেছে। বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—তার পঞ্চমে আকুল স্বর। দর্শকরা হায় হায় করে ওঠেন। গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করেন এক দীর্ঘাকার পুরুষ, গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি-পরা। দেশমাতৃকা-বন্দনা করছেন বিবেক। চোখে জল আসে দর্শকের।]

কৃষক (১)॥ কেডারে? গান গাইয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয় কেডা রে?

কৃষক (২)॥ মায়ের দুধ খাইছিল বটে। নাম কি?

বৃন্দাবন॥ শ শ্ শ্!

[বিবেক গান থামিয়ে হঠাৎ উদাত্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করেন।]

বিবেক॥ ভাই, আর সহ্য যায় না— রক্তের বন্যায় ডুবল রে দেশ, ডুবল জমিজমা, আর সহ্য যায় না। প্রাণ দিয়েছেন শতেক শহীদ। কারাগারে রুদ্ধ কত বীর। চট্টগ্রামে সূর্য সেন দিল মুক্তিপথের নিশানা। আর সহ্য যায় না।

(গান)

কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী—

[উত্তেজিত জনতা জয়ধ্বনি করে ওঠে আবার।]

দেশের ডাক এসেছে ভাই, ফুল খেলবে এখনো? কলকাতায় মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় অভিযুক্ত বীরদের মামলা চালাবার জন্যে অর্থ সাহায্য চাই।

[নজরুলের গান গাইতে গাইতে বিবেক মেলে ধরেন তাঁর উত্তরীয়। পয়সা, টাকা পড়তে থাকে অজস্র। হাতের বালা খুলে দেন মহিলারা, গলার হার, আঙুলের আংটি। কৃষকেরা যে যা পারে দিতে থাকে। গায়ের আলোয়ান খুলে দেয় একজন।]

কৃষক॥ কেবল নামটা কইয়া যাও। তুমি পীর, তুমি গাজি। নামটা কইয়া যাও।

বিবেক॥ অধমের নাম মুকুন্দ দাস।

কৃষক॥ তুমি আল্লার ফেরিশতা।

মুকুন্দ॥ আমি তোর ভাই রে, আমি তোর ঘরের ছেলে।

(আবার গান ধরেন)

গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক কে সে রাজা
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি—

লাথি মার ভাঙরে তালা

যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।

[বাইরে মোটর গাড়ির শব্দ হয়; একটা ছোটখাট সোরগোল। বিশেষ করে শিশু ও বালকেরা উঠে পালাতে থাকে। চিকের আড়াল থেকে মহিলারা তাদের ছেলে বা নাতির নাম ধরে ডাকতে থাকেন। জমিদার ব্রজেন চৌধুরী উঠে দাঁড়ান। ইন্‌স্‌পেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত প্রবেশ করেন, সঙ্গে পুলিশ। গান থেমে যায়। হিতেন মঞ্চে গিয়ে ওঠেন, হাতে কাগজ।]

হিতেন॥ মুকুন্দ দাস আপনার নাম?

মুকুন্দ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিতেন॥ ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের নাট্যাভিনয় আইন বলে আপনার এই অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হোলো। এ নাটকের পাণ্ডুলিপি সব ক'টা আমার হাতে দিন।

[একজন ভীত সন্ত্রস্ত অভিনেতা যাত্রার খাট এনে পুলিশের হাতে দেয়।]

আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

মুকুন্দ॥ গ্রেপ্তার করছেন?

হিতেন॥ আজ্ঞে না, তবে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপনাকে উপস্থিত হ'তে হবে।

মুকুন্দ॥ চলুন। ভাই রে, তেত্রিশ কোটি লোককে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করবেন, জানতে ইচ্ছে করে।

[বিপ্লবী কবি মুকুন্দ দাসকে নিয়ে যায় পুলিশ।]

হিতেন॥ কর্তারা সব ঘরে যাও। রাত অনেক হয়ে গেছে। মাঠের মধ্যে ঠাণ্ডা লাগবে।

[জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; হারিকেন নিয়ে কেউ কেউ রওনা হয় গৃহাভিমুখে। অনেকে আবার ছোট ছোট দল বেঁধে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে আলোচনা করতে থাকে।]

ব্রজেন॥ ও হিতেনবাবু! আরে শুনুন না, মশাই।

[হিতেনবাবু এগিয়ে যান।]

ব্যাপারটা কি? ভাল গায়, মশাই। অনেকদিন এমন হৃদয়গ্রাহী পালা শুনি নি।

হিতেন॥ তা আপনারাও যদি এসব seditious propaganda-র পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহলে তো--

হরিশ॥ না, না, পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্নই ওঠে না। কর্তাবাবু বলছিলেন লোকটার ঈশ্বরদত্ত গলা।

হিতেন॥ সেই জন্যেই ওকে সাইলেন্‌স্‌ করা বেশী প্রয়োজন। চলি ব্রজেনবাবু।

[হিতেন চলে যান।]

ব্রজেন॥ হুঁ। জানতাম ব্যাপার গুরুতর।

বৃন্দাবন॥ কি?

ব্রজেন॥ ঘরের পাশে ঘোগে বাসা বেঁধেছে।

হরিশ॥ তার মানে?

ব্রজেন॥ চণ্ডীগ্রামে বোমার কারখানা পেয়েছে পুলিশ।

হরিশ॥ চণ্ডীগ্রামে!!!

ব্রজেন॥ ভুবনডাঙায় বাস উঠিয়ে দেবে বোধহয়। শান্তি রায় না কে এক সূর্য সেনের চ্যালাকে খুঁজছে পুলিশ।

হরিশ॥ শান্তি রায়? ভুবনডাঙায় শান্তি রায় কেউ নেই।

ব্রজেন॥ সেই যা বাঁচোয়া। ঐ হিতেনবাবুর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল আজ সকালে। হিতেন দাশগুপ্ত রংপুরের বদ্যি, এডুকেটেড লোক।

বৃন্দাবন॥ শেষকালে ভুবনডাঙায় ওসব উৎপাত। বেশ ছিলাম দাদা।

ব্রজেন॥ চাটগাঁয় ঢাকায় কি হচ্ছে ওসব নিয়ে কখনো তো মাথা ঘামাই নি, এবার বোধহয় ঘামিয়ে ছাড়লে!

হরিশ॥ (*গলা নামিয়ে*) ঢাকায় শুনছি ম্যাজিস্ট্রেটকে মেরেছে?

ব্রজেন॥ প্রাণে মারতে পারে নি, চোখে লেগেছে। বেচারা কানা হয়ে গেছে জন্মের মতন।

হরিশ॥ কি নাম যেন সাহেবের?

ব্রজেন॥ ডানো। বড় ভাল লোক। রমনায় আমাদের বাড়িতে এসেছেন কতবার। বলতেন, চৌধুরী, তোমার স্ত্রীর হাতের মিঠে আলুর পিঠে খাবো।

বৃন্দাবন॥ কুমিল্লায় এলিসন সাহেবকে দুটো ছোঁড়া ঢুকে—ব্যস। মেমটার কি কান্না! চোখে দেখা যায় না!

হরিশ॥ আর চাটগাঁয় যা হোলো সে তো আর কহতব্য নয়। আচ্ছা ব্যাপারটা কি বলুন তো কর্তামশায়, সূর্য সেনকে ধরতে পারছে না কেন? এত আই বি, সি আই ডি নিয়ে —

বৃন্দাবন॥ ঠিক এইটিই হচ্ছে বিপদ, হরিশদা, যতক্ষণ সূর্য সেন বেঁচে থাকবে দে আর ইনভিন্সিবল্।

হরিশ॥ এখানে ওসব চলবে না, বৃন্দাবন, আমাদের চিন্তার কিছু নেই। কত কাণ্ডই তো হচ্ছে দেশজুড়ে। এই ভুবনডাঙায় আঁচড়টুকু লাগে নি। এখানে একটা ঐতিহ্য আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে। আত্মানম্ বিদ্ধি—নিজেকে চিনতেই দিন কেটে যাচ্ছে আমাদের, ওসব হট্টগোল সহ্য হয় না।

ব্রজেন॥ কিছুই বলা যায় না ভট্টাচার্য মশায়, আপনারাই ভরসা, যজমান শিষ্যদের একটু ভারতীয় দর্শনে দীক্ষিত করুন তো পণ্ডিতমশাই। এই বন্দুকবাজি যে নাস্তিক পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আমদানি এটা বুঝতে কি কষ্ট বুঝি না। ভাল কথা, ঘোষেদের বয়স্থা কন্যার এখনো বিবাহ হোলো না, এটা কি ভাল কথা?

[*অন্য প্রান্তে কৃষকদের জটলায় অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথা হচ্ছে।*]

কৃষক (১)॥ সূর্য স্যানরে ধরবার পারে নাই। ঘর জ্বালাইছে, মায়ের কোল থেইকা দুধ্‌পোষ্য শিশুরে কাইড়া লইয়া আছাড় মারছে। তবু এক মরদের মু দিয়া একটি রাতও রারায় নাই।

কৃঃ (২)॥ সূর্য স্যান কই আছেন অখন?

কৃঃ (১)॥ কেমনে জানুম? সর্বত্র আছেন। আছেন ক্ষ্যাতে, লাঙলের ফলায়, শড়কির ডগায়। আছেন গঞ্জে, হাটে। আছেন আমাগো শিরায়।

কৃঃ (২)॥ সূর্য স্যান মানুষ নয, দেবতা।

কৃঃ (৩)॥ না গো মোড়ল। মানুষ। তবে সে মানষেব চক্ষে আছে আগুন।

কৃঃ (১)॥ আব বুকে আছে ভালবাসা, এই যেমন মুকুন্দ কবিবে দেখলা।

কৃঃ (২)॥ যদি তেনাবে ধইবা ফেলায়? ফাঁসি দিব, না?

কৃঃ (১)॥ দিউক। এক সূর্য স্যান যাউক, তাব স্থানে আইব আব একজন। তাবপব আব এক। চণ্ডীগ্রামে আইছে শান্তি বায, শুনছ নি? গোবাব ব্যাটাবা মহকুমা চইষ্যা ফেলতে আছে শান্তি বাযবে ধববাব লাইগ্যা। পাইব না।

কৃঃ (২)॥ তাঁবা দেবতা। অদৃশ্য হইয়া যান।

কৃঃ (৩)॥ না গো মোড়ল। গাঁয়েব মানুষ তাগো লুকাইয়া বাখে। শান্তি বাযবে লুকাইয়া বাখছিল মড়াইয়েব ভিতব। চণ্ডীগ্রামেব সাধন ডোম—তাব ঘবে।

কৃঃ (২)॥ কেমন চেহাবা শান্তি বাযেব? কার্তিকেব মতন, না?

কৃঃ (৩)॥ কেমনে কমু? কইতে পাবত সাধন ডোম আব তাব বুড়া বাপ। দুইটাবে ধইব্যা লইয়া গেছে সদবে, ঘব দিছে জ্বালাইযা।

কৃঃ (১)॥ বন্দেমাতবম উচ্চাবণ কবলে ব্যাত মাবে পিঠে।

কৃঃ (২)॥ বাঁইচ্যা থাকুক গবীবেব বন্ধু শান্তি বায। যেইখানেই থাকুক, তাব মবণ নাই।

কৃঃ (৩)॥ খোদা তাবে বাঁচাইবে। নযা কাববালায হাসান হোসেনবে খোদাতালা বাঁচাইযা বাখব।

[*গীর্জাব ঘণ্টাগুলো বাজতে শুরু করে সুমধুব সুবে। গানেব আভাসও পাওয়া যায় ভেতব থেকে।*]

ব্রজেন॥ কাল বড়দিন। আজ সাহেবদেব উপাসনা আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ইলিশ কিনতে গেলাম বলে ছ' আনা সেব।

হবিশ॥ তাও যা ইলিশ, পুকুবেব ইলিশ।

বৃন্দাবন॥ ইলিশ কি বলছেন, কলমি শাকেব দাম বাড়ছে।

[*নীলমণি আসেন, খর্বাকৃতি, ব্যস্তসমস্ত। কে একজন চেঁচিযে ওঠে—মীবজাফব বাহাদুব তশবীফ আনতে আছেন। অনেকে হেসে ওঠে। নীলমণি গাযে মাখেন না।*]

ব্রজেন॥ আসুন নীলমণিবাবু।

নীলমণি॥ একি? যাত্রা হচ্ছে না?

হবিশ॥ ব্যান্ড। সে এক কাণ্ড মশাই, বসুন না, বলছি।

নীলমণি॥ নাও! কাজকম্ম সেবে ছুটতে ছুটতে আসছি। হযেছিল কি?

ব্রজেন॥ সিডিশাস!

[*ফিস্ ফিস্ কবে তিনজনে বোঝাতে থাকেন নীলমণিকে। এক যুবক, তাব নাম অশোক, গলায় মাফ্লাব, এক থলি বই নিয়ে নিচে এসে দাঁড়ায এককোণে; বসে একটু পবে। বিচলিত, উদ্বিগ্ন। ঘন ঘন ওঠা-বসা থেকেই বোঝা যায তা।*]

নীলমণি॥ ভালই হযেছে বাবা, ঝামেলায কাজ নেই। বাকদেব স্তূপেব ওপব বসে আছি, বুঝলেন না? সেখানে আব আগুনেব ফুলকিতে কাজ নেই।

ব্রজেন॥ কে ও? অশোক না?

[*চমকে উঠে দাঁড়ায় অশোক। তারপর এগিয়ে যায় দু'পা।*]

পড়তে গিয়েছিলে?

অশোক॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্রজেন॥ বাবা কেমন আছেন?

অশোক॥ ভাল। তবে চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। নিজে লিখতে পারছেন না।

বৃন্দাবন॥ এঃ, হে হে হে। কি যেন বইটা লিখছেন?

অশোক॥ মধ্যযুগে বাংলার কুটিরশিল্প।

ব্রজেন॥ ভ্যালুয়েবল রিসার্চ।

[*নীলমণি অবজ্ঞার হাসি হাসেন।*]

বইটা শেষ করতেই হবে। তোমরা সাহায্য করো তো?

অশোক॥ হ্যাঁ। বাবা বলে যান, শচী লেখে।

ব্রজেন॥ বেশ, বেশ, বউমা আছে কেমন? কলেজে পড়া বউ আনার সুবিধেও আছে, কি বলো?

[*অশোক লজ্জা পায়। নীলমণি কটু হাস্য করেন।*]

কটি ছেলেপুলে?

অশোক॥ আজ্ঞে একটি মেয়ে।

ব্রজেন॥ তা কি করা হচ্ছে আজকাল?

অশোক॥ এম. এ. টা দেব ঠিক করেছি। মাস্টার মশায়ের কাছে পড়ছি।

নীলমণি॥ আরো পড়বে?

অশোক॥ বাবার হুকুম।

নীলমণি॥ চলছে কি করে?

অশোক॥ বাবার পেনশনের টাকায়। আচ্ছা।

[*সে একটু আড়ালে সরে দাঁড়ায়। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে জ্যোতির্ময়—তার হাতে এক থলি বই—তাকে দেখছিল। এগিয়ে আসে। অশোক ঘড়ি দেখে।*]

অশোক॥ কটা বাজে?

জ্যোতির্ময়॥ বাজারের মুখে পুলিশ আছিল, তেই হেতু ইস্পিডটা কিছু ব্যাহত হইছে। আড্ডা ফাঁইদ্যা বসছ যে!

অশোক॥ ইট ডাজ নট ম্যাটার!

জ্যোতির্ময়॥ মাল এরাইভ করছে?

অশোক॥ না।

[*জ্যোতির্ময় অশোকের সঙ্গে থলি বদল করে।*]

অশোক॥ এই অপেক্ষা করে থাকাটাই ভয়ানক।

জ্যোতির্ময়॥ কি, নার্ভ ফেইল করতে আছে?

অশোক॥ না। তবে একেবারে শহরের মধ্যে—

জ্যোতির্ময়॥ প্লানটা ডিসাইড করছে শান্তিদা।

অশোক॥ হ্যাঁঃ! ডিসাইড করা সহজ। শান্তিদাকে চোখে দেখেছ কখনো?

জ্যোতির্ময়॥ না। নর্ হ্যাভ্ ইউ। আউয়ার্স নট টু কোশ্চেন হোয়াই। চলি।

[*হন্ হন্ করে এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। বেলপাতা দেয় অশোককে।*]

ভুইল্যা গেছিলাম। বিল্বপত্র। গুড্‌লাক।

[*জ্যোতির্ময় চলে যায়। মোটর গাড়ির শব্দ যায়। সার্জেন্ট ও দুজন আর্দালি আসে আগে, পিছনে উইলমট, পুলিশ সুপার। দ্রুতপদে সাহেব গীর্জায় ঢুকে যান। সার্জেন্টও। আর্দালিরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। জনতা ত্রস্তপদে পথ ছেড়ে দেয়। এক বৃদ্ধা ছুটে এসে নাতিকে টেনে ঘরে নিয়ে যেতে থাকেন। নাতি প্রতিবাদ জানায়। বৃদ্ধা বলেন—*]

বৃদ্ধা॥ সাহেব! সাহেব আইছে, গোরা! খপ কইরা লইয়া যাইব!

[*শিশু সভয়ে ঠাকুরমার কোলে লুকায়। সবার গলা নেমে এসেছে।*]

ব্রজেন॥ উইলমট পুলিশ সাহেব টেগার্টের শিষ্য।

নীলমণি॥ চণ্ডীগ্রামকে শুনছি একেবারে টেররাইজ করে দিয়েছে।

এক যুবক॥ হ্যাঁ, আধখানা গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

[*সবাই চমকে ওঠে।*]

নীলমণি॥ হ্যাঁ, ভারী আব সূর্য সেনের স্যাঙাৎ এলেন! কেমন করে জানলে? বলে চণ্ডীগ্রাম থেকে মাছি গলতে পারছে না আর তালেবর খবর নিয়ে এলেন! অ—সভ্য!

যুবক॥ আমাদের খবর পড়িয়েছে!

হরিশ॥ পোড়াবে না? তোমরা বোমা নির্মাণ করবে, সাহেবদের হত্যা করবে, আর ওরা নাসিকায় তৈল দিয়ে দিবানিদ্রা ভোগ করবে?

যুবক॥ আমার বাবা গভর্ণমেন্ট প্লীডাব।

নীলমণি॥ তা যুদ্ধে দু'একটা নিরপরাধ লোক মরেই। ও হয়ই।

যুবক॥ হ্যাঁ, তাই যুদ্ধে দু'একটা সাহেব মরবেই। ও হয়ই।

নীলমণি॥ অ-সভ্য!

যুবক॥ আমাব বাবাকে মেরেছে—চাবুক, লাথি, বন্দুকের কুঁদো—

বৃন্দাবন॥ আস্তে, আস্তে—

নীলমণি॥ মেরেছে, বেশ করেছে।

যুবক॥ চণ্ডীগ্রামে পুলিশ এল কেন বলতে পারেন? জানল কি করে?

ব্রজেন॥ এ তো মহাজ্বালায় পড়লাম।

যুবক॥ নীলমণিবাবু, গত হপ্তায় হোসেনাবাদে গিয়েছিলেন কেন?

নীলমণি॥ আমার পিস্‌শাশুড়ীর বাড়ি ওখানে—তোমার কাছ থেকে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হবে?

যুবক॥ আপনি গেলেন, আর পরদিনই পুলিশ পৌঁছলো। হোসেনাবাদে আপনার কে থাকে? মামাশ্বশুর?

[*অনেকে হাসে।*]

নীলমণি॥ মানে?

যুবক॥ গত মাসে হোসেনাবাদ গেলেন, পরদিনই লাইব্রেরী খানাতল্লাসি করল পুলিশ।

কৃষক (১)॥ (*গেয়ে ওঠে*)

আলিবর্দির ভগ্নিপতি
চক্রান্ত যার মীরজাফরি
লেইপ্যা দিল চুন-কালি
স্বদেশের মুখে।

[*উচ্চহাস্য। নীলমণি ক্ষেপে ওঠেন।*]

নীলমণি॥ অ-সভ্য! অ-ভদ্র! উসকো মাটিতে বেড়াল হাগে! কিছু বলি না, তাই যার যা ইচ্ছে শুনিয়ে যায়।

[*যুবককে টেনে সরিয়ে দেয় অনেকে।*]

দেখছেন ব্রজেনবাবু! দেখছেন! রাস্তায় ছেলেরা ছড়া কাটে। বাড়িতে গুণ্ডারা ইঁট মারে! কি অপরাধ? না, কিছু পয়সা আছে আমার! হিংসুটে!

হরিশ॥ ছেড়ে দিন ওদের কথা। সমষ্টির মধ্যে যখন ব্যষ্টির বিলুপ্তি ঘটে, তখনই দেখা দেয় নাস্তিক্য ভাব। তখন অধ্যাত্মবাদ নৈব নৈব চ। এরা দেশকে কি বুঝবে? ভারতের মর্মবাণী যে ল্যাংটা থেকে ভগবচ্চিন্তা তা এই অর্বাচীনরা কি বুঝবে?

ব্রজেন॥ যাক সেসব কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ঘোষেদের মেয়েটা বেহায়া বেহদ্দ হয়ে উঠেছে। বাড়ির ছাদে, বুঝলে, ছাদে উঠে কাপড় শুকোয়, চুল বাঁধে, অমনি পাড়ার যত ছোকরার বুক ধড়ফড় করে। এর একটা বিহিত করতে হয়।

বৃন্দাবন॥ ছিদাম ঘোষকে ডেকে ধাঁতানি দিয়ে দেখলে হয়।

ব্রজেন॥ ডেকেছিলাম। বলে মা-মরা মেয়ে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া যায় না।

বৃন্দাবন॥ আবার এদিকে গণেশ বাঁড়ুয্যের বিধবা ভাজটা ভারী বেলেল্লাপনা শুরু করেছে। রোজ পুকুরে নাইতে যায়, আর পরাশর নাপিতটা বুঝলে—

[*ফিস্ ফিস্ করেন—সবাই বিশ্রী শব্দে হেসে ওঠেন! ফাদার ফ্লানাগান আসেন—কালো ক্যাসক পরা, ক্যাথলিক পাদ্রী। সবাই নমস্কার করে! এক-আধজন পা ছোঁয়।*]

ফাদার॥ (*পরিষ্কার বাংলায়*) ভক্তিতেও সংযম শিক্ষা করুন। পা ধরার প্রয়োজন কি? রামগতি, ছেলেটাকে ইস্কুলে দেবে না?

কৃষক (৪)॥ ফাদার, আমার কি আপত্তি আছে? তবে গাঁয়ের লোক কয় বলে জাত যাইব।

ফাদার॥ লেখাপড়ার জাত নেই। জব্বর ভাই, ছেলে ভাল আছে?

জব্বর॥ হাঁ, ফাদার সাহেব।

ব্রজেন॥ আসুন, ফাদার।

ফাদার॥ যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে শুনলাম।

ব্রজেন॥ হ্যাঁ, সিডিশাস পালা।

ফাদার॥ চিন্তাকে যেদিন মানুষ শিকল পরায়, সেইদিন বুঝবেন সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চনায়িত, নানা, বঞ্চিত হোলো।

নীলমণি॥ ফাদারের মতামত চট্ করে বোঝা যায় না। আমাদের ভাগ্য ভাল সাহেবরা এসেছিল, নইলে এখনো স্ত্রীদের চিতায় তুলে জ্যান্ত পোড়াতাম।

ফাদার॥ (হাসেন) দাসত্ব করেও মানুষ সংস্কারমুক্ত হতে পারে। রামমোহন রায় তো সাহেব ছিলেন না।

নীলমণি॥ মনেপ্রাণে সাহেব ছিলেন। বিদ্যাসাগরও।

[*ফাদার জোর হেসে ওঠেন, তারপর হাসতে হাসতেই বলেন।*]

ফাদার॥ ঈশ্বর দেশদ্রোহীকে চরম পাপ গণনা করেন।

নীলমণি॥ (*চটে ওঠেন*) সরকারকে মেনে চলা তো যীশুর আদেশ। তিনিই তো বলেছিলেন রেণ্ডার আনটু সীজার দা থিংস দ্যাট আর সীজার্স।

ফাদার॥ সবকারকে মেনে চললে তিনি ক্রসে প্রাণ দিতেন?

[*নীলমণি থতমত খান।*]

যীশু সে যুগের সূর্য সেন।

ব্রজেন॥ একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে?

হরিশ॥ মন্থরা কি? ভূতের মুখে রামনাম।

নীলমণি॥ ইংরেজের মুখে সূর্য সেনের নাম শুনলে গা জ্বালা করে।

ফাদার॥ আমি ইংরেজ নই, আইরিশ। আমার দেশ চারশো বছর ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তি করেছে।

নীলমণি॥ তা বলে আপনি এইসব খুনোখুনি সমর্থন করেন?

ফাদার॥ কেন? ধরিয়ে দেবেন?

[*নীলমণি ক্রুদ্ধ হয়ে থেমে যান।*]

ফাদার॥ না, খুনোখুনি সমর্থন করি না। যীশু বলেছিলেন—হি দ্যাট টেক্‌স্ দা সোর্ড শ্যাল পেরিশ বাই দা সোর্ড! কিন্তু আমি ওদের শ্রদ্ধা করি। ওরা ভুল করছে। কিন্তু কি মহান ওদের ভুল। আধ্যাত্মিকতার গলিত শবের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে ওরা অসীম আকাশে, ঈশ্বরের ঐ আঙিনায় ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। (*দূরে স্টীমারের বাঁশি বাজে। ফাদার ঘড়ি দেখেন*) গোয়ালন্দের স্টীমার এল। (*হাসেন*) কেন জানি না—ঐ বাঁশীর মধ্যে আমি কিসের হাতছানি পাই। (*একটু নীরব থেকে*) আয়ার্ল্যাণ্ডে ডি ভ্যালেরার সিন ফাইন দলও ভুল করেছিল। তবু ওরা জিতেছে। ভুল করলেও ঈশ্বর মার্জনা করেন, কিন্তু নির্ভুল ধর্মাচার অনেক সময়েই পাপ হয়ে ওঠে। করুক, ভুল করুক ওরা। তারপর একদিন দে উইল বীট দেয়ার সোর্ডস্ ইনটু প্লাওশেয়ারস্ এণ্ড দেয়ার উইল বি নো মোর ওয়র!

[*ফাদার চলে যান।*]

নীলমণি॥ এরা হোলো সাহেবদের চাকর ক্লাস। শাদা চামড়ার কালা আদমি।

[*সবাই হাসেন।*]

হরিশ॥ যা বলেছেন। এসেছে তো আমাদের জাত মারতে। মহান ব্রাহ্মণ্যধর্মকে বাগে আনতে না পেরে এখনো লোক খেপাবার চেষ্টা করছে।

বৃন্দাবন॥ স্টেপ নেয়া উচিত।

ব্রজেন॥ কতকগুলো ডোম চাঁড়াল বাগ্দীকে তো যীশু ভজিয়ে গরু খাইয়ে খেষ্টান করেছে। দুটো অমনি বাগ্দী মাইন্দারকে ঋণ অনাদায়ে উচ্ছেদ করেছিলাম গত পৌষে। তা এই

পাদ্রীব্যাটা কালেক্টার সাহেবকে ধরে এমন তুমুল কাণ্ড বাধিয়েছিল—মনে আছে?

হরিশ॥ মনে নেই আবার।

ব্রজেন॥ একটা পুরো বছর সদরে যাতায়াত করতে হয়েছিল। প্রজা খেপিয়ে পার্বণী আদায় প্রায় বন্ধ করেছে। কিন্তু কিস্যু করবার উপায় নেই।

বৃন্দাবন॥ কেন? সোজা পুলিশে খবর দিয়ে—

নীলমণি॥ রাখুন, পুলিশ! সাদা চামড়া! কিছু করতে গেলে ছোটলাট পর্যন্ত টান পড়বে। অ—সভ্য!

ব্রজেন॥ যাই হোক, এখানে ওসব দাঙ্গাবাজি চলবে না। চলতে পারে না। কি বলেন, ভটচাযি্য মশাই?

হরিশ॥ নিশ্চয়ই না। এখানে শান্তি, এখানে বটবৃক্ষের ছায়ার ন্যায় আতপ-নিবারণী ধর্মের রাজত্ব। ঐ মেঘনা নদীই রক্ষা করছে আমাদের। ওপারে যাই ঘটুক, এপারে তার প্রতিধ্বনিও পৌঁছুবে না।

[*গীর্জার গান শুরু হয়—অশোক উঠে গীর্জার দ্বারদেশের সামনে একবার ঘুরে আসে। রুমাল দিয়ে ঘাম মোছে, ঘড়ি দেখে। একটা সোরগোল করতে করতে জনা পাঁচ ছয় কৃষক আসে।*]

ব্রজেন॥ ওরে, আস্তে, আস্তে, গীর্জায় সাহেবরা গান গাইছে।

জয়কেষ্ট॥ কত্তামশায়, একটা বিহিত কইর্যা দ্যান—

হরিশ॥ কলহ স্থগিত রেখে, মোদ্দা কথাটা উত্থাপন করো।

জয়কেষ্ট॥ জব্বরের খাসী আবার আমার পালংশাক খাইয়া গেছে। গেল অঘ্রাণে ওর কুঁকড়াগুলি ঘরে ঢুইক্যা সবখানে হাইগ্যা গেছে। আর আজ ওর খাসী আইস্যা নবজাত পালংশাক খাইয়া ছড়াইয়া ছয়লাপ করছে। এর একটা বিচার করেন।

ব্রজেন॥ জব্বর, তোর কি বলার আছে।

জব্বর॥ হুজুর, খাসী খাইছে কবুল করি, আমারে জুতা মারেন—কিন্তু এই জয়কেষ্ট সে খাসীরে ধইরা কাইট্যা খাইয়া ফেলছে। এটা কি উচিত হইছে? দুই আনার পালংশাক খাইছে বইল্যা —

জয়কেষ্ট॥ দুই আনায় তোমার বাপের হেই কেনা যায়। আমার সাড়ে চার আনার পালংশাক—

জব্বর॥ তার লাইগ্যা তুমি তিনটাকার খাসী খাইলা কোন আক্কেলে? খোদার খাসী! আমার নসীবনটা কাঁইদ্যা মরতেছে!

জয়কেষ্ট॥ খামুই তো, খাসী খামুই তো। আমার খেতে পাঠাং তারে, যা মন নেয় তাই করুম।

জব্বর॥ দ্যাখেন বাবু, শালার কথা শুনেন।

ব্রজেন॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। কি বলেন, ভট্‌চাযি্য মশাই?

হরিশ॥ ভুবনডাঙায় এমনটা বড় একদা ঘটে না। ব্রজেনবাবুর রাজত্বে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, আর তোদের এমন আস্পর্ধা!

ব্রজেন॥ জব্বর, ও পালংশাকের দাম সাড়ে চার আনা ধরা যায় না। তার চেয়ে

বেশিই ধবতে হবে। মেহনৎ আছে, জমিব কাবকিৎ আছে। তার জন্যে দু আনা ধরো। তাবপর পালংশাকটা ও খেত, তাব একটা দাম ধবতে হবে তো নাকি? আবো চাব আনা ধবো।

জব্বব॥ তাই বইল্যা তিনটাকাব খাসী!

বৃন্দাবন॥ তুমিই বা খাসী বেঁধে রাখো নি কেন?

জযকেষ্ট॥ হেই খাসীবে গাঁযেব সর্বত্র দেখি। ক্যান। বশি নাই? বাঁধ দিতে পাবে না?

জব্বব॥ তাই বইল্যা তুমি খাসী খাইলা কি লাইগ্যা হালা?

ব্রজেন॥ শাকেব ওপব জযকেষ্টব মযাও তো একটা পডে গেছে—তাব জন্যে কত ধবব, বলুন তো নীলমণিবাবু?

নীলমণি॥ ছ'গণ্ডা পয়সা ধবা উচিত।

বৃন্দাবন॥ বড কম ধবছেন। ওটা আটগণ্ডা ধরুন।

ব্রজেন॥ তা হলে হোলো গে তোমাব—একটাকা আডাই গণ্ডা পযসা।

[*গীর্জাব গান থামে। দবজা খুলে যায। উইলমট ও সার্জেন্ট বেবিযে আসেন, সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। বুডিব নাতিটি আবাব এসে দাঁডিযেছে— সে সাহেব দেখবে। সবাই সবে দাঁডায। সাহেববা চলে যাচ্ছেন, এমন সময বালক বলে ওঠে—*]

বালক॥ বন্দেমাতবম্!

[*সাহেব দাঁডিযে পডেন। ভযে সবাই আঁতকে ওঠে। বৃদ্ধা এসে পডেছেন—ভযে তিনি পাষাণবৎ দাঁডিযে পডেন, বালক খিল খিল কবে হেসে ওঠে।*]

বন্দেমাতবম!

[*সাহেব ও সার্জেন্ট কি বলাবলি কবেন।*]

বন্দেমাতবম্!

[*সাহেব এগিযে আসেন সার্জেন্ট বেবিযে যায। সাহেব এসে ছেলেটিকে কাছে ডাকেন। বালক এগিযে যায। সে হাসছে।*]

সেলাম সাহেব বন্দেমাতবম্!

[*সার্জেন্ট ও হিতেনবাবু আসেন। সাহেব ও হিতেন কি পবামর্শ কবেন।*]

হিতেন॥ এটি কাব ছেলে?

[*কেউ জবাব দেয না। হিতেন ব্রজেনবাবুদেব দিকে এগোন।*]

কাব ছেলে ওটি?

ব্রজেন॥ ওটা? ওটা বোধ কবি শিবু মণ্ডলেব ছেলেটা, না?

জব্বব॥ না, না, শিবুব পোলাব আজ দুইদিন জ্বব।

হিতেন॥ এস তো খোকা!

[*বালক এগিযে আসে।*]

বাবাব নাম কি বলো তো?

[*বালক হাসে।*]

বালক॥ বন্দেমাতবম্! ইনক্লাব বিন্দাবব! ইনক্লাব বিন্দাবব!

[সাহেব আর হিতেন আবার আলোচনা করেন। এবার সাহেব এসে ছেলেটিকে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করেন! সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ছুটে আসেন।]

বৃদ্ধা॥ সাহেব, সাহেব, ও আমার নাতি গো। মাইরো না, আর মাইরো না।

হিতেন॥ কোথায় থাক তোমরা?

বৃদ্ধা॥ কলাবাগানে। ঐ যে ঘর।

হিতেন॥ ছেলের নাম কি?

বৃদ্ধা॥ শিবু মণ্ডল।

[হিতেন ও একজন আর্দালি বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধা নাতিকে নিয়ে আদর করতে থাকেন।]

মুখপোড়া! কি করলি? ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলি হতভাগা!

[জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়। সাহেব এক পা এগোতেই সব থেমে যায়। হিতেনবাবু ফিরে আসেন, সঙ্গে শিবু মণ্ডল। সে ভয়ে কাঁপছে।]

হিতেন॥ এটা তোমার ছেলে?

শিবু॥ হ্যাঁ, হুজুর, ধর্মাবতার!

হিতেন। ছেলেকে বন্দেমাতরম্ বলতে শিখিয়েছ?

শিবু॥ আমি শিখাই নাই বাবু সাহেব, আপনি শিখছে। আমারে ছাইড়্যা দ্যান হুজুর, মা কালীর দিব্যি, ওরে মাইর‍্যা হাড় গুঁড়া কইরা দিমু।

[সাহেব ও হিতেন পরামর্শ করেন।]

হিতেন॥ কাল সকালে থানায় আসবে ছেলেকে নিয়ে।

শিবু॥ (কেঁদে ফেলে) হুজুর! থানায় যাইবার পারমু না হুজুর।

হিতেন॥ সাড়ে দশটার সময়ে। সাহেবের হুকুম।

[সাহেবরা চলে যান। পেছনে অশোক। শিবু ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেকে টেনে তোলে চুল ধ'রে।]

শিবু॥ তোরে কাইট্যা ফালাইমু।

[একটা বাঁশের কাঞ্চ তুলে নেয়।]

বৃদ্ধা॥ শিবু, এই শিবু, শিবু পোলাটারে মারবি নাকি? শিবু!

[একটা গুলির শব্দ। কোলাহল। ছুটে ঢোকে অশোক। হাতে পিস্তল। ঢুকেই ছুটে যায় গীর্জার পাশের গলিতে। পলকে ব্রজেনবাবুরা যে যে দিকে পারেন ছুট দেন। হিতেন, সার্জেন্ট ও আর্দালিরা আসে—সবার হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র।]

হিতেন॥ কোনদিকে গেছে?

[জব্বর অম্লানবদনে অন্য এক দিক দেখিয়ে দেয়।]

হিতেন॥ কেউ নড়বে না।

[হিতেন চলে যান জব্বর প্রদর্শিত পথে, সঙ্গে এক আর্দালি।]

সার্জেন্ট॥ Is there a doctor anywhere near?

[কেউ জবাব দেয় না। সব ভয়ে কাঁপে। সার্জেন্ট গীর্জার দিকে ছুটে যায়। দরজায় করাঘাত করতে গিয়ে নজরে পড়ে মাটিতে পড়ে আছে একটা মাফ্‌লার। মাফ্‌লারটা তুলে নেয় সার্জেন্ট, কি ভাবে। তারপর পিস্তল বার করে গীর্জার পাশের গলির দিকে পা

বাড়ায়। মুহূর্তে একলাফে বেরিয়ে আসে অশোক—হাতে বোমা। ছুঁড়ে মারে। আগুনের ঝিলিক দিয়ে ভীষণ শব্দে বোমা ফেটে যায়। প্রাণভয়ে সার্জেন্ট ছোটে। আর্দালি হুইস্‌ল্ বাজাতে থাকে। ধোঁয়া কেটে যেতে দেখা যায় অশোক নেই। সার্জেন্ট ফিরে আসে তারস্বরে হুইস্‌ল্ বাজাতে বাজাতে। হিতেনবাবুরা ফিরে আসেন।]

সার্জেন্ট॥ He was hiding there all the time! bombed his way out, the bastard!

[হিতেন সোজা এসে জব্বরকে ধরেন।]

হিতেন॥ ভুল রাস্তা দেখালি কেন?

[হেঁচকা টানে জামা ছিঁড়ে দেন। আর্দালিরা তাকে বেঁধে ফেলে খুঁটির সঙ্গে। একটা গাড়ি এসে থামে। পুলিশ ঢোকে জনা চার পাঁচ। সার্জেন্ট বেল্ট খুলে মারতে থাকে জব্বরকে। পুলিশরা আরো দুজনকে বেঁধে ফেলে— একজন শিবু মণ্ডল। বৃদ্ধা পদাঘাতে পড়ে যান। কয়েকজন ছুটে যায় এদিক ওদিক। তিনজনকেই চাবুক মারছে সেপাইরা। তাদের আর্তনাদে আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে।]

আগুন লাগাও ঐ ঘরগুলিতে! চৌরে!

[কয়েকজন ছুটে যায়। এদিকে আর কজন ধরে আনে নীলমণি ও ব্রজেনকে। জব্বর অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখে, সার্জেন্ট এসে ধরেন নীলমণিকে।]

সার্জেন্ট॥ He was here right through! I saw him Who was that boy with the books? Speak up!

নীলমণি॥ আই ডন্ট নো সা। আই নো নাথিং। আই ডাজ নট সী হিজ ফেস্। আই বার্ন্স এওয়ে। আই ডাজ নট সী।

[সার্জেন্ট মারতে থাকেন নীলমণিকে। হিতেন বাধা দেন।]

হিতেন॥ He is a friend don't beat him

[হিতেন সরিয়ে আনেন নীলমণিকে।]

নীলমণি॥ আই বার্নস এওয়ে। হাউ আই ক্যান সা। আই ডাজ নট সী।

হিতেন॥ থামুন না মশাই, আমার সঙ্গে ইংরেজী বলছেন কেন?

সার্জেন্ট॥ May be the other bloke knows

হিতেন॥ ব্রজেনবাবু!

[ব্রজেনবাবু ঠক ঠক্ করে কাঁপেন।]

ছেলেটা কে?

[ব্রজেনবাবু ডুকরে কেঁদে ওঠেন।]

উইলমট সাহেবকে মারলে কে?

ব্রজেন॥ হিতেনবাবু, ভুবনডাঙার সর্বনাশ হয়ে গেল। বাঁচাতে পারলাম না। শান্তি রায়ের স্যাঙাৎরা আমাদের সর্বনাশ করে গেল!

হিতেন॥ ছেলেটাকে চেনেন?

ব্রজেন॥ হ্যাঁ দাদা, সেটাই তো ট্রাজেডি। অমন ভাল ছেলেটা! অমন বাপের ছেলে—

হিতেন॥ কে? কার কথা বলছেন?

নীলমণি॥ আই ডাজ নট নো। আই ডাজ নট সী।

সার্জেন্ট॥ সাইলেন্স্।

হিতেন॥ কে ছেলেটা?

ব্রজেন॥ যোগেন মাস্টারের ছেলে অশোক চাটুয্যে। পযোমুখ বিষকুম্ভ।

হিতেন॥ (অবাক) অশোক! যোগেনবাবুর ছেলে অশোক।

ব্রজেন॥ হ্যাঁ, একটু আগে এখানে দাঁড়িযে কথা বলছিল! তখন কি জানি? হায় হায, ভুবনডাঙার সর্বনাশ হযে গেল।

[আগুনের আভায লাল হযে উঠল মঞ্চ। হিতেনবাবু বেরিযে যান সেপাই নিযে। চৌবেরা ফিরে আসে। নূতন তিনজনকে বাঁধা হয খুঁটির সঙ্গে। বৃদ্ধা হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন।]

বৃদ্ধা॥ ওরে আমার শিবুরে! আমার পোলাটারে মাইরা ফেলছে! শিবু! শিবু!

[মৃতদেহ ধরে নাড়া দিতে থাকেন, যেন ঝাঁকুনি দিযে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি।]

॥ পর্দা ॥

দুই

[ভুবনডাঙার জাহাজ-ঘাটার নাবিকরা, মাঝি-মাল্লারা, সারেং টিণ্ডালরা আমোদ করে একটা বস্তিতে। সেই বস্তিতে রাধারাণীর ঘর। রাধা জগতের প্রাচীনতম ব্যবসাযে লিপ্ত। ঘরের প্রায চারদিকেই চটের পর্দা টাঙানো, দরজায জানলায। নোংরা। তক্তপোষ আছে। নড়বড়ে টুল দুটো। ঘরের মধ্যে অধ্যাপক দেবব্রত ঘোষ, জ্যোতির্ময, কুমুদ, বিপিন এবং সিরাজুল ইসলাম আলোচনায রত। একপাশে অশোক। সকলেরই অপরিষ্কার পোষাক-আশাক। সিরাজুল স্পষ্টই একজন সারেং। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য ও মদ্যপানের গান ভেসে আসে। সময রাত্রি।]

দেবব্রত॥ উইলমটের অন্ত্যেষ্টিক্রিযায একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতন। ওই জানালাটা খুললেই চোখে পড়ে কবরখানা। আর কবরখানায আজ সারাদিন ধরে যা হযেছে সেটা লক্ষণীয। এই তল্লাটের যত কেষ্টবিষ্টু সাহেব সবাই জড়ো হযেছিল এবং ঘণ্টা চারেক দাঁড়িয়েছিল বটগাছটার তলায। এ থেকেই শান্তিদার [illegible] একটা প্ল্যান এসেছে। সেই প্ল্যানটা আলোচনার জন্যে আজ আমরা এখানে জড়ো হযেছি।

কুমুদ॥ কি প্ল্যান!

দেবব্রত॥ তার আগেই সবাই একবার ভেবে নাও—এই প্ল্যানের গোপনীয়তা রক্ষা করতে জীবন দিতে প্রস্তুত আছ কিনা। সবাই জান দিযে এ প্ল্যানকে গোপন রাখবে?

বিপিন॥ এটা বলতি হবে?

দেবব্রত॥ শান্তিদার আদেশ—আগে জিগ্যেস করে নিতে হবে।

অনেকে॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়।

দেবব্রত॥ মুহূর্তের অসাবধানতায়ও একথা বার করা চলবে না—এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। প্ল্যানটা হচ্ছে—এর ঘর থেকে সুড়ঙ্গ কেটে ঐ বটগাছটার তলা পর্যন্ত যেতে হবে। তাতে তিনমাস অসহ্য পরিশ্রম করতে হবে। পালা করে করে সুড়ঙ্গ কাটতে হবে, দিনে রাত্রে। তারপর সুড়ঙ্গ শেষ হলে—বোমার স্তূপ সাজাতে হবে ঘরখানার তলায়। তারপর আর্মস্ট্রংকে খতম করতে হবে। তাকে গোর দিতে তারা জমা হবে সবাই এস পি., ডি. এস. পি., এ. এস পি., জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট, আর্মস ইনস্পেক্টর, মায় স্টীমার কোম্পানীর এজেন্টটি। আজ যেমন জড়ো হয়েছিল। তারপর—

[*সবাই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।*]

দেবব্রত॥ এক আঘাতে এ এলাকার সব ক'টা শাসককে শেষ করার এই একটিই উপায়। চট্টগ্রামের প্ল্যানটা পুলিশের হাতে পড়ে গেছে। তারই জবাব দেওয়া হবে এইভাবে। কি বলো তোমরা?

জ্যোতির্ময়॥ প্রস্তাবটা কিঞ্চিৎ ওভার এমবিশাস্ হইছে

কুমুদ॥ শান্তিদার প্ল্যান ঐ রকমই হয়। ওভার এমবিশাস্ না হলে শান্তিদা শান্তিদা হতেন না, হতেন জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত। আমার মত হচ্ছে—প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক।

বিপিন॥ আমারও তাই মত।

জ্যোতির্ময়॥ হ, আমারও।

সিরাজুল॥ হইয়া যাউক।

[*দেবব্রত অশোকের দিকে তাকান।*]

দেবব্রত। অশোক।

অশোক॥ সবাই যখন পক্ষে তখন প্রস্তাব গৃহীত হোলো। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত আপত্তি রইল।

কুমুদ॥ কিসের আপত্তি? শান্তিদার হুকুম—

অশোক॥ Hero worship is strongest where human life is cheepest! শান্তিদাকে কতখানি ভালবাসি তার প্রমাণ আগেও দিয়েছি। পরেও দেব। তা বলে আমার নিজের মত ঘোষণা করতে কে আমাকে বাধা দিতে পারে দেখতে চাই।

দেবব্রত॥ বলো। মত বলো। শান্তিদা তাই চান।

অশোক॥ এই হত্যাকাণ্ডের আবশ্যকতা কি? প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য কি? একজন উইলমটকে মারলাম। তার জায়গায় আরেক পুলিশ সুপার আসবে। সে হবে উইলমটের চেয়েও হিংস্র, উন্মত্ত, নিষ্ঠুর। মেরে মেরে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে?

কুমুদ॥ একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই অগ্নিকাণ্ড হয়। আমাদের পিস্তলের আগুন থেকেই পুরো দেশে দাবানল লেগে যাবে।

অশোক॥ অর্থাৎ আমরা এমনই অতিমানব যে আমাদের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী ভাড়াটে সামিল জনতা ক্ষেপে উঠে টু মারতে সুরু করবে। মাপ করবেন, অমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

দেবব্রত॥ চট্টগ্রামেব অভিজ্ঞতা অনেকটা তাই বটে। গণজাগবণ তো হোলো না। মাঝখান থেকে—

[থেমে যান। কুমুদ তাঁব দিকে তাকায বোষভবে।]

কুমুদ॥ জনতা ভ্যাড়াব সামিল একথা আমি বলি নি, অশোকদাই বলেছে। আমি বলছি জনতা নেতৃত্ব চায।

অশোক॥ সে নেতৃত্ব দেযাব যোগ্যতা বাখো তুমি ?

কুমুদ॥ আমি বাখি না, শান্তিদা বাখেন।

বিপিন॥ নিশ্চযই।

অশোক॥ মাস্টাবদা যেখানে পাবেন নি, ভগৎ সিং যেখানে ব্যর্থ হযেছেন ? না, আমাব মনে হয শান্তিদাও পাবেন না। কোনো লোক একা পাবেন না। জনতা নিজেই পাবে সে কাজ কবতে। নিজেব সংগঠন সৃষ্টি কবতে। লেনিন বলেছেন—

[থেমে যায। কুমুদ প্রায গর্জে ওঠে।]

কুমুদ॥ লেনিন বিদেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন কবেছেন, আমবা সে পদ্ধতি নেব কেন ?

অশোক॥ নেব কাবণ পবাধীনতা সব দেশেই এক—আফ্রিকায বাঙলায, ভাবতে। দেশাত্মবোধকে ridiculous limits এ নিযে যেও না, কুমুদ যে পিস্তলটা ব্যবহাব কবছ সেটাও বিদেশে তৈবী।

[সিবাজুল ও বিপিন হেসে ওঠে।]

কুমুদ॥ আসলে [illegible] পড়েছ। উইলমটকে হত্যা হজম হয নি এখনো

অশোক॥ [illegible]

দেবব্রত॥ [illegible] মানুষ মাবতে দ্বিধা হওয়াটা লজ্জাব বিষয নয।

অশোক॥ ভুল কবছেন মাস্টাব মশাই, মানুষ মাবতে কোন দ্বিধা আমাব হয না। [illegible] বলেই [illegible] না আমি। আমাব মনুষ্যত্ব জাহিব কবাব [illegible]

[[illegible] দাঁড়ায, অল্প একটু ফাঁক কবে দেখে।]

সিবাজুল॥ [illegible] দেখি।

অশোক॥ বিপ্লবেব [illegible] প্রশ্ন হচ্ছে এ পথে বিপ্লব আসবে কি ?

[একটু নীববতা।]

কুমুদ বলছে উইলমটকে হত্যা হজম হয নি আমাব। আমি বলছি হযেছে। মাববাব আগে ভয পেযেছিলাম, স্বীকাব কবছি, স্রেফ ধবা পড়াব ভয আব কিছু না। নিজেব নিষ্ঠুবতায, বিবেকহীনতায অবাক হযে গেছি। ট্রিগাব চেপাব পব থেকেই সে ভযও আব ছিল না। ছিল আবও দু'একটাকে মাবাব ইচ্ছে। আসল প্রশ্ন অন্যখানে—লোকে যদি না জেগে ওঠে তবে—তবে আমি, মাস্টাব মশাই, —জ্যোতির্ময, সিবাজুল, বিপিন, —কুমুদ—শান্তিদা —কিসেব জন্যে লড়ছি আমবা ?

[নীববতা। বাধা আসে সঙ্গে আবগাবিব লোক। সবাই মাতাল সেজে বসে—গান ধবে, অশোক চাদব মুড়ি দিযে শুযে পড়ে। আবগাবিব লোক এসে দেখে যায ঘবটা।]

আবগারি॥ চোলাই টোলাই নেই তাহলে?

রাধা॥ আজ্ঞে না।

[*চলে যায়।*]

অশোক॥ বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলাম। বলুন মাস্টার মশাই।

কুমুদ॥ যে প্রস্তাব গৃহীত হোল অশোকদা সেটা কার্যে পরিণত করতে সাহায্য করবেন তো?

সিরাজুল॥ ইটা কি কইলা, কুমুদ? এ্যাঁ?

জ্যোতির্ময়॥ কুমুদটা অত্যন্ত ইম্পার্টিনেন্ট হইয়া গেছে গো।

দেবব্রত॥ অশোকের ওপর শান্তিদার যে আস্থা, সে আমাদের কারুর ওপরে নেই, এটা মনে রেখো।

[*কুমুদ মাথা নীচু করে।*]

সিরাজুলের ওপর ভার থাকবে এখানকার কাজ শেষ হলে আমাদের সবাইকে স্টীমারে করে পাচার করে দেয়া। পারবে? গোয়ালন্দ পর্যন্ত।

সিরাজুল॥ পারুম। মাল্লাগো আর কইতে হইব না। শ্রমিক সম্প্রদায়ের দলে টানা দেখলাম অত্যন্ত সহজ। দুইখানা ইস্টীমারের প্রায় প্রত্যেকটা মাল্লা, সারেং, টিণ্ডাল দলে আইছে— আর—

[*রাধা ছুটে ঢোকে।*]

রাধা॥ কয়েকটা মাতাল!

[*বেরিয়ে যায় আবার। সঙ্গে সঙ্গে অশোক চাদর মুড়ি দিয়ে তক্তপোষে শুয়ে পড়ে। বাকি সবাই মাতালের মতন এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। দেবব্রত শুয়ে পড়েন মেঝেতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন মত্ত নাবিক প্রবেশ করে—রাধা তাদের বাধা দিচ্ছে।*]

নাবিক (১)॥ ক্যান, বিবিজান, অন্দরে যাইতে দিবা না ক্যান? বুকের অন্দরে ঢুকছি আর মহলের অন্দরে যাইতে দিবা না?

রাধা॥ এটা মানী মেহমানদের ঘর। যা ওখানে যা।

নাবিক (২)॥ মানী মেহমানরা তো কচুপোড়া গড়াগড়ি খায় দেখি—এ্যাঁ?

সিরাজুল॥ এ্যাই হালা! কি চাই?

নাবিক (১)॥ একটা শোওনের জায়গা খুঁজতে আছি!

সিরাজুল॥ যা, ইখানে নয়।

রাধা॥ শোওয়ার জায়গা চাও তো এতক্ষণ বলো নি কেন? ঐ যে ওদিকে।

নাবিক (১)॥ তোমারেও আসতে হইব। আসো। বিবিজান। আসো!

রাধা॥ চলো বাপু, চলো। আর পারি না।

[*নাবিকদের নিয়ে চলে যায় রাধা।*]

জ্যোতির্ময়॥ এই রাধাটা অত্যন্ত সুইট গার্ল। এরে শান্তিদা দলে টানলেন কেমনে?

দেবব্রত॥ শান্তিদাকে ও পূজো করে। আর একটা অর্ডার আছে—অশোক, কোথায় আছ এখন?

অশোক॥ সিরাজুলের ঘরে। ওর ভাই সেজে।

দেবব্রত ॥ তাই থাকবে। বাড়ি যাবে না। on no account! বাড়ির ওপর নজর রেখেছে।

অশোক ॥ বাড়িতে পুলিশ...ঢুকেছিল?

দেবব্রত ॥ হ্যাঁ! তবে সবাই ভাল আছেন। আমি রোজ খবর এনে দেব। তুমি এ বস্তি ছেড়ে বেরুবে না। দ্যাটস্ অল্। আগামী রবিবার এখানে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আবার দেখা হবে। কোদাল বেলচা সব এসে যাবে। একজন একজন করে বাড়ি যাও।

অশোক ॥ মাস্টার মশাই, শান্তুদা এখন কোথায়?

দেবব্রত ॥ ভুবনডাঙায়।

জ্যোতির্ময় ॥ ঠিকানা কি?

দেবব্রত ॥ (হাসেন) Five miles from no where! মনে রেখো স্পাইতে শহর ভর্তি।

[*দেবব্রত চলে যান এদিক ওদিক দেখে নিয়ে।*]

সিরাজুল ॥ কেমন দেখতে বেড়া জানে?

বিপিন ॥ জেনে চাবটে হাত বেরুবে? ঘর যা।

সিরাজুল ॥ হ্যাঁ যাই। অশোকদা মাথা ঢাইক্যা আইসো।

[*সিরাজুল চলে যায়। কুমুদ অশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।*]

কুমুদ ॥ অশোকদা, কিছু মনে করো না ভাই।

অশোক ॥ পাগল হলে নাকি?

কুমুদ ॥ বৌদিকে দেখতে ইচ্ছে করে বুঝি?

[*অশোক হাসে।*]

অশোক ॥ তা করে বইকি। তবে সেটা গৌণ।

জ্যোতির্ময় ॥ রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট যে অতীব সুখাদ্য ড্রামা তার মূর্তিমান প্রমাণ—মানে প্রুফ্ আর কি—হইতেছেন এই কুমুদ মুখার্জী।

কুমুদ ॥ তার মানে?

জ্যোতির্ময় ॥ ইউ হ্যাভ্ বিন কট্ ধরা পড়েছ। এবং প্রাণে প্রেম জাগরণের কারণে হে প্রভি বিষয়েই নারী কল্পনা করে

কুমুদ ॥ কি? বলো কি পাগলের মতন?

জ্যোতির্ময় ॥ তোমার হেই দিক নাই হেই দিক আছে। মায়ের নাম পোঁটাচুন্নি, পোলার নাম চন্দনবিলাস। একখানা লেটার আমার হাতে আইছে।

কুমুদ ॥ কি লেটার?

[*জ্যোতির্ময় চিঠি বার করে।*]

ওকি? কোত্থেকে পেলে?

জ্যোতির্ময় ॥ বইয়ের মধ্যে লেটার রাখার হ্যাবিট ত্যাগ করা লাগে। আমারে ডি-ভ্যালেরার বক্তৃতামালা পড়তে দিছিলা। তার পেজ হাণ্ড্রেড এণ্ড ফর্টিটুতে দেখি এই প্রেমপত্র।

কুমুদ ॥ পরের চিঠি পড়ো, তুমি তো আচ্ছা ছোটলোক, জ্যোতিদা।

জ্যোতির্ময় ॥ কও, কানে দিছি কটন! এমন লিটারেচার পাঠের আনন্দে সকলই টলারেট

করুক।

কুমুদ॥ চিঠি দাও।

অশোক॥ দিয়ে দাও, জ্যোতির্ময়।

জ্যোতির্ময়॥ লেখিকার নাম দেবযানী দাশগুপ্তা।

[*চমকে উঠে অশোক ও বিপিন।*]

বিপিন॥ এ্যাঃ। বলো কি? ইন্‌স্‌পেক্টর ছিতেন দাশগুপ্তের মেয়ে?

জ্যোতির্ময়॥ কিউপিড—মানে বিলাতি মদনদেব—শুনি ব্লাইণ্ড।

অশোক॥ কুমুদ, একি করেছ!

কুমুদ॥ ছোটবেলা থেকে আমাদের ভাব।

অশোক॥ ও পুলিশের মেয়ে। অন্যমনস্কভাবেও যদি একটা কথা বেরিয়ে যায়—

[*ফেটে পড়ে কুমুদ।*]

কুমুদ॥ সে আমি জানি-জানি, আমাকে আর বিপ্লব শেখাতে হবে না। সব জানি আমি। মাসের পর মাস দেবযানীর সঙ্গে দেখা করি না আমি।

জ্যোতির্ময়॥ সেই বিরহের কথা পুলিশের ডটার লিখছে এই চিঠিতে।

কুমুদ॥ প্রতি মুহূর্তে নিজের হাতে আমার বুক পুড়িয়ে ছাই করে দিই নি? এক কথায় দেবযানীকে জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিই নি? হাঃ, তোমাদের কাছ থেকে শিখতে হবে না যে পুলিশের মেয়েকে ভালবাসা অপরাধ।

[*একটু নীরবতা।*]

বিপ্লবীর যে ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই, তা আমি জানি। চিঠিটা দাও।

জ্যোতির্ময়॥ বিপ্লাই লিইখ্যো না।

[*চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে কুমুদ। ম্লান হাসে।*]

কুমুদ॥ দেবযানী বড় সুন্দর দেখতে।

[*তারপর বেরিয়ে যায় সে। একটু নীরবতা।*]

জ্যোতির্ময়॥ পোলাটা হার্ট হইছে।

বিপিন॥ তবু এসব ব্যাপারে ঝুঁকি নেব কেমনে? যদি প্রেম করতি চায় তো এ লাইনে আসে কেন?

অশোক॥ শান্তিদা যেই হোন, প্রতি দিন অন্তহীন দায়িত্ব জমছে তাঁর মাথার ওপর। কারুর প্রেম, কারুর ঘরবাড়ি, কারুর প্রাণ—প্রতিটির ভার বইছে একটা লোক। অদৃশ্য, শান্ত অমানুষিক একটা মানুষ। মাঝে মাঝে সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময়। মনে হয়—কি তাঁর অধিকার এতগুলো জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার।

বিপিন॥ এইসব বাজে কথাবার্তা। শান্তি রায় তার নিজের জন্যি করতেছেন না কিছুই। তোমার স্বাধীনতা, আমার জমি, কুমুদের প্রেম, জ্যোতির্ময়ের পড়াশোনা—সব কিছুরে মুক্ত করতি, বড় করতি তাঁর সাধনা। এইসব কথা নিমকহারামি।

[*বিপিন চলে যায়।*]

অশোক॥ বিপিন আমার কথাটা বুঝলে না। In fact, লক্ষ্য করছি, আজকাল কেউই আমার কথা বুঝতে পারছে না।

জ্যোতির্ময় ॥ সময়ের আগে বর্ন হইয়া আমাগো হইছে ট্রাব্‌ল্‌। পস্টেরিটি বুঝব।

[*রাধা আসে কেটলিতে চা নিয়ে।*]

রাধা ॥ একি? সবাই চলে গেছেন?

জ্যোতির্ময় ॥ না, আমরা আছি। দাও। টী! পরিশ্রমের পর টী খাইতে বড় ভাল। বাইচ্যা থাকো।

অশোক ॥ তোমার খদ্দেররা গেছে?

রাধা ॥ (*হেসে*) হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময় ॥ তুমি আশ্চর্য মাইয়া। ইংলণ্ডের নারীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট আর ভুবনডাঙার রাধারাণী দেবী স্বাধীনতা যুদ্ধের ভ্যানগার্ড। দ্যাও, আর একটু টী।

অশোক ॥ তোমার ঘরে যে কাণ্ডকারখানা শুরু হবে রবিবার থেকে, খবর রাখো—?

রাধা ॥ (*ঘাড় নেড়ে*) হ্যাঁ—।

জ্যোতির্ময় ॥ হাউ? কেমনে?

রাধা ॥ শান্তিদা বলেছেন।

অশোক ॥ (স্তম্ভিত) শান্তিদা। কবে?

রাধা ॥ আজ সকালে।

অশোক ॥ তুমি শান্তিদাকে চেন?

রাধা ॥ হ্যাঁ। অনেকদিন থেকে।

জ্যোতির্ময় ॥ বোঝো। আমাদের দেখা দেন না, আর এক প্রস্টিটিউট্‌রে কৃপা করেন। কও দেখি কেমন চেহারা?

রাধা ॥ বলতে মানা আছে।

অশোক ॥ নাও, ঝামা ঘষে দিয়েছে মুখে।

জ্যোতির্ময় ॥ আমি অত্যন্ত ইনসাল্‌টেড্‌ হইলাম।

অশোক ॥ রাধা, শান্তিদার সঙ্গে তোমার কদ্দিনের আলাপ?

রাধা ॥ বছর খানেক।

অশোক ॥ তুমি শান্তিদাকে ভালবাসো, না?

[*রাধা অবাক হয়ে তাকায়।*]

রাধা ॥ ভালবাসা—মানে?

জ্যোতির্ময় ॥ জিগায়—তুমি তার লগে প্রেম করো কিনা?

রাধা ॥ (*জিভ কেটে*) ছি।

জ্যোতির্ময় ॥ ক্যান্‌? ছি ক্যান্‌? হোয়াই ছি? তোমার লগে প্রেম করতে পাইলে—শান্তিদাও প্রাউড হইব।

রাধা ॥ একটা আগুন, একটা হাউইয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারে কেউ?

[*দুজন বিপ্লবী চুপ করে যায়।*]

আমার বাবা আন্দামান গিয়েছিলেন। ফেরেন নি। দশ বছর বয়স থেকে আমি স্বপ্ন দেখেছি শান্তিদার মতন কেউ আসবে। লজ্জা ঘোচাবে। বাঁচবার অধিকার দেবে। তারপর সে এল।

[নীববতা।]

সূর্য সেন ধবা পড়েন নি এখনো, না?

জ্যোতির্ময়॥ না কল্পনা দত্তবে ধবছে, প্রীতি হুদ্দাদাববে মাবছে।

রাধা॥ মেযে?

অশোক॥ হ্যাঁ, জানতে না?

বাধা॥ না। মেযেবাও—মানে ওবাও—

[থেমে যায।]

অশোক॥ বাধা, তোমাব ভয কবে না?

বাধা॥ কবে। বাত্রে। যেদিন একা শুতে হয়। ঘামে সাবা গা ভিজে যায। আচ্ছা, ঐ যে মেয়েদেব নাম কবলেন—ওবা, ওবা গুলি চালায? বন্দুক ধবে?

অশোক॥ নিশ্চযই।

বাধা॥ ওদেব ভয কবে না, না?

অশোক॥ কবে হয়তো—। বাত্রে ঘামে গা ভিজে যায।

[একটু চুপ কবে থাকে বাধা।]

বাধা॥ পুলিশ ধবলে নাকি ছুঁচ ফুটিযে দেয, জলে ডুবিযে দম আটকে দেয?

[অশোক জবাব দেয না।]

জ্যোতির্ময॥ কিছু কিছু এক্সেসেস কবে, তবে সিবিযাস কিছু না।

[বাধা উঠে পডে।]

বাধা॥ শান্তিদাকে দেখলে মনে জোব পাই—। আমি ওঘবে গিযে শুযে পড়ি—। কিছু খাবেন আপনাবা?

জ্যোতির্ময়॥ নো।

[বাধা চলে যায।]

পুয়োব কিড—।

অশোক॥ ঐ যে বললাম—শান্তিদাব দাযিত্ব ক্রমেই জমে উঠছে—। বেশ ছিল এবা ভুবনডাঙাব নিশ্চল শান্তিকে আশ্রয কবে। হঠাৎ আমবা এসে পডে সে শান্তি তছ্নছ কবে এদেব কোথায় নিযে যাচ্ছি—।

জ্যোতির্ময॥ ভগবানেব ডাক্ অশোক, প্রে টু গড—। শান্তিদাবে তিনি স্ট্রেংথ দেন—।

অশোক॥ ভগবান মানি না। জ্যোতির্ময়, তুমি পূজো কবো?

জ্যোতির্ময়॥ হ, এভ্‌বি ডে—।

অশোক॥ তাবপব আবাব জামাব তলায বিভলভাব নিযে খুন কবতে যাও?

জ্যোতির্ময়॥ হ—।

অশোক॥ ভগবান তাতে খুশী হন?

জ্যোতির্ময॥ ধর্ম আব বিপ্লব যে কনট্রাডিক্টবি কেডা কইল? ধর্মসংস্থাপনায তিনি নিজেই আবির্ভূত হইতেন, আমবা প্রক্সি দিতে আছি মাত্র—।

[অশোক হাসে।]

এইবাব কও দেখি কি তোমাব বক্তব্য, হোযাট্ ইউ উইশ টু সে।

অশোক॥ জানি না। আই অ্যাম্ রেস্ট্‌লেস্।

জ্যোতির্ময়॥ কিসের লইগ্যা?

অশোক॥ একটা পথ, একটা আলোর জন্যে। হয়তো বাধার মতন শান্তিদাকে দেখতে পেলে ভাল হোতো—। বাট দেয়ার এগেন—সেটা ব্যক্তিপূজাব কথা হয়ে গেল। —যাকে আমি ঘৃণা করি। একটা কাগজ বেরিয়েছে কলকাতায়, লাঙল বোধহয় নাম—নজরুল ইসলাম তার সম্পাদক। কাগজটা পাওয়া যায়?

জ্যোতির্ময়॥ ইম্‌পসিব্‌ল্।

অশোক॥ দুটো লেনিন, একটা ডি-ভ্যালেরা আব কয়েক কপি ছেঁড়া নির্বাসিতেব আত্মকথা। মরে গেলাম ভাই। মন—শুকিয়ে যাচ্ছে—। উই আর অলবেডি ইন প্রিজন। চলো, ঘরে যাই—।

[*দু'জনে বেবিয়ে যায়। দূবাগত স্টীমাবে হুইসিল আবেকটি বলিষ্ঠতব জগতেব আহ্বান বয়ে আনে।*]

॥ পর্দা ॥

তিন

[*ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বলতে যা বোঝায় অশোকেব পিতা প্রাক্তন শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সে বকম দেখতে নন। বৃদ্ধ, অথর্ব, অকালে বুড়িয়ে গেছেন। পাশে শচী বসে লিখছে। আলো জ্বলছে।*]

যোগেন॥ বিষ্ণুপবে প্রাপ্ত টেরাকটা-র সময় নির্ধারণ করা দুরূহ। ক্লিণ্ডার্স পেটি-র পদ্ধতি প্রযোগ করিলে দ্বাদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধ বলিযা অনুমান হয। এদিকে প্রাচীন বিষ্ণুপুরেব স্তরভেদ বিবেচনা করিলে ১১৭০-এব পূর্বে মৃৎশিল্পের উৎকর্ষ আশা করা যায় না—। অতএব দুইটি মিলাইয়া দেখিলে শাওনি টেবাকটাগুলির সৃষ্টিকাল ১১৭০ হইতে ১২০০-র মধ্যে ধরা যাইতে পারে।

শচী॥ এখন আব কাজ নয়, শুয়ে থাকুন।

যোগেন॥ কদ্দিন হোলো, মা?

শচী॥ দু'মাস।

যোগেন॥ দু'মাস সধবার একাদশী পালন করছ—। অশোকটা কুলাঙ্গাব। কথা নেই, বার্তা নেই, ঘূর্ণিবাত্যা বইয়ে দিল।

[*বঙ্গবাসী দেবী প্রবেশ করেন,—সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ, চুলে পাক ধবেছে, মন সতেজ।*]

বঙ্গবাসী॥ খাবে এখন?

যোগেন॥ না গো, পরে।

বঙ্গবাসী॥ শচী, কাপড় ছেড়ে এস, চুল বেঁধে দিই।

[*শচী তৎক্ষণাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়ে।*]

গা ধোবে না, শীত পড়েছে।

[*শচী বেরিয়ে যায়। বঙ্গবাসী টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সেলাই করতে বসেন।*]

যোগেন॥ ঐ বইটা দাও তো।

বঙ্গবাসী॥ এখন আর পড়ে না——। সন্ধ্যের পর এক লাইনও লেখাপড়া চলবে না।

যোগেন॥ তবে কি নিয়ে থাকব?

বঙ্গবাসী॥ চোখ বুঁজে থাক——।

যোগেন॥ এ্যাদ্দিন হয়ে গেল, তবু ঘরটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগে——।

[*বঙ্গবাসী জবাব দেন না।*]

যোগেন॥ আচ্ছা, কাউকে কিছু না বলে অমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া অশোকের উচিত হয়েছে?

বঙ্গবাসী॥ কেন? তোমার ছেলে বড় হয়েছে, নিজের ইচ্ছা মত কাজ করবার অধিকার আছে— ।

যোগেন॥ তবু মনে হয় আমরা কি এত পর যে একবার আলোচনা করা চলত না?

বঙ্গবাসী॥ এ সব কথা আলোচনা করা যায় না। ওদেরও আইন শৃঙ্খলা আছে —।

যোগেন॥ তাই তো বলছি— । যাদের বুকে মুখ রেখে পঁচিশ বছর কাটালো তাদের চেয়ে আপন আজ ওর দলের নেতারা।

বঙ্গবাসী॥ ঐ রকম হয়। সেটা মেনে নিতে শেখো, নইলে সারা জীবনে আর সুখ নেই।

যোগেন॥ তুমি বলবে ও দেশের ডাক শুনেছে ——। আমি বলব— ওর আর একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল——। দেশের চেয়েও বড় ডাক আছে। জ্ঞানের। আমি যে বই লিখছি সেটা ওর শেষ হতে দেয়া উচিত ছিল। এই দেশের সামনে নূতন জ্ঞানের দরজা খুলে দেবে——।

বঙ্গবাসী॥ যে দেশের স্বাধীনতা নেই সে-দেশ জ্ঞান দিয়ে কি করবে?

যোগেন॥ জানি, জানি কি বলবে। চিরাচরিত কতকগুলি বক্তৃতা। তবু বলব, কিছু লোক আছে যাদের বিপ্লবে যোগদান থেকে রেহাই পাওয়া উচিত——। তারা বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর কাজে নিযুক্ত। সবাইকেই যদি একই অমোঘ নিয়মে, একই জগন্নাথের রথের ধাক্কায় ময়দানে নেমে আসতে হয়, তবে সে বিপ্লব অন্ধ দেবতা— ।

বঙ্গবাসী॥ না, এ যুদ্ধ থেকে কারুর মুক্তি নেই। আমি অশোকের মা, আমি বলছি অশোক যদি ধরা পড়ে, ফাঁসীতে ঝোলে তবু আমার ততটা দুঃখ হবে না যা হোত ও ক্লীব হয়ে ঘরে বসে থাকলে। লেখক-টেখক কারুর নিস্তার আছে বলে আমার মনে হয় না। তোমার পেন্‌শন বন্ধ করেছে ওরা,——খেতে পাই না পেটভরে——তবু বলব বেশ হয়েছে। অশোক চাটুয্যের পরিবার আমরা——আমাদের এ-সইতেই হবে।

[কড়া নড়ে ওঠে।]

যোগেন॥ নিশ্চয়ই নীলমণি। গুপ্তচর। রোজ সন্ধ্যেবেলা হানা দিচ্ছে। খুব সাবধান একটা বেফাঁস কথা—।

[বঙ্গবাসী দরজা খোলেন।]

বঙ্গবাসী॥ আসুন নীলমণিবাবু।

[নীলমণি প্রবেশ করেন।]

নীলমণি॥ সিপাইটা এখনো রয়েছে দেখছি।

যোগেন॥ কি ?

নীলমণি॥ রাস্তার ওধারে গাছের তলায় পুলিশের লোকটা। তিনদিন ধরে দেখছি। অ—সভ্য।

[বঙ্গবাসী চলে যান।]

আছেন কেমন ?

যোগেন॥ ভাল।

নীলমণি॥ বউমা, বাচ্চা ?

যোগেন॥ ভাল।

নীলমণি॥ অর্থাভাব কি খুবই শোচনীয় অবস্থা ধারণ করেছে ?

যোগেন॥ হ্যাঁ।

নীলমণি॥ (*গলা নামিয়ে*) অশোকের কোনো খবর পেলেন ?

যোগেন॥ না। আর পেলেও বলব মনে করেছেন ?

[*কাষ্ঠহাসি হাসেন নীলমণি।*]

নীলমণি॥ অশোক কিছু টাকা পেত আমার কাছে। বই কিনেছিলাম কিছু।

যোগেন॥ রেখে যান।

[*নীলমণি টাকা ভরা খাম রাখলেন টেবিলে। বঙ্গবাসী আসেন চা নিয়ে।*]

নীলমণি॥ আহা বড় ভাল ছিল ছেলেটা।

বঙ্গবাসী॥ এমন ভাবে কথা বলছেন যেন অশোক মারা গেছে।

নীলমণি॥ না,না, ছিঃ।

বঙ্গবাসী॥ এটা কিসের খাম ?

নীলমণি॥ টাকা পেত অশোক।

বঙ্গবাসী॥ সে তো পরশু দিয়ে গেছেন।

নীলমণি॥ কিছু বাকি ছিল।

বঙ্গবাসী॥ না, বাকি ছিল না। কেন মিছে কথা বলছেন ?

নীলমণি॥ না, মানে, এমন ভাবে—

বঙ্গবাসী॥ তুলে নিন ওটা।

[*নীলমণি টাকা পকেটস্থ করেন অত্যন্ত দ্রুত।*]

কেন টাকা দিয়ে যান আমরা বুঝি। একেবারে ঘাস খাই না।

যোগেন॥ আঃ, কি হচ্ছে ?

বঙ্গবাসী॥ না, আজ বলতেই হবে সব। আপনার ধারণা টাকা দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে

ঐ ভাবুক আপনভোলা লোকটাকে দালালে পরিণত করবেন।

নীলমণি॥ না, না, একি বলছেন। যাঃ! আপনাদের ছেলে ওদের দলে চলে গেছে। ওদেরকে ধরিয়ে দেবেন এ আশা কি করে করব?

বঙ্গবাসী॥ টাকা সব পাবে। অভাবে সব করে। আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিচ্ছেন আপনি। এরপর একদিন বলবেন—অশোককে ছেড়ে দেবেন কিন্তু শান্তি রায়কে ধরিয়ে দিতে হবে। ততক্ষণে আমরা কেনা গোলাম হয়ে গেছি—তাই হয়তো করে বসব।

যোগেন॥ আরো কি মনে হয় জানেন নীলমণিবাবু? আপনি নিজের বিবেকের জ্বালায় আমাদের সাহায্য করেন।

নীলমণি॥ উনি আমার ভবিষ্যৎ বাতলাচ্ছেন, আপনি আমার বিবেক সুদ্ধ দেখে ফেলেছেন—কি অপরাধ করলাম বুঝতে পারছি না তো!

যোগেন॥ কেন আর নিজেকে বঞ্চনা করছেন? অশোককে কে আইডেন্টিফাই করেছে আমরা জানি।

নীলমণি॥ আমি না, ব্রজেনবাবু স্বয়ং।

যোগেন॥ ঐ একই কথা। আপনারা সবাই ব্রজেনবাবুর দলের লোক।

বঙ্গবাসী॥ আপনার টাকা কি করে উপায় করেছেন সব আমাদের জানা আছে। ও ছুঁলে পাপ হয়।

[*নীলমণি ওঠেন।*]

চা খেয়ে যান।

নীলমণি॥ আজ্ঞে না. গণ্ডারের চামড়া নয় আমার।

বঙ্গবাসী॥ তাই নাকি? তবে আর একটা কথা মনে রাখবেন। এ বাড়িতে আর আসবেন না। পুলিশকে গিয়ে বলুন—এই একটা জায়গায় আপনার হার হয়েছে। একটা কথা বার করতে পারেন নি।

[*দরজা খুলে দাঁড়ান বঙ্গবাসী। নীলমণি দরজা পর্যন্ত যান।*]

নীলমণি॥ কাজটা ভাল করলেন না।

যোগেন॥ ভয় দেখাচ্ছেন?

বঙ্গবাসী॥ দয়া করে চলে যান, ওখানটা গোবরজল দিয়ে ধুতে হবে।

[*নীলমণি প্রায় পলায়ন করেন।*]

যোগেন॥ আমিও কতকগুলো কথা বলে ফেললাম। জীবনে ভাবি নি কারুর সঙ্গে অভদ্রতা করতে পারব।

বঙ্গবাসী॥ অশোকও কখনো ভাবে নি কাউকে প্রাণে মারতে পারবে।

[*শচী আসে ফিতে, চিরুণী নিয়ে। বঙ্গবাসী চুল বেঁধে দিচ্ছেন।*]

যোগেন॥ গোপা ঘুমিয়েছে?

শচী॥ হ্যাঁ।

যোগেন॥ বাপের জন্য কাঁদে?

শচী॥ কাঁদত। এখন আর কাঁদে না।

যোগেন॥ আর তুমি?

[*শচী কথা বলে না।*]

বঙ্গবাসী॥ কেঁদে চোখ ফোলাতো, ধমক খেয়ে খেয়ে থেমেছে।

শচী॥ আজকে রাস্তায় দেখি কয়েকটা ছেলে খেলছে। একজন সেজেছে শান্তি রায়, একজন আপনাদের ছেলে, আর বাকি সবাই পুলিশ। বাঁশের টুকরো দিয়ে পিস্তল তৈরী করে খুব গুলি চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দেখলাম পুলিশ সব পড়ে মরে গেল। আর শান্তি রায়রা পালিয়ে গেল স্টিমারে চড়ে।

যোগেন॥ হুঁ। কবে যে ঘরের ছেলে ঘরে আসবে?

বঙ্গবাসী॥ কেন আসবে? ঐ নীলমণিদের হাতে পড়তে? চলো, খেতে চলো।

[*সবাই খেতে যান। আলোটা নিয়ে যান ওঁরা। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের পেছনে একটা ছোট জানলা খুলে যায়—একটা ছায়ামূর্তি ঢোকে ঘরে, আপাদমস্তক ঢাকা। সে হাঁপাচ্ছে। এমন সময়ে শচী ফিরে আসে।— যোগেনবাবুর চশমাটা নিয়ে যাচ্ছিল।*]

ছায়ামূর্তি॥ শচী।

[*চমকে ওঠে শচী। অশোক এগিয়ে আসে,—হাত দিয়ে চেপে ধরে শচীর মুখ।*]

আমি, আমি! চীৎকার কোরো না, একটা কথা নয়।

[*শচী জড়িয়ে ধরে স্বামীকে, বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। তার গায়ে হাত বুলোয় অশোক।*]

ছায়ামূর্তি॥ একি? কাঁদছ? তোমাকে দেখে আমি কোথায় শক্ত হবো—না ভেঙে পড়ছ এভাবে।

শচী॥ দু-মাস। দুটো পুরো মাস। তোমাদের রাজনীতি বুঝি না, কিন্তু যে রাজনীতি তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাকে আমি মানব না, মানতে পারব না।

[*ও ঘর থেকে বঙ্গবাসীর কথা ভেসে আসে।*]

বঙ্গবাসী॥ শচী, চশমা পেলি না?

শচী॥ আসছি মা। তুমি এখানে কেন? ধরা পড়ার ভয়ও নেই?

অশোক॥ থাকতে পারলাম না। ভাবলাম একবার দেখা করতেই হবে, যে করে হোক। এরপর যা ঘটবে আরো ভীষণ, আরো ভয়ঙ্কর। আর হয়তো দেখাই হবে না। তাই—একবার চোখের দেখা দেখতেই হবে। এখানে আসতে বারণ করেছে শান্তিদা। তবু আসতে হোলো। গোপা ঘুমিয়ে আছে, না?

শচী॥ ডাকছি দাঁড়াও।

অশোক॥ সেতার শিখছ?

শচী॥ শেখাবে কে? তবে তোমার সেতারটা সারিয়ে নতুন তার বেঁধে রেখেছি।

[*শচী ছুটে চলে যায়। অশোক চট করে জানলাটা বন্ধ করে দেয়। প্রথমে আসেন বঙ্গবাসী ল্যাম্প নিয়ে। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখেন—তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন অশোককে। ল্যাম্পটা তুলে দেখেন সন্তানের মুখ।*]

বঙ্গবাসী॥ ভাল আছিস তো? অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

অশোক॥ না, একটুও না।

বঙ্গবাসী॥ তোর আবার যা চট্ করে ঠাণ্ডা লেগে যায়।

[*প্রাণপণে চোখের জল ঠেকান মা।*]

মাফ্লার ছাড়া বেরিয়েছিস কেন?

[*অশোক হাসে। মা কেঁদে ফেলেন। যোগেন আসেন, শচীর সঙ্গে। অশোক প্রণাম করে।*]

যোগেন॥ ইউ হ্যাভ মেইড মি সো প্রাউড, মাই বয়।

চশমাটা আবার—

[*শচী চশমা এনে দেয়—যোগেন সেটা পরে ছেলের মুখ দেখেন।*]

ইউ লুক ওন্ডার্ব, মোব হ্যাণ্ডসাম, মোব বিউটিফুল।

[*শচী গোপাকে নিয়ে আসে—তাকে কোলে তুলে নেয় অশোক।*]

অশোক॥ একি? ভুঁড়ি হযে গেছে তোব?

গোপা॥ বাবা, এদ্দিন কোথায় ছিলে?

অশোক॥ শ্বশুববাড়ি!

গোপা॥ আমাকে একটা পিস্তল দেবে?

যোগেন॥ এই খেযেছে! এখন থেকে কল্পনা দত্ত হবাব সাধ।

গোপা॥ না, আমি খেলব।

যোগেন॥ শোনো গো, তোমাব নাতনিব কথা শোনো।

বঙ্গবাসী॥ খেযেছিস?

অশোক॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক্ষুণি চলে যেতে হবে।

যোগেন॥ দবজায় স্পাই দাঁড়িয়ে সব সময়ে।

অশোক॥ মাঠ ভেঙে খিড়কি দিয়ে এসেছি। ওখান দিয়েই হাওযা হয়ে যাব। কেউ জানতেও পারবে না। বাবাব বইযের চতুর্দশ অধ্যায শেষ হয়ে গেছে শুনে এত ভাল লাগল।

যোগেন॥ কোত্থেকে শুনলি?

অশোক॥ সব জানি। শচীব যে মাঝে দাঁত ব্যথা হযেছিল তাও জানি।

শচী॥ কেমন কবে জানলে?

অশোক॥ বোজ বাত্রে শান্তিদাব কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসেন মাস্টাবমশাই।

যোগেন॥ শান্তি রায় কি সর্বভূতে বিবাজমান?

শচী॥ শান্তি রায় কেমন দেখতে?

অশোক॥ সত্যি কথা বলব? এখনো চোখে দেখি নি।

বঙ্গবাসী॥ জানি, জানি, বলা বারণ।

অশোক॥ না মা, সত্যি বলছি।

যোগেন॥ কোথায় আছিস এখন?

বঙ্গবাসী॥ ওসব কি কথা? দু'দণ্ড ঘবেব কথা কও না বাপু।

[*বঙ্গবাসী বেরিয়ে যান।*]

গোপা॥ বাবা, আমার জন্যে কি এনেছ?

অশোক॥ আনব, আনব। কি চাস্?

গোপা ॥ পুঁতির হার চাই।

অশোক ॥ কি রং?

গোপা ॥ নীল। না, লাল।

অশোক ॥ বেশ।

গোপা ॥ কখন আনবে?

অশোক ॥ এর পরের বার যখন আসব।

যোগেন ॥ কংগ্রেস-এর অহিংস সংগ্রামের রেজলিউশন পড়েছিস?

অশোক ॥ হ্যাঁ।

যোগেন ॥ কি মনে হয়?

অশোক ॥ বিট্রেয়াল! বিশ্বাসঘাতকতা। আমাদের লড়াইয়ে ঠেলে দিয়ে পেছন থেকে হঠাৎ—নন-ভায়োলেন্স! দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতা দখল করেছে, বাবা। ওরা চায় আমরা ধরা পড়ি। কোনো কোনো জেলায় ওরা সরাসরি পুলিশকে সাহায্য করছে।

[মা আসেন বাটি নিয়ে।]

যোগেন ॥ কিন্তু গান্ধীজী? বলতে চান—

বঙ্গবাসী ॥ থামো দিকি, সব সময়ে বড় বড় কথা।

যোগেন ॥ আই এম লারনিং ফ্রম মাই সন! রাজনীতি শিখছি ছেলের কাছে।

অশোক ॥ এটা কি এনেছ?

বঙ্গবাসী ॥ পায়েস। খেয়ে ফেল্ চট করে।

অশোক ॥ আরে আমি খেয়ে এসেছি।

বঙ্গবাসী ॥ খা বলছি।

[অশোক বাটি নেয়। ঠিক সেই সময়ে প্রচণ্ড করাঘাতে দরজা কেঁপে ওঠে। একলাফে অশোক জানালার কাছে গিয়ে পড়ে। ফাঁক করেই আবার বন্ধ করে দেয়।]

অশোক ॥ ঘিরে ফেলেছে।

[কি করবে কেউ ভেবে পায় না। বাইরে করাঘাতের বদলে এবার দরজা ভাঙার বিষম শব্দ শুরু হয়। নেপথ্যে—হিতেনবাবুর গলা শোনা যায়।]

হিতেন ॥ দরজা খুলুন। নইলে ভেঙে ফেলব! অশোকবাবু সারেণ্ডার করুন।

[শচী গোপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করে। অশোক রিভলবার বার করে। বঙ্গবাসীদেবী হঠাৎ একটা দেয়াল আলমারী খুলে অশোককে তার মধ্যে ঠেলে দেন—। তারপর দরজা খোলেন।]

বঙ্গবাসী ॥ মাঝরাত্রে কিসের এই হট্টগোল? কি চাই?

[হিতেনবাবু তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে যান ঘরে, সঙ্গে সেপাইরা।]

পরের বাড়িতে না ডাকতে এমন করে ঢুকে পড়েন?

হিতেন ॥ (*সেপাইদের*) সার্চ করো।

[সেপাইরা অন্দরে চলে যায়।]

যোগেন ॥ কি হয়েছে? বহুবার তো সার্চ করেছেন, আবার কি চাই?

হিতেন॥ যোগেনবাবু, আপনি স্কলার, সাত্ত্বিক লোক। মিথ্যা কথা আপনাকে মানায় না। মিথ্যে কথা বলার জন্যে যে সপ্রতিভ ভাব প্রয়োজন, আপনার তা নেই। অতএব দয়া করে ঝামেলা বাড়াবেন না।

বঙ্গবাসী॥ তা, রাতদুপুরে বাড়িতে ডাকাত পড়লে গৃহস্বামীকে বাধ্য হয়েই কথা বলতে হয়।

হিতেন॥ অশোকবাবু কোথায়?

বঙ্গবাসী॥ অশোক? মানে আমার ছেলে?

হিতেন॥ হ্যাঁ। আপনার ছেলে।

বঙ্গবাসী॥ এত রাত্রে এসব রসিকতার অর্থ?

[নেপথ্যে ঝন ঝন্ করে থালাবাসন পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়।]

আর ওই জিনিসগুলো ওভাবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

হিতেন॥ আমার সেপাইরা একটু কঠোর প্রকৃতির লোক। ধরতে বললে বেঁধে আনে। কিছু মনে করবেন না। এখানে পায়েস কেন?

বঙ্গবাসী॥ উনি খাবেন মনে করেছিলেন, অতিথি সৎকারের জন্য নয়।

হিতেন॥ সে তো বুঝতেই পাচ্ছি।

[ঘরময় হেঁটে বেড়ান হিতেনবাবু। যোগেন, বঙ্গবাসী, শচী ও গোপা এঁকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। সেপাইরা ফিরে এসে জানায় —]

সেপাই॥ ইহা কোই নেহি হুজুর।

হিতেন॥ কোথায় লুকোলেন ওঁকে বলে ফেলুন না।

বঙ্গবাসী॥ কাকে তাইতো বুঝতে পারছি না।

হিতেন॥ যিনি জানলা দিয়ে ঢুকেছিলেন। —যিনি কাদামাখা স্যাণ্ডালের দাগ রেখে গেছেন এইখানটায়।

[সবাই চমকে ওঠে।]

এখনো কি অম্লান বদনে সবাই মিথ্যে কথা বলবেন? (চীৎকার) যোগেনবাবু, ভাল চান তো এই মুহূর্তে আপনার ছেলেকে হ্যাণ্ড ওভার করুন।

যোগেন॥ (রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ান) আমি এই বাড়ির মালিক। যদি কোনো আইন এখনো থাকে এদেশে তবে এক্ষুনি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

হিতেন॥ খুনের আসামীকে লুকিয়ে রাখবেন এমন কোনো আইন এদেশে নেই। আমরা সার্চ করব।

যোগেন॥ সার্চ ওয়ারেণ্ট কই?

হিতেন॥ সে সব পরে হবে।

[আরেকবার মেঝের ওপর দৃষ্টি রেখে হিতেন ঘরটা পর্যবেক্ষণ করেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে গোপার ওপর।]

খুকী, এদিকে এস তো।

[ভয়ে শচী গোপাকে জড়িয়ে ধরতে চায়—কিন্তু একজন সেপাই এগিয়ে আসতে ছেড়ে দেয়। মৃদু পদক্ষেপে গোপা কাছে আসে।]

এস না, কোনো ভয় নেই। কি নাম তোমাব ?

গোপা॥ শ্রীমতী গোপা চট্টোপাধ্যায়।

হিতেন॥ বাঃ, সুন্দব নাম। মিষ্টি নাম। এটা কি বলো তো ?

গোপা॥ ঘডি।

হিতেন॥ হ্যাঁ। শোনো, টক্ টক্ টক্ টক্। নেবে এটা ?

গোপা॥ হ্যাঁ।

হিতেন॥ আচ্ছা, গোপা তুমি তোমাব বাবাকে ভালবাস ?

গোপা॥ হ্যাঁ। বাবা আমাকে পুঁতিব মালা দেবে।

হিতেন॥ কবে দেবে ?

গোপা॥ এব পবে যখন আসবে।

হিতেন॥ বাবা কোথায ?

পুতুল॥ ঐ যে।

[*গোপা সোজা দেখায আলমাবিব দিকে। শচী একটা চীৎকাব কবে ওঠে। হিতেনবাবু পিস্তল বাব কবেন। এবং নলটা ঠেকান গোপাব মাথায।*]

হিতেন॥ কেউ নডবেন না, কেউ চেঁচাবেন না। নইলে—এটা লোডেড্ বিভলবাব, বুঝতেই পাবছেন। এবাব খোলো দবজা।

[*দু'জন সেপাই হেঁসকা টানে আলমাবি খুলে দেয — বিভলবাব হাতে বেবিযে আসে অশোক।*]

হিতেন॥ (*চীৎকাব কবে*) ডোণ্ট বি এ ফুল। ফেলে দিন বিভলবাব। নইলে আপনাব মেযে-- ! ট্রিগাবটায একটু চাপ পডলেই !

[*অশোক সে দৃশ্য দেখে। তাবপব ফেলে দেয অস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে ওকে জাপটে ধবে সেপাইবা। হাতকডা পবায, কোমবে দডি। তাবপব টানাহেঁচডা কবে নিযে যায ওকে। অশোক শুধু বলে-*]

অশোক॥ এই ধস্তাধস্তিটা বাইবে গিযে কবলে ...

[*শচী চীৎকাব কবে কেঁদে ওঠে। যোগেনবাবু বসে পডেন।*]

বঙ্গবাসী॥ (*শান্ত স্ববে*) সন্তানকে তাব পিতাব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য কবো ? আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুমি নির্বংশ হবে। দেশেব মানুষেব অভিশাপ কুডিযে যেদিন মববে, কেউ কাঁদবে না, মুখে জল দেবাব কেউ থাকবে না। আমি যদি সতী হই, আমাব কথা ফলবে।

[*হিতেনবাবু জবাব দেন না। যাওযাব সময়ে শুধু ঘডিটা কেডে নেন গোপাব হাত থেকে।*]

॥ পর্দা ॥

চার

[ভুবনডাঙায় স্পেশাল পুলিশের ক্যাম্প পড়েছে। ব্রজেনবাবুদের জাহাজঘাটার বাড়িটায়। সুদৃশ্য বড় ঘরটাকে পুলিশ নিজের মত করে গুছিয়ে নিয়েছে। পেছনে জানলা। ভোর হচ্ছে। হিতেনবাবু জানলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন। পর্দা সরিয়ে দিতে ঊষার আলো এসে পড়ল ঘরে। টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর প্রকাশ মুখুটি।]

হিতেন॥ প্রকাশবাবু! প্রকাশবাবু!

প্রকাশ॥ স্যার।

হিতেন॥ এবার উঠুন, কত ঘুমোবেন?

প্রকাশ॥ তন্দ্রা এসে গেল হঠাৎ। কিছু.....কিছু বলল?

হিতেন॥ না। মুখ যেন সেলাই করা।

প্রকাশ॥ আমরা হাঁপিয়ে পড়লাম আর ছেলেটা—নাঃ? এদের মাথায় কিছু গোলমাল আছে। কিসের এত জেদ বুঝি না। মরবিই তো।

হিতেন॥ মরেও জিততে চায়, বুঝলেন না? তবে কথা বলতেই হবে ওকে। বলতে ও বাধ্য।

প্রকাশ॥ তিন দিন তিন রাত্রি ঘুমোতে দেয়া হয় নি। স্নায়ুতন্ত্রী সব ছিঁড়ে যাওয়া উচিত ছিল।

[হিতেন একটা কাগজ তুলে নিয়ে প্রায় নিজের মনেই আওড়ান।]

হিতেন॥ শচী—গোপা—চা ভালবাসে—সেতার বাজায়—ফেভারিট সাবজেক্ট:—ইওরোপের ইতিহাস। আদর্শ:—লেনিন। —ধূমপান করে।

প্রকাশ॥ তিন দিন, তিন রাত্রি ৭২ ঘণ্টায় ঐটুকু বার করেছেন?

হিতেন॥ ঐটুকু নয়, অনেক। তিল তিল করে তিলোত্তমার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে কোথায় আছে কর্ণের কবচকুণ্ডল। আছে লোকটার চরম দুর্বল স্থান।

[প্রকাশ উঠে বেল্ট আঁটতে গিয়ে বলে ওঠেন।]

প্রকাশ॥ এঃ, রক্ত লেগে আছে।

[রুমাল দিয়ে বেল্ট মুছে এঁটে নেন।]

মাস্‌কিউলার পেইন অনুভব করছি, স্যার।

[পাশের ঘর থেকে একটা বিকট—চীৎকার ভেসে আসে।]

হিতেন॥ ওটা কি?

প্রকাশ॥ চণ্ডীগ্রামের ডেটিনিউদের একজনকে জেরা করছে, স্যার।

[হিতেনবাবু একটু কেঁপে ওঠেন, তারপর তৎপরতার সঙ্গে ডেস্ক থেকে ব্রাণ্ডি বার করে এক ঢোঁক খেয়ে ফেলেন।]

হিতেন॥ খাবেন?

প্রকাশ॥ না, স্যার। আর্টিফিসিয়াল স্টিমুলেণ্টে আমি বিশ্বাস করি না। (হাসেন) আমার গোবধেই আনন্দ।

হিতেন॥ আপনার স্টিমুলেন্ট অন্য ধরনের এটা সবাই জানে প্রকাশবাবু।

প্রকাশ॥ কি রকম?

হিতেন॥ কলাবাগানের শিবু মণ্ডলের বউ সরস্বতী তো জানেই। হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সে—।

প্রকাশ॥ আপনি ওকথা বিশ্বাস করেন?

হিতেন॥ শুধু বিশ্বাস করি না, নিশ্চিত জানি।

প্রকাশ॥ যা করেছি আপনার হুকুমে করেছি।

[টেবিলে প্রচণ্ড ঘুঁষি মারেন হিতেন।]

হিতেন॥ মেয়েমানুষ ধর্ষণ করার হুকুম হিতেন দাশগুপ্ত দেয় নি।

প্রকাশ॥ হুকুম দিয়েছিলেন ঘরে আগুন দিতে। কোন্‌টা বড় অপরাধ বিবেচনা-সাপেক্ষ।

হিতেন॥ সাইলেন্স্। স্ট্যাণ্ড আপ্।

[উঠে দাঁড়ান প্রকাশবাবু, মুখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি।]

খুব সাবধান প্রকাশবাবু, খুব সাবধান। ইচ্ছে করলে আপনাকে এ্যারেস্ট করতে পারি জানেন? সরস্বতীকে দিয়ে আপনার নামে কেস করতে পারি।

প্রকাশ॥ আমার তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই স্যার। এক কোমর কাদায় দাঁড়িয়ে জুতো পরিষ্কার আছে কিনা দেখাব প্রয়োজন আছে কি?

[হিতেন সরে যান জানলার কাছে।]

তবে একটা কথা মনে রাখবেন স্যার, দৈবাৎ অশোক চাটুয্যেকে গ্রেপ্তার করতে পেরে চাঁদ হাতে পেয়েছেন। আবার অমনি হঠাৎ জনসন সাহেবের বাদশাহি রোষে পড়তে পারেন, স্যার। ধরুন—অশোক চাটুয্যে যদি মুখ না খোলে। তখন আবার এই প্রকাশ মুখুটির হ্যাঙানির জোরই আপনার প্রধান সহায় হয়ে উঠবে। কলাবাগানে যেমন হয়েছিল।

হিতেন॥ (*স্বাভাবিক শান্ত গলায়*) নারীধর্ষণটা ভারতের ঐতিহ্য বিরুদ্ধ।

প্রকাশ॥ সেটা আমার গাডভাঙ্গা পবিত্রতার বাদশাহি বকশিশ ধরে নিন না।

হিতেন॥ আখেরের কথা কখনো ভাবেন? যদি এই অশোক চাটুয্যে শিবু মণ্ডলরা জেতে? ইঁদুরের গর্ত দেখে রেখেছেন?

প্রকাশ॥ (*হেসে*) আপনার সঙ্গে যেতে হবে তো? তবে আর ভয় করি না।

[হিতেন আর একটু ব্রান্ডি খান। আবার সেই তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে আসে।]

হিতেন॥ আমার মনে হয় এই চীৎকার করাটাও ওদের একটা প্রতিরোধের কায়দা—। চীৎকার করলে ব্যথা কম হয়। দ্বিতীয়ত চীৎকারে মুখটা ভরে থাকে, আসল কথা বেরোবার জায়গা থাকে না। কি মনে হয়?

প্রকাশ॥ মারি, চীৎকার করে। মারের কারণটা যেমন জানি না, চীৎকারের তাৎপর্যটাও তেমনি বুঝি না।

হিতেন॥ একেবারে বরফ হয়ে গেছেন? শুনেছিলাম আপনি এম. এ. পাশ?

প্রকাশ॥ নিশ্চয়ই। আপনিও তো—

হিতেন॥ আমি সামান্য গ্র্যাজুয়েট। তাহলে প্রকাশবাবু, সম্পর্কটা পরিষ্কার হয়ে গেল;

কি বলেন? ইতিহাসেব এক সংকট মুহূর্তে দুই দুর্ধর্ষ শিক্ষিত দার্শনিক গুণ্ডাব অস্থায়ী সন্ধি।

প্রকাশ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যাব।

[*এ. এস. আই. এসে সেলাম কবেন।*]

হিতেন॥ কি ব্যাপাব?

এ. এস. আই॥ একত্রিশ নম্বব সেলেব বন্দী বক্তবমি কবছে, স্যাব।

হিতেন॥ একত্রিশ নম্বব কে? বক্তবমি? ডেটিনিউ না আণ্ডাবট্রায়াল?

এ. এস. আই॥ ডেটিনিউ, স্যাব।

প্রকাশ॥ (*খাতা দেখে*) ৩১নং গণেশ হাওলাদাব, ভাবগডেব ডেটিনিউ।

হিতেন॥ ভাবগড? এখন এমনি থাক। (*ঘডি দেখে*) সাডে দশটা নাগাদ ডাক্তাববাবুকে নিয়ে যাবেন।

এ. এস. আই॥ বক্তবমি কবছে, স্যাব।

হিতেন॥ হুকুম পেয়েছেন, যাচ্ছেন না কেন?

[*এ. এস. আই. স্যালিউট্ কবে চলে যান।*]

প্রকাশ॥ ভাবগডেব অপবাধ?

হিতেন॥ ভাবগড আমাব জন্মস্থান। ওখানেব প্রত্যেকটা লোককে চিনি। প্রত্যেকে আবাব আমাকে চেনে। (*একটু থেমে*) ভাবগডকে ধবাপৃষ্ঠে আদৌ বাখব কিনা ভেবে দেখব।

প্রকাশ॥ (*হেসে*) বাদশাব মর্জি।

[*হিতেনও হাসেন, তবে সে হাসিতে একটা ক্রূবতাব ছায়া পডে।*]

হিতেন॥ এবং বাদশাব মবজিতেই উজীব সাহেবেব মর্জি।

[*চৌবে এসে স্যালিউট্ কবে দাঁডায়।*]

এ দুজন হিজলি বওনা হবে আজ সন্ধ্যেব স্টিমাবে। বেডি কবে—।

[*সই কবে কাগজ দেন চৌবেকে। চৌবে চলে যায়। চীৎকাবটা আসে আবাব—তাবপব ঘড ঘড শব্দ কবে ফুবিয়ে যায়।*]

অজ্ঞান হযে গেল—। আজকাল দেখছি অজ্ঞান হয তাড়াতাডি। আগে ফেনিতে থাকতে আটঘণ্টা-দশঘণ্টা জেবাব পবও দেখছি টনটনে জ্ঞান। ব্যাপাবটা কি? ওটাও কি ভান নাকি? ফাঁকি দেবাব কৌশল?

প্রকাশ॥ আজকাল বোধহয় খেতে পায কম। জীবনীশক্তিব একান্ত অভাব।

[*ডাক্তাববাবু আসেন।*]

হিতেন॥ সলিটাবি সেল-এ গিয়েছিলেন তো?

ডাক্তাব॥ হ্যাঁ—।

হিতেন॥ বোজই যাবেন। কেমন দেখলেন?

ডাক্তাব॥ সাবাবাত জেবা কবছেন বুঝি?

হিতেন॥ ৭২ ঘণ্টা।

ডাক্তাব॥ হুঁ। তাই একটু কোমাব ভাব হযেছে। হাতে পাযে বিগব সেট কবেছে।

প্রকাশ॥ পেট কি বলে?

ডাক্তাব॥ ইন্টার্নাল ইনজুবি হয়েছে হয়তো, বোঝা গেল না ঠিক।

প্রকাশ॥ ভেতবে বক্ত পড়ছে—। লিখে দিতে পাবি।

[*পেতলেব দস্তানা দেখান একটা।*]

এটা আজ পর্যন্ত ফেইল কবে নি,—ডাক্তাববাবু।

[*দস্তানা পবে দুবাব ঘুঁষি চালান শূন্যে।*]

ডাক্তাব॥ ছেলেটিব অসম্ভব প্রাণশক্তি। স্বাস্থ্যেব প্রাচুর্য। ডাক্তাব হিসেবে বলছি ব্যায়াম কবা শবীব—। আব শবীব এমনই সুন্দব একটা জিনিষ—

হিতেন॥ তাহলে আবো কিছুদিন টিঁকবে তো?

ডাক্তাব॥ (*একটু চমকে ওঠেন*) আজ্ঞে হাঁ,— টিঁকবে বলেই মনে হয়। তবে অত্যধিক কিছু কবলে অর্থাৎ মানুষেব প্রাণ তো মানে—

হিতেন॥ না, না, অত্যধিক কবব কেন? ওকে মেবে ফেললে আমাদেব কি লাভ হবে। বাঁচিয়ে তো বাখতেই হবে। তাহলে হার্ট টার্ট বেশ ভালই দেখলেন?

ডাক্তাব॥ হ্যাঁ, সুন্দব স্বাস্থ্য।

হিতেন॥ ডাকুন।

[*প্রকাশ উঠে বেবিয়ে যান।*]

ডাক্তাব॥ সে কি? এক্ষুনি? ৭২ ঘণ্টা পবে একটু ঘুমোতে দিলে ভাল হয় না?

হিতেন॥ ৭২ ঘণ্টা আমবাও তো জেগেছি ওব সঙ্গে।

ডাক্তাব॥ জিনিষটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, হিতেনবাবু।

হিতেন॥ আপনি কি একাধাবে অশোক চাটুজ্জেব ডাক্তাব ও উকিল?

ডাক্তাব॥ না না। আমি বলছি, যদি মবে যায়?

হিতেন॥ এই তো বললেন অটুট স্বাস্থ্য।

[*ডাক্তাব থেমে যান। একটু পবে বলেন—*]

ডাক্তাব॥ বলে ভুল কবেছি—।

[*উঠে পড়েন।*]

হিতেন॥ বসে থাকুন ডাক্তাববাবু! We shall need you!

[*চৌবে ও আব একজন কনস্টেবল অশোককে এনে বসায়। প্রচণ্ড অত্যাচাবে অশোকেব মুখ বিকৃত। জামাকাপড় বক্তাক্ত, পেটেব ভেতব জখম হয়েছে, তাই হাঁটতে গেলে নীচু হয়ে যায়। প্রকাশবাবু আসেন, হাতে ট্রে-তে চায়েব সবঞ্জাম।—*]

Good morning মিস্টাব চ্যাটার্জী। আগে চা খান।

[*চা ঢেলে দেন। অশোক জবাব দেয না, কাপ ছোঁয না। চুপ কবে বসে থাকে শূন্যে দৃষ্টি মেলে। ডাক্তাব উঠে পাশে এসে দাঁড়ান।*]

ডাক্তাব॥ খেয়ে নিন। ভাল লাগবে।

[*কাপটা তুলে ধবেন—অশোকেব মুখেব কাছে। অশোক চুমুক দেয।*]

হিতেন॥ অশোকবাবু, আমাদেব আব অপবাধী কববেন না, স্যাব। আমবাও হুকুমেব

চাকর। এই পোশাকটা পরেছি পেটের দায়ে, নইলে দেখিয়ে দিতাম দেশকে ভালবাসতে জানি কি না। আপনার অঙ্গস্পর্শ করার যোগ্যতা আমাদের নেই। আপনাদের বীরত্বের আর দেশপ্রেমের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা আমাদের অন্তরে আছে। বাইরে সেটা প্রকাশ করি না, করলে চাকরি যাবে।

[*অশোক কোনো কথা বলে না।*]

আপনি সেতার বাজান, না? আঙুল দেখলেই বোঝা যায়। কোন্ রাগ আপনাব সবচেয়ে পছন্দ?

[*অশোক জবাব দেয় না।*]

আমার ভাল লাগে আশাবরী। আর রাত্রে কানাড়া। প্রকাশবাবু, আপনার?

প্রকাশ॥ আমারও, কানাড়া।

[*অশোকের মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে।*]

হিতেন॥ আমার মেয়ে দেবযানী। সেও—সেতার বাজায়। বড় মিঠে। ভোর বেলায় ত্রিতালে আলাপ কবে—আহা।

[*অশোকের হাসি আর একটু প্রসারিত হয়।*]

ডাক্তাব॥ আলাপে তাল থাকে না।

[*হিতেন ক্রূর দৃষ্টিতে ডাক্তাব খাঁকে দগ্ধ কবেন।*]

হিতেন॥ আপনাবা আর্টিস্ট মানুষ, আপনাবা বুঝবেন ভাল। অশোকবাবু আপনি তো ইতিহাসেব ছাত্র?

[*অশোক জবাবও দেয না, মাথাও নাড়ে না।*]

ইতিহাসের কোনো পাতায় দেখিয়ে দিতে পাবেন, মুষ্টিমেয কযেকজন বিপ্লবী একটা সবকাবকে উচ্ছেদ করতে পেবেছে?

অশোক॥ (*ধীরে বিকৃত স্বরে*) পাবি।

হিতেন॥ কে কবেছে? কোথায় করেছে?

অশোক॥ আমেবিকায় ওয়াশিংটন, ইংলণ্ডে ক্রমওযেল, ফ্রান্সে বোব্‌স্পিযার, ইটালিতে মাৎসিনি, রাশিয়ায় লেনিন, আয়ার্ল্যাণ্ডে ডি-ভ্যালেবা।

হিতেন॥ সেটা সম্ভব হয়েছে গণজাগরণের ফলে।

অশোক॥ হ্যাঁ, বিদ্রোহীদের সমর্থন কবেছে জনগণ!

হিতেন॥ এদেশের জনতা তা করবে?

অশোক॥ নিশ্চয়ই।

হিতেন॥ আমাব প্রত্যয হয না।

[*অশোক অবজ্ঞার হাসি হাসে।*]

অশোকবাবু, আপনি actually ফাঁসির আসামী তা জানেন? শেষ পর্যন্ত আপনাকে মবতেই হবে। কেন এভাবে শরীর মনকে ক্ষতবিক্ষত কবছেন? বলে দিন না।

অশোক॥ কি বলতে হবে?

হিতেন॥ শান্তি রায় কোথায়?

অশোক॥ জানি না।

হিতেন॥ কে সে? কেমন দেখতে?
অশোক॥ জানি না।
হিতেন॥ আপনাদের দলের আড্ডা কোথায়?

[অশোক জবাব দেয় না।]

চট্টগ্রামের দলের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে? (*জবাব নেই*) কলকাতার চটকল মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক? (*জবাব নেই*) আপনি কি কংগ্রেসের সদস্য? (*জবাব নেই*) কংগ্রেসের মধ্যে কম্যুনিস্ট ব্লকের সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক? (*জবাব নেই*) উইলমট সাহেবকে প্রকাশ্যে গুলি করে মেরেছেন, অশোকবাবু পালাবার কোনো পথ নেই, একটি ছাড়া। রাজসাক্ষী হোন—। একটা কথা বলে দিন, মৃত্যুদণ্ড রদ হবে।

[*অশোক জবাব দেয় না, মুচকি হাসে শুধু।*]

আয়ু যতই কমে আসছে ততই যেন বেশি বোকা হয়ে যাচ্ছেন। নিন—আর একটু চা খান—। আপনার সিগারেট বন্ধ করেছিলাম বলে মাফ্ চাইছি, আসুন ধূমপান করুন—।
[*অশোক সিগারেট ছোঁয় না। ডাক্তার এসে একটা মুখে গুঁজে দেন, জ্বেলে দেন দেশলাই দিয়ে।*]
আমার মেয়ে দেবযানী বলছিল আপনার কথা। অশোকদার কাছে সেতার শিখব। মসিৎখানি গৎ ওরকম কেউ জানে না। সত্যি নাকি? মসিৎখানি আর রাজাখানির তফাৎটা কী অশোকবাবু? বড় জটিল ব্যাপার—।

[*অশোক চুপ করে থাকে, ঠোঁটে হাসি।*]

বললাম, সে তো আর সম্ভব নয় মা। অশোকবাবু আমাদের ঘৃণা করেন। দেবযানীটা এমন সাদামাটা। বলল, অশোকদার মতন শিল্পী কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না—। মনে মনে বললাম—ঠিক কথা। লেনিনও শুনেছি এমনি কোমলপ্রাণ ছিলেন। আচ্ছা, অশোকবাবু, লেনিন ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি?
[*অশোক নীরবে হাসতে থাকে। হিতেনবাবু দেখেন, প্রকাশও মুখ টিপে হাসছেন। হঠাৎ প্রাণপণে অশোকের মুখে আঘাত করে—চীৎকার ক'রে ওঠেন।*]
চুপ করে হাসছেন কেন?

[*অশোক ব্যঙ্গের হাসি হাসতেই থাকে। বিষম ক্রোধে ফেটে পড়েন হিতেন।*]

হাসি বন্ধ করুন—।

[*উন্মাদের মতন মারতে থাকেন। টেনে অশোককে চেয়ার থেকে তুলে মেঝেয় ফেলেন—হান্টার চালাতে থাকেন পাগলের মতন—। তারপর এক সময়ে থামেন। চৌবে এসে অশোককে তুলে আবার চেয়ারে বসায়। হাঁপাতে থাকেন হিতেনবাবু।*]
Speak, you swine! জবাব দেবে কিনা? শান্তি রায় কে? কোথায় থাকে?

[*অশোক নীরবে হাসে।*]

You bastard Bolshevic। বিপ্লব করবে! স্ট্যালিন হয়েছে। ডি-ভ্যালেরা হয়েছে। সূর্য সেন হবার সাধ গিয়েছে। বলবে কিনা?

[অশোকেব হাসি নীববে তাঁকে চাবুক মাবে।]

প্রকাশবাবু! Beat the life out of him!

[প্রকাশবাবু দস্তানা পবেন। চৌবে আব অন্য সেপাই এসে অশোককে ধবে নিযে যায পাশেব ঘবে। পেছনে প্রকাশ।]

ডাক্তাব॥ একটা, একটা মুখোশ খুলে গেল ইন্‌স্‌পেক্টব দাশগুপ্ত। হঠাৎ আপনাকে স্পষ্ট, নগ্ন দেখতে পেলাম।

[পাশেব ঘব থেকে আর্ত চীৎকাব আসতে থাকে—একবাব, দুবাব, তিনবাব।]

হিতেন॥ হাসবে! চুপ কবে হাসবে! যোগেন মাস্টাবেব ছেলেব এতবড় স্পর্ধা।

ডাক্তাব॥ আপনাব মেযে না সেতাব শেখে। আপনাব না দশাববী বাগ ভাল লাগে?

হিতেন॥ ডাক্তাব মোজ্জামেল খাঁও সবকাবি চাকুবে।

ডাক্তাব॥ ঐ কথা বলে নিষ্ঠুবতাব সাফাই গাই না, হিতেন। তুমি বযসে আমাব চেযে অনেক ছোট। এ ধবনেব বর্ববতা—

হিতেন॥ Shut up! Or I'll turn you out!

[অশোকেব অচেতন দেহটাকে হিঁচড়ে আনেন প্রকাশবাবুবা।]

জ্ঞান ফেবান ওব।

[ভয়ে ভয়ে ডাক্তাব ব্যাগ খুলে দেহটিব ওপব ঝুঁকে পড়েন।]

প্রকাশ॥ হ্যাঁ, চোঁচযেছে।

হিতেন। অর্থাৎ?

প্রকাশ॥ আমাব বেলায় বাপ। হাস পুবে নি ন্যাব। চীৎকাব কবাতে পা লেই মনে হয কোথায যেন জতে গেলাম।

[চট কবে হিতেন ব্র্যাণ্ডি খান।]

ডাক্তাব॥ দেখি, বোতলটা।

হিতেন॥ দেখবেন, সবটা নেবেন না। আমাব লাগবে।

ডাক্তাব॥ গবম জল।

[একজন সেপাই বেবিযে যায।]

হিতেন॥ Get him on his feet! Quick!

[ডাক্তাব দাঁড়িযে ওঠেন।]

ডাক্তাব॥ কতকগুলো জাযগা আছে যেখানে হুকুম দিযে লাভ নেই।

[সেপাই গবম জল এনে দেয।— ব্র্যাণ্ডি মিশিযে সেটা খাইযে দেন অশোককে।]

অশোক!

[অশোক মাথা তোলে, আবাব পড়ে যায।]

অশোক! জ্ঞান ফেবাচ্ছি বলে ক্ষমা কবো বাবা।

[হিতেন এগিযে আসেন।]

হিতেন॥ ব্যস্, সবে দাঁড়ান।

[চৌবে এসে অশোককে ধবে দাঁড় কবায তাবপব চেযাবে নিযে বসায।]

অশোকবাবু! সবে শুরু হযেছে, বুঝছেন? ভাঙতে পাবি নি এমন লোক এখনো দেখি

নি। মানসিক চাপ শুরু হবে, সইতে পারবেন? এটুকু বুঝলাম—আপনার শরীর শক্ত। কিন্তু এরপর যা আরম্ভ হবে, পাগল হয়ে যাবেন, চুল ক'টা সাদা হয়ে যাবে। বলে ফেলুন।

[*অশোকের শূন্যদৃষ্টি। জোর করে অতি কষ্টে মুখে সেই তীব্র নীরব হাসিটা সে ফিরিয়ে আনে।*]

একটি মাত্র কথা জানতে চাই—শান্তি রায় কে? কোথায় তার আড্ডা? বলে ফেলুন—আপনাকে ঘুমোতে দেব। গভীর শান্তিতে ঘুমোবেন। আচ্ছা বেশ অনেক ছোট একটি প্রশ্ন করব—উইলমটকে যে মারলেন, অস্ত্রটা পেলেন কোথায়? একটা কথা বলে দিন, আপনাকে এক্ষুনি প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে আরামে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

[*খুব কাছে এগিয়ে আসেন হিতেন।*]

অশোকবাবু, আপনার স্ত্রী, মেয়ে, মা, বাবা—সবার চেয়ে কি শান্তি রায় আপন হোলো? আপনি জানেন সরকার কি ভয়ংকর। আপনার স্ত্রী শচীদেবীকে অ্যারেস্ট করতে পুলিশ গেছে। ঐ শিশু কন্যাটিকেও ছাড়বে না সরকার। শান্তি রায় কে বলে দিন—আপনার স্ত্রীর গায়ে হাত দেয়া হবে না। এই পাশবিক পরিবেশে এইসব বর্বর সেপাইদের হাতে স্ত্রীকে ছেড়ে দেবেন?

[*ধীরে মুখ তোলে অশোক—হিতেন আরো কাছে আসেন—হঠাৎ সর্বশক্তি একত্র করে থুথু ফেলে অশোক। উন্মত্ত হিতেন পিছিয়ে যান এবং পেতলের দস্তানাটা পরে এগিয়ে আসেন।*]

প্রকাশ॥ মুখে নয়—মুখে নয়—

[*বাধা দেয়ার আগেই হিতেন মেরে বসেছেন মুখে। চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায় সংজ্ঞাহীন অশোক।*]

প্রকাশ॥ ওটা পরে মুখে মারতে নেই। চোয়াল ভেঙে চট করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

হিতেন॥ সেল্-এ নিয়ে যাও। ডাক্তার সাহেব সঙ্গে যান। জ্ঞান ফেরান যত শিগ্গির পারেন।

[*সেপাইরা অশোককে নিয়ে যায়, পেছনে ডাক্তার, হিতেন ঘড়ি দেখেন*]

আশ্চর্য! এতটা ভাবি নি। সাহেব আসার সময় হোলো।

প্রকাশ॥ স্ত্রীর কথায় একটু যেন—

হিতেন॥ হবে না। লিখে দিতে পারি, হবে না। মনুষ্যত্ববোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। চোখের সামনে স্ত্রীকে রেপ করলেও বলবে না, বরং আরো শক্ত হয়ে উঠবে। তবু দেখি বলতে ওকে হবেই। নইলে হেরে যাব প্রকাশবাবু ভীষণ হেরে যাব। He will have to speak!

প্রকাশ॥ আপনার প্রাইভেট বাহিনীও কিছু পারছে না?

হিতেন॥ না। নীলমণিবাবু পর্যন্ত হার মেনে গেছেন। সমস্ত ভুবনডাঙায় ওদের নেটওয়ার্ক, অথচ একটা গ্রন্থিও হাতে পড়ল না, এক পেলাম অশোক চাটুয্যে! তা সে এমন গ্রন্থি যে খোলা যায় না অথচ খুলতেই হবে।

[*একটু থেমে।*]

ঐ হাসিটা অসহ্য।

[এ. এস. আই. আসেন।]

A. S. I. ॥ পুলিশ সাহেব!

[সবাই উঠে দাঁড়ান। জনসন ও অন্যান্য দুজন হোমরা চোমরা ঢোকেন।]

জনসন ॥ Has he spoken?

হিতেন ॥ Not yet Sir!

জনসন ॥ That's very awkward! Very awkward indeed!

হিতেন ॥ He is tough one, Sir, stood 72 hours of it. Won't open his mouth

জনসন ॥ But I thought you know better than that They always open their mouth in the end. He's a very special case, and even Lalbazar has its eye on him. I suggest, Dasgupta, you make some special effort.

হিতেন ॥ I am not sparing any, Sir.

জনসন ॥ We want results, Dasgupta, results. He has a daughter hasn't he? And a wife?

হিতেন ॥ Yes, Sir.

জনসন ॥ Well, why not use them?

হিতেন ॥ I have already sent for the wife, Sir.

জনসন ॥ Naturally, you would I've always thought these things come more naturally to you Indians than to us Well, good luck, old boy—and, as I said, we want results How you do it is your business For all I care you can tear her limb—but make him talk.

হিতেন ॥ Yes, Sir.

জনসন ॥ Send word round to me straightaway he talks See that he does Dasgupta That's the way to make everybody happy.

[জনসন সদল বলে প্রস্থান করেন। হিতেন ঘাম মোছেন।]

হিতেন ॥ সোজাসুজি বলে গেলেন মেয়েটাকে রেপ করো। অথচ দায়িত্ব থাকল আমার।

প্রকাশ ॥ ভয় দেখিয়ে গেল, স্যার। অশোক চাটুয্যে কথা না বললে আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করে গেল।

হিতেন ॥ তাতে যেন আপনাকে বেশ খুশীই দেখছি।

[প্রকাশ জবাব দেন না, হাসেন।]

গোঁফে তেলটা বড় শিগ্‌গির দিচ্ছেন, প্রকাশবাবু। অশোককে হয়তো কথা বলাতেও পারি।

[প্রকাশ আবার হাসেন।]

আপনি খুব ভাল করেই জানেন হাসি আমার সহ্য হয় না। So shut your mouth or I will shoot you!

[শেষাংশে গর্জন করে ওঠেন হিতেনবাবু। প্রকাশ থেমে যান।]

অশোক চাটুয্যেকে হাজির করুন। at once!

প্রকাশ॥ (মৃদু স্বরে) রামগড়ুরের বাসা।

[চলে যান। এ. এস. আই. এসে দাঁড়ান।]

A S I ॥ শচী চট্টোপাধ্যায়কে আনা হয়েছে স্যার।

হিতেন॥ ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখুন। আর শুনুন, ভদ্র ব্যবহার করবেন।

[এ. এস. আই. চলে যান। ডাক্তার আসেন।]

ডাক্তার॥ যুদ্ধেরও একটা আইন আছে। বন্দীদের গায়ে হাত দেয়া নিষিদ্ধ। তোমরা কি আরম্ভ করেছ? আবার ডেকেছ অশোককে?

হিতেন॥ হ্যাঁ।

ডাক্তার॥ Good, I am glad! ও এখানেই মরবে, ফাঁসীকাঠ পর্যন্ত আর দেহটা টেনে নিতে হবে না।

হিতেন॥ মরলে আপনাকে ধরব। যতবার মরার উপক্রম করবে ততবার টেনে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই জন্যেই গভর্ণমেন্ট মাইনে দিয়ে আপনাকে পোষে।

[অশোককে এক রকম বহন করে আনে সেপাইরা।]

অশোকবাবু, এরপর যা ঘটবে তার দায়িত্ব আপনার। শেষবার জিগ্যেস করছি—শান্তি রায় কে বলবেন কিনা? বেশ। নিজের স্ত্রীর ইজ্জৎ বাঁচাতে পারবেন না—এমনি বিপ্লবী আপনারা। ডাকুন!

[প্রকাশ দরজা খোলেন—শচী এসে দাঁড়ায়, ভয়ে সে কাঁপছে। অশোক মাথা ঘুরিয়ে নেয়। প্রাণপণে সে অন্যদিকে চেয়ে থাকে।]

শচীদেবী আপনার স্বামীর কথার ওপর নির্ভর করছে আপনার মান ইজ্জৎ সব। অথচ সে কথা উনি বলছেন না।

শচী।। ওরা গোপাকেও ধরে আনবে বলছে গো।

[কাছে যাচ্ছিল, প্রকাশ বাধা দেন।]

গোপাকে মারবে বলছে। আমি মা হয়ে কি করে সেটা দাঁড়িয়ে দেখব? কি করবো তুমি বলে দাও। আমি জানি তোমার কথা কওয়া বারণ, কিন্তু তোমার মেয়েকে ওরা—। আজ ভোরে আমাকে ধরতে গেল। বাবা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই একজন লাঠি দিয়ে তাঁকে—সে দৃশ্য দেখে—। এরপর যদি গোপাকে নিয়ে আসে—আমি পারব না, সইতে পারব না।

[কাঁদতে থাকে চীৎকার করে।]

ওরা মানুষ নয়। হাসতে হাসতে ওরা গোপার গায়ে শিকের ছ্যাঁকা দেবে আমি জানি। আমি কি করব, বলে দাও। তুমিই বলে দাও কি করব।

হিতেন॥ শচীদেবী, উনি কর্ণপাতও করছেন না। আপনার বা আপনার মেয়ের কি হবে না হবে সে সম্বন্ধে উনি উদাসীন। আপনাদের চেয়ে শান্তি রায় ওঁর বেশী নিকট।

শচী॥ অমন কথা বলবেন না। আমাকে কাছে যেতে দিন। আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি ওঁর গায়ে হাত দিতে দিন। পায়ে পড়ছি আপনাদের, আমাকে কাছে যেতে দিন।

[হিতেন ইঙ্গিত করেন—প্রকাশবাবু পথ ছেড়ে দেন। শচী এগিয়ে যায় স্বামীর দিকে। সমস্ত দেহ কঠিন ঋজু করে অশোক মুখ ফিরিয়ে থাকে।]

তোমার পাশে কোনদিন দাঁড়াতে পারি নি। তোমার রাজনীতি আমি জীবনে কোনদিন বুঝতেই পারিনি। আজ তোমার বিপদে তোমাকে আরো দুর্বল করে দেয়ার জন্যে এসেছি, আমাকে ক্ষমা করো। নিজের জন্যে ভাবি না, কিন্তু তোমার বুড়ো বাপ-মা যাঁরা আমাকেও মানুষ করেছেন, তাঁদের মুখ চেয়ে, তোমার সন্তানের মুখ চেয়ে তুমি একবার প্রতিজ্ঞা ভাঙো! জানি, মা থাকলে এমন কথা বলতে দিতেন না। কিন্তু মা এখন বৃদ্ধ স্বামীর কপালে জলপটি দিচ্ছেন আর কাঁদছেন। মায়ের চোখে জল দেখেছ কখনো? আমি দেখলাম, আর দেখা অবধি আমার বুকটা হাহাকার করে কাঁদছে—। একবার তাকাও আমার দিকে। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছে। আমাকে সান্ত্বনা দাও, দুটো কথা কও। তুমি ছাড়া কে দেবে সান্ত্বনা? তাকাও আমার দিকে—।

[মুখটা জোর করে নিজের দিকে ফেরাতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে শচী পিছিয়ে আসে। প্রাণপণে হাসি টানে অশোক।]

শচী॥ কি? কে আপনি?

অশোক॥ শচী।

শচী॥ এ এক অবস্থা করেছে তোমার? তোমাকে এমন ভাবে মেরেছে! তোমার মুখটা কি ছুরি দিয়ে খুবলে নিয়েছে ওরা?

[চীৎকার করে কেঁদে ফেলে শচী।]

কি নিষ্ঠুর!

[অশোকের বীভৎস মুখের উপর হাত বুলোয়।]

লেগেছে না? ভীষণ লাগছে? কি দিয়ে মেরেছে? কি দিয়ে মেরেছে গো? একটা মানুষকে আরেকটা মানুষ এভাবে মারতে পারে?

[অশোককে জড়িয়ে ধরে শচী কাঁদতে থাকে।]

তোমার মাথাটা আমাকে দাও গো, আমার একটুও লাগবে না। আপনারা আমাকেও মারুন, থেঁতলে দিন মুখ।

অশোক॥ শচী, তুমি অশোক চাটুয্যের স্ত্রী। এই কথাটা মনে রেখো। কেমন?

শচী॥ হ্যাঁ মনে রাখব। একটা কথাও বোলো না। এদের একটা কথাও বোলো না। মেয়ে আমার, অশোক চাটুয্যের সন্তান। তার একটুও লাগবে না। একটি কথাও বোলো না এদের।

হিতেন॥ টেক হার এওয়ে।

[প্রকাশ এসে শচীর হাত ধরে টানে।]

শচী॥ বলবে না, অশোক চাটুয্যে একটি কথাও বলবে না।

হিতেন॥ আপনার ইজ্জত যাওয়ার ভয় নেই?

শচী॥ স্বামীকে মেরে ফেলেছেন আপনারা, আর ইজ্জতের ভয়? এ আমি জানতাম না। এভাবে যে একটা উদারচেতা পুরুষকে আপনারা নির্যাতন করেছেন এ জানতাম না।

হিতেন॥ আপনার মেয়েকে ধরে আপনার সামনে যদি পঙ্গু করে দিই?

শচী॥ সারাজীবন সেটা তার গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে। সে যে অশোক চাটুয্যের মেয়ে।

হিতেন॥ টেক হার এওয়ে।

শচী॥ একবার একটা কথা বলতে দিন—ভেঙে পড়ো না, একটা কথা উচ্চারণ—

[*প্রচণ্ড ধাক্কায় শচীকে পাশের ঘরে নিয়ে যান, প্রকাশ ফিরে আসেন তারপরই।*]

হিতেন॥ সবাই সমান। হিষ্টিরিয়ায় ভুগছে। দেশপ্রেম জিনিসটাই একটা স্নায়বিক রোগ।

[*অশোক নীরবে হাসে।*]

সত্যি হাসতে পারেন। খানিকটা জিতেছেন বইকি। তবে আর বেশিক্ষণ নয়।

[*চুরুট ধরান হিতেন।*]

প্রকাশবাবু, কাদের ছাড়বেন শচীর ওপর?

প্রকাশ॥ দেখা যাক্। যদি বলেন তো আমি নিজেই একটু কষ্ট করে—

হিতেন॥ না, ঐ পাঠান ওয়ার্ডারগুলোই ভাল হবে। সেই জয়া চক্রবর্তীর কথা মনে আছে? সকালের দিকে পাগল হয়ে গেল। পাঠানরাই ভাল হবে। অশোকবাবু, সত্যিই, উই শ্যাল স্টপ এট নাথিং। বলবেন?

[*অশোক জবাব দেয় না।*]

যাক শচী চাটুয্যের একটা হিল্লে হয়ে গেল। এবার আমার শেষ কথাটা শুনুন। অশোক চাটুয্যে একটা যে দুর্দমনীয় বিপ্লবী এই কিংবদন্তীটা শেষ করে দিতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। প্রথমে শেষ করেছি আপনার দেহ, এবার শেষ করব আপনার সুনাম।

[*অশোক জবাব দেয় না, হাসে মুখ টিপে।*]

ধরুন যদি কথা রটিয়ে দিই আপনি সব বলতে শুরু করেছেন?

অশোক॥ আমার কমরেডরা সে কথা বিশ্বাস করবেন ভেবেছেন?

হিতেন॥ বিশ্বাস করাতে পারি। খুব সহজ। এই তো দেখুন না স্টিমারঘাটায় আপনাদের প্রেস আছে, সেটার খোঁজ পেয়েছি আমাদের সি. আই ডির কাছে। পরশু নাগাদ রেইড করবো। এখন হানা দেয়ার সময়ে যদি আপনাকে ভাল কাপড় চোপড় পরিয়ে বসিয়ে রাখি গাড়িতে, জনসন সাহেবের পাশে? পুলিসের বড়কর্তার পাশে আপনাকে দেখে কমরেডরা কি ভাববেন? এ রকম মাসখানেক এদিক ওদিক ঘোরালেই হবে। যেখানেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে, খানাতল্লাস করছে, সেখানেই অশোক চাটুয্যেকে দেখা যায় বড় কর্তার গাড়িতে। গায়ে দামী সুট। মুখে সিগারেট। নির্মলবাবুকে যেমন শহরময় লোক চিনে ফেলেছে আমাদের ইনফর্মার হিসাবে, আপনাকে সেই স্থলে অভিষিক্ত করে তবে আমার ছুটি।

[*অশোক কথা বলে না।*]

তখন কি হবে? যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আপনার এত আপত্তি সেই বিশ্বাসঘাতকই বলবে আপনাকে। দল থেকে আপনাকে শুধু বিতাড়িত করবে তাই নয়, শাস্তি বায় আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। দলের লোকেরা আপনার নামে থুতু দেবে, শুধু তাই নয়, পিস্তল নিয়ে খুঁজে বেড়াবে সেই বিশ্বাসহন্তা সেপাইকে। আপনার স্ত্রী আজ মাথা উঁচু করে চলে গেলেন তিনি অশোক চাটুয্যের স্ত্রী বলে। সেই শচী দেবীই আপনার নামে মাথা নিচু করবেন, সন্তানকে শেখাবেন আপনার নাম ভুলে যেতে। যোগেনবাবু এবং আপনার মা ছেলের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করবেন। অশোকবাবু বিশ্বাসঘাতক হোন

বা না-হোন, বিশ্বাসঘাতক আখ্যা আপনাকে পাওয়াবই।

অশোক॥ শান্তিদা ঠিক বুঝে নেবেন।

হিতেন॥ অসম্ভব। এতবড় দলের এত সমস্যার মধ্যে আপনাকে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তার চেয়ে বড় দরকার আপনাকে শেষ করে দেয়া। শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শান্তি রায় মুহূর্ত বিলম্ব করবেন বলে আমার মনে হয় না। আপনি শেষ হয়ে গেলেন অশোকবাবু, যাদেব জন্যে আপনার এই নীরব বীরত্ব তারাই ইতিহাসের পাতায় আপনার নাম মসীলিপ্ত করে রাখবে নয়া মীরজাফর রূপে।

[অশোকের মুখে এই প্রথম খেলে যায় একটা ভীত ভাব।]

এখন বলা না বলা আপনাব ইচ্ছে। আপনাকে শহীদ হতে আমরা দেব না। কাউকে কিছু বলতে পারবেন না। জামাই আদরে থাকবেন, আর প্রতি মুহূর্তে দেশের অভিশাপ মাথায় বর্ষিত হবে—এ শান্তি রায়কে ধবিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। আপনার উঁচু মাথা হেঁট করে দেবে অশোকবাবু। এই চৌবে, অশোকবাবুর জন্যে প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দীর সেল ঠিক কবো। স্প্রিং-এর খাট, ফুলদানি, সেতাব, গ্রামোফোন, বই, সব ব্যবস্থা করো। খাবাব আসবে আমার বাড়ি থেকে।

[অস্ফুট আর্তনাদ করে অশোক মুখ ঢাকে।]

এবং এই সংবাদটা ভাল কবে ক্যাম্পেব চারদিকে বটাও। হঠাৎ অশোক চাটুয্যেকে প্রোমোশন দেয়া হযেছে......অশোকবাবু, কি খাবেন, ভাত না লুচি?

[অশোকের চোখ ফেটে জল আসতে থাকে।]

দেবযানীব মা রাঁধেন বড় ভাল। খেয়ে ভুলতে পারবেন না।

অশোক॥ (*কাঁদতে কাঁদতে*) শয়তান!

[পলকে হিতেন চুরুটটা চেপে ধরেন হাতে। আর্তনাদ কবে হাত সরিয়ে নেয় অশোক।]

হিতেন॥ আগে গেলেও শালার শালা, পেছনে গেলেও শালার শালা। ইন এনি কেস, আপনি বিশ্বাসঘাতক বনছেনই। বৃথা শরীরটাকে ক্ষয় কববেন কেন? সব ঝেড়ে-কেশেই বিশ্বাসঘাতক সাজুন না।

[অশোক এবাব উঠে আক্রমণ করতে যায় হিতেনকে। সেপাইরা দুজনে মিলে ডাণ্ডা চালিয়ে ফেলে দেয় অশোককে।]

আঃ মারছ কেন? উনি আমাদের জামাই! সম্মানিত অতিথি! ডাক্তার সাহেব, জ্ঞান ফেরান।

[ডাক্তাব কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিযেছিলেন; এবাব ঝুঁকে পড়েন ইন্‌জেকশন দিতে। হিতেন হাসেন, প্রকাশ একটু কাঁচুমাচু হয়ে পড়েন।]

ডাক্তার॥ অশোক। কেমন লাগছে? অশোক।

অশোক॥ একটা স্টিমার.....একটা.... স্টিমার আলোয় আলোকিত জানলা মেঘনায় তার প্রতিবিম্ব ....রাধারানীকে বলো.....শান্তিদা, রাধারানীকে বলো.......

[ডাক্তার প্রমাদ গোণেন।]

ডাক্তার॥ অশোক, চুপ করো, চুপ!

[হিতেন একলাফে এসে পড়েন।]

হিতেন॥ ডেলিরিয়াম?

ডাক্তার ॥ আজে বাজে কথা বলছে।

হিতেন ॥ শ্ শ্ শ্ শ্ ।

অশোক ॥ স্টিমারের ঝক্-ঝক্, ঝক্ ঝক্ শচী, চলো চলে যাই। শান্তিদা.....

[হিতেন ঝুঁকে পড়েন।]

শান্তিদা, রাধারাণীর ঘরে খবর দাও, রাধারাণী—স্টিমারটার আলোকিত জানলা—

ডাক্তার ॥ অশোক। কথা বলো না বাবা!

হিতেন ॥ সাইলেন্স্।

[ইঙ্গিত করতে প্রকাশ এসে ডাক্তারকে ঠেলে সরিয়ে দেন। হিতেন শুনছেন।]

অশোক ॥ শান্তিদা খবর দাও....রাধার ঘরে জ্যোতিকে খবর দাও.... শান্তিদা, রাধার ঘরে খবর দিন শান্তিদা, আমার হাত বাঁধা।

[হিতেন শুনছেন উৎকর্ণ হয়ে।]

॥ পর্দা ॥

পাঁচ

[রাধারাণীর ঘর। মেঝের মাঝখানে এক বিরাট গর্ত। ওপাশে জানালায় চোখ লাগিয়ে রাধারাণী দাঁড়িয়ে বাইরে লক্ষ্য রাখছে। কুমুদ আর দেবব্রতবাবু বসে কি সব নক্শা আঁকছেন। বিকেল। ক্রমশ আলো পড়ে আসছে। দেবব্রতকে কেমন যেন ক্লান্ত মনে হয়।]

দেবব্রত ॥ আর মাত্র গজ দশেক; তারপরই উই শ্যাল বি রেডি ফর এ্যাকশন! অর্থাৎ কাল সকালেই।

কুমুদ ॥ হাতে কড়া পড়ে গেছে। প্রথম দু'হপ্তা কেটে রক্ত বেরুতো। এখন হাসি পায়।

দেবব্রত ॥ বিপিনের হচ্ছে সুবিধে। মাটিকাটায় ও আনন্দ পায়।

কুমুদ ॥ আপনাকে দেখে অবাক হয়ে গেছি মাস্টার মশায়। ভাবিনি আপনি পারবেন।

দেবব্রত ॥ আমিও না।

রাধা ॥ একটা পুলিশের লোক—এদিক-ওদিক ঘুরছে কিছুক্ষণ থেকে। ঐ যে।

[কুমুদ ও দেবব্রত একলাফে জানালায় পৌঁছোন।]

কুমুদ ॥ কি করে বুঝলে পুলিশের লোক?

রাধা ॥ তাকিয়ে দেখুন কোমরের কাছটা উঁচু হয়ে আছে। বন্দুক আছে।

কুমুদ ॥ সাবাস।

দেবব্রত ॥ চোখ তৈরী হয়ে গেছে।

দেবব্রত ॥ কতক্ষণ থেকে ঘুরছে?

রাধা ॥ আধ ঘন্টা।

দেবব্রত॥ লক্ষ্য রেখো।

[*দুজনে সবে আসেন।*]

গতিক ভাল নয়।

কুমুদ॥ চোলাই মদ ধরতে এসেছে হয়তো।

দেবব্রত॥ তবেই বাঁচা যায়। তিন-দিন তিন-রাত্রি অশোককে জেরা করছে ওরা। একটা কথা বেরুলেই সবাই শেষ।

কুমুদ॥ অশোকদা! বোধ হয় বলবে না।—তবু, ওর বাড়িতে যাওয়া উচিত হয় নি। হুকুম অমান্য করে—ছি।

[*দেবব্রত তাকান কুমুদের দিকে।*]

দেবব্রত॥ স্ত্রীর মুখ দেখতে ইচ্ছে করেছিল, কুমুদ। অথবা মায়ের।

কুমুদ॥ শান্তিদার হুকুম ছিল বাড়িতে যেন না যায়।

দেবব্রত॥ হুকুম! হ্যাঁ!

[*একটু নীরবতা।*]

কুমুদ, তুমি পরশু সন্ধ্যেয় দেবযানী দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করেছিল কেন?

[*কুমুদ চমকে ওঠে।*]

কুমুদ॥ কেমন করে জানলেন?

দেবব্রত॥ শান্তিদার চোখ এড়ায় নি। সেটাও তাঁর আদেশ-বিরুদ্ধ জানো?

কুমুদ॥ আমি পারি নি, মাস্টার মশাই, নিজেকে সামলাতে পারি নি। আর দু একদিনের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে। তার আগে একবার—

দেবব্রত॥ শৃঙ্খলা ভেঙেছ, কুমুদ।

কুমুদ॥ (*চেঁচিয়ে*) বেশ করেছি। ব্রহ্মচর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু আমরাও মানুষ।

দেবব্রত॥ তুমি অত চেঁচাচ্ছ কেন?

কুমুদ॥ আই অ্যাম সরি' এ ক'মাসের দিনরাত্রি পরিশ্রম আর উদ্বেগে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দু দণ্ড শান্তি পেতে গিয়েছিলাম দেবযানীর কাছে। অপরাধ করে থাকি, শাস্তি দিন আপনারা।

দেবব্রত॥ শাস্তি দেবেন শান্তিদা।

[*জ্যোতির্ময় ও বিপিন উঠে আসে গহ্বর থেকে। মাটিমাখা চেহারা।*]

জ্যোতির্ময়॥ শিফ্‌ট শ্যাষ হইছে। যান আপনারা। একটা কোদালের ব্লেড নড়বড় করতে আছে। সাবধানে কোপাইবেন।

[*কুমুদ ও দেবব্রত গহ্বরে নামেন তৎক্ষণাৎ।*]

আবার দিকভ্রম কইরা ঢাকা অভিমুখে যাইয়েন না।

[*বিপিন তক্তপোষে সটান শুয়ে পড়ে।*]

বিপিন॥ জল দিতি পাবো?

[*রাধা জল দিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে যায়।*]

জ্যোতির্ময়॥ শহরের সিচুয়েশন কি? (*উঁকি দিয়ে*) ১৪৪ ধারার প্রকোপে কিঞ্চিৎ কোয়ায়েট। সেদিন টোপর-শুদ্ধ এক বরকে ধইরা লইয়া গেছিল। মিছিল কইরা ব্রাইডগ্রুম কন্যাবাটি

যাইতে আছিল।

বিপিন॥ ক্যান্ যে মস্কবা কবিস? কেউ শোনেও না, বোঝেও না।

জ্যোতির্ময়॥ হেই হইছে জ্বালা। সময়েব আগে বর্ন্ হইছি।

বিপিন॥ অশোককে তাহলি ভাঙতি পাবে নাই অখনো।

জ্যোতির্ময॥ অশোক! ইমপসিবল্! মইবা যাইব গা, বাট স্পীক কবব না।

বিপিন॥ কেমনে বুঝতিছ?

জ্যোতির্ময॥ স্পীক কইবা ফেললে এদ্দিনে সবকযডা জেইলে যাইযা বইস্যা থাকতাম না?

বিপিন॥ ভবিষ্যতে যে কবে না তাব কি নিশ্চযতা?

জ্যোতির্ময॥ আবে কচু তাও জান না ফার্স্ট কযডা দিনই যা ভয। তাবপব বীটিং খাইতে খাইতে গাযে পশুব শক্তি আইস্যা পড়ে— এনিম্যাল বেসিস্টেন্স। সেই কণ্ডিশনে গাঁয়েব নিতাই বাগ্দী ও সূর্য স্যানে কোনো ডিফাবেন্স্ থাকে না। শিব! শিব! কর্পূবগৌবম্ করুণাবতাবম্ সংসাবসাবম্ ভুজগেন্দ্রহাবম্।

বিপিন॥ দিন যায, দিনেব পব ব ত আসে, ক্রমশ ঘনাযে আসে কালবাত্রি।

জ্যোতির্ময॥ ভগবানবে ডাকো। প্রে টু গড্ ফব অশোক।

[*বাধা দবজা খোলে। সাইকেলেব ঘণ্টা বাজে। সিঁবাজুল ঢোকে।*]

সিবাজুল॥ মাস্টাব মশাই কই?

জ্যোতির্ময॥ বিলো। মাটি কাটতে আছে।

সিবাজুল॥ ডাকো। শান্তিদাব পত্র। ঘাটায বইসা আছি; ইস্কুলেব সুধা দপ্তবী আইসা দিযা গেল।

জ্যোতির্ময॥ না, কাউবে ডাকা চলব না। কর্ম ইন্টেবাপ্ট কবা বাবণ আছে।

সিবাজুল॥ কইল জরুবী পত্র।

জ্যোতির্ময॥ দেখি।

[*চিঠি খুলে পড়ে। শিউবে ওঠে। গম্ভীব স্ববে—*]

বিপিন, মাস্টাব মশাইবে ডাক।

[*বিপিন গহ্বরমুখে একটা ঘণ্টা বাজায।*]

বিপিন॥ কি লেখছে পত্রে।

জ্যোতির্ময॥ বিপিন, অশোক সব বইলা দিছে। হি হ্যাজ্ স্পোকেন।

বাধা॥ এ হতে পাবে না। মিথ্যে কথা।

জ্যোতির্ময॥ শান্তিদাব খবব ভুল হয না।

[*বিপিন বসে পড়ে তক্তপোষেব ওপব।*]

সিবাজুল॥ অশোক! অশোকদা বিশ্বাসঘাতক!

জ্যোতির্ময॥ লোন্লিনেস! একাকীত্ব! বোঝো! পুলিশ ক্যাম্পেব মইধ্যে সম্পূর্ণ একা আব চাইবদিকে বক্তলোভী নিশাচব। অতি বড় বিপ্লবীবও নার্ভ শেক কইবা যায।

[*মাস্টাব মশাই আব কুমুদ বেবিযে আসেন।*]

দেবব্রত॥ কি? কি হযেছে?

[*জ্যোতির্ময় কোনো কথা না বলে চিঠিটা বাড়িয়ে দেয়। পড়তে পড়তে দেবব্রত বলে যান।*]
এ-এ যে স্বপ্নের অতীত!

কুমুদ॥ কি? কি হয়েছে?

জ্যোতির্ময়॥ অশোক।

কুমুদ॥ (শিউরে উঠে) বলে দিয়েছে?

জ্যোতির্ময়॥ হ।

রাধা॥ বিশ্বাস করি না।

কুমুদ॥ আমিও না।

দেবব্রত॥ (পড়েন) বন্দীকে বাজসমাদরে রাখা হইয়াছে। ছ'পাখানা খানাতল্লাসের সময়ে তাহাকে দেখা যায় জন্সনের গাড়িতে। হিতেন বাধাব ঘরে যাইবে, আজই। প্রস্তুত থাকিবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখিবে। তাহার পব লড়াই কবিবে। ধবা পড়িবে না। মনে বাখিও নিতান্ত আক্রান্ত না হইলে একটি টোটাও ব্যবহাব করিবে না।

কুমুদ॥ হিতেনবাবু আসছেন।

বিপিন॥ মবতি হয় ওরে নিইয়ে মরবো।

দেবব্রত॥ (পড়েন) "বিশ্বাসঘাতককে যে শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছ তাহা প্রদান করিতে হইবে। যে যেখানে তাহাকে দেখিবে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে। এবিষয়ে বিস্তৃত মতামত আহ্বান করিবে শান্তিদা।"

জ্যোতির্ময়॥ অশোকরে স্বহস্তে—' এ হুকুম মানি না!

কুমুদ॥ কক্ষনো না।

দেবব্রত॥ যে মাবতে অস্বীকার কববে সেই বিশ্বাসঘাতক।

[*দেবব্রতব গম্ভীব স্ববে সবাই থেমে যায়।*]

পিস্তলগুলো বাব করো, কার্ট্রিজ ভবো। সমস্ত জিনিষ সবাও এখানে থেকে।

[*কয়েক পিপে বাকদ ছিল চটে ঢাকা, সেগুলো গহ্বরে নামানো হয়, কিছু কাগজ পোড়ান দেবব্রত।*]

[*জ্যোতির্ময় পিস্তল বিলি কবে। দেবব্রত বিলি কবে ছোট ছোট ক্যাপসুল।*]

ধরা পড়বে না। এই নাও। পাতলা কাঁচ, এক কামড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

রাধা॥ হিতেন দাশগুপ্ত!

[*সব জিনিষ সবাবারও সময় নেই। তবু যা পাবে ঠেলে গহ্বরে ফেলে সবাই লাফিয়ে পড়ে নিচে, সিরাজুল ও রাধা ছাড়া। সিরাজুল একটা চাটাই এনে গর্তটা চাপা দেয়। তার ওপব রাখে একটা টেবিল। তারপর দুজনে গভীব প্রেমে মত্ত হয়ে ওঠে। দরজাটা ধড়াস করে খুলে যায়। হিতেন প্রবেশ করেন।*]

কি চাই?

[*হিতেন সিরাজুলকে আপাদমস্তক দেখেন।*]

হিতেন॥ কি নাম?

সিরাজুল॥ সিরাজুল ইসলাম, হুজুর।

হিতেন॥ কি কাজ করিস?

সিরাজুল॥ মারেল্ড ইস্টিমারে সেকেণ্ড সারেং।

হিতেন॥ এখানে কি?

[*সিরাজুল অর্থপূর্ণ একটা হাসি ছাড়ে কিন্তু হিতেনের রোষ-কষায়িত দৃষ্টির সামনে হোঁচট খেয়ে থেমে যায়।*]

যা।

[*সিরাজুল রওনা হয়। রাধা পেছন থেকে জামা ধরে ফেলে।*]

রাধা॥ পয়সা দিয়ে যা মিনসে—মরণ হয় না তো?

[*তাড়াতাড়ি টাকা ফেলে সিরাজুল পালায়।*]

এ দরিদ্দুর ঘরে হুজুর কি মনে করে?

হিতেন॥ তুমিই বুঝি রাধারাণী?

রাধা॥ লোকে আমাকে তাই বলে বটে, ওটা আমার আটপৌরে নাম।

[*কাছ ঘেঁষে আসে।*]

যারা আমাকে ভালবাসে তারা আমাকে অন্য নামে ডাকে, জানো?

হিতেন॥ কি নাম সেটা?

রাধা॥ সেটা শুধু একজন জানে, আর কাউকে সে নাম বলব না কথা দিয়েছি।

হিতেন॥ আমাকেও না?

রাধা॥ না, তোমাকেও না। (*হেসে*) না, না, বলছি। কাউকে বোলো না। বলো, বলবে না?

হিতেন॥ না, বলব না। কি নাম?

রাধা॥ খেঁদি!

হিতেন॥ তোমার রেট কত?

রাধা॥ এক একজনের এক এক রকম। তোমার যদি ভাল লাগে তবে কম। আর না লাগলে দশ টাকা।

হিতেন॥ কদ্দিন এধারে আছ?

রাধা॥ তিনবছর। কি খাবে?

হিতেন॥ কি আছে?

রাধা॥ তুমি তো আবার পুলিশ সাহেব, কি আছে বলে দিলে ধরে নিয়ে যাবে যে?

হিতেন॥ না, না, পুলিশ নই, এখন পুলিশ নই। পুলিশ হলে কি তোমার ঘরে আসি?

রাধা॥ তাহলে বাংলা খাও। ভাল জিনিস। দু' নম্বর।

হিতেন॥ গেলাস ভাল করে ধুয়ে নিয়ো। ঐ বেলচাটা এখানে কেন?

রাধা॥ বাগান করি।

হিতেন॥ কোথায়?

রাধা॥ ঘরের পেছনে?

হিতেন॥ কিসের বাগান?

রাধা॥ ফুলের।

হিতেন॥ বস্তীর মধ্যে ফুলের বাগান?

রাধা॥ হ্যাঁ।

[*রাধা বোতল গেলাস বার করে একটা হাঁড়ির মধ্যে থেকে। হিতেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ঘরটাকে পরীক্ষা করতে থাকেন।*]

হিতেন॥ বাঃ, তুমি তো জিনিষপত্র বেশ লুকিয়ে রাখতে জানো খেঁদি।

রাধা॥ কেন?

হিতেন॥ হাঁড়ির মধ্যে থেকে বোতল বেরুলো। আরো কোথা থেকে কি বেরুবে কে জানে?

রাধা॥ তোমাদের আবগারির লোক বড় জ্বালায়। লুকিয়ে না রাখলে রক্ষে আছে? এস, খাও। এ জিনিষ কখনো খেয়েছ? হলপ করে বলতে পারি, কখনো চাখোওনি।

[*হিতেন পায়চারী কবতে থাকেন। চাটাইযের চারপাশেই তাঁর লক্ষ্য বেশি।*]

হিতেন॥ আমি তো খাবো না খেঁদি।

রাধা॥ কেন?

হিতেন॥ এতে কি মিশিয়ে দিযেছ কে জানে?

[*চমকে ওঠে রাধা।*]

তুমি আগে খাও, তারপব আমি খাবো।

[*এক মুহূর্ত রাধা ভযে কাঁপে। তারপর হাসি ফুটিয়ে গেলাস তুলে নেয়।*]

রাধা॥ বাবা, বাবা! এত ভয?

[*মুখে ছোঁয়াতেই হিতেন বাধা দেন।*]

হিতেন॥ থাক, ঠিক আছে। খাবো'খন। তুমি কি ঘরেব মধ্যেও বাগান করো?

রাধা॥ (*গেলাস নামিয়ে*) মানে?

[*হিতেন নিচু হয়ে খানিকটা মাটি কুড়িয়ে নেন মেঝে থেকে।*]

হিতেন॥ এটা কি, রাধা?

রাধা॥ ঐ বেলচার সঙ্গে এসে পড়েছে হযতো।

হিতেন॥ বস্তীব মধ্যে বাগান, ঘবেব মধ্যে মাটি, হাঁড়ির মধ্যে বোতল, রাধার নাম খেঁদি এব একটাও যে আমাব ভাল লাগছে না, রাধা।

[*এক টানে টেবিলটা সরিযে ফেলেন। রাধা চমকে ওঠে। নিচু হয়ে চাটাইটা পরীক্ষা করছেন।*]

রাধা॥ ওকি করছ?

হিতেন॥ এখানে মাটি খুঁড়েছ কেন?

[*একটানে চাটাই সরান। রাধাও কুলুঙ্গি থেকে পিস্তল নিযে জামার মধ্যে পোরে।*]

তক্তা দিয়ে গর্তটা ঢেকে রেখেছ কেন, খেঁদি?

রাধা॥ ওর মধ্যে, বুঝলে পুলিশ সাহেব চোলাইয়ের সরঞ্জাম আছে।

হিতেন॥ খোলো তো দেখি।

রাধা॥ আমি খুলব কিগো? পাঁচজন লোক লাগে ওটা সরাতে। দোহাই ধর্ম পুলিশ সাহেব, ওটা সরিও না। আমার দলের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলবে।

[*হিতেন বেলচা দিয়ে তক্তার ফাঁকে চাড় দিতে সুরু করেন।*]

রাধা॥ ওখান থেকে সরে দাঁড়াও!

[*পিস্তল বার করে দুহাতে সেটাকে চেপে ধরে রাখে রাধারাণী। হিতেনের হাত থেকে বেলচা পড়ে যায়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তিনি। তারপর হাসেন মৃদুস্বরে।*]

হিতেন॥ ওরে বাবা! এ যে রীতিমত বীরাঙ্গনা দেখছি। তা গুলি করো না, খেঁদি। গলির মোড়ে সেপাই দাঁড়িয়ে আছে, শব্দ হ'লেই ছুটে আসবে। করো, গুলি করো। সবসুদ্ধ ধরা পড়বে। কই, ফায়ার করলে না?

[*এগিয়ে যেতে থাকেন।*]

মারো, ঘোড়া টেপো! কি হোলো? শব্দ হওযার সঙ্গে সঙ্গে চাবদিক থেকে ছুটে আসবে। বস্তী ঘিরে রেখেছে সেপাইরা। কি হোলো? সাহস উবে গেল?

[*একলাফে হাত চেপে ধরেন রাধার, পিস্তল কেড়ে নিয়ে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন দুবার, তিনবার, রাধা পড়ে যায়।*]

কি বোকা, তুমি খেঁদি। ত্রিসীমানায় কোনো সেপাই নেই। হুঁ, জার্মান মেক, মাউজের। এবার তাহ'লে চলি খেঁদি? কি বলো? এবার সত্যি সেপাই ডাকতে হয়!

[*বাধা হঠাৎ হাসতে সুরু করে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হাসি।*]

হিতেন॥ কি হোলো, রাধা? হাসির কি হোলো?

রাধা॥ বড় মজা! জলে কুমিব ডাঙ্গায় বাঘ।

হিতেন॥ অর্থাৎ?

বাধা॥ তোমরা আমাকে ধরবে আমি স্বদেশী বলে, আর স্বদেশীবা মারবে আমাকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলে।

হিতেন॥ সে কি? তুমি ওদেব কমবেড, ওদেব সাথী—

রাধা॥ আমি? বাবুদেব কথাবার্তা আমি কি বুঝি? ওরা কি সব বলে, কি সব করে আমি কি তা বুঝি, পুলিশ সাহেব?

হিতেন॥ তা ঠিক। তোমাব কাছ থেকে অতটা আশা করা যায় না।

বাধা॥ জাতব্যবসায়ী আমরা, তিন পুরুষ এই কাজ করছি। আর আজ দেখ কি ঘটে গেল?

[*রাধা হাসতে থাকে।*]

মাথার কাছে বন্দুক ধবে বলল, তোমাব ঘরে কাজ করতে দাও, নইলে খুলি উড়িয়ে দেব।

হিতেন॥ সব ছেড়ে তোমাব ঘরেব ওপর ওদের এত টান কেন বিবিজান?

বাধা॥ কারণ আছে, সাহেব, নইলে শুধু শুধু এই ঘবে এসে আস্তানা বেঁধেছে?

[*হিতেন কৌতূহলী হলেন।*]

হিতেন॥ কি কারণ?

[*বাধা ওকে জানালায় নিয়ে যায়।*]

রাধা॥ ঐ দেখ। কবরখানা।

হিতেন॥ দেখলাম। তাতে কি হোলো?

রাধা॥ সাহেব, মাথায় একটু বুদ্ধি নেই? ভাবো। এই নাও, নক্সা। ওরা তৈরী করেছে। এই আমার ঘর। এই সুড়ঙ্গ। এই কবরখানার বটগাছতলা, এইখানে সব সাহেবরা জড়ো হয়।

[*দেখতে দেখতে বিষম উত্তেজনায় হিতেন কাঁপতে থাকেন।*]

হিতেন॥ এসব—এসব কদ্দিন আগে শুরু হয়েছে?

রাধা॥ তিন মাস।

হিতেন॥ তার মানে সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হয়েছে?

রাধা॥ হ্যাঁ।

হিতেন॥ (চাপা উত্তেজিত স্বরে) এইখান থেকে বটগাছতলা?

রাধা॥ হ্যাঁ। একটা শর্ত আছে। সব তো বলছি, আমি কী পাব?

[*হিতেন গহ্বর মুখে এসে দাঁড়ালেন।*]

হিতেন॥ কি চাই?

রাধা॥ ঐ স্বদেশীদের হাত থেকে আমায় বাঁচাতে হবে। ওরা আমায় মেরে ফেলবে।

হিতেন॥ কে মারবে? সবাইকে তো জেলে পুরব।

রাধা॥ সবাইকে ধরতে পারবে? অসম্ভব। কেউ না কেউ পালাবেই। আর তার হাতে আমাকে মরতে হবে, আমি জানি। ঐ অশোক চাটুয্যেকে যেমন মরতে হবে।

হিতেন॥ সে খবরও পেয়ে গেছ তোমরা?

রাধা॥ হ্যাঁ।

হিতেন॥ কি করে পেলে?

রাধা॥ সে তো জানি না। বাবুরা সব বলাবলি করছিল। বলো, কথা দাও আমাকে বাঁচাবে।

হিতেন॥ হ্যাঁ, বাঁচাব, সব যদি বলো।

রাধা॥ বলছি তো।

হিতেন॥ কে কে আসে এখানে?

রাধা॥ একজনের নাম শুনেছি দেবব্রত ঘোষ, তাকে সবাই মাস্টার মশাই বলে ডাকে।

হিতেন॥ গুড হেভেনস! আমারো মাস্টারমশাই তিনি। তিনি ঐ ডাকাতদের দলে। আর কে?

রাধা॥ জ্যোতির্ময় লাহিড়ী।

হিতেন॥ জানতাম। এর ওপর নজর আছে আমাদের। আর?

রাধা॥ কুমুদ মুখুজ্যে। বাচ্চা ছেলে।

হিতেন॥ কুমুদ? জগন্নাথ মুখুজ্যের ছেলে কুমুদ। আমার মেয়েকে চিঠি লিখতো? সে! আশ্চর্য! (আনন্দে) আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, খেঁদি। আর কে?

রাধা॥ আর শান্তি রায়।

হিতেন॥ এ্যাঁ। এ ঘরে?

রাধা॥ হ্যাঁ। রোজ আসেন।

হিতেন॥ কে সে? কেমন দেখতে?

রাধা॥ রাজপুত্রের মতন চেহারা। আর কী গায়ের জোর!

হিতেন॥ কে সে?

রাধা॥ কেমন করে জানব বাবু? তিনি আসেন, আর সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার করে। এইটুকু দেখেছি।

হিতেন॥ আবার কখন আসবে এরা?

রাধা॥ কাল সকালে। ভোরবেলায়।

হিতেন॥ বেশ।

[*উত্তেজনায় হিতেন ঘেমে ওঠেন, রুমালে মুখ মোছেন।*]

এই সুড়ঙ্গটার উদ্দেশ্য কি জানো? বুঝেছ কিছু?

রাধা॥ বারুদ টারুদ দিয়ে কী একটা অগ্নিকাণ্ড করবে শুনেছি। বুঝতে পারিনি ঠিক। কাল বিকালে কয়েক পিপে বারুদ নামিয়েছে গর্তের মধ্যে।

হিতেন॥ বাঃ বাঃ! ভেবেছিলাম একটা আনইমপরটেন্ট ডেন, এখন দেখছি হরনেটস নেস্ট! রাধা, কাল ভোরে আবার দেখা হবে, বুঝেছ! শান্তি রায় থাকবে তো?

রাধা॥ তাই তো শুনেছি।

হিতেন॥ হুঁ।

[*প্রস্থানোদ্যত হয়।*]

রাধা॥ যেও না, একা ফেলে যেও না।

হিতেন॥ ব্যবস্থা করতে হবে তো সব! সেপাই-টেপাই। সাহেব নিজেও আসবেন বোধ হয়।

রাধা॥ অনেক সময় আছে। একটু বোসো। খাও একটু। আমার বড় ভয় করে, বুঝলে? অন্ধকার হলেই গা ছম্ ছম্ করতে থাকে।

হিতেন॥ আর ভয় নেই, রাধা। এবার আমরা বাঁচাবো তোমাকে। তোমার শান্তি রায় বুঝি দেখতে খুব সুন্দর, না? কতটা লম্বা হবে।

রাধা॥ তা, এতটা। বোসো।

[*হিতেন বসেন, একটা গেলাস এগিয়ে দেয় রাধা, একটা নিজে তোলে।*]

হিতেন॥ আমাদের তাহলে একটা সন্ধি হোলো, কেমন!

[*রাধা গেলাস তোলে। হিতেনবাবু ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলেন। রাধা চট করে গেলাস নামিয়ে রাখে।*]

বাঃ, বেশ তো। কড়া। না। ডিউটিতে আছি, আর খাব না। এতক্ষণ পরে দেখছি তুমি দেখতে খুব সুন্দর তো!

[*রাধা আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছে চলে যায়।*]

ওকি! কাছে এস। আমায় সব বলে ফেললে কেন রাধা? ভয়ে? আমাকে ভয় করে না? সবাই ভয় করে আমাকে। এটাই হোলো আমার ট্র্যাজেডি। আমার স্ত্রী—দেবযানীর মা! সেও আমাকে ভয় করে। আর আমার হয়ে যায় রাগ। মারি, তবু সে আমাকে ভালবাসে না। মেয়ের গা পুড়িয়ে দিই তার মাকে ব্যথা দেয়ার জন্যে। পরে নিজেরই এমন কান্না পায়। আসলে কি জানো? ওরা সবাই আমাকে ঘৃণা করে। খাবার নেই কিছু? খাবার দাও না।

[*রাধা এক প্লেট খাবার ধরে দিয়ে আবার দূর থেকে লক্ষ্য করে হিতেনকে।*]

একি? এক গ্লাসে এমন নেশা? (হাসে) খালি পেটে খেয়েছি তাই। কাছে এস না। দূরে দূরে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? (খাও একটু) চমৎকার! কাল সকালেই

তোমার মুক্তি। তোমার কোন ভয় নেই। আমি বাঁচাবো। আমি দেখতে খারাপ? বলো তুমি।

রাধা॥ না, সুন্দর চেহারা তোমার।

হিতেন॥ শান্তি রায়ের চেয়ে সুন্দর?

রাধা॥ ন্ ন্ ন্ — না।

[*হিতেন হাসেন।*]

হিতেন॥ আমার ভেতরটা সুন্দর। কিন্তু কেউ সেটা বুঝলো না। অনেক কাজে লাগতে পারতাম কিন্তু। দেখবে? আমি কি চীজ দেখবে, আমার সাহস কারুর চেয়ে কম নয়। দেখবে?

[*পিস্তল বার করেন। সব টোটা বার করে নেন।*]

এইবার একটা পুরে দিলাম— এই দেখ। ঘুরিয়ে দিলাম চাকাটা।

[*সেই অবস্থায় হঠাৎ রিভলভার বন্ধ করে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ঘোড়া টেপেন। রাধা বিচলিত হয়ে পড়ে।*]

মরেও যেতে পারতাম। টোটাভরা ফুটোটা ঘুরতে ঘুরতে হ্যামারের লাইনে এসে যেতে পারত। ওয়ান চান্স ইন ফাইভ! সাহস নেই আমার?

রাধা॥ আছে।

হিতেন॥ মাথাটা অসম্ভব ঘুরছে। কাছে এস না, বাধা। খেঁদি নামটা জঘন্য। রাধা। জয়দেবেব রাধা। কলেজে থাকতে কবিতা লিখতাম। এস না তোমার উষ্ণ দেহের স্পর্শে আমাকে একটা স্বপ্ন দেখতে দেবে না? এই জড় পাষাণদেহে একটু প্রাণ! ও, বুঝেছি। তুমিও আমাকে ঘৃণা করো। তুমি একটি বেশ্যা, রূপোপজীবিনী, তুমিও দেশদ্রোহীকে ঘৃণা করো। তুমি নিজেকে—।

[*হঠাৎ চোখ পড়ে রাধা গেলাসের দিকের।*]

একি? তুমি খাওনি কেন?

[*তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুঝতে পারেন তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। পড়ে যান হুড়মুড় করে।*]

শয়তান বেশ্যা!

[*রিভলভার বার করেন, কিন্তু হাত কাঁপছে। তুলে ধরেন, দুহাতেও রাখতে পারেন না পিস্তল, পড়ে যায় সেটা। এবার কষ্টেসৃষ্টে বার করেন হুইস্‌ল। ঠোঁটে তোলেন সেটা। রাধা এগিয়ে এসে এক আঘাতে সেটা মুখ থেকে ফেলে দেয়।*]

চৌবে, পুলিশ?

[*আওয়াজ হয় না। ঘড় ঘড় শব্দ বেরোয় গলা থেকে। পড়ে যান মাটিতে। রাধা কাঁপতে থাকে। একটা ঝড় বয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে। তারপর সম্বিৎ ফিরে পায় সে। ছুটে গিয়ে কাঠের তক্তার ওপর আঘাত করে তিনবার দ্রুত, একটু থেমে আর একবার। পাটাতন তুলে বেরিয়ে আসে বিপ্লবীরা।*]

রাধা॥ বিষ। অজ্ঞান হয়ে গেছে। সব জেনে গেছে ও। ওকে মেরে ফেলুন। এঘর থেকে ওকে জ্যান্ত বেরুতে দেবেন না। ওকে সব বলেছি। সব বলে ফেলেছি। নইলে

খেত না কিছুতেই।

দেবব্রত॥ আস্তে! থামো! মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

জ্যোতির্ময়॥ আস, হালা। মারব না আর? ধর।

[*পিস্তল টোটা প্রভৃতি বার করে কুমুদকে দেয়।*]

বিপিন॥ নিচে নিইয়ে চল্।

জ্যোতির্ময়॥ এ্যাঁ?

বিপিন॥ সুড়ঙ্গের মধ্যে নামায়ে শেষ করতি হবে।

জ্যোতির্ময়॥ ইন্ কোল্ড ব্লাড খুন করব?

দেবব্রত॥ নইলে কি ছেড়ে দেবে নাকি?

জ্যোতির্ময়॥ বন্দী কইরা রাখলে হয় না? প্রিজোনার?

দেবব্রত॥ ডোণ্ট বি সিলি! কোথায় রাখবে?

জ্যোতির্ময়॥ ইন দি টানেল! সুড়ঙ্গের মধ্যে রাইখ্যা দিমু।

বিপিন॥ আকামের কথা বলতিছ নে, ধর্ কুমুদ!

[*কুমুদ পিছিয়ে যায়।*]

ধর্!

জ্যোতির্ময়॥ দেবযানীর ফাদার! কুমুদরে ধরতে কইয়া আর ক্রুয়েলটি দেখাইও না! ইনসেন্সেট্ ক্রীচার!

বিপিন॥ এই জানোয়ার অশোকের বউরে ধর্ষণ করায়েছে। এরে মারতি আবার কওয়া লাগে। ধর্ জ্যোতি!

[*জ্যোতির্ময় ও বিপিন টেনে লাস নিয়ে যায় নীচে। কুমুদ চুপ করে এক পাশে গিয়ে বসে। রাধা কাছে এসে গায়ে হাত দেয়। সজোরে সে হাত ছুঁড়ে দেয় কুমুদ।*]

কুমুদ॥ আই অ্যাম সিক অফ ইউ অল! খুনোখুনি, রক্তপাত—উঃ! বমি আসে।

[*জ্যোতির্ময় সোজা কুমুদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।*]

জ্যোতির্ময়॥ হ্যামলেট ওফিলিয়ার ফাদারের বডি লুকাইয়া আইস্যা কইল সেফলি স্টোরড! পুরুষ হও, কুমুদ, নইলে পাগল হইয়া যাইবা।

দেবব্রত॥ এনাফ অফ দিস্ সেন্টিমেন্টাল ড্রিভ্‌ল! শশীন্দুদাকে খবর পাঠাতে হবে। সিরাজুলকে পাঠিয়ে দাও এই কাগজ দিয়ে।

[*রাধা কাগজ নিয়ে বেরিয়ে যায়।*]

বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। তারপরই হিতেন দাশগুপ্তের স্যাঙাৎদের টনক নড়বে। এখানে কাজ এখুনি শেষ করতে হবে। অশোক চাটুয্যেকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক এই প্রস্তাব রাখলাম।

[*সবাই চুপ করে থাকে।*]

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হোলো ধরে নিতে পারি?

জ্যোতির্ময়॥ একটা প্রশ্ন থাইক্যা যায়।

দেবব্রত॥ কি প্রশ্ন থাইক্যা যায়?

জ্যোতির্ময়॥ অশোক সব কয় নাই। আঁচ পাইছিল মাত্র। নইলে সেপাই লইয়া সারাউণ্ড

কইবা ফেলত। অগাব মতন চেক কবতে আসত না।

বিপিন॥ এটা ঠিক। বাধাব ঘবেব খোঁজ পেযেছে কিন্তুক ঐ পর্যন্তই।

দেবব্রত॥ দ্যাট ইজ এনাফ।

বিপিন॥ মাবেব চোটে একটা কথা বাবাযে যাতি পাবে। ক্ষতি তো কিছু হয নাই, তাব জন্যে একেবাবে মৃত্যুদণ্ড?

দেবব্রত॥ একটা কথাই বা বেবোবে কেন? মবতে পাবেনি? আত্মহত্যা কবতে পাবেনি? ধবা পড়ল কেন? হাতে পিস্তল ছিল না? তাব ওপব সমস্ত নির্দেশ লঙ্ঘন কবে সে বাড়ি গেল কেন? জানে না, নীলমণি নিজে ও বাড়িব ওপব নজব বেখেছে?

[*কেউ কথা বলে না কিছুক্ষণ।*]

জ্যোতির্ময॥ মিস্‌টেক যে কবছে এটা তো মানতেছিই।

দেবব্রত॥ হু সেজ উই ক্যান এফোর্ড দা লাক্‌শাবি অফ এ মিসটেক, শক্তিদাব দলে আছ, এটা শেখোনি এতদিন?

[*নীববতা।*]

তাকে বাজাব হালে বাখা হযেছে ক্যাম্পে। হিতেনেব বাড়ি থেকে তাব খাবাব আসে। ছাপাখানায বাস্তা দেখিযে পুলিশকে নিযে গেছে সে। হি ইজ এ ট্রেটব এণ্ড ইফ এভাব দেযাব ওযাজ ওযান।

কুমুদ॥ আব মনে আছে যেদিন প্রথম প্ল্যান বললেন মাস্টাব মশাই, অশোকদা -- অবজেক্ট কবে ছিল। ওব কথাবার্তা সেদিন অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে হযে ছিল।

বিপিন॥ উইলমটবে মাবাব পব থেকেই কেমন ধাবা বদলাতি লাগল অশোক।

[*বাধা ফিবে এসে দাঁড়ায।*]

দেবব্রত॥ তাহলে মৃত্যুদণ্ড দেযা হলো। হাত তোলো সবাই।

[*ঈষৎ কম্পমান ক্ষীণ প্রদীপেব আলোয পব পব হাত তোলে সবাই। বাধা কেঁদে ফেলে।*]

গৃহীত হোলো। যে যখন যেখানে দেখবে অশোক চাটুয্যেকে তৎক্ষণাৎ কুকুবেব মতো গুলি কবে মাববে তাকে। এবাব বাকদ সাজাও গে সবাই।

জ্যোতির্ময॥ এ্যাণ্ড প্রে টু গড্ ফব অশোক।

[*দেবব্রত ও বাধা ছাড়া সবাই নেমে যায। বিস্মিত বাধা দেখে মাস্টাব মশাই কাঁদছেন। চোখে মুখে কমাল গুঁজে ভেঙে পড়েন দেবব্রত ঘোষ।*]

॥ পর্দা ॥

ছয়

[অশোকদের বাড়ি। আবার একটা রাত ঘনিয়ে এসেছে। যোগেনবাবু চুপ করে পাথরের মতন বসে আছেন। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। পায়ের কাছে, অদূরে বঙ্গবাসী দেবী। একমাত্র গোপা চট্টোপাধ্যায়ই বোধহয় বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি ঘটেছে, তাই সে ঘরময় খেলে বেড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলে না।]

বঙ্গবাসী॥ আর লিখছ না কেন?

যোগেন॥ হ্যাঁ। কি বলেছিলাম?

শচী॥ এট্রাস্কান মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য যেমন লাল কালো রং এর সমাবেশে সেইরূপ—

যোগেন॥ লেখো। সেইরূপ সাদা ও নীলের ব্যবহারই গৌড়ে প্রাপ্ত ইয়ামানি মৃৎ-পাত্রের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্ব কালের প্রথমাধে—

[যোগেনবাবু থেমে যান, খেই হারিয়ে গিয়ে চুপ করে থাকেন।]

অসাড় কীটদষ্ট পুরাতনী! কি লাভ এসব ঘেঁটে!

বঙ্গবাসী॥ (*কঠোর স্বরে*) ঐ বইটা শেষ করা হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজ নেই, কোন চিন্তা করব না।

যোগেন॥ আমি আর পারছি না আজ।

বঙ্গবাসী॥ কেন? মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

যোগেন॥ না, মাথায় নয়, মনে। আমি বিশ্বাসঘাতকের জন্মদাতা।

শচী॥ আমি বিশ্বাস করি না।

যোগেন॥ আর অবিশ্বাসের সুযোগ নেই মা। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে সাহেবের সঙ্গে গাড়িতে বসে সে সহযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিয়েছে। একদিন তিন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে তাকে দেখা গেছে। (*একটু থেমে*) নিজে মরবে ফাঁসীকাঠে, আমাদের মারল লজ্জায় আর অপমানে। কে জানে, ফাঁসীকাঠে হয়তো না'ও মরতে পারে। জনসন সাহেবের বন্ধু হয়েছে, বাড়ি সাজিয়ে বসবে হয়তো, নীলমণি যেমন বসেছে।

শচী॥ পুলিশ ক্যাম্পে আমি তার মুখ দেখেছি। মরে গেলেও বিশ্বাস করব না সে বিশ্বাসঘাতক। আমার ইজ্জত যাওয়ার কথায়ও সে এতটুকু কাঁপে নি। অবশ্য ইজ্জত ওভাবে যায় না আমি জানি। বিপ্লবীর বাড়ীর লোক আমরা, সব ঝড়ঝাপটা সইতে হবে। তবু রক্ত-মাংসের মানুষ নিজের স্ত্রীর চরম অপমানে খানিকটা বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ও কাঁপে নি। এতটুকু মাথা নোয়ায় নি। আজ কিসের জন্যে নিজের ইজ্জত বেচছে?

যোগেন॥ প্রাণের ভয়ে। অথবা মারের চোটে। অথবা অর্থলোভে। প্রলোভনের অন্ত নেই। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, যেতে পারে। অশোকেরও ভেঙেছে।

বঙ্গবাসী॥ এ বাড়িতে ঐ নাম করা বারণ—! আমাদের ছেলে ছিল একটা। গত মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়েছে। লেখো শচী, বইটা শেষ করতে হবে।

যোগেন॥ শচীর ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তারপর ও কি করে লিখবে, কি করে দৈনন্দিনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবে?

বঙ্গবাসী॥ খাওয়াতেই হবে। এ বাড়ির কাজকর্ম আচারব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি চলবে না। যে মরে গেছে তার জন্যে ভেবে ভেবে আমাদের দিন কাটবে না।

শচী॥ কিন্তু গোপা? ওর বাবা মরে গেছে একথা ওকে কে বলবে?

বঙ্গবাসী॥ অনেকেরই বাবা মরে যায়। সেটা জগতের নিয়ম। তুই না বলতে পারিস, আমি বলব। যা মুখ ধুয়ে আয়। ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে জল দিবি না। গোপাকে আমি খাওয়াচ্ছি।

[গোপাকে নিয়ে বঙ্গবাসী চলে যান। শচী অবাক হয়ে বসে থাকে।]

যোগেন॥ যাও শিগ্‌গির, নইলে মেরে বসতে পারে।

শচী॥ মাকে যত দেখছি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

যোগেন॥ অশোককে ভালবাসে রে, প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে। তাই এতটা আঘাত পেয়েছে। না, অশোককে ভালবাসে বললে ভুল হবে, ভালবাসে সেই ছন্নছাড়া বিপ্লবীটাকে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে যে অনুশীলন সমিতির সদস্য। সেই অশোকের অন্য কোন চেহাবা সইতে পারবে না। আয আর একটু লিখি।

[শচী কলম তুলে নেয। ঠিক এমনি সময়ে দবজায মৃদু করাঘাত শোনা যায়। শচী কলম ফেলে অস্ফুট চীৎকার করে ঘরেব কোণায় সরে যায়—থব থর কাঁপছে সে।]

কে? কোন ভয় নেই শচী। কে ওখানে?

[আবাব কবাঘাত হয়।]

শচী॥ (ভীত আর্তস্ববে) এত বাত্রে কে এল? পুলিশ না হিতেন দাশগুপ্ত?

যোগেন॥ সাহস চাই মা, পুলিশ হলে লুকিযে কি করবে? ওগো শুনছ, কে দরজায় ঘা দিচ্ছে।

[বঙ্গবাসী আসেন সোজা গিয়ে দরজা খুলেই একপা পিছিযে আসেন। প্রবেশ কবে অশোক। মুখে ষ্টিকিং প্লাস্টারেব রাশি, কিন্তু গায়ে ফর্সা ধুতি, পাঞ্জাবি—একটু ঢিলে হয়েছে পাঞ্জাবিটা। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না।]

মা॥ কি চাই এখানে?

অশোক॥ আমি—আমি অশোক।

মা॥ কে অশোক? অশোক নামে কাউকে চিনি না, চিনতে আমরা ঘৃণা বোধ করি। কি প্রয়োজন এখানে?

[অশোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর আসে।]

যোগেন॥ অনাহূত ঘরে ঢুকছেন কেন? কে আপনাকে এঘরে ঢোকার অনুমতি দিল?

[অশোক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন একটু পিছিয়ে যায়। তারপর ম্লান হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।]

অশোক॥ তোমরাও শুনেছ তাহলে?

যোগেন॥ হ্যাঁ, লুকিয়ে রাখতে পারো নি। শহরেব সবাই জেনেছে।

অশোক॥ জানি। কতকগুলো ছোকরা রাস্তায় ঢিল মারল এক্ষুণি।

যোগেন॥ ঠিক নীলমণিকে যেমন মারে।

বঙ্গবাসী॥ কেন এসেছ এখানে?

অশোক॥ শচীকে দেখতে।

বঙ্গবাসী॥ শচীকে দেখতে!! যে শচী নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিলিয়ে দিল তোমার জন্যে, তার সম্মান বিলিয়ে দিয়ে এসেছ পুলিশের কাছে। তারপরও শচীর মুখ দেখার মনের জোর আছে তোমার?

যোগেন॥ শুধু শচী নয়। শচীর চেয়েও বড় তোমার সমিতি, তোমার নেতা শান্তিদা। তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি এ বাড়ীতে আশ্রয় পাবে আশা করো?

অশোক॥ আশ্রয় পেতে তো আসিনি। তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি এক্ষুণি চলে যাব।

যোগেন॥ ভয় নেই, তোমার পেছনে পুলিশ আছে কিনা কি করে বলব? সঙ্গে সেপাই আনোনি? এই বৃদ্ধ লেখকের মাথা ফাটিয়ে দিতে?

[*অশোক এগিয়ে যায় কাছে।*]

অশোক॥ কোথায় লেগেছিল? কেমন আছ এখন?

যোগেন॥ সরে যাও, দূর হও। সস্তা সহানুভূতি জ্ঞাপন ক'রে নিজের পাপ ঢাকতে চেষ্টা করো না।

[*বঙ্গবাসীও এসে পড়েন মাঝে।*]

বঙ্গবাসী॥ তোমারই নেতা শান্তি রায়ের আদেশ আছে তোমাকে এখানে জলস্পর্শ পর্যন্ত করতে দেয়া চলবে না। তুমি চলে যাও এখান থেকে।

অশোক॥ শান্তি রায়ের সঙ্গে আমার মোকাবিলা হবে আলাদা। এখানে আসার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। কয়েকটা কথা বলব। যদি অনুমতি দাও।

বঙ্গবাসী॥ না, অনুমতি দিলাম না। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

শচী॥ না, বলো তুমি। সব বলো। মনের ভার হাল্কা করে যাও। জানি তোমার বুকে পাথরের মত চেপে আছে দুশ্চিন্তার রাশি।

[*শচীর সাবলো বঙ্গবাসী প্রতিবাদ করতে পারেন না।*]

যোগেন॥ শচী!

অশোক॥ না, দুশ্চিন্তার রাশি-টাশি সব বাজে, রোম্যান্টিক সেলফ্ ডিসেপ্শন্, আত্মপ্রবঞ্চনা। জীবনটাকে বাঁধতে হবে কড়া গণ্ডা হিসেব করে। যা দরকার তাই করতে হবে। যা দরকার নয় তা করার দরকার নেই। তবু আজকে একটু আবেগ যে বুকে নেই, তা নয়। একটু রোম্যানটিসিজম্ যে এসে পড়ছে না তা নয়। হঠাৎ মনে হোলো আমার যারা প্রিয়জন তারা যেন আসল কথাটা জানতে পারে। আর কারুর জানা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মেয়েকে যেন সারা জীবন এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতে না হয়।

যোগেন॥ পাঁচ বছর আগে কলেজ ময়দানের সেই জনসভা থেকেই জানি জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তুমি দক্ষ। ওসবে চিঁড়ে ভিজবে না, অশোক।

অশোক॥ কি চাইছি আমি তোমাদের কাছে? করুণা? কক্ষনো না। সম্মান? না তাও না—তোমরা যা করছ ঠিক করছ। বিশ্বাসঘাতক বলে যাকে জেনেছ তাকে ঘৃণা করবেই তোমরা। তা নইলে আমার পিতা মাতা বলে তোমাদেরকে স্বীকারই করতাম

না। আজ যদি তোমরা সটান দরজা খুলে আমাকে গ্রহণ করতে, যেন কিছুই হয়নি এই ভাব দেখিয়ে মা যদি আজ পায়েসের বাটি এগিয়ে দিতেন, তবে বুঝতাম তোমাদেরও পতন হয়েছে। যে পবিত্র আবহাওয়ায় আমি মানুষ হয়েছি, সে আবহাওয়া কলুষিত হয়েছে। না, তোমরাও একটু টলোনি আদর্শ থেকে। ছেলেকে তোমরা ক্ষমা করো না—এটা জানতে পেরে আজ আমার মন আনন্দে নেচে উঠছে, বার বার তোমাদেরকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে। মনে হয়েছে—হ্যাঁ, এঁদের সন্তান হয়ে জীবন ধন্য হয়েছে।

[*এইবার বঙ্গবাসীর চোখে জল আসে। সেটাকে ঠেকাতে গিয়েই তিনি ধমকে ওঠেন।*]

বঙ্গবাসী॥ ন্যাকামি রেখে আসল কথা বল!

[*মার রুষ্টস্বরে কাতরতার স্পর্শ অশোকের কান এড়ায় না। সে হাসিমুখে এগিয়ে আসে কাছে। দৃঢ়স্বরে বলে—*]

অশোক॥ বিশ্বাসঘাতক বলতে যা বোঝায় আমি তা নই।

[*একটু নীরবতা। অশোককে বিশ্বাস করতে চাইছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিন্তু পারছেন না।*]

যোগেন॥ এ কথার অর্থ?

অশোক॥ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে সজ্ঞানে তার দেশকে বিকিয়ে দিয়েছে একথা তুমি বিশ্বাস কর?

যোগেন॥ হ্যাঁ করি। শান্তি রায়ের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি আমরা। তোমার চাইতে তাঁকে আমরা বেশি বিশ্বাস করি।

অশোক॥ শান্তি রায় তাঁর দলকে রক্ষা করছেন, বিপ্লবকে রক্ষা করছেন, দেশকে রক্ষা করছেন। তিনি মহান, তিনি বিরাট, আক্রমণের সম্ভাবনাতেই তাঁকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। অশোক চাটুয্যে সেই বিরাট প্রস্তুতির মধ্যে সামান্য একটা বিন্দু মাত্র, একটা জ্যামিতিক বিন্দু। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি একটা পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ মানুষ। তোমাদের গায়ের রক্তে মাংসে আমার দেহ গড়ে উঠেছে। শান্তি রায়ের পক্ষে যে মানুষটাকে বোঝা অসম্ভব, তোমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না?

[*এবার বাবা মা কেউই কোন জবাব দিতে পারেন না।*]

আমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরো কাহিনীটা ওদের একটা ভাঁওতা, আমার মন ভেঙে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। এবং ওরা কৃতকার্য যে হয়নি একথা বলতে পারি না। রাতের পর রাত আমার চোখে ঘুম নেই। আমি নিঃসঙ্গ, একা। দিন হলেই এইসব কাপড় জামা পরিয়ে বসিয়ে দেয় জনসন সাহেবের গাড়িতে। কিন্তু কেউ কি জানে তখন আমার পা থাকে সীটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা? পাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরী? তারপর যখন ওরা জানতে পারল আমি দল থেকে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করল। জানে এখন আর আমার যাওয়ার জায়গা নেই। যেখানেই যাই, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রাণভয়ে ভীত মানুষটা পালিয়ে আসবে পুলিশ ক্যাম্পে, কারাগার তার কাছে আশ্রয় এখন। বন্ধুর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় শত্রুর কারাগার।

যোগেন॥ তুমি যে আমাদের ছলনা করছ না তার কি প্রমাণ?

অশোক॥ প্রমাণ! যোগেন চাটুয্যের ছেলে বিপ্লবী অশোক চাটুয্যের মুখের কথাই প্রমাণ। আমার কাছে প্রমাণ চেয়ে নিজের পিতৃত্বের অসম্মান কোরো না, বাবা। দিনের পর

দিন, রাতের পর রাত ওদের অমানুষিক পীড়ন যে সহ্য করেছে মিথ্যে কথা বলার সংকীর্ণতা তার মধ্যে আর থাকে না।

[*একটু চুপ করে থাকে।*]

আবার অবৈজ্ঞানিক আবেগ আজ এসে পড়েছে। আসা উচিত নয়। বিশ্বাস করতে হয় করো, না করতে চাইলে কোরো না।

শচী॥ আমি বিশ্বাস করি। প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস করি।

অশোক॥ আমি জানতাম তুমি করবে, তুমি পাশে থাকো বলেই আমি জোর পাই। মা, সেই বিভলভারটা চাই।

বঙ্গবাসী॥ কেন?

অশোক॥ নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। ক্রমশ মাথার মধ্যে পারম্পর্যের খেই হারিয়ে যাচ্ছে, আমি বোধ হয় ঘুমের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছি। আজ কাল তাই প্রাণপণে চেষ্টা করি না ঘুমোতে—দাঁড়িয়ে থাকি, ছুটে বেড়াই সেল্ এর মধ্যে, দেয়ালে মাথা ঠুকি যাতে ঘুম না আসে। কিন্তু দু রাত তিন রাত পর ঘুম আসে। কখন যেন মাটিতে পড়ে যাই। যখন ঘুম ভাঙে, দেখি শকুনের মতন আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর প্রকাশ মুখুটি। তাই আর তো ঝুঁকি নেয়া চলে না। কি বলে ফেলব কে জানে? কি বলে ফেলেছি তাই বা কে জানে?

বঙ্গবাসী॥ তা বলে পিস্তল নিয়ে কি করবি?

অশোক॥ ধুতি দিয়েও হোতো, কিন্তু ক্যাম্পে ফেরামাত্র ধুতি খুলে পায়জামা পরিয়ে দেয়া হয়।

বঙ্গবাসী॥ কি....বলছিস!!

অশোক॥ পিস্তলটা নিয়ে এস।

[*শচী কেঁদে ফেলে।*]

শচী॥ তুমি কি একেবারে নির্দয়?

অশোক॥ ওসব বাজে সেন্টিমেন্টের সময় নেই। ভেবো না আত্মগ্লানিতে আত্মঘাতী হচ্ছি। ফলাফল হিসেব করে খুব ঠাণ্ডা মাথায় বাধ্য হয়েই এ সিদ্ধান্তে এসেছি। বেঁচে থেকে সমিতির জন্যে যা করতে পেরেছি, মরে গিয়ে তার চেয়ে বেশি করতে পারব। মরাটা এখন সমিতির জন্যেই দরকার। একটা ভীষণ বিপদ কেটে যাবে শান্তিদার। আরো মজা কি জানো? শান্তিদা যে কে সারা জীবন একবার জানতেও পারলাম না, দেখা তো দূরের কথা।

[*শচী ছুটে আসে কাছে।*]

[*প্রকাশ মুখুটি প্রবেশ করেন, গায়ে পাঞ্জাবি, ধুতি অশোক থেমে যায়। শচী অস্ফুট আর্তনাদ করে সরে যায়—পিতা মাতা অবাক হন।*]

প্রকাশ॥ অশোকবাবু চলুন, আর কতক্ষণ? কিছু পেলেন ইনফরমেশন?

যোগেন॥ এ ভদ্রলোক কে, অশোক?

অশোক॥ ইনিই সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর প্রকাশবাবু।

[*এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বোমার মতন ফেটে পড়েন যোগেন।*]

যোগেন॥ ও বুঝেছি। কি অপূর্ব তোমার অভিনয়। কতকগুলি হতভাগ্য প্রাণীর মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে গেলে। ইনফর্মেশন যোগাড়ে বেরিয়েছ, না? সঙ্গে রয়েছেন বিশ্বস্ত বন্ধু।

অশোক॥ না, না, কি বলছ বাবা? ইনি সব সময়েই সঙ্গে থাকেন। আমি এসেছিলাম—মানে তোমরা বুঝতে পারছ না—

বঙ্গবাসী॥ সব বুঝতে পেরেছি আর কিছু বোঝার দরকার নেই।

প্রকাশ॥ আপনারা কেন এত উত্তেজিত হয়েছেন বুঝতে পারছি না, অশোকবাবু আমাদের সাহায্য করছেন। ওঁর জীবন শান্তি রায়দের হাতে বিপন্ন তাই ওঁকে রক্ষা করার কাজেই আমি নিযুক্ত।

যোগেন॥ বাঃ একসেলেন্ট, অশোক। বডিগার্ড নিয়ে ঘুরছ বাপমায়েব সঙ্গে দেখা করার সময়েও?

অশোক॥ বডিগার্ড! ইনি আমার সঙ্গ ছাড়েন ভেবেছো?

যোগেন॥ কি বোকা আমরা না অশোক? তোমাকে বিশ্বাস করে বসেছিলাম আর একটু হলে।

অশোক॥ শোনো বাবা, আমার কথাটা......

যোগেন॥ (চীৎকার করে) বেরিয়ে যাও! ইনফর্মার, স্পাই।

বঙ্গবাসী॥ শচীব সর্বনাশ করেছে যারা তাদের নিয়ে এ বাড়িতে এসেছ এতবড স্পর্ধা তোমাব!

প্রকাশ॥ ও ব্যাপারটার জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু অশোকবাবু নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। উনি এখন নিজের জীবন বিপন্ন করেও আমাদের সাহায্য করছেন। তাই না, অশোকবাবু?

[অশোক ম্লান হাসে।]

অশোক॥ আপনাকে বাইরে দাঁড়াতে বলেছিলাম প্রকাশবাবু, ভেতরে এলেন কেন?

যোগেন॥ এই কি আমাদের ছেলে? ছি, ছি, ছি।

প্রকাশ॥ আমরা দুজনে বর্তমানে শান্তি রায়ের আইডেন্‌টিটি বার করার চেষ্টা করছি। উনি বললেন আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে জেনেছেন, তাই এখানে আসা।

[অশোক কপালে করাঘাত করে।]

নইলে আপনাদের এভাবে ডিস্‌টার্ব করতাম না।

বঙ্গবাসী॥ ও, তুমি শান্তি রায়কে খুঁজতে বেরিয়েছ?

অশোক॥ ও কথা না বললে বাড়ি আসতে দিত না।

বঙ্গবাসী॥ শান্তি রায় কে আমরা জানি না। যিনিই হোন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের মত শয়তানদের হাতে যেন না পড়েন।

যোগেন॥ আরো প্রার্থনা করছি তাঁর নিরাপত্তার জন্যে আমাদের ছেলে অশোক চাটুয্যের যেন অতি শীঘ্র মৃত্যু হয়।

অশোক॥ কি বললে? ......মা, তোমারো কি সেই প্রার্থনা?

[বঙ্গবাসী কেঁদে ফেলেন।]

যোগেন॥ কাঁদছ কেন? এই নরাধম দেশদ্রোহী পুত্রের জন্যে চোখের জল?

বঙ্গবাসী॥ চিরকাল তো ও এরকম ছিল না—একদিন ছিল যেদিন দেশের ডাকে......

[*মা কাঁদতে থাকেন।*]

অশোক॥ শচী, তুমি? তুমিও আর বিশ্বাস করছ না, না?

শচী॥ না, আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছ তুমি।

অশোক॥ আমার যে—আমার যে আর দাঁড়াবার ঠাঁই রইল না।

[*গোপা ঢোকে—ঘুম থেকে উঠেছে সে।*]

গোপা॥ বাবা, কখন এলে বাবা? আমার হার এনেছ?

অশোক॥ হ্যাঁ।

[*হার বার করে দেয়।*]

শচী॥ ফেলে দে গোপা।

[*গোপা অবাক হয়।*]

ফেলে দে।

[*গোপা ফেলে দেয়— চলে আসে মার কাছে*]

বঙ্গবাসী॥ গোপার বাবা মরে গেছে।

অশোক॥ তোমার মুখ থেকে ও কথাটা শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। চলুন।

[*পুঁতির হার কুড়িয়ে নিয়ে সে চলে যায়।*]

প্রকাশ॥ আমি ওঁকে আগেই বলেছিলাম বাড়ি গেলে আঘাত পাবেন। সেটাই ফলে গেল। এভাবে ওঁকে কথার চাবুক মারার কোনো দরকার ছিল?

যোগেন॥ দেখুন, আপনাদের আমি ঘৃণা করি। বয়স থাকলে সত্য বলছি আমার সব বই পুড়িয়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম এই বিপ্লবে একবার—একবার দেখে নিতাম অশোক চাটুয্যের কত বড় বুকের পাটা।

প্রকাশ॥ ঠিক আছে। আপনারা যাঁকে দূরে ঠেলে দিলেন, আমরাই তাকে তুলে নিলাম সাদরে। পিতা মাতা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

[*চলে যান প্রকাশ। শচী কেঁদে ফেলে গোপাকে জড়িয়ে ধরে।*]

যোগেন॥ প্রকাশ মুখুটি তাকে তুলে নিল সাদরে' এও দাঁড়িয়ে শুনতে হোলো। এ এক ভীষণ দানব। ঘর বাড়ি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব কেড়ে নিয়েছে। এবার কেড়ে নিল আমাদের সন্তান। আমাদের বুকের রক্তে মানুষ করা সন্তান। আমাদের স্বপ্নের আদর্শ দিয়ে গড়ে তোলা সন্তান। আমাদের বেঁচে থেকে আর লাভ নেই, আমাদের সন্তান চলে গেছে।

॥ পর্দা ॥

সাত

[একটা পোল। তলায় লৌহজাল। লোহার বীমগুলি একটা জালের নকসা সৃষ্টি করেছে। কুয়াসার ওপর চন্দ্রালোক পড়ে চারিদিক আবছা। পোলের তলায়, লোহার অবশেষের তলায়ও জমে আছে কুয়াশার রাশি। মঞ্চে যাওয়া ইসলামপুরের খালের ওপর এই পোল। পোলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন দেবব্রত ঘোষ। ধূমপান করছেন। আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন। একটা পদধ্বনি নিকটে আসে, দেবব্রত উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। জ্যোতির্ময় আসে।]

জ্যোতির্ময়॥ অগ্রেই আইছেন?

দেবব্রত॥ হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়॥ এইখানের মীট করার কম্যাণ্ড কেন দিলেন জানেন নি?

দেবব্রত॥ বলছি। সবাই আসুন। মাল এনেছ?

জ্যোতির্ময়॥ হ। বিক্রমপুরের জ্যোতির্ময় লাহিড়ী যখন পেন্টুলোন পরে তখন হেই পেন্টুলোনে পকেট থাকে। আর পকেট যখন থাকে তখন তার মইধ্যে—শীতটা চাগাইয়া পড়ছে। তলের জল থেইক্যা হু হু কইরা কোল্ড উঠতে আছে।

দেবব্রত॥ আজ একজনকে হালাল করতে হবে, তাই এই নিশীথ অভিসার।

জ্যোতির্ময়॥ সেকি? টাইম দেয় না প্রিপারেশনের?

দেবব্রত॥ কিসের প্রিপারেশন?

জ্যোতির্ময়॥ মনের মাইণ্ডটার প্রিপেয়ার করা লাগে। জীবহত্যার পূর্বে কালীপূজা শিবপূজা কইরা মনটারে স্ট্রং করা লাগে। কারে মারতে হইবে।

দেবব্রত॥ বলছি। কররখানার প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার পর এটাই বড় রকমের একটা অ্যাকশন।

জ্যোতির্ময়॥ অ্যাকশন। একটা প্রচণ্ড একসাইটমেন্টের মধ্যে বাঁচতে হইবে, যেমন হউক। মোহমাদকতা। অ্যাকশন থেইকা অ্যাকশনে।

দেবব্রত॥ কি বলছ?

জ্যোতির্ময়॥ না, নাথিং। যখন ছোট আছিলাম বিক্রমপুর জেলায় হাতি-বাঁধা গ্রামে ফাদার একদিন কইল, জ্যোতি, জীবন ক্ষণস্থায়ী, অনন্ত গহ্বরে উপলব্ধি কর। ব্যস, এক নূতন কনশাসনেস্ আইস্যা—মানে আমার মা আমারে বার্থ দিতে গিয়া মইরা যাওয়ার কারণে জগতে আইলাম সব চেয়ে প্রিয়জনেরে মার্ডার কইরা। ভালবাসা পাই নাই। মাস্টার মশাই, ঈশ্বর মানেন?

দেবব্রত॥ না।

জ্যোতির্ময়॥ সমিতির কেউ মানে না। তাই অশোক যেমন পোলিটিক্যাল কারণে লোনসাম আছিল, আমিও আমার রিলিজিয়ন হেতু বড় একা।

[কেউ একটা আসছে। তড়িৎবেগে দুজনে দুপাশে সরে যায়।]

দেবব্রত॥ হল্ট! পাসওয়ার্ড।

কুমুদ॥ যুগান্তর।

দেবব্রত॥ পাস ফ্রেণ্ড।

[কুমুদ ঢোকে।]

দেবব্রত ॥ কার্ট্রিজ এনেছ ?

কুমুদ ॥ হ্যাঁ। .... অশোকদাকে দেখলাম আজ। প্রকাশ মুখুটির সঙ্গে গাড়িতে। স্কাউণ্ড্রেল।

দেবব্রত ॥ সে সব কথা সবাই জানে কুমুদ, বারবার বলতে হবে না।

কুমুদ ॥ না বলে উপায় কি মাস্টার মশাই ? একটা লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় পুরো সমিতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠি আর ভাবি আজকের কাজটা কি ?

দেবব্রত ॥ বলছি।

কুমুদ ॥ আমার মতে অশোক চাটুয্যেকে আগে না সরিয়ে কোনো কাজে হাত দেয়াই উচিত নয়। অ্যাকশন নেয়া মানেই পুলিশের নজরে পড়া। আর প্রত্যেকের নাম এতক্ষণে অশোকদার কল্যাণে প্রকাশ মুখুটির খাতায় উঠে গেছে।

জ্যোতির্ময় ॥ তাইলে আমরা এরেস্ট হই না ক্যান ?

কুমুদ ॥ আণ্ডারগ্রাউণ্ড আছি বলে। খুঁজে পাচ্ছে না বলে।

জ্যোতির্ময় ॥ রাধা এরেস্ট হয় না ক্যান ? হে তো দিব্য এবাভ্ গ্রাউণ্ড বইস্যা আছে।

দেবব্রত ॥ রাধার ঘরটাকে ওয়াচ করছে। যদি আমরা কেউ যাই। রাধাকে ধরে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ হারাবে কেন ?

[বিপিন ও সিরাজুল আসছে।]

দেবব্রত ॥ হল্ট ! পাসওয়ার্ড !

বিপিন ॥ আরে আমরা—আমরা—অত মিলিটারি মেজাজ দেখান ক্যান ? শুনছি গোরা পল্টনের ঝাঁক আসতিছে ? শহর প্রায় ঘিইরে ফেলায়েছে। ছাউনি পড়েছে মসজিদের মাঠে আর বাবুবাড়ির জাঙালে।

দেবব্রত ॥ ওদিকে রাধা পাহাবা দিচ্ছে। কেমন একটা থমথমে ভাব চারিদিকে। একি ? ভয় পেলে নাকি ?

কুমুদ ॥ ভয় ? কখনো না।

জ্যোতির্ময় ॥ শুধু নিজের জিম্মায় কুয়ো ভাড়িস ? জ্যোতির্ময় কই যাও ?

দেবব্রত ॥ তার মানে ?

জ্যোতির্ময় ॥ শহর ঘিইরা ফেলেছে শোনলেন না ?

দেবব্রত ॥ তবু যে কাজ হাতে নিয়েছ করে যেতে হবে।

জ্যোতির্ময় ॥ কি লাভ ? গেইন কি হইব ?

দেবব্রত ॥ তার মানে ? সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন—

জ্যোতির্ময় ॥ মাস্টার মশাই, মৃত্যু অবধারিত। তখন হুই ডেথ এর মুখোমুখি আইস্যা ভাবি কেমনে বাঁচি ? অশোক কইত লাইফ ইজ বিউটিফুল ! অখন বুঝি। বুঝি যে সত্যই বাঁচবার চাই। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস জীবন।

দেবব্রত ॥ কাওয়ার্ড। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাচ্ছ। বিশ্বাসঘাতক !

জ্যোতির্ময় ॥ কথা। ওয়ার্ডস। শুইনতেও মন্দ লাগে না। যে কাজ দিছে শাস্তিদা করুম। কিন্তু মনরে আর ডিসিভ করুম না। হ, ভয় পাইতেছি—ভীষণ ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপতে আছে।

এবং আই অ্যাম নট এশেমড! জীবন ভালবাসি হেই কথা কইতে আর লজ্জা পাই না।

কুমুদ॥ কী বীরত্ব! কাপুরুষ, সেকথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই না।

দেবব্রত॥ বিপিনেরও কি সেই মত?

বিপিন॥ মাস্টার মশাই, ভয় আমি পাই না। কিন্তু অশোক এক প্রশ্ন তুলি দেছে তার জবাব পাই না।

দেবব্রত॥ কি প্রশ্ন?

বিপিন॥ এমনি ধারা খুন কবতি করতি কি মানুষরে জাগায়ে তোলা যাবে? নাকি অন্ধকারে পথ হাতড়ায়ে মরতিছি সকলে মিলি।

কুমুদ॥ তোমরা সব ট্রেটর। তোমাদের বিশ্বাস করে ভুল করেছেন শান্তিদা। শেষ মুহূর্তে পেছন থেকে ছুরি মারতে চাও তোমরা।

বিপিন॥ খবরদার। মুখ সামলায়ে কথা কও কুমুদ।

কুমুদ॥ সত্যি কথা বলবই। কি কববে তোমরা?

দেবব্রত।' তাহলে পিস্তলগুলো বার করো সবাই। নিজেদেব ওপবই ব্যবহার করা যাক। ফিরিঙ্গি মারার ইচ্ছে যখন নেই।

[*সবাই থেমে যায়।*]

আজকেব অ্যাকশন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারুব কোনো অবজেকশন থাকলে এখনই বলো। জনসন চণ্ডীগ্রাম থেকে ফিববে এই পথে। বাত দেড়টায়, শান্তিদাব আদেশ, এই পোলেব ওপব শেষ করতে হবে তাকে।

[*নীববতা।*]

সিবাজ॥ খোদ জনসন?

দেবব্রত॥ হ্যাঁ।

বিপিন॥ সঙ্গে বডিগার্ড কযজন আসতিছে?

দেবব্রত॥ চাবজন পেছনেব সীটে।

কুমুদ॥ গুলি, না বোমা?

দেবব্রত॥ বোমা। কেউ বেঁচে গেলে গুলি। আমি নিজে মাবব বোমা। তোমরা থাকবে দু'পাশে ঝোপে—জ্যান্ত কাউকে বেবোতে দেবে না গাড়ি থেকে। অল রাইট?

জ্যোতির্ময॥ ইয়েস, সার্টেনলি।

[*নীরবতা।*]

দেবব্রত॥ হ্যাভ এ স্মোক, নাও।

[*কেউ কেউ সিগারেট বিড়ি ধরায়।*]

জ্যোতির্ময়॥ ঠিক মারার মুহূর্তটাই অত্যন্ত আনপ্লেজেন্ট।

দেবব্রত॥ কেন?

জ্যোতির্ময ঠিক হেই মুহূর্তে জনসন তো আমার শত্রু নয়। হে এক বৃটিশ মজুরের বাচ্চা—অসহায় একটা টার্গেট। ব্যাটেলফীল্ডে মারার ভিন্ন সেনসেশান—কিন্তু এযে ইশে কি কয় নিবস্ত্র এউকগা মানুষ—

বিপিন॥ না, ফিরিঙ্গি মনুষ্য না—। মানে নিজের দেশে মনুষ্য, এইখানে না।

[হুইসল্ বাজে দূরে।]

দেবব্রত॥ পুলিস পেট্রল। ডাউন এভরিবডি, পোলের তলায়।

[সবাই পোলের তলায় আশ্রয় নেয়। পোলের ওপর এসে দাঁড়ায় বন্দুকধারী শাস্ত্রীদের সঙ্গে প্রকাশ ও অশোক।]

প্রকাশ॥ দেখুন দিকি—এখানে কখনো এসেছিলেন কিনা। মনে পড়ে?

অশোক॥ না।

প্রকাশ॥ আমার ধারণা ছিল এ দিকটা শান্তি রায়দের প্রিয় লীলাক্ষেত্র। যা নির্জন—। ভেবে দেখুন না—মীটিং হয়নি কখনো?

অশোক॥ না।

[প্রকাশ হেঁট হয়ে দুটো দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নেন।]

অশোক॥ কি করছেন?

প্রকাশ॥ দুটো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কি করে এল?...সার্জেন্ট। টেক এ গুড লুক অ্যারাউণ্ড। সার্সাপিশাস।

[অশোক মৃদু হাসে।]

হাসছেন? শান্তি রায়ের সাঙাৎদের চেনেন না। জনসন ফিরবেন এখুনি। সাবধানের মার নেই।

[অশোক মৃদু হাসে।]

অশোক॥ আবার মারেরও সাবধান নেই।

প্রকাশ॥ যা বলেছেন।

সার্জেন্ট॥ হল্ট—হু কাম্‌স্ হিয়ার।

নীলমণি॥ আই কাম্‌স্ হিয়ার।

প্রকাশ॥ পাস হিম।

[নীলমণি আসেন।]

আসুন। কি মনে করে?

নীলমণি॥ বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়লাম আর কি। মানে—সাহেব ফিরবেন শুনলাম—চোখ খুলে রাখা ভাল, কি বলেন?

প্রকাশ॥ নিশ্চয়। কিছু চোখে পড়ল?

নীলমণি॥ হ্যাঁ, দুটো শেয়াল, একটা গোসাপ। কে ও, অশোক না? চোয়ালের ব্যথা গেছে? পেটের? ভাল, ভাল, সুমতি হয়েছে তাহলে? ভাল কথা, হিতেনবাবুকে দেখছি না আজকাল?

প্রকাশ॥ তদন্তে বেরিয়েছেন। ওঁকে জানেন তো। তিন-চারদিন উধাও। আবার একদিন উদয় হবেন।

নীলমণি॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—অ-ক্লান্ত।

প্রকাশ॥ লোক বড় কম, কি যে করি—চারিদিকে শাস্ত্রী মোতায়েন করতে করতেই গেলাম। নীলমণিবাবু একটা উপকার করবেন?

নীলমণি॥ বলুন!

প্রকাশ॥ ঐ রাধারাণী দেবীর ঘরের ওপর নজরটা রাখবেন? সতীসাধ্বী বিপজ্জনক এলিমেণ্ট!

নীলমণি॥ বেশ, বেশ। কাল থেকেই। বেশ কথা। ঐ রাধারাণী দেখতেও তো শুনেছি—বেশ, বেশ। অশোক, কেন গরু খোঁজা করাচ্ছ বাবা? শান্তি রায় কে বলে দাও না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

অশোক॥ আমি জানি না শান্তি রায় কে।

নীলমণি॥ যাঃ, এটা কি একটা কথা হোলো? আচ্ছা, জানলে বলতে?

প্রকাশ॥ নিশ্চয়ই। শান্তি বায় বেঁচে থাকা মানে অশোকবাবুর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। চলুন এগোই। সার্জেন্ট, ফরওয়ার্ড অ্যাণ্ড শার্প ওয়াচ, প্লীজ।

[পেট্রল চলে যায়। একে একে উঠে আসেন সবাই।]

কুমুদ॥ দু'দুটো স্পাই একসঙ্গে। ওদের আগে শেষ কবে তবে অন্য কথা।

জ্যোতির্ময়॥ এই বিভীষণ গো লাইগাই রেভোলিউশন বানচাল হইয়া যাইব গা। বারবার ইতিহাস যেমন হইছে। কনটেম্পটিব্‌ল্‌।

বিপিন॥ এমন জোর টহল দিতেছে ক্যান? কিছু জানি ফেলল নাকি?

দেবব্রত॥ অসম্ভব! সময় হয়েছে সবাই পোজিশন নাও।

কুমুদ॥ এবার আসবে?

[দেবব্রত কুমুদের মাথায় হাত রাখেন।]

দেবব্রত॥ ভয় কবছে?

কুমুদ॥ না, একটুও না।

দেবব্রত॥ ডোন্ট বি অ্যাশেইমড অফ ফিয়াব। আযার্ল্যাণ্ডের ড্যান ব্রীন বলতেন ফিয়াব ইজ নট কাওয়ারডিস। ভয় মানুষেব স্বাভাবিক বৃত্তি, কাপুরুষতা পশুব লক্ষণ।

কুমুদ॥ আচ্ছা মাস্টার মশাই, শান্তিদা দেখা দিচ্ছেন না কেন?

জ্যোতির্ময়॥ হ, হেইটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। অদেখা দেবতাব মতন দৈববাণী কনফার কবেন ক্যান? অ্যাকশনেব পূর্বে সাক্ষাৎ হইলে অনেকটা কনফিডেন্স্‌ লইয়া আগাইতে পারতাম।

দেবব্রত॥ দেখা দিলে অশোক ধরিযে দিত না? তোমাদেব কেউ ধবা পড়লে নির্যাতনে বলে ফেলতে না?

জ্যোতির্ময়॥ শিব শিব!

[গাড়ির শব্দ। দ্রুত সবাই বেরিযে যায়। মাস্টার মশাই একা দাঁড়িয়ে। গাড়ি থামে। মাস্টার হাত তোলেন, জ্যোতির কণ্ঠ শোনা যায়—]

মাস্টার মশাই! ডোন্ট্‌! ডোন্ট্‌ থ্রো।

[বলতে বলতে মাস্টার মশাই বোমা ছোড়েন—বিস্ফোরণ। ধোঁয়াব মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসেন ফাদার ফ্ল্যানাগান। দুহাতে চোখ ঢাকেন মাস্টার মশায, জ্যোতিরা ছুটে ঢোকে। ফাদার পড়ে যান।]

ফাদার॥ গড্‌ ব্লেস ইউ, মাই চিলড্রেন।

দেবব্রত॥ ক্ষমা করো আমায়! তোমায মারতে চাইনি।

ফাদার॥ লেট আজ বিট আওয়ার সোর্ডস ইনটু প্লাওশেয়ারস্‌ এণ্ড দেয়ার উইল বি নো মোর ওয়াব।

॥ পর্দা ॥

আট

[রাধার ঘর। দেবব্রত জ্বরের ঘোরে বেহুঁস। কপালে জলপটি দিচ্ছে রাধা। বিপিন ও জ্যোতি অদূরে বসে। মুকুন্দ একটা মিক্শ্চার ঢালছে।]

জ্যোতির্ময়॥ মাস্টারমশাইরে এই ঘরে আনার হুকুম ক্যান দিলেন শান্তিদা আই ডু নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। কাল শুইন্যা আইলাম নীলমণি নিজে নজর রাখব এই ঘবের উপর।

বিপিন॥ শান্তিদারে দেবা ন জানন্তি, কুতঃ মনুষ্যাঃ।

রাধা॥ মাস্টার মশাই! মাস্টার মশাই! কেমন লাগছে এখন?

[দেবব্রত হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করেন—বিপিন ও জ্যোতি চেপে ধরে তাঁকে।]

দেবব্রত॥ ফাদাব! ফাদার ফ্ল্যানাগান! সরে যান ওখান থেকে! সরে যান!

[ধীরে ধীবে তিনি আবার শান্ত হযে আসেন।]

কুমুদ॥ অধ্যাপক—বইয়ের জগতেই বাস করতেন ভদ্রলোক, আজ এ সব সইবেন কি করে?

বিপিন॥ আমাদের সমস্ত ব্যাপারটার কোথায় একটা শূন্যতা আছে নইলে ফাদার সাহেবেবে মরতি হতো না।

কুমুদ॥ ভুল মানুষেরই হয়। দেখে এলাম ফাদারের লাস নিয়ে গেছে। জনসনের বাড়িতে ফুল দিযে সাজিয়েছে তাঁর দেহ। বেঁচে থাকতে তাঁকে দেখতে পাবত না সাহেববা। এখন পূজোব কি ধূম। আরো কি জানো, কালো মানুষের ভিড় বেশী। যেন তাদের আপন জন মারা গেছে।

রাধা॥ সেই যেবার ওলাওঠা লাগল—ফাদাব বস্তিতে এসেছিলেন। মুখখানায় কি যেন মায়া মাখানো কি বলব।

বিপিন॥ এ ভুল হলো কেমনে? জনসনরে মারতি যেয়ে মারলাম দেবতুল্য দীনবন্ধু পাদ্রী সাহেবরে। এ ভুলের ক্ষমা আছে?

কুমুদ॥ একই রাস্তা ধরে একই রকমের গাড়িতে আসছিলেন ফাদাব। অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কি বলব একে?

জ্যোতির্ময়॥ আগুন লইয়া খেলা করলে অমন অ্যাকসিডেন্ট ঘটে। প্লেইং উইথ ফায়ার।

কুমুদ॥ অর্থাৎ?

বিপিন॥ চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে আছে—ডার্কনেস। অন্ত পাই কই? পুলিশের কানের কাছে বইস্যা আছে রিটায়ার্ড বিপ্লবী অশোক চাটুয্যে। প্ল্যানেব কাছে প্ল্যান লইতে আছি, প্রত্যেকটা মিসফায়ার করতে আছে। আর ভুবনডাঙা ভইরা উঠতে আছে গোরা পল্টনে।

কুমুদ॥ অশোকদাকে না শেষ করতে পারলে একটা মাছিও গলতে পারবে না ভুবনডাঙা থেকে। ঘিরে ধরে মারবে আমাদের।

বিপিন॥ স্‌ স্‌ স্‌।

[সবাই পকেটে পিস্তল চেপে ধরে প্রস্তুত হয়ে থাকে। উঁকি মারে বিপিন।]

নীলমণি ঘরের সামনে হাঁটতিছে।

জ্যোতির্ময়॥ শান্তিদার লীলা—আই ডু নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্। এই পরিত্যক্ত ডেন-এ ক্যান যে পুনরায় সমবেত হইতে কইলেন। সব কয়ডা জেইলে যাইয়া আড্ডা গাড়ুম কইয়া দিতেছি।

বিপিন॥ স্ স্ স্। কাছে আসতিছে।

কুমুদ॥ ঘরে ঢুকবে নাকি?

বিপিন॥ দেখা যাউক।

জ্যোতির্ময়॥ রাশ কইরা তারে ওভারপাওয়ার কইরা ফেললে হয় না?

বিপিন॥ স্ স্ স্। একেবারে দরজার সামনে।

দেবব্রত॥ সবে যান, ফাদার। সরে যান ওখান থেকে। ফাদার ফ্ল্যানাগান, ফরগিভ আস। পুয়োর ক্রীচার্স।

[*রাধা আর কুমুদ তার মুখ চেপে ধরে।*]

বিপিন॥ এইদিকে তাকিয়ে আছে।

কুমুদ॥ শুনতে পেয়েছে?

জ্যোতির্ময়॥ সার্টেনলি। যা চীৎকার। এলাকার সব গর্ভজাত শিশুও শুনছে।

বিপিন॥ আসতিছে।

জ্যোতির্ময়॥ রেডি। ডু অর ডাই।

[*সবাই একদিকে সরে গিয়ে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়। দরজা দিয়ে মাথা গলান নীলমণি—তারপর প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দুদিকে থেকে তাকে ঝাপটে ধরে বিপ্লবীরা, মুখে গুঁজে দেয় রুমাল, কপালে ঠেকায় পিস্তলের নল। রাধা উঠে হেসে ওঠে।*]

ইউ আর অলরেডি এ ডেড ম্যান। ইউ মীরজাফর।

রাধা॥ কি করছ সবাই? খোলো—নামাও ওটা মুখ থেকে—

জ্যোতির্ময়॥ তার মানে? একটা স্পাই—

রাধা॥ থামো, থামো, হয়েছে। ইনিই শান্তিদা।

[*বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সবাই পিছিয়ে যায়। দীর্ঘ নীরবতা। শান্তি রায় ঘাড়ে হাত বুলোন।*]

শান্তি॥ উঃ যা রদ্দাটা মারলি না বিপিন। অসভ্য।

[*সবাই ধীরে ধীরে প্রণাম করে।*]

বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো।

জ্যোতির্ময়॥ আপনিই শান্তিদা? এদ্দিন আমাগো কমপ্লিটলি ফুল করছেন। আপনারে গুপ্তচর ভাইব্যা...

কুমুদ॥ ভুল করে যে গুলি ক'রে বসিনি কপালের জোর বলতে হবে।

শান্তি॥ কার কপালের জোর? তোদের, না আমার? কেমন আছেন?

রাধা॥ খুব জ্বর। রাত্রে খুব কষ্ট পেয়েছেন।

শান্তি॥ এই নে, টেম্পারেচারটা দেখ তো।

[*থার্মোমিটার বার করে দেন।*]

আর এই ওষুধ। আর দেখ্ গরম চা কর্, আর ফুলুরি।

[*জাঁকিয়ে বসেন শান্তি রায়।*]

তা সবাই অমন বাংলার পাঁচের মতন মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? অমন জুলজুল

ক'রে দেখছিস কি? আমি কি একটা একজিবিশন? বোস।

[*সবাই বসে পড়ে।*]

জ্যোতির্ময়॥ না, আপনারে ডিফারেণ্টলি কনসীভ করছিলাম, হেই আর কি।

শান্তি॥ কনসীভ তুই কববি কিরে, কনসীভ করেছিলেন আমার মা। মাস্টার মশায়ের এ অবস্থা হোলো কি করে?

জ্যোতির্ময়॥ ফাদাররে মাইরাই সারা দেহে কম্পন আরম্ভ হইল। ভোরের দিকে দেখি জ্বরে গা পুইড়া যাইতে আছে—যেমন ফীভাব তেমনি এগু! আব থাইকা থাইকা হেই মর্মভেদী চীৎকার। আমার হার্টে প্যালপিটেশান হয়।

[*রাধা চা এনে দেয়।*]

শান্তি॥ দে, দে।

বিপিন॥ গরীবের বন্ধু পাদ্রী সাহেবরে হত্যা করি ভাঙি পড়েছেন মাস্টার মশায়।

[*শান্তি রায় চোখ তোলেন।*]

শান্তি॥ সেটা একটা দুর্ঘটনা। মনের অগোচরে পাপ নেই। ওঁকে মারার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। সেজন্য যে ভেঙে পড়ে সে সমিতিব সদস্য হওয়াব যোগ্য নয়। দেশের চেয়ে তো আর ফাদ'ব ফ্ল্যানাগান বড় নন।

জ্যোতির্ময়॥ তবু মনে লাগে শান্তিদা। মন তো আর পোলিটিকাল প্যামফ্লেট পড়ে না।

শান্তি॥ বাঃ, অপূর্ব বেগুনী। নে, নে ফুলুবি গেল—গোযিং লাইক হট কেক্‌স। তা তোমার মন কি বলছে?

জ্যোতির্ময়॥ নির্ভয়ে কমু?

শান্তি॥ হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়॥ হে কি জানি? তবে এ বাজনীতি কবেক্ট হইতে পাবে না। আমরা যে ম্যাকবেথ হইয়া গেলাম শান্তিদা—একটারে বাঁচাইতে আবেকটা তাবপব আরেক। প্রথমে ডানকান, তাবপর ব্যাঙ্কো, তারপব ম্যাকডাফের বউ। মহাকবি চিনিছিল ঠিকই।

শান্তি॥ উপমাটা জব্বব টেনেছিস তো জ্যোতির্ময়। হ্যাঁ। তা কি আব কবা যাবে? এসে যখন পড়েছিস এই বিপ্লবের মাঝখানে, তখন শেষ মুহূর্তে তো আর কি বলে....

বিপিন॥ আপনি যদি হুকুম কবেন, মানব, তবে—

[*হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠেন শান্তি রায়।*]

শান্তি॥ হু আ্যম আই ফব হেভেনস সেক, দ্যাট আই শুড কম্যাণ্ড? সবাই একদিন এক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে এক পথের পথিক হয়েছিলাম, আজ হঠাৎ আমার মুখ থেকে হুকুম বার করে আমাকে একলা ক'রে দেয়ার কি অর্থ? আমাকে তোমরা প্রতিষ্ঠা করেছ দেবতার ভয়াবহ একাকীত্বে, আমি আর তোমাদেব কমরেড নই, আমি একটা দেবতা। কেন? কি অপরাধ করেছি তোমাদের কাছে?

[*কেউ জবাব দেয় না—শান্তি রায় হাসেন।*]

ভাইরে, সংশয় কি আমাকেও বিদ্ধ করে না? তবু লড়ে যেতেই হবে। দেশের কাজটা এমনই খচরা।

কুমুদ॥ এবার কি কাজ শান্তিদা? ভুবনডাঙার কাজ কি ফুরোয়নি এখনো?

শান্তি ॥ ফুরোবে কি করে? সবে শুরু।

বিপিন ॥ অশোক বাঁচি থাকতে ভুবনডাঙার কাজ করব কেমনে শান্তিদা?

শান্তি ॥ অশোক ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না এমনি নূতন কাজ সুরু করতে হবে ভাই! রাধা, দেখ তো উঁকি মেরে আবার বাসব ঘরে আড়ি পাতে কি না। তাহলে বলি?

জ্যোতির্ময় ॥ কয়েন।

শান্তি ॥ মানবে?

জ্যোতির্ময় ॥ ক্যান লজ্জা দ্যান নীড্‌লেসলি?

শান্তি ॥ কবরখানায় ব্যাটাদের ট্র্যাপ করতে পাবলাম না। ঠিক আছে—এবাব যাবো স্টিমার কোম্পানির তেলের গুদামে—ঐ পেট্রলের ট্যাংকগুলোব পাশে। জনসন ঢাকা যাবে রবিবাব—মানে যাওয়ার কথা। স্টিমারে উঠতে যাবে—এই সময়ে কে বা কাহারা ঐ তেলের ট্যাংকে ডায়নামাইট প্রদানপূর্বক জাহাজঘাটা ভস্মীভূত, তথা জনসনকে ছাইয়ে পরিণত করে ফেলবে। ক্লিয়ার? রবিবার বাত দুটোয় তেলেব গুদামে মীট কববে আমাকে সবাই। টিন পড়ে আছে শম্ভু গাডোয়ানের বাড়ির পেছনে। কুলি সেজে টিনে করে এক এক থলি ডায়নামাইটেব স্টিক। যাও কেটে পড়ো। এখানে ভেডাব পালেব মতন একসঙ্গে থাকাটা উচিত হবে না।

[*বিপিন আর জ্যোতির্ময় উঠে পড়ে। বেবিয়ে যায়। মাস্টাব মশাই গোঙান একটু।*]

দেবব্রত ॥ ফাদাব ফ্ল্যানাগানকে মাবলে কে? এ্যাঁ?

শান্তি ॥ এ তো বিপজ্জনক পবিস্থিতি। থেকে থেকে ফঁস করে দিচ্ছে। মুখে রুমাল গুঁজে দেব নাকি?

রাধা ॥ না, না! জ্বর! হুঁশ নেই!

শান্তি ॥ আবে ঠাট্টা করছিলাম। কুমুদ, তোর পকেটে কি?

[*চমকে ওঠে কুমুদ।*]

কুমুদ ॥ আমি...আমি শৃঙ্খলা ভেঙেছি শান্তিদা, আমাকে শাস্তি দিন।

[*শান্তি উচ্চহাস্য করে ওঠেন।*]

শান্তি ॥ কি মুস্কিল! শাস্তি আবাব কেন? প্রেমপত্র লিখবে না? তবে যৌবনটা আছে কি কবতে?

কুমুদ ॥ কিন্তু, ও যে হিতেন...

শান্তি ॥ দেবযানী তো, বড় মিষ্টি মেয়ে। হিতেন বেচাবী তো অতি চালাকিতে কি বলে গলায় দড়ি হয়েছে। —তা এসব চুকে যাক। পিতৃহীনা মেয়েটিকে উদ্ধার কোরো আর আমাদের একপেট খাইয়ে দিও। দেখি রেঞ্চটা।

কুমুদ ॥ আপনি...আপনি চটছেন না?

শান্তি ॥ দেখে কি মনে হয়? রাধা, চা কব না মা।

কুমুদ ॥ কিন্তু মাস্টাব মশাই যে বলতেন—

শান্তি ॥ আচ্ছা আমাকে তোরা ভাবিস কি বল তো? বাইরে কাঠখোট্টা হলে কি হবে? এককালে জয়দেব মুখস্ত বলতে পারতাম, জানিস? ভেতরে রস টগ্‌বগ্ করছে।

রাধা ॥ শান্তিদা, আমাকে কোনো কাজ দিতে পারেন না?

শান্তি॥ কাজ করছিস তো।

রাধা॥ এ কাজ নয়। বসে থাকার কাজ নয়—এমন একটা কাজ বাঁচব না মরব ঠিক নেই, যেখানে রক্ত দিয়ে—।

[লজ্জা পেয়ে থেমে যায়।]

শান্তি॥ পাঞ্জাবে ভগৎ সিং-রা কি গান গাইতেন জানিস? শির ফরোশি কা তমন্না হ্যায় আজ দিলমে। বুকে আমার জেগেছে আজ জীবনদানের অভিলাষ। আঃ কি অনুবাদটাই না করলাম! দেখলি কুমুদ!

কুমুদ॥ আচ্ছা শান্তিদা, মানে আপনাকে জানতে ইচ্ছে করে। আপনি জেলে গেছেন?

শান্তি॥ হ্যাঁ, এগারো বছর ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটিয়েছি। জানিস আমাদের সেলের ঠিক সামনে একটা হাস্নুহানার ঝোপ ছিল আর তাতে একটা চন্দনা পাখি রোজ এসে বসতো।

কুমুদ॥ আচ্ছা আপনার দেশ কোথা?

[এক মুহূর্তে শান্তি রায়ের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। কুমুদ একটু ভয় পেয়ে যায়।]

শান্তি॥ কিউরিঅসিটি কিলড্ দি ক্যাট। অত জানতে চেও না বাপু।

রাধা॥ আচ্ছা, অশোক যদি আপনাকে চিনত ধরিয়ে দিত?

শান্তি॥ হ্যাঁ।

রাধা॥ এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

শান্তি॥ হ্যাঁ। কেন, তুমি করো না?

রাধা॥ জানি না শান্তিদা। চেনাজানাগুলো উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। কি বিশ্বাস করব কি চিন্তা করব, কিছুরই খেই পাচ্ছি না।

শান্তি॥ দিনবদলের পালা এসেছে। যুগলক্ষণ।

[দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত। শান্তি রায় একলাফে উঠে দাঁড়ান। কুমুদ ঢুকে পড়ে গর্তের মধ্যে। শান্তি রায় চশমা এঁটে নীলমণি হয়ে গেছেন। রাধা গিয়ে দরজা খোলে। সদলবলে প্রকাশ প্রবেশ করেন—সঙ্গে অশোক। অশোকের চুল সাদা হয়ে গেছে।]

নীলমণি॥ আসুন। এইযে। কি মনে করে?

প্রকাশ॥ একেবারে ভিতরে ঢুকে বসে আছেন?

নীলমণি॥ মা লক্ষ্মীর সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম।

[বিশ্রী স্বরে হেসে ওঠেন।]

প্রকাশ॥ তোমার নাম রাধারাণী দেবী?

রাধা॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রকাশ॥ ওখানে কে পড়ে আছে?

রাধা॥ একজন খদ্দের।

নীলমণি॥ প্রচণ্ড ধেনো খেয়ে কুপোকাৎ হয়ে গেছে। (*চাদরটা আধখানা তোলেন*) কি—দুর্গন্ধ! অ—সহ্য!

প্রকাশ॥ ঠিক আছে। তাহলে কি ইন্‌ফরমেশন ভুল? অশোকবাবু!

নীলমণি॥ কি? কি ইন্‌ফরমেশন পেয়েছেন?

প্রকাশ॥ এই ঘরে লুকিয়ে আছেন অধ্যাপক দেবব্রত বোস, ফ্ল্যানাগান হত্যার আসামী।

রাধা॥ (হেসে) এই তো ঘর! দেখুন!

নীলমণি॥ কাল থেকে নজর রেখেছি, কই তেমন কিছু তো। অ-সম্ভব। অশোক ভুল খবর দিয়েছে।

প্রকাশ॥ আমার তা মনে হয় না।

[*এদিক ওদিক ঘুরতে থাকেন।*]

নীলমণি॥ অশোক। হয়রানি করাচ্ছো কেন বাপু? পালের গোদাটাকে হ্যাণ্ডওভার করো না বাপু।

অশোক॥ কি করে করব?

নীলমণি॥ কেন? চেন না?

অশোক॥ এদ্দিনে বোধ হয় চিনেছি।

[*নীলমণি ও অশোক পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।*]

নীলমণি॥ আবার তোমাদের সমিতির আইনশৃঙ্খলাও তো শুনেছি ভীষণ নাকি? বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি নাকি মৃত্যুদণ্ড!

অশোক॥ হ্যাঁ, শান্তি রায়ের ট্রিগার টেপা আঙুলের আকার দেখলেই তা বোঝা যায়।

[*নিজের অলক্ষ্যেই নিজের আঙুলে হাত বোলান নীলমণি।*]

নীলমণি॥ আবার শান্তি রায় তো একা নয়! সাঙ্গপাঙ্গ প্রচুর। এই মুহূর্তেই হয়তো তোমার বুক লক্ষ্য করে কারো বন্দুক বাগানো রয়েছে।

[*চমকে চারদিক দেখে নেয় অশোক।*]

ধরিয়ে দাও না শান্তি রায়কে। এ্যাঁ? দেবে না?

অশোক॥ বিশ্বাস করুন, ধরিয়ে আমি দেব না।

নীলমণি॥ এতটুকু সাহস নেই? বৃথাই শান্তি রায়ের দলে ঢুকেছিলে।

প্রকাশ॥ নাঃ ভুল খবর পেয়েছি।

অশোক॥ খবরটা দিয়েছিল কে জানেন নীলমণিবাবু? শান্তি রায়েদেরই দলের—

প্রকাশ॥ না, না, ওসব নাম এলোপাতাড়ি উচ্চারণ করাটা কি উচিত? দেয়ালেরও কান আছে।

নীলমণি॥ আমাকে বললে পারতেন। আমি তো ঘরের লোক।

প্রকাশ॥ ঘরজামাই। খাকী না পরলে ঘরের লোক ঠিক বলা যায় না।

নীলমণি॥ অ-ভদ্র।

প্রকাশ॥ চলুন।

[*সবাই এগোয়—সবাই বেরিয়ে গেছে, প্রকাশ যেতে উদ্যত হয়েছেন—*]

দেবব্রত॥ ফাদার ফ্ল্যানাগান সরে যান সরে যান ওখান থেকে—

[*দাঁড়িয়ে পড়েন প্রকাশ—এক মুহূর্ত—*]

প্রকাশ॥ সার্জেন্ট! রাজেনবাবু কুইক।

[*পুলিশ ঢোকে আবার। টেনে তোলে দেবব্রতকে—*]

এই তো গোকুলকুলনিধি।

দেবব্রত॥ কে? কে মেরেছে ঐ আপনভোলা দীনবন্ধু ফাদারকে। ফাদার। সরে যান।

সরে যান ওখান থেকে।

[*তাঁকে হিঁচড়ে নিয়ে যায় পুলিশ।*]

রাধা ॥ আস্তে। দোহাই তোমাদের! ওঁকে মেরো না! উনি অসুস্থ, পায়ে পড়ি তোমাদের।

প্রকাশ ॥ এইসব খুনী ডাকাতরা তোমার খদ্দের?

রাধা ॥ খুনী ডাকাত ওরা নয়, তোমরা।

প্রকাশ ॥ এ্যারেস্ট করো!

[*সার্জেন্ট এসে হাতকড়া পরায়।*]

কোমরে দড়ি।

[*দড়ি পরানো হয়।*]

এস মা লক্ষ্মী! ক্যাম্পে চলো, তারপর দেখ তোমার কি অবস্থা করি। আর আপনিই বা কোন ধবনের ওয়াচ করছিলেন?

নীলমণি ॥ মেয়েছেলে! মেয়েছেলে আমাকে ভোলাবে! আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। আমাকে গুল দিয়েছে। অ-সভ্য। অ-কাষ্ঠ। এতবড় বজ্জাত মাগী, আমাকে বোকা বানিয়েছে।

রাধা ॥ চললাম, নীলমণিবাবু। অশোক, তুমি এতদিনেও মরতে পাবোনি?

অশোক ॥ শোনো রাধা আমাকে তোমবা—

প্রকাশ ॥ আউট, টেক হিম আউট!

[*রাধা রওনা হয়। হঠাৎ ঘুরে এসে নীলমণিবাবুর পায়েব ধূলো নেয়।*]

নীলমণি ॥ (*মৃদুস্বরে*) শিব ফরোশি কা তমন্না হ্যায় আজ দিলমে।

প্রকাশ ॥ বাবা! এত ভক্তিব ঘটা কেন?

রাধা ॥ বড বড় খদ্দেরদের পেন্নাম করাটাই নিয়ম।

নীলমণি ॥ মাগীর মরার পালক উঠেছে।

প্রকাশ ॥ শেষকালে এর খদ্দের বনে গেলেন!

[*পুলিশরা সবাই হেসে ওঠে—তাবপর চলে যায় বন্দীকে নিয়ে।*]

নীলমণি ॥ অ-সহ্য!

[*নীরবতা। পা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করেন। কুমুদ উঠে আসে।*]

কুমুদ ॥ বিশ্বাসঘাতক অশোক চাটুয্যে। আমাদেব কারুব নিস্তার নেই, শান্তিদা, ঐ শয়তানকে শেষ না করলে নিস্তার নেই। ...কি ভাবছেন?

শান্তিদা ॥ ভাবছি মাই কমরেডস আর ফলিং বাই দা ওয়েসাইড ওয়ান বাই ওয়ান। হাতকড়া ছিল বলে প্রণামটাও করতে পারল না। এমন—এমন প্রচণ্ড আঘাত হানবে শান্তি রায় যে, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল একবার ঝন ঝন ক'রে উঠবে। আরো কি জানিস? দেশমাতৃকা আমার কাছে একটা নিছক কল্পনা নয়। তার মুখ *ঠিক—ঠিক* ঐ রাধার মতন সে দেখতে।

॥ পর্দা ॥

নয়

[বৃটিশ ইণ্ডিয়া অয়েল কোম্পানীব গুদামের অভ্যন্তর। একপাশে টাল করা টিন। দূরে বাইরে ট্যাংক-এর সারি। প্রকাশবাবু ও একাধিক বন্দুকধারী পুলিশ আসেন। কাউকে খুঁজছেন টর্চ জ্বেলে। কুমুদ বেরোয় আড়াল থেকে।]

কুমুদ॥ স্-স্-স্।

প্রকাশ॥ এই নোট্‌টা আপনি পাঠিয়ে ছিলেন থানায়?

কুমুদ॥ হ্যাঁ

প্রকাশ॥ আপনার নাম?

কুমুদ॥ কুমুদ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশ॥ কখন আসাব কথা?

কুমুদ॥ বাত দুটোয়।

প্রকাশ॥ সত্যি কথা বলছেন তো?

কুমুদ॥ একটু পবে স্বচক্ষেই দেখবেন।

প্রকাশ॥ মিথ্যে হলে বুঝবেন ঠেলা। শান্তি বায থাকবে?

কুমুদ॥ হ্যাঁ। তবে চিনতে পাববেন না, আমি জানি।

প্রকাশ॥ কেন '

কুমুদ॥ সে আপনাদেব প্রিযপাত্র, বন্ধু নীলমণি বাঁড়ুযো।

[*সবাই সচকিত।*]

প্রকাশ॥ তাহলে! তবে—। ভালবে ভাল! চিঠিতে আবো বলেছেন ইনস্পেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত সম্বন্ধে তথ্য জানতে পাবব। কি তথ্য?

কুমুদ॥ তাকে গুম কবা হয়েছে। রাধাবাণীর ঘরে।

প্রকাশ॥ দেবব্রত ঘোষেব লুকিযে থাকাব খববটাও আপনিই দিযেছিলেন?

কুমুদ॥ হ্যাঁ।

প্রকাশ॥ থ্যাংকস। (*ঘড়ি দেখেন*) সময বেশি নেই।

কুমুদ॥ লুকিয়ে পড়ুন। দোহাই আপনাদের, লুকিয়ে পড়ুন। ওবা আসবাব আগে।

[*প্রকাশ মৃদুস্বরে নির্দেশ দেন। বন্দুকধারীরা এদিক ওদিক গা ঢাকা দেয।*]

প্রকাশ॥ কেন এ কাজ কবছেন?

কুমুদ॥ কি?

প্রকাশ॥ এ কাজ করছেন কেন?

কুমুদ॥ সেটা আপনার না জানলেও চলবে।

প্রকাশ॥ একটা দেশপ্রেমিক বীরকে আমাদেব হাতে সঁপে দিচ্ছেন?

কুমুদ॥ আপনি না পুলিশ অফিসাব?

প্রকাশ॥ ওহো! সেটা ভুলে গেসলাম। ভেতো বাঙালী তো বেবিয়ে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ।

কুমুদ॥ আমার সর্বনাশ করছে ওরা। আমার সব কেড়ে নিয়েছে। মানুষের মনকে

ওরা বিকৃত করে দেয়। ....লুকিয়ে পড়ুন। আর দেখুন, আমি সিগনাল না দিলে ঢুকবেন না—প্লীজ!

প্রকাশ॥ এত ভয় কিসের?

কুমুদ॥ সব্যসাচীর টিপ। এক গুলিতে আমার বুক ছ্যাঁদা করে দেবে।

[প্রকাশ একটু হাসেন—তারপর যেতে উদ্যত হ'ন।]

আর শুনুন! আমি কি পাব?

প্রকাশ॥ কেন দশ হাজার টাকার যে পুরস্কার ঘোষণা—

কুমুদ॥ আপনাদের টাকায় আমি থুতু দিই।

প্রকাশ॥ তবে? কি চান?

কুমুদ॥ আমার গায়ে হাত দেয়া হবে না এই প্রতিশ্রুতি চাই।

প্রকাশ॥ সে তো বটেই। আপনি রাজসাক্ষী হবেন, আপনাকে টর্চার করব কেন?

[চলে যান প্রকাশ—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজের ভোঁ বাজে। গোডাউন ক্লার্ক আসেন—পেছনে একসার কুলি—প্রত্যেকেরই মাথায় একটা টিন। এই কুলিদের মধ্যেই জ্যোতি, সিরাজ ও বিপিনকে দেখা যায়।]

ক্লার্ক॥ তিন নম্বর—দশ গ্যালন—। চার নম্বর—দশ গ্যালন।

[কুলিরা টিন নামায়, বাবুর কাছে ছোটে, চিট পায়—চলে যায়। বাবু টিনে আঘাত ক'রে দেখেন। নীলমণি আসেন।]

নীলমণি॥ এই যে যুগলবাবু। আছেন কেমন?

যুগল॥ পাঁচ নম্বর—দশ গ্যালন! ছ নম্বর।

[ছ নম্বর জ্যোতি—টিনে আঘাত ক'রেই যুগল চমকে ওঠেন। টিনটাকে একটু নাড়েন।]

নীলমণি॥ কত রাজ্যের মাল, কত জায়গায় পৌঁছয়। ভালয় ভালয় ঢুকে গেলেই—শান্তি!

[যুগল একটু তাকান—তারপর বলেন—]

যুগল॥ ছ নম্বর—দশ গ্যালন।

[চিট দেন। পরপর হেঁকে চলেন নম্বর কুলিরা চলে যায়। চলে যায়। বিপ্লবীরা শুধু বসে গামছা দিয়ে হাওয়া খান। যুগলবাবু নীলমণির কাছে আসেন।]

জনসন সাহেব ঢাকা যাচ্ছেন আজ।

নীলমণি॥ তাই নাকি? স্টিমার ছাড়ে কখন?

যুগল॥ দুটো কুড়ি।

[যুগল নমস্কার ক'রে চলে যান। নীলমণি মজুরদের কাছে আসেন।]

নীলমণি॥ তার পাতো।

[বিপিন ও সিরাজ হাম'গুড়ি দিয়ে তার পাততে সুরু করে।]

এক্‌স্‌প্লোডার ঠিক করো।

[জ্যোতি এক্‌স্‌প্লোডার বাক্‌স ফিট করতে সুরু করে।]

কুমুদ, তুমি ওদিকটায় সরে বোসো। এসব দেখার বয়স হয়নি এখনো।

[যুগল ছুটে ঢোকেন।]

যুগল॥ পুলিশ অফিসার, সাবধান।

[*মজুররা আবার হাওয়া খায়।*]

নীলমণি॥ না, না, আমার মাল গেল কোথায়? দু'গাঁট পাট গেল কোথায়? মগের মুল্লুক। অ-সভ্য।

[*যুগল ও এ. এস. আই আসেন।*]

এ. এস. আই॥ না, একটা সিকিউরিটি চেক। সাহেব যাচ্ছেন আজ! নীলমণিবাবুর কি খবর?

নীলমণি॥ মশাই, কোম্পানী এবার লাটে উঠবে। পাটের কনসাইনমেণ্ট পেলাম কাল দু'গাঁট কম।

যুগল॥ আঃ হা, এটা তেলের গুদাম। পাটের গোডাউন ওপাশে।

নীলমণি॥ ওখান থেকে পাঠাচ্ছে এখানে। এখান থেকে ওখানে। আমি এইখানেই বসলাম। মাল পৌঁছে দিয়ে যান, নইলে ভাল হবে না। অ-ব্যবস্থা।

[*এ. এস. আই ও যুগল চলে যান।*]

গেট টু ওয়ার্ক, কুইক। মিনিট পনেবো মাত্র সময়।

[*সকলে আবাব কাজে লাগে।*]

জ্যোতির্ময়॥ শান্তিদা, মাস্টাব মশাইযেব কি খবর? বাধাব?

শান্তি॥ মাস্টাব মশাই কাল মাবা গেছেন ক্যাম্পে।

[*সবাই এক মুহূর্ত কাজ বন্ধ কবে আবাব হাত চালায।*]

বক্তবমি। বাধাকে মারছে বোজ।

বিপিন॥ এব দায়িত্ব অশোকেব—হালাবে একবাব পালি হয—

শান্তি॥ পাবই। একদিন না একদিন পাবই। এখন হাত চালাও। কুমুদ, বাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও। জনসনেব মোটব দেখলেই ছুটে এসে খবব দেবে।

[*কুমুদ চলে যায।*]

সিরাজ॥ জয়েণ্টটা ঠিক হইতেছে না।

[*শান্তি পাশে গিযে বসেন। যুগল ছুটে আসেন।*]

যুগল॥ আবাব আসছে।

[*শান্তি সরে আসেন এক লাফে।*]

নীলমণি॥ কই পেলেন পাটেব গাঁট?

যুগল॥ আরে কি আশ্চর্য!

[*এ. এস. আই. নিজেব মনে কি হিসেব মেলাতে মেলাতে আসেন—হাতে খাতা।*]

এ. এস. আই॥ এখনো পাট?

নীলমণি॥ নইলে পাটের পাট চুকিয়ে দেব?

এ. এস. আই॥ (*মৃদুস্বরে*) শুনুন, জনসন আসবে না। ইউ হ্যাভ বিন বিট্রেড! চারিদিকে আর্মড পুলিশ—ঘিরে ফেলেছে।

[*বলেই চট করে চলে যান এ. এস. আই। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন শান্তি রায়। তারপর লাফিয়ে কোণায় গিয়ে বসেন—সবাইকে ডাকেন হাতছানি দিয়ে। সবাই চলে আসে।*]

শান্তি॥ হোলো না—ফেইলিওর এগেইন! চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে। ব্রেক-থ্রু করে পালাতে হবে।

জ্যোতির্ময়॥ আবার বিশ্বাসঘাতকতা!

সিরাজ॥ তৈলের ট্যাংক উড়াইয়া দিই—হেই গণ্ডগোলে—

জ্যোতির্ময়॥ না। আমরা কয়জন সোজা চার্জ কইরা বারাই—শান্তিদা হেই সুযোগে ঐ পথে—

শান্তি॥ না, শির ফরোশি কা তমন্না হ্যায় আজ দিলমে। শেষ লড়াইয়ের মুহূর্ত এসে গেছে ভাই। সবাই একসঙ্গে গুলি করতে করতে বেরুবো। হাতে হাত দেবে—তোদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে ধন্য হয়েছি।

[*সবাই প্রণাম করে শান্তিদাকে।*]

নাও উই ওয়েট!

[*কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।*]

প্রকাশ॥ শান্তি রায় সারেণ্ডার করুন! আপনাদের বাঁচবার কোনো আশা নেই, চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেছেন। অস্ত্রগুলো ফেলে দিয়ে বাইরে আসুন এক এক করে। দু'মিনিটের সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে আমরা গুদামের ভেতরে ঢুকবো।

[*কেউ কোন জবাব দেয় না।*]

শান্তি॥ যাক্ কুমুদটা নেই। বাচ্চা ছেলে তো, ওর বাঁচা দরকার। ওরাই ভবিষ্যৎ।

মাইক॥ শান্তি রায়, অতগুলো লোকের জীবন আপনার হাতে! এখনো সময় আছে, আত্মসমর্পণ করুন।

জ্যোতির্ময়॥ সোয়াইন! আসো বিপ্লাই দিই—!

[*বন্দুক তোলে।*]

শান্তি॥ না। আগে ওরা—তারপর আমরা।

মাইক॥ বেশ, তাহলে মরুন। ফায়ার।

[*হুইসল্ বাজে—সঙ্গে সঙ্গে গুলি বর্ষণ সুরু হয়।*]

শান্তি। বন্দে মাতরম্!

সবাই॥ বন্দে মাতরম্!

[*শান্তি রায়ের নেতৃত্বে সবাই ছুটে যায় দরজাগুলির দিকে। টর্চের আলো এসে পড়ে একাধিক—গুলি ধোঁয়া চীৎকার শ্লোগান। ছুটে আসে অশোক।*]

অশোক॥ শান্তিদা! এই দিকে, দিস ওয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে!

[*শান্তি রায় ঘুরে দাঁড়ান—অবাক হয়ে দেখেন অশোক সামনে দাঁড়িয়ে।*]

অশোক॥ চলে আসুন—ভাববার সময় নেই—এই ... —

[*চক্ষের পলকে পিস্তল টেনে গুলি করেন শান্তি রায়।*]

ইউ ফুল, ভুল! ভুল করছ! আমি বিশ্বাসঘাতক নই! আমাকে ওরা বিশ্বাসঘাতক সাজিয়েছে!

শান্তি॥ কি বলছ?

অশোক॥ আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয়নি। শুধু ডেলিরিয়ামে রাধার ঘরের—উঃ।

[*শান্তি রায় এসে অশোকের মাথা কোলে তুলে নেন।*]

শান্তি॥ তবু তুমি বিশ্বাসঘাতক। বাড়ি গিয়েছিলে কেন?

অশোক॥ মা-বাবাকে দেখতে।

শান্তি॥ মা-বাবাকে দেখতে এত আগ্রহ তো এ পথে এসেছিলে কেন? তারপর পুলিশের হাতে পড়লে কেন? তোমার কাছে সায়ানাইডের শিশি ছিল না? জবাব দাও, বিষ খাওনি কেন?

অশোক॥ বিকজ্ লাইফ ইজ বিউটিফুল!

জ্যোতি॥ শান্তিদা! আসেন। ব্রেক-থ্রু! দুশমণ পিছু হঠতে আছে। দে আর বিট্রিটিং।

[মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অশোক। জ্যোতির্ময় আসে। শান্তি রায় উঠে পড়েন—দু চোখে আগুন। চলে যান ছুটে। জ্যোতির্ময় গুলি খায়—ঠিকরে পড়ে যায় তার মৃতদেহ। ভীষণ শব্দে ফেটে যায় পেছনের ট্যাংকগুলো। আগুন ধোঁয়া, গুলির শব্দ—ক্রমশ থেমে আসে। কুমুদ ঢুকেছে—বিস্ফারিত দৃষ্টি। রক্তাক্ত দেহ শান্তি রায়। ছুটে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসে কুমুদ।]

কুমুদ॥ বলুন শান্তিদা।

শান্তি॥ অশোক বিট্রে করেনি রে! সেটা শুনে আমার যে কি আনন্দ আজ! অশোক শহীদ হয়েছে। আমি নিজের হাতে তাকে গড়ে তুলেছিলাম। আজ নিজের হাতে তাকে মেরেছি রে। এখান থেকে বেরুবো কি করে কুমুদ?

কুমুদ॥ স্টিমারে শান্তিদা। ছাড়ার সময় হলেই আপনাকে নিয়ে যাব।

শান্তি॥ স্টিমারে, না কুমুদ! তারপর ...আমার ছুটি। স্টিমার কখন ছাড়বে রে?

কুমুদ॥ এক্ষুনি ছাড়বে শান্তিদা।

শান্তি॥ অশোক বিশ্বাসঘাতক নয়, সবাইকে বলিস। কিন্তু কে তবে? কে বিকিয়ে দিল সমিতিকে, দেশকে, তার নেতাকে? জেলের মধ্যে হাস্নুহানার ঝোপে—বুঝলে কুমুদ—একটা পাখী এসে বসত—দোলনা। রোজ আসত সকালে শিস দিত। জেলের প্রাচীরের মধ্যে সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কুমুদ

কুমুদ॥ কি শান্তিদা?

শান্তি॥ দেবযানীকে যখন বিয়ে করবে, আমাকে বলতে ভুলো না কেমন?

কুমুদ॥ ভুলব না, শান্তিদা।

শান্তি॥ দেবযানীকে সেতার শিখিও, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে। অশোককে বলেছিলাম শেখাতে—ও এমন গোঁড়া। বলে পুলিশের বাড়ি যাব না। কি বোকা, দেখ। একটা ফুলের মতন সুন্দর মেয়ে চাইছে সংগীত শিখতে। সংগীত কি জানিস? সংগীত হোলো দেবতাদের ভাষা।

[কুমুদ সরে যায় এক পাশে, কি যেন ভাবে তারপর ফিরে আসে শান্তিদার পাশে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে। ঝক্‌ঝক করে জল কেটে আলোকোদ্ভাসিত স্বপ্নের মতন বহু ঈপ্সিত স্টিমার অবশেষে এসে হাজির হয়।]

চলো। এসে গেছে স্টিমার। চলো কুমুদ। ইতিহাস কি বলবে কে জানে?

[কুমুদ হঠাৎ একছুটে সরে যায় দূরে। বন্দুকধারী পুলিশ ঢোকে, উদ্যত রাইফেল অসহায় শান্তি রায়ের চারপাশে। পুলিশের লোকগুলো কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে।]

কুমুদ, স্টিমাব এসে গেছে ভাই।

[*গুলি বর্ষণ সুরু হয়। মাটিতে লুটিযে পড়ে শান্তি বাযেব দেহ। গুলিতে ঝাঁঝবা। অকাবণে তবু গুলি বর্ষণ কবে পুলিশ। শান্তি বাযেব দেহ ছিটকে ছিটকে যায় এদিক থেকে ওদিক। তাবপব সব চুপ।*]

প্রকাশ॥ উঃ! যাক্, শেষ হয়েছে।

কুমুদ॥ আমাব—আমাকে এখান থেকে সবিযে নিন।

পকাশ॥ বডি এখানেই থাকবে এখন। চৌবে, এখানে পাহাবা দাও।

[*পুলিশ বেবিয়ে যায। স্টিমাব এসে দাঁড়ায। সিবাজুল ও কযেকজন নেমে এসে ঘিবে দাঁড়ায লাসে। আবো লোকজন জমে, একটি দুটি। কোথায যেন কে গাইছে—একবাব বিদায দাও মা, ঘুবে আসি। বৃষ্টি পড়ছে বোধহয— সবাই ছাতা খোলে। ছাতাব অবণ্য।*]

১॥ শহীদ হইছেন শান্তি বায।

ছিদাম॥ কে শান্তি বায? এ কক্ষনো না। আমি চিনি তানে। অন্য কাবে মাইবা আইনা ফালাইয়া গেছে— এইখানে।

১। শান্তি বায হইতেই পাবে না।

৪॥ শান্তি বায অমব। শান্তি বাযেব মৃত্যু নাই।

॥ পর্দা ॥

মেঘ

উৎসর্গ

শ্রীমধু বসুকে

গুরুদক্ষিণা,

উৎপল

।। কুশীলব ।।

সমরেশ সান্যাল—লেখক

মাধুরী সান্যাল— ঐ স্ত্রী

ডাক্তারবাবু— ঐ চিকিৎসক

মহাদেব— ঐ পরিচারক

সুজাতা সেন— ঐ পুরোনো বান্ধবী

যতীন নন্দী— ঐ দাবোগাবাবু

তাবাপদ বাঁড়ুয্যে—নক্ষত্রবিদ

প্রণব বাঁড়ুয্যে— ঐ বখাটে পুত্র

এক

[বাহিরের শ্রাবণের অঝোর বরিষণ। পুরাতন অট্টালিকার অভ্যন্তর; ড্রয়িংরুম-এর আসবাবাদি সাজানো রহিয়াছে; রেডিওগ্রামও। উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে একখানি ক্ষুদ্র কক্ষের দরজায় বৃহৎ তালা ঝুলিতেছে। সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করেন ডাক্তারবাবু ও মাধুরী।]

মাধুরী ॥ কেমন দেখলেন, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার ॥ অনেক ভাল। নিজেই তো বুঝতে পারছ। খাচ্ছে দাচ্ছে বেরোচ্ছে। লিখছেও তো প্রচুর দেখছি।

[পড়ার টেবিলের সামনে আসিয়াছেন ডাক্তারবাবু।]

মাধুরী ॥ কিন্তু রাত্রে ঘুমোয় না। সোনেরিল খেতে হয় রোজ।

ডাক্তার ॥ দেখ মাধুরী, ও একটু হবেই। শিজোফ্রেনিয়া থেকে সেরে উঠেছে। তাছাড়া অনিদ্রা হোলো সভ্যতার লক্ষণ। চা কোথায়?

মাধুরী ॥ মহাদেব নিয়ে আসছে। সভ্যতার লক্ষণ মানে?

ডাক্তার ॥ ওটা ফ্যাশান। একেবারে হাল ছেড়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয় বর্বররা। যাদের মাথায় নেই কোন চিন্তা। সভ্য মানুষ দশটা কথা ভাবে। তা নাহলে ঘুমের ওষুধের ব্যবসায়ীরা কি লালবাতি জ্বালবে?

মাধুরী ॥ কিন্তু সমরেশের চিন্তাগুলো যেন—আমার মাঝে মাঝে ভয় করে।

ডাক্তার ॥ সে কি গো?

মাধুরী ॥ এখন ও কি বই লিখছে জানেন।

ডাক্তার ॥ কি?

মাধুরী ॥ ক্রাইম থ্রিলার। সব সময়ে ভাবছে খুনোখুনি রক্তপাতের কথা। রাত্রে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে—বলে, গলায় ফাঁস দিলে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে, না মাধুরী? বাবা, গায়ে কাঁটা দেয়।

ডাক্তার ॥ দেখ, সেটাও বর্তমান সভ্যতার সংকট। অপরাধ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি। "মরা গাঙের পানি" লিখে পাঠকদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল যে সমরেশ সান্যাল সে আজ লিখছে—"রক্তলোভী আতঙ্ক"। নিজের অনিদ্রারোগে জ্বালাতন হয়ে সে কেড়ে নেবে হাজার পাঠকের ঘুম।

[মহাদেব চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসে।]

মাধুরী ॥ আপনাকে কোন কথা বলতে যাওয়াই অন্যায় হয়েছিল। নিন, চা খান।

ডাক্তার ॥ ভোরবেলা উঠে ট্রেন ঠেঙিয়ে এই এঁদো পাতিপুকুরে আসতে হলে কার না মেজাজ বিগড়ে যায়?

মাধুরী ॥ বা, আপনিই তো বলেছিলেন সমরেশের বিশ্রাম দরকার। তাইতেই তো এখানে নিয়ে এলাম। বেশ চুপচাপ।

ডাক্তার ॥ সুন্দরবন আরো চুপচাপ।

মাধুরী ॥ সমরেশদের এটা পৈতৃক বাড়ি। পড়ে ছিল। তাই ভাবলাম কাজে লাগানো যাক।

ডাক্তার॥ (চায়ে চুমুক দিয়া) ভালই করেছ। (একটু থামিয়া) দেখ মাধুরী, তোমার সাহস আর বুদ্ধিতে আমি মুগ্ধ।

মাধুরী॥ দেখুন, ঠাট্টা করবেন না—

ডাক্তার॥ ঠাট্টা নয়। সত্যি। যেভাবে স্বামীকে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছ হাসপাতালেও আমরা পারতাম না। কিন্তু আরো একটু সাহস, একটু ধৈর্যের প্রয়োজন। ও এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। সিগারেট বন্ধ তো?

মাধুরী॥ হ্যাঁ।

ডাক্তার॥ কোন দুশ্চিন্তা নয়, চটাচটি নয়, এমন কি ও মনে ব্যথা পাবে এমন কিছুই করা নয়। রেকর্ড কিনে দিয়েছ তো?

মাধুরী॥ প্রচুর। সন্ধ্যেবেলা বসে শোনে।

ডাক্তার॥ হুঁ। (উঠিয়া) কিন্তু...। তোমায় বলেছে কিছু? কেন, কি করে অমন শক্ত অসুখ বাধিয়ে বসল?

মাধুরী॥ না, কিছু না। ও বড় চাপা।

ডাক্তার॥ অথচ কিছু একটা বিষাক্ত ঘায়ের মতন ওর মনে বাসা বেঁধেছে। শিজোফ্রেনিয়া মনের রোগ, মাধুরী, দেহের নয়। অত কাছে থেকেও জানতে পারো নি মনের কোথায় ওর শূন্যতা!

মাধুরী॥ কিছু না। ওর সঙ্গে কদ্দিনই বা দেখা হয়েছে আমার ডাক্তারবাবু—বড়জোর একবছর। তখনই ওর স্বাস্থ্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। মনের মধ্যেও এসে গেছে একটা চরম নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। আমার প্রিয় ঔপন্যাসিকের সেই অসহায় অবস্থা দেখে যে ব্যথা পেয়েছিলাম অতি নিকটজনের মৃত্যুতেও সে ব্যথা পাই নি। নিজের অজান্তেই কখন যেন ওর অতি কাছে গিয়ে পড়েছি, ওর সেবা করেছি, ওকে ভালবেসেছি। কিন্তু কখনো জিগ্যেস করি নি—জিগ্যেস করবার প্রয়োজন অনুভব করি নি—কোন্ অন্যায়ের এই নীরব প্রতিবাদ, কেন এই নিজেকে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা। তারপর তো আপনি সবই জানেন ডাক্তারবাবু। বিয়ের একহপ্তা পরেই ও গলায় দড়ি দেবার চেষ্টা করল—তারপর ছ'মাস ধরে complete mental breakdown!

[গলা ধরিয়া আসে।]

ডাক্তার॥ তোমাকে শক্ত হতে বলা ধৃষ্টতা। যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চলেছ, বোন, আজকালকার মেয়ে ছাড়া কেউ পারে না।

মাধুরী॥ (হাসিয়া) সেবাধর্মে আমাদের মা-পিসীমারাই তো ছিলেন আদর্শ নারী।

ডাক্তার॥ সেটা সেবা ছিল না, ছিল অন্ধ ভক্তি, অজ্ঞতার আত্মোৎসর্গ। তাতে পরকালে উন্নতি হোতো, ইহকালে প্রিয়জন ভালো হয়ে উঠতো না। ভালবাসা আর নার্সিং-এ চিরকালের বিরোধ। তোমরাই দেখিয়েছ—একই সঙ্গে স্ত্রীর অনুরাগ আর নার্স-এর দৃঢ়তা। কঠোর ডিসিপ্লিনে বেঁধেছ স্বামীকে, ইস্কুলে চাকরী করে খাইয়েছ, আবার দিয়েছ প্রেম, শ্রদ্ধা, সতীত্বের পরীক্ষা। ঘরে বাইরে তোমরা চলেছ সমান তালে। এটা মা-পিসীরা পারতেন?

[সিঁড়িতে দেখা দেয় সমরেশ সান্যাল—ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরনে। নামিয়া আসে।]

সমরেশ॥ কি, আবার কি ষড়যন্ত্র করছ, এ্যাঁ? চা-ও বন্ধ করবে নাকি?

মাধুরী॥ উচিত। কথা ছিল এক কাপ চা সকালে, এক কাপ বিকেলে। সেটা বাড়িয়ে দশ কাপ করেছ। বেজায় দুষ্টু।

সমরেশ॥ চা না হলে চলবে না। স্টিমুলেন্ট চাই। নইলে লেখা বেরুবে না।

ডাক্তার॥ কি লিখছ এখন সমরেশ?

সমরেশ॥ (*মৃদু হাসিয়া*) Story of a perfect murder! একটি নিখুঁত খুনের কাহিনী।

ডাক্তার॥ নিখুঁত অর্থে ধরা না পড়ে এমন।

সমরেশ॥ নিশ্চয়ই। ধরা না পডলে খুন মহাবিদ্যা।

ডাক্তার॥ সে কি হে?

সমরেশ॥ হ্যাঁ। খুন হোল নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার, আত্মসত্তাকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করার একটা উপায়। একটা জীবন শেষ করে দেয়ার অর্থ হোল এই বিশাল জাগতিক ছক থেকে একটি গুটিকে বাহুবলে সরিয়ে দেওয়া। ব্যস, পুরো দাবাখেলাটা বেচাল, বেসামাল হয়ে গেল। একটা বিশাল মেসিন থেকে একটা স্ক্রু সবিয়ে নেওয়া। একটা ইউনিট, একটা সজ্ঞান ঐক্যকে মুছে ফেলা। ভগবানেব অঙ্ক-কষা ভুলপথে চলে গেল হে। চিত্রগুপ্তের খাতা ওলটপালট হয়ে গেল।

[*টেবিলে অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নাড়িতে লাগিল; ডাক্তার ও মাধুরী দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।*]

ডাক্তার॥ আর যে খুন কবল তাব বিবেক?

সমবেশ॥ বিবেক? বিবেক তো কাপুরুষের ওজব হে। ভয় একটা আছে, ধবা পডাব ভয়। তবে পুরো সমাজকে ঘোল খাওযাতে পারে এমন খুনী নিশ্চয়ই আছে। আমাব নায়ক বুদ্ধদেব তা-ই।

ডাক্তার॥ (*হাসিয়া*) নাম দিয়েছ বুদ্ধদেব? খুনীর নাম?

সমরেশ॥ ইচ্ছে করে। এ যুগের বুদ্ধদেবের হাতে থাকবে আয়ুধ। মারকে তিনি মার দিয়েই টিট করে দেবেন।

মাধুরী॥ গান শোনা যাক একটু—বে·বিবাই-এর—

ডাক্তার॥ (*হাত তুলিয়া মাধুরীকে নিষেধ করিয়া*) ধরা পড়ে না এমন খুন কি সম্ভব?

সমরেশ॥ অনেক খুনেরই কিনারা হয় নি।

ডাক্তার॥ কিন্তু ক্লু থাকেই। সে সূত্রগুলি অনুসরণ করতে পাবে এমন বুদ্ধি পুলিশের থাকে না বলেই—

সমরেশ॥ ওটা একটা কুসংস্কার। কনান ডয়েল, অষ্টিন ফ্রীম্যান, চেস্টার্টন, সবাই নিয়েছেন সমাজের পক্ষ। বেপরোয়া, নিঃসঙ্গ, বীর সমাজবিরোধীব পক্ষে একটি কথাও এরা কোনদিন লিখে গেলেন না। তার কথা বলব আমি—সমরেশ সান্যাল। হোম্‌স্, থর্নডাইক, ফাদার ব্রাউনের জবাব হোল বুদ্ধদেব চৌধুরী। ওরা ধরুক দেখি বুদ্ধদেবকে।

ডাক্তার॥ Confidence তো খুব। আচ্ছা তোমার বুদ্ধদেবের কাজের পদ্ধতিটা কি রকম?

সমরেশ॥ কেন, তুমি আবার খুনোখুনির পদ্ধতি নিয়ে কি করবে? ইন্‌জেকশন দিয়ে খুন করো তোমরা, তোমাদেরটা হোলো আইনসম্মত, বৈধ হত্যা।

ডাক্তার॥ I am interested. শুনিই না!

সমরেশ॥ (চায়ে চুমুক দিয়া) জেম্‌স্‌ হিল্টন একটা ছোট গল্পে বলেছিলেন—খুন লুকোবার শ্রেষ্ঠ উপায় হোলো অস্ত্রটা একেবারে লোপাট করে দেয়া। অবশ্য তাঁর নায়ক বোকার মতন চলন্ত ট্রেন থেকে কুঠারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোপাট করতে চেয়েছিল। বুদ্ধদেব তার চেয়ে চালাক; সে এমন অস্ত্র ব্যবহার করে যাকে অস্ত্র বলে ভুল করবারই কোন উপায় থাকে না গোয়েন্দা বেচারার। এটা হোলো গে তোমার এক নম্বরের সতর্কতা— অস্ত্র লোপাট। আর একটু চা দাও দিকি মাধুরী।

[মাধুরী চা ঢালিতে থাকে।]

ডাক্তার॥ দু নম্বর ?

সমরেশ॥ দু নম্বর হোলো—Corpus delicti, লাস। ঐ লাসকে ল সই লোপাট। এই লাস লুকোতে গিয়েই বেচারারা ধরা পড়ে। বুদ্ধদেবের লুকোবার কায়দাই অন্য।

ডাক্তার॥ যথা ?

সমরেশ॥ বাস্তবে এবং সাহিত্যে হত্যাকারীর একমাত্র সাধনা হোলো কি করে লাসটাকে দূরে ফেলে আসা যায়। কনান ডয়লের এক খুনী তো রেলগাড়ীর ছাদে তুলে দিয়েছিল লাস, ট্রেনে চড়ে সে লাস চলে গেল বহু যোজন দূরে। কিন্তু সে ধরাও পড়ল সেইজন্যে। বুদ্ধদেব জানে ওটা বোকামি, ওটা মুহূর্তের স্নায়বিক দৌর্বল্যপ্রসূত। না——লাস থাকবে খুনীর কাছেই, খুনীর বাড়িতে, সম্ভব হলে তার খাটের তলায় বা আলমারীর মধ্যে। পুলিশের বাবাও কখনো ভাবতে পারবে না এমনি অবহেলায় সকলের চোখের ওপর পড়ে আছে লাস। আর লাস পাওয়া না গেলে no case no prosecution!

ডাক্তার॥ (হাসিয়া) ব্রাভো, থিওরেটিক্যালি সবই বেঁধে ফেলেছ যে, সমরেশ, এ্যাঁ ?

সমরেশ॥ (মৃদু হাসিয়া) হ্যাঁ, এবার প্র্যাকটিক্যালি করে দেখলেই হয়।

মাধুরী॥ (আড়ষ্ট হাসির সহিত) যাও, আর পাগলামি কোরো না। দাদা খেলবে নাকি ? ডাক্তারবাবুর সময় হবে ?

ডাক্তার॥ না গো, রুগী বসে আছে।

সমরেশ॥ হ্যাঁ, আমারো মন বসবে না। লেখাটা এগিয়ে নিতে হবে।

ডাক্তার॥ চলি তাহলে। আগামী সপ্তাহে আসব একবার।

[সদর দ্বার পর্যন্ত গিয়ে ফেরেন।]

সমরেশ, একটা প্রশ্ন আছে।

সমরেশ॥ বলো।

ডাক্তার॥ সমরেশ সান্যাল কি এখন থেকে "মরণের হাতছানি" সিরিজের রচয়িতা হয়ে গেল ?

[সমরেশ হাসিয়া উঠিল।]

সমরেশ॥ কেন, ভাল উপন্যাস তো লিখে দেখেছি। বড়জোর দু'সংস্করণ হয়েছে। বনফুলের "স্থাবর" ক'সংস্করণ হোলো ডাক্তার ?

ডাক্তার॥ তবু লেখার আদর্শ বলে একটা জিনিস থাকা উচিত।

সমরেশ॥ সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছি কে বললে তোমাকে ? ঐ খুনের গল্পের মধ্যেই লুকিয়ে থাকবে সমাজের ধ্বসে যাওয়া মূল্যবোধের প্রতীকচিত্র। মানুষ যখন মানুষকে

খুন করে তখন সে নিজেকেও করে নির্যাতন—নিজেকে একটা বৃহত্তর ভয়ঙ্কর রূপ দিতে গিয়ে সে করে নিজেকে বঞ্চনা—এটাই তো সমাজের ট্র্যাজেডি। খুনের গল্পটা খোলসমাত্র ডাক্তার, মসিয় ভের্দুর নারীহত্যার মতন। আধুনিক নগর-সভ্যতায় মানুষের কুৎসিত মনস্তত্ত্বকে রূপ দেব আমি, বুঝলে ?

[উঠিয়া ডাক্তারের নিকট আসে।]

অবশ্য অনেকে বুঝবে না। তারা আমার বইকে বলবে পলায়নপর সাহিত্য। বলুক। তাদের কাছে আমার জবাব হোলো—বেশ করেছি। পয়সা রোজগার করার জন্য আত্মবিক্রয় করেছি।

ডাক্তার॥ ব্যর্থতার জ্বালায় কথা বলছ না তো ?

সমরেশ॥ তোমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যদি এ সিদ্ধান্তই জেগে ওঠে, তবে তা ই। আমি এইচ. জি ওয়েলস-এর জনপ্রিয় সাহিত্য রচনার উপদেশ অনুসরণ করছি মাত্র—প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম লাইনেই নিয়ে এস এক সুন্দর নারীকে, আর তার পরের দশ লাইনেই ঘুচিয়ে দাও তার আবরণ, ব্যস, কুড়িটি সংস্করণ নির্ঘাৎ।

ডাক্তার॥ (হাসিয়া) Incorrigible' You are incorrigible' চলি হে, আগামী সপ্তাহে দাবা খেলা যাবে একহাত। সিসিলিয়ান ডিফেন্স ভাঙবার কায়দাটা এখনো শেখালে না হে সমরেশ।

[কথা বলিতে বলিতে দুইজনে বাহিরে চলিয়া যায়, মাধুরীর মুখে যেন আশঙ্কা ঘনাইয়া আসে. জোর করিয়া সে তাহা দূর করিয়া প্রত্যাগত স্বামীকে হাসিমুখে সম্বোধন করে—]

মাধুরী॥ সন্ধ্যাবেলা থিয়েটার দেখতে যাবে ?

সমরেশ॥ কোথায় ?

মাধুরী॥ মিনার্ভায়। ভাল নাটক আছে। ও বাড়ির ডলিরা বলছিল।

সমরেশ॥ অতদূরে গিয়ে নাটক দেখাব . তুমি যাও, কেমন ? আমি বরং লেখাটা নিয়ে.. তোমার স্কুলে স্কুল নেই ?

মাধুরী॥ স্কুল ছুটি। আজ রবিবার।

সমরেশ॥ কিছু মনে করলে না তো, মাধুরী ?

মাধুরী॥ রোগা হয়ে যেও না, বুঝলে ? এখন লিখবে নাকি ?

সমরেশ॥ একটু পরে। চা দাও তো।

[মাধুরী চা ঢালিতে থাকে।]

মাধুরী॥ তাস খেলবে ?

সমরেশ॥ দূর, তুমি তো কিস্যু খেলতে পারো না। দাবা তো কথাই নেই।

মাধুরী॥ একা বসে পেশেন্স খেলো তবে।

সমরেশ॥ তা খেলতে পারি। কিন্তু আমি লোকটা নেহাতই বদমাইস হয়ে গেছি, মাধুরী। সততা, morality একেবারে নেই

মাধুরী॥ ওঃ!

সমরেশ॥ হ্যাঁ—সেদিন পেশেন্স খেলতে বসে চুরি করছিলাম। নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে গেলাম।

মাধুরী॥ (হাসিয়া) তবু খেলো। নিয়ে আসছি তাস—

[*সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উপরে যাইবার উপক্রম করিতেই রেলিং-এর বড় গোল বর্তুলটা আলগা হইয়া আসিল—তলায় সুদীর্ঘ গজাল।*]

বাপস্! পায়ে পড়লে আর দেখতে হবে না। এটা জোড়া দিয়ে রাখবে না, সমর?

সমরেশ॥ হ্যাঁ পুটিং এনে রেখিছি। করে দেব আজ। In the meantime একটু সন্তর্পণে চলাফেরা করো, বুঝলে? অমন দাপাদাপি করলে চমকে উঠি।

[*মাধুরী উপরে চলিয়া যায়। মৃদুকণ্ঠে সমরেশ বলে।*]

হস্তিনী! (*তাহার পর উচ্চকণ্ঠে*) মহাদেব! মহাদেব! (*মহাদেব আসে*) ট্রেটা সরাতে পারিস না? সব সময় গাঁজা খেলে চলে না। ঝাঁট দিয়েছিস?

মহাদেব॥ হ্যাঁ। বৌদি ওঘরটার চাবি চাইছিলেন—

সমরেশ॥ তোর কাছে একটা চাবি ছিল না ওঘরের?

মহাদেব॥ ছিল তো—পাচ্ছি না—কদ্দিনের কথা। পুরোনো সিন্দুকগুলো ওর মধ্যে পুরে রাখবে—

[*মাধুরী নামিয়া আসে।*]

মাধুরী॥ এই নাও তাস।

সমরেশ॥ ও ঘরটার চাবি আছে উপরের বড় বাক্সে। বাঁ দিকটায়। বার করে নিও।

মাধুরী॥ বেশ।

সমরেশ॥ এই হতভাগার কাছে ছিল একটা spare চাবি—গাঁজাখোর হারিয়েছে।

[*মহাদেব বাহির হইয়া যায় মাধুরী সিঁড়ির তলায় ক্ষুদ্র কক্ষের সামনে গিয়া দাঁড়ায়।*]

মাধুরী॥ ঘরটায় কি আছে সমর?

সমরেশ॥ বাবা ছবি আঁকতেন। সেই কয়েকটা পুরোনো ছবি, ক্যানভাস, ইজেল।

[*তাস পাতিয়া পেশেন্স খেলা সুরু করে।*]

মাধুরী॥ তোমার বাবা কবিও ছিলেন, না?

সমরেশ॥ হ্যাঁ।

মাধুরী॥ বাড়ি দেখেই বোঝা যায়। সহর থেকে দূরে ছবির মতন ছোট বাড়িখানা।

সমরেশ॥ এখানে থাকতে তোমার খারাপ লাগছে না, মাধুরী?

মাধুরী॥ খারাপ? তুমি থাকতে?

[*স্বামীর পাশে বসে।*]

তোমার সঙ্গে বোধহয় নরকে থাকতেও খারাপ লাগবে না।

সমরেশ॥ (*এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া*) তুমি—তুমি বড় বেশি ভালবাসো, মাধুরী, অমন উজাড় করে কাউকে দিতে নেই।

মাধুরী॥ কেন? ঠকব?

সমরেশ॥ পাচ্ছ কি যে দিচ্ছ অমন করে? আমাকে—আমাকে কি সম্পূর্ণ করে পেয়েছ কখনো?

মাধুরী॥ (*গম্ভীর হইয়া*) তা ঠিক পাইনি। তোমার সব কথা আমায় খুলে বলবে না, সমর?

[*সমরেশ তাস খেলিতে থাকে।*]

জানি তুমি নিজেই একদিন বলবে। সময় এলে বলবে। এটুকু শুধু আশ্বাস দাও, সমর, এমন কোন ভীষণ কুৎসিত কিছু বলবে না যার জন্যে মনে হবে আমাদের জীবন শ্মশান হয়ে গেল। বলো বলবে না?

সমরেশ॥ (*স্ত্রীকে একমুহূর্ত লক্ষ্য করিয়া*) না। কথা দিচ্ছি তোমায়—এমন কিছুই করি নি যার জন্যে লজ্জায় তোমার মাথা নীচু হয়ে যাবে।

মাধুরী॥ উঃ বাঁচালে, সমর। সত্যি বলছি—জীবনের অর্থ খুঁজে না পেলে আমি বোধ হয় মরে যাব। বঞ্চনা আর অসত্যের উপর ঘর বাঁধতে আমি চাই না, সমর।

সমরেশ॥ (*ব্যাকুলস্বরে*) না, না, সত্যি বলছি, আমার জীবনে জঘন্য কিছু নেই। সে দুঃখ তোমাকে পেতে হবে না, কখনো না।

[*দরজায় করাঘাত।*]

আঃ, কে এল? বন্ধুবান্ধব সহ্য করতে পারি না—এখানে পালিয়ে এসেও নিস্তার নেই।

মাধুরী॥ দেখছি, অমন অস্থির হয়ো না।

[*দ্বারোদ্ঘাটন করিতে স্থূলকায় তারাপদ বাঁড়ুয্যে প্রবেশ করেন।*]

তারা॥ ঈশ্বর ধূর্জটি সান্যাল মহাশয়ের পুত্র সমরেশ সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি তার পিতৃবন্ধু ও প্রতিবেশী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[*অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমরেশ উঠিয়া নমস্কার করে।*]

সমরেশ॥ আসুন।

তারা॥ তুমিই বুঝি। তা এতকাল পরে যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তখন নির্জনে বাস করে মনটাকে শুচি করে নেয়ার উদ্দেশ্যেই যখন প্রত্যাবর্তন তাই—এটি কে?

সমরেশ॥ আমার স্ত্রী মাধুরী!

তারা॥ ছেলেপুলে কটি?

সমরেশ॥ নেই।

তারা॥ তুমি বুঝি লেখোটেখো?

সমরেশ॥ লিখিও বটে, টিখিও বটে।

তারা॥ হ্যাঁ, লেখার ফলে মানসলোকের যে অনির্বচনীয় উন্নতি হয়, সেটাকে অবলম্বন করার জন্যেই যেহেতু ত্বদীয় পরিশ্রমের একান্ত ফললাভ, সেহেতু প্রতিবেশী হিসেবে ভাবলাম তোমার যাবতীয় সুখ-দুঃখের ভাগীদার তথা অস্মদাদির মতন দীন ব্যক্তির প্রতি যেহেতু আমি পিতৃবন্ধু সেহেতু তোমাদের খবর কি?

[*সমরেশ তাস খেলিতে থাকে, মাধুরী হাসি চাপিয়া কহে।*]

মাধুরী॥ গুছিয়ে নিতে সময় লাগছে।

তারা॥ লাগাই স্বাভাবিক। তোমার ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায় কি করে?

মাধুরী॥ আমাদের ছেলেমেয়ে নেই।

তারা॥ কেন?

[*মাধুরী জবাব দেয় না দেখিয়া সমরেশ কহে।*]

সমরেশ॥ সময়াভাব।

তারা॥ সাহিত্যের যূপকাষ্ঠে উৎসর্গীকৃত জীবনের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তার কথঞ্চিৎ

সমগ্নাভাবেব সঙ্গে সঙ্গেই হাডে হাডে টেব পাওযা যায় কি পবিমাণ দূবদর্শিতাব সঙ্গে কালক্ষেপণেব ষডযন্ত্র। সময আমিও একটুও পাইনে।

সমবেশ॥ সে তো দেখাই যাচ্ছে।

তাবা॥ শ্রাবণ মাসেব আকাশে মেঘ যেহেতু প্রচুব, সেহেতু কিঞ্চিৎ অবসব মেলে।

মাধুবী॥ কেন, আকাশেব সঙ্গে কি সম্বন্ধ?

[*তাবাপদ হাসিলেন।*]

তাবা॥ আমি একজন জ্যোতির্বিদ। বাডিব ছাদে দূববীণ বযেছে, তাই দিযে আকাশেব বহস্যভেদেব লক্ষ্য যেহেতু—

সমবেশ॥ আবাব যেহেতু!

মাধুবী॥ তাবা দেখেন বুঝি?

তাবা॥ নক্ষত্রাবলিব আসা যাওযা, উদয় অস্ত, যেহেতু অতি বহস্যজনক, সেহেতু অনুধাবন কবে, আমি গবেষণা কবে প্রমাণ কবছি যে এই আবির্ভাব তিবোভাবেব মধ্যেই যখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানেব আদি সত্য নিহিত, তখন এসব অতি বহস্যজনক। বর্তমানে নিবীক্ষণ কবছি শিবগঙ্গা।

সমবেশ॥ শিবগঙ্গা?

তাবা॥ হ্যাঁ। শ্রাবণ মাসে বাত চাবটা নাগাদ শিবগঙ্গা দেখা যায পূব দিকে। শিবগঙ্গা অর্থে সুবগঙ্গাব অংশ। সুবগঙ্গাব পশ্চিমে কালপুরুষ, দক্ষিণে কিবাত। রুদ্রেব মাথাব উপব দিযে সুবগঙ্গা প্রবাহিত। ঋগবেদে শিবগঙ্গাব নাম ছিল দেবযান। এইপথ দিযে দেবগণ স্বর্গ ও মর্তে গমনাগমন কবতেন। বুঝলে?

সমবেশ॥ জলেব মতন।

তাবা॥ একদিন ছেলেমেযেদেব নিযে চলে এস—দেখাবো। তাবা চেনাবো। ঐ তো—

[*গবাক্ষপথে নির্দেশ কবিলেন।*]

ঐ যে আমাব বাডি। ঐ যে আলো জ্বলছে ছাদে—ঐখানেই স্থাপন কবেছি বিবাট এক দূববীক্ষণ, কেন না মহাকাশেব নিত্যলীলাব পাঠোদ্ধাবেই যখন আমি নিবিষ্ট তখন সর্বদিক বিবেচনা কবে ঐ তাস নিযে যে কেমন কবে লোক সময কাটায় ভেবেই পাই না।

সমবেশ॥ আমিও না।

তাবা॥ আমাব এক ছেলে আছে। একমাত্র ছেলে। সেও খেলে। বাতদিনই খেলে। সে গোল্লায গেছে।

মাধুবী॥ তাকে ধবে তাবা চেনান না কেন?

তাবা॥ চেনাতে প্রযাস পেযেছি; তাতে বিপদ গেছে বেডে। শুযোবেব বাচ্চা দূববীণ কষে পবেব বাডিব ভেতবে মেযেছেলে দেখে, এতবড বজ্জাত, হাবামজাদা, পিতৃঘাতী চোব সে, চলি। একদিন এস—ছেলেমেযেদেব নিযে। ক'টি বললে যেন?

[*বলিতে বলিতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হন; মাধুবী দ্বাব রুদ্ধ কবিযা খিল খিল কবিযা হাসিযা উঠে।*]

সমবেশ॥ সর্বনাশ! এমনিভাবে এক এক কবে প্রতিবেশীব আবির্ভাব হবে নাকি?

মাধুবী॥ তা এসে পড়লে কি আব কবা যায় বলো।

সমরেশ॥ *হঠাৎ* একদিন ওদের উপর দিয়েই খুনের এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করে বসব বলে দিলাম।

[*বলিতে বলিতে সে পাণ্ডুলিপি খুলিয়া কলম বাহির করে।*]

তারা চেনাবে!

মাধুরী॥ সত্যি, একদিন গেলে হয় ওদের বাড়ি। (*নীরবতা*) লিখবে?

সমরেশ॥ হুঁ। (*সহসা*) আচ্ছা, চিৎকারটা চেপে দেওয়া যায় কি করে?

মাধুরী॥ এ্যাঁ!

সমরেশ॥ আঘাত এলেই অসমর্থ, দুর্বল মানুষ যে চীৎকারটা করে ওঠে, সেই যন্ত্রণার অভিব্যক্তিটাকে, অক্ষমের সেই শেষ বিক্ষোভটাকে টিপে না মারতে পারলে ধরা পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে।

[*উঠিয়া পায়চারি করে; মাধুরী চকিত হইয়া উঠে।*]

মাধুরী॥ বেড়াতে যাবে? চলো না, ডলিদের বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, দুজনেই যাই।

সমরেশ॥ না, তুমি যাও। জলকাদা ভেঙে বেডাবাব সুখ নেই।

[*বলিতে বলিতে সে রেডিওগ্রামে ভর দিয়া চিন্তা করিতে থাকে।*]

মাধুরী॥ তুমি একা থাকবে?

সমরেশ॥ হ্যাঁ।

মাধুরী॥ আমি আধ ঘন্টাব মধ্যেই ফিরে আসছি। দুষ্টুমি কোবো না কিন্তু, কেমন?

[*সমরেশ জবাব দেয় না, একটি নূতন চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, সে দ্রুত লিখিতে আরম্ভ কবে। মাধুরী শব্দ না করিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া যায়। সমরেশ কয়েক লাইন লিখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, জানলা দিয়া একবার বাহিরে দৃকপাত করিয়া সে কার্পেটের তলা হইতে এক প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়া একটি ধরায় এবং মনের আনন্দে সুখটান দিতে থাকে।*]

সমরেশ॥ আঃ, বাঁচলুম।

[*কড়া নড়িয়া উঠে; সমরেশ তড়িৎগতিতে সিগারেট ফেলিয়া দেয়, তাহার পব বিরক্তমুখে দরজা খুলে—তাহার পব বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় পিছু হটিয়া আসে; প্রবেশ কবে সুজাতা। হাতে ছাতা।*]

সুজাতা!

সুজাতা॥ হ্যাঁ। সশরীরে! সূক্ষ্ম দেহে নয়।

[*কক্ষ পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে সুজাতা আসন গ্রহণ করে।*]

না কি, ভেবেছিলে মরে গেছি?

সমরেশ॥ কি চাও?

সুজাতা॥ (*হাসিয়া*) চেয়েছিলাম অনেক কিছুই; তোমার দানের মহিমা দেখেই বুঝেছি চেয়ে লাভ নেই, কেড়ে নিতে হবে। বাব্বা! একেবারে এই পাতিপুকুরে! আমার ভয়ে! কেন সমর, আমি কি এতই ভয়ানক?

সমরেশ॥ (*পূর্ববৎ একই স্থানে আড়ষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান*) কি চাও তুমি?

সুজাতা॥ ভাঙা রেকর্ডের মতন একই কথা বারবার বলে চলেছ কেন?

সমরেশ॥ আজ এতদিন পরে হঠাৎ যখন এসে উপস্থিত হয়েছ তখনই বুঝতে হবে কোনো সর্বনাশা মতলব তোমার মাথায় খেলছে।

সুজাতা॥ তা খেলছে।

সমরেশ॥ কি মতলব?

সুজাতা॥ টাকা চাই।

সমরেশ॥ কেন, স্বামী আর টাকা দেয় না বুঝি?

সুজাতা॥ স্বামী কে?

সমরেশ॥ কেন, দীপংকর—যার জন্যে নির্মমভাবে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে?

সুজাতা॥ ও, হ্যাঁ, দীপংকর—মনে থাকে না, বুঝলে না। নামগুলো সব গুলিয়ে যায়—অবশ্য ডায়রিতে টোকা আছে। তা দীপংকরের সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে অনেকদিন।

সমরেশ॥ (*অগ্রসর হইয়া*) You are evil! আমি জানতাম তুমি সবার সর্বনাশ করবে। যে তোমার সংস্পর্শে আসবে তারই সর্বনাশ হবে।

সুজাতা॥ (*হাসিযা*) হ্যাঁ ক্লিওপেট্রা আর আমি, আমাদের একই স্বভাব।

সমরেশ॥ এখন কার ঘর আলো করছ?

সুজাতা॥ সাগর সেনের নাম শুনেছ?

সমরেশ॥ না, তোমাব গুণমুগ্ধদের নাম জানবার কোনো সুযেগ আমার নেই।

সুজাতা॥ সাগর সেন ওরফে পঞ্চানন, ওরফে ফারুক মহম্মদ। পুলিশের খাতায ওর নাম সবার ওপরে।

সমরেশ॥ সে এখন তোমার স্বামী!

সুজাতা॥ হ্যাঁ। এবং সে আর টাকা দিচ্ছে না।

সমরেশ॥ তাই আমার কাছে?

সুজাতা॥ হ্যাঁ, টাকা আমার চাই। বেশি নয়।

সমরেশ॥ বেশি কেন, সামান্য টাকাও আমার নেই।

সুজাতা॥ তোমার বউয়ের আছে।

সমরেশ॥ (*ক্রোধে কিয়ৎকাল হতবাক থাকিয়া*) সব খবরই নিয়েছ!

সুজাতা॥ নিশ্চয়ই। আঁটঘাট না বেঁধে তোমাব পেছনে লেগেছি মনে কর? চাকরি করে, টাকা জমেছে নিশ্চয়ই।

সমরেশ॥ বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

সুজাতা॥ (*হাসিয়া*) আমাকে এখনো চেনোনি, সমর।

[*সমরেশ অর্ধপথে থামিয়া যায়।*]

তোমার বউয়ের সঙ্গে তবে দেখা করতে বলছ?

সমরেশ॥ Blackmail করছ? Plain straightforward, shameless blackmail?

সুজাতা॥ হ্যাঁ! সেই চিঠিগুলোর কথা মনে আছে? সেই আবেগময়, কামনাময় চিঠিগুলো?

সমরেশ॥ যৌবনের পাগলামি ও দেখিয়ে মাধুরীকে—

সুজাতা॥ (*ব্যাগ ঘাঁটিতে থাকে*) ভুলে যাচ্ছ, ভুলে যাচ্ছ, সমর। পরের চিঠিক'টায়

সবই লেখা আছে। চিরকালই তুমি বেহায়া। চিঠিতে সবই লিখেছিলে—চিঠিগুলোকে আমাদের দৈহিক সম্পর্কের আনুপূর্বিক রোজনামচা বলা চলে। সেগুলো দেখলে যে কোন পতিগতা নারীর হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। আর তার ওপর দূর থেকে যতটা দেখছি মনে হচ্ছে মাধুরীর মতন কোমলপ্রাণা, ছিঁচ-কাঁদুনী মেয়ে এ যুগে দুর্লভ। চিঠি পড়ে সে যে আঁৎকে উঠবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

[*সমরেশ অকস্মাৎ দ্বারে খিল দিল।*]

সমরেশ॥ দেখি তোমার ব্যাগ।

[*সুজাতা উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।*]

সুজাতা॥ না, না, খুঁজছি লিপস্টিকটা। চিঠিগুলো সঙ্গে এনেছি, এতই বোকা ভাবো আমায়? সেগুলো রয়েছে আমার শোবার ঘরের এক গোপন দেরাজে। সাগর যখন বাড়ি থাকে না তখন সেগুলো খুলে খুলে পড়ি আর সারা শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

সমরেশ॥ (রুদ্ধশ্বাসে) কত টাকা চাই তোমার?

সুজাতা॥ পাঁচ হাজার পেলেই চিঠিগুলো তোমার পায়ে নিবেদন করব, হোমাগ্নি জ্বেলো।

সমরেশ॥ পাঁচ হাজার! কোথায় পাব?

সুজাতা॥ বললাম যে, বউয়ের কাছে চাও। একটা ছুতো বার কোরো এখন, কেমন?

সমরেশ॥ পারব না, মাধুরীর কাছে মিথ্যে বলতে পারব না।

সুজাতা॥ খুব ভাল। আমিও তো তাই বলি। মাধুরীকে সত্যি কথাগুলো সব খুলে বলি, চিঠিগুলো দিই, ও সব জানুক, বুঝুক—

[*বলিতে বলিতে সে রওনা হয়।*]

সমরেশ॥ কোথায় যাচ্ছ?

সুজাতা॥ বাড়ি। চিঠিগুলো আনতে।

সমরেশ॥ সুজাতা! সুজাতা! আমি মিনতি করছি তোমায়। এভাবে আমাদের সংসারটা ভেঙে দিও না। বেচারী মাধুরী, সইতে পারবে না—কিছুতেই পারবে না—

সুজাতা॥ আমিও তো তাই বলছি, সইতে পারবে না। তাই পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করো।

সমরেশ॥ একবার আমার সর্বনাশ করেছ, আমি গলায় দড়ি দিয়েছিলাম তোমার জন্যে। আবার এসেছ?

সুজাতা॥ আর আমার দিকটা তুমি দেখেছ?

সমরেশ॥ সব দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম, but you broke my heart, আমার বুক ভেঙে দিয়েছিলে, সুজাতা, দীপংকরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে।

সুজাতা॥ হ্যাঁ। আমি চেয়েছিলাম আশ্রয়, শান্তি, নিরাপত্তা। আর তুমি ছিলে স্বপ্ন দেখা মূর্তিমান অনিয়ম। তোমার প্রতিভা ছিল, সাংসারিক জ্ঞান ছিল না, সংসার গড়ে তোলার হিসেবি বুদ্ধি ছিল না। খ্যাতি নিয়ে কি ধুয়ে খাব? তোমাকে যতবার বলতে চেষ্টা করেছি তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছ। তাই বাধ্য হয়ে তোমাকে ছেড়েছিলাম। অবশ্য দীপংকরও পালালো আমায় ছেড়ে। তারপর থেকে শুধুই খুঁজছি একটু শান্তি। পাচ্ছি না। এখন যার হাতে গিয়ে পড়েছি—উঃ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

[*কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া*—]

এ সমাজে মেয়েদের ভুলচুকের কোন ক্ষমা নেই। বেশ, ক্ষমা যখন নেই, তখন ক্ষমার অপেক্ষাও রাখব না। ও টাকা আমার চাই, সমর, আমাকে সাগরের হাত ছাড়িয়ে পালাতে হবে।

সমরেশ॥ আমি অসুস্থ, সুজাতা। আমাকে শুশ্রূষা করে ভাল করে তুলছে মাধুরী। কেমন করে আমি তাকে এতবড় আঘাত দেব? কলেজে থাকতে যে ভুল করেছিলাম—

সুজাতা॥ সে ভুলের ক্ষমা নেই, সমর। আমার ভুলের যদি ক্ষমা না থাকে তবে তোমার ভুলেরও থাকবে না। ও টাকা আমার চাই।

[*সমরেশ হঠাৎ হাতে মুখ গুঁজিয়া ফেলে।*]

ছিঃ, কাঁদছ? তুমি না পুরুষমানুষ।

সমরেশ॥ (*অস্ফুটস্বরে*) আমায় একটু ভাবতে দাও। একটু, একটু সময় চাই। এক সপ্তাহ।

সুজাতা॥ না। চব্বিশ ঘণ্টা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো সময়ে আমাকে টেলিফোন কোরো, সমর। নইলে কাল এমন সময়ে মাধুরীর হাতে চিঠির তাড়া গুঁজে দেব বুঝলে?

সমরেশ॥ হ্যাঁ, বুঝেছি।

[*মাথা তুলিল; শান্ত মুখ, শুধু চোখে অসুস্থ দৃষ্টি। সুজাতা ঈষৎ ঘাবড়াইয়া যায়।*]

সুজাতা॥ লিপস্টিকটা কোথায় যে ফেললাম?

সমরেশ॥ ফোন নম্বরটা?

সুজাতা॥ ফোর সিক্স্ জিরো জিরো টু ফোব।

[*সমরেশ তাহা খাতায় টুকিয়া লইল।*]

দেখ সমর, টাকাটা আমার চাই, নইলে দিনেরাত্রে মার খেতে খেতে সাগরের হাতেই আমি শেষ হয়ে যাব। অনেক ভেবেচিন্তে—

সমরেশ॥ (*কর্কশস্বরে*) এখন আর নয়, যাও। মাধুরীর আসার সময় হয়েছে। আজকেই তোমায় ফোন করব।

[*সুজাতা এবার চমকাইয়া উঠিল। তাহার পর একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল। সমরেশের চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।*]

নিষ্প্রদীপ

[*তিনটি টেবিল ল্যাম্পের সামান্য আলোকে কক্ষ আরো রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। ধীর পদক্ষেপে সমরেশ নামিয়া আসে, হাতে রক্তবর্ণ একটি কম্বল। কম্বলটি একটি সোফায় ফেলিয়া সে রেডিওগ্রাম খোলে, একখানি রেকর্ড বাছিয়া সে প্রস্তুত করিয়া রাখে। তাহার পর পকেট হইতে একটি বৃহদাকার চাবি বাহির করে—এমন সময়ে কড়া নড়িয়া উঠে। দ্রুত চাবি পকেটে পুরিয়া সমরেশ দরজা খোলে; সুজাতার প্রবেশ। কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে ছাতা বন্ধ করে।*]

সুজাতা॥ বাপরে বাপ, কি বৃষ্টি আর কি কাদা!

সমরেশ॥ ফোনে যা যা বলেছিলাম সব করেছ?

সুজাতা॥ হ্যাঁ। ট্রেন থেকে নেবে সাইকেল রিক্সা নিয়েছি; পোস্ট অফিসের সামনে নেমে মাইলখানেক হেঁটে এসেছি। এত আদিখ্যেতা কেন বুঝি না বাবা।

[সুজাতা বসে।]

সমরেশ॥ দরকার আছে।

সুজাতা॥ কি দরকার?

সমরেশ॥ আমি চাই না তোমার এখানে আসাটা জানাজানি হোক। কথা রটতে সময় লাগে না।

সুজাতা॥ টাকা যোগাড় করেছ?

সমরেশ॥ হ্যাঁ। চিঠিগুলো এনেছ?

সুজাতা॥ হ্যাঁ। তবে টাকা আগে চাই।

সমরেশ॥ দিচ্ছি।

সুজাতা॥ মাধুরী কই?

সমরেশ॥ ওবাড়ির ডলিদের সঙ্গে থিয়েটারে গেছে।

সুজাতা॥ বাঃ, সুবর্ণ সুযোগ।

সমরেশ॥ (গম্ভীর স্বরে) হ্যাঁ, সুবর্ণ সুযোগ। চা খাবে?

সুজাতা॥ নিশ্চয়ই!

[সমরেশ চলিয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরেই ট্রে লইয়া পুনঃপ্রবেশ করে।]

একি! স্বয়ং

সমরেশ॥ হ্যাঁ, চাকরটা গাঁজা খেয়ে পড়ে আছে। (চা ঢালিয়া) নাও, খাও।

সুজাতা॥ ঐ যে জানাজানির কথা বললে, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।

[সমরেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জানলা দিয়া বাহিরে দৃকপাত করিতেছিল।]

সমরেশ॥ অর্থাৎ?

সুজাতা॥ লোকে কি বলল না বলল সব নিয়ে মাথা ঘামানো আমি ছেড়ে দিয়েছি।

সমরেশ॥ হুঁ।

সুজাতা॥ ছটফট করছ কেন? বোসো না চুপ ক ।

সমরেশ॥ হ্যাঁ, বসছি।

[বসিয়া সে অন্যমনস্কভাবে কলম দিয়া খাতায় আঁক কাটিতে থাকে।]

সুজাতা॥ মাত্র কয়েকটা উজবুকের ভয়ে এই ঝড়ের রাতে আমাকে ডেকে পাঠালে?

সমরেশ॥ আচ্ছা, আজ সকালে যে এসেছিলে কে কে দেখেছে?

সুজাতা॥ কেন?

সমরেশ॥ বলো না।

সুজাতা॥ স্টেশনে কেউ দেখেছে হয়তো! নাঃ বোধহয় না, কারণ ভীড় ছিল প্রচুর। রিকশা পাইনি তাই হেঁটে এসেছিলাম। রবিবার, তাই রাস্তাঘাট নির্জনই ছিল।

সমরেশ॥ তোমার স্বামী?

সুজাতা॥ আরে বাপ, সে জানেই না। জানলে মেরে ফেলবে।

সমরেশ॥ তাহলে না সকালে না এখন—তুমি যে এখানে এসেছ হলপ করে কেউ বলতে পারবে না, কেমন?

সুজাতা॥ হ্যাঁ। বাবা, অত ভয়!

সমরেশ॥ ভয়? হ্যাঁ।

[*উঠিয়া দাঁড়ায়, তারপর একটি বাতি নিভাইয়া দেয়।*]

সুজাতা॥ তারপর? কেমন আছ, সমর? সকালে তো ঝগড়াঝাঁটি করেই সময় কেটে গেল! শরীর কেমন?

[*সমরেশ জানালার পর্দা টানিয়া দেয়।*]

সমরেশ॥ শরীর ভাল। এই মনটাকে নিয়েই মুস্কিল।

সুজাতা॥ কেন?

[*সমরেশ আর একটা বাতি নিভাইয়া দিল।*]

সমরেশ॥ ষড়যন্ত্র করে। কিছু একটা আকস্মিক, কিছু ভীষণ করে ফেলার জন্যে ক্ষেপে ওঠে, বাগ মানে না, পোষ মানে না। মাঝে মাঝে চলে যায়—আমার আয়ত্তের বাইরে।

[*রেডিওগ্রাম চালু করিয়া ভল্যুম চড়াইয়া দিতে ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ কক্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুরণিত হইতে থাকে। সমরেশ সরিয়া যায় সিঁড়ির নিকটে।*]

সুজাতা॥ অত জোরে দিয়েছ কেন? কমাও।

[*চায়ে চুমুক দেয়। সমরেশ রেলিং হইতে বর্তুলটা খসাইয়া হাতে নেয় এবং গুঁড়ি মারিয়া সুজাতার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায়। আর এক চুমুক দিতে উদ্যত হইয়াছিল সুজাতা—হঠাৎ পিছনে না তাকাইয়াও বুঝিতে পারে ভয়ানক একটা কিছু ঘটিতেছে—তাহার হাত হইতে কাপ খসিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। পাংশু মুখে সে কি যেন বলে, শোনা যায় না। পিছনে দৃষ্টিপাত করিতেই সমরেশ বর্তুল তুলিয়া আঘাত করে। চিৎকার করিয়া উঠে সুজাতা—গজাল আমূল বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু রেকর্ডের গান তাহাব কণ্ঠস্বরকে চাপিয়া দেয়। একবার এদিকে আর বার ওদিকে টলিয়া সুজাতা কার্পেটের উপব লুটাইয়া পড়ে। সমরেশ হাঁপাইতে থাকে; পিছাইয়া সে দেয়ালের নিকটে চলিয়া যায়। মুহূর্ত কাটে—সমবেশ প্রাণপণে নিজেকে স্থির করিয়া তুলে।*]

সমরেশ॥ Steady হও! Steady!

[*রেডিওগ্রাম বন্ধ করে।*]

হয়ে গেছে, মরে গেছে, এবার মাথা ঠাণ্ডা করে—।

[*অগ্রসর হইয়া সে সন্তর্পণে উঁকি মারে।*]

সুজাতা পাপের মাশুল দিয়েছে। এবার একটি একটি করে সূত্র মুছে ফেলতে হবে। Steadily, slowly।

[*চট করিয়া সে সুজাতার দেহেব উপর ঝুঁকিয়া পরীক্ষা করিয়া লয়।*]

হ্যাঁ, মরে গেছে। একি কাঁপছ কেন, সমরেশ? My boat sails freely both with wind and stream. Think on that and fix most firmly thy resolution. উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে! যাক্ গে, steady!

[*সে দ্রুত সরিয়া গিয়া লাল কম্বলখানা তুলিয়া লয় এবং আস্তে লাসের উপর তাহা নিক্ষেপ করে।*]
আর একটু, ব্যস।
[*বর্তুলটি তুলিয়া লইয়া সে রেলিংএ বসাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাঁপুনির চোটে দুইবার, তিনবার লক্ষ্যভেদ হয়।*]
কি করছ, সমরেশ? কতবার rehearsal করেছ, তবু পারছ না? বুদ্ধদেব চৌধুরী কি করত এ অবস্থায়?

Speed! O now for ever, farewell the tranquil mind! nonsense, মাথা ঠাণ্ডা করে।

[*বর্তুল যথাস্থানে বসাইয়া সে এক কাপ চা ঢালিয়া দ্রুত পান করিয়া লয়।*]
হ্যাঁ, এইবার। 'Tis but a man gone! a woman! Less, একটা ব্ল্যাকমেইলার, পাপিনী;
[*পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সে দ্রুত সিঁড়ির তলায় কক্ষদ্বারে প্রবিষ্ট করায়। চাবি ঘুরাইয়া টানিতেই, দরজা খুলিয়া গেল এবং হুড়মুড় করিয়া কি যেন তাহার গায়ে আসিয়া পড়িল। অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া সে একলাফে পিছু হটিয়া আসে। তাহার পরই সে অসুস্থ স্বরে হাসিয়া উঠে।*]
বাবার ছবি—আর ইজেল।

[*তৎপর হইয়া সে ইজেল ও ছবি আবার ভিতরে ফেলিয়া দেয়।*]
তুমি নার্ভাস হয়ে পড়ছ, সমরেশ। Come on, আর একটু।
[*প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া সে সুজাতার কম্বল মোড়া দেহ তুলিয়া লয় এবং টলিতে টলিতে গুদাম অভিমুখে অগ্রসর হয়। এমনি সময় কড়া নড়িয়া উঠে। ভীষণ ভয়ে লাস স্কন্ধে লইয়া সে কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া থাকে। পুনরায় কড়া নড়িয়া উঠে—এবং ক্যাঁচ শব্দ করিয়া সদর দরজা খুলিতে আরম্ভ করে। ধড়াস করিয়া দেহটি সোফায় নিক্ষেপ করিয়া একলাফে সমরেশ দরজার সামনে গিয়ে পড়ে—কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিবার পূর্বেই কক্ষে প্রবেশ করেন—তারাপদবাবু।*]

তারা॥ (*হাসিয়া*) ডিস্টার্ব করলাম না তো?

সমরেশ॥ ডিস্টার্ব? না, ডিস্টার্ব কোথায়? কি চাই?

তারা॥ মেঘ কেটে যেতেই, যেহেতু একাগ্রমনে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাধনায় বসে বসে মেঘ কাটার প্রতীক্ষাতেই আমার সাধনা, সেহেতু আমি দেখলাম।

সমরেশ॥ (*ঈষৎ কষ্টস্বরে*) কি দেখলেন আপনি?

তারা॥ দেখলাম শিবগঙ্গা। তার পাশে শ্রবণা, শ্রবণার দক্ষিণে বৃশ্চিক। শ্রবণা জানো তো? শ্রবণা বিষ্ণু নক্ষত্র।

সমরেশ॥ অভিনন্দন জানবেন। কিন্তু এখানে কি মনে করে?

[*আর আধ হাত অগ্রসর হইলেই লাশ তারাপদর দৃষ্টিগোচর হইবে।*]

তারা॥ পুলকিত চিত্তের পুলক যেহেতু অনির্বচনীয় আনন্দের নামই হচ্ছে সাফল্যের পুলক সেহেতু বউ কোথায়?

সমরেশ॥ থিয়েটার দেখতে গেছে।

তারা॥ ওকে আর ছেলেপুলেদের নিয়ে চলে এস কাল, দেখাবো।

সমরেশ॥ বেশ।

তারা॥ বৃষ্টিতে ভিজেছি। চা খাওয়াবে?

[অগ্রসর হইবার উপক্রম করেন।]

সমরেশ॥ ও চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তারা॥ তবু, তবু—একি? ভাঙলো কি করে?

সমরেশ॥ যে ভাবে ভাঙে, হাত থেকে পড়ে।

তারা॥ চাকরটাকে ডাকো না, গরম চা করে দিক।

[*ঘুরিয়া শোফার সামনে আসিয়া পড়েন—চক্ষু নামাইলেই কম্বলের তলায় দেহের আকার ধরা পড়িবে সন্দেহ নাই।*]

সমরেশ॥ মহাদেবের আজ ছুটি।

তারা॥ তাহলে চা হবে না বলছ।

সমরেশ॥ আজ্ঞে না।

তারা॥ তাহলে চলি।

সমরেশ॥ আসুন।

তারা॥ কটা বাজে এখন?

সমরেশ॥ (*ঘড়ি দেখিয়া*) দশটা দশ। (*পরমুহূর্তে নিজেই শিহরিয়া উঠে*) দশটা বেজে গেছে।

তারা॥ তবে তো আবার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেহেতু অন্তরীক্ষেব আশ্চর্য গুপ্তকথার যেহেতু বহু আয়াসে এক একখানা রহস্যের উদ্ঘাটন—

সমরেশ॥ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যান—আবার মেঘ করে আসবে—

তারা॥ হুঁ যাচ্ছি। তোমাব আব কি ভায়া! তোমার নিরুদ্বিগ্ন শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন। আমাব ছেলেটাকে নিয়ে আর পারার জো নেই।

[*প্রস্থান করিতেই সমরেশ দরজায় খিল দেয়। তাহার পর দ্বারের উপরই দেহভার ন্যস্ত করিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠে।*]

সমরেশ॥ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে সমরেশ। সদর দরজায় খিল না দিয়েই—উঃ! যাক, আর সময় নেই। দশটা বেজে গেছে। মাধুরী পৌঁছুতে বড় জোর আধ ঘণ্টা। এবার step by step—ঠান্ডা মাথায়! প্রথমে লাশ।

[*কম্বলে মোড়া লাশ স্কন্ধে তুলিয়া সমরেশ গুদামের মধ্যে লইয়া যায়। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সে সুজাতার ব্যাগ তুলিয়া লয়—ব্যাগ খুলিয়া বাহির করে একতাড়া ফিতে বাঁধা চিঠি। চিঠিগুলি টেবিলে রাখিয়া সে ব্যাগ বন্ধ করে এবং তাহা গুদামের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে। তাহার পর সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাবি ঘুরাইয়া দেয়। চাবি আনিয়া সে দেরাজ বন্ধ করে। তাহার পর চিঠির তাড়া তুলিয়া লয়।*]

তারপর চিঠিগুলো পোড়াতে হবে।

[*দ্রুত সে রান্নাঘরে চলিয়া যায় কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসে, হস্তে একটি ভিজা ন্যাকড়া।*]

এবার দাগ।

[*রেলিং এর বর্তুলটি খুলিয়া ন্যাকড়া দিয়া সে গজালটি মুছিয়া ফেলে, তাহার পর পুটিং দিয়া সে বর্তুলটিকে স্থায়ীভাবে রেলিং-এর সহিত জুড়িয়া দেয়। কর্মান্তে সে ন্যাকড়াটিকে বাহিরে কোথাও ফেলিয়া আসিয়া কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করে।*]

সব ঠিক আছে? দেখ একবার ভাল করে। ছোট ছোট ক্রুতেই ধরা পড়ে সব। বুদ্ধদেব চৌধুরী একবার ভাল করে দেখে নাও। সব ঠিক আছে। এবার দরজা খোলো, কাগজটা নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দাও।

[*সংবাদপত্র লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়; দ্বারের খিল খুলিয়া ফিরিতেই শিহরিয়া উঠে!*]

জুতো।

[*পুনরায় খিল আঁটিয়া সে কুড়াইয়া লয় সুজাতার জুতাজোড়া। দেরাজ হইতে চাবি লইয়া সে গুদাম খোলে; জুতা ভিতরে নিক্ষেপ করে, চাবি দেরাজে পুরিয়া, দেরাজে চাবি আঁটে। তাহার পর হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে সোফায় বসিয়া পড়ে, সজোরে মাথা চাপিয়া ধরে।*]

উঃ, মাথা ফেটে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে।

॥ পর্দা ॥

দুই

[*পরদিন সকাল। আকাশে তখনো মেঘ করিয়া আছে, তাই প্রকৃতির বিষণ্ণতার আমেজ কক্ষের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়াছে। রেডিওগ্রামে কেসরিবাই-এর গান বাজিতেছে। চায়ের কাপ হাতে লইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন সমরেশ, পাশে মাধুরী কি একটা বুনিতেছে এবং আড়চোখে সমরেশকে লক্ষ্য করিতেছে।*]

মাধুরী॥ কেমন লাগছে?

সমরেশ॥ কি?

মাধুরী॥ কেমন লাগছে?

সমরেশ॥ তাল ভুল হচ্ছে কেন? দেরে তিন তিন না ধা— সম ভুল পড়ছে—

মাধুরী॥ ঝাঁপতাল, সমর। তোমার কি হয়েছে বলো তো?

সমরেশ॥ ও, ঝাঁপতাল।

[*মাধুরী উঠিয়া গ্রাম বন্ধ করে।*]

মাধুরী॥ কি হয়েছে? কাল থেকে দেখছি থমথমে মুখ। চুপ করে বসে ভাবছ কি?

সমরেশ॥ না, কিছু না।

মাধুরী॥ কিছু না বললে তো হবে না। সমরেশ সান্যাল ত্রিতাল—ঝাঁপতাল গুলিয়ে ফেলছে—ব্যাপার গুরুতর।

সমরেশ॥ না, এই মাথার যন্ত্রণা, সব সময়ে।

মাধুরী॥ দাঁড়াও, টিপে দিচ্ছি।

[আর একখানি রেকর্ড চড়াইয়া মাধুরী স্বামীর কপাল টিপিতে থাকে। ফৈয়াজ খাঁর গান। অকস্মাৎ সমরেশ এক ঝটকায় মাধুরীর হাত সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।]

সমরেশ॥ ও গানটা চালিয়েছ কেন?

মাধুরী॥ (*থতমত*) কেন? তোমার প্রিয় গান।

সমরেশ॥ না, আমার প্রিয় নয়। কে বললে আমার প্রিয়?

মাধুরী॥ তুমিই কতবার বলেছ। সত্যিকারের গমক তানের দৃষ্টান্ত বলেছ।

[বলিতে বলিতে সে গান বন্ধ করিয়া দেয়।]

সমরেশ॥ কানে তালা লেগে গেল।

মাধুরী॥ (*আকাশ থেকে পড়িয়া*) ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানে তোমার কানে তালা লাগে? (*হাসিয়া*) পৃথিবীটা উল্টে পাল্টে যাচ্ছে নাকি?

সমরেশ॥ গানের সময় অসময় আছে। সকাল বেলা সুগ্রাহি কানাড়া কেউ বাজায়?

মাধুরী॥ তুমি অনেকবার বাজিয়েছ।

সমরেশ॥ বাজে কথা বোলো না।

মাধুরী॥ যাক, কি শুনবে তাহলে?

সমরেশ॥ কিছু না। দয়া করে রেহাই দাও আমায়।

[মাধুরী কিয়ৎকাল বিস্মিত হইয়া থাকে।]

মাধুরী॥ তোমার শরীর খারাপ, না সমব? কাল রাত্তির থেকেই দেখছি।

সমরেশ॥ না, না, I am sorry! ভাবছি কিনা। একটা—একটা প্লট মাথায় ঘুরছে।

মাধুরী॥ নূতন প্লট?

সমরেশ॥ হ্যাঁ। প্লটের শেষটা মিলছে না। বড় কঠিন মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী।

মাধুরী॥ কি রকম?

সমরেশ॥ একটা—একটা আধুনিক ম্যাকবেথ। Murder will out! হত্যা লুকিয়ে রাখা কি সম্ভব?

মাধুরী॥ সে কি? এর মধ্যেই বুদ্ধদেব চৌধুরীর জারিজুরি ফাঁক হয়ে গেল?

সমরেশ॥ কার?

মাধুরী॥ বুদ্ধদেব চৌধুরীর!

সমরেশ॥ হ্যাঁ, প্রায় ফাঁক হয়ে এসেছে। খুনী সব করতে পারে, প্রতিটি খুঁটিনাটি সে সযত্নে ঢেকে রাখতে পারে, আসন্নপ্রসবা বাঘিনীর মতন সে ল্যাজ দিয়ে প্রতিটি পদচিহ্ন মুছে দিতে পারে—কিন্তু মন? মনের কারখানায় যে হরতাল হয়ে যায় খুনের পর, যে বিপ্লব ঘটে যায় তাকে দমন করবে কে? ম্যাকবেথ পারেনি। ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা এসে বসেছিল তার চেয়ারে—push us from our stool! Which of you have done this? ব্যস, ভয়ে, দুশ্চিন্তায় মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল সত্যি কথাটা।

[*কথাগুলির প্রারম্ভেই সে পদচারণা করিতে শুরু করিয়াছিল, এখন ক্রমে সে গুদামের বন্ধ দ্বারের নিকটে উপনীত হইয়া থমকিয়া দাঁড়ায়।*]

মাধুরী॥ তাহলে আগের বইটা কি বাতিল হয়ে গেল?

সমরেশ॥ ভেবে দেখি। —আচ্ছা, নাও তো হতে পারে। মনের জোর থাকলে এ দুর্দৈবকে মানুষ জয়ও তো করতে পারে?

মাধুরী॥ তা পারে। পাকা খুনীরা পারে।

সমরেশ॥ কাঁচাদেরই বিপদ, হুঁ। আচ্ছা। খুন সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত?

মাধুরী॥ (*হাসিয়া*) আমার আবার অভিমত কি?

সমরেশ॥ বলো। (*নিকটে আসিয়া বসে*) সমাজের দৃষ্টিকোণ জানতে চাই না—তোমাব সুস্থ বলিষ্ঠ মনের কথাটা জানতে চাই। (*মাধুরীর হাসি বন্ধ হইয়া যায়*) Its...its vitally important! আমাব জানা প্রয়োজন।

মাধুরী॥ দেখ, সমাজ-বিপ্লবের সময়ে কিছু লোককে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মারা হয়, সব দেশে, সব যুগে। সেটাকে আমি সমর্থন করি। তাই খুন বলতেই যাদের গা শিউরে উঠে, আমি সে দলের নই। কার্যকারণ বিচার করে বিশেষ কোনো হত্যার মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হত্যা যারা করে তারা সমাজবিরোধী। তারা একটা মূল্যবোধকে অস্বীকার করছে। মানুষের প্রাণ—সে একটা সুন্দর জিনিষ। ফুলের মতন। প্রতি মুহূর্তে তার বিকশিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এই বিকাশ সম্ভাবনাকে বাধা দেয়ার কার অধিকার আছে?

সমরেশ॥ যাকে খুন করছে সে যদি মূর্তিমতী পাপ হয়?

মাধুরী॥ মূর্তিমতী? ফেমিনিন জেণ্ডার? তা, সে পাপের বিচার করার ভার খুনীকে কে দিয়েছে?

সমরেশ॥ সে যদি খুনীর জীবন বিপর্যস্ত করতে উদ্যত হয়?

মাধুরী॥ তাকে পুরুষের মতন প্রতিরোধ করাই উচিত, গুপ্ত হত্যা বীরের ধর্ম নয়।

সমরেশ॥ খুনী যাকে জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসে, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যদি বিপন্ন হয়?

মাধুরী॥ বীরের মতন তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত। না পারলে হাসিমুখে পরাজয় স্বীকার করে আবার গোড়া থেকে শুরু করা উচিত। আপনজনের সুখ—ওসব স্বার্থপরতার ব্যর্থ ওজুহাত।

সমরেশ॥ বাইবেলে বলে অপরাধকে ঘৃণা কোরো, অপরাধীকে নয়।

মাধুরী॥ বাইবেল-রচয়িতাকে আধুনিক সমাজে বাস করতে হয় নি, তাই অমন স্ববিরোধী উক্তি করে পার পেয়ে গেলেন। সমাজবিরোধীদের ঘৃণা করতে হয়, প্রতি মুহূর্তে জীবন এই শিক্ষাই দিচ্ছে—তা সে কালোবাজারী হোক, আর কলকারখানার মালিকই হোক, আর একটা নির্বোধ নারীহন্তাই হোক। অন্যায়কারীকে বিষম ঘৃণা না করলে বিপ্লব আসবে কি করে, সমাজ এগোবে কি করে? অপরাধ আর অপরাধীকে আলাদা করতে যীশু পেরেছিলেন, লেনিন পারেন নি।

[*সমরেশ একটু স্তব্ধ থাকিয়া হাসিয়া ওঠে।*]

সমরেশ॥ তাহলে তোমায় আর বলা হোলো না।

[*উঠিয়া জানলায় গিয়া দাঁড়ায়।*]

মাধুরী॥ কি বলা হোলো না?

সমরেশ॥ প্লটের শেষটা। তুমি আমার নায়ককে বুঝবে না। He must face it alone! একাই দাঁড়িয়ে তাকে দুনিয়ার সাধুগিরির মোকাবিলা করতে হবে।

মাধুরী॥ এখন লিখবে না?

সমরেশ॥ উঁ!

মাধুরী॥ লিখতে বসলে না?

সমরেশ॥ না, এখন নয়—এখনো শেষটা কিস্যু বুঝতে পারছি না। ভেবে নিই, তারপর হবে।

[*মহাদেব প্রবেশ করে, খালি কাপগুলি ট্রেতে তোলে।*]

মাধুরী॥ আমার কিন্তু স্কুল আছে।

সমরেশ॥ কখন ফিরবে?

মাধুরী॥ বিকেলে। কেন? শরীর খারাপ লাগছে? থেকে যাব?

সমরেশ॥ না, না। শুধু....কিছু না।

মাধুরী॥ মহাদেব, ও ঘরের চাবিটা পেলি?

[*সমরেশ চমকাইয়া মুখ তোলে।*]

মহাদেব॥ না বৌদি।

মাধুরী॥ তোকে নিয়ে আর পারলাম না, মহাদেব। আর একটা চাবি কোথায় আছে বলেছিলে সমর?

সমরেশ॥ বলেছিলাম নাকি? হ্যাঁ, কোথায় যেন...

মাধুরী॥ বড় বাক্সটায় না?

সমরেশ॥ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন একটা spare চাবি আছে।

মাধুরী॥ দেখছি।

[*মাধুরী সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া যায়।*]

মহাদেব॥ দাদাবাবু!

সমরেশ॥ কি?

মহাদেব॥ একটা কাপ!

সমরেশ॥ কি? কি?

মহাদেব॥ একটা কাপ পাচ্ছি না?

সমরেশ॥ কাপ! পাচ্ছিস না? তা... তা আমি কি করব?

মহাদেব॥ বৌদিকে বলে দিও, ও তো শুনবে না, বলবে আমি ভেঙেছি।

সমরেশ॥ তা ভাঙিসনি তো?

মহাদেব॥ না, দাদাবাবু, সত্যি বলছি, তিন সত্যি করছি—কিন্তুক বৌদি শুনবে না। গালমন্দ করবে।

সমরেশ॥ ঠিক আছে, চেপে যা।

[সমবেশের দৃষ্টি কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া দোতালার দিকে ধাবিত হইতেছে। মহাদেব চলিয়া যায়। একটু পরেই মাধুরীর আবির্ভাব—সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসে সে—হাতে ব্যাগ, বাহিরে যাইতে প্রস্তুত।]

মাধুরী॥ কই, পেলাম না তো।

সমবেশ॥ সেকি? নেই বাক্সে?

মাধুরী॥ না, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম।

সমবেশ॥ তাহলে হারিয়েছে। কদ্দিনের কথা।

মাধুরী॥ কি জ্বালা বলো দেখি! দুটো চাবিই হারিয়ে গেল? যেমন চাকর তেমনি মনিব।

[সমবেশ কাষ্ঠ হাসি হাসিল।]

সমবেশ॥ টিপিক্যাল গিন্নী সেজে গেলে যে। ওঘরে কি দরকার?

মাধুরী॥ শোবার ঘর ভরতি পেল্লায় সেকেলে সব সিন্দুক। ওগুলো এখানে এনে পুরে রেখে দেব ভেবেছিলাম। তালাটা ভেঙে দিও একদিন কেমন?

সমবেশ॥ হ্যাঁ, ভাঙব।

মাধুরী॥ চলি। দুষ্টুমি কোরো না কিন্তু! দেরী হয়ে গেছে আজ। ওরে বাবা, আবার চেপে এল।

[ঘরের কোণে রক্ষিত ছাতা লইয়া সে বাহির হইয়া যায়। সমবেশ জানলা দিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠে—]

সমবেশ॥ যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এস!

[মাধুরী কি যেন কহে, বৃষ্টির ঝাপটে শুনা গেল না।]

(*নিজ মনে*) একা থাকলেই মাথায় সাপের বাচ্চার মতন চিন্তারা কিলবিল করতে থাকে। Is this a dagger I see before me? মরেছিল তো?

[গুদামের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কিছুক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থাকে।]

No this will not do! Pull yourself together, infirm of purpose! মহাদেব! মহাদেব! কালকের কাগজটা কোথায় গেল রে? এই যে পেয়েছি।

[টেবিলে দাবার গুটি সজ্জিত ছিল, কাগজ হস্তে সমবেশ বসে।]

ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়নশিপ বটভিনিক বনাম পেত্রোসিয়ান। কুইনস্ পন ফোর!

[চাল দিতে দিতে সজোরে বলিতে থাকে।]

কিং নাইট, বিশপ থ্রি! কুইন নাইট, বিশপ থ্রি! কিংস পন থ্রি, কুইনস্ পন ফাইভ। বাঃ—

[কিন্তু দাবায় মনোনিবেশ করিতে পারে না, অল্পক্ষণ পরেই তাহার দৃষ্টি গুদাম ঘরের দ্বারে নিবদ্ধ হয়। সে উঠিয়া এক মুহূর্ত দ্বারের সামনে কি ভাবে। হঠাৎ মনে হয় ভিতর হইতে কে গুদামের দ্বারে করাঘাত করিতেছে ঠক-ঠক ঠক! শিহরিয়া সে পিছাইয়া আসে। আবার ঠক-ঠক-ঠক! প্রায় আর্তনাদের মতন তাহার কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হয়।]

কে? কে?

[শব্দ ঘুরিয়া যেন সদর দ্বারে চলিয়া যায় খট-খট খট। কে কড়া নাড়িতেছে। এক স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে সমবেশের।]

উঃ পাগল হয়ে যাচ্ছি। মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বলক্ষণ।

[*পুনরায় শব্দ খট-খট-খট।*]

Just a minute!

[*নিজেকে সংযত করিয়া সে দ্বারোদ্ঘাটন করে। প্রবেশ করেন এক উর্দি পরা পুলিশ অফিসার।*]

অফিসার॥ আপনি শ্রীসমরেশ সান্যাল?

সমরেশ॥ হ্যাঁ।

অফিসার॥ আমি পাতিপুকুর থানার ও.সি. যতীন নন্দী, একটু এনকোয়্যারি ছিল। যদি কিছু মনে না করেন।

সমরেশ॥ না না বসুন।

[*যতীনবাবু বর্ষাতি খুলিয়া ভিতরে আসেন, সমরেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনুসরণ করে। তাহার মুখ-মণ্ডলে অনির্দিষ্ট আশংকা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুইজনেই বসেন। যতীনবাবু একটি নোট বই বাহির করেন।*]

যতীন॥ দু একটা রুটিন প্রশ্ন।

সমরেশ॥ কি ব্যাপার?

যতীন॥ আচ্ছা, আপনি সুজাতা সেন নামে কাউকে চেনেন?

[*প্রশ্নের আকস্মিকতায় সমরেশ চমকিয়া উঠিয়াছে।*]

সমরেশ॥ সুজাতা সেন... কই, ঠিক... না, মনে পড়ছে না।

যতীন॥ কলেজে আপনার সহপাঠী ছিলেন, সেকি, মনে পড়ছে না?

সমরেশ॥ ও হ্যাঁ, সুজাতা।

যতীন॥ সুজাতা সেনকে তাহলে চেনেন?

সমরেশ॥ আজ্ঞে না। কলেজে যাকে চিনতাম তার নাম সুজাতা তালুকদার, সেন নয়।

যতীন॥ O yes, ভুল হয়েছিল। বর্তমানে তিনিই সাগর সেনের পত্নী। আমারই ভুল হয়েছিল। ঐ সুজাতা সেন সম্বন্ধেই দু-একটা বিষয় জানতে লালবাজার থেকে আমাদের হুকুম এসেছে।

সমরেশ॥ তা আমার কাছে কেন?

যতীন॥ আপনার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল এককালে, নয়কি?

সমরেশ॥ ছিল। কিন্তু এসব আপনারা জানলেন কোথেকে?

যতীন॥ বলছি, বলছি, কাল রাত্রে সাগর সেনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে টালিগঞ্জে, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সাগর সেনের বিরুদ্ধে কেসের জন্য তার উপস্থিতি প্রয়োজন।

সমরেশ॥ সাগর সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ?

যতীন॥ অভিযোগ অনেকগুলি। গুণ্ডামি, ব্যাড লিভিং, মায় একটা ডাকাতি। সবচেয়ে important ব্ল্যাকমেইল। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত ও। এবং এ ব্যাপারে সে ব্যবহার করত তার স্ত্রীকে!

সমরেশ॥ ব্যবহার করত মানে?

যতীন॥ (*হাসিয়া*) মানে দূতী হতেন সুজাতা দেবী। সুজাতার বিগত জীবনে কতকগুলি বিচিত্র অধ্যায় আছে জানেন নিশ্চয়ই। এগুলোরই ফল ভোগ করছিল সাগর সেন। সাগর সেনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সুজাতা দেবী তার প্রাক্তন প্রেমিকদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতেন—আর সে টাকা যেত তার লম্পট স্বামীর খপ্পরে।

সমরেশ॥ (*উঠিয়া জানলার নিকটে গিয়া*) এসব.... এসব নোংরা কথাবার্তা শোনার আমার সময় নেই, যতীনবাবু, এসবের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

যতীন॥ সাগর সেনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আপনিই যে ওদের নূতন শিকার সমরেশবাবু।

সমরেশ॥ কি? আমি? সেকি? কেমন করে?

যতীন॥ সাগর সেন বলেছে আপনার সঙ্গে নাকি সুজাতা দেবীর একান্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। আপনাব কিছু চিঠিও নাকি সুজাতা দেবীর কাছে ছিল। সে সব দিয়ে নাকি আপনার কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল।

সমরেশ॥ Rubbish! সম্পূর্ণ বাজে কথা। জীবনে আমি সুজাতাকে চিঠি লিখি নি।

যতীন॥ সাগর বলেছে গত কাল সকালে নাকি সুজাতা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, আপনি নাকি পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত হন।

সমরেশ॥ (*হাসিয়া উঠিল*) কাল সকালে?

যতীন॥ মিথ্যে কথা, না?

সমরেশ॥ সম্পূর্ণ মিথ্যে।

যতীন॥ (*হাসিয়া*) আমারো তাই মনে হচ্ছিল। সাগর সেন পাবত পক্ষে সত্যি কথা বলে না! কিন্তু সুজাতা সেন গেলেন কোথায়? বিকেলে আপনার এখানে আসবেন বলে তিনি বেরিয়ে যান। ব্যস—একেবারে বেমালুম গায়েব। আচ্ছা কাল সকালে আপনি কোথায় ছিলেন?

সমবেশ॥ বাড়িতেই।

যতীন॥ একা ছিলেন?

সমরেশ॥ না, গতকাল রবিবার ছিল স্ত্রীর ছুটি—তিনিও ঘরে ছিলেন।

যতীন॥ আচ্ছা কতদিন সুজাতার সঙ্গে আপনার দেখা নেই?

সমরেশ॥ এক বছরেরও বেশি।

যতীন॥ তাঁর সঙ্গে আপনার .... মানে... বড় delicate প্রশ্ন...

সমরেশ॥ না, জেনে রাখুন, সহপাঠী হিসেবে আমাদের যে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার বাইরে কিছুই ছিল না আমাদেব মধ্যে।

যতীন॥ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সাগর সেন হঠাৎ আপনার নাম করল কেন? এত লোক থাকতে আপনাকে এর মধ্যে জড়ালো কেন?

সমরেশ॥ সে আমি কি করে বলব বলুন। তবে একটা ব্যাখ্যা প্রথমেই মাথায় আসে। সুজাতার প্রথম স্বামী দীপংকর বাগচির সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই আমার নামটা জেনে থাকবে। দীপংকরের নাম জানেন তো?

যতীন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, দীপংকরবাবুর এজাহারেই প্রথম আমাদের চোখ পড়ে সাগর সেনের উপর। তিনিই ছিলেন প্রথম শিকার।

সমরেশ॥ তাই চট করে আমার নাম করে দিয়েছে।

যতীন॥ Very likely! এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুজাতা সেন কোথায় গেলেন?

সমরেশ॥ আপনাদের কি মনে হয়? কোথায় খুন হয়েছে সুজাতা?

[*যতীনবাবু মাথা তুলেন; চশমা খোলেন।*]

যতীন॥ খুন? খুন তো বলিনি! সুজাতা দেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না বলেছি; খুন—।

সমরেশ॥ না মানে আমার মাথায় হঠাৎ একটা idea এল—ঐ সাগর সেন তো নিতান্তই একটা scoundrel! সুজাতাকে গুম করে সরিয়ে দিয়েছে হয়তো।

যতীন॥ Very likely! কিন্তু সেটা সন্ধান করা লালবাজারের দায়িত্ব। আমার কাজ হলো সুজাতা সম্বন্ধে কিছু তথ্য যোগাড় করা এবং সাগর সেনের জবানবন্দীটার সত্যিমিথ্যে যাচাই করা।

[*উঠিয়া টেবিলের নিকট আসেন।*]

আপনার সঙ্গে সুজাতাদেবীর গত এক বছরে কোনো যোগাযোগ হয়নি না?

সমরেশ॥ আজ্ঞে না।

যতীন॥ চিঠি লেখালেখি?

সমবেশ॥ না।

যতীন॥ টেলিফোন?

সমরেশ॥ আজ্ঞে না।

যতীন॥ তবে সুজাতা সেনের টেলিফোন নম্বব আপনাব টেবিলে কি করে এল, সমবেশবাবু?

[*অগ্ন্যুৎপাতেব ন্যায় প্রশ্নটি সমবেশকে আঘাত কবে। কযেক সেকেণ্ড কাটিয়া যায়। সমরেশ সহসা হাসিয়া উঠে।*]

সমবেশ॥ ও, ওটা বুঝি সরানো হয়নি।

[*যতীনবাবু নিবতিশয় গম্ভীর হইয়া যান।*]

যতীন॥ সমবেশবাবু, আপনি সত্য গোপন করে নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।

সমবেশ॥ সত্যি, বড মূঢের মতন কাজ করে ফেলেছি। আপনাকে সব কথা খুলে বলছি, যতীনবাবু, বসুন।

যতীন॥ আমি বসব না, আপনি বলুন।

সমরেশ॥ সুজাতা আমাকে টেলিফোন করেছিল।

যতীন॥ কবে?

সমরেশ॥ কাল সকালে।

যতীন॥ সে কথা আপনি গোপন করেছিলেন কেন?

সমরেশ॥ সে এমন কতগুলি কথা বলে যতীনবাবু যা পুরুষ হয়ে কারুর কাছে প্রকাশ কবা আমার পক্ষে অসম্ভব।

যতীন॥ অর্থাৎ?

সমরেশ॥ তার বিধ্বস্ত দাম্পত্যজীবন থেকে সে মুক্তি চাইছিল। তাই চেয়েছিল আমার সাহায্য।

যতীন॥ সাহায্য মানে?

সমবেশ॥ আর্থিক, নৈতিক। সেই সঙ্গে সে বিবৃত করে তার দৈনন্দিন জীবনের নিগ্রহ আর লাঞ্ছনা। সে সব গোপন রাখা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

যতীন॥ সুজাতার সমূহ বিপদ ঘটে থাকতে পারে এ কথা জেনেও?

[*সমবেশ নিরুত্তর।*]

Your explanation is unsatisfactory, সমবেশবাবু।

[*ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি কক্ষ পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন।*]

আপনি বোধ হয় জিনিসটার গুরুত্ব বুঝতেই পারছেন না। আমরা একটা অত্যন্ত সিরিয়াস কেস হাতে নিয়েছি, সমবেশবাবু, সাগর সেনের দ্বীপান্তর পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তার স্ত্রী সুজাতা সেন এ মামলার প্রধান সাক্ষী, এবং সেই সুজাতা সেন ঠিক অ্যারেস্টের সময় থেকেই নিরুদ্দেশ। আসামী স্টেটমেন্ট দিয়েছে সুজাতা সেন ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলা আপনার বাড়ি এসেছিল। প্রথমটা আপনি সব অস্বীকার করলেও, পরে স্বীকার করলেন সুজাতা আপনাকে টেলিফোন করেছিল। বুঝতে পারছেন না ক্রমশ একটা নোংরা কেস্-এ জড়িয়ে পড়ছেন?

সমবেশ॥ যা বলেছি তার বেশি কিছুই জানি না।

যতীন॥ সুজাতা কি ফোন করেছিল, না নিজে এসেছিল?

সমবেশ॥ ফোন করেছিল বললাম তো।

যতীন॥ আচ্ছা, মিসেস সান্যাল কি লিপস্টিক ব্যবহার করেন?

[*সমবেশ চমকিয়া মাথা তোলে প্রশ্নের উদ্দেশ্য সে বুঝিতে পারে না।*]

সমবেশ॥ না।

[*যতীনবাবু সোফার খাঁজে হাত চালাইয়া একটি লিপস্টিক বাহির করেন।*]

যতীন॥ তবে এটা এখানে কি করে এল?

[*সভয়ে সমবেশ দাঁড়াইয়া ওঠে।*]

শুনেছি সুজাতা সেন নিয়মিত লিপস্টিক ব্যবহার করেন। (*পরীক্ষা করিয়া*) সাইক্ল্যাক্স্ পিঙ্ক। সামান্য একটা টেলিফোন করে ওবাজার থেকে এখুনি জেনে নিতে পারি সুজাতা কি লিপস্টিক ব্যবহার করেন। তখন আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা কঠিন হবে না।

সমবেশ॥ মানে?

যতীন॥ এটা তো আর টেলিফোনে আসেনি, সমবেশবাবু।

সমবেশ॥ যদি স্বীকারই করি সুজাতা এসেছিল, That's not a crime, is it?

যতীন॥ কখন এসেছিল সে?

সমবেশ॥ কাল সকালে।

যতীন॥ সন্ধ্যাবেলা নয়?

সমবেশ॥ না, Certainly not!

যতীন॥ আপনি যে আবার মিথ্যা কথা বলছেন না তার কি প্রমাণ আছে?

সমবেশ॥ (*অন্যমনস্কভাবে কাগজে আঁক কাটিতে কাটিতে*) প্রমাণ না থাকলে নাচার।

যতীন॥ কাল সন্ধ্যেয় আপনি কোথায় ছিলেন?

সমবেশ॥ বাড়িতেই।

যতীন॥ একা ছিলেন, না স্ত্রী ছিলেন সঙ্গে?

সমবেশ॥ একা ছিলাম। স্ত্রী থিয়েটারে গেসলেন।

যতীন॥ আন্দাজ আটটায় সুজাতা সেন এখানে আসেন নি?

সমবেশ॥ না।

যতীন॥ সত্যি কথা বলুন।

সমবেশ॥ Don't threaten me! আমি সত্যি কথাই বলছি।

যতীন॥ দুঃখের বিষয় সমবেশবাবু আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।

সমবেশ॥ (মৃদু হাসিয়া) নেকড়ে আর মেষপালকের অবস্থা হোলো যে। বিশ্বাস করুন, এবার সত্যি পালে নেকড়ে পড়েছে।

[যতীন সমবেশের পিছনে এসে দাঁড়ায়।]

যতীন॥ সুজাতাকে আপনিই সন্ধ্যেবেলা আসতে বলেছিলেন না?

সমবেশ॥ না, কক্ষনো না।

যতীন॥ সাগর সেনের প্রত্যেকটা কথাই সত্যি, না?

সমবেশ॥ না।

যতীন॥ সুজাতা তোমারী ব্ল্যাকমেইল করতে এসে কি বিপদেই না পড়ল, না? (কঠোর স্বরে) কোথায় সুজাতা?

সমবেশ॥ সকালবেলার পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, যতীনবাবু, বৃথা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন।

যতীন॥ আপনার কথা যদি বিশ্বাস করাতে চান, সমবেশবাবু, তাহলে অন্যমনস্কভাবে কাগজে আঁক কাটার বদ অভ্যাসটি ত্যাগ করবেন।

[বলিতে বলিতে তিনি ছোঁ মারিয়া কাগজ তুলিয়া লন।]

নানারকম কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং এর মাঝখানে এ কথাগুলো চূড়ান্তভাবে প্রামাণ্য, না সমবেশবাবু?

(পড়েন) "সন্ধ্যা আটটা—সুজাতা গেল কোথায়—গুদামের চাবি— লিপস্টিক— গান শুনবে সুজাতা?— সন্ধ্যে আটটা— When light thickens and the crow makes wing to the rooky wood—a deed of dreadful note খুন খুন —"

সমবেশ॥ (শান্তস্বরে) ওটা কোর্টে হাজির করলে আপনাকে পাগলা গারদে পাঠাবে।

যতীন॥ কোর্টে ওটা হাজির করব না, ওটা আমার ব্যক্তিগত প্রমাণ।

সমবেশ॥ ঐ যে ইংরিজি পড়লেন, ওটা বুঝতে পেরেছেন, যতীনবাবু?

যতীন॥ অপমান আমরা গায়ে মাখি না। (সহসা) আপনার বাড়িটা একটু সার্চ করতে চাই।

সমবেশ॥ (সচকিত এবং সংযত) কেন?

যতীন॥ কোর্টে গ্রাহ্য হয় এমন প্রমাণ খুঁজে পেতে পারি।

সমবেশ॥ (উঠিয়া) অনেকক্ষণ থেকে আপনি আমাকে শুধু শুধু জ্বালাতন করছেন, যতীনবাবু, আমার সহ্যের সীমা প্রায় অতিক্রান্ত। আপনাকেও আমি বাধ্য করতে পারি আমার ঘর থেকে বিদেয় হতে।

যতীন ॥ বেশ, আমি বিদায় নিচ্ছি। তবে শিগ্গিরই আবার দেখা হবে বলে মনে হয়। নমস্কার।
[*বর্ষাতি ও টুপি পরিয়া যতীনবাবু অদৃশ্য হন। পরমুহূর্তে সমরেশের সদর্প ভঙ্গী অন্তর্হিত হয়। বিভ্রান্ত ভয়ার্ত চোখে সে চারিদিকে তাকাইতে থাকে। তাহার পর লাফাইয়া আসিয়া সে ফোন নম্বর ও অন্য কাগজটি তুলিয়া লইয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।*]

সমরেশ ॥ Fool, tool, fool। ঘরময় ক্লু ছড়িয়ে আছে। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি নিখুঁত খুন করবে ?

[*হঠাৎ একটি নূতন চিন্তা খেলে মস্তিষ্কে।*]

সার্চ করবে ? সার্চ ওয়ারেন্ট ? Steady, মাথা ঠাণ্ডা করো।
[*এদিক ওদিক দেখিয়া সে দেরাজ হইতে চাবি বাহির করে; তাহার পর জানালার পর্দা টানিয়া দিয়া, সে গুদাম ঘরের দ্বারে চাবি লাগায়। চাবি ঘুরাইতেই পদশব্দ শোনা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব প্রবেশ করে।*]

মহাদেব ॥ খাবার দেওয়া হয়েছে।

[*দেহ দিয়া চাবিটি আড়াল করিয়া দাঁড়ায় সমরেশ।*]

সমরেশ ॥ এখন খেতে ইচ্ছে করছে না, তুই যা।

[*মহাদেব চলিয়া যায়, কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে সমরেশ।*]

॥ পর্দা ॥

তিন

[*বিকালবেলা—কিন্তু বাহিরের বৃষ্টি আবার প্রবলবেগে শুরু হইয়াছে। সোফায় বসিয়া আছে সমরেশ—দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ, মুখ অসাড়, চক্ষু নিষ্পলক। দরজায় মৃদু করাঘাত হয়—ধড়মড় করিয়া লাফাইয়া উঠে সমরেশ। গুঁড়ি মারিয়া সে জানালা দিয়া বাহিরে দৃকপাত করে। পুনরায় করাঘাত। কতকটা আশ্বস্ত হইয়া সমরেশ দ্বারোদ্ঘাটন করে। প্রবেশ করে প্রণব।*]

প্রণব ॥ আমায় চিনলেন না তো ? এই দেখুন, আপনাকে দেখেই চিনেছি। আপনিই তো সমরেশ সান্যাল, কথাশিল্পী ?

সমরেশ ॥ (*ঈষৎ বিরক্ত*) আপনি ?

প্রণব ॥ আমি প্রণব। ঐ যে ও বাড়ির তারাপদ বাঁড়ুজ্যে—ঐ যে রাতদিন দূরবীণ কষে তারা গোণে, ঐ পাগলাটা হচ্ছে আমার বাবা। বাঃ, বেশ সাজিয়েছেন তো ঘরখানা।

[*আগাইয়া কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়ায়।*]

সমরেশ ॥ (*রুক্ষস্বরে*) দেখুন আমি অসুস্থ, বেশি কথা বলা বারণ, তাই—

প্রণব ॥ আজ্ঞে না, বেশি কথা বলব না। বেশি কথার লোকই নই আমি।

[*জাঁকাইয়া উপবেশন করে।*]

মিসেস কোথায়? কলকাতা গেছেন বুঝি?

সমরেশ॥ হ্যাঁ। কি দরকার দয়া করে তাড়াতাড়ি বললে বাধিত হই।

প্রণব॥ হ্যাঁ, বলছি। (*সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়া*) আমার যেমন জোয়ান বয়স তাতে দরকার পয়সা, কাঁচা পয়সা, না কি বলুন। অথচ আমাব বাবা কঞ্জুষ।

সমরেশ॥ দেখুন পিতৃনিন্দা শোনাবার জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তিকে বেছে নেয়া আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

প্রণব॥ অপরিচিত আপনি মোটেই নন। আপনাব খুঁটিনাটি সবই আমি জানি। বলব? সকালে আপনি শোবার ঘরে জানালায় বসে দাড়ি কামান, ব্যবহার করেন সেভেন-ও-ক্লক ব্লেড। আপনার একটা সবুজ শাল আছে, আলনার মাথায় থাকে। আপনাদের শোবার ঘরে পশ্চিম দিকে দুটো বড় আলমারি আছে—একটায় ঠাসা মাধুরী দেবীর শাড়ী।

সমরেশ॥ আজ দেখছি রাজ্যের গোয়েন্দা সব আমার ঘাড়ে ভর করেছে।

প্রণব॥ আজ্ঞে আমি গোয়েন্দা নই। শুধু বোঝাচ্ছিলাম আপনি আমার অপরিচিত নন, আপনাব নাড়ি-নক্ষত্র আমার হাতেব মুঠোব ভেতরে। বলতে কি আপনাকে আমাব বাবা বলতেও বাধবে না। নিজেব বাপ তো আর দেখে না আমায়।

সমরেশ॥ কি করে জানলেন অত তথ্য?

প্রণব॥ ধবে নিন আমি আপনাব অধম সন্তান।

সমরেশ॥ (*উঠিয়া*) রক্ষে করুন।

প্রণব॥ না, পায়ে ঠাঁই দিতেই হবে। আমাব একটা পকেট মানিব ব্যবস্থা করে দিন, দোতাই আপনাব, মাসোহারা কিম্বা থোক যেমন আপনার অভিরুচি।

সমরেশ॥ আপনার মাথা খারাপ হয়েছে? কি সব বলছেন।

প্রণব॥ না, না, এ আপনাকে করতেই হবে; বাবা বলে ডেকেছি।

সমরেশ॥ (*বিব্রতভাবে হাসিয়া*) আঃ, কি জ্বালায় পড়লাম!

প্রণব॥ আমি আরো বলতে পারি—আপনি ওডিকলোন মাখেন, মাধুরীদেবীর বালাজোড়া থাকে ড্রেসিং টেবিলেব বাঁ দিকেব ড্রয়ারে, আর আপনাব একটা লাল টুকটুকে কম্বল আছে।

[*সমরেশ কি বলিতে গিয়া থামিয়া যায়—হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠে।*]

সমরেশ॥ কি? কি বললেন?

প্রণব॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সব জানি।

সমরেশ॥ (*কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া*) কেমন করে জানলেন?

প্রণব॥ আপনাব অধম ছেলে পাতিপুকুরের সব বাড়ির হাঁড়িব খবর বলতে পারে।

[*সজোরে তাহার কলার ধরিয়া তাহাকে সোফা হইতে টানিয়া তুলে সমরেশ।*]

সমরেশ॥ জিগ্যেস করছি—কেমন করে?

প্রণব॥ (*বিষম খাইয়া*) আস্তে আস্তে, একি?

সমরেশ॥ জবাব দাও, কেমন করে জানলে!

প্রণব॥ (*ঘাবড়াইয়া*) দূরবীণ! দূরবীণ দিয়ে দূরের জিনিষ দেখা যায়। বাপ দেখে তারা, আমি দেখি অন্তঃপুর।

সমরেশ॥ (*হতবাক*) এ্যাঁ? ওঃ হো; দূরবীণ! Can you beat that?

[*প্রণবকে ছাড়িয়া দেয়।*]

কি... কি কি দেখেছ?

প্রণব॥ সব।

সমবেশ॥ মানে?

প্রণব॥ তাঁব পবণে ছিল নীল শাড়ি, হাতে ছাতা। এখানকাব দাবোগা যতীনবাবুও এসেছিলেন দেখলাম। তাব মুখেই তো শুনলাম—নীল শাড়ি পবা জনৈকা আধুনিকা মহিলা উধাও হয়ে গেছেন। নাম তাঁব—সুজাতা সেন।

সমবেশ॥ আব কি?

প্রণব॥ আব শুনে কি কববেন? (*একটু থামিয়া*) এখানকাব পুলিশেব সঙ্গে বাবাব বেশ দহবম, মহবম। ওবা তো জানে না বাবা কি চীজ; ওবা শুধু জানে বাবা বড়লোক। এখন আমি যদি খববটা থানায় দিই—অবশ্য দেব না—বাবা বলে ডেকেছি।

সমবেশ॥ লাসটা কোথায় বেখেছি তাও দেখেছ?

[*বিষম চমকাইয়া প্রণব পিছু হটে।*]

প্রণব॥ লাস?

সমবেশ॥ হাঁ, লাসটা ও গুদাম ঘবে। (*বলিযাই সমবেশ প্রমাদ গোণে*)

প্রণব॥ আপনি, আপনি তাকে খুন কবেছেন?

সমবেশ॥ হ্যাঁ, জানতে না? দূববীণ দিয়ে দেখতে পাওনি?

প্রণব॥ পর্দা টানা ছিল যে।

[*এক মুহূর্ত নীববতা। হঠাৎ সমবেশ হাসিতে আবম্ভ কবে— উন্মাদেব ন্যায় হাসিতে হাসিতে সে [illegible]*]

সমবেশ॥ আমাব মতন নির্বোধ আব দেখেছ?

প্রণব॥ না, তা আমাব কাছে স্বীকাব কবাটা উচিত হয়নি।

সমবেশ॥ কি ব্ল্যাকমেল কবছ নাকি, [illegible]। শুধু সে এসেছিল, এইটুকুই দেখেছিলে?

প্রণব॥ হ্যাঁ, পুলিশেব কাছে সেটুকুই যথেষ্ট। এখন লাসেব খববটা ফাউ। তবে আমি বলব না—বাবা বলে ডেকেছি।

সমবেশ॥ কত চাই?

প্রণব॥ আজ্ঞে?

সমবেশ॥ কত চাই?

প্রণব॥ আজ্ঞে থোক দেবেন না মাসোহাবা?

সমবেশ॥ থোক।

প্রণব॥ কত চাইব আপনিই বলুন। (*গুদামেব নিকটে গিয়া*) এই ঘবে বুঝি। বাঃ বাঃ! তা দিনদুপুবে খুন কবলেন?

সমবেশ॥ দিনদুপুবে তো নয়—সন্ধ্যাব পব।

প্রণব॥ সন্ধ্যাব পব? সেকি? সে সন্ধ্যাব পব আবাব এসেছিল নাকি?

সমবেশ॥ (*আবাব হাসিয়া উঠে*) তাও জানতে না?

প্রণব॥ না, আমি কাল সকালবেলা দেখেছিলাম তাকে। যাক, এখন তো জেনে ফেলেছি।

অবশ্য বাবা বলে ডেকেছি, তাই বলব না।

সমরেশ॥ যা যা শুনলে লিখে ফেল, সই করে দিই, ফাঁসির দড়িটা গলায় চেপে বসুক। বুদ্ধদেব চৌধুরীর বুদ্ধির দৌড় বোঝা গেছে।

প্রণব॥ আপনি অসংলগ্ন বকছেন। কাজের কথায় আসুন। কত দেবেন থোক?

সমরেশ॥ বলব?

প্রণব॥ হ্যাঁ বলুন। তবে মনে রাখবেন আমার কাঁচা বয়স, একেবারে হোমিওপ্যাথিক ডোজ দিলে চলবে না।

সমরেশ॥ বলি শোনো। আমি তোমায় পাঁচশ দেব—ব্যস।

প্রণব॥ পাঁচশ? এটা কি বলছেন? ধরুন পুলিশ যদি সার্চ করে! জলজ্যান্ত বডিটা ভেতরে—

[*এক ঝটকা মারিয়া প্রণবকে সোফায় ফেলিয়া সমরেশ তাহার গলা চাপিয়া ধরে।*]

সমরেশ॥ ভুল করছ! বডিটা জলজ্যান্ত নয়, মরা। তোমাকে চাও তো ঐখানে ঐভাবে রেখে আসতে পারি, এক্ষুনি যাবে?

প্রণব॥ একি? ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমার ঘাট হয়েছিল।

সমরেশ॥ পাঁচশ টাকা দেব। নেবে তো নাও।

প্রণব॥ হ্যাঁ, নেব।

[*সমরেশ তাহাকে ছাড়িয়া সরিয়া আসে।*]

উঃ, বেজায় লেগেছে।

সমরেশ॥ (*অস্ফুট স্বরে*) কিছু মনে কোরো না। আমার—আমার মাথার ঠিক ছিল না। ঘণ্টাখানেক পরে এস। টাকা দিয়ে দেব।

[*প্রণব চট করিয়া দ্বারের নিকট চলিয়া যায়।*]

প্রণব॥ দেবেন তো?

সমরেশ॥ না দিলে কি হবে জানি না?

প্রণব॥ হ্যাঁ, মনে থাকে যেন।

[*প্রণব বাহির হইয়া যায়; একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া সমরেশ দুই হাতে মুখ ঢাকে। কয়েক মুহূর্ত কাটে। সমরেশ উঠিয়া দাঁড়ায়।*]

সমরেশ॥ ওকেও শেষ করতে হবে। নইলে কোনো স্থিরতা নেই। ঘণ্টাখানেক মাত্র সময়। ঘণ্টাখানেক নিশ্চিন্ত। টাকার লোভে আসবেই এখানে। তারপর—

[*দ্রুত সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিয়া যায়। মহাদেব আসিয়া ট্রে রাখিয়া মনিবকে খোঁজে। পরমুহূর্তে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসে সমরেশ, হাতে একটি পুরিয়া। মহাদেবকে সে দেখিতে পায় নাই; উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সে দ্রুত নামিতে নামিতে হঠাৎ ভৃত্যকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠে।*]

(উন্মত্তস্বরে) কি চাই?

মহাদেব॥ (ভীত) চা রেখে গেলাম।

[*সমরেশ নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। মহাদেব পলায়ন করে। সমরেশ বসিয়া পুরিয়াটি পরীক্ষা করে।*]

সমরেশ॥ বিষ! সাবধান?

Such soon-speeding geer
As will disperse itself through all the veins
That the life-weary taken may fall dead

চমৎকার! একটা বাঁচাতে, আর একটা, তারপর আর একটা। প্রথমে ডানকান, তারপর ব্যাঙ্কো, তারপর ম্যাকডাফের বউ। মহাকবি, চিনেছিল ঠিকই!

[*পায়চারি করিতে করিতে গুদামের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে।*]

বেচারী সুজাতা! বদমাইশ স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত সুজাতা!

[*সে সোফায় পড়িয়া কাঁদিতে সুরু করে—আবার চট করিয়া গম্ভীর হইয়া যায়।*]

Steady, Steady! এখনো সব ঠিক আছে। সর্বনাশ এখনো হয়নি। প্রণব বাঁড়ুয্যে আজকেই ঠাণ্ডা। (*বিড় বিড় করিয়া*) কালকে সার্চ ওয়ারেন্ট বার হতে পারে। আজ রাত্রেই ... (*পায়চারি করিতে করিতে*) মাধুরীর জানা চলবে না। কিছুতেই না। Are you talking to yourself?

[*দ্বারে করাঘাত হয়— শিহরিয়া সমরেশ কক্ষের অন্য প্রান্তে সরিয়া যায়— পুনরায় করাঘাত হয়। সমরেশ কি করিবে ভাবিয়া পায় না। পুনরায় করাঘাত হয়—এবং মহাদেব প্রবেশ করিয়া গুটি গুটি দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়।*]

কোথায় যাচ্ছিস?

মহাদেব॥ দোর খুলব, বলছে যে!

সমরেশ॥ কে?

মহাদেব॥ দোর খুলে দেব না স্যার?

[*ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সমরেশ দাঁড়াইয়া থাকে। মহাদেব দরজা খুলিতে মাধুরী ও ডাক্তারবাবু প্রবেশ করেন। সমরেশের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়ে—। মাধুরী প্রবেশ করিয়াই ছুটিয়া আসে সমরেশের নিকট, কিন্তু সে কিছুই কহে না, হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া লইয়া বসায়। ডাক্তারবাবুও বসেন।*]

ডাক্তার॥ নিজের সঙ্গে চিৎকার করে কি আলোচনা? কথা শুনছিলাম।

সমরেশ॥ (*একবার ডাক্তারকে একবার মাধুরীকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দগ্ধ করিয়া*) কি শুনলে?

ডাক্তার॥ তোমার গলা।

সমরেশ॥ কি বলছিলাম?

ডাক্তার॥ কথা বুঝলাম না।

সমরেশ॥ I am glad it was you

ডাক্তার॥ কি?

সমরেশ॥ বলছি I am glad you're turned up! এস দাবা খেলা যাক।

ডাক্তার॥ নাঃ, তোমার মুখখানা তেমন ভাল দেখাচ্ছে না হে। দেখি পাল্‌স্!

[*নাড়ি টিপিয়া ধরে।*]

সমরেশ॥ এত শিগ্‌গির?

মাধুরী॥ কেন? আসতে নেই?

সমরেশ॥ সাধারণত তো আস না।

মাধুরী॥ আজ ইচ্ছে করল।

ডাক্তার॥ দেখ, প্রেমালাপগুলো পরপুরুষের সামনে কোরো না, মরমে মরে যাই। দেখ ছোকরা, তোমার দাবাটাবা খেলা চলবে না। চুপচাপ বসে আড্ডা মারো। ব্যাপারটা কি? What are you worried about?

সমরেশ॥ Worried? না। ঐ বইটা।

[*মাধুরী চা ঢালিয়া দিতে থাকে।*]

ডাক্তার॥ ঐ perfect murder!

সমরেশ॥ হ্যাঁ, ঘটালাম খুনটা। পরে দেখি নিখুঁত তো নয়ই—খুঁতের অন্ত নেই। মাথা মোটা দারোগাও ধরে ফেলে দিয়েছে যে ঘোরালো কিছু আছে।

ডাক্তার॥ ভাবনাটা একটু কমালে হোতো না!

সমরেশ॥ (*হাসিয়া*) My head is like a furnace, it burns and burns! মাথার ভেতরে বৈশ্বানরের জিভ লক লক করছে। ভাবনা কি আমার হাতে?

মাধুরী॥ (*কুশন দিয়া*) এখানে মাথা দাও। তারপর গল্প করো। আমি আসছি কাপড় ছেড়ে।

[*মাধুরী চলিয়া যায়।*]

সমরেশ॥ May I smoke? just one?

ডাক্তার॥ বেশ খাও।

[*সিগারেট কেস খুলিয়া ধরেন। সমরেশ সিগারেট লয়।*]

উপকারই হবে বোধ হয়।

সমরেশ॥ Canst thou not minister to a mind diseased? অথচ ফেঁদেছিল সব সুন্দর করে। সমাজ আর সংস্কৃতির প্রতি একটু চটুল কটাক্ষের লোভও সামলাতে পারে নি বুদ্ধদেব। মৃত্যুর আর চিৎকার ঢাকতে সে চালিয়ে দিল উচ্চাঙ্গ রাগ সংগীত—গমক তানে চেপে দিল মেয়েটার ক্ষীণ স্বর। বুদ্ধদেব নিজে শিক্ষিত, মার্জিত রুচি। মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তির সঙ্গে মিশিয়ে দিল তার নিজের শ্রেষ্ঠ অপকীর্তি। Music in the service of a murderer! সমাজের মুখে একটা চ্যালেঞ্জ। এ যেন খুন করে ফুল দিয়ে সাজানো। I Shall kill thee and love thee after! (নীরবতা) পতনটা তাই আরো শোচনীয়।

ডাক্তার॥ (*হাসিয়া*) পতন? অজেয় বুদ্ধদেব কি ধরা পড়ে গেছে নাকি?

সমরেশ॥ প্রায়। জোর করে সে নিজেকে ব্যাপ্ত করতে চেয়েছিল, প্রসারিত করতে চেয়েছিল, প্রতিবেশীদের চেয়ে নিজেকে ধীমান প্রমাণ করতে চেয়েছিল। ফল হয়েছে—সে ছোট হয়ে গেছে। এতদিকে সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। কি পরিতাপ! নয়ন মুদিলে সব শব রে। শব অর্থে লাস।

ডাক্তার॥ জানি। অথচ কালকেই তোমার ভডপানিতে টেঁকা যাচ্ছিল না।

সমরেশ॥ (*হাসিল*) হ্যাঁ। তখন ভাবছিলাম আরো এগুলে হয়। লাসটাকে একটা বাক্সে পুরে বাক্সের উপর চাদর বিছিয়ে, ফুলদানি স্থাপন করে, খানা সাজিয়ে তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করলে হয়। Perfect murder হয় কিনা বুঝতে।

ডাক্তার ॥ (হাসিয়া) সর্বনাশ।

[মাধুরী নামিয়া আসে।]

মাধুরী ॥ মহাদেব! মহাদেব! গুদামের চাবিটা পেলি?

নেপথ্যে মহাদেব ॥ না দিদি। এইবার খুঁজব।

মাধুরী ॥ আর খুঁজেছিস।

ডাক্তার ॥ (উঠিয়া) চললাম। ওকে আজ চলাফেরা করতে দিও না।

[দুইজনে দ্বারের নিকটে পৌঁছিলেন।]

ডাক্তার ॥ (মৃদুস্বরে) ওকে সব কথা বলো।

মাধুরী ॥ (ততোধিক মৃদুস্বরে) আমি পারবো না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ॥ বলা বোধ হয় দরকার।

মাধুরী ॥ ও নিজে থেকে বলবে আমায়। আমি কি করে

ডাক্তার ॥ চেষ্টা করো। বিষম দুশ্চিন্তার ভয়ে ও গুমরে মরছে। খোলাখুলি কথা বললে ভার লাঘব হতে পারে।

মাধুরী ॥ দেখছি। তবে মিথ্যা আশ্বাস দেব না, শেষ পর্যন্ত নাও পারতে পারি।

[ডাক্তার প্রস্থান করিলেন। মাধুরী ফিরিয়া আসে।]

সমরেশ ॥ বৃষ্টি কি এখনো পড়ছে?

মাধুরী ॥ মুষলধারে।

সমরেশ ॥ কটা বাজে?

মাধুরী ॥ সাতটা বেজে গেছে।

সমরেশ ॥ হু।

[মাধুরী স্বামীর কাছ ঘেঁসিয়া বসে।]

মাধুরী ॥ একটা কথা বলব?

সমরেশ ॥ বলো।

মাধুরী ॥ আমাকে তোমার কিছুই বলার নেই?

[এক মুহূর্ত নীরবতা, সমরেশ অস্বস্তি ও আশঙ্কায় বিচলিত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ হইতে দেয় না, ভাবলেশহীন কণ্ঠে কহে--]

সমরেশ ॥ মানে?

মাধুরী ॥ আমি খুব শক্ত মেয়ে, এটা মানো তো?

সমরেশ ॥ মানি।

মাধুরী ॥ তোমার সব কথা আমায় বলতে পারো, নির্ভয়ে, স্বচ্ছন্দে। চোখ কপালে তুলে মূর্ছা যাবো না।

সমরেশ ॥ কি কথা?

মাধুরী ॥ কোনো কথা নেই?

সমরেশ ॥ না।

মাধুরী ॥ যার জন্যে কাল থেকে তোমার মুখে হাসি নেই!

সমরেশ ॥ আমি এমনিতেই একটু রাশভারী।

মাধুরী॥ আহা!

[মহাদেব আসিয়া কাপগুলি ট্রেতে তুলিতে থাকে।]

মহাদেব॥ চাবিটা পেয়েছি, বৌদি।

[বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সমরেশ চমকিয়া উঠে।]

মাধুরী॥ এখন আর পারছি না, বাবা, কাল হবে।

[মহাদেব চলিয়া যায়।]

সমরেশ॥ কিসের চাবি?

মাধুরী॥ ঐ ঘরটার।

সমরেশ॥ (*সন্ত্রস্ত দ্রুত উচ্চারণে*) আঃ, ঐ ঘরটা নিয়ে একেবারে দক্ষযজ্ঞ করে ছাড়লে।

মাধুরী॥ আহা, ঘর তো আর তোমায় করতে হয় না। শোবার ঘরে বড় বড় সিন্দুক, মাগো।

সমরেশ॥ (*পূর্ববৎ*) উঃ কি শীত? তোমার শীত করছে না? এ্যাঁ? তোমার শীত করছে না?

মাধুরী॥ না তো। জ্বর হয়েছে নাকি?

সমরেশ॥ না। কই না।

মাধুরী॥ দাঁড়াও।

[যাইতে উদ্যত হয়।]

সমরেশ॥ কোথায় যাচ্ছ?

মাধুরী॥ ওপরে। আসছি এক্ষুনি।

[দ্রুত চলিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সমরেশ তৎপর হইয়া উঠে।]

সমরেশ॥ মহাদেব! মহাদেব!

[ধীর মন্থর গতিতে মহাদেব প্রবেশ করে।]

মহাদেব॥ দাদাবাবু, ডাকছেন?

সমরেশ॥ ওঘরের চাবিটা নিয়ে আয় তো।

মহাদেব॥ কি?

সমরেশ॥ (*উত্তেজনায় স্বর কাঁপিয়া যায়*) চাবি যেটা খুঁজে পেয়েছিস। তাড়াতাড়ি।

[*মন্থর গতিতে মহাদেব চলিয়া যায়। কয়েকটি অস্থির মুহূর্ত—সমরেশ সিঁড়ির রেলিং এ মুষ্ট্যাঘাত করিতে থাকে। অবশেষে— প্রায় এক যুগ পরে মহাদেব পুনঃ প্রবেশ করে, হাতে চাবি। সেই মুহূর্তে মাধুরী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসে, হাতে কম্বল।*]

মাধুরী॥ দে।

[মহাদেবের হাত হইতে চাবি লইয়া টেবিলে রাখে।]

বোসো, উঠছ কেন?

[কাঁপিতে কাঁপিতে সমরেশ বসে।]

ইশ্, কাঁপছ যে!

[*ভাল করিয়া কম্বলখানি সমরেশের গায়ে জড়াইয়া দেয়। তাহার পর চাবি লইয়া আঁচলে বাঁধে। একদৃষ্টে সমরেশ তাহাকে নিরীক্ষণ করে। তাহার পর হতাশায় ভাঙিয়া পড়িতে উদ্যত*

হয়—পর মুহূর্তে বজ্রাহতের ন্যায় উঠিয়া বসে—তাহার গায়ে লাল কম্বল!! মাধুরী তখন গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে টেবিল গুছাইতেছে। বিকৃত স্বরে সমরেশ কহে—]

সমরেশ॥ এ কম্বল—এটা কোথায় পেলে?

[*মাধুরী শুনিতে পায় নাই। টেবিল গোছানো শেষ করিয়া সেলাই লইয়া বসে। বিস্ফারিত চক্ষে সমরেশ তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। সহসা—*]

ডলি এসেছিল দুপুরে, বলেছিল তোমাকে একবার যেতে। বৃষ্টিটা ধরেছে মনে হচ্ছে।

মাধুরী॥ ডলি? তবে চট করে হয়ে আসি। (*দ্বারে গিয়া*) এক্ষুনি আসছি। দুষ্টুমি কোরো না কিন্তু।

[*প্রস্থান করে। বিহ্বল নেত্রে শূন্যে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায় সমরেশ। কম্বলখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখে। তারপর সজোরে মাথা চাপিয়া ধরে।*]

সমরেশ॥ মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? নাকি সব জেনে ফেলেছে? হ্যাঁ, জেনেছে। ভান করছে, অভিনয় করছে, বউ বউ খেলা। আসলে সবাই জেনে ফেলেছে।

[*দেরাজ হইতে নিজের চাবি বাহির করিয়া গুদামের দিকে ছুটিয়া যায়। উত্তেজনায় চাবি ছিদ্রে প্রবেশ করে না।*]

দুটো ছিল। নিশ্চয়ই দুটো লাল কম্বল।

[*দরজায় করাঘাত হয়। চিৎকার করিয়া—*]

কে!

নেপথ্যে॥ আমি প্রণব।

সমরেশ॥ আসছি।

[*চাবিটি পকেটে পুরিয়া সে সদর দরজা খোলে।*]

এস প্রণব।

[*প্রণব প্রবেশ করে।*]

ঠক ঠক করে কাঁপছ যে। মহাদেব চা দিয়ে যা।

প্রণব॥ আমার মাসোহারাটা দিয়ে দিন বাড়ি যাই। এখানে— কিছু মনে করবেন না—গা ছম ছম করে।

সমরেশ॥ বোসো, বোসো, চা খাও একটু।

প্রণব॥ আজ্ঞে না। তবে বসছি। ধকল গেছে খুব।

সমরেশ॥ দেখ ভাই টাকাটা এখনো যোগাড় হয়নি। আমায় আর একদিন সময় দাও।

প্রণব॥ এ যে আবার উল্টো গাইছেন, বাবা।

[*মহাদেব আসিয়া চা রাখিয়া যায়।*]

বাবা বলে ডেকেছি, তা বলে এমন করছেন? ফোর টুয়েন্টি করছেন পেটের ছেলেকে?

[*চক্ষের পলকে সমরেশ পুরিয়া ঝাড়িয়া চায়ে বিষ ঢালিয়া দেয়।*]

সমরেশ॥ আমার সময় নেই আজ, মাধুরী ফিরে আসবে এক্ষুনি। পায়ে পড়ি ভাই, কাল পর্যন্ত সময় দাও, কাল সকালেই দেব।

প্রণব॥ মাধুরী কে? মা বুঝি? বেশ তাঁকে মা বলে ডাকব। এই বসলাম।

সমরেশ॥ চেক দিতে পারি। নাও, খাও।

[বিষাক্ত কাপ আগাইয়া দেয়।]

প্রণব॥ দিন। চেক ভাঙানো তেমন সুবিধাজনক নয়।

[কাপ গ্রহণ করে।]

সমরেশ॥ বেয়ারার চেক দেব।

[প্রণব চামচ দিয় চা নাড়িতে থাকে।]

প্রণব॥ ও বেয়ারা বলুন আর্দালি বলুন—চেক মানেই ঝামেলা। (কাপ মুখে তোলে—আবার নামাইয়া কহে) এসব ব্যাপারে ক্যাশই ভাল। (পুনরায় চুমুক দিবার উপক্রম করে। কিন্তু দেয় না) তবে এক কাজ করা যায়, চেক একটা দিন—সেটা হবে সিকিউরিটি। কাল নগদ পেলে চেকটা ছিঁড়ে ফেলব।

[কাপ নামাইয়া রাখিয়া সিগারেট ধরায়।]

ভদ্রলোকের ছেলে, সময় চাইছেন, না দিয়ে পারলাম না। তার ওপর বাবা বলে ডেকেছি। লিখুন একটা চেক পাঁচশ টাকার।

সমরেশ॥ লিখছি, তুমি চা খাও।

[দেরাজ হইতে চেক বই বাহির করিয়া লিখিয়া দেয়। চেক পকেটে পুরিয়া পুনরায় কাপ তুলে প্রণব।]

প্রণব॥ থ্যাঙ্ক ইউ। দেখবেন কাল যেন অবশ্য পাই।

[কাপ মুখে তুলিতেই অকস্মাৎ পদশব্দ ও দরজায় করাঘাত শুনা যায়।]

সমরেশ॥ (রুদ্ধশ্বাসে) মাধুরী! ও বোধহয় যাও। একটা কথা নয়।

[হতভম্ব হইয়া কাপ নামাইয়া প্রণব উঠিয়া দাঁড়ায়, সমরেশ দ্রুত [illegible] খুলিয়া দেয়। মাধবী প্রবেশ করে।]

মাধুরী॥ ডেড হীট- বৃষ্টি আর ঘাম আর একটু হলে

[আগন্তুককে দেখিয়া থামিয়া যায়।]

ইনি?

প্রণব॥ (নমস্কার করিয়া) আমি দরবারীওলা রামপদর ছেলে প্রণব চাটুয্যে। আলাপ করতে এসেছিলাম। আপনাকে মা বলে ডাকব, কেমন? আসি।

[প্রণব চলিয়া যায়। মাধবী হাসিয়া উঠে।]

মাধুরী॥ বাপকা বেটা, দুটোই বদ্ধ পাগল।

[সমরেশ হাসিতে যোগ দেয় না—পাষাণবৎ বসিয়া থাকে। মাধুরী কথা বলিতে বলিতে ঘর গোছাইতে থাকে।]

তোমায় বিরক্ত করছিল বুঝি! কখনো বাপ কখনো ছেলে! (হাসি) ডলিরা বাড়ি নেই, দেখা করতে বলে হাওয়া। আসুক না, এমন ধাঁতানি দেব! স্কুলে আজ টিফিনের সময় ক্লাস টেন-এর একটা মেয়ে প্রেমপত্র পড়ছিল, সবাই ভীড় করে শুনছিল, জানো? কি এঁচড়ে পাকা, বোঝো। আমাদের সময়ে কখনো ভাবতে পারিনি। . নাঃ. শোবার ঘরটা গুছিয়েই ফেলি। মহাদেব! মহাদেব!

[ডাকিতে ডাকিতে মাধুরী আঁচল হইতে গুদামের চাবি বাহির করে; ইতিমধ্যে স্থির দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে সমরেশ বিষাক্ত কাপটি তুলিয়া লইয়াছে। পান করিবার পূর্বে সে কি ভাবিতেছে।

মাধুরী চাবি প্রবিষ্ট করিতেই খট্‌ করিয়া শব্দ হয়—সমরেশ ফেরে—দেখে গুদামের দরজা ধীরে ধীরে ফাঁক হইতেছে। মহাদেবও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভীষণ ভয়ে সমরেশ উঠিয়া দাঁড়ায়—হাত তুলিয়া কি বলিবার চেষ্টা করে—স্বর বাহির হয় না। মাধুরী দরজা খুলিয়া ফেলিয়াছে। সে গুদামের ভিতরে প্রবেশ করে। মহাদেব আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমায়। সমরেশ কক্ষের অন্য প্রান্তে দেয়ালের সহিত মিশিয়া পাষাণবৎ দাঁড়াইয়া থাকে—যে কোনো মুহূর্তে মাধুরীর আর্ত চীৎকার শুনিবে এই প্রতীক্ষায় সে থাকে। কিন্তু দুই সেকেণ্ড—চার সেকেণ্ড—দশ সেকেণ্ড কাটিয়া যায়, গুদাম হইতে কোনো শব্দই নির্গত হয় না। হতভম্ব সমরেশ পায়ে পায়ে গুদামের দিকে অগ্রসর হয়। এমন সময়ে তাহাকে আরো হতবাক করিয়া দিয়া মাধুরী বাহির হইয়া আসে—সহজ শান্ত মূর্তি।]

মাধবী॥ বেশ বড়োসড়ো ঘর। মহাদেব ঝাঁটাটা নিয়ে আয়, একটু সাফ করে রাখ।

মহাদেব॥ ওকি? সন্ধ্যেবেলা ঘর ঝাঁট! কি অলক্ষ্মী রে বাবা!

মাধুরী॥ সূর্য ডুবলে আর তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, না? যা নিয়ে আয় ঝাঁটা।

[মৃদু বকিতে বকিতে ভৃত্য প্রস্থান করে। মাধুরী হাসে।]

কি নেশায় যে পেয়েছে না ওকে!

[সমর্থনের আশায় স্বামীর দিকে ফিরিবামাত্র চমকিয়া উঠে—]

কি? কি হয়েছে সমর?

সমরেশ॥ (*রুদ্ধশ্বাসে*) ঐ—ঐ ঘরে. ঐ ঘরে...

মাধুরী। কি? এ ঘরে কি? বোসো তুমি, শরীর খারাপ লাগছে?

সমরেশ॥ ঐ ঘরে গেলে তুমি?

মাধুরী॥ (*স্বামীকে বসাইবার চেষ্টা করে কিন্তু তড়িতাহতের ন্যায় সমরেশ পিছু হটিয়া যায়।*) কেন? ও ঘরে কি আছে?

সমরেশ॥ দেখনি? দেখতে পেলে না?

মাধুরী॥ কি দেখব?

সমরেশ॥ সে পড়ে আছে ওখানে। তুমি কি অন্ধ? দেখতে পেলে না?

মাধুরী॥ কে পড়ে আছে ওখানে? কি সব বকছ পাগলের মতন?

সমরেশ॥ লাস! লাস একটা পড়ে নেই ওখানে?

মাধুরী॥ লাস?

সমরেশ॥ লাল কম্বলে মোড়া একটা লাস!

[মাধুরী হঠাৎ হাসিয়া উঠে।]

মাধুরী॥ লাল কম্বলে মোড়া!

সমরেশ॥ কালকে রেখেছি ওখানে। নিশ্চয়ই আছে। বাঁদিকটায়।

[মাধুরী দৃঢ়স্বরে শাসন করে।]

মাধুরী॥ চুপ করে বোসো এখানে, সমরেশ, আবার পাগলামি সুরু করেছ।

সমরেশ॥ না, না, সত্যি বলছি—লাস আছে, নিজে রেখেছি ওখানে।

মাধুরী॥ ওখানে কিছু নেই, নিজে দেখেছি।

সমরেশ॥ আবার দেখ। অন্ধকারে ভুল হয়েছে।

মাধুরী॥ বোসো এখানে।....

সমরেশ॥ না, তুমি দেখ, আবার দেখ।

[*মাধুরীরও কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হয়।*]

মাধুরী॥ (*ধীরে*) হুঁ বাঁদিকটায় ?

সমরেশ॥ হ্যাঁ। ওখানে পঁচিশ বৎসরের অন্ধকার জট বেঁধে আছে—তাই নজরে পড়েনি।

মাধুরী॥ অন্ধকার কোনের দিকটায় ?

সমরেশ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোণে, লাল কম্বল জড়ানো একটা লাস। দেখ, তুমি দেখ—

মাধুরী॥ দেখছি।

[*ধীরে ধীরে মনের মৃদু ভয়ের সাড়াকে স্তব্ধ করিতে করিতে মাধুরী পুনরায় গুদামে প্রবেশ করে। পরক্ষণেই বাহিরে আসিয়া সে গুদামের দ্বারে দাঁড়ায়।*]

ওখানে কিছুই নেই, সমর।

সমরেশ॥ হ্যাঁ, আছে।

মাধুরী॥ (*কঠোর স্বরে*) না, নেই। এখানে এস।

সমরেশ॥ না, আমি যাব না, ওখানে পড়ে আছে লাস—Look on't again I dare not!

মাধুরী॥ (*কঠোর স্বরে*) এখানে এস বলছি সমর।

[*সমরেশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অগ্রসর হইয়া যায়।*]

তাকাও—দেখ নিজে দেখ—

[*ভয়ার্ত দৃষ্টি ধীরে ধীরে কক্ষে ধাবিত করিয়া, সমরেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকে। তাহার পর অস্ফুট রুদ্ধস্বরে সে কাঁদিয়া উঠে। মাধুরী তাহাকে জড়াইয়া ধরে, তাহার পর ধরিয়া আনিয়া সোফায় বসায়।*]

সমরেশ॥ ছিল... লাস ছিল . কাল রেখেছি...

মাধুরী॥ কার লাস ? তুমি ওখানে রাখলে কি করে ?

সমরেশ॥ সুজাতার লাস। সুজাতাকে খুন করে লাস ঐ ঘরে ফেলে দিয়েছিলাম। এই তো, এই সোফাটায় বসিয়ে রেলিং-এর ঐ বলটা দিয়ে মেরেছিলাম। হয়তো ভাল করে লাগেনি—মরেনি, বেঁচে উঠে চলে গেছে পুলিশের কাছে। নাকি, পুলিশ এসে নিয়ে গেছে লাস!

মাধুরী॥ কখন মারলে সুজাতাকে ?

সমরেশ॥ কাল সন্ধ্যেবেলায়।

মাধুরী॥ কাল সন্ধ্যেয় ? কাল তো আমি ছিলাম ঐ সোফায় বসে সারা সন্ধ্যে!

সমরেশ॥ না, না, তুমি থিয়েটারে গেসলে ডলিদের সঙ্গে।

মাধুরী॥ থিয়েটারে তো টিকিট পাইনি।

সমরেশ॥ এ্যাঁ ? তুমি ...তুমি এ ঘরেই ছিলে ? এই সোফায় ? আর আমি ?

মাধুরী॥ লেখার নাম করে টেবিলে বসেছিলে মুখ ভার করে। সারা সন্ধ্যে একটা কথাও কও নি।

সমরেশ॥ (*বিস্ফারিত চক্ষে কিছুক্ষণ চাহিয়া*) পাগল, তুমি পাগল হয়ে গেছ! কত কাণ্ড ঘটে গেল ঐ খুন নিয়ে। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গান চালিয়ে চাপা দিলাম সুজাতার চিৎকার! হ্যাঁ কাপ—কাপ ভেঙে গেছে একটা। সুজাতার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। জিগ্যেস করো মহাদেবকে। মহাদেব জানে একটা কাপ কম।

মাধুরী॥ (*হাসিয়া*) সে তো কাল সন্ধ্যেয় আমার হাত থেকে পড়ে গেল সমর। তুমি এসে টুকরোগুলো নিয়ে ফেলে দিলে। মনে নেই?

[*সমরেশ পুনরায় উন্মাদের ন্যায় তাকাইয়া থাকে।*]

সমরেশ॥ হয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয় আমার! Let me think it out step by step! একটু ভাবতে দাও। (*উঠিয়া পায়চারি করিয়া*) সুজাতা এসেছিল সকালে এটা ঠিক তো।

মাধুরী॥ হ্যাঁ।

সমরেশ॥ সে আমায় ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার চেষ্টা করল।

মাধুরী॥ জানি।

সমরেশ॥ তারপর ওর লিপস্টিক হারিয়ে গেল আর ওর টেলিফোন নম্বরটা লিখে রাখলাম কাগজে। পরে দুটোই গিয়ে পড়ল পুলিশের হাতে।

মাধুরী॥ বেশ তাতে কি হোল?

সমরেশ॥ বিকেলে সুজাতাকে টেলিফোন করে আনালাম...

মাধুরী॥ মাপ করবে, আমাদের টেলিফোন গত তিন দিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে।

সমরেশ॥ এ্যাঁ?

[*বিস্ময়ে তাহার বাক্যস্ফূর্তি হয় না; সে ছুটিয়া গিয়া ফোন তুলিয়া দেখে। তারপর নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসে।*]

Impossible! সন্ধ্যেয় এসেছিল, আমি জানি।

মাধুরী॥ বোসো এখানে। আমি বলছি, তুমি শোনো।

[*সমরেশ যন্ত্রচালিতের ন্যায় উপবেশন করে।*]

কাল সারা সন্ধ্যেটা আমরা দুজনে চুপচাপ এই ঘরে কাটিয়েছি। আমি বই পড়েছি, আর তুমি বসে তোমার বইয়ের প্লট ভেবেছ। ভাবতে ভাবতে তুমি বাস্তবের খেই হারিয়ে ফেল জানো তো? সেটারই চরম অবস্থা ঘটেছিল কাল। তুমি খেয়াল দেখেছ, hallucination! কাল সন্ধ্যেবেলা সুজাতা আসেনি।

সমরেশ॥ আসে নি? ঠিক বলছ? ও মরেনি?

মাধুরী॥ না।

সমরেশ॥ (*মাধুরীর হাত ধরিয়া সে সোফায় গা এলাইয়া দেয়।*) আঃ, বাঁচলাম! ভাগ্যিস ও মরেনি! মাথার চুল শাদা হয়ে যাওয়ার উপক্রম! (*একটু নীরবতা*) শোন, মাধুরী, তোমার কাছে একটা দীর্ঘ স্বীকারোক্তি পেশ করতে চাই। ধৈর্য ধরে শোনো, তারপর ক্ষমা করতে চেষ্টা কোরো।

মাধুরী॥ থাক, বোলো না।

সমরেশ॥ না, না, বলতে হবেই। তোমাকে শুনতে হবে। কাল সকালে সুজাতা এসেছিল।

মাধুরী ॥ জানি।

সমরেশ ॥ কি ?

মাধুরী ॥ জানি, সুজাতা এসেছিল কাল সকালে।

সমরেশ ॥ কে বললে তোমাকে ?

মাধুরী ॥ সুজাতাই বলেছে।

সমরেশ ॥ সুজাতা! সুজাতা বলেছে! কখন বলল ?

সমরেশ ॥ আজ দুপুরে স্কুলে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

সমরেশ ॥ (এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) কি বলেছে তোমাকে ?

মাধুরী ॥ সব।

[আবার একটু নীরবতা।]

সমরেশ ॥ কেন ওর এই প্রতিহিংসা বুঝি না।

মাধুরী ॥ ভুল বুঝছ ওকে, সমর, সুজাতাকে তুমি ভুল বুঝেছ।

সমরেশ ॥ তার মানে ? কি বলেছে তোমাকে ?

মাধুরী ॥ সবই বলেছে—তোমাদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল, কেন ও তোমাকে ছেড়ে চলে গেল, তোমার চিঠিগুলোর কথা—

সমরেশ ॥ চিঠিগুলো। হ্যাঁ! টাকা চায়নি ? চিঠির বদলে পাঁচ হাজার টাকা ?

মাধুরী ॥ না চায়নি। সে এমনি চিঠিগুলো আমায় দিয়েছে।

সমরেশ ॥ এ্যাঁ ?

মাধুরী ॥ হ্যাঁ। (*ব্যাগ হইতে একগোছা পত্র বাহির করিল*) তোমার কাছে টাকা চেয়েছিল সাগর সেনের ভয়ে। ওটাই সাগর সেনের প্রধান ব্যবসা ছিল। রাত্রে সাগর সেনের গ্রেপ্তারের খবর পেয়েই সুজাতা গা ঢাকা দেয়। ওর ভয় হয় পুলিশ ওকেও ধরবে সাগর সেনের অপরাধের সঙ্গী হিসাবে। কিন্তু দুপুর বেলা ও কর্তব্য স্থির করে ফেলে। আমার সঙ্গে দেখা করে সব কথা অকপটে স্বীকার করে। কি বলে জানো ?

সমরেশ ॥ কি ?

মাধুরী ॥ বলে—আধুনিকা হয়েছিস, চাকরি করছিস, আর স্বামী ছেলেবেলায় কি একটু ফষ্টিনষ্টি করেছিল সেটা ক্ষমাঘেন্না করে নিতে পারবি না ?

সমরেশ ॥ (*বিষাদময় হাসির সহিত*) হ্যাঁ, সুজাতার স্টাইলই বটে! তুমি... তুমি কি জবাব দিলে ?

মাধুরী ॥ বলব ?

সমরেশ ॥ বলো।

মাধুরী ॥ রাগ করবে না ?

সমরেশ ॥ না।

মাধুরী ॥ বললাম—আমার স্বামী একটিই অপরাধ করেছে, সে অপরাধের ক্ষমা নেই। সেটা হোলো আমার কাছে কথা লুকোনো। আজও এটুকু আমায় চেনেনি সে ?

সমরেশ ॥ সত্যি, সত্যি পারবে ক্ষমা করতে ?

মাধুরী ॥ ছিঃ, ও কথা বলে না।

সমবেশ॥ তাবপব সুজাতা কি বলল ?

মাধুবী॥ ওব চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমি বললাম— তোমায ধন্যবাদ দিদি, স্বামী স্ত্রীব মধ্যে একটা প্রাচীব তুমি ভেঙে দিযেছ। সুজাতা বললে—আমাবো তাই মনে হয, সমবেশকে যত নিবিড কবে জানবি ততই তাকে বেশি ভালবাসবি। তাবপব হঠাৎ চোখ টিপে বললে—অবশ্য ইচ্ছে কবলে এখনো দুদিনে তোব হাত থেকে ওকে ছিনিযে নিতে পাবি।

[*দুইজনেই হাসিযা উঠে।*]

এই বলে ও চলে গেল পুলিশে আত্মসমর্পণ কবতে, আব আমি ছুটলাম ডাক্তাববাবুব বাড়ি।

সমবেশ॥ ও তাই বুঝি আজ ডাক্তাববাবুব অপ্রত্যাশিত আগমন।

মাধুবী॥ হ্যাঁ। উনি বলছিলেন তখুনি তোমায সব কথা খুলে বলতে। পাবলাম না। কিন্তু দেখছি তাই উচিত ছিল।

সমবেশ॥ কেন ?

মাধুবী। তোমাব এই মানসিক যন্ত্রণাটা একটু আগে শেষ হোত, আধ ঘণ্টা কম কষ্ট পেতে।

সমবেশ॥ (*মৃদু হাসিযা*) হ্যাঁ। আমি এদিকে সুজাতাব লাস আগলাচ্ছি, আব তুমি ওদিকে সুজাতাব সঙ্গে আড্ডা মাবছ। নিযতিব পবিহাস।

মাধুবী॥ আড্ডা, না এক ভেঁসেলে দু'সতীনেব ঝগড়া ?

সমবেশ॥ এইবাব চিঠিগুলো পড়ো একটা একটা কবে।

মাধুবী॥ না।

সমবেশ॥ পড়ো, তোমাব জানা দবকাব।

মাধুবী॥ না, দবকাব নেই।

সমবেশ॥ না, জানতে হবে, অত্যন্ত নিভৃত সম্পর্ক ছিল আমাদেব

মাধুবী॥ দেহেব সম্পর্ক যত নিবিড়ই হোক, নিভৃত নয, সমব। ও চিঠিগুলো এখুনি আগুনে দিযে আসছি।

[*দ্রুত প্রস্থান কবে, গভীব শ্রান্তিতে সমবেশ শুইযা পড়ে, নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কহে।*]

সমবেশ॥ After life's fitful fever'

[*মাধুবী ফিবিযা আসে।*]

আমি এখনো বিশ্বাস কবতে পাবছি না!

[*মাধুবী কাপে একটু গবম চা ঢালিযা পান কবিতে উদ্যত হয— চীৎকাব কবে সমবেশ।*]

ওটা খেও না!

[*মাধুবী থামিযা যায।*]

মাধুবী॥ কি হোলো ?

[*উঠিযা আসে সমবেশ, গভীব স্নেহে হাত বুলায মাধুবীব গাযে।*]

সমবেশ॥ উঃ তোমায নিযে আব পাবলাম না! এক মিনিট চোখেব আড়াল হলেই একটা কাণ্ড বাধাবে।

মাধুবী॥ তুমি উঠেছ কেন ? শোও বলছি—কি আছে ও চাযে ?

[*কাপ পবীক্ষা কবে।*]

কই কিছু তো নেই।

সমরেশ॥ বিষ।

মাধুরী॥ বিষ!

সমরেশ॥ হ্যাঁ বিষ দিয়েছিলাম প্রণবের জন্যে, তারপর...

মাধুরী॥ প্রণব? ঐ বুড়োর ছেলেটা! কেন?

সমরেশ॥ সে আর এক ইতিহাস! সুজাতাকে এখানে দেখে সে আমায় ব্ল্যাকমেল করতে আসে এবং তৎপরতার সঙ্গে আমি স্বীকার করে বসি যে সুজাতাকে আমি খুন করেছি।

[দুইজনেই হাসিয়া উঠে।]

ব্যাটাকে পাঁচশ টাকার একটা চেক দিয়ে বসেছি। বেয়ারার চেক।

মাধুরী॥ বিষ কোথায় পেলে?

সমরেশ॥ ঐ যে এস্টাজোনের গুঁড়ো ছিল পুরিয়ায়—

মাধুরী॥ (*খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে*) সে কবে ফেলে দিয়েছি—

সমরেশ॥ না, না তাকের উপর ছিল। আমি পেয়েছিলাম।

মাধুরী॥ ওটা পাউডার অফ ম্যাগনেশিয়ার পুরিয়া।

সমরেশ॥ (*ধীরে ধীরে*) আমি প্রণবকে জোলাপ দিচ্ছিলাম।

[*অকস্মাৎ অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়ে। হাসিতে হাসিতে মাধুরী কহে*—]

মাধুরী॥ সমর, কি গাধা তুমি।

সমরেশ॥ তার ওপর পাঁচশ টাকা গচ্চা দিয়েছি।

[*দ্বারে করাঘাত। মাধুরী হাসি সম্বরণ করিতে করিতে গিয়া দরজা খোলে —যতীনবাবু প্রবেশ করেন।*]

যতীন॥ মিস্টার সান্যাল আছেন?

মাধুরী॥ হ্যাঁ, ঐ যে।

যতীন॥ অসুস্থ নাকি?

সমরেশ॥ আসুন যতীনবাবু, এই একটা হাসির গল্প পড়ছিলাম—বসুন, কি ব্যাপার বলুন তো। বাড়ি সার্চ করবেন নাকি?

যতীন॥ আর লজ্জা দেবেন না, সমরেশবাবু, ঐ ব্যাপারেই মাপ চাইতে এসেছি। আজ বিকেলে সুজাতা সেন লালবাজারে এসে জবানবন্দী দিয়েছেন।

সমরেশ॥ অজ্ঞাতবাস ঘুচেছে?

যতীন॥ হ্যাঁ, মানে সাগর সেনের দলটা যেমন ভাবি তেমনি নৃশংস। তাই আমরা সুজাতার অন্তর্ধানে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। তার ওপর আপনি—মানে—যেরকম উল্টোপাল্টা কথা বলছিলেন—তাতে করে সন্দেহ করে বসেছিলাম—যে আপনারো কিছু হাত আছে এ ব্যাপারে। তার উপর ঐ লিপস্টিক।

সমরেশ॥ সুজাতা যে সকালে এখানে এসেছিল তাতো শেষ পর্যন্ত স্বীকারই করেছিলাম।

যতীন॥ হ্যাঁ! সুজাতা আপনার সাহায্য চেয়েছিলেন—সেটা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে না চাওয়া আপনার পৌরুষেরই পরিচয়।

সমরেশ॥ আর দেখুন, সুজাতা বেচারি অনেক কষ্ট পেয়েছে; ওকে আর জ্বালাতন করবেন না।

যতীন॥ (*বিব্রত হাসির সহিত*) সে তো বড়কর্তাদেব হাতে।

[*মাধুরী ফিরিয়া আসে, হাতে ওষুধের গেলাস। সমবেশকে দিতে সমরেশ পান করে। যতীন উঠিয়া দাঁড়ান।*]

আপনি অসুস্থ, আর বিরক্ত করব না।

মাধুরী॥ একি? চা খেয়ে যান।

যতীন॥ আজ্ঞে মাপ করবেন, বিশেষ কাজ আছে এ পাড়ায়।

[*দ্বারে গিয়া ফেরেন।*]

ওহো ভাল কথা! ও বাড়ীর প্রণব বাঁড়ুয্যেকে চেনেন?

সমরেশ॥ হ্যাঁ, কেন বলুন তো!

যতীন॥ মাথায় ছিট আছে কয়েক গজ। একটু আগে থানায় এসে চেঁচামেচি—আপনি নাকি একটি মেয়েকে হত্যা করে (*হাসিতে হাসিতে*) ঐ গুদাম ঘরে পুবে রেখেছেন! জিগ্যেস কললাম—কাকে? কি বলে জানেন? বলে সুজাতা সেনকে।

মাধুবী॥ পাগল! শুনলাম, এখানে এসে সমরকে ব্ল্যাকমেল কবার চেষ্টা কবছিল।

যতীন॥ হ্যাঁ, সমবেশবাবুব চেকটা নিয়েই ওর লাফালাফি। বললাম—আরে মুখ্যু, রসিকতা বোঝ না? অতবড় একটা ইনটেলেকচুয়াল জায়ান্ট! তাব রসিকতা বোঝা কি তোমাব কর্ম?

[*বলিতে বলিতে তিনি পকেট হইতে চেক বাহির করেন।*]

সমবেশ॥ কি বসিকতা?

যতীন॥ (*হাসিতে হাসিতে*) কেন আর অভিনয় কবছেন, সমবেশবাবু! চেকটায় নাম সই কবেননি।

[*দমকা হাসিতে সমবেশ ফাটিয়া পড়ে। মাধুবীব হস্তে চেক দিয়া যতীনবাবু কহেন—*]

আপনাব "মবা গাঙেব পানি" পড়েছি, সমরেশবাবু, অপূর্ব। এখন আব কিছু লিখছেন না?

[*সমবেশ হাস্য সম্বরণ কবিয়া উঠিয়া বসে।*]

সমবেশ॥ হ্যাঁ। লিখছি।

যতীন॥ কি জিগ্যেস কবতে পারি?

সমরেশ॥ হ্যাঁ—Story of a perfect murder! একটি নিখুঁত খুনেব কাহিনী!

[*যতীনবাবু প্রস্থান করেন, মাধুবী দ্বার রুদ্ধ কবিয়া ফিরিয়া দেখে সমবেশ টেবিলেব সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—সহসা—*]

তোমার কি মনে হয়—বিষ দিয়ে মাবলে ঐ রক্তেব ব্যাপারটা এড়ানো যায়। লাস আর অস্ত্র—এ দুটো বেমালুম লোপাট করতে পারলেই হয়ে গেল—বুদ্ধদেব চৌধুরী দেখিয়ে দেবে নিখুঁত খুন হয কিনা।

[*Incorrigible স্বামীর দিকে চাহিয়া মাধুবী নীরবে হাসিতে থাকে।*]

॥ পর্দা ॥

রাইফেল

যাত্রাজগতের একাধিপতি, রাইফেলের বহুমং

শ্রীপঞ্চু সেন মহাশয়ের

করকমলে

চরিত্রাবলী

অবিনাশ □ □ □
রহমৎ □ □ □
মহীতোষ □ □ □
মানিক □ □ □
মধু সিংগি □ □ □
ভবানী প্রসাদ □ □ □
নিতাই □ □ □
পুলিশ □ □ □
কিরণবালা □ □ □

কল্যাণ □ □ □
বীরেন □ □ □
মেজর ইনগ্রাম □ □ □
যুগল চৌধুরী □ □ □
সুবোধ □ □ □
কৃত্তিবাস □ □ □
দারোগা □ □ □
মানসী □ □ □
নসিবন □ □ □

সৌদামিনী □ □ □

এক

[সূত্রধাব আসেন গান গাইতে গাইতে।]

সূত্রধাব॥ তোমাব বুকেব খুনেব চিহ্ন খুঁজি
ঘোব আঁধাব বাতে
ও দেশেব বন্ধু শহীদ,
ঝড় বাদল বাতে।—ইত্যাদি।

আজ আপনাদেব একটি ঘবেব ছেলেব গল্প বলব। আপনাব আমাব ঘবেব ছেলে। তাব নাম কল্যাণ ঘোষ। আজ সে পঙ্গু, অথর্ব। একটি চোখ নেই। বাঁ পা-টা অকেজো। লক্ষ মানুষেব ভিড়ে সে আজ হাবিয়ে গেছে। কিন্তু চিবকাল সে এমন ছিল না। কল্যাণ ঘোষেব নামে একদিন মুর্শিদাবাদ জেলা কেঁপেছিল, পুবো বাংলাদেশেব বোমাঞ্চ উপস্থিত হতো। কল্যাণ ঘোষেব নাম স্মবণ কবে একদিন বাংলাব সব মাযেবা পুত্রগর্বে স্ফীত হতেন, সব পিতাব মুখ উজ্জ্বল হোতো। সেই কল্যাণ ঘোষেব হাবিয়ে যাওযাব কাহিনী—বিস্মৃতিব কাল গহ্বরে বিলীন হওয়াব কাহিনী আজ আমবা উপস্থিত কববো।

কান পেতে শুনুন, চাবিদিকে ঢক্কানিনাদ, দেশ স্বাধীন হযেছে বিনা বক্তপাতে, অহিংস সংগ্রামেব দৌলতে। দেশ নাকি স্বাধীন হযেছে খদ্দব পবাব ফলে, আমবা এক মনে চবকা কেটেছি বলে।

অহিংস সংগ্রামেব ফলে দেশ স্বাধীন? তবে কি ক্ষুদিবামেব নাম মুছে ফেলা হবে ইতিহাস থেকে? বিনা বক্তপাতে দেশ স্বাধীন? তবে কি সূর্য সেনেব বক্ত বক্ত নয়? তবে কি সে যুগে ঝাঁসীব বাণী লক্ষ্মীবাই আব তিতুমীব, আব এ যুগে নৌ-বিদ্রোহী আব সুভাষচন্দ্রেব সশস্ত্র আই. এন. এ বাহিনী আমাদেব কেউ নয়?

স্বাধীনতা এনেছে অন[illegible], সু[illegible] নয়। স্বাধীনতা এসেছে চবকাব জন্য, বাইফেলেব জন্য নয়। শুনুন ঢক্কা [illegible] অগ্নিযুগ বলে কিছু নেই ইতিহাসে। কল্যাণ ঘোষবা তাই মুছে গেছে।

কিন্তু ১৯৩৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাব বহবমপুব শহবে যে কল্যাণ ঘোষ আত্মপ্রকাশ করেছিল, [illegible]বনাশ বসুব নেতৃত্বে যে যুবদল তৈবী হয়েছিল বোমাব আঘাতে, পিস্তলেব গুলিতে স্বাধীনতা ছিনিযে আনতে, তাবা মানে নি গান্ধীবাদকে, মানে নি অসহযোগ আব সত্যাগ্রহেব নপুংসক নীতিকে। সেটা ১৯৩৪ সাল। মীবাট ষড়যন্ত্র মামলাব কমিউনিস্ট আসামীবা এক-একজন দশ বাবো বছব মেয়াদ নিযে চলে গেছেন কাবাগাবে। সূর্য সেন ধবা পড়ে ফাঁসিব অপেক্ষায় কাল গুনছেন কাবান্তবালে। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ আব অম্বিকা চক্রবর্তী চলে গেছেন আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবে। আব গান্ধীজী সেই বন্দীদেব মুক্তি দাবী কবতেও অস্বীকাব কবলেন। বড়লাট আবউইনেব বক্তাক্ত হাতে হাত মিলিয়ে গান্ধী আবউইন চুক্তি স্বাক্ষব কবেছেন। সেই চুক্তি অনুযাযী দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলনকে বন্ধ কবে দিয়ে কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেব সঙ্গে আপোস আলোচনায় বসেছেন। সুভাষচন্দ্র তখন ইওবোপে ; কাবাগাবে

স্বাস্থ্য ভগ্ন হওযায পুনরুদ্ধাবেব চেষ্টায গিযেছিলেন ইওবোপে। বোগশয্যা থেকেই গর্জন কবে উঠলেন সুভাষচন্দ্র; কংগ্রেস শুধু ব্যর্থ নয, গান্ধীবাদী নেতাবা বিশ্বাসঘাতক—ভাবতে যুবশক্তি এব জবাব দেবে। সুভাষচন্দ্রেব ডাকে বহবমপুবেব অবিনাশ বসু গড়ে তুললেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সশস্ত্র বিদ্রোহী দল; সে দলেব প্রথম সাবিতে ছিল যুবক কল্যাণ ঘোষ।

ধকন—এটা বহবমপুব থানাব সম্মুখস্থ মাঠ, যাব নাম স্কোযাব-ফীল্ড।

[*সূত্রধাবেব প্রস্থান।*]

[*পুলিশ-সুপাব ইনগ্রাম সাহেব, ইন্‌সপেক্টব মানিক সেন, যুগল চৌধুবী ও ভবানী ঘোষ প্রবেশ কবেন।।*]

ইনগ্রাম॥ How is it possible? কি কবে সম্ভব হয এটা? কাল বাতে জিযাগঞ্জে আর্মস-ইন্‌স্‌পেক্টব মিডলটন সাহেবকে কে বা কাবা পিস্তলেব গুলিতে গুকতবভাবে জখম কবে গেছে। আজ ভোবে মিডলটন মাবা গেছেন। এটা যে অবিনাশ বোসেব কীর্তি এটা বুঝতে অসুবিধে হয না। যেটা বুঝতে অসুবিধে হয সেটা হচ্ছে, আমাব পুলিশ নাকে কোন তেলটা দিযে ঘুমোচ্ছেন।

মানিক॥ স্যাব—তেল দিযে ঘুমোচ্ছি না, তবে—

ইনগ্রাম॥ নাকে তেল দিচ্ছেন কিনা তো জানতে চাইনি, জিজ্ঞেস কবছিলাম- কোন তেল দিচ্ছেন। তেল যে দিচ্ছেন সে-বিষযে আমবা নিঃসন্দেহ হযেছি। (*হেসে*) অবিনাশ বোস ধবা পড়ে না কেন, ইন্‌স্‌পেক্টব?

মানিক॥ চেষ্টাব কোন ত্রুটি নেই, স্যাব। আমি আপনাকে কথা দিতে পাবি—

ইনগ্রাম॥ চেষ্টাব গুকতব ত্রুটি না থাকলে এ সম্ভব হয না। ইন্‌সপেক্টব। প্রায এক বছব ধবে অবিনাশ যা খুশি তাই কবছে। ভাবতলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লুট কবে তিন লক্ষ টাকা নিযে গেছে। মুর্শিদাবাদ বেল-স্টেশনে ঢুকে বেল-ম্যানেজাব হার্ডিং সাহেবকে মেবে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট আর্লেট সাহেবকে মেবে গেল গত সপ্তাহে। আব কাল বাত্রে জিযাগঞ্জে এসে মিডলটনকে মাবলো। অথচ আপনাবা তাব দেখাই পাচ্ছেন না, এবা আমাকে বিশ্বাস কবতে বলেন? (*আবাব খানিক হেসে নেন*) ভবানীবাবু

ভবানী॥ বলুন।

ইনগ্রাম॥ আপনি জেলা কংগ্রেসেব প্রেসিডেন্ট। আপনাব তবফ থেকে কোন সাহায্য আসছে না দেখে, আমবা বীতিমত চিন্তিত।

ভবানী॥ আমি কি কবে সাহায্য কবতে পাবি মেজব ইনগ্রাম?

ইনগ্রাম॥ বাঃ, অবিনাশ জেলা-কংগ্রেসেব সম্পাদক।

ভবানী॥ ভুল কবছেন। তিনি প্রাক্তন সম্পাদক। চাব মাস আগে তাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কাব কবা হযেছে। তিনি আমাদেব কেউ নন।

ইনগ্রাম॥ (*উচ্চহাস্য সহ*) চমৎকাব! কিন্তু তাতেই কি সব সমস্যা মিটে যায মিস্টাব ঘোষ? অবিনাশ বোস ধবা না পড়া পর্যন্ত সমস্যাব শেষ কোথায?

ভবানী॥ অর্থাৎ? কি বলতে চান? অবিনাশ এখন আব কংগ্রেসেব লোক নয। সে ধবা পড়ে না কেন, সেটা আমবা কি কবে বলব?

ইনগ্রাম॥ বলতে হবে। সেটাই কথা ছিল। গান্ধীব সঙ্গে বড়লাটেব যে চুক্তি তাব প্রধান

শর্তেই ছিল, আপনাবা উগ্রপন্থীদেব সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন কববেন, তাদেব দমন কবতে আমাদেব সাহায্য কববেন।

ভবানী॥ দমন কবতে সাহায্য? আপনি কি বলতে চান, আমবা পুলিশেব গুপ্তচব হিসেবে কাজ কববো?

ইনগ্রাম॥ না, না, এ সব অপ্রীতিকব কথা কেন? সাহায্য— সাহায্য কববেন, এই কথা ছিল। অবিনাশকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়েছেন, কিন্তু সুভাষ বসু তো এখনো কংগ্রেসেব নেতা। তাকে তাড়ালেন কোথায়?

ভবানী॥ তাঁকেও বহিষ্কাব কবা হবে—খুব শীঘ্র। তবে আমি এ-জেলাব সভাপতি মাত্র, সুভাষবাবুব বহিষ্কাব আমাব হাতে নেই।

ইনগ্রাম॥ বেশ, তবে এ জেলাব আলোচনাতেই আসা যাক। নিন, সিগাবেট নিন। দেখুন, মিস্টাব ঘোষ, অবিনাশকে আজ তাড়াতে পাবেন। কিন্তু অবিনাশ বোস-ই এ-জেলাব কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক। আপনি কি বলতে চান, তাব সমর্থকবা এখনো নেই কংগ্রেসে?

ভবানী॥ থাকতে পাবে—

ইনগ্রাম॥ তবে তাদেব বহিষ্কাব কবছেন না কেন?

ভবানী॥ কি কবে জানবো, কে কে তাব সমর্থক?

ভবানী॥ জানেন না?

ভবানী॥ না। ওবা মুখ গুঁজে থাকে। গুপ্ত সমিতি কি পদ্ধতিতে কাজ কবে তা বোধহয় আপনাব জানা নেই, মেজব ইনগ্রাম। বোঝাব উপায় নেই কে গান্ধীবাদী আব কে উগ্রপন্থী। ওবা মুখ খোলে না। ওবা আমাদেব বিশ্বাস কবে না।

ইনগ্রাম॥ না, বিশ্বাস আব কববে কেন? বিশ্বাস কবাব মতন কোনো কাজ আপনাবা কবেছেন? (হেসে ওঠেন) তাহলে অবিনাশ বোসেব দলে কে আছে, আপনি বলতে পাবেন না।

ভবানী॥ না, আব পাবলেও বলতাম কিনা সন্দেহ।

যুগল॥ কি বলছেন? চুপ করুন।

ইনগ্রাম॥ জানলেও বলতেন না?

ভবানী॥ না। ওদেব সঙ্গে আমাদেব মত ও পথেব বিবোধ আছে। তাই বলে, ওদেব-কে পুলিশেব হাতে তুলে দেব, আমাকে এমন দেশদ্রোহী পাওবালেন?

মানিক॥ (সজোবে) সাইলেন্স্! আপনি যা বললেন, তাব জন্য আপনাকে গ্রেপ্তাব কবা যায় জানেন?

ইনগ্রাম॥ না, না, এটা কি বলছেন, ইন্‌স্‌পেক্টব? সিগাবেট খান, এই নিন। আপনি, মিস্টাব ঘোষ?

ভবানী॥ খাই না।

ইনগ্রাম॥ আপনাদেব সঙ্গে ওদেব মতবিবোধ হয়েছে?

ভবানী॥ হ্যাঁ।

ইনগ্রাম॥ কেন?

ভবানী॥ আমবা গান্ধীজীব অহিংসায় বিশ্বাসী, ওবা পিস্তলেব নীতি অনুসবণ কবছে।

ইনগ্রাম॥ তাহলে ওদেরকে আমাদের হাতে দিতে বাধা কি?

ভবানী॥ সেটা হবে বেইমানি।

ইনগ্রাম॥ আর খোদ গান্ধীজী যে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের গোপন চিঠি পুলিশের হাতে তুলে দিলেন, সেটা কি তবে গান্ধীজীর বেইমানি।

ভবানী॥ (চমকে) কি।

ইনগ্রাম॥ সে কি! জানতেন না। আপনাকে অমন চমকে দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রমুখরা গোপনে গান্ধীর কাছে চিঠি পাঠান, সে চিঠি গান্ধী দেন পুলিশকে, অনন্ত সিংহের বিচারের সময়ে সে চিঠি পুলিশ আদালতে হাজির করে দেয়।

ভবানী॥ আপনি....আপনি মিথ্যা কথা বলছেন!

ইনগ্রাম॥ আসুন আমার বাংলোয়—এক্ষুনি। মামলার নথিপত্র দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে যান।

ভবানী॥ গান্ধী যদি ও-চিঠি পুলিশকে দিয়ে থাকেন, ভালই করেছেন। তিনি অহিংসার সাধক, হিংস্রতাকে প্রশ্রয় তিনি দেন না।

ইনগ্রাম॥ এই তো। আমারও তো সেই কথা। অহিংসার যাঁরা প্রকৃত সাধক, তাঁরা এইসব বিকৃত মস্তিষ্ক খুনী স্যাঙাতের দলকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পাঞ্জাবের ঐ দস্যুরা—বৃটিশ রক্তে যাদের হাত কলঙ্কিত—সেই ভগৎ সিং, সুখদেও-র দল—ওদের যখন ফাঁসির হুকুম হয়—বুঝলেন মিস্টার ঘোষ—আপনাদের ঐ উগ্রপন্থী নেতা সুভাষচন্দ্র বোস আর কংগ্রেসের মধ্যেকার কমিউনিস্ট শয়তানরা একসঙ্গে প্রস্তাব তুললো—কংগ্রেস যেন মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। গান্ধীজী ও গান্ধীবাদী নেতারা স্পষ্ট বলে দিলেন—খুনীর ফাঁসি হবেই। সুভাষের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। এই তো চাই, মিস্টার ঘোষ। খুনী দস্যুদের এইভাবেই নির্মূল করা উচিত। অথচ আপনার মতন গান্ধীবাদীরা গান্ধীজীর আদর্শ মানছেন না, এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

ভবানী॥ গান্ধীজী যেমন বুঝেছেন তেমন করবেন। আমার পক্ষে পুলিশের ইনফর্মার সাজা সম্ভব নয়, এ কথাটা জেনে রাখুন।

ইনগ্রাম॥ অথচ সমস্যা হচ্ছে—এখানে, এই মুর্শিদাবাদ জেলায় বৃটিশ শাসন ধসে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে অবিনাশ বোসের দলটির জন্য। (হেসে) সুতরাং আপনিও জেনে রাখুন, মিস্টার ঘোষ, আমরা এবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করবো। অবিনাশের দলে কে কে আছে, মিস্টার ঘোষ?

ভবানী॥ (চেঁচিয়ে) আমি পুলিশের গুপ্তচর নই।

ইনগ্রাম॥ (হেসে) পুলিশের গুপ্তচর আপনাকে শেষ পর্যন্ত হতেই হবে। যুগলবাবু, আপনি সিগারেট খাবেন?

যুগল॥ দিন স্যার, খাই।

ইনগ্রাম॥ যুগলবাবু, আপনি কাশিমবাজারের এতবড় জমিদার, সরকার বাহাদুর পূর্বে আপনার সাহায্য পেয়ে খুশি হয়ে রায়বাহাদুর খেতাব দিয়েছেন। অবিনাশ বোসের ব্যাপারেও সরকার আপনার সাহায্য আশা করেন।

যুগল॥ আমি কী করতে পারি, স্যার? শালা অবিনাশ বোধহয় যাদু জানে।

ইনগ্রাম॥ আসল যাদু হচ্ছে আপনাদের মনে। এই ভবানী ঘোষ যেমন গান্ধীবাদী হয়েও মনে মনে কোথায় যেন ঐ খুনীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করেন, আপনিও তাই। আসল যাদু হচ্ছে এইটুকুই—অবিনাশও ভারতীয়, ভবানীবাবুও ভারতীয়, আপনিও ভারতীয়। অবিনাশ যে গ্রামাঞ্চলে কোনো কৃষকের বাড়িতে আশ্রয় নেয়, এ-তো বোঝাই যাচ্ছে। অথচ সে গ্রামাঞ্চলের যিনি অধীশ্বর সেই যুগল চৌধুরী মহাশয় নির্বিকার।

যুগল॥ (আতঙ্কিত) স্যার, হার্ডিং হত্যার পর আমি গ্রামে আগুন দিয়েছি, স্যার—বর্নট্! এই মানিকবাবু সাক্ষী—উইটনেস! শুয়োরের বাচ্চা কৃষকগুলো বলে না কিস্যু। তার ওপর এই কংগ্রেসীরা খাজনা বন্ধ করতে বলে দিয়েছে, স্যার—নো ট্যাক্সো। আমি কপর্দকশূন্য বেগার হয়ে পড়েছি।

ইনগ্রাম॥ সে কি? কংগ্রেস তো সে আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে! না কি মিস্টার ঘোষ? গান্ধী নিজে ৪ঠা মে র বক্তৃতায় বলেছেন, জমিদারদের কোনো অসুবিধা হয়, এমন কিছু করা চলবে না।

ভবানী॥ খাজনা দিচ্ছে না?

যুগল॥ হাঃ! এখন বলে, খাজনা দিচ্ছে না!! আর দেয় কখনো? গিভ? স্যার, এই ভবানী ঘোষ আর অবিনাশ বোস—কংগ্রেসের দুই চাঁই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে খাজনা বন্ধ করতে বলেছিল! এখন কৃষকরা আর একে মানছে না। আরে দাদা, কুকুর একবার কাঁচা মাংসের গন্ধ পেলে আর দুধ ভাত খায়? ওয়ান্স্ ডগ হ্যাজ স্মেল অফ---

ইনগ্রাম॥ আমি বাংলা জানি, তর্জমা করতে হবে না।

যুগল॥ এখন কৃষকরা বলে, এই ভবানী ঘোষ বেইমান, খাজনা দেব না—নো ট্যাকসো।

ইনগ্রাম॥ খাজনা আমরা আদায় করে দেব'খন। তার আগে আপনি আমাদের উপকার করুন। অবিনাশ বোস ও তার দস্যুদলকে ধরা হচ্ছে প্রথম কাজ। ইন্স্পেক্টর সেন, আপনি শহরের প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকে পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি কেন। কারণ আপনি ভারতীয়। ভবানী ঘোষ যুবক কংগ্রেসী প্রত্যেককে আমাদের হাতে তুলে দিতে পারতেন, দেন নি, কারণ তিনি ভারতীয়। (হেসে) এ অবস্থা আমার একটুও ভাল লাগছে না। আর কেউ সিগারেট খাবেন? ইন্স্পেক্টর, এখানে ডবল গার্ডের ব্যবস্থা করুন, আমি থানায় বসে আপনাদের রিপোর্ট পড়বো। আপনি এখন ভেতরে ঢুকবেন না।

মানিক॥ গার্ড!

[*চারজন রাইফেলধারী ছুটে এসে সাহেবকে সেলাম দেয়। সাহেব চলে যান।*]

যুগল॥ আর দেরী নয়। আমরা যে ভারতীয় নই এখুনি প্রমাণ দিতে হবে।

ভবানী॥ লজ্জা করে না।

যুগল॥ আরে যান যান, মশাই। আমি একজন রায়বাহাদুর। বহু পরিশ্রম করে স্বদেশীদের গুণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে টিট করে তবে খেতাব পেয়েছি। আর দেশপ্রেমিক সাজার আমার দরকার নেই। আমার হার্টের ব্যামো আছে। সাহেবের কথা শুনে বুক টিপ টিপ করছে। ও মানিকবাবু, ব্যাপারটা কী? শালা অবিনাশকে ক্যাচ করতে পারছেন না কেন?

মানিক॥ (নস্যি নিয়ে) শয়তান! পুরো দেশটাকে যেন যাদু করে রেখেছে!

যুগল॥ জানি, আমারও দৃঢ় ধারণা শালা যাদু জানে। তবু কদ্দুর কী করলেন।

মানিক॥ সে সব এঁর সামনে বলতে রাজী নই।

যুগল॥ আরে ইনি তো গান্ধীবাদী, আমাদেরই লোক।

মানিক॥ না, ইনি অনেক কিছুই বলছেন না। এঁকে আমার সন্দেহ হয়।

যুগল॥ ও, ভবানীবাবু, যান তো। আমাদের কিছু প্রাইভেট কথা আছে।

ভবানী॥ যাচ্ছি। আপনাদের মতো দেশদ্রোহীদের সংস্পর্শ আমার সহ্য হচ্ছে না।

[*প্রস্থান।*]

মানিক॥ (*চেঁচিয়ে*) সাহেবের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি—দেশদ্রোহী আপনাকেও হতেই হবে।

যুগল॥ উঃ, আচমকা অমন চেঁচাবেন না দাদা, হার্টে সিকনেস।

মানিক॥ নস্যি নেবেন।

যুগল॥ দিন। এবার বলুন কদ্দুর কী হোলো। হাউ মাচ। হাউ ফার।

মানিক॥ বলব।

যুগল॥ বলুন।

মানিক॥ সইতে পারবেন।

যুগল॥ হ্যাঁ। আই উইল বেয়ার।

মনিক॥ কিছুই হয় নি। কিস্যু হচ্ছে না। হাঁড়ি ফেটে গেছে। পুলিশের কর্মক্ষমতায় হাঁড়ি ফেটে গেছে।

যুগল॥ সে কি? বুক ঢিপ ঢিপ করে যে?

মানিক॥ হ্যাঁ দাদা, আমাদের আসল শক্তি চিরদিনই হচ্ছে, ওদের মধ্যেকার বিশ্বাসঘাতকরা। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক খুঁজবো কি, মশাই, দলে কে যে আছে কে নেই ঠাউরে উঠতে পারছি না।

যুগল॥ ইশ! যা বুক ঢিপ ঢিপ করছে, হার্ট ফেইল না করে!

মানিক॥ তার ওপর শহরে বলুন, গ্রাম বলুন—অবিনাশ বসুর কথা জিজ্ঞেস করলেই, মুখে কুলুপ পড়ে। অবিনাশ যেন প্রত্যেকের ঘরের ছেলে।

যুগল॥ কাল রাতে জিয়াগঞ্জ গিয়েছিলেন?

মানিক॥ হ্যাঁ, মিডলটন সাহেবের চারিদিকে ছিল শান্ত্রী। মেরেছে উপর থেকে, গাছে বসে। চার পাঁচটা লোক।

যুগল॥ (*হঠাৎ নেপথ্যে কাউকে দেখতে পেয়ে*) এই, এই সুবোধ! কৃত্তিবাস! শোন এদিকে!

[*সুবোধ ও কৃত্তিবাস দুই চাষী ঢোকে: পেছনে তিনজন বেদে।*]

কি ব্যাপার কৃত্তিবাস, কোনো খবর পেলে? (*মানিককে*) খুব বিশ্বাসী লোক।

কৃত্তিবাস॥ না, কর্তাবাবু। তবে সাবগাছি গিয়েছিলাম। খোঁজ পেলাম অবিনাশদা বেলডাঙার দিকে গেছেন।

মানিক॥ খবর কোথায় পেলে?

কৃত্তিবাস॥ এস্টেশনে চায়েব দোকানে। অবিনাশদাব মতন—

যুগল॥ ওকে আব দাদা বলে পীবিত কবতে হবে না!

কৃত্তিবাস॥ অবিনাশেব মত লম্বা দোহাবা একটা লোক, মুসলমান পোষাক, বেলডাঙাব দিকে সড়ক ধবে হাঁটছে।

যুগল॥ এ খুব বিশ্বাসযোগ্য লোক, মানিকবাবু, ভেবি বিলাযেব্‌ল্‌।

মানিক॥ জিযাগঞ্জে মিডলটনকে মেবে বেলডাঙা চলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। যাব আজ বেলডাঙা।

যুগল॥ সুবোধ, খাজনাব কী হবে? সব দলিলপাটা কি তামাদি হযে যাবে?

সুবোধ॥ কেউ দিতে চায না, কর্তাবাবু। কেউ দেবে না।

যুগল॥ নিজেবটাবও তো দাও নি।

সুবোধ॥ না, বাবু।

যুগল॥ দেবে না?

সুবোধ॥ আমবা সবাই বৈঠক কবে ঠিক কবেছি, খাজনা দেব না, কর্তাবাবু।

যুগল॥ খববদাব, সুবোধ! ইনসপেক্টব সামনে দাঁড়িযে! হি স্ট্যাণ্ডস বিফোব! ঘব জ্বালিযে দেব!

সুবোধ॥ তবু দেব না।

যুগল॥ বুক ঢিপ ঢপ কবে। দেবে না কেন? কেন দেবে না? ওটা কি তোমাব জমি? ফাদাবল্যাণ্ড। কেন তুমি দেবে না।

সুবোধ॥ আপনাকে খাজনা দিলে সেটা তো ইংবেজ সবকাবে জমা পড়বে। ইংবেজ সবকাবকে আমবা টাকা দেব না।

মানিক॥ চোপবও!

যুগল॥ শাট আপ—বুক ঢিপ ঢপ। গান্ধী নিজে বলেছেন, জমিদাবেব অসুবিধে কববে না। না 'ক মানিকবাবু?

মানিক॥ হ্যাঁ।

সুবোধ॥ এ দেশটা গান্ধীজীবও নয, জমিদাবেবও নয। কৃষকেবই দেশ।

যুগল॥ এসব অবিনাশেব শেখানো কথা! এ শালা অবিনাশেব চেলা! অবিনাশে'স. ইযে. স্টুডেন্ট! এবেস্ট করুন! মারুন!

মানিক॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান। উত্তেজিত হবেন না. আপনাব হার্টেব ব্যামো আছে।

যুগল॥ হ্যাঁ, এও তো বটে।

মানিক॥ এখন এসব নিযে বেশি ঝামেলা কববেন না।

যুগল॥ অপমান! ইনসাল্ট! আমাকে, বৃটিশ সবকাবকে!

মানিক॥ হাবিলদাব, ইসকো দশ জুত্তি মাবকে নিকাল দো!

হাবিলদাব॥ জি হজৌব!

যুগল॥ লেও, হামাবা জুত্তি লেও। তব পবোক্ষেও খানিক তৃপ্তি হোগা!

[তাঁব পা থেকে চটি খুলে নিযে হাবিলদাব সুবোধকে নিযে যেতে থাকে।]

সুবোধ॥ (*তীব্র ব্যঙ্গেব সুবে*) আমাকে জুতো মেবে কি আব অবিনাশকে ধবতে

পারবেন, পুলিশসাহেব? অবিনাশদাকে পাবেন না! কিছুতেই পাবেন না!

[*হাবিলদার ও সুবোধের প্রস্থান।*]

মানিক॥ (*বেদেদের*) এই, এরা কারা? হঠো, হঠ যাও!

রহমৎ॥ (*দাড়িতে হাত বুলিয়ে*) ভানুমোতিকা খেল! মাদারি কা খেল! দেখবেন, বাবুসাহাব—সাফ বিচালি মদর খেয়ালি, এক বিস্তা করুর জবর শাহেদ উস্তাদ যাঁওকি, আঁখে বন্ধে জরুর! দিখেন—বাবুসাহেব! উস্তাদ যাঁওকি সাহাবের খেল দিখেন, দিখে দিদার হোন! চার আনা! শ্রিফ চার আনা!

যুগল॥ হোক, হোক। সাহেব রিপোর্ট পড়ে বেরুতে অনেক দেরি। এই বাবু দেগা চার আনা!

মানিক॥ (*হেসে*) বেশ যা হোক! আমার ঘাড়ে চাপালেন। এই সেপাইরা, খেল দেখোগে?

[*সিপাহীরা হেসে জানায়—হ্যাঁ। হাবিলদার ফিরে জুতো দেয় যুগলকে।*]

যুগল॥ (*জুতো পরে*) রক্ত লেগে আছে জুতোটায়। (*হেসে*) দিন, নস্যি এক টিপ।

[*বেদেরা ঝুড়ি খুলে কাপড় বিছিয়ে তৈরি হচ্ছে।*]

রহমৎ॥ (*একটা থলি তুলে ধরে তাতে মন্ত্র পড়ে*) আনসান কদর জিম্মা, বশহোতি মস্কারা খায়েব দিল হো জান সান! চলো বেটা, চলো বেটা, চলো!

[*অন্য বেদেরা দর্শকদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়।*]

যুগল॥ (*হেসে*) শুধু তো মন্ত্র পড়তা হ্যায়, কিছু দেখায়গা নেই?

মানিক॥ হামবাগ!

রহমৎ॥ (*স্পষ্ট বাংলায়, অথচ চাপা স্বরে*) হ্যাঁ, এই যে দেখাযগা। এই কালো থলির মধ্যে এই যে—(*গ্রেনেড টেনে বার করে*) —এই বোমা রয়েছে—এই দেখুন। কেউ যদি একটুও নড়েন, বা চেঁচান, তবে এই পিনটা টেনে খুলে নেব। সবাই একসঙ্গে উড়ে যাব।

অবিনাশ॥ না, না, চমকাবেন না, উঠবেন না। আমার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে নিন একটু—গুলিভরা পিস্তল তাক করা আছে—মেরে ফেলবে!

রহমৎ॥ (*চেঁচিয়ে*) আন সান কদর জিম্মা! —হ্যাঁ, হাসুন আপনারা, হাসুন। থানা ভর্তি পুলিশ। সাহেব জানলা দিয়ে দেখছেন। আপনারা না হাসলে উনি সন্দেহ করতে পারেন যে এখানে অবিনাশ বোস উপস্থিত হয়েছে—(*চেঁচিয়ে*) বশহোতি মস্কারা দিল হো জান সান!

যুগল॥ বুক ঢিপ ঢিপ করছে!

মানিক॥ অবিনাশ! অবিনাশ বোস!

অবিনাশ॥ আজ্ঞা করুন! হাসুন, হাসুন—নইলে—খোকা! মানিকবাবুর করোটির মধ্যে একটা গুলি ঝাড়! (*একজন যুবক পিস্তলের নল ঠেকায় মানিকবাবুর মাথায়; মানিকবাবু কাষ্ঠহাসি হাসেন*) অন্যেরা! যুগলবাবু হাসুন!

রহমৎ॥ ভানুমোতির খেল দেখে হাসুন—সাহেব দেখছেন যে! (*যুগলবাবু হাসেন*) আপলোগ ভি হসিয়ে! জোর হসিয়ে! (*সেপাইরাও হাসে*) থামবেন না! (*সবাই হাসেন*)

উস্তাদ যাঁওকি কা কবুতব কা খেল! (*সবাই হাসে*) ।

অবিনাশ॥ আমাব দরকাব বাইফেল ক'টা! হাসতে হাসতে দিয়ে দিন! খোকা, বেঁধে নে! পিস্তলটা, মানিকবাবু! টোটা দিন! হাসুন!

[*বিপুল হাস্যধ্বনি। যুবকবা বাইফেলেব মোট বেঁধে ফেলে।*]

বহমৎ॥ অবিনাশবাবুকো খেল দেখো!

অবিনাশ॥ আপনাবা ভাবতীয়, তাই এবাব মাবলাম না। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেব দালালি যদি অধিক পবিমাণে কবতে থাকেন, অগত্যা মাবতে হবে। পবেব বাব বেহাই পাবেন না।

বহমৎ॥ হাসুন। (*হাস্যধ্বনি*) ইনগ্রাম সাহেব খুব পুলকিত, দেখছেন? মানিকবাবু, সাহেবেব দিকে হাত নেড়ে পুলক জানান, নইলে মাথাব খুলিতে ছিদ্র কবে দেবে! (*মানিকেব তথাকবণ*) আব সাফ বিচালি মদব খেয়ালি! দেখো মদাবি কা খেল! হাসুন!

অবিনাশ॥ ইনগ্রামকে বলবেন—অস্ত্র নিয়ে গেলাম। বলবেন, ইণ্ডিয়ান বিপাবলিকান আর্মি—স্বাধীন ভাবতেব প্রজাতন্ত্রী ফৌজ—এই অস্ত্রেব জন্য ওঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

বহমৎ॥ এবাব আমবা যাচ্ছি। আপনাবা বসে বসে হাসুন। হাসতে হাসতে গড়িয়ে যান। আমবা লক্ষ্য বাখবো। কেউ উঠে দাড়াবাব চেষ্টা কবলেই গুলি চালাবো। হাসি বন্ধ কবলেই গুলি চলবে। হাসুন। (*সবাই হাসছেন।*) গড়িয়ে যান। (*সবাব তথাকবণ।*) আব হাঁ, চাব আনা পয়সা! (*মানিক পয়সা দেন।*) জবব শাহুদ উস্তাদি যাঁওকি, আঁখে বন্ধ জকব!

[*বিপ্লবীবা বাইফেলেব বস্তা নিয়ে চলে যান। উপস্থিত ব্যক্তিবা হাসছেন তো হাসছেনই। মানিক হাস বন্ধ কবতেই*—]

যুগল॥ থামবেন না, মেবে ফেলবে, কিল।

[*মানিক খানিক উঁচু হয়ে দেখেই তড়িৎগতিতে বসে পড়ে হাসতে শুরু কবেন। আস্তে আস্তে হাসি থামে।*]

আমবা বেঁচে আছি তো?

[*মানিক দেখেন বিপ্লবীদেব গন্তব্যপথেব দিকে, তাবপব পাগলেব মতন হুইস্‌ল বাজাতে শুরু কবেন।*]

মেবে ফেলবে। বসুন। হৈ চৈ কবলেই অবিনাশ বো- উইল শুট।

মানিক॥ (*হাবিলদাবেব কলাব চেপে ধবে*) কাওয়াড, বাইফেল দিয়ে দিলে কেন?

[*ইনগ্রাম ছুটে আসেন।*]

হাভিল॥ হাপনি পিস্তোল দিয়ে দিল কেন?

মানিক॥ শাট আপ।

ইনগ্রাম॥ কি অপূর্ব ব্যাপাব! নয়া বাইফেল লেকব দাবোগাকা সাথ যাও। (*মানিককে*) আপনিও যান! মহিউদ্দীন দাবোগা যাচ্ছেন অবিনাশেব পিছু নিতে।

মানিক॥ কোন লাভ নেই, স্যাব! এতক্ষণে ওবা নিবীহ বাঙালী বনে কোন বাড়িতে বসে তাস খেলতে লেগে গেছে। তাব চেয়ে...একটা ক্লু...একটা ক্ষীণ সূত্র যেন দেখতে পাচ্ছি। যুগলবাবু, ছোকবাগুলোব কাউকে চিনলেন?

যুগল ॥ ছোকরা কোথায়? সব তো দাড়িওয়ালা মুসলমান বেদে!

মানিক ॥ দেত্তেরি মশাই, কালিঝুলি মেখে থিয়েটারের দাড়ি লাগিয়ে... (থেমে গিয়ে) থিয়েটার?

ইনগ্রাম ॥ হোয়াট ইজ ইট?

মানিক ॥ কি যেন একটা সূত্র আসি আসি করেও মনে আসছে না।

ইনগ্রাম ॥ হোয়াট ইজ ইট?

মানিক ॥ কি যেন একটা সূত্র আসি আসি করেও মনে আসছে না।

যুগল ॥ একজনকে ডাকলো খোকা বলে। খোকা নামে কাউকে পেলেই—

মানিক ॥ মশাই আপনি বাঙালী তো, না আর কিছু? বাঙালী বাড়ির বড় ছেলে মাত্রেই খোকা। প্রতি পাড়ায় কম-সে কম বিশটি করে খোকা বেরুবে! সবাইকে ধরে আনবো?

যুগল ॥ পায়ের দাগ-টাগ নেই?

মানিক ॥ দেত্তেরি মশাই, ওসব ডিটেকটিভ গল্পে সুবিধেমত দেখতে পাওয়া যায়। আমার কুড়ি বছরের পুলিশ-জীবনে কোনো অকুস্থলে পদচিহ্ন দেখতে পেলাম না। অন্য কি একটা সূত্র—কি একটা যেন, আগে দেখেছি, আজ আবার দেখেছি। এই বেদেদের যেন কোথায় আগে দেখেছি।

যুগল ॥ দূর, আগে আবার কোথায় দেখবেন? ওরা কি বেদে সেজে নিয়মিত বেড়াতে বেরোয়?

ইনগ্রাম ॥ তাহলে প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের কেন্দ্রস্থলে ঢুকে থানার সামনে থেকে যোয়ানমর্দ সব পুলিশের হাত থেকে ওরা রাইফেল নিয়ে চলে যেতে পারে। এরপর হয়তো আমার শোবার ঘরে ঢুকে সেই রাইফেল দিয়ে আমায় মেরে আসবে। আর আমার পুলিশ বাইরে বসে হাসবে—হাসবে আর গড়াগড়ি যাবে—সেকি হাসির ধুম—নিন—সিগারেট নিন!

যুগল ॥ আমার হার্ট যে কেন ফেইল করলো না, এটাই আশ্চর্য। তবে স্যার, আমি একবার উঠেছিলাম, শালা অবিনাশকে পেছন থেকে ল্যাঙ্ মারতে—আই ওয়ান্টেড টু ল্যাঙ্ হিম—বাট—

ইনগ্রাম ॥ না—না, রায় বাহাদুর, আপনি হাসছিলেন। আমি সব দেখছিলাম। হাসছিলেন ওদের থিয়েটার দেখতে দেখতে—

মানিক ॥ থিয়েটার! হ্যাঁ—নাঃ, কি যেন একটা সূত্র—

যুগল ॥ আরে দেত্তেরি, তখন থেকে খালি কানের কাছে সূত্র আসছে, সূত্র আসছে! সূত্র এলে আসুক, নয় তো চুপ করুন।

মানিক ॥ পেয়েছি! থিয়েটার! কৃষ্ণনাথ কলেজের ছেলেদের থিয়েটার। তিন বছর আগে—১৯৩১ সালের মার্চ—ম্যাজিস্ট্রেট আর্লেট উপস্থিত ছিলেন!

যুগল ॥ তাতে কী হলো? যতসব অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তায় নিজের বেকুবি ঢাকা যায় না। ইরেলেভেন্ট টক ডু নট কভার ফুলনেস!

ইনগ্রাম ॥ (দৃঢ়স্বরে) কোয়ায়েট! কি বলছিলেন?

মানিক॥ নাটকটা ছিল "আলাউদ্দিন খিলজি"। তার তৃতীয় অঙ্কে দিল্লীর নাগরিকদের পোষাক—কালো আলখাল্লা, মাথায় হলদে ফেটি—কোনো ভুল নেই।

ইনগ্রাম॥ আর ইউ শিওর? অর্ডারকার ঘটনা—

মানিক॥ একেবারে। আমার স্মৃতিশক্তির ওপর আমার পূর্ণ আস্থা। যুগলবাবু, আপনি কৃষ্ণনাথ কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য না?

যুগল॥ হ্যাঁ।

মানিক॥ চলুন এখুনি। কলেজে যেতে হবে।

যুগল॥ কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

মানিক॥ উঃ কি হয়ে রে বাবা। এ পোষাক এসেছে কলেজের ড্রামা সোসাইটি থেকে। ড্রামা সোসাইটির এখন সম্পাদক কে?

যুগল॥ ফোর্থ ইয়ারের সায়েন্সের ছাত্র বীরেন গাঙ্গুলি।

মানিক॥ বীরেন!

যুগল॥ হ্যাঁ।

ইনগ্রাম॥ কি ব্যাপার?

মানিক॥ বীরেন গাঙ্গুলি, সান অফ দি লেট সুদর্শন গাঙ্গুলি। বীরেন আমাদের সাসপেক্ট লিস্ট এ ছিল, স্যার, নজরবন্দী রাখা হয়েছিল, কারণ অবিনাশ বোস ওদের বাড়িতেই মানুষ। বীরেনের মাকে অবিনাশ মা বলে। তাই গোড়ায় সামনা ছেলেটির ওপর নজর রেখেছিলাম। সন্দেহজনক কিছু না দেখে, সতর্কতা শিথিল করে দিয়েছিলাম। ওর বাবা স্বর্গত সুদর্শন গাঙ্গুলি জেল খেটেছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। এখন আবার সেই বীরেন গাঙ্গুলির নাম হঠাৎ দেখা দিল স্যার!

ইনগ্রাম॥ সিগারেট খাবেন?

মানিক॥ না, স্যার।

ইনগ্রাম॥ বীরেনকে কি গ্রেপ্তার করবেন?

মানিক॥ নিশ্চয়ই না। পুরো দলটাকে সতর্ক করে দেব কেন? আগে কলেজে গিয়ে দেখব, নাটকের পোশাক রাখার ভার সত্যিই বীরেনের ওপর আছে কিনা। থাকলে আমি আর যুগলবাবু খুব গোপনে বীরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করবো, স্যার। তারপর (হেসে থেমে যান)।

ইনগ্রাম॥ বেশ, বেশ। সিগারেট আমার হাত থেকে যদি বা না'ও নেন, মিস্টার সেন, সরকারের হাত থেকে খেতাব, পদোন্নতি ও পুরস্কার নিশ্চয়ই নেবেন। মিস্টার সেন, অবিনাশ বোসকে ধরতে পারলে বৃটিশ সরকার আপনাকে পুরস্কৃত করবেন!

মানিক॥ সরকার বাহাদুরের মেহেরবানী।

যুগল॥ এবার শেষ করে দেব অবিনাশ বসুকে!

॥ পর্দা ॥

দুই

[*কল্যাণদের গৃহের একটি কক্ষ। বেদে-বেশী কল্যাণ, অবিনাশ ও মহীতোষের প্রবেশ। কল্যাণ পথ দেখিয়ে আনে।*]

কল্যাণ ॥ এদিকে দাদা, এটা আমার পড়ার ঘর। একদম নিরিবিলি। কেউ আসবে না।

[*সকলে দ্রুত ছদ্মবেশ খুলতে থাকেন। রহমৎ প্রবেশ করে।*]

রহমৎ ॥ একে বলে রাইফেলের হরির লুঠ! ব্যাটারা এমন ভীতু, একজনও বললো না—দেব না রাইফেল! শুধু হাসছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে! তোমায় বলেছিলাম না অবু, ওদের হাত থেকে বন্দুক হাসিল করে আনা আর বাচ্চার মুখ থেকে চুষিকাঠি কেড়ে নেওয়া একই রকম ব্যাপার।

অবিনাশ ॥ রহমৎকাকা, ওসব ফার্সিমস্তব-তন্তব শিখলে কোত্থেকে? পুলিশের চেয়ে আমিই বেশি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছিলাম।

রহমৎ ॥ বাবা অবু, আমার সাতকুলে কেউ কোনদিন ফার্সি শেখে নি। ও-ভাষা আমার নিজের আবিষ্কার। বশহোতি মস্কারা খায়েব দিল হো জান সান। এমন এক বছর ধরে বলে যেতে পারি।

অবিনাশ ॥ কল্যাণ—বীরেন আসে নি এখনো?

কল্যাণ ॥ দেখছি দাদা। (*চাপাকণ্ঠে ডাকে*) মিনি! এই মিনি!

[*মানসীর প্রবেশ।*]

আমার বোন মানসী। প্রণাম কর।

[*মানসী প্রণাম করে।*]

অবিনাশ ॥ থাক, থাক বোন। যেদিন তুমি গলার সোনার হার খুলে আমার কাছে পাঠালে, সেই থেকেই যেন তোমায় গভীরভাবে চিনি।

কল্যাণ ॥ রহমৎকাকা—এই আমার বোন মানসী!

রহমৎ ॥ মা, তুমি যত গয়না ঐ সোনার অঙ্গ থেকে খুলে পাঠিয়েছ, সব আমার হাত দিয়েই স্যাকরার বাড়ি গেছে। আমি জানি, এই সমিতি দাঁড়িয়ে আছে তোমার দানের ওপর।

কল্যাণ ॥ বেশি বলবেন না, ওর এমনিতেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।

[*মানসী রহমৎকে প্রণাম করে।*]

রহমৎ ॥ একি মা? আমায়... আমায় প্রণাম করছ কেন? আমি ...আমি গরীব চাষী—আমি মুখ্যু ক্ষেতমজুর।

মানসী ॥ আপনি কাকা!

কল্যাণ ॥ রহমৎকাকা হচ্ছে আমাদের কোষাধ্যক্ষ, বুঝলি মিনি?

রহমৎ ॥ দেখো দেখি মা, এই ছোকরাগুলোর কাণ্ড! আমার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, আমার-ই হাতে এরা রাজ্যের টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি এনে জমা দেয়! অবিচারটা একবার দেখো!

কল্যাণ ॥ অবিচার কিসের?

রহমৎ ॥ তেষ্টায় যার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তার মুখের সামনে পানি ধরে দিলে তার

চুমুক দেওয়ার ইচ্ছে হয় না? এভাবে আমায় হেনস্তা করার কী অর্থ?

অবিনাশ॥ (*হেসে*) তোমার হাতে দিয়েই যে আমরা সবচেয়ে নিশ্চিন্ত, রহমৎকাকা।

রহমৎ॥ একদিন যাবে ভাঁড়ার ফাঁক হয়ে, বুঝবে তখন ঠ্যালা। আমি তাহলে চলি, অবু, অনেকটা পথ যেতে হবে। গিয়ে লাঙল ধরি। নইলে আবার ঐ যুগল চৌধুরী সন্দেহ করবে।

অবিনাশ॥ খুব অত্যাচার করছে, না কাকা?

রহমৎ॥ তা করছে। তবে কৃষকের জান তো! গায়ে লাগছে না। জমিটুকু তো কেড়ে নিয়েছে আজ দশ বছর হোলো। জুতো মেরেছে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে। পাইকের লাঠি পড়েছে মাথায়। তবে—বুঝলে অবু—গণ্ডারের চামড়া। চটিটাই গেছে ছিঁড়ে, লাঠিই গেছে ভেঙে—আমার গাল থেকে খুন ঝরে নি, মাথাও ফাটে নি। হ্যাঁ!

[*রহমতের প্রস্থান।*]

কল্যাণ॥ বীরেন আসে নি এখনো?

মানসী॥ হ্যাঁ, এসে বসে আছে, নিয়ে আসছি।

অবিনাশ॥ মানসী, তুমি একটি চিঠিতে লিখেছিলে, "মেয়েদের কি আর কোনো কাজ নেই, শুধু দেহের অলঙ্কার খুলে দেওয়া ছাড়া। মনে পড়ে?

মানসী॥ হ্যাঁ, দাদা।

কল্যাণ॥ ঐ মিনিটার কথা শোনেন কেন!

অবিনাশ॥ ভেবে দেখলাম, মেয়েরা স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে বার বার প্রমাণ করেছে, অনেক ছেলের চাইতে তারা মানসিক শক্তি বেশি ধরে। প্রীতিলতা, শান্তি, সুনীতি, কল্পনা আর সুহাসিনী গাঙ্গুলির দেশে দাঁড়িয়ে তোমাদের দূরে ঠেলে রাখার সাহস আমার আর হোলো না! তোমাকে অতি শক্ত একটা কাজ দেব, বোন!

মানসী॥ (*মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে*) দেবেন দাদা?

অবিনাশ॥ হ্যাঁ।

কল্যাণ॥ দেখিস, ধেড়াস নে। সক্কলে ফাঁসীতে ঝুলবো!

মানসী॥ দেখেছেন দাদা?

অবিনাশ॥ ওটার কথা কানে তুলিস নে, হিংসেয় ফেটে মরছে।

মানসী॥ কি কাজ দেবেন, দাদা?

অবিনাশ॥ এই বস্তায় আছে চারটে রাইফেল আর চারশ' বুলেট। লুকিয়ে রাখতে হবে। পারবে?

মানসী॥ হ্যাঁ।

অবিনাশ॥ জীবন দিয়ে রক্ষা করতে হবে, বোন। অস্ত্র সংগ্রহ শুরু হোলো মাত্র। পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায় শুরু হয়ে গেছে। আমরাও এ-জেলায় শুরু করলাম আজ। ভবিষ্যৎ মুক্তিফৌজের জন্য গড়ে তুলতে হবে গোপন অস্ত্রাগার। একা একা বা তিন-চারজন মিলে গোটাকয়েক সাহেবকে গুলি করে মেরে কোনো লাভ নেই। বৃটিশ শাসক অত সহজে হার মানবে না। এটা বুঝেছিলেন সূর্য সেন। তাই তাঁরা রাইফেল সংগ্রহ করে বিরাট জনতার হাতে অস্ত্র দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমরাও শুরু করলাম। এক-একটি রাইফেলের জন্য যদি এক-একটি করে প্রাণও বিসর্জন দিতে হয় তাও স্বীকার। পারবে, বোন?

মানসী॥ হ্যাঁ, দাদা।

কল্যাণ॥ অত জোরে ঘাড় নাড়িস নে, ঘাড় ভেঙে যেতে পাবে!

মানসী॥ দাদা! ভাল হচ্ছে না কিন্তু! ধরো, ওদিকটা ধরো! (*বস্তার একদিক তোলে*)

কল্যাণ॥ কোথায় নিয়ে চললি, কোথায় রাখবি?

মানসী॥ মার খাটের তলায়। কেউ ভাবতেও পারবে না। ধবো, বীরেনদাকে নিয়ে আসছি।

[*বস্তা নিয়ে কল্যাণ ও মানসীর প্রস্থান।*]

অবিনাশ॥ মহীতোষ, বাড়ি যাবে না?

মহীতোষ॥ যাচ্ছি, দাদা, একটু হাঁপ ছেড়ে নিই। আপনি?

অবিনাশ॥ আমি শহর ছেড়ে হাওয়া হয়ে যাব।

মহীতোষ॥ কোথায় যাবেন, দাদা?

অবিনাশ॥ ইংরিজিতে বলে—আস্ক মি নো কোয়েশ্চন্‌স্ এ্যাণ্ড ইউ উইল বি টোল্ড নো লাইজ। প্রশ্ন কোরো না, করলে মিথ্যা কথা শুনতে হবে।

মহীতোষ॥ ক্ষমা করুন, দাদা, ভুল হয়েছিল।

অবিনাশ॥ না, না। কেন জিজ্ঞেস করছিস, আমি জানি। আমার অমঙ্গল আশঙ্কায়। তবু শৃঙ্খলা শৃঙ্খলাই। বলছি না বলে মাপ করিস।

মহীতোষ॥ দাদা, মাঝে মাঝে ভয়ে—দুশ্চিন্তায় হাতের চেটো ঘেমে যায়, কপালে ঘাম ফুটে ওঠে! রাত্রে চমকে জেগে উঠি। স্বপ্ন দেখি ধরা পড়ে গেছ।

অবিনাশ॥ অবিনাশ বসু ধরা পড়ে না।

মহীতোষ॥ সাবধানে থেকো, দাদা!

[*কল্যাণ, মানসী ও বীরেনের প্রবেশ।*]

বীরেন॥ উঃ বাঁচিয়েছ! (*প্রণাম করে অবিনাশকে*) প্রকাশ্য দিবালোকে থানার সামনে! ঈশ! আস্ত দেহে যে ফিরেছ, দাদা, আমার পিতার ভাগ্য! খবর শুনে আঁৎকে উঠেছিলাম।

অবিনাশ॥ প্ল্যানটা দিয়েছিল কল্যাণ।

বীরেন॥ আর কার মাথা থেকে বেরুবে অমন একখানা ভোজপুরী গোঁয়ার্তুমি!

কল্যাণ॥ মেলা বকিস নি, বীরেন, প্ল্যান সাকসেসফুল।

বীরেন॥ রাইফেল কটা পেলে? কোথায়?

অবিনাশ॥ বহুবার বলেছি, অহেতুক প্রশ্ন করার এই ঝোঁক দমন করতে হবে। যাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে কিছুই জানার দরকার নেই। নিজের কাজ করো।

বীরেন॥ দাও! আলখাল্লা-দাড়ি-গোঁফ সব ভরো এই সুটকেশে। এখুনি কলেজে গিয়ে যথাস্থানে রেখে আসব। এই যে দাদা—

[*পায়জামা, পাঞ্জাবী, টুপি, গোঁফ ইত্যাদি বার করে দিতে, অবিনাশ সাজতে শুরু করেন।*]

অবিনাশ॥ যথাসময়ে কল্যাণ-মারফৎ সবাই জানতে পারবে পরের একশনের জন্য কোথায় জড়ো হতে হবে।

কল্যাণ॥ দাদা, সাহেব মারবো, অস্ত্র যোগাড করবো, সবই ঠিক, কিন্তু দিশী দালালদের কবে শেষ করবো?

অবিনাশ॥ অর্থাৎ? মানিক সেনের মতন পুলিশ-অফিসারদের কথা বলছ?

কল্যাণ॥ না। অহিংসবাদী কংগ্রেস নেতাদের কথা বলছি।

অবিনাশ॥ গান্ধীবাদী নেতা ভবানীপ্রসাদ ঘোষের ছেলের মুখে কথাটা একটু বেশি হিংস্র শোনাচ্ছে রে কল্যাণ।

বীরেন॥ মাথা গরম করিস নে, তুই বড্ড আবেগপ্রবণ।

কল্যাণ॥ দেশপ্রেম জিনিসটাই একটা চরম সীমাহীন আবেগ। শত্রুকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতে না পারলে কি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা যায়। মাথা গরম আমার? নিশ্চয়ই। পাগলামী তুই আযবে দুয়ার ভেদি। মাথা যার ঠাণ্ডা থাকে, সে বড়লাটের সঙ্গে চুক্তি করে সত্যাগ্রহ করুক, ২১ দিন অনশন করে আত্মশুদ্ধি করুক। দরকার নেই অমন ঠাণ্ডা মাথায় স্বাধীনতা নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে দরদস্তুর করার। গরম মাথারই প্রয়োজন এখন। গরম মাথা আর প্রচণ্ড ক্রোধ। একটু রাগতে শিখি এস সবাই মিলে।

অবিনাশ॥ পরে এ-নিয়ে আলোচনা করা যাবে। গান্ধীবাদীদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র চালাবার দরকার হবে কিনা, এটা ভেবে দেখার জিনিস। চট করে করার নয়। চলি।

মানসী॥ এ কি? চা খেয়ে যাবেন না?

অবিনাশ॥ সময় কোথায়, বোন? পথ-চলার শেষ নেই আমার। এক-এক করে সবাই বাড়ি চলে যাও। পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবে না, নির্দেশ না পেলে। (সবাই প্রণাম করে) পরের একশনে দেখা হবে। মানসী, আশীর্বাদ করি, যে কাজ নিয়েছ তার যোগ্য হও।

[অবিনাশ প্রস্থান করেন।]

বীরেন॥ এ কথা তোর নিজের অহিংস বাপকে না গুলি ঝেড়ে বসে দেখ।

[বীরেন প্রস্থান করে।]

মহীতোষ॥ চলি কল্যাণ। মানসী চা একেবারে এনে হাজির করলে পারতে ভাই। অবিনাশদার কিছুরই দরকার হয় না—চা, জল, খাদ্য, নিদ্রা নাথিং। তবে আমরা দু'ঢোঁক খেতাম নাহয়।

মানসী॥ নিয়ে আসি তাহলে?

মহীতোষ॥ না গো, সময় কোথায়? চলি।

[মহীতোষের প্রস্থান।]

কল্যাণ॥ উঃ বড় ক্লান্ত।

মানসী॥ চা তো খাও না, সরবৎ করে দেব?

কল্যাণ॥ না। বই খোল। পড়তে বোস। খালি খালি ফাঁকি, না? সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবো না, এখন পড়।

মানসী॥ সন্ধ্যায় আবার কী করতে বেরুবে?

কল্যাণ॥ উঃ, কিছুতেই এদের মাথায় সামান্য শৃঙ্খলা ঢোকান যায় না। মাথাগুলো তোদের কি দিয়ে তৈরী বল দেখি। অন্য সৈনিক কী করবে না করবে তা তোর জানার দরকার নেই। নে, সোজা হয়ে দাঁড়া। ডান হাত তোল এমনি করে। অ্যাটেনশন।

মানসী॥ এটা কী হচ্ছে?

কল্যাণ॥ আমাদের শপথ বাক্য পড়াচ্ছি—বল সঙ্গে সঙ্গে—আমি ভারতের মুক্তিকামী প্রজাতন্ত্রী ফৌজের সৈনিক শপথ করছি- দেশমাতৃকার জন্য জীবনদান হচ্ছে আমার পণ,

ফৌজের শৃঙ্খলাই আমার ধর্ম, নীরবে আদেশ পালন আমার কর্তব্য, রাইফেল আমার অস্ত্র। এবার বই খোল। কতদূর হোলো?

মানসী॥ এ বড় খটমট বই! পড়তে ভাল লাগে না।

কল্যাণ॥ এক চড় মারবো, মিনি! মহান আইরিশ নেতা মাইকেল কলিন্‌স-এর বই। পড়, পড়ে মানুষ হ'। নইলে যা, গিয়ে হেঁসেল ঠেল! তোর দ্বারা কিস্যু হবে না।

মানসী॥ বুঝতে পারছি না যে! এই দেখ না—এই বলছে ইংরেজ মেরে দেশকে মুক্ত করো, এই আবার বলছে, জমিদার আর বড়লোকদের মারো, নইলে দেশ মুক্ত হবে না। জমিদার আর বড়লোক তো দেশের মানুষ। তাদের মারতে বলছে কেন?

কল্যাণ॥ কেন, চোখের মাথা খেয়েছিস? এ-দেশে দেখছিস না, যুগল চৌধুরীর মত জমিদাররা বৃটিশের দালাল, টাটা-বিড়লারা বৃটিশের দালাল। তারা বৃটিশ-শাসনের সুবিধা ভোগ করছে! তাই শুধু ইংরেজ তাড়ালে হবে না, দিশী দালালদেরও তাড়িয়ে বিপ্লব করতে হবে। কলিন্‌স্ বলেছেন—মুক্তিযুদ্ধ আর বিপ্লব একই। এটা বাদ দিলে ওটা হয় না। দেশী জমিদার আর কোটিপতিদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে যে স্বাধীনতা আসে, সেটা স্বাধীনতা নয়, অবাধ শোষণ। জনতা তখন ক্ষুধায় জ্বলে পুড়ে সেই মেকি স্বাধীনতার দাম দেয়, আর সাহেব ও দেশী বড়লোকেরা টাকার পাহাড়ে বসে হাসে। দিশী বড়লোকদের রং কালো হলেও, তারা আর আমরা এক জাতি নই, এক দেশের মানুষ নই—এটা মনে রাখতে বলছেন কলিন্‌স্। পড় পড়।

[*কিরণবালা দেবী প্রবেশ করেন।*]

কিরণ॥ কাল রাত্রে বাড়ি ফিরিস নি কেন, কল্যাণ?

কল্যাণ॥ কাজ ছিল, মা।

কিরণ॥ ফুটবল খেলতে গিয়ে একেবারে রাত কাটিয়ে ফিরলি? কী সে কাজ?

কল্যাণ॥ মা, চুক্তি ভাঙছো কেন? চুক্তি হয়ে গেছে না আমাদের মধ্যে? কি কাজ জিগ্যেস করা চলবে না।

কিরণ॥ কিন্তু আমার যে...আমার যে বড় দুশ্চিন্তা হয়, বাবা।

কল্যাণ॥ কিসের দুশ্চিন্তা?

কিরণ॥ মায়ের চোখকে ফাঁকি দিবি, বাবা? বোনটার গয়নাগুলো একে একে চলে গেল। তোর হাতঘড়ি গেছে। রাতের পর রাত তুই বাইরে কাটাস। আর আমি বিছানায় শুয়ে চমকে চমকে উঠি। বুঝতে কি কিছু বাকি আছে, বাবা?

কল্যাণ॥ আঁচ করেছ, তবু বুঝতে পারো নি, মা।

কিরণ॥ কল্যাণ, তুই এ-পথ ছেড়ে দে, বাবা।

মানসী॥ একি বলছো? এটা বলা তোমার উচিত হচ্ছে না, মা।

কিরণ॥ তুই বুঝতে পারছিস না, মিনি? পরিণাম জানিস? রাতের পর রাত তুই বাইরে থাকিস, আর আমি শুধু ভাবি—এই বুঝি পুলিশের হাতে পড়লো, আর বুঝি দেখা হবে না।

কল্যাণ॥ কিন্তু ছেড়ে দিয়ে চলে আসবো—আমার মা হয়ে একথা কি করে বললে?

কিরণ॥ ও কাজ করার অনেক লোক আছে।

কল্যাণ॥ না, নেই! এ কাজ প্রত্যেকের। সবাই যদি ভাবে অন্যেরা করুক, তাহলে আর এ-জন্মে বৃটিশ বুটের শোষণ থেকে মুক্তি নেই। (হেসে) সবই তো জানো, মা, তোমায় আর কী বোঝাবো—

কিরণ॥ কিন্তু তোর বাবার কথা ভেবেছিস কখনো? তাঁর মুখ দেখেছিস আজকাল? থম থম করছে। কথা কন না একেবারে। উনি বুঝতে পারছেন, বাবা। ওঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে! নিজের ছেলের সাথে রাজনীতির বিরোধ উনি সইতে পারছেন না।

কল্যাণ॥ তবে কি ওঁর মুখ চেয়ে আমার পথ ত্যাগ করতে হবে?

কিরণ॥ না, বাবা, তাই বা কি করে বলি। যা ভাল বুঝেছিস করবি। বাধা দেওয়ার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমি যে আর সইতে পারছি না, বাবা। তোদের রাজনীতির লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে গেছি রে সইবোই বা কি করে?

কল্যাণ॥ সইবে, ঠিক সইবে, কারণ বাংলার অনেক মা দাঁড়িয়ে দেখেছেন, ছেলেকে ফাঁসীতে ঝুলতে। সয়েছেন চুপ করে। কল্যাণ ঘোষের মা কি তাঁদের চেয়ে দুর্বল? এ হতে পারে না। এবারে মা একটা জিনিস চাইব।

কিরণ॥ বল্।

কল্যাণ॥ এক্ষুণি দিতে হবে না' ভেবে দেখবে। যদি মনে করো, স্বেচ্ছায় আগ্রহভরে দিতে পারবে, তবেই দেবে?

কিরণ॥ (ত্রস্ত) কী? কী রে?

কল্যাণ॥ টাকা চাই। এবার চাই তোমার চুড়ি।

কিরণ॥ (হেসে) এই কথা। (চুড়ি খুলে) ছেলের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, চিরবিদায় দিতে হবে। এই নে—তোর বাবাকে বলিস নে কিন্তু—

কল্যাণ॥ এক কথায়...এক কথায় দিয়ে দিলে, মা?

কিরণ॥ ও তো তোদেরই, অবিনাশেরই। আমার কাছে গচ্ছিত ছিল মনে কর। অবিনাশ কেমন আছে রে?

কল্যাণ॥ ভাল।

কিরণ॥ কতকাল দেখি নি।

[ভবানীপ্রসাদের প্রবেশ।]

মানসী॥ এই-- বাবা---। এ কি? বাবা এই অসময়ে?

ভবানী॥ আদালত বন্ধ হয়ে গেল, চলে এলাম।

কিরণ॥ হঠাৎ আদালত বন্ধ?

ভবানী॥ আজ সকালে শহরের মাঝখানে সন্ত্রাসবাদীরা এক আক্রমণ চালিয়েছে। পুরো শহর জুড়ে খানা-তল্লাসী, ধরপাকড় চলছে। মিনি, কি পড়ছো? (মানসী বই লুকাতে চেষ্টা করেও পারে না) কলিন্স্। এটা বে-আইনী বই জানো?

মানসী॥ জানি।

ভবানী॥ তবু পড়া চাই।

মানসী॥ হ্যাঁ। বে আইনী করেছে ইংরেজ সরকার, আমরা মানবো কেন।

ভবানী॥ বইটা দাদা দিয়েছে বুঝি?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ, আমিই দিয়েছি।

ভবানী॥ তোমার টেবিলে সেদিন ডি-ভ্যালেরা আর লেনিনের চারটে নিষিদ্ধ বই দেখলাম। এসব-ই পড়ো বুঝি আজকাল?

কল্যাণ॥ অনেক বই-ই পড়ি, ওগুলোও পড়ি।

ভবানী॥ তোমরা মেয়েরা এ ঘর থেকে যাও তো, আমাদের কিছু কথা আছে।

কিরণ॥ (শঙ্কিত) কোন গোপনীয় কথা আছে বুঝি?

ভবানী॥ হ্যাঁ, দুই সৈনিকের বোঝাপড়া।

[*মেয়েদের প্রস্থান।*]

তুমি কি করো না করো কখনো জানতে চাই নি। এতদিন তোমার রাজনৈতিক মতামতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমি দিয়ে এসেছি, এটা আশা করি স্বীকার করবে?

কল্যাণ॥ নিশ্চয়ই, কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি।

ভবানী॥ আজ একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি, যদি অনুমতি দাও।

কল্যাণ॥ ছিঃ বাবা, আমাকে অপরাধী করো না। তোমার অধিকার আছে লক্ষ প্রশ্ন করার, শাসন করার—অনুমতির প্রশ্ন ওঠে না।

ভবানী॥ আমি অন্ধ নই। যেদিনই এ অঞ্চলে কোনো সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে খোঁজ করে দেখেছি সে রাত্রে তুমি বাড়ি থাকো না। আমার অনুমান সত্য কিনা তুমিই বলো—তুমি অবিনাশ বোসের সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য? (*কল্যাণ নীরব*) জবাব দিচ্ছ না যে।

কল্যাণ॥ ক্ষমা করবেন, পিতার আদেশেও এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

ভবানী॥ বুঝলাম আমার অনুমান সত্য। একটি কথার জবাব দেবে?

কল্যাণ॥ বলুন।

ভবানী॥ সন্ত্রাসবাদীদের পথকে স্বাধীনতার একমাত্র পথ বলে ভাবলে কেন?

কল্যাণ॥ "সন্ত্রাসবাদী" কথাটা আবিষ্কার করেছে বৃটিশ শয়তানরা। আপনার মুখে কথাটি শুনব, এ কখনো ভাবি নি।

ভবানী॥ কী বলতে হবে তবে?

কল্যাণ॥ "বিপ্লবী" বলতে পারতেন। সুভাষচন্দ্র তাই বলেন।

ভবানী॥ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমরা একমত নই।

কল্যাণ॥ সেটা আপনাদের দুর্ভাগ্য। সুভাষচন্দ্রের কিছু এসে যায় না।

ভবানী॥ এসে যায় কিনা দেখবে। ওঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হবে।

কল্যাণ॥ সেটাও কংগ্রেসের দুর্ভাগ্য; ওঁর কিছুই এসে যাবে না।

ভবানী॥ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সন্ত্রাস—মানে বিপ্লববাবা কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাপতি হচ্ছেন গান্ধী, তাঁকে অস্বীকার করলে স্বাধীনতা যুদ্ধ বিপর্যস্ত হয়।

কল্যাণ॥ ক্ষমা করবেন, আমরা গান্ধীজীকে সেনাপতি মনে করি না, করি সুভাষচন্দ্রকে, সূর্য সেনকে।

ভবানী॥ স্বাধীনতা-স্বাধীনতা করে যে আজ এত চিৎকার করছ, তোমাদের মুখে এ বাণী প্রথম দিয়েছেন গান্ধীজী, সে কথা ভুলে গেছ?

কল্যাণ॥ কথাটি সত্য নয়। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে, কখনো থামে নি। তখন গান্ধীজী কোথায়?

ভবানী॥ গান্ধীজীর কংগ্রেস ছেলে কিছুই দেয় নি আমাদের?

কল্যাণ॥ দিয়েছে। আমাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সত্যাগ্রহ শিখিয়েছে। বড়লোকের কায়দা শিখিয়েছে।

ভবানী॥ বড়লোকের কায়দা মানে?

কল্যাণ॥ গরীব লড়াই করে অস্ত্র নিয়ে, লড়তে লড়তে দরকার হলে মরে যায়। আর বড়লোকেরা চায়ের টেবিলে বসে ভদ্রভাবে আলোচনায় ফয়সালা করে। বড়লোকের কায়দা শিখিয়ে কংগ্রেস সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছে। সত্যাগ্রহ, অনশন, আইন অমান্য, নির্বাচন—এ সব হচ্ছে শয়তান কোটিপতিদের স্বার্থে।

ভবানী॥ তুমি তুমি কংগ্রেসকে বড়লোকের পার্টি বলো?

কল্যাণ॥ কংগ্রেসকে টাকা যোগাচ্ছে বাজাজ, বিড়লা, সুতাকল মালিক সারাভাই—গান্ধীজী নিজে স্বীকার করেছেন। বিড়লার টাকায় যে সংগঠন চলে সেটা কি গরীবের জন্য লড়ে?

ভবানী॥ স্তব্ধ হও। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ কংগ্রেসের ডাকে—

কল্যাণ॥ সেই লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের দেশপ্রেমকে কংগ্রেস ব্যবহার করছে বৃটিশ শাসনের সঙ্গে মুনাফার দরদস্তুর করতে। নইলে কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করাতে সুভাষচন্দ্রকে দশ বৎসর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো না। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—পাল্টা সরকার কায়েম করে যুদ্ধ শুরু করবো, সেজন্য উঁকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন অহিংসা নেতারা।

ভবানী॥ চুপ করো! উন্মাদের প্রলাপ!

কল্যাণ॥ চিৎকার করে আমার কথা চেপে দিতে পারবেন না, বাবা। বড়লাটের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে আপনারা ভগৎ সিংকে ফাঁসীর মঞ্চে তুলে দিয়েছেন, চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের গোপন পত্র পুলিশকে দিয়েছেন আমাদের ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন—

ভবানী॥ তোমার এতবড় স্পর্ধা, আমাকে পুলিশের গুপ্তচর বলো?

কল্যাণ॥ আপনাকে? নাতো। আপনি ব্যক্তিগতভাবে কথাটা নিচ্ছেন কেন? আমি বলছি, আপনাদের সর্বনাশা নীতির কথা—

ভবানী॥ সে নীতি কার্যত বৃটিশের গুপ্তচরবৃত্তি এটাই তো তোমাদের কথা?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ। এবং সে নীতি যদি আপনি আঁকড়ে থাকেন, —তবে আপনারও পতন অবশ্যম্ভাবী!

ভবানী॥ কল্যাণ! আজ পর্যন্ত আমার দশটি বছর কেটেছে কারাগারে, আমাকে এ কথা বললে?

কল্যাণ॥ কি গভীর দুঃখে একথা বলতে হচ্ছে, তা কি আপনি বুঝবেন? কিন্তু চোখের ওপর দেখছি আপনার অধঃপতন। এককালের দেশপ্রেমিক বীর ভবানীপ্রসাদ ঘোষ আজ বিপ্লবী অবিনাশ বসুকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করছেন, এ দেখে আজ আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আপনি দেশদ্রোহী হতে বাধ্য।

ভবানী॥ (এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে) তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণ হবে কল্যাণ। অহিংসা

আমাদের কৌশল নয়, নীতি। মূল নীতি, আচরণ বিধি, সব। সে নীতির গভীরতা তোমার উগ্র মস্তিষ্কে ঢুকবে না। এখন তোমার নীতিব শক্তি কতটা তার পরিচয় দাও। দেশদ্রোহী পিতার অন্নগ্রহণ করতে তো তোমার বাধছে না। আশ্চর্য বেইমানীর খাদ্য মুখে তুলে অনায়াসে বিশ্বাসঘাতকতার শয্যায় গা এলিয়ে ডি-ভ্যালেরা আর লেনিনের বই পড়ছ! এই কি অবিনাশ বসুর বিপ্লবী দলের মূল নীতি?

কল্যাণ॥ আপনি কি আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন?

ভবানী॥ আমি তো সহজে দুটি পথ দেখছি—আমাব বাড়িতে থাকতে হলে আমার আদেশ মানতে হবে, অবিনাশ বসুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। অথবা, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে যা খুশি করতে পারো।

কল্যাণ॥ বেশ, যাচ্ছি।

ভবানী॥ এক্ষুনি।

কল্যাণ॥ হ্যাঁ, এক্ষুনিই যাব।

ভবানী॥ ওদিকে যাচ্ছ কেন?

কল্যাণ॥ মা'ব কাছ থেকে বিদায নিতে।

ভবানী॥ তার অনুমতি আমি দিচ্ছি না। বেরিযে যাও। এই মুহূর্তে।

কল্যাণ॥ বাবা, আমবা বিপ্লবী। এটুকু মানসিক চাপে কিস্যু হয না। মা বইলেন আমাব বুকে; দেখা কবাব দবকাব নেই। (*এগিয়ে আসে*)

ভবানী॥ কী চাও?

কল্যাণ॥ আপনাকে প্রণাম কববো।

ভবানী॥ (*চিৎকাব কবে*) না, প্রণাম আমি গ্রহণ কববো না! তুমি তোমাব পিতাব মুখে কলঙ্ক দিয়েছ, মাতা ও ভগ্নীব জীবন বিপন্ন করেছ! তোমার আবেগাভিনয় দেখাব আমাব অবসব নেই। দূর হয়ে যাও। এবং সত্যিই যদি বিপ্লবী হযে থাকো, তবে মরে যেও পুলিশেব গুলিতে, আমাদেব আব জ্বালিও না।

কল্যাণ॥ চলি, বাবা। হযতো আর দেখা হবে না।

[*কল্যাণেব প্রস্থান। কিবণবালা দেবী ছুটে আসেন।*]

কিবণ॥ ওগো, কল্যাণ কোথায গেল? কল্যাণকে তুমি বাড়ি থেকে বাব কবে দিয়েছ?

ভবানী॥ হ্যাঁ।

কিরণ॥ ফিরিযে নিযে এস ওকে! তোমার পায়ে পড়ি গো, নিযে এস ফিরিয়ে!

ভবানী॥ তা হয় না। ফিবিয়ে আনতে গেলে আমার মাথা হেঁট হয়, আমি তা পাববো না। ফিরে এলে ওর মাথা হেঁট হয়; কল্যাণ তা পাববে না।

কিরণ॥ সারা শহব জুড়ে ধবপাকড় চলছে। সেই বিপদের মধ্যে তুমি নিজের ছেলেকে ঠেলে দিলে?

ভবানী॥ না, আমি ঠেলে দিইনি। নিজেব পথ সে বেছে নিয়েছে।

কিরণ॥ আমি কি এ বাড়ির কেউ নই? কল্যাণ আমাব সন্তান নয়? শেষ দেখার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিলে কোন অধিকারে?

ভবানী॥ এটা নীতির লড়াই, এখানে কোন আপস হতে পারে না।

কিরণ॥ না, তুমি মিথ্যা কথা কইছ! তুমি ওকে গৃহহীন করেছ ভয়ে, পুলিশের আক্রমণের ভয়ে! তুমি কাপুরুষ! অমন তো তুমি ছিলে না! নিজের বাড়ি, শান্তি আর প্রাণ হারাবার ভয়ে তুমি সন্তান বিসর্জন দিতে পেরেছ, কারণ তাকে তোমার পেটে ধরতে হয় নি! তুমি কাপুরুষ, কাপুরুষ, কাপুরুষ! (*হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর পদতলে ভেঙে পড়েন*) ক্ষমা করো আমায়! আমি ও কথা বলতে চাই নি গো, ক্ষমা করো আমায়! আমি জানি তোমাব বুকে কি ঝড বইছে—আমি চিনি তোমাকে। কল্যাণকে হারাবার ব্যথা তোমার যে কতখানি বেজেছে আমি জানি।

[*কিরণবালা দেবীর প্রস্থান।*]

ভবানী॥ নীতির সামনে কে সন্তান, কে পিতা। শাবাস শাবাস কল্যাণ! মাথা উঁচু রেখে চলে গেছে। মনে মনে আশীর্বাদ করছি—মাথা যেন ওর উঁচুই থাকে। যে-পথে চলার সাহস আমার হয়নি, সেই দীর্ঘ রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে, জয়ী হয়ে ফিরে আসে যেন আমাদের বুকে।

॥ পর্দা ॥

তিন

[*বীরেনের কক্ষ; বীরেন ও মানসীর প্রবেশ।*]

বীরেন॥ তারপর ?

মানসী॥ ব্যস, আর দাদার দেখা নেই। দুজনেই যা রাগী। যেমন বাবা, তেমনি দাদা।

বীরেন॥ আমাকে জানানো হয়েছে, তুমি এসে আমার কাছ থেকে তুলো নিয়ে সরোজদার বাড়ি যাবে।

মানসী॥ হ্যাঁ। রাইফেলগুলো নিয়ে, তোমার কাছ থেকে তুলো নিয়ে সরোজদার বাড়ি যেতে হবে।

বীরেন॥ অমন বোঝা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কি করে ?

মানসী॥ পালকি করে। জানালা দিয়ে দেখ। পালকির মধ্যে রাইফেলের বস্তা। আমি এক বউ। যাচ্ছি বাপের বাড়ি। (*হেসে ওঠে*)

বীরেন॥ এই যে তুলো। (*একটা থলে দেয়*)

মানসী॥ আচ্ছা, তুলো কি হবে ? কেউ জখম হয়েছে ?

বীরেন॥ দূর, বোকা মেয়ে! কেউ জখম হলে এক বস্তা তুলো দরকার হয় ?

মানসী॥ তবে ?

বীরেন॥ তোমার ঐ কাঠগোঁয়ার দাদারত্ন এ থেকে গানকটন তৈরি করবেন।

মানসী॥ গানকটন কি ?

বীরেন॥ একরকম বারুদ। আচ্ছা—রাস্তায় যদি পাল্কি থামায় পুলিশ, বলে ভেতরে দেখবে—কি করবে? যা চলছে রাস্তায় ঘাটে—

মানসী॥ "যদি থামায়" কী, দুবার ইতিমধ্যেই থামিয়েছে। প্রথমবার উঁকি মারলে বাঙালী এক অফিসার। বললাম কি ব্যাপার, বাড়ির বউরা কি বাপের বাড়ি যেতে পারবে না আপনাদের জ্বালায়? হাত জোড় করে মাপ চেয়ে সরে গেল। (হাসে)।

বীরেন॥ পরের বার?

মানসী॥ এক লালমুখো সার্জেন্ট। নামধাম জিগ্যেস করতে লাগলো—আপনার নাম কি, আপনার স্বামীর নাম কি, ঠিকানা কি। গড়গড় করে বলে গেলাম।

বীরেন॥ স্বামীর নামটা কী বললে?

মানসী॥ দূর বোকা! বললাম, স্বামীর নাম আমাদের নিতে নেই। (*হঠাৎ গম্ভীর হয়ে*) হঠাৎ ও কথা কেন?

বীরেন॥ জানোই তো। অবিনাশদাকে বলেছিলাম সব খুলে।

মানসী॥ কি বললেন?

বীরেন॥ বললেন, খুব ভাল কথা, মানসীকে নিয়ে কোরো—সময় পেলে বিয়ে কোরো।

মানসী॥ ঠিকই বলেছেন।

বীরেন॥ কী?

মানসী॥ ঠিকই বলেছেন। এখন কি বিয়ে বিয়ে খেলার সময় আছে?

বীরেন॥ জানি। তবু মন যেন মানতে চায় না।

মানসী॥ আমার সবচেয়ে বড় ভয় কী জানো? পুলিশের অত্যাচার নয়, ফাঁসিও নয়। ভয় হয়, তোমায় যদি শেষ পর্যন্ত না পাই! তুমি কোনো অ্যাকশনে মরে যেতে পারো, আমি হয়তো ধরা পড়ে যেতে পারি। তার আগে আমরা কি মিলতে পারব? কিন্তু জানি তার উপায় নেই। তাই কথা দাও তুমি অপেক্ষা করবে?

বীরেন॥ দিলাম। কথা দিলাম। মা আসছেন। তোমায় দেখার জন্য পাগল।

মানসী॥ ইশ, তাঁকে সব বলে দিয়েছ নাকি?

বীরেন॥ নিশ্চয়ই।

[*সৌদামিনী দেবী প্রবেশ করেন, অতিশয় বৃদ্ধা।*]

মা, এই যে মানসী।

সৌদামিনী॥ এই মানসী? (*দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বলে খুব কাছে এসে মুখ দেখতে হয় তাঁকে*) এ তো সোনার প্রতিমা। (*মানসী প্রণাম করে*)

বীরেন॥ জানো মানসী, মার বয়স কিন্তু খুব বেশি নয়। পুলিশের অত্যাচারে চোখ, স্বাস্থ্য, কান সব গেছে। সেই ১৯০৫-৬ সালে।

সৌদামিনী॥ তুমি কল্যাণের বোন! তোমাকে পুত্রবধূ করে যদি ঘরে আনতে পারি, তবে এ বাড়ি ধন্য হয়। আমার ছেলেটাও একটু মানুষ হয়।

বীরেন॥ এই, এই মা! মা'র ধারণা আমি অত্যন্ত বাজে লোক।

মানসী॥ বীরেনদার মতন—

বীরেন॥ জোরে বলতে হবে, কানে শোনেন না। পুলিশ কানের মধ্যে পিন দিয়ে

খোঁচা মেরেছিল।

মানসী॥ বলছি, বীরেনদার মতন সাহসী কর্মী আর হয় না, মাসীমা।

সৌদামিনী॥ হ্যাঁঃ! তাই মনে হয়! বাইরে থেকে তাই মনে হয়! আমি যে মা, আমি ওর অন্তরটাও দেখছি যে। ওর সাহস জিনিসটাই নেই। আমাদের বাড়ির ছেলে হয়েও ও যে কি করে এমন হোলো! (বীরেন হাসে) হাসছিস! তোর বিপ্লব কথাবার্তায়; কাজে নয়। তুই কল্যাণ ঘোষ হতে পারবি না রে কোনোদিন। সাহস নেই! তার ওপর তোর আছে সম্পত্তির সর্বনাশা লোভ। মানসী মা, তুমি আমার ভাঙা ঘরে এসো তাড়াতাড়ি। ঐ কাপুরুষটাকে তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে মরতে পারবো, আর হয়তো—তোমার ছোঁয়া পেলে আমার বাঁদরটাও শিব হয়ে যেতে পারে। যদ্দিন তা না হচ্ছে, অবিনাশকে বোলো, একে যেন বড় কাজ না দেয়। (বীরেন ও মানসী দুজনেই হাসে) হাসির কথা নয়। এ সব সময় সম্পত্তির দলিল বানায় আর পড়ে। বলো দেখি মা, যে বিপ্লবী সব মায়া কাটিয়েছে, তার কি এসব সাজে? এত লোভ? অবিনাশ কেমন আছে?

মানসী॥ ভাল।

সৌদামিনী॥ সে আমার বড় ছেলে, জানো? এ আমার বুড়ো বয়সের ছেলে। আর আগে অবিনাশেরই ছিল এ বাড়িতে একমাত্র অধিকার।

মানসী॥ অবিনাশদা আপনার কাছেই মানুষ, আমি জানি।

সৌদামিনী॥ অমন দাদার এমন ভাই, বিশ্বাস করা যায় না। অবিনাশকে একদিন বাড়ি নিয়ে আয় না মা, একদিন নিজে হাতে বেঁধে খাওয়াই!

মানসী॥ এখানে আসা নিরাপদ নয়।

সৌদামিনী॥ একেবারে নিরাপদ, পুলিশ ভাবতেই পারবে না, সে নিজের বাড়িতে আসতে পারে। কয়েক ঘণ্টার জন্য তো, মা। নিয়ে আয় তাকে। (থেমে যান) কে দেখছে তাকে? খেতে পাচ্ছে কি রোজ? কোথায় শুচ্ছে? মায়ের কাছে আসতে পারবে না এ কেমন সর্বনাশা যুদ্ধ? দু'ঘণ্টার জন্য এলে কি এমন ক্ষতি? (নিজের মনে এই প্রশ্নগুলি করতে করতে বৃদ্ধা চলে যেতে থাকেন) মায়ের বুক খাঁ খাঁ হয় না? এ্যা, মায়ের অভিমান হতে নেই?

[প্রস্থান।]

বীরেন॥ অবিনাশদার নাম চব্বিশ ঘণ্টা মুখে লেগে আছে।

মানসী॥ কথাটা সত্যি?

বীরেন॥ কোন কথা?

মানসী॥ তুমি বসে বসে সম্পত্তির হিসাব করো?

বীরেন॥ দোৎ! মা'র কথা শুনে গালে হাত দিয়ে পড়তে বসলে?

মানসী॥ আসল ব্যাপারটা কি জানো বীরেনদা? তোমরা বড়লোক, টাকা প্রচুর। তাই ওসব চিন্তা মাথায় ঢুকতে পারে। যাদের সম্পত্তি নেই, তারা সম্পত্তি ভোগ করার কথা ভাবতেই পারে না। তাই গরীবরাই লড়িয়ে হয়।

বীরেন॥ যা বলেছ। টাকার বিষ মানুষকে দেশদ্রোহী করে দেয়। তবে আমি লড়েছি নিজের দুর্বলতার বিরুদ্ধে—

মানসী॥ জানি, আমি জানি। তোমাকে আরো শক্ত হতে হবে। টাকা পয়সার মোহ কাটাতে হবে। বড়লোক কি বিপ্লবী হতে পারে? টাকা সব সমিতিকে দিয়ে দাও না! সব বন্ধন কাটিয়ে, তবে না যোদ্ধা হয় মানুষ!

বীরেন॥ অবিনাশদা ঠিক সেই কথাটাই আজ লিখে পাঠিয়েছেন। এই দেখ। একটা অংশ পড়ে শোনাচ্ছি—"দলের অন্যান্যরা যখন অধিকাংশ সময় একবেলাও খেতে পায় না, সেই সময় তুমি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করিবে, ইহা কি তুমি ন্যায়সঙ্গত মনে করো? দলের সকলে একই খাদ্য গ্রহণ করিবে, একই পাটক্ষেতে লুকাইয়া থাকিবে, একই শ্রাবণ-বর্ষণে সিক্ত হইবে, একই রাজপথে পাশাপাশি মরিবে, ইহাই তো বিপ্লবী দলের শৃঙ্খলার ভিত্তি। অগ্রজ হিসাবে বলি, সর্বস্ব দলকে লিখিয়া দিয়া অন্য সকলের সমান হও। মা এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করিবেন। দলের কাহারো নিকট একটি পয়সা থাকিতে আমি আর ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিয়া দলের যোদ্ধাদের জীবন বিপন্ন করিতে পারিব না। ইতি—ওস্তাদ।"

মানসী॥ এই তো—এই তো পথের নির্দেশ! তুমি এ আদেশ মাথা পেতে নিচ্ছ তো?

বীরেন॥ নিতে তো হবেই।

মানসী॥ মন থেকে সাড়া পাচ্ছ না?

বীরেন॥ সব দিয়ে দিলে খাবো কী?

মানসী॥ দাদা কী খাচ্ছে? ওস্তাদ কী খাচ্ছেন?

বীরেন॥ আমি একা নই। মা আছেন, দেশের বাড়িতে বৃদ্ধা সব আত্মীয়ারা আছেন। তা ছাড়া যদি আমাদের বিয়ে হয়, মানসী, কোথায় এসে উঠবে তুমি?

মানসী॥ পাটক্ষেতে, যেখানে থাকেন অবিনাশদা নিজে। সেটা তো প্রাসাদ, তীর্থক্ষেত্র, মন্দির।

বীরেন॥ ভাবছি। দিতে তো হবেই। সব দিতে হবে। তুমি এবার বেরিয়ে পড়ো মানসী। সাবধানে যেও।

মানসী॥ যাচ্ছি। মনে রেখো, রিক্ত, নিঃস্ব, বন্ধনহীন না হলে সত্যিকারের যোদ্ধা হওয়া যায় না।

[*মানসীর প্রস্থান।*]

বীরেন॥ (*অবিনাশের চিঠি খুলে মৃদুস্বরে পড়ে*) "সর্বস্ব দলকে লিখিয়া দিয়া অন্য সকলের সমান হও। মা এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করিবেন।"

[*মানিক ও যুগলের প্রবেশ। মানিকের পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবী।*]

যুগল॥ বীরেন আছ নাকি? বীরেন!

বীরেন॥ আরে কি আশ্চর্য! যুগলকাকা যে! (*মানিককে দেখে চমকিত হয়ে*) কি ব্যাপার? মানিকবাবু একেবারে ভদ্রলোক সেজে?

মানিক॥ গাঙ্গুলিবাড়িতে আসার সময়ে ঐ ছোটলোকদের খাঁকি পোষাকটা বর্জন করাই সঙ্গত মনে করলাম। ভদ্রলোকের বাড়ি।

বীরেন॥ তা কি প্রয়োজন?

মানিক॥ না, না, বীরেনবাবু ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে এসব ছলচাতুরি ধানাই-পানাই আশা করি নি। না, না, এ একেবারেই অসঙ্গত।

যুগল॥ বাবা বীরেন, তোমার বাবা সুদর্শনদাব এক ডাকে বৃটিশ সরকার কম্পিত হোতো। তোমার কাছ থেকে ছলচাতুরি আশা করি না।

বীরেন॥ কি সব বলছেন আপনারা? দেখুন, আমায় এক্ষুনি বেরুতে হবে; কলেজে যেতে হবে। আপনাদের যা বক্তব্য আছে সংক্ষেপে বলুন।

মানিক॥ মানে আমরা কলেজ থেকেই আসছি।

বীরেন॥ অর্থাৎ?

মানিক॥ তবু এই ছলচাতুরি—টালবাহানা—ধানাইপানাই? বীবেনবাবু, আমি মনে ব্যথা পেলাম।

যুগল॥ বাবা বীরেন, এ বাড়িব প্রতি ধূলিকণায় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য' ইন দা ডাস্ট অফ দিস হাউস দেয়ার ইজ... ইয়ে ...ঐতিহ্য। সেখানে এমন ব্যবহার? মানিকবাবু, নস্যি দিন।

বীরেন॥ আপনারা কি ভর দুপুরে নেশাটেশা করেছেন নাকি?

মানিক॥ না, না, বীরেনবাবু, আমবা কলেজ থেকে আসছি। অর্থাৎ ড্রামা সোসাইটির ছোট ঘরখানায় গেলাম। কিন্তু শুনলাম তাব চাবি থাকে বীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ফোর্থ ইয়াব সায়েন্সের কাছে। (*বীরেন ভীষণ চমকে ওঠে*) আমাদের কিছু পোশাক দরকার ছিল। কালো আলখাল্লা হলদে ফেটি ইত্যাদি।

বীবেন॥ (*নিজেকে প্রাণপণে সংযত বেখে*) পুলিশ কি আজকাল শখেব থিযেটার সুরু করছে নাকি?

মানিক॥ ভাবছিলাম। ধরুন, "আলাউদ্দিন খিলজী" নাটকটা যদি করি। আজ সকালেই একটা নাটক দেখলাম। তাতে কিছু বেদে যাদুকবের অপূর্ব পার্ট ছিল। —না, না, বীবেনবাবু, পকেটেব মধ্যে পিস্তল নাড়াচাড়া করাটা মোটেই নিবাপদ নয়। কাবণ আমার পিস্তলটা পকেটের মধ্যে বহু পূর্ব হতেই আপনার বুক লক্ষ্য কবে উদ্যত হযে আছে। (*পিস্তলটা বাব কবেন*)। দিন আপনাবটা—ওদিক ফিরুন। হাতে তুলুন মাথাব ওপর। যুগলবাবু, কষ্ট করে ওঁব পাঞ্জাবীব পকেট থেকে জিনিসটা বার করে নিন।

যুগল॥ (*তথাকবণ*) এসব ছুঁলে আমাব বক ঢিপ ঢিপ করে।

মানিক॥ (*পিস্তলটা দেখে*) এই দেখুন, আবার এক ঝামেলা বীবেনবাবু। সাধারণত বাংলাদেশে বিপ্লবীদেব পকেটে পাই জর্মন মাউজার পিস্তল। কিন্তু এটা তো দেখছি কোল্ট ফর্টি-ফোর সার্ভিস রিভলবাব। এটা চুরি যায় বহবমপুব অর্ডিন্যান্স থেকে। বীরেনবাবু, ভদ্রলোকের একি ব্যবহাব?

যুগল॥ বাবা বীবেন, সুদর্শনদাব ছেলের এ কি ব্যাভার। সুদর্শন'স সান হোয়াট বিহেভিওর?

বীরেন॥ (*প্রাণপণে ত্রাস দমনপূর্বক, সজোরে*) কি কবতে চান আমাকে নিয়ে করুন। গ্রেপ্তার করুন, ফাঁসি দিন! আসুন কোথায় হাতকড়া?

মানিক॥ ছি ছি ছি ছি, এ কি? গঙ্গুলিবাড়ির ছেলেকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাবো? বীরেনবাবু আমাদের এই ভাবলেন?

যুগল॥ বাবা বীরেন, তোমায হাতকড়া পবাবে এবা, আর আমি বসে বসে দেখবো? তুমি যুগলকাকাকে এই ভাবলে?

বীরেন॥ অর্থাৎ? শুধুমাত্র সন্দেহের বশে গোরাবাজারের রঞ্জনবাবুর স্ত্রীকে লাথি

পেট ফাটিয়ে মেরেছেন আপনি, রঞ্জনবাবুকে জেলে পুরেছেন। আর আমার পকেটে কোল্ট রিভলবার পেয়েও গ্রেপ্তার করবেন না।

মানিক॥ গ্রেপ্তার করতে হলে কি ভদ্রলোকের বেশে আসতাম? খাঁকি-পরা গুণ্ডা দিয়ে বাড়ি ঘিরে, জিনিসপত্র চুরমার করে, আপনাকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে যেতাম, বীরেনবাবু। চাই কি, আপনার বৃদ্ধা মাতার ওপর পাঠান সেপাই লেলিয়ে দিতেও ছাড়তাম না।

বীরেন॥ কি উদ্দেশ্য আপনার? কি চান? আপনাদের হাসিমুখ দেখলে ভয় হয়, আপনাদের উদারতার পেছনে থাকে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। কি চান আপনি?

মানিক॥ আপনারে বাঁচাতে চাই।

যুগল॥ টু সেভ ইউ, বাবা বীরেন।

বীরেন॥ (সজোরে) আমি বিপ্লবী। আপনার সাহায্যে বাঁচতে চাই না।

মানিক॥ (উচ্চহাস্যে) ভুল! ভুল!

বীরেন॥ কি ভুল?

মানিক॥ আপনি বললেন, আপনি বিপ্লবী। আমি বলছি, ওটা ভুল বললেন। বিপ্লবী হলে মাথার ওপর হাত তুলে পিস্তলটা আমাদের নিতে দিতেন না। উদ্যত রিভলবারের সামনেও পিস্তল টেনে গুলি চালাবার চেষ্টা করতেন, আমার গুলিতে মরে যেতেন। বিপ্লবীরা জীবনদানের শপথ নেয়, হামেশাই এমন করে থাকে। চট্টগ্রামে জুলদা গ্রামে চারটি ছেলে ঘেরাও হোলো পাঁচশ রাইফেলধারী দ্বারা, ডি. আই. জি. ফার্মার সাহেব বললেন আত্মসমর্পণ করো। জবাব এল—মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করতে শেখে নি। মরে গেল রজত, দেবপ্রসাদ, স্বদেশ আর মনোরঞ্জন। আপনি তা করলেন না। না না না, বীরেনবাবু আপনি বিপ্লবী নন। আপনি ভদ্রলোক।

যুগল॥ বাবা বীরেন, এঁদের সঙ্গে আমার সব কথা হয়ে গেছে। ইনগ্রাম সাহেব চাইছিল তোমার কলজে ছিঁড়ে নিতে। আমি বাধা দিয়েছি প্রাণপণে। রাজি করিয়েছি। আই হ্যাভ কি বলে রাজী করিয়েছি আর কি।

বীরেন॥ কিসে রাজী করিয়েছেন?

যুগল॥ এঁরা কথা দিয়েছেন, তোমায় গ্রেপ্তার করবেন না, হার্ডিং-হত্যার দায়ে বা মিলটন হত্যার দায়ে ফাঁসিতে লটকাবেন না, চোখ উপড়ে নেবেন না, পাঁজরের হাড় ভাঙবেন না, ঘর জ্বালাবেন না, কিছু করবেন না। আমার মুখ রেখে, বাবা বীরেন।

মানিক॥ ইনগ্রাম সাহেবের আবার একটা বিশেষ যন্ত্রণা-দেওয়ার কায়দা আছে, জানেন যুগলবাবু। চৌবাচ্চার মধ্যে ঘাড় ধরে জলে ডুবিয়ে রাখা—এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট পর্যন্ত চালান। একদিন হয়েছে কি, জামালউদ্দিন নামে সেই ছাত্রটা—চার মিনিট পর্যন্ত ডুবিয়ে সেই সাহেব ঘাড় ছেড়েছেন—অক্কা। জামালউদ্দিনের ফুসফুসে জল ঢুকে অক্কা।

বীরেন॥ (*কম্পিতকণ্ঠে*) ও সব বলে আমাকে ভয় দেখানো যায় না।

মানিক॥ ছি-ছি, আপনি ভদ্রলোক। আপনাকে ওসব করা যায়? ভদ্রলোকের ছেলে কি ওসব সইতে পারে নাকি?

যুগল॥ আমি সাহেবকে বলেছি মাই বীরেন ইজ নট টাচ! ওর গায়ে হাত দেওয়া

চলবে না। তারপর তোমার বিদ্যের খ্যাতি শুনে বললেন: এমন ছেলের তো বিলেত গিয়ে পড়াশোনা করা উচিত! আমি বললাম—নিশ্চয়ই, পাঠান ওকে। সাহেব রাজী। যাবে, বিলেত যাবে পড়তে?

বীরেন॥ এই বদান্যতার জন্য কি করতে হবে? কোন পাপে আমাকে লিপ্ত করতে চান?

মানিক॥ আপনাকে কিছুই করতে হবে না।

বীরেন॥ কিছু না?

মানিক॥ একদম না। এমন কি অবিনাশের দলের সঙ্গে সংশ্রবও ছিন্ন করতে বলব না। সব ঠিক আগের মতন থাকবে। আমরা শুধু মাঝে মাঝে এসে—এই রকম ভদ্রবেশে এসে—গল্প করবো! বা সন্ধ্যের পর হয়তো থানায় এলেন—গল্পগুজব করলাম। আপনার মতো পণ্ডিত ভদ্র ছেলের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কয়ে বাঁচবো।

বীরেন॥ বুঝেছি। আমাকে দিয়ে ও-কাজ হবে না। বেরিয়ে যান! (*ক্রোধে গর্জন করে*) দলেই থাকতে হবে, থেকে পুরে দলকে ধরিয়ে দিতে হবে! আমাকে গুপ্তচর ভেবেছেন? চলে যান! বেরিয়ে যান!

মানিক॥ (*হেসে*) বড় বেশি বলছেন। জানেন, বিপ্লবীরা বেশি কথা কয় না। চুপ করে হাসে। এত যখন চেঁচাচ্ছেন, তখন বুঝতে পারছি আপনি বিপ্লবী নন, ভদ্রলোক। আমি এবার নিঃসন্দেহ হলাম যে আপনি শীঘ্রই থানায় আসছেন। লুকিয়ে আসবেন কিন্তু দাদা, অবিনাশরা টের পেলে আমাদের মতন ভদ্র ব্যবহার করবে না, শেয়াল-কুকুরের মতন গুলি করে মারবে। হ্যাঁ, মনে রাখবেন—আপনার নামে কিন্তু ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেছে। আমি চাপা দিয়ে রেখেছি। সিদ্ধান্ত নিতে যদি দেরি করেন—তবে বিষয়টা আমার হাতের বাইরে চলে যাবে। ইনগ্রাম সাহেব তখন চৌবাচ্চায় জল ভরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। ফাঁসিকাঠও মজবুত করে মেরামত শুরু হবে রহরমপুর জেলের মধ্যে।

বীরেন॥ (*আকুলস্বরে*) কত ..কত সময় দিচ্ছেন আমায়?

মানিক॥ এই তো দেখুন, যুগলবাবু, বললাম না ইনি ভদ্রলোক? আজকের দিনটা আমি কায়ক্লেশে সাহেবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো। কাল ভোর হলেই—চলুন যুগলবাবু! জানেন বীরেনবাবু, আপনার দরজায় ওয়াচারও রাখছি না। আমি জানি—আপনি ভদ্রলোক, পালাতে চেষ্টা করবেন না। যদি করেন তবে তো কেসটা চলে যাবে ইনগ্রাম সাহেবের হাতে।

যুগল॥ বাবা বীরেন, মুখ রেখ বাবা!

[*দু'জনের প্রস্থান। বীরেন একবার অবিনাশের চিঠিটা পড়ে তাতে আগুন দেয়। তারপর দু'হাতে মাথা চেপে ধরে।*]

বীরেন॥ অবিনাশদা! কল্যাণ! মানসী! বলে দাও আমি কি করবো? আমায় শক্তি দাও তোমরা! আমি ভেঙে পড়ছি! আমায় বল দাও!

॥ পর্দা ॥

চার

[*সরোজদার বাড়ি নামে কথিত বিপ্লবীদের আস্তানা। মানসী ও মহীতোষ রাইফেলের বস্তা বয়ে নিয়ে প্রবেশ করে।*]

মহীতোষ ॥ এই যে এখানটায় রাখো। তুলো এনেছ?

মানসী ॥ হ্যাঁ। তোমার ব্যাগে কী?

মহীতোষ ॥ আর বলো কেন বোন! কলেজের ল্যাবরেটারি থেকে বয়ে আনতে হলো—নাইট্রিক আর সালফিউরিক এ্যাসিড। তোমার দাদা বোমা বানাবেন!

মানসী ॥ দাদা কোথায়?

মহীতোষ ॥ অ্যাকশনে গেছে। আসার সময় হলো।

মানসী ॥ আজ রাত্রেই আবার অ্যাকশন?

মহীতোষ ॥ হ্যাঁ ওস্তাদ বলেন, এটা হলো রেভোলিউশনারি ইনিশিয়েটিভ। শয়তানদের ভাববার সময় দেওয়া হবে না। একের পর এক আক্রমণ! ওস্তাদ আব কল্যাণ তাই গেছেন ভাবতা থানা আক্রমণ কবতে। এসে গেছেন!

[*দুটি রাইফেল বয়ে নিয়ে প্রবেশ করেন অবিনাশ আর কল্যাণ।*]

কল্যাণ ॥ আবো দুটো পাওয়া গেছে! মিনি! এনেছিস সব?

মানসী ॥ নিশ্চয়ই।

অবিনাশ ॥ রাইফেল দুটো বস্তায় ভর। মহী, বাইরে পাহারায থাক। মানসী বেঁচে থাকো, দেশের মুখ উজ্জ্বল করো।

[*মহীতোষ বেবিয়ে যায়।*]

মানসী ॥ এই যে তুলো, দাদা।

কল্যাণ ॥ হ্যাঃ, তুলো আনতে সবাই পাবে। ভারি আমার ঝাঁসীবাণী এলেন।

[*অ্যাসিডে তুলো ভেজাতে বসে যায়।*]

মানসী ॥ দাদা, সব সময়ে এসব কথা ভাল লাগে না!

অবিনাশ ॥ কল্যাণ—লোকটা মরেছে মনে হয়?

কল্যাণ ॥ নিশ্চয়ই। গুলি কপালে লাগলো মনে হলো।

অবিনাশ ॥ মাথার ওপর দিয়ে গুলি চালিয়ে ভয় দেখাবো ভাবলাম। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে—কপালেই বিঁধে গেল।

কল্যাণ ॥ বেশ হয়েছে।

মানসী ॥ কে মারলো? কি ব্যাপার?

কল্যাণ ॥ তোমার এত জেনে হাতির পাঁচ পা গজাবে?

অবিনাশ ॥ এই কল্যাণ! ও তোর চেয়ে কম কিসে রে?

মানসী ॥ দেখুন না, অবিনাশদা—

অবিনাশ ॥ (*হাসিমুখে*) অবিনাশ নয়, ওস্তাদ। শোনো। আজ আমরা দুজনে পিস্তল নিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম ভাবতা থানায়। বসিরুদ্দি দারোগা গেল প্রথম গুলিতেই। ব্য়া

অবিনাশ॥ জানি রে, অমন প্রত্যেকের হয়, কখনো না কখনো। কথা দিচ্ছি, কদিন বাদেই দেখবি তুই হাসিমুখে বাড়ির দলিলটা আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছিস। এখন আমি শুয়ে পড়ছি রে, আর পারছি না।

বীরেন॥ আর একটা কথা ছিল। জানি আপনার বিশ্রাম দরকার.... তবু... ছোট্ট একটা কথা... আমার আর মানসীর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হোলো? (*কল্যাণ হেসে ওঠে*) হাসির কী হোলো? এই হাসির অপমান শুধু আমাকে নয়, তোর বোনকে বিঁধছে।

কল্যাণ॥ ও মেয়েটার মাথা খারাপ! তোরও!

অবিনাশ॥ এই খোকা থাম! শোনো বীরেন, ও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কিছু হয়নি এখনো, তবে নীতির দিক থেকে দ্বিমত হবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু এ ঝড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিয়ে করবে কি করে? কোথায় করবে? মানসীর বাবা মার মত নিতে যাবে কে? বাপ-মাকে অস্বীকার করে বিবাহ অবশ্য আমি সমর্থন করি, কারণ তোমরা দুজনেই বড় হয়েছো। কিন্তু তারপর? থাকবে কোথায়? আমি তো ভেবে পাই না, বীরেন। এ বিপদ মাথায় নিয়ে ও মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা কি উচিত হবে? বিয়ের পরদিনই যেখানে সিঁথির সিন্দুর মোছার সম্ভাবনা—

কল্যাণ॥ যেসব ন্যাকা ন্যাকা গাড়লের দল বিপ্লবকে ভাবে প্রজাপতির অফিস, তাদের মাথায় আমি বোমা মারার পক্ষপাতী।

অবিনাশ॥ চুপ কর তো! বীরেন—যদি মানসীকে সত্যিই ভালবাসো, তাহলে অপেক্ষা করাই উচিত নয় কি? বিপ্লবীরা হচ্ছে চলমান মৃতদেহ—আইরিশ বিপ্লবী ড্যান ব্রীন বলতেন। মৃতদেহের সঙ্গে মানসীকে পাকে পাকে বেঁধে দেওয়াটা উচিত কি? এতে মানসীর প্রতি তোমার যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে সেটা প্রশংসনীয় কি? ভেবে দ্যাখো।

বীরেন॥ জানি। এই হচ্ছে পরীক্ষা। পাবো না কিছুই, শুধু দিয়ে যেতে হবে।

অবিনাশ॥ পাবে দেশের স্বাধীনতা। এবার যাও বীরেন। রাত বারোটায় তোমার ট্রেন। কৃষ্ণনগরের দলের সঙ্গে যোগাযোগটা গুরুত্বপূর্ণ। সফল হয়ে ফিরে এস।

[*বীরেন প্রণাম করে। তারপর ম্লান হাসি টেনে বলে।*]

বীরেন॥ বর পেতে এসে যা পেলাম জীবনে ভুলবো না ওস্তাদ।

[*সকলের হাসি। বীরেনের প্রস্থান।*]

অবিনাশ॥ কল্যাণ, ও যদি মানসীকে বিয়ে করে তোর কি বক্তব্য?

কল্যাণ॥ আমার?

অবিনাশ॥ হ্যাঁ।

কল্যাণ॥ আমার বোন ধন্য হবে, আমি ধন্য হবো। বীরেনের মতন ছেলে হয় না। বাবা কি বলবেন জানি না, মার মুখে হাসি ধরবে না। আর সে মুখে হাসি দেখিনি কতকাল! ইশ, এখন মনে পড়ছে ওস্তাদ—মায়ের মুখখানা যেন কি রকম ভেঙে গেছে, কি রকম অন্ধকার হয়ে গেছে। যাক এবার তুলো ভেজাতে হবে। যাও দাদা, গিয়ে শুয়ে পড়ো।

অবিনাশ॥ তুই কি সারারাত কাজ করবি?

কল্যাণ॥ নিশ্চয়ই।

অবিনাশ॥ নো। হবে না। ওঠ্ ওখান থেকে।।

কল্যাণ॥ আচ্ছা, ঘণ্টা দুই তো চালাই। ঘুম পায়নি।

অবিনাশ॥ কল্যাণ ঘোষ—আমি আদেশ দিচ্ছি। এই মুহূর্তে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। ওঠো।

কল্যাণ॥ কি বিপদে পড়লাম রে বাবা! আমার ঘুমের দরকার হয় না, বলছি না?

অবিনাশ॥ না উঠলে, পিস্তল চালাবো। ওঠ। মহীকে ডেকে নিয়ে শুয়ে পড়। আমি পাহারা দেব।

অবিনাশ॥ সে হয় না, তুমি টলছো।

অবিনাশ॥ ইটস্ অ্যান অর্ডার! হুকুম তামিল করো। যাও।

॥ পর্দা ॥

পাঁচ

[*রহমতের ঘরের প্রাঙ্গণ। রহমৎ ও নসিবনের প্রবেশ।*]

নসিবন॥ এত রাত করে ঘরে ফিরলে বাবা? আর আমি একা একা কি করে থাকি? আমার ভয় করে না বুঝি?

রহমৎ॥ ভয়! অবাক করলি মা। তোর মাকে মনে পড়ে? একদিন কাটারি হাতে ডাকাতকে তাড়া করেছিল। তার মেয়ে হয়ে তুই এমন ভীতু, এ্যাঁ!

নসিবন॥ সে ভয় নয়। তোমাকে বলেই বা কি লাভ? এসব বুঝবে তুমি?

রহমৎ॥ বুঝতেও পারি। বলা যায় না কিছুই। বল্।

নসিবন॥ থাক, হয়েছে। চলো—হাতমুখ ধোবে চলো।

রহমৎ॥ ব্যাপারখানা কী?

নসিবন॥ স্বরূপগঞ্জের ঐ জোতদারটা—

রহমৎ॥ ঐ মধু সিংগি। সে তো পুলিশের গুপ্তচর! কি করেছে?

নসিবন॥ যেখানে যাব, পেছন পেছন আসবে। পুকুরে নাইতে নেমেও নিস্তার নেই! হাসছ! এমন বাবা কেউ দেখেছে? মেয়ের বিপদ শুনে হাসে।

রহমৎ॥ হাসব বই কি! মধু সিংগিকে কেউ বিপদ মনে করে, এ্যাঁ? লজ্জা করে না? কাটারি নেই? হাঁসুয়া? মারতে পারিস না ঘাড়ে এক কোপ?

নসিবন॥ মারবো বলছ? বেশ তাই মারবো—

রহমৎ॥ হ্যাঁ, নিজের ইজ্জৎ নিজে বাঁচাবি—সব সময়ে।

নসিবন॥ নমাজ পড়েছ? ও, আজকাল তো তাও পড়ো না।

রহমৎ॥ পড়ি, মা, মনে মনে পড়ি। বাইরে অমন লোক দেখানো নমাজ পড়তে ভাল লাগে না।

নসিবন॥ কেন বাবা? সক্কলে তো পড়ে।

রহমৎ॥ সক্কলে তো সকাল-বিকাল জমিদার যুগল চৌধুরীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আসছে। আমিও করবো নাকি? ভেবে দেখলাম খোদাতালা ক্রীতদাসের নমাজ গ্রহণ করেন না, মা। দুহাতে যাদের শেকল, তারা নমাজ পড়লে খোদাতালার অপমান হয়!

নসিবন॥ খেতে আসবে এখন?

রহমৎ॥ পান্তা আর লঙ্কা তো? এইখানে নিয়ে আয় না।

নসিবন॥ না না আজ পান্তা নয়। ভেতরে গিয়ে খেতে হবে।

রহমৎ॥ সে কি রে? রান্না করেছিস নাকি?

নসিবন॥ মাছ আর ভাত।

রহমৎ॥ এ্যাঁ? কি করে হোলো? কোথায় পেলি রে? দেখে গেলাম ঘরে ছুঁচোয় ডন মারছে আর ফুসমন্তরে রাজভোগ উড়িয়ে আনলি কোত্থেকে মা?

নসিবন॥ তোমার অত কথায় কাজ কি? তিন মাস পর আজ ভাত পেয়েছ, খেয়ে নাও।

রহমৎ॥ খাবো তো বটেই। তবু কোত্থেকে পেলি বল না রে?

নসিবন॥ বলছি! রাগ করবে না বলো।

রহমৎ॥ বুঝেছি। তোর মায়ের সেই বালাটা বেচে দিয়েছিস, না? তা বেচে যখন দিয়েইছিস, আর কি বলব? তবে ওটা সমিতির জন্য রাখা ছিল রে। যাকগে, আর যা কিছু ছিল সবতো সমিতিকেই দিয়েছি। ওটা না হয় নিজের ভোগেই লাগুক। ভাল করেছিস মা, চল! ক্ষিদের চোটে বুঝলি মা মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

যুগল॥ রহমৎ আছো নাকি?

[যুগলের প্রবেশ।]

রহমৎ॥ আরে কে ও? ও কর্তাবাবু বুঝি? তা এই ভরসাঁঝের বেলায় গাঁয়ের মধ্যে কী মনে করে?

[*নসিবনের প্রস্থান। রহমৎ বাইরে উঁকি দেয়।*]

যুগল॥ কী? ওখানে কী দেখা হচ্ছে?

রহমৎ॥ না, দেখছি পুলিশ টুলিশগুলোকে কোথায় দাঁড় করিয়ে এলেন?

যুগল॥ মানে? মানে?

রহমৎ॥ না, আজকাল তো মানিক সেনের গলা জড়িয়ে না ধরে কোথাও যান না, তাই বলছিলাম।

যুগল॥ দেখ রহমৎ, তুমি চিরদিনই বেজায় ইয়ে—কিন্তু আজকাল তুমি বড় বেশি ইয়ে হয়ে গেছ! এত ইয়ে কেন? এই ইয়ের কারণ কি?

রহমৎ॥ ইয়ের কারণ হোলো ইয়ে বুঝলেন? আপনি যা ইয়ে কাজেকাজেই ইয়ে।

যুগল॥ খুব সাবধান রহমৎ শেখ! খুব সাবধান! আমার কাছে পাকা খবর আছে বুঝলে? সব জেনে ফেলেছি।

রহমৎ॥ (*হঠাৎ চমকিত*) কী জেনে ফেলেছেন?

যুগল॥ যে তুমি গাঁয়ের সব কৃষকদের নিয়ে বৈঠক করে বলছ—কেউ খাজনা দেবে না!

বহমৎ॥ (স্বস্তিব হাঁফ ছেড়ে) ও এই কথা!

যুগল॥ তুমি হচ্ছো পালেব গোদা! তুমি বলে বেড়াচ্ছ—আমি ইংবেজেব বন্ধু! বলেছ?

বহমৎ॥ না না কর্তাবাবু, ওকথা আমি বলতেই পাবি না!

যুগল॥ দেখ বহমৎ, বেশি ইযে কবো না! সব জেনে ফেলেছি! তুমি বলেছ—আমি ইংবেজেব বন্ধু!

বহমৎ॥ বিশ্বাস করুন, যুগলবাবু, আপনাকে যে চেনে সে ওকথা বলতেই পাবে না।

যুগল॥ তুমি আমাকে ইংবেজেব বন্ধু বলো নি?

বহমৎ॥ না-না, বলিনি ওকথা।

যুগল॥ তবে কী বলেছ?

বহমৎ॥ বলেছি ইংবেজেব দালাল!

যুগল॥ ও, তা বেশ, তাহলে—কী? কী বললে?

বহমৎ॥ আপনাকে যে চেনে কর্তাবাবু, সে আপনাকে আব কী বলতে পাবে?

যুগল॥ বহমৎ তোমাব বড বাড বেড়েছে! বুকটা যে কেন এমন ঢিপ ঢিপ কবে বুঝি না। হ্যাঁ, শুনে বাখো বহমৎ তোমাব জমিটা তো গেছে, এবাব তোমায জেলে পুববো!

বহমৎ॥ সেটা তো আগেই একবাব হযে গেছে। '২২ সালে জেলে গিয়ে তিন বছর খেটে এলাম। এবাব নূতন কিছু করুন।

যুগল॥ এ্যাঁ? ঘবে আগুন দেব! ঘব জ্বালিযে দেব!

বহমৎ॥ দোৎ সেটাও তো হযে গেছে দু'বাব। নূতন কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না।

বহমৎ॥ আমি তোমায শেষ কবে দেব!

বহমৎ॥ সেটাও তো হযে গেছে! গত পনেবো বছব ধবে অনাহাবে অর্ধাহাবে শেষ হযে আছি। আবাব নূতন কবে কি শেষ কববেন?

যুগল॥ বেশ! দেখে নেব! দেখে নেব! (প্রস্থানোদ্যত)

বহমৎ॥ যাঃ, দেখেও তো নিচ্ছেন ক'বছব ধবেই। নূতন কিছু ভাবতে পাবলেন না? তাহলে আমিই শোনাচ্ছি নূতন কথা। এখন তো শুধু খাজনা বন্ধ কবেছি, কর্তাবাবু! এবপব ইংবেজেব দালালদেব আমবা মাববো! জমিদাব বব গলায পা দিযে যা কিছু আপনাবা গিলেছেন, সব আবাব উগড়ে দিতে বাধ্য কববো! যত কৃষকেব সর্বস্ব চুবি কবেছেন, যত কৃষকবধূব ইজ্জৎ নষ্ট কবেছেন, সব সুদে আসলে উশুল কববো, বুঝেছেন?

[যুগল চৌধুবী পলাযন কবেন ঊর্ধ্বশ্বাসে। হাসতে হাসতে বেবিযে আসে নসিবন।]

নসিবন॥ লোকটা দৌড়ুচ্ছে! বাবা! যুগল চৌধুবী ঝোপঝাড ভেদ কবে ছুটছে। কি কবেছ তুমি? মেবেছ নাকি?

বহমৎ॥ না বে, শুধু দুটো নূতন কথা শোনালাম!

নসিবন॥ কথাতেই এই, লাঠি ধবলে কী হবে?

বহমৎ॥ পাপেব বোঝা ওদেব মাথায মা, তাই এত ভীতু। বৃথাই আমবা ভযে মবি। আসলে যে ওবা কতবড কাপুরুষ, সেটা জানতে পাবলে সব কৃষক একসঙ্গে লাঠি সড়কি নিযে রুখে দাঁড়াতো, হতভাগাবা পালাবাব পথ পেত না। হ্যাঁ কি যেন একটা বড় আনন্দেব কথা বলছিলি, শালা যুগল চৌধুবী এসে পড়ে চাপা দিযে দিল—

নসিবন॥ খেতে ডাকছিলাম।

রহমৎ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল্ মা, তিন মাস পরে আজ গরম ভাত মুখে তুলি। তবু মনে হয় মায়ের শেষ গয়নাটা অবুদের হাতে তুলে দিলেই যে ভাল করতিস মা তোর মা তো দেখছে ওপর থেকে।

নসিবন॥ বাবা, মায়ের গয়না আমি বেচিনি!

রহমৎ॥ এ্যাঁ? তাহলে কোত্থেকে পেলি মা, ভাত?

নসিবন॥ বলবো? রাগ করবে না বলো।

রহমৎ॥ তোর ওপর করে রাগ করেছি আমি, বল্!

নসিবন॥ কিন্তু এবার করবে, আমি জানি।

রহমৎ॥ কি ব্যাপার বল্ দেখি? কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

নসিবন॥ সমিতির টাকা থেকে দুটো নিয়েছি, বাবা। রাগ কোরো না। দিনের পর দিন না খেয়ে তুমি মুখে রক্ত তুলে খেটে যাচ্ছ। তাই নিয়েছি।

রহমৎ॥ (সামান্য নীরবতার পর) তুই.... তুই দলের টাকায় হাত দিয়েছিস!

নসিবন॥ নিজের জন্য চাল আনিনি, বাবা! বিশ্বাস করো! শুধু তোমার জন্য। তুমি তো সমিতির জন্যই তিল তিল করে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছ। তবে কেন সমিতির টাকা তোমার নয়? সমিতির জন্যই তোমার বাঁচার দরকার।

রহমৎ॥ তুই... তুই দলের টাকা চুরি করলি? তুই তোর বাবাকে চোর সাজালি?

নসিবন॥ বাবা— কী বলছো তুমি?

রহমৎ॥ (চিৎকার করে) ও টাকা দেশের টাকা! অস্ত্র কেনার টাকা! বোমা তৈরির টাকা! মাকে চিনিস? মা! দেশমাতা! দেশ! স্বদেশ! চিনিস? সেই মায়ের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার জন্য ও টাকা, জানিস? মায়ের লজ্জা ঘোচাবার টাকা! সেই টাকায় পেটপুরে খাবো, আমাকে এমন কুপুত্তুর ভাবলি? (মেয়ের চুল ধরে) শয়তানী! তুই আমাকে বেইমান সাজালি?

নসিবন॥ উঃ, বাবা, লাগে। আমি বুঝতে পারিনি! বাবা আমি বুঝতে পারিনি! নিজের জন্য কিছু আনিনি বাবা!

রহমৎ॥ (কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে) মা—তোর গায়ে হাত দিয়েছি আম্মা! ওপর থেকে তোর মা দেখছে রে—তোর গায়ে হাত দিয়েছি! মাগো তুই বুঝতে পারছিস? ও টাকা দেশের—দেশের! তোর নয়, আমার নয়, অবুর নয়, কল্যাণের নয়। ও টাকা যে নিজের জন্য খরচ করে সে জাহান্নমে যায়! ফেলে দে ভাত! খাবো না! টান মেরে ফেলে দে! ক্ষিধেয় ধুঁকতে ধুঁকতে মরবো সেও স্বীকার! মায়ের গয়নাটা নিয়ে আয় এখুনি!

নসিবন॥ কোথায় যাচ্ছ?

রহমৎ॥ যাবো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এখুনি ও গয়না বেচে টাকা এনে সমিতির তহবিল পুরো করে, তারপর অন্য কথা।

নসিবন॥ আমি যাচ্ছি বাবা, তুমি বোসো, বিশ্রাম করো। আমি বুঝতে পারিনি ও-টাকার দাম।

রহমৎ॥ বুঝিস নি? ও টাকা কচি কচি দুখের বাচ্চাদের রক্তের ফোঁটা! বুকের খুন

দিয়ে ওরা সে টাকা যোগাড় করে এনে বিশ্বাস করে তাদের কাকার হাতে রাখতে দিয়েছে জানিস? নিয়ে আয় গয়না! সব বেচে দেব! এ, দুনিয়ায় আমাদের যা কিছু আছে সব সমিতির সম্পত্তি। আমাদের নিজেদের বলতে কিছু নেই। গয়না নিয়ে আয়!

নসিবন॥ আমি যাচ্ছি বাবা, স্যাকরার বাড়ি। এক্ষুনি।

[*নসিবনের প্রস্থান। মধু সিংহের প্রবেশ।*]

মধু॥ বাড়িতে কেউ আছ? এই যে রহমৎ-ভাই! তোমার খোঁজেই আসা।

রহমৎ॥ আরে কি সৌভাগ্য আমার! জোতদার মধু সিংগির পদধূলি পড়লো আমার ভাঙা কুটিরে। তামুক-টামুক চলবে নাকি!

মধু॥ মুসলমানের হুঁকোয় মুখ দিতে নেই রহমৎ ভাই, কিছু মনে করো না।

রহমৎ॥ গরুর চামড়া নিয়ে ব্যবসা করতে আছে?

মধু॥ কি বললে?

রহমৎ॥ বলছি, গরু মেরে তার চামড়া বেচে পয়সা করায় পাপ হয় না? হয় শুধু আমার হুঁকোয় মুখ দিলে?

মধু॥ ও, আমার নূতন ব্যবসাটাব কথা শুনেছ তাহলে? তা দেখ ওতে মুনাফা আছে। অর্থপ্রাপ্তিযোগ থাকলে, কিসের পাপ, কিসের পুণ্য?

রহমৎ॥ তাতো বটেই। স্বরূপগঞ্জের বুড়ো রামরতন ভট্টাচার্য এসে কাঁদছিল, জানেন? বলে, ঐ বুড়ো ব্রাহ্মণের জমিটা আপনি কেড়ে নিয়েছেন। আমি তাকে বললাম আরে দাদা, এতে মুনাফা আছে। সুতরাং কিসের ব্রাহ্মণ, কিসের শূদ্র!

মধু॥ যা বলেছ।

রহমৎ॥ আরে আপনাব ও ব্যবসাটা কেমন চলছে? আমি ছোটলোক মুসলমান বলে নামটা মুখে আনতে পারলাম না।

মধু॥ কোনটার কথা বলছ? ও, বুঝেছি। তা সে তো মন্দাব বাজার চলছে। নিত্য নূতন মেয়েছেলে আর কোথায় পাই বলো।

রহমৎ॥ কেন সিংগিমশায়—পুকুরপাড়ে ঘুরুন না। এখনো অনেক যুবতী আছে এ গাঁয়ে, মুনাফার ছলা-কলা জানে না, বোকার মতন নাইতে যায়। এইটে এখনো শেখেনি যে এ অঞ্চলে যুগল চৌধুরী আছেন, আপনি আছেন।

মধু॥ সে বিষয়েই তো কথা বলতে আসা রহমৎ।

রহমৎ॥ সে আমি আঁচ করেছি মধুবাবু। আমার নসিবনটাও নাইতে যায় কিনা। তবে জানেন মধুবাবু—বেটির কাপড়ের তলায় থাকে কাটারি। একটু বিপজ্জনক মেয়ে! ওর মায়ের ধাত পেয়েছে।

মধু॥ সেইজনাই তো রহমৎ—আমি ওর কাছে না গিয়ে সোজা তোমার কাছে এসেছি।

রহমৎ॥ কথাটা বললেন?

মধু॥ হ্যাঁ, বললাম!

রহমৎ॥ এখনো ভেবে দেখুন। বাপের দারিদ্র্যের সুযোগে মেয়ে কিনতে এসেছেন—এটা রহমৎ শেখের সামনে উচ্চারণ করবেন কিনা এখনো ভেবে দেখুন।

মধু॥ না—না—দারিদ্র্যের সুযোগ নেব কেন? আমি অমন নই। অমন তেড়ে আসছ

কেন? মানে দারিদ্র্যের চেয়েও বড় সুযোগ হাতে এসেছে, রহমৎ—এই নোট! (*দশ টাকার নোট তুলে ধরে*)

রহমৎ ॥ অর্থাৎ ?

মধু ॥ তোমার মেয়ে নসিবন—বড় ছিমছাম, চটপটে মেয়েটি—ও আজ এই নোটটা দেয় মুদির দোকানে, দিয়ে চাল কেনে। আমি কাছেই ছিলাম। নোটের নম্বরটা দেখলাম। বড় ভয়ঙ্কর কথা। ভারতলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক থেকে যে নোটগুলো স্বদেশীরা লুঠ করেছিল, এতো দেখছি তারই একটা। রহমৎ—এটা পুলিশের কাছে নিয়ে গেলে কি হবে জানো?

রহমৎ ॥ পাঁচহাত ঘুরতে ঘুরতে নোটখানা আমার হাতে এসেছে। আমি ওসবের কী জানি?

মধু ॥ সেটা পুলিশ বুঝবে'খন। আপাতত এটটে জেনে রাখো, শুধু তুমি না, তোমার পেছনে যারা আছে, তারাও ধরা পড়বে।

রহমৎ ॥ (*পরম বিচলিত হয়ে পড়ে হঠাৎ*) সিংগিমশাই—আপনার কী বুদ্ধি! সত্যিই আমি অনেক কিছুই জানি। কিন্তু কাউকে কিস্যু বলি নি।

মধু ॥ সেটা আমি অনুমান করেছি।

রহমৎ ॥ তা এখন আপনার প্রস্তাবটা কী বলুন তো দাদা, শুনি।

মধু ॥ সামান্য। অতি সামান্য। ঐ নসিবন!

রহমৎ ॥ নসিবন?

মধু ॥ হ্যাঁ, নসিবনকে আমার চাই। রাজরাণীর মতন থাকবে।

রহমৎ ॥ কিছুদিন। তারপর যেমন গরুর চামড়া ছাড়ান, তেমনি ওরও ছাড়াবেন। তাইতো?

মধু ॥ মোটামুটি তাই বলতে পারো। মুনাফাটা দেখতে হবে তো!

রহমৎ ॥ আর আমার মুনাফাটা? সেটা কি শিকেয় তোলা থাকবে?

মধু ॥ না—না মুনাফা তো করছ তুমি। পুলিশকে যে এটা জানাই নি, জানাবো না, এটা মুনাফা নয়?

রহমৎ ॥ না বাবু—অত সস্তায় নসিবনের মতন মেয়ে পাওয়া যায় না। শতখানেক টাকাও লাগবে।

মধু ॥ এত সহজে রাজী হয়ে যাচ্ছ? এতো ভাল কথা নয়।

রহমৎ ॥ আরে দাদা—শুনুন না! ক্ষিদের জ্বালায় নিজে তো চতুর্দিক অন্ধকার দেখি। মেয়েটাকেও কি খেতে দিতে পারছি? যাক আপনার বাগানবাড়িতে কদিন খেয়ে বাঁচবে।

মধু ॥ তা বলে একশো টাকা!

রহমৎ ॥ মেয়েটাকে দেখুন একবার! দেখলে বুঝবেন কি জিনিস! এই নসিবন—নসিবন—! দেখুন, দেখে চোখ জুড়োন! একশো তো কমই চেয়েছি!

[নসিবনের প্রবেশ।]

একটু হাঁটো তো মা! মধুবাবু দেখবেন! (*ইসারা করে মেয়েকে*)

মধু ॥ অত লজ্জা কেন? চুল কেমন দেখি?

রহমৎ ॥ ঠিক মেঘের মত না হলেও—ভাল চুল।

মধু ॥ দেহের গড়নটা বড় ভাল।

বহমৎ॥ (*দড়ি হাতে মধুর পেছনে পেছনে*) শ'খানেক কি বেশি চেয়েছি?

মধু॥ পঁচাত্তর দেব। হাঁটো মা, আরো হাঁটো। (*নসিবন মনোমুগ্ধকর দেহসঞ্চালন করে*)

বহমৎ॥ তবে একটা কথা। ঐ নোটের কথা কাউকে বলেন নি তো?

মধু॥ না—না—অমন কাঁচা কাজ আমার নয়। আমার দরকার ঐ নসিবনকে।

বহমৎ॥ আপনাকে কেউ আবার এখানে আসতে দেখেনি তো? তাহলেই কথা উঠবে!

মধু॥ এ আমার ব্যবসা বহমৎ, অমন কাঁচা কাজ করি না। দেখি মা হাতখানা। (*নসিবন হাত বাড়িয়ে দেয়*) বাঃ, বেশ একশই দেব। তাহলে এখুনি ওকে নিয়ে যাই?

বহমৎ॥ হ্যাঁ, এই নাও! (*দড়ির ফাঁস মধুর গলায় পরিয়ে হেঁচকা টানে কণ্ঠরোধ করে*) নসিবন! কাটারি! মার! কাটারি চালা!

নসিবন॥ না বাবা! আমি ...আমি পারব না!

বহমৎ॥ পারতেই হবে! সমিতি! সমিতির জন্য! এ অবুকে ধরিয়ে দেবে! মার নসিবন! দেশের নাম করে মার! নইলে এ পুলিশকে খবর দেবে!

[*নসিবন কাটারি ঢুকিয়ে দেয় মধুর পেটে। টানতে টানতে দেহ নিয়ে বেরিয়ে যায় বহমৎ। নসিবন কাটারি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতন। বহমৎ ফিরে আসে হাত মুছতে মুছতে।*]

শাবাস নসিবন! মায়ের ধাত পেয়েছিস! একেবারে কলজে ছিঁড়ে নিয়েছিস! ..কি রে?

নাসবন॥ আমি ..আমি একটা মানুষ খুন করলাম।

বহমৎ॥ মানুষ? মানুষ কোথায়—জোতদার! পুলিশের গুপ্তচর! মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করে। তের দীক্ষা হোলো. দেশপ্রেমে দীক্ষা হোলো আজ! সমিতির বিপদ কমেছিস! আমার অবু আর কল্যাণের বিপদ কমেছিস। বেইমানের রক্তে দেশমাতার পুজো করেছিস, নসিবন কত বড় ভাগ্য তোর! খোদাতালার কাছে প্রার্থনা জানাই—চিরদিন যেন এমনি করে দেশমাতার পুজো করতে পারিস।

॥ পর্দা ॥

ছয়

[*থানার অভ্যন্তর। ইনগ্রাম, মানিক ও যুগলের প্রবেশ।*]

ইনগ্রাম॥ কতদূর কাজ এগুলো রিপোর্ট করুন। বীরেন গাঙ্গুলিকে যদি ট্র্যাপ করতে না পারেন—তবে অ্যারেস্ট করুন। অবস্থা ক্রমশঃ ভীষণ হয়ে উঠেছে। বহরমপুরে সকালে রাইফেল লুঠ করে, সন্ধ্যায় যদি সেই ভাবতায় গিয়ে ওরা থানা আক্রমণ করতে পারে, তবে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা নামক বস্তুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে। আর ঝুঁকি নেওয়া যায় না। বীরেনকে অ্যারেস্ট করে মার দিয়ে কথা বার করুন।

মানিক॥ ভীষণ ভুল হবে স্যার। পুরো দলটা তৎক্ষণাৎ হাওয়ায় মিশে যাবে। বীরেন কে? চাই অবিনাশ বসুকে আর তার পাকা সহকারীটি—যাকে সর্বত্র দেখা যায়। জানতে হবে কে সে। বীরেনকে ধরে সে-সুযোগ হারাবো না স্যার।

ইনগ্রাম॥ বীরেন যে পালাবে না—কে বলেছে?

মানিক॥ মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান স্যার, বলতে পারি—বীরেন পালাতে পারে না। ও আসবেই। হি হ্যাজ টু মাচ টু লুজ। বাড়ি, টাকা, ভবিষ্যৎ, সব কিছু হারাবার পাত্র সে নয়।

ইনগ্রাম॥ কিন্তু, এদিকে... মানে, এ যে একেবারে সন্ত্রাসের রাজত্ব কিনা—প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে চলা।

[দারোগা এসে স্যালিউট করে।]

দারোগা॥ স্যার—বন্দী সলিল চক্রবর্তী অজ্ঞান হয়ে গেছে স্যার।

ইনগ্রাম॥ সলিল কে?

দারোগা॥ হাত কড়িকাঠে বেঁধে যাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল স্যার।

মানিক॥ মানে—ঐ খাগড়ার সন্দেহজনক যুবকটি স্যার। ওকে নামান, হাত খুলে দিয়ে, ম্যাসাজ করে জ্ঞান ফিরিয়ে, আবার শুরু করুন।

ইনগ্রাম॥ ইনস্পেক্টর সেন, আমি উপস্থিত থাকতে আপনি হুকুম জারি করেছেন কোন অধিকারে? (*দারোগাকে*) ঐখানেই ঝুলুক!

দারোগা॥ ইয়েস স্যার। আর ভবদেবকে কি করা হবে?

ইনগ্রাম॥ ভবদেব মানে? জিয়াগঞ্জের?

দারোগা॥ হ্যাঁ স্যার।

ইনগ্রাম॥ বেয়নেট গরম করুন, আমি আসছি।

দারোগা॥ ইয়েস স্যার।

[দারোগার প্রস্থান।]

ইনগ্রাম॥ ওটি দশেক মারা গেলে তবে বুঝবো জিজ্ঞাসাবাদ সত্যিই করা হচ্ছে, বুঝলেন মানিকবাবু! নিন সিগারেট নিন।

[দারোগা ফিরে আসেন।]

দারোগা॥ বীরেন গাঙ্গুলি দেখা করতে চান স্যার!

মানিক॥ এসেছে! বলছিলাম না বীরেন আসবে?

ইনগ্রাম॥ এখানে নিয়ে এস!

মানিক॥ স্যার, বীরেন এসে গেছে। আর কোন ভাবনা নেই।

[দারোগা বীরেনকে নিয়ে আসে।]

ইনগ্রাম॥ সার্চ হিম!

[বীরেনের দেহ আপাদমস্তক খানাতল্লাসী হয়।]

মানিক॥ আসুন বীরেনবাবু! আলাপ করিয়ে দিই—মিস্টার বীরেন গাঙ্গুলি, স্যার। ইনি মেজর ইনগ্রাম, পুলিশ সুপার।

ইনগ্রাম॥ আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি কলেজের গৌরব। আপনারা

কথা বলুন, আমি একটি কাজ সেরে আসি।

[*প্রস্থান।*]

মানিক॥ কোথায় গেল, জানেন? ভবদেব নামে একজন বন্দীর গায়ে গরম সঙীনের ছ্যাঁকা দেওয়ার জন্য! শালা যন্ত্রণা দিয়ে বিকৃত আনন্দ পায়।

বীরেন॥ (*শিউরে উঠে*) যা বলার তাড়াতাড়ি বলে দিয়ে আমি চলে যাব।

মানিক॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশিক্ষণ এখানে থাকা নিরাপদ নয়। কোথায় কে দেখে ফেলবে। তারপর অবিনাশের কানে কথাটা উঠলেই তো.... (*হাসেন*) আপনি কি লিখিত বিবৃতি দেবেন?

বীরেন॥ না।

যুগল॥ বাবা বীরেন, মুখ রেখেছ আমার? ইউ হ্যাভ কেপ্ট মাই ফেস।

মানিক॥ আপনি কি পরে অবিনাশদের বিচারকালে রাজসাক্ষী হতে রাজী আছেন?

বীরেন॥ না, কক্ষনো না! তাছাড়া গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! আগে ধরুন ওদের তারপর মামলার কথা ভাববেন।

মানিক॥ না, ভাবছিলাম—আপনার স্বার্থ রক্ষার কথাও আমাকে এখন ভাবতে হবে তো। রাজসাক্ষী হলে আপনার বিরুদ্ধে সব চার্জ আদালতেই প্রত্যাহৃত হয়। জিনিসটা পাকা হয়, খোলাখুলি হয়।

বীরেন॥ না, রাজসাক্ষী আমি হবো না। অবিনাশদার ঐ তীব্র চোখের সামনে হাজির হতে পারবো না।

মানিক॥ ঠিক আছে স্যার—যেমন আপনি মনে করেন। তাহলে কাজ শুরু হোক।

বীরেন॥ দাঁড়ান। আপনাদের বিশ্বাস কি? আমি স্বীকারোক্তি করার পর যদি আপনারা আমাকে ফাঁসিতে লটকে দেন?

মানিক॥ এ ব্যাপারে আমার মুখের কথা নিয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে বীরেনবাবু, আর কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। যুগলবাবু সাক্ষী রইলেন, ইনগ্রাম সাহেব সাক্ষী থাকবেন। আর কী বলতে পারি? তবে একটা কথা মনে রাখবেন—স্বীকারোক্তি যারা করে, তাদের জেলে পুরলে আর তো কেউ স্বীকারোক্তি দেবে না স্যার। এইটা বৃটিশ সরকার বোঝে না মনে করেন? তাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বীরেন॥ উপায় নেই। আপনারা বিশ্বাসের অযোগ্য। তবু বিশ্বাসের ঝুঁকি নিতেই হচ্ছে। ওরা আমার সব কিছু কেড়ে নিতে চায়, জানেন? বলুন— কী জানতে চান!

মানিক॥ যদিও রীতি হচ্ছে, আপনার জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করা, তবু ভেবে দেখলাম—এ মামলায় আপনি নিতান্ত গৌণ। তাই প্রথম প্রশ্ন: অবিনাশবাবুর কনিষ্ঠতম সহকারীটির নাম কী? তাকে দেখা গেছে সর্বত্র—মিডলটন-হত্যা, হার্ডিং-হত্যা, ব্যাঙ্ক-লুঠ, ভাবতা থানায় বসিরুদ্দি-হত্যা, সর্বত্র। দাড়িওলা এক যুবক। কে সে?

বীরেন॥ দাড়িটা ফল্‌স্‌। তার নাম কল্যাণ ঘোষ, ভবানীপ্রসাদ ঘোষের ছেলে।

[*মানিক ও যুগল চমকে ওঠেন।*]

মানিক॥ কল্যাণ?

বীরেন॥ হ্যাঁ।

মানিক ॥ সেপাই, সাহেবকো সেলাম দো—ভবানীবাবু নিজে এর মধ্যে আছেন?

বীরেন ॥ একেবারে না। উনি কল্যাণকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন।

[*ইনগ্রামের প্রবেশ, মানিক তার কানে কানে কী বলেন।*]

ইনগ্রাম ॥ ইয়েস, গো অন।

মানিক ॥ ভবানীবাবুর স্ত্রী কিরণবালা দেবী জড়িত আছেন?

বীরেন ॥ না।

মানিক ॥ তাঁদের কন্যা মানসী ঘোষ?

বীরেন ॥ (*সজোরে*) না। মানসী কিশোরী মাত্র। সে এসবের কিছু জানে না, বোঝে না।

ইনগ্রাম ॥ সত্যি কথা বলছেন তো?

বীরেন ॥ হ্যাঁ।

ইনগ্রাম ॥ সিগারেট?

বীরেন ॥ খাই না।

মানিক ॥ দলে আর কে আছে?

বীরেন ॥ মহীতোষ পাল, সত্যানন্দ পালের ছেলে।

মানিক ॥ ঠিকানা?

বীরেন ॥ বিষ্টুপুর—কালীবাড়ির পেছনেই বাড়ি। মাঝখানে সত্যানন্দ পালের মুদির দোকান আছে।

মানিক ॥ আর কে আছে দলে?

বীরেন ॥ কলেজের ল্যাবোরেটোরি ইন-চার্জ মাধবেন্দু সাহা। আর একজন চাষী রহমৎ শেখ।

মানিক ॥ আর কে?

বীরেন ॥ আর কারুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

মানিক ॥ মোটে এই ক'জন?

বীরেন ॥ গুপ্ত সমিতিতে এক সেলের লোক অন্য কাউকে চেনে না। চিনতে দেওয়া হয় না।

মানিক ॥ পুরো সংগঠনের সব সদস্যদের নামধাম কে জানে? অবিনাশ একা?

বীরেন ॥ কল্যাণও জানে। শুনুন—দলের মধ্যে আমার নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করবেন? আমায় সন্দেহ করবে, মেরে ফেলবে! অবিনাশকে, কল্যাণকে চেনেন না তো? ধূর্ত! ধরে ফেলবে আমায়!

মানিক ॥ এ বিষয়ে আমাদের চিরাচরিত যে পদ্ধতি আছে, সেটাই প্রয়োগ করবো বীরেনবাবু, কোনো ভয় নেই।

বীরেন ॥ কী সেটা?

মানিক ॥ অন্য কারুর বিরুদ্ধে সন্দেহটা চালু করে দিতে হবে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সেই সুযোগে আপনি... কাকে বেইমান বললে অবিনাশরা বিশ্বাস করার সম্ভাবনা হতে পারেন?

বীরেন॥ রহমৎ। রহমৎ শেখ। অসহনীয় দারিদ্র্যের চাপে সে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে, এ কথা কল্যাণের মুখে শুনেছি।

মানিক॥ খুব ভাল কথা। রহমতের বিরুদ্ধে আমরা প্রমাণ তৈরি করে দেব। সেটা আপনি দলের সামনে উপস্থিত করে দেবেন। যুগলবাবু—রহমৎ তো আপনার প্রজা। লিখতে পড়তে জানে?

যুগল॥ খানিক জানে।

মানিক॥ তার হাতের লেখা কোনো দলিল-টলিল আছে আপনার কাছে?

যুগল॥ গোটা দুই কবুলিয়ৎ আছে মনে হচ্ছে। আর না হলে ওর মহাজন নিতাই সামন্তের কাছ থেকে তমসুক তো পাওয়া যাবেই।

মানিক॥ আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগের গণেশবাবুর কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন। পাকা একটি দলিল গণেশবাবু তৈরি করে দেবেন।

[*হঠাৎ গুলির আওয়াজ হতেই ঘরে হুলুস্থুল পড়ে যায়। প্রাণভয়ে সবাই মাটিতে শুয়ে চেঁচান —*]

ইনগ্রাম॥ দে আর অ্যাটাকিং আস!

[*একসঙ্গে মানিক, যুগল, বীরেন বলে—*]

মানিক॥ গার্ড! দারোগা-সাহেব! সার্জেন্ট!

যুগল॥ বুক ঢিপ ঢিপ করে। হার্ট ফেইল করবে এবার!

বীরেন॥ জানতে পেরে গেছে। আমায় মারতে আসছে।

ইনগ্রাম॥ শাট আপ! (*নিস্তব্ধতা*) দারোগা! গুলির আওয়াজ কিসের?

[*দারোগার প্রবেশ।*]

দারোগা॥ স্যার—ভবদেব পাগলের মতন এক সেপাইকে আক্রমণ করায় সার্জেন্ট উইল্টন গুলি চালিয়েছেন।

ইনগ্রাম॥ ভবদেব মরে গেছে?

দারোগা॥ হঁ্যা স্যার।

ইনগ্রাম॥ আপদ গেছে। উঠুন—উঠুন আপনারা। ভয় নেই—অবিনাশ নয়। গুলির আওয়াজ হতেই ধারণা হোলো, আমার পুলিশ যে-রকম তৎপর হয়তো অবিনাশ সোজা ভেতরে ঢুকে আমায় মারতে আসছে।

যুগল॥ উঃ অবিনাশ নয় তাহলে। বাঁচা গেল!

মানিক॥ সার্জেন্টের এ ভারি অন্যায়। বিনা নোটিশে গুলি চালায় কেউ? আমাদের স্নায়ুর যখন এই অবস্থা!

বীরেন॥ আমি এবার চলে যাই, বুঝলেন? আমাকে কৃষ্ণনগর যেতে হবে দলের কাজে। রাত বারোটায় ট্রেন। যদি ট্রেন ধরতে না পারি তো সন্দেহ করবে।

মানিক॥ হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কোনোরকম সন্দেহ জাগতে দেওয়া উচিত হবে না। আর ক'টা প্রশ্ন। আপনি শহরের কোন্ কোন্ আস্তানা চেনেন?

বীরেন॥ একটি। সরোজ বর্ধনের পোড়ো বাড়িটা।

ইনগ্রাম॥ আচ্ছা—রাইফেলগুলো কোথায় রেখেছে ওরা?

বীরেন ॥ এইমাত্র দেখে এসেছি, সরোজ বর্ধনের বাড়িতে। একটা বড় সাদা লিনেন ব্যাগে।

মানিক ॥ এইমাত্র দেখে এলেন?

বীরেন ॥ হ্যাঁ।

ইনগ্রাম ॥ সেখানে কে কে ছিল?

বীরেন ॥ অবিনাশদা, কল্যাণ আর মহীতোষ।

মানিক ॥ কী?

বীরেন ॥ হ্যাঁ।

মানিক ॥ ওরা এখনো ওখানে আছে মনে করেন?

বীরেন ॥ জানি না। থাকতে পারে।

ইনগ্রাম ॥ তাহলে বীরেনবাবু—আপনাকে এখন আর কষ্ট দেব না। আপনি কৃষ্ণনগর চলে যান। সতর্ক হয়ে ওদের সব কাজ করতে থাকুন। কবে ফিরছেন?

বীরেন ॥ কালই।

ইনগ্রাম ॥ আমরা পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।

মানিক ॥ ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ বীরেনবাবু, অনেকগুলো প্রাণ আপনি বাঁচালেন। (করমর্দন)

যুগল ॥ গাঙ্গুলিবাড়ির ছেলে তো!

[*বীরেন ইনগ্রামের সঙ্গে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ায়—*]

ইনগ্রাম ॥ (*বীরেনের হাতটা খানিক দেখে*) আই হোপ ইউ উইল এক্সকিউজ মি, আমাকে ক্ষমা করবেন, বিশ্বাসঘাতকের সাথে করমর্দন করি না।

[*মাথা নীচু করে বীরেন বেরিয়ে যায়।*]

কাম অন! অ্যাট ওয়ান্‌স! সরোজ বর্ধনের বাড়ি চুপি চুপি ঘেরাও করুন। সার্জেন্ট উইল্টন দশজন সেপাই নিয়ে স্টেশনের দিক থেকে। সার্জেন্ট টাকার দশজন নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে। আর আমরা বাকি কুড়িজন নিয়ে বড় রাস্তা ধরে। আমার হুইসল্ শুনলেই সবাই চার্জ করবে। জ্যান্ত ধরা চাই।

॥ পর্দা ॥

সাত

[*সরোজ বর্ধনের বাড়ির কাছে সড়ক। পা টিপে টিপে রাইফেলধারী সেপাইরা, তারপর দারোগা, মানিক ও ইনগ্রামের প্রবেশ।*]

ইনগ্রাম ॥ সরোজ বর্ধনের বাড়ি পুরো ঘেরাও হয়ে গেছে?

মানিক ॥ সার্জেন্ট উইল্টনের আলোর সংকেত পেয়েছি স্যার, কিন্তু টাকারের সংকেত এখনো আসে নি।

ইনগ্রাম॥ ব্লাডি সোয়াইন! এত সময় নিলে কি করে হবে? দারোগা—এ রাস্তা দিয়ে একটা মাছিও গলতে না পারে দেখবেন।

দারোগা॥ গলবে না স্যার।

ইনগ্রাম॥ ইন্‌স্‌পেক্টর সেন—অবিনাশ আর কল্যাণকে ধরা খুবই দরকারি জানি। কিন্তু ভুলে যাবেন না—ঐ রাইফেলগুলোও সমান দরকারি। যতক্ষণ না ওগুলো পুনরুদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ তথাকথিত বিপ্লব ধিকিধিকি জ্বলবেই। সবাইকে আশা করি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন, যে সাদা লিনেন ব্যাগ ভর্তি রাইফেলগুলো চাই।

মানিক॥ হ্যাঁ স্যার। বস্তা দেখলেই গুলি চালাবে প্রত্যেকে।

ইনগ্রাম॥ (দূরবীণ দিয়ে দেখছেন) সার্জেন্ট টাকার কি মরলো নাকি? খানাখন্দে পড়ে পা ভেঙে পড়ে রইল? (সহসা) সেপাইদের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন?

মানিক॥ হ্যাঁ স্যার। স্ট্রিক্টলি।

ইনগ্রাম॥ অবিনাশের চোখ। ঠিক ধরে ফেলবে। দেশলাই জ্বাললেই ধরবে।

মানিক॥ স্যার! ঐ যে! বাড়ির নীচের তলার একটা জানালায় আলো।

ইনগ্রাম॥ (দূরবীণ কষে) জানালায় ছায়া পড়েছে একটা লম্বা লোকের।

দারোগা॥ নিশ্চয়ই অবিনাশ!

মানিক॥ ইশ, হাতের এত কাছে! চার্জ করি স্যার?

ইনগ্রাম॥ না! পুবে পশ্চিমে দিক ফাঁকা রেখে চার্জ করে লাভটা কী হবে? সার্জেন্ট টাকার না পৌঁছুলে [illegible] অগ্রসর করা হবে না। জানালার আলো নিভে গেছে। পুরো বাড়িটা অন্ধকারে [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible]।

মানিক॥ ঐ যে স্যার সার্জেন্ট টাকার আসছেন সংকেত [illegible]। বাড়ি ঘেরাও হয়ে গেছে স্যার।

ইনগ্রাম॥ সিগন্যাল [illegible] করুন এবং [illegible] আলো নেড়ে দেখে নিন, উইল্টন রেডি আছে কিনা।

মানিক॥ উইল্টন রেডি স্যার।

[ইনগ্রাম হুইসল বাজান। পুলিশ [illegible] "[illegible]" [illegible]।]

ইনগ্রাম॥ (দূরবীণ দিয়ে দেখতে দেখতে) [illegible] রাস্তার ঐ দিকে ঝোপের মধ্যে সাদা লিনেন ব্যাগ! সাদা ব্যাগ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে কারা। রাইফেল নিয়ে পালাচ্ছে! সেপাই নিয়ে চার্জ করুন! [illegible] [illegible] পেছনে [illegible]! ফায়ার! কিল দেম! রাইফেল নিয়ে পালাচ্ছে!

[মানিক, হাবিলদার ও সেপাইরা ছুটে চলে যায়।]

দারোগা, আলো নেড়ে টাকারকে জানান—ওদিকে [illegible] পেছনে সাদা লিনেন ব্যাগ। ফায়ার ওপেন করুন।

[দু'জন মুদ্দোফরাস [illegible] বাঁধা এক মৃতদেহ নিয়ে প্রবেশ করে।]

হল্ট। কোথায় যাচ্ছ? কে তোমরা?

মুদ্দোফরাস॥ সাহেব, ইস্টিশানের মড়া! রেল-এর বেওয়ারিশ মড়া শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ গুলি চলতে লাগল! হুজুর মা-বাপ!

ইনগ্রাম॥ যাও কেটে পড়ো। নইলে গুলি খেয়ে মরবে।

[মুৎসোফরাসদের প্রস্থান।]

দারোগা! টাকার কালভার্টের দিকে এগুচ্ছে?

দারোগা॥ হ্যাঁ, স্যার।

ইনগ্রাম॥ (দূরবীণ কষে) হ্যাঁ, ঘিরেছে লিনেন ব্যাগটাকে। হতভাগারা তবু সারেণ্ডার করে না। (গুলির আওয়াজ বন্ধ হয়) ফিনিশড! মরেছে! দারোগা—মানিক সেনকে ডাকুন।

[দারোগা আলো নাড়েন।]

দারোগা॥ আসছেন, স্যার!

ইনগ্রাম॥ আশ্চর্য সাহস ছেলেগুলোর, বুঝলেন দারোগাসাহেব। কলকাতার পুলিশ-চীফ চার্লস টেগার্ট বলেন— বেঙ্গল টাইগার্স, বাংলার বাঘ! পোষ মানে না কিছুতেই।

[মানিকের প্রবেশ। পেছনে স্ট্রেচারে আনা হয় একটি দেহ ও রাইফেলের সাদা ব্যাগ।]

মানিক॥ স্যার—খারাপ খবর! সাদা বস্তা নিয়ে মাত্র একজনই ছিল। মরেছে। ছ' জায়গায় গুলি লেগেও লড়ে গেল সমানে। এই দেখুন— (স্ট্রেচারের ঢাকনা সরান) —মহীতোষ পাল। সপ্তম গুলিটা হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিতে তবে মরলো।

ইনগ্রাম॥ ক্রাইস্ট! হি ইজ স্মাইলিং! হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। মানুষ না দেবতা এরা? যাক, আর কেউ ছিল না?

মানিক॥ না —স্যার।

ইনগ্রাম॥ বাড়িতে আর কেউ নেই?

মানিক॥ না স্যার।

ইনগ্রাম॥ নিশ্চয়ই ছিল। জানালায় যার ছায়া দেখেছি সে দীর্ঘকায় ব্যক্তি। এ তো ছোটখাট মানুষ। অন্ততঃ আরেকজন ছিল।

মানিক॥ আর কেউ নেই স্যার। ছায়া অনেক সময়ে অতিরিক্ত দীর্ঘ দেখায় স্যার, এরই ছায়া হয়তো!

ইনগ্রাম॥ হবেও বা। যাক, রাইফেলগুলো তো পাওয়া গেছে।

মানিক॥ হ্যাঁ, স্যার – একটা দুশ্চিন্তা কমলো।

ইনগ্রাম॥ খুলে দেখুন সবগুলো আছে কি । প্রত্যেকটা রাইফেল ফেরৎ চাই! ওগুলো এক একটা বিপ্লব-সম্ভাবনা।

মানিক॥ (আর্তনাদ) স্যার। তক্তা। ইঁট। লোহার রড।

ইনগ্রাম॥ কী? কী বললেন!

মানিক॥ বাজে জিনিসে ব্যাগ বোঝাই। রাইফেল নেই।

ইনগ্রাম॥ বোকা বানিয়ে বেরিয়ে গেছে। দেখছেন সেন—কি বোকা বানিয়েছে।, এই ছেলেটি এই রাবিশ-ভরা ব্যাগ নিয়ে আমাদের মনোযোগ দখল করে রেখেছে। সেই সুযোগে অবিনাশ আর কল্যাণ রাইফেল নিয়ে সরে পড়েছে। ধূর্ত। সাপের জাত! (হঠাৎ) কিন্তু কোন পথে গেল? চারদিকে তো ঘেরা ছিল। উইল্টন আর টাকারকে ডাকুন। দু'জনের চাকরি খাব আমি। কি করে ফায়ারিং লাইন ডিঙিয়ে শত্রু চলে যেতে পারে। ডাকুন ওদের। ওরা দুজনেই গ্রেপ্তার হলো। দে আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

দারোগা॥ স্যার—যদি কিছু মনে না করেন তো বলি। ওরা গেছে এই রাস্তা ধরে।

ইনগ্রাম॥ ইমপসিবল্—আমি নিজে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

দারোগা॥ হ্যাঁ স্যার—আপনার অনুমতি নিয়ে চলে গেল ওরা। ঐ মুদ্দোফরাস দুটো।

ইনগ্রাম॥ অ্যা? আর চটে মোড়ানো মৃতদেহটা তাহলে ছিল রাইফেলের বস্তা?

দারোগা॥ হ্যাঁ স্যার।

ইনগ্রাম॥ অবিনাশ আর কল্যাণকে আমি নিজে খাতির করে যাওয়ার পথ করে দিয়েছি?

দারোগা॥ যদি অনুমতি করেন স্যার—তাই তো মনে হয়।

ইনগ্রাম॥ না-না—এভাবে লড়া যায় না! এ কি করে হয়? শয়তানের বুদ্ধির সঙ্গে লড়া যায় না! এ কি করে সম্ভব! মানুষ কি করে খোদ শয়তানের সঙ্গে পেরে উঠবে বলুন? এই ছেলেটির সাহস আর ত্যাগই বা কোন ব্যাকরণে পড়ে! ব্যাকরণে এসব নেই, সহজ বুদ্ধির বাইরে এসব ব্যাপার! এসব বাঙালীর ব্যাপার! গড—দা বয় ইজ স্মাইলিং, লাফিং অ্যাট মি! আমার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে!

॥ পর্দা ॥

আট

[*গ্রামে রহমতের কুটির। অবিনাশ, কল্যাণ রহমৎ, মানসী ও বীরেনের প্রবেশ। এদের সঙ্গে চটে মোড়া রাইফেলের গুচ্ছ। রাইফেলের বোঝাটা রহমৎ সরিয়ে নেয়।*]

অবিনাশ॥ শহীদ মহীতোষ পালকে স্মরণ করে আজকের জরুরী সভা আমরা শুরু করবো। (*সবাই গোল হয়ে দাঁড়ায়*) আমরা স্থির করেছিলাম—প্রয়োজন হলে এক একটা রাইফেল বাঁচাতে এক-একজন প্রাণ দেব। পরশু রাত্রে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক মহীতোষ পাল সে সঙ্কল্পকে কার্যে রূপান্তরিত করে অমর হয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বাঁচিয়ে গেছেন তাঁর দুই সহযোদ্ধার জীবন। আমরা বলেছিলাম—মহীতোষ, এ হয় না। দুরন্ত ছেলে মহী—আমার সহযোদ্ধা, সহোদর, সন্তান মহী আর বাক্যব্যয় করে নি—সাদা ব্যাগটি আঁকড়ে...বিপ্লবীর চোখে জল আসা উচিত নয়....। আমি নিতান্ত লজ্জিত। আমায় ...ক্ষমা করবেন—আমি আর বলতে পারছি না। মানে প্রশ্ন হচ্ছে—আমার সৈনিকদের আমি ভাল করে খেতে দিতেও পারিনি কিনা। তাই শুধুই মনে হয় সেদিনের কথা—সেদিন এক টুকরো পেঁপে বেশি খেয়েছিল বলে ওকে আমি...শাস্তি দিয়েছিলাম। মহী আর খেতে চাইবে না দাদার কাছে। এবার সভার কাজ দ্রুত আরম্ভ করা হোক। পুলিশ কি উপায়ে আমাদের আস্তানার কথা জানতে পারলো, এটাই আজ বিবেচনার বিষয়। এক বছর ধরে ক্রমান্বয়ে এখানে ওখানে আক্রমণ চালিয়ে গেছি; ওরা দিশে হারা হয়ে গেছে, সামান্যতম প্রত্যাঘাত করতে

পারে নি। কিন্তু পরশু রাতে ওরা সরোজদার বাড়ির আস্তানা আক্রমণ করেছে; কাল ভোর থেকে কল্যাণদের বাড়ির সামনে সাদা পোষাকের পুলিশ বসে গেছে, যদি ও কখনো ফেরে সেই অপেক্ষায়। বীরেনদের বাড়ির সামনেও তাই। এর একটিই ব্যাখ্যা—দলে বেইমান দেখা দিয়েছে। বেইমান না পেলে ওরা কিছুই করতে পারে না—এ সবাই জানে।

রহমৎ॥ নসিবন—মুড়ি নিয়ে আয়। বাবাদের মুখ শুকনো হয়ে গেছে। অবু—কথাবার্তা পরে হবে—এগারো মাইল পথ হেঁটে এসেছে সব।

কল্যাণ॥ (কঠোর স্বরে) না, কথা পরে হতে পারে না, এখুনি হবে।

রহমৎ॥ থামো দির্কিন খোকাবাবু—তোমার খুন বড় গরম।

[*নসিবন মুড়ির বাটি এনে সকলকে দিতে থাকে—*]

নসিবন॥ কতবড় ভাগ্য আমাদের! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ। কল্যাণদা—এতদিন পরে মনে পড়লো?

কল্যাণ॥ সময় পাই না আসার।

নসিবন॥ এটিই বুঝি বোন—মানসী? দুধের বাচ্চা! মাগো—এরই মধ্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ করতে নেমে গেছে? না- হবেই বা না কেন? কল্যাণদার বোন তো? বীরেনদা—বোনকে আর মনে থাকে না, না?

বীরেন॥ ওস্তাদ একের পরে এক কাজ চাপালে, কখন আসি বলো।

অবিনাশ॥ এই হচ্ছে রহমৎকাকার বাড়ি আসার ঝামেলা। খাওয়া-দাওয়া, আদর আপ্যায়ন করতে করতে বেলা গড়িয়ে যায়।

রহমৎ॥ চুপ করো দির্কিন! চোখ চেয়ে দেখেছ?—ছেলেমেয়েগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে খাবি খাচ্ছে! আর নিজের দিকে দেখ কখনো? আয়না আছে? কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে তোমার। নসিবন, দাঁড়িয়ে রইছস কেন? রান্না চড়া। আমি মুর্গি নিয়ে আসি। (একান্তে) পয়সা? পয়সা আছে?

নসিবন॥ পয়সা কোথা?

রহমৎ॥ আস্তে! বৌটা পাড়া জাগাচ্ছে। অতিথ শুনে ফেলবে না? কাল যে পয়সা দিলাম ছ'টা?

নসিবন॥ আর কেরোসিন, কয়লা এসব কি আশমান থেকে এল?

রহমৎ॥ মরেছে। উপায়?

নসিবন॥ এই আংটিটা নিয়ে যাও। উঃ খোলে না যে!

রহমৎ॥ তোর নানীর দেওয়া আংটি।

নসিবন॥ বা—অবুদা খাবে, কল্যাণদা খাবে! নাকি—পান্তাভাত দেব ওদের! যা বুদ্ধি তোমার! ওরা স্বাধীনতার যুদ্ধ করছে, আর নানীর আংটি! এই নাও! নখর দেখে মুর্গি আনবে। আমি যাই হেঁসেলে—এমন ভাগ্যি কারব হয়?

[*নসিবনের প্রস্থান।*]

মানসী॥ ও দিদি—হেঁসেল কোনদিকে? আমি তরকারি কুটবো—

কল্যাণ॥ মিনি, বোস। রহমৎ কাকা বোসো।

রহমৎ॥ মুর্গিটা এনে নিই না বাবা, তারপর হবে। তোদের সবটাতেই বাড়াবাড়ি। একবার

হেরেছিস বলে অমন বাংলার পাঁচের মতন মুখ করলে আর জিততে হবে না।

কল্যাণ॥ একবার হেরেছি বলে নয়, বেইমান আছে বলে। বেইমানকে ধরতে হবে। বোসো। (হতভম্ব রহমৎ বসে পড়ে)

অবিনাশ॥ রহমৎ কাকা—কল্যাণ কিছু বলতে চায়। শোনো, শুনে জবাব দাও।

কল্যাণ॥ পরশুদিন আমি আর ওস্তাদ সারাদিন একসঙ্গে ছিলাম, বীরেন ছিল কৃষ্ণনগরে, মানসী রাইফেল নিয়ে গিযেছিল সরোজদার বাড়িতে। তুমি কোথায় ছিলে রহমৎ কাকা?

রহমৎ॥ পরশু? দাঁড়াও বাবা—ভেবে নিই। হ্যাঁ—সকালে শহরে গেলাম মহাজনের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর দুপুর থেকে ক্ষেতে কাজ করলাম। যুগল চৌধুরীর খাসমহলে। বুঝলে—সে জমি শালা এমন নীরেস—

কল্যাণ॥ বাজে কথা বন্ধ করো। শহরে মহাজনের সঙ্গে দেখা করে চলে এলে?

রহমৎ॥ হ্যাঁ।

কল্যাণ॥ আর কোথাও যাওনি?

রহমৎ॥ না।

বীরেন॥ মিথ্যে কথা। সুরেশ উকিলের কাছে যাও নি?

রহমৎ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—গিযেছিলাম। সেই মোকদ্দমার কি হোলো জানতে।

কল্যাণ॥ তবে কেন এক্ষুনি বললে যাও নি—

রহমৎ॥ বেস্মরণ হযে গিয়েছিল—বুঝলে না? গাঁয়ের মানুষ তো—ভুলে যাই—

কল্যাণ॥ সুরেশ উকিলকে তোমার মোকদ্দমার কাগজ দিযে এসেছিলে?

রহমৎ॥ হ্যাঁ—জমিটা যুগল চৌধুরী কেড়ে নিল। তা মনে করো সে জমির দলিল টলিল উকিলকে না দিযে এলে সে লড়বে কি করে?

কল্যাণ॥ বড় ভুল করে ফেলেছ রহমৎ কাকা, বড় ভুল করে ফেলেছ—সে দলিলের মধ্যে একটা কাগজ থেকে গেছে— ভুল করে চিঠিটা সেই দলিলের মধ্যে ছেড়ে এসেছ। ওস্তাদ—সুরেশ উকিল নিজে বীরেনকে সে চিঠি দিযেছে।

অবিনাশ॥ কি চিঠি?

রহমৎ॥ চিঠি....কাকে....কিছুই তো মনে পড়ছে না।

বীরেন॥ (*চিঠি বার করে*) চিঠি মানিক সেনকে (*অবিনাশকে চিঠিটা দেয়*)।

রহমৎ॥ মানিক সেন! মানিক সেন তো পুলিশ।

কল্যাণ॥ হ্যাঁ—তাকে চিঠি লিখেছ তুমি!

রহমৎ॥ (*হেসে ওঠে*) কি যে বলো না তোমরা সব! যতসব ফষ্টিনষ্টি। ওসব নিযে ঠাট্টা করতে আছে?

অবিনাশ॥ রহমৎ শেখ! এটা তোমার হাতের লেখা? আমি চিনি তোমার লেখা। হলপ করে বলতে পারি—এটা তোমার হাতের লেখা। তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই—এটা তোমার লেখা?

রহমৎ॥ (*চিঠি দেখে*) আমারই তো মনে হচ্ছে।

বীরেন॥ বেইমান! মীরজাফর। স্বীকার করেছে!

[*প্রচণ্ড ক্রোধে অবিনাশ রহমতের জামা চেপে ধরেন*—]

অবিনাশ॥ বহমৎ শেখ! নিজেব মুখে স্বীকাব কবছো তুমি মানিক সেনকে চিঠি লিখেছ। মানিক সেনকে জানিয়েছ আস্তানাব খোঁজ, দলে কে কে আছে। বেইমানেব একটিই শাস্তি! কল্যাণ! (বহমতকে ধবে হাত-পা বাঁধা হচ্ছে; বহমৎ উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাবিদিক দেখছে—)

বহমৎ॥ মাববি আমায কল্যাণ? বেশ, মাব! তোব হাতে মবতে পাওয়া বড সৌভাগ্যেব কথা! এমন সৌভাগ্য কাকব হয না! মাব বাবা বুকে মাব গুলি! শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি- নিজেকে বাঁচাবাব জন্য বলছি না বে! বলছি—আমাব অবিনাশ, আমাব কল্যাণকে বাঁচাবাব জন্য। বলতে আমি বাধ্য! দলে বেইমান থেকেই গেল। সাবধানে থাকিস, বাবা—সাপ ঢুকেছে, কালসাপ! সাবধানে থাকিস!

মানসী॥ দাঁডাও দাদা! বহমৎ শেখ কি বলতে চান শোনা হোক। চিঠিটা ওঁকে পডতে দেওয়া হোক।

বীবেন॥ ও তো স্বীকাব কবে নিয়েছে চিঠিটা ওব। আবাব কথা কিসেব?

মানসী॥ উনি শুধু বলেছেন—হাতেব লেখাটা নিজেব বলে মনে হচ্ছে।

বীবেন॥ বাস, সেটুকুই যথেষ্ট!

মানসী॥ (দৃপ্তকণ্ঠে) না, সেটুকু যথেষ্ট নয। উনি তোমাব আমাব মতন উচ্চশিক্ষাব সুযোগ পান নি, বসে বসে সম্পত্তিব দলিল পডাব কথা উনি ভাবতে পাবেন না। চীৎকাব কবে ওকে বিভ্রান্ত কবে দেওয়া সহজ। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয না।

অবিনাশ॥ মানসীব কথা ঠিক। ওকে পডতে দাও। পডো বহমৎ শেখ (বহমৎ চোখ মুছতে মুছতে পডছে) কী মনে হচ্ছে?

বহমৎ॥ হাতেব লেখা আমাব, কিন্তু এ চিঠি আমি লিখি নি।

বীবেন॥ এ কথাব [illegible] হয না।

মানসী॥ কাল্পা - এ [illegible] খানি

বহমৎ॥ এ আমি কি কবে [illegible] যে পুলিশকে বলা হযেছে আমাব অবুকে কোথা পাওয়া যাবে, [illegible] কল্যাণেব পবিচয, আমাব বীবেনেব নাম লিখলাম। এ আমি কি কবে লিখবো

বীবেন॥ অথচ হাতেব লেখা তোমাব!

বহমৎ॥ হাঁ, তাই তো মনে হয

বীবেন॥ [illegible] ড্রিভেল!

মানসী॥ ইংবিজীতে বলাব সুবিধে এই [illegible] কিছুই বুঝতে পাবে না। আমাদেব দেশেব আদালতে ঠিক এইজন্যই ইংবিজি বলা হয। ওস্তাদ—বহমৎ শেখ বলতে চাইছেন, এ চিঠি জাল!

অবিনাশ॥ জাল!!

বহমৎ॥ হাঁ—হাঁ—জাল! আমি ও চিঠি লিখতে পাবি না। ও চিঠিতে আমাব অবুকে—

কল্যাণ॥ লিখতে পাবো। যুগল চৌধুবী তোমাকে জমি থেকে উচ্ছেদ কবেছে, ঋণেব দাযে চুল বিকিযে গেছে। টাকাব জন্যে হযতো শেষ পর্যন্ত কোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রাণেব অবুকেও বিকিযে দিতে পাবো। অমনটা ঘটে।

বহমৎ॥ (চিৎকাব কবে, অশ্রুভবা কণ্ঠে) না বিকিযে দিতে পাবি না। সেটা বডলোকদেব

জন্য তোলা থাক! ও বেইমানি গরীবের আসে না। স্বাধীন দেশে যুগল চৌধুরীর মতন জমিদার আর থাকবে না, জমি থেকে কেউ উচ্ছেদ হবে না, কৃষক নিজের জমিতে লাঙল দেবে—এইজন্যই আমি তোমাদের, তোমরা আমার। আজ যদি মনে করো, যুগল চৌধুরীর টাকা খেয়ে আমি তোমাদের আমার সন্তানদের ধরিয়ে দিতে চেয়েছি, তবে আমার আর বাঁচার দরকার নেই! মেরে ফেলো আমায়! শুনছ কল্যাণ—মারো, মেরে ফ্যালো!

অবিনাশ॥ (*চিঠি পরীক্ষা করে*) এ চিঠি পেলে কোথায়?

বীরেন॥ ঐ যে বললাম—সুরেশ উকিল আমায় আজ সকালে দিয়ে গেছেন। রহমৎ ফেলে এসেছিল।

অবিনাশ॥ সুরেশ কেমন লোক?

কল্যাণ॥ ভালই তো শুনেছি। বিনা পয়সায় অনেক সময়ে কৃষকদের মামলা লড়েন।

অবিনাশ॥ সেটা কোনো প্রমাণ নয়। পুলিশের লোকেরাও ওসব করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে।

বীরেন॥ আমিও শুনেছি—তিনি দেশপ্রেমিক।

অবিনাশ॥ আমি এ ব্যাপারে তদন্ত করতে যাচ্ছি। রহমৎ শেখ, আমি শহরে যাচ্ছি এ ব্যাপারে খোঁজখবর করতে। প্রমাণ আমি পাবই। যদি প্রমাণ হয় তুমি বেইমান, তবে নিজের হাতে তোমায় গুলি করে মারবো! আর যদি বুঝি এ চিঠি জাল, তবে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব। বিপ্লবের ঝড়ে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকে, এই বুঝে তুমি আমাদের ক্ষমা করবে।

রহমৎ॥ না, অবু যেও না, শহরে যেও না, পায়ে পড়ি—শহরে যেও না—

কল্যাণ॥ কেন? তোমার বেইমানি ধরা পড়ে যাবে বলে?

রহমৎ॥ অবু তুমি ধরা পড়ে যাবে! দরকার নেই তদন্তের। আমাকে বেইমান বলে গুলি করে মেরে ফেল এক্ষুনি। কিন্তু শহরে যেও না।

কল্যাণ॥ চুপ করে থাকো! প্রতি কথায় নিজেকে বেশি করে অপরাধী প্রমাণ করছো!

রহমৎ॥ দরকার নেই আমার অপরাধ প্রমাণ হওয়ার! অবুকে যেতে দিও না তোমরা! শহরে ওকে যেতে দিও না! শুনছ?

কল্যাণ॥ তোমার মতামতের আর কোনো মূল্য নেই, রহমৎ শেখ।

রহমৎ॥ (*হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে*) এ জীবনে আর আমাকে কাকা বলবে না, না অবু?

অবিনাশ॥ যে যার কাজে বেরিয়ে যাও। মানসী লালগোলা যাচ্ছ তো?

মানসী॥ হ্যাঁ, দাদা।

অবিনাশ॥ কল্যাণ, বাবাকে লিখে দিয়েছ যে তুমি দিনাজপুর চলে গেছ?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ, ওস্তাদ।

অবিনাশ॥ বীরেন, তুমি চলে যাও আজিমগঞ্জ। চিঠিটা সাবধানে নেবে। কল্যাণ, এখান থেকে রাইফেলগুলো সরিয়ে নিতে হবে। রহমৎ শেখ এখন সন্দেহজনক লোক। ওর জিম্মায় রাইফেল রাখা যায় না।

কল্যাণ॥ সরিয়ে নিচ্ছি।

রহমৎ॥ দিনের আলোয় এক বস্তা রাইফেল নিয়ে কল্যাণ ঘোষ মাঠ ভেঙে যাবে? অবু,

তুমি পাগল হয়ে গেছ!

কল্যাণ॥ আমাদের ধরিয়ে দেবার সময়ে এত দরদ কোথায় ছিল?

অবিনাশ॥ রাইফেল এখানে আর এক মুহূর্ত রাখা যায় না।

রহমৎ॥ অবু, বাপ আমার! সন্ধ্যের পর আমি আর কল্যাণ রাইফেল সরিয়ে নেব, বাবা! চারদিকে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা। দিনের আলোয় এ-কাজ করা যায় না।

অবিনাশ॥ কল্যাণ, এখানে থাক। সন্ধ্যে হলেই রাইফেল সরিয়ে নেবে।

[*নসিবন বেরিয়ে এসে।*]

নসিবন॥ মুর্গি নিয়ে আর এল না! একি এখনো যাও নি? হায় হায় আজ আমার অতিথি খাবে কি? শুটকী মাছ খাওয়াবে নাকি। ছেলেগুলো দিনের পর দিন না খেয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ করছে আর আজ ঘরে পেয়েও—কি হয়েছে?

রহমৎ॥ নসিবন, ওরা কেউ আর আমাদের ঘরে খাবে না রে।

[*বজ্রাহতের মতন দাঁড়িয়ে থাকে রহমৎ ও নসিবন।*]

বীরেন॥ বিশ্বাসঘাতককে সাজা দিতে দোর করাটা ঠিক হোলো না।

[*বীরেনের প্রস্থান।*]

অবিনাশ॥ আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা কেউ করবে না। আমিই করবো সময়মত।

[*অবিনাশের প্রস্থান।*]

মানসী॥ দাদা, চলি, মা কিন্তু শেষ দেখার জন্য বসে আছে এখনো। চলি রহমৎ কাকা!

রহমৎ॥ (*মানসীর হাত ধরে কেঁদে ফেলে*) কাকা বলে ডাকলি মা, কাকা বলে ডাকলি!

মানসী॥ দিদি, আরেক দিন এসে খাবো। এই হাতঘড়িটা রেখে দাও অবিনাশদার হুকুম।

[*প্রস্থান।*]

নসিবন॥ কল্যাণদা, দুটো মুখে দিবি না?

কল্যাণ॥ না।

নসিবন॥ বাবা যদি দোষ করে থাকে, আমি তো করিনি দাদা!

কল্যাণ॥ (*হঠাৎ জড়িয়ে ধরে নসিবনকে*) দিদিভাই—ঐ রহমৎ শেখ আমার নামে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে, স্বদেশের মুখে কলঙ্ক দিয়েছে ও বেইমানি করেছে।

নসিবন॥ (*পিতার দিকে তাকিয়ে বলে—*) তুমি বেইমানি করেছ?

রহমৎ॥ আমার নসিব, তকদীর।

নসিবন॥ তা বেইমানি করেছে তো তুমি ওকে আচ্ছা করে বকে দাও। ছেলেগুলো স্বাধীনতার যুদ্ধ করছে আর তুই বেইমানি করলি? নাও ওঠো। বকে দিয়েছি। এস, চান করে খাও।

কল্যাণ॥ (*হাসে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে*) দিদিভাই তোমার এত স্নেহের মর্যাদা কখনো দিতে পারবো? রহমৎকাকা—রাইফেলগুলো কি পুলিশের হাতে তুলে দেবে বলেই ঘরে রাখলে?

রহমৎ॥ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) আল্লা!!

কল্যাণ॥ আমার বোমার থলিটা দাও, কাছে রাখি। পুলিশ এসে পড়লে প্রাণ নিয়ে তো পালাতে পারবো।

[রহমতের প্রস্থান।]

নসিবন॥ পুলিশ আসবে কেন? এখানে আসবে কেন?

কল্যাণ ॥ ডাকলে আসবে না ?

[*বহমৎ এসে বোমাব থলি দেয়। নিতে গিয়ে বহমতেব হাত চেপে ধবে কল্যাণ।*]

পুলিশকে খবব দিয়েছ তুমি ?

বহমৎ ॥ কি মনে হয়, বাবা ?

[*সেই স্থিব দৃষ্টিব সামনে কল্যাণ মাথা নীচু কবে ফেলে।*]

কল্যাণ ॥ আমি...আমি আব ভাবতে পাবছি না.. একটা দুঃস্বপ্ন...কালো অনন্ত দুঃস্বপ্ন সাঁতবে চলেছি....গত ছ'মাস একটা পুবো বাতও ঘুমোই নি। কাকা, আমি তোমাব পায়ে ধবছি কাকা, তুমি সত্যি কথা বলো। বেইমানি যদি কবেও থাকো এখনও বলো আবো সর্বনাশ হওয়াব আগে বলো। মাথাব কি যন্ত্রণা। কাকা, তোমায় কি অপমান কবেছি এক্ষুনি।

বহমৎ। আয় বাবা, আমাব কোলে মাথা বেখে শুয়ে থাক কিছুক্ষণ। তুই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস।

নসিবন ॥ আব কত সয় শবীবে ? (*পাখাব বাতাস কবতে থাকে*)

কল্যাণ ॥ শবীব নয়, মন। আমাব এ আশ্রয় যদি ভেঙে যায়. তোমাদেব ওপব আমাব যা বিশ্বাস তা যদি ভেঙে যায়, তবে আব দাঁড়াবাব ঠাঁই নেই। স্বাধীন ভাবত মানে কৃষকদেব ভাবত, শোষণহীন ভাবত। তোমবা আব সৈনিক। বিশ্বাস ভেঙে দিও না বহমৎকাকা। বৃটিশেব দালাল জমিদাবদেব হৃৎপিণ্ড উপড়ে এনে তোমবা প্রতিষ্ঠা কববে স্বাধীন ভাবত। আমবা পাববো না, আব কেউ পাববে না। তাইতেই তো বাইফেল যোগাড় কবা। আমাব সে বিশ্বাস ভেঙে যাবে তোমবা কি তাই দেবে ? বাইফেলগুলো কোথায় ?

নসিবন ॥ ঘবে আছে। চিন্তা নেই। কোনো চিন্তা নেই।

বহমৎ ॥ খড় বিচালিব তলায় লুকিয়ে বেখে আসছি। বাপ আমাব, তুমি বিশ্বাস কবো।

[*বহমতেব প্রস্থান।*]

কল্যাণ ॥ দিদিভাই – আমি জানি না, বুঝতে পাবছি না কী কববো। তুমি বলো দিদিভাই, বহমৎকাকা কি আমাদেব পুলিশে ধবিয়ে দিতে পাবে।

নসিবন ॥ (*ম্লান হেসে*) তোদেব পুলিশে দেবে ? তুই ভুল বকছিস।

[*পুলিশেব হুইসল। বহমতেব প্রবেশ।*]

বহমৎ ॥ কল্যাণ ! পুলিশ ! পুলিশ এসে পড়েছে ! পালাও ! এই দিকে।

কল্যাণ ॥ (*পিস্তল বাব কবে*) পালাবো ! হ্যাঁ পালাবো ! তাব আগে বিশ্বাসঘাতক শয়তানকে খতম কবে যাবো ! (*পিস্তল বাব কবে*)।

নসিবন ॥ কি কবছো !! এ কি কবছো তুমি ? (*কল্যাণকে জড়িয়ে ধবে*)

কল্যাণ ॥ ছেড়ে দাও ! ও ডেকে এনেছে পুলিশকে ! ওকে শেষ কবে তবে যাবো !

বহমৎ ॥ কল্যাণ ! (*কাছে এসে কল্যাণকে ধবে ঝাঁকানি দিতে থাকে*) কল্যাণ ! শোনো ভুল বহু হয়েছে, আব ভুল কবো না। পালিয়ে যাও ওই দিক দিয়ে—দীঘিব ধাব দিয়ে ! বাইফেলেব ভাব আমি নিচ্ছি !

[*বহমতেব প্রস্থান।*]

কল্যাণ ॥ জানি না কী কববো ! দিদিভাই—বাইফেলগুলো তোমাব হাতে দিয়ে গেলাম ! ওগুলো তোমাদেবই জন্যে, স্বাধীনতাব আসল যুদ্ধেব জন্য। কিছুতেই যেন ওবা না পায়।

[*কল্যাণেব প্রস্থান।*]

নসিবন॥ কোনো চিন্তা নেই কল্যাণদা, আমি আছি।

[*নসিবনের প্রস্থান। ইনগ্রাম, মানিক, যুগল ও সেপাইদের প্রবেশ।*]

মানিক॥ ঘরে কে আছ? হাত তুলে বেরিয়ে এস! নইলে আমরা গুলি চালাব!

[*রহমৎ ও নসিবনের প্রবেশ।*]

তোমার নাম রহমৎ শেখ?

রহমৎ॥ হ্যাঁ, হুজুর।

মানিক॥ (*সজোরে জামা চেপে ধরে*) রাইফেলগুলো কোথায়?

রহমৎ॥ রাইফেল? কিসের ...কি রাইফেল?

মানিক॥ কুত্তার বাচ্চা! আগুন নিয়ে খেলবি? সেপাই ঘর সার্চ করো। কল্যাণ ঘোষকে আশ্রয় দিয়েছিলি কেন?

রহমৎ॥ কে কল্যাণ ঘোষ?

মানিক॥ (*প্রহার করে*) শুয়োরের বাচ্চা! শয়তান!

[*দারোগার প্রবেশ।*]

দারোগা॥ কল্যাণ ঘোষকে ধরা যায় নি স্যার; তবে আহত হয়েছে, ধরা পড়ে যাবে।

ইনগ্রাম॥ আহত কি গুলিতে হোলো?

দারোগা॥ গুলি দু'টো লেগেছে, স্যার, উরুতে আর পায়ে। কিন্তু তাতেও দমে নি। পড়ে গেল বোমা ছুঁড়তে গিয়ে। হাতের বোমা হাতেই ফেটে গেছে স্যার।

ইনগ্রাম॥ তারপর?

দারোগা॥ সেই অবস্থাতেই বুকে হেঁটে পাড়ার মধ্যে ঢুকেছে। ধরা পড়লো বলে।

মানিক॥ (*হঠাৎ রহমৎকে*) চমকে উঠলি যে?

রহমৎ॥ এতে আমার চমকাবার কি আছে, বাবু? চমকাবো কেন?

যুগল॥ এ শালাকে মারুন মানিকবাবু, জিভটা টেনে ছিঁড়ে নিন! পুল হিজ টাং, খাজনা দিতে সবাইকে নিষেধ করেছে। এ শুয়োরের বাচ্চা সুভাষের চেলা, অবিনাশের দোসর! আমার খাজনা বন্ধ করেছে! মারুন (*রহমৎকে মাটিতে ফেলে প্রহার করে। নসিবন কাঁদে*)।

নসিবন॥ হুজুর মালিক—আমরা নিরীহ চাষি, আমরা কিছু জানি না হুজুর।

হাভিলদার॥ ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না হুজুর!

ইনগ্রাম॥ সে কি? ভাল করে দেখেছ?

হাভিলদার॥ হ্যাঁ, স্যার।

ইনগ্রাম॥ মাটি কোথাও খোঁড়া হয়েছিল মনে হচ্ছে?

হাভিলদার॥ না স্যার। ঐ একটিই তো ঘর!

ইনগ্রাম॥ খড়ের গাদার তলায়ও নেই?

যুগল॥ সাপের জাত স্যার, স্নেক্স্ নেশন!

মানিক॥ (*রহমৎকে*) রাইফেল কোথায়? বলবি না বুঝি? সূর্য সেন হবার সাধ হয়েছে, না? হাভিলদার, বেয়নেট দেখি। (*সঙীন হাতে নিয়ে*) এবার বল্, রাইফেল কোথায়?

রহমৎ॥ আমি কিছুই জানি না, হুজুর!

মানিক॥ বল্! (*সঙীন ঢুকিয়ে দেন রহমতের কাঁধের কাছে; রহমৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করে*

উঠে, ছটফট করে) কোথায় রাইফেল ? (চিৎকার করে) বল্ শুয়োরের বাচ্চা, রাইফেল কোথায় ?

যুগল ॥ পেটে... পেটে ঢোকান সঙীন, নাড়িভুঁড়ি বার করে দিন! খাজনা দেয় না।

মানিক ॥ সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। এ শালা ঝানু মাল। থানায় নিয়ে গিয়ে তোকে একটু একটু করে কাটবো। (চিৎকার করে) রাইফেল কোথায় বল্!

ইনগ্রাম ॥ দাঁড়ান। রহমৎ শেখ—তুমি গরীব মানুষ। দেশ খুব বড় কথা জানি, কিন্তু খেতে পাও দু'বেলা ?

রহমৎ ॥ না, হুজুর, কোথায় পাবো খেতে ?

ইনগ্রাম ॥ আমি শুনেছি, ঋণের দায়ে তুমি সর্বস্বান্ত। অবিনাশ বসু তোমায় খেতে দেবে ?

রহমৎ ॥ অবিনাশ কে, হুজুর ?

ইনগ্রাম ॥ তোমার মেয়েটির নাম কি ?

রহমৎ ॥ নসিবন, হুজুর।

ইনগ্রাম ॥ নসিবন সাহেবা, এ পাগলামির অর্থ কি ? দিনের পর দিন না-খেয়ে দেশসেবা—শুনতে ভাল, কিন্তু বাস্তবে পাগলামি। আপনার বাবাকে বলুন, বকেয়া খাজনা মকুব করে দেবেন যুগল চৌধুরী, রাইফেল কোথায় বলে দিন।

নসিবন ॥ (সামান্য নীরবতার পর) আমরা কিছুই জানি না হুজুর।

যুগল ॥ (একান্তে) হাঁড়ি চড়ে না এদের, টাকার লোভে বলে দিতে পারে, স্যার।

ইনগ্রাম ॥ রহমৎ শেখ, শুধু খাজনা মকুব নয়, মহাজনকে বলে সব ঋণও মকুব করে দেব, রাইফেলগুলো কোথায় বলে দাও।

রহমৎ ॥ রাইফেল কাকে বলে, হুজুর ?

ইনগ্রাম ॥ আশ্চর্য! দে আর ক্লীন ম্যাড! এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না! সহজ বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না!

মানিক ॥ রাইফেল কোথায় সরাতে পারে প্রকাশ্য দিবালোকে!

যুগল ॥ দাঁড়ান, ঐ যে পাশের ভিটেটা, ওটা আমার একজন বিলায়েবল্ প্রজার ঘর। ডাকছি! সে দেখে থাকতে পারে।— কৃত্তিবাস! কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস আছ নাকি ? —খুব ভাল লোক। এ এলাকায় আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ!

[*কৃত্তিবাসের প্রবেশ। সশস্ত্র পুলিশ দেখে সে কম্পিত।*]

কৃত্তিবাস—এই শুয়োরের বাচ্চাকে ঘর থেকে কোন মোট সরাতে দেখেছ ?

কৃত্তিবাস ॥ না, কর্তাবাবু। আমি এই তো ফিরলাম ক্ষেত থেকে!

যুগল ॥ রাইফেল পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় আছে তাও বলছে না।

কৃত্তিবাস ॥ এই শালা, বলে দে না কোথায় রাইফেল ? কেন হুজ্জুতি করছিস ?

ইনগ্রাম ॥ ইন্সপেক্টর, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। রাইফেলগুলো—বুঝলেন— আমার চাই। কল্যাণ বা অবিনাশকে না পেলেও রাইফেলগুলো পেতে হবে। সিগারেট খাবেন ? রহমৎ শেখ, ঋণ-খাজনা মকুব করা ছাড়াও তোমাকে এক হাজার টাকা নগদ দেব! এই দেখ! (*নোটের তাড়া নাচান*) রাইফেল কোথায় বলে দাও। ঠিক আছে, দু'হাজার দেব। পাঁচ হাজার। যা চাও তাই দেব। রাইফেল কোথায় ? (*রহমৎ উঠতে চেষ্টা করে*) এই ওকে তুলে ধরো। বলো—কোথায় রাইফেল ? পাঁচ হাজার পাবে।

রহমৎ ॥ (*এক মুহূর্ত নোটের দিকে তাকিয়ে থেকে*) হুজুর, রাইফেল কাকে বলে?

ইনগ্রাম ॥ (*ক্রোধে মুখ লাল হয়ে ওঠে*) মানিকবাবু মারুন। (*মানিক রহমৎকে আক্রমণ করতেই*) না ওকে নয়। ওকে শুধু সেপাইরা ধরে থাকো। একে—

[*নসিবনকে দেখিয়ে দেন।*]

মানিক ॥ মেয়েছেলে।

ইনগ্রাম ॥ হ্যাঁ, মেয়েকে পেটালে হয়তো বাপের মন গলতে পারে।

যুগল ॥ মারুন শালাকে! চেনেন না এদের! খাজনা বন্ধ করে আমাকে ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছে!

[*নসিবনের পেটে ও পিঠে লাঠি বসিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে।*]

নসিবন ॥ (*চিৎকার করে*) আমরা জানি না...উঃ! জানি না! কিছু জানি না! কিছু জানি না! বাবাগো।

রহমৎ ॥ (*হঠাৎ চিৎকার করে*) লাভ নেই। কোনো লাভ নেই! ফিরিঙ্গি বদমাইশ আর তার দালালরা শোন! কোনো লাভ নেই। মেয়ে মরে গেলেও বলবে না, আমিও না! কথাটি কইবো না।

ইনগ্রাম ॥ নসিবন সাহেবাকে বাজারের মধ্যে উলঙ্গ করে চাবুক মারবে এর চোখের সামনে। দেখি, বলে কিনা। নিয়ে যাও।

রহমৎ ॥ কাপুরুষ ইংরেজের বাচ্চা! তোমায় মার না, যদি সাহস থাকে! মেয়েদের মারিস? অবিনাশ আর কল্যাণ এসে এর শোধ নেবে। আদের বোনের গায়ে হাত দেবার শোধ নেবে।

[*সেপাইরা রহমৎ ও নসিবনকে টেনে নিয়ে যায়।*]

মানিক ॥ রাইফেলগুলো কোথায় গেল বলুন তো যুগলবাবু?

যুগল ॥ বুঝতে পারছি না। আই ক্যান্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড!

মানিক ॥ দারোগা সাহেব —কল্যাণ ঘোষ ধরা পড়েছে?

দারোগা ॥ দেখছি, স্যার।

ইনগ্রাম ॥ আর কি দেখবেন মধুসূদন সাহেব? বললেন না, কল্যাণ ঘোষ বুকে হেঁটে পাড়ার মধ্যে ঢুকেছে?

দারোগা ॥ হ্যাঁ, স্যার।

ইনগ্রাম ॥ (*হেসে*) ব্যস, আর পাবেন না সবাই মিলে লুকিয়ে রাখবে। তার চেয়ে বরং সিগারেট খান।

দারোগা ॥ তবু দেখি একবার।

ইনগ্রাম ॥ হ্যাঁ, দেখুন।

মানিক ॥ আর রহমতের ঘরে আগুন দিন।

ইনগ্রাম ॥ না, পুরো গ্রামটায় আগুন দিন।

[*কৃত্তিবাস যুগলকে কি বলতে, যুগল মৃদুকণ্ঠে সাহেবকে কি বলেন—*]

ঠিক আছে। কৃত্তিবাসের ঘর ছাড়া আর সব ঘর জ্বালিয়ে দিন।

যুগল ॥ জ্বালিয়ে ছাই করে দিন। খাজনা দেবে না?

॥ পর্দা ॥

নয়

[ভবানীর বাড়ির কক্ষ। ভবানী ও সুবোধ নামে এক কৃষকের প্রবেশ।]

ভবানী॥ না—এ পাগলামি! তোমরা কংগ্রেসের বিশ্বস্ত কর্মী। তোমরা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ছো কেন সুবোধ?

সুবোধ॥ কথাটা শুনুন ভবানীবাবু! ছেলেটার মুখ পুড়ে গেছে! বোমা তুলেছিল, হাতেই ফেটে গেল। সেই অবস্থায় দু'শো গজ বুকে হেঁটে আমাদের গাঁয়ে এসে ঢুকলো।

ভবানী॥ ওরা সন্ত্রাসবাদী দস্যু! ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। তোমরা কি চাও কংগ্রেসের ওপর পুলিশের আক্রমণ আসুক?

সুবোধ॥ কংগ্রেসকে বাঁচাবার জন্য ঐ রক্তাক্ত দেহ ছেলেটাকে ঘরের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেব?

ভবানী॥ এ জেলায় যদি কংগ্রেসকে এই অজুহাত তছনছ করে দেয়, তার দায়িত্ব নেবে তুমি?

সুবোধ॥ কিন্তু ছেলেটাব পেছনে ছিল পুলিশের দল, রাইফেল নিয়ে। ওকে গুলি করে মারতে।

ভবানী॥ তাতে কিছু যায় আসে না। যে ভয়ঙ্কর পথ ওরা ধরেছে সেবকমটা হওয়াই স্বাভাবিক। উগ্রপন্থাব সেটাই পবিণাম! তাব জন্য আমবা বিপদে পড়তে পাবি না। তোমরা রাজনীতি বোঝ না।

সুবোধ॥ ঠিকই। এবকম রাজনীতি বুঝি না। কচুপোড়া, বড়লোকের রাজনীতিব প্যাঁচ বুঝি না বলেই তো এই অবস্থা। তবে স্বচক্ষে দেখেছি জমিদাব যুগল চৌধুরী পুলিশকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। আবো— দেখলাম- যুগলের স্বার্থে গাঁয়ে আগুন দিল ইংবেজ পুলিশ-সাহেব। কচুপোড়া রাজনীতি বুঝতে বাকি নেই!

ভবানী॥ কি বলতে চাও"

সুবোধ॥ আপনি নিজে আমাদেব শিখিয়েছিলেন—খাজনা বন্ধ করো, জমিদার হচ্ছে ইংরেজের দালাল। আজ আবার সেই আপনিই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বলে বেড়াচ্ছেন—খাজনা দাও জমিদারকে, গান্ধীজীর হুকুম। ঘুবে ঘুবে পাযেব রাংখিল খুলে ফেলছেন কচুপোড়া। অথচ ঐ সোনার টুকরো ছেলেটাকে জমিদার মারতে যায়। কে চাষীর বন্ধু—এটা বুঝতে পেরেছি ভবানীদা।

ভবানী॥ সুবোধ—আমাদের মধ্যে যা বিরোধ তা আলোচনা করে নিষ্পত্তি করা যাবে'খন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিজেকে জড়িও না, পুরো কংগ্রেসের বিপদ ডেকে আনবে।

সুবোধ॥ আলোচনায় আপনাদের সঙ্গে কখনো কেউ পেরে উঠেছে, দাদা? কথার চড়কিবাজির চোটে একটু পরে মনে হয়, আমার নামটা যেন কী! সবই বুঝিয়ে দিতে পারেন। কবে বুঝিয়ে দেবেন—আমার বাপ ছিল না, বা ইংরেজ খুব ভাল লোক, বা জমিদার খুব সজ্জন—তার হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু একথা ছিল না! কথা কী ছিল? আমাদেব দলে পেয়েছিলেন—জমিদারদের মার দিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়াব কথা বলে। এখন দেখছি শুধু ঐ অবিনাশদারাই সেকথা রাখছে—কারণ, ঐ আলোচনা আর কথার ফুলঝুরি এসব

বা তেমন জানে না। পিস্তলটি নেয় আব গুলি ঝাড়ে।

ভবানী॥ ছেলেটি কে, চিনতে পাবলে ?

সুবোধ॥ না। কখনো দেখি নি। তাব ওপব মুখ পুড়ে গেছে। আব ঘবে ঢুকেই অজ্ঞান।

ভবানী॥ কি কবলে ওকে নিয়ে ?

সুবোধ॥ কজন মিলে কাঁধে তুলে জঙ্গলেব পথ ঘুবে, নৌকো চড়ে ববানগব। সেখানে নীশ ডাক্তাবেব কাছে এলাম। দেখেই আঁৎকে উঠে তাড়িয়ে দিল—বলে, বেবোও- বেবে ও, মামাক ছোঁড়াদেব এখানে ঠাঁই হবে না। ইচ্ছে হচ্ছিল —একটি চড়ে শালাব কচুপোড়া বদন গড়ে দিই। যাই হোক, আবাব কাঁধে নিয়ে ছোট্ ছোট্—মাইল ছয়েক গিয়ে অহিংসাব জাবী কংগ্রেস-নেতা যতীন কবিবাজেব বাড়ি, বললে—বেবোও, নইলে পুলিশ ডাকবো। আমাদেব পুবো গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তবু কেউ 'বা' কাড়ে নি—আব শালাব ব্যাভাবটা দেখ। আবে উল্লুক, তোব দেশেব জন্যই না ছেলেটা মবছে। যাই হোক, আবাব কাঁধে নিয়ে ছোট্ ছোট্—নৌকা চড়ে আবাব এধাবে এলাম। গেলাম উইভিং স্কুলেব পাশে জীবন ডাক্তাবেব বাড়ি। ওষুধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দিয়েছে, কিন্তু বাখতে বাজী হোলো না।

ভবানী॥ তখন আবাব কাঁধে নিয়ে ছোট্ ছোট্ ?

সুবোধ॥ না। সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম— অত লোক থাকলে পুলিশে নজব দেবে যাশ। শুধু আমি আব নিতাই ছেলেটাব প্যান্ট শার্ট খুলে খাটো ধুতি আব জামা পবিয়ে— মানে আমাব ভাই সাজালাম আব কি— ঘবে আগুন লেগেছিল, তাই জখম হয়েছে। ভাই দাঁড়িয়ে একটা গাড়ি ডেকে তুললাম।

ভবানী॥ তাবপব ?

সুবোধ। পাশেব গলিতে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমি আব নিতাই তাকে ধবাধবি কবে এখানে তুলব।

ভবানী॥ এখানে ? এখানে নিয়ে এসেছ ? তোমবা কি একেবাবে বদ্ধ উন্মাদ ?

সুবোধ॥ আপনি জেলা কংগ্রেসেব সভাপতি। বিপদে পড়লে আপনাব কাছে আসবো না তো কি ওসমানেব স্কন্ধকাটাপাসব বাড়ি যাবো ?

ভবানী॥ জেলা কংগ্রেসেব সভাপতি বলেই এ ঝুঁকি নিতে পাবছি না পুবো সংগঠন বিপন্ন হবে।

সুবোধ॥ হোক। ছেলেটাকে মবতে দিতে পাববো না। দেশপ্রেমিককে আশ্রয় দিলে যে সংগঠন বিপন্ন হয় তাব বিপন্ন হওয়াই উচিত।

ভবানী॥ এ বাড়িব ওপব পুলিশ নজব বেখেছে। দেখে ফেলবেই। তখন ?

সুবোধ॥ এই—এই —ঠিক এইটিই বলেছিল যতীন কবিবাজ আব আমাব ইচ্ছে কবছিল কষে একটি চড় মাবি।

ভবানী॥ সুবোধ, পাগলামি কোবো না—

সুবোধ॥ (থমকে) কি বলছো, ভবানীদা ? ধর্ম নেই ? আমাদেব গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, নইলে শহবে ওকে আনতাম না। তুমি এবাব নিজেব গাড়ি কবে ওকে তোমাব গ্রামেব বাড়িতে নিয়ে যাবে। এখুনি ! নইলে ডাকো, তোমাব ছেলেকে ডাকো। শুনেছি স ব্যাপাবটা বুঝবে।

ভবানী॥ আমার ছেলে আর এখানে থাকে না। চিঠি পেয়েছি. সে দিনাজপুর গেছে। মেয়েও বাড়ি নেই।

সুবোধ॥ তবে বৌদিকে ডাকো। মায়ের জাত,—ফেলে দিতে পারবে না?

[*সুবোধের প্রস্থান।*]

ভবানী॥ (*দ্বারপথে ডাকেন*) ওগো শুনছ? এদিকে এস।

[*কিরণবালার প্রবেশ।*]

কাশিমবাজারের দুই চাষী—সুবোধ আর নিতাই একটি আহত ছেলেকে নিয়ে এসেছে। বলছে—এখুনি ওকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।

কিরণ॥ বেশ।

ভবানী॥ যেও না শোনো। ছেলেটি সন্ত্রাসবাদী। আমি ওকে রাখতে রাজী নই।

কিরণ॥ আহত বললে না?

ভবানী॥ হ্যাঁ।

কিরণ॥ তাহলে আবার সন্ত্রাসবাদী কি?

ভবানী॥ আমার কাছে সংগঠন সবচেয়ে আগে, আমার দলের নীতি সবচেয়ে আগে। ওকে আমি জায়গা দিতে পারবো না।

কিরণ॥ কি বলছো তুমি? কল্যাণ শুনলে কি বলবে?

ভবানী॥ কল্যাণই তো সবচেয়ে আগে বুঝবে। অনমনীয়, আপসহীন নীতি কাকে বলে, দেখনি ওর মুখ চোখে? কখনো মাথা নোয়ায় ওরা? আমিও নোয়াব না। ছেলের কাছে এ পরাজয় স্বীকার করতে পারবো না। দলপতির নির্দেশে ওরা সোজা আগুনে ঝাঁপ দেয়। আমার নেতার নির্দেশও আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

[*সুবোধ ও নিতাই মাচিং কল্যাণকে বয়ে আনে। কল্যাণের সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ, পরণে চাষীর পোষাক। ওকে শুইয়ে দেয় মাটিতে।*]

কিরণ॥ তোমার নেতা কি বলেন, এই অসহায় অচেতন ছেলেটার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়াই হচ্ছে নীতি?

[*এগিয়ে যান।*]

ভবানী॥ যেও না, ওকে ছুঁয়ো না। সুবোধ—আমি এই ছেলেটির দায়িত্ব নিতে পারবো না। নিয়ে যাও ওকে।

কিরণ॥ না—আমি ওকে ফিরিয়ে দিতে দেব না। এ পাপ ধর্মে সইবে না।

সুবোধ॥ ভবানীদা—সারাদিন ওকে কাঁধে নিয়ে ঘুরেছি। একটু জল খেতে পাইনি কোথাও। তবু আমরাই ওকে নিয়ে যেতাম গাঁয়ে। কিন্তু সে গাঁ আর নেই। সাফ করে দিয়েছে। তুমি ছাড়া ওকে কে বাঁচাবে? সময় নেই। গুপ্তচরেরা দেখে ফেলতে পারে দাদা, যে এ বাড়িতে ঢুকেছি। পুলিশ আসার আগেই ওকে নিয়ে যেতে হবে।

ভবানী॥ পুলিশের গুপ্তচর যদি দেখে থাকে এ বাড়িতে ঢুকেছ, তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে জানো? ছেলেটিকে গ্রামের বাড়িতে ধরো রেখে এলাম! তারপর? এ বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে জানো?

সুবোধ॥ দিক জ্বালিয়ে।

ভবানী॥ অন্যের বিপদ ঘটিয়ে দেশপ্রেমিক সাজা কি উচিত মনে করো?

সুবোধ॥ (*গর্জন করে*) অন্যের বিপদ ঘটিয়ে মানে? আমাদের সঙ্কলের ঘর জ্বলে গেছে! বার বার বলছি, শুনছ না? পুলিশ-সাহেব আর যুগল চৌধুরী নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে, পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে! একে বাঁচাতে আগে নিজেরা না পুড়ে অন্যের পায়ে ধরতে আসিনি, সময় নেই—গাড়ি বার করতে বলো, আমরা একে তুলে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরিয়ে নাও ছেলেটাকে।

ভবানী॥ আমার সংগঠনের নিরাপত্তা, কংগ্রেসের নিরাপত্তা, আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারি না। রাস্তায় যদি পুলিশ আমার গাড়ি আটকায়? কি হবে জানো? জেলা-কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে এই সন্ত্রাসবাদীকে দেখতে পেলে, তারা আবার আমাদের বে-আইনী করে দেবে—আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যুবদল সব বে-আইনী হবে।

সুবোধ॥ হোক না বে-আইনী। আইনী থেকে কি এমন কচুপোড়া কাজটা করছ তোমরা? মাসের পর মাস জমিদারের আর ইংরেজের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কোন সৎকার্যটি এখন করছো তাইতো কচুপোড়া মাথায় ঢোকে না আমার। ছেলেটাকে বাঁচাও, একটা কাজের কাজ হবে।

[*কিরণবালা দেবী চাদর, বালিস, পাখা নিয়ে আসেন।*]

ভবানী॥ (*হাত চেপে ধরেন পত্নীর*) কি করছ? দরদ দেখাবার আগে ভেবো একবার। একটু বিবেচনা কোরো।

কিরণ॥ ঐ ছেলেগুলো কিন্তু কোনো বিবেচনা না করেই দেশের কাজে ঝাঁপ দিয়েছে।

ভবানী॥ সেইজন্যই এই ফল! বিবেচনার অভাবেই এই পরিণাম।

সুবোধ॥ ভবানীদা—সময় নেই। পুলিস এসে পড়তে পারে যে-কোনো সময়ে! আপনি তো বললেন এ বাড়ি নজরবন্দী আছে। তাহলে? তাড়াতাড়ি করো।

কিরণ॥ তুমি নিয়ে যাবে না ওকে?

ভবানী॥ কি করে নিয়ে যাবো? আমার হাত বাঁধা। হাজার হাজার কংগ্রেস [illegible] নিরাপত্তা আমার হাতে। বাচ্চা বাচ্চা অসংখ্য প্রাণ আমার হাতে। তাদের জীবন নিয়ে জুয়া খেলব? একজনের প্রতি মায়া দেখাতে গিয়ে হাজারটা ছেলেকে মারবো?

কিরণ॥ তবে আমি নিয়ে যাব ওকে। গাড়ি বার করতে বলো। আমি কংগ্রেসের কেউ নই, আমি যাব। আমার ও দায়িত্ব নেই।

ভবানী॥ আর তোমার মেয়ের দায়িত্ব তোমার নেই?

কিরণ॥ মানে?

ভবানী॥ গোরাবাজারে নন্দ মুখুজ্যের মেয়ে সরস্বতীকে ধর্ষণ করিয়েছে ইনগ্রাম সাহেব আটজন সেপাই দিয়ে। সরস্বতী মরে গেছে [illegible] অত্যাচারে। তোমার মেয়ে নেই? তোমার মানসী নেই? কি করতে চাও ভেবে দেখ।

[*স্তম্ভিত হয়ে কিরণ থেমে যান।*]

সুবোধ॥ ভবানীদা—তাড়াতাড়ি করুন। প্রতি মুহূর্তে ছেলেটির প্রাণ আরো বিপন্ন হচ্ছে।

ভবানী॥ না সুবোধ—সাহায্য করতে পারলাম না, ক্ষমা কোরো। একটি ছেলের প্রতি অবিবেচকের মায়া দেখাতে গিয়ে হাজারটা ছেলেকে জেলে পাঠাতে পারবো না!

সুবোধ॥ কেন, কোন মহৎ কার্যের জন্য পুষছ ঐ ছেলেদের? ওরা কেন এর মতন লড়ছে না, বা এর জীবনের ঝুঁকি নেবে না?

ভবানী॥ বৃটিশ সরকার শীঘ্র পুরো দেশে নির্বাচন চালু করবে। কংগ্রেসকে সে নির্বাচনে জয়ী হতে হবে। তাই—

সুবোধ॥ (*তীব্র শ্লেষের হাসি হেসে*) বাঃ তোমরা বৃটিশের মন্ত্রী হওয়ার জন্য চেষ্টা করছো, আর এরা বৃটিশের গুলিতে মরছে! এরা যে বৃটিশের সঙ্গে লড়ছে, তোমরা সেই বৃটিশের সঙ্গে একাসনে বসে রাজকার্য চালাবে! বুঝেছি। চলে যাচ্ছি ভবানীদা, একে নিয়ে যাচ্ছি। আর কখনো—(*পুলিশের হুইস্‌ল্‌। চমকে ওঠে সবাই*) পুলিশ! ভবানীদা ছেলেটাকে মেরে ফেললে?

কিরণ॥ এদিকে এ-ঘরে নিয়ে এস—

ভবানী॥ না, আর হয় না!

কিরণ॥ তবু চেষ্টা করতে হবে তো। দাঁড়িয়ে থেকে একে ওদের হাতে সঁপে দেব?

ভবানী॥ আব উপায় নেই। এসে গেছে!

[*মানিক, দারোগা সেপাইরা ও শেষে ইনগ্রামেব প্রবেশ।*]

সেপাই॥ ঐ যে স্যার! ঐ লোকদুটো ওকে নিয়ে এসেছিল।

[*রাইফেল বাগিয়ে আগে অচেতন দেহটা ঘিরে ফেলে ওবা। তারপব মানিক পিস্তল বার করে পা টিপে টিপে এসে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপালে ঠেকান ও দারোগা হাতকড়া পবান, পায়ে শিকল পবান।*]

ইনগ্রাম॥ নিয়ে যাও।

[*দেহটা তুলে নিয়ে যায় সেপাইবা।*]

জ্যান্ত আছে তো?

মানিক॥ হ্যাঁ, স্যাব।

ইনগ্রাম॥ তোমাদেব নাম?

সুবোধ॥ সুবোধ গাইন।

নিতাই॥ নিতাই কর্মকাব।

মানিক॥ তোমরা বন্দীকে আশ্রয় দিয়েছিলে?

সুবোধ॥ হ্যাঁ।

মানিক॥ তোমরা শীতলখ্যা গাঁয়ের অধিবাসী?

সুবোধ॥ হ্যাঁ।

মানিক॥ রাজদ্রোহী খুনীকে আশ্রয় দিয়েছিলে কেন?

সুবোধ॥ বেশ করেছি।

মানিক॥ কী?

সুবোধ॥ বললাম—বেশ করেছি। শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলাম না, এই যা দুঃখ। ইনি—এই যে খদ্দরধারী দেশসেবক—ইনি বাঁচাতে দিলেন না ঐ হীরের টুকরো ছেলেটাকে।

মানিক॥ ও, গরম শিকের ছ্যাঁকা তো এখনো খাও নি, তাই অমন বুলি। দুজনেই গ্রেপ্তার হলে। নিয়ে যাও এদের।

[*কিরণ হঠাৎ কি কুড়িয়ে নেন মাটি থেকে।*]

দারোগা॥ ওটা কী কুড়োলেন দেখি—

কিরণ॥ (*মন্ত্রমুগ্ধের মতন*) মাদুলি। সোনা-বাঁধানো মাদুলি। এটা তো ...এটা তো আমি ...(*আর্ত চীৎকারে ভেঙে পড়েন*) কল্যাণ। আমার কল্যাণ।

ভবানী॥ কি? কি বলছ পাগলের মতন?

কিরণ॥ ওগো—ওটা তোমার ছেলে। তুমি নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছ। এ মাদুলি ছিল কল্যাণের কাছে ও শেষ দেখা দিতে এসেছিল গো, কথাটি না কয়ে চলে গেল। একবার মুখখানাও দেখতে পেলাম না।

ইনগ্রাম॥ আপনারা কি বলতে চাইছেন, আপনারা জানতেন না ও কল্যাণ ঘোষ!

[*ভবানী বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকেন শুধু।*]

সা' দা হাউস!

[*মানিকের সঙ্গে মৃদু আলোচনা; সেপাইরা বাড়ি খানাতল্লাসী করতে যায়।*]

কিরণ॥ আমার ছেলেকে ধরিয়ে দিলে? ওগো, তুমি ছেলেকে ধরিয়ে দিলে?

ভবানী॥ (*অস্বাভাবিক আবেগহীন কণ্ঠে*) আজ যেন বুঝতে পারছি, ওরা সবাই আমার ছেলে।

মানিক॥ ভবানীবাবু—সাহেব আপনার কর্তব্যবোধ দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। আপনি যে নিজের ছেলেকেও অকাতরে সরকারের হাতে তুলে দেন, এটা দেখে সাহেব আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন।

ভবানী॥ বাঃ, বাঃ! কল্যাণ বলেছিল—বাবা এ নীতি যদি আঁকড়ে থাকেন তবে আপনাকে দেশদ্রোহী হতেই হবে। ফলে গেছে। ওগো দেখছ? দেশদ্রোহীর চেহারা দেখ—এই যে! সাহেব ধন্যবাদ দিয়েছেন। সাহেব আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন!

মানিক॥ সাহেব জিগ্যেস করছেন, আপনি কি রাজসাক্ষী হতে রাজী আছেন?

ভবানী॥ চমৎকার! ওগো শুনছ? নিজের ছেলেকে ফাঁসিকাঠে তুলে দিতে সাহেবকে আমি সাহায্য করবো কিনা জিগ্যেস করছে। কি বলো, রাজী হয়ে যাই? রাজী হই? হয়তো রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়া যাবে! হয়তো জায়গীর দেবে, জায়গীর!

কিরণ॥ অমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার? কষ্ট হচ্ছে? বুকে কষ্ট হচ্ছে, না?

ভবানী॥ কষ্ট একটুও না। সাহেবের অনুগ্রহ পেয়েছি! কষ্ট কিসের? তাকিয়ে দেখ—ভালভাবে তাকিয়ে দেখ। '৩০ সালেও যে ভবানী ঘোষ ছিল ইংরেজের ত্রাস, সে আজ সাহেবের প্রিয়পাত্র। এত শিগ্‌গির এই পদোন্নতি, ধূমকেতুর গতিতে এই উত্থান—কি করে হোলো? রাজনীতি বোঝো তুমি। কল্যাণের মা তুমি, নিশ্চয়ই বুঝবে। কল্যাণ বলেছিল—আমাদের হচ্ছে বড়লোকের কায়দা! দেখলে তো, ফলে গেল। চার বছরের মধ্যে একটা যোদ্ধাকে রায়বাহাদুর খেতাবধারী বড়লোক করে দিয়েছে, এমন অপূর্ব আমাদের অহিংসনীতি!

কিরণ॥ (*মানিককে*) আপনারা এখন চলে যান এখান থেকে। আমার স্বামী বড় আঘাত পেয়েছেন। উনি অসুস্থ।

মানিক॥ যাব বই কি। এক্ষুণি যাব, মা। তবে সাহেবের একটা ইচ্ছে ছিল—শ্রীমতী মানসী ঘোষের সঙ্গে আলাপ করার।

কিরণ॥ আমার মেয়ে বাড়ি নেই।

মানিক॥ না—না—দশ মিনিট আগেই উনি এসে গেছেন। দরজায় পুলিশ ওঁকে আটকে রেখেছেন। দারোগাসাহেব—মানসী দেবীকে এখানে আসতে দিন। বোঝেনই তো মা, গ্রেপ্তারের সময়ে বাড়ি ঘিরে রাখার নিয়ম আছে। তাই ওঁকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি।

[*মানসী ও দারোগার প্রবেশ।*]

মানিক॥ স্যার, দিস ইজ মানসী ঘোষ।

মানসী॥ কি হয়েছে, মা? কি হয়েছে?

কিরণ॥ এসেছিস মা? তোর দাদাকে ধরে নিয়ে গেছে! শেষ দেখা দিতে এসেছিল। আমি এমন মা, তার মুখখানা দেখতে পাইনি, দুটো কথা কইতে পারিনি। দু মুঠো খেতে চায় কিনা, সেটা অবধি জিগ্যেস করিনি।

মানসী॥ কেঁদো না মা, দাদার অকল্যাণ হবে।

ইনগ্রাম॥ মিস ঘোষ, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

মানসী॥ বন্ধুর বাড়ি। পড়তে।

ইনগ্রাম॥ বন্ধুর বাড়িটা কোথায়?

মানসী॥ ডিটেনশন ক্যাম্পের পাশে।

ইনগ্রাম॥ সকালে কোথায় ছিলেন?

মানসী॥ বাড়িতেই। কেন?

মানিক॥ আপনার বাঁ হাতখানা দেখি।

মানসী॥ অর্থাৎ? হাও ডেয়ার ইউ।

মানিক॥ কব্জীর মাপটা দেখবো দিদি, আর কিছু না। মানে—আজ দুপুরে শীতলখ্যা গ্রামের বাজারের মধ্যে রহমৎ শেখের মেয়ে নসিবনকে উলঙ্গ করে চাবুক মারা হয়—সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করার অপরাধে। দারুণ সাহস মহিলার। গ্রামের সরলা বধূও যে কি পরিমাণ হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, নসিবনকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। এই দেখুন—দুই চাবুক খেয়েই ক্ষেপে উঠে এখানটায় কামড়ে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে কিছু তুলে দেওয়ার বান্দাই উনি নন। তবে মনে রাখবেন ওকে চাবুক মারা হয় উলঙ্গ করে।

মানসী॥ আমাকে কানে ধরে এসব ইতিহাস শোনাচ্ছেন কেন?

মানিক॥ মানে ওর পরণের কাপড়খানা খুলে নিতেই, এই জিনিসটা বেরিয়ে পড়ে—এই হাতঘড়ি—(হাতঘড়ি দেখান)—মেয়েদের হাতঘড়ি। ছুটলাম হাটখোলা মাঠের বড় ঘড়ির দোকানে—ওটাই তো একমাত্র বড় ঘড়ির দোকান এখানে। ওদের দোকানে ক্রেতার নাম ও ঘড়ির নম্বর টোকা থাকে। ওরা বললো—

[*চকিতে মানসী ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল টেনে বার করে। কিন্তু চার-পাঁচজন জোয়ান পুলিশের আক্রমণে সে অবশেষে কাবু হয়।*]

হাতকড়া লাগাও! কোমরে দড়ি পরাও!

ইনগ্রাম॥ এবার বলুন মিস ঘোষ, অবিনাশ বোস কোথায়?

মানসী॥ আপনাকে কুকুরের মতন গুলি করে মারার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

ইনগ্রাম॥ বাইফেলগুলো কোথায়?

মানসী॥ গিয়ে খুঁজে দেখুন কোথায়।

মানিক॥ চুপ কবো। একটি থাপ্পড়ে দাঁত কটা ফেলে দেব!

মানসী॥ তুই চুপ কব! বৃটিশেব পোষা কুকুব! তোব ওপবওয়ালাব সাথে কথা কইছি! তাব কুকুবেব সঙ্গে নয়!

ইনগ্রাম॥ মিস ঘোষ—আপনি বড্ড বেশি উগ্রপন্থী! আপনাব মতো বন্দীদেব ভাঙবাব বহু উপায় আমাব জানা আছে। সে সব প্রয়োগ কবতে আমায় বাধ্য কববেন না।

মানসী॥ কিসেব ভয় দেখাচ্ছেন, মেজব ইনগ্রাম? আপনাব মতো বহু লালমুখো সাহেবকে আমবা যমেব বাড়ি পাঠিয়েছি।

ইনগ্রাম॥ বাঃ, ইনি তো একেবাবে কল্পনা দত্ত দেখছি! মানিকবাবু চন্দন সিং আছে বাইবে?

মানিক॥ আছে, স্যাব।

ইনগ্রাম॥ ডাকুন।

মানিক॥ চন্দন সিং।

[*বিবাটদেহী চন্দন সিং আসে।*]

ইনগ্রাম॥ চন্দন, এ মেয়েটাকে কেমন দেখছ?

চন্দন॥ (*মানসীকে আপাদমস্তক দেখে*) ভাল হুজুব! বেশ ভাল!

ইনগ্রাম॥ তোমাব প্লাটুনে ক জন সেপাই?

চন্দন॥ আটজন, হুজুব।

ইনগ্রাম॥ নিয়ে যাও।

[*ভবানী সে দৃশ্য দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন— এবাব ঝাঁপিয়ে এসে পড়েন।*]

ভবানী॥ না! না! এ আপনাবা কবতে পাবেন না! মেজব ইনগ্রাম! পায়ে ধবছি! বাচ্চা মেয়ে। (*প্রচণ্ড ধাক্কায় পিতা মাতা ছিটকে যান*) তোমবা কি মানুষ?

কিবণ॥ মা মিনি! চললি মা? বাপ মাকে ছেড়ে চললি?

মানসী॥ বাবা— কল্যাণ ঘোষেব বাবা তুমি! মাথা সোজা বেখো। মা—কল্যাণ ঘোষেব জন্ম দিয়েছ। মনে বেখো! তাব দায়িত্ব অনেক

[*সদলবলে ইনগ্রাম চলে যান।*]

ভবানী॥ শুনলে, কল্যাণেব মা? আমি কল্যাণেব বাবা, সেটাই আমাব একমাত্র পবিচয়! আমি বীবাঙ্গনা মানসীব পিতা, বলতেও বুক গর্বে ভবে ওঠে। কাবাকদ্ধ পুত্র আব ধর্ষিতা কন্যা আমাব! বৃদ্ধ পিতাকে তোমবা ক্ষমা কোবো! তোমাদেব জয় হোক! ওদেব কাছে মাথা নত কোবো না যেন। পিতাব আশীর্বাদে তোমবা জয়ী হবেই।

॥ পর্দা ॥

দশ

[থানার ভেতরে দু'টি কড়াযুক্ত হুইপিং-পোস্ট দাঁড় করায় সেপাইরা। সাহেবের বসার ব্যবস্থা করে। দ্রুতপদে প্রবেশ করেন ইনগ্রাম, মানিক, দারোগা ও যুগল।]

মানিক ॥ এ-তো বিশ্বাস করা শক্ত স্যার।

ইনগ্রাম ॥ ওদের ব্যাপারে কিছুই বিশ্বাস করা শক্ত নয়, সেন, অবিশ্বাস্য সব ব্যাপাবে ওরা ভয়ানক পটু। বলছি—সোজা সিভিল লাইনের সাহেবদের ক্লাবে ঢুকেছিল।

যুগল ॥ তারপব কী হোলো স্যার?

ইনগ্রাম ॥ এক ঘর ইংরেজ মদ খাচ্ছেন বসে। এমন সময় দু'হাতে দুই বিভলবার নিযে অবিনাশ বসুকে নির্বিকার চিত্তে ঢুকে আসতে দেখে যা হবার হোলো। চিৎকাব, কান্নাকাটি, টেবিলের তলায় ঢোকার চেষ্টা। খুব শান্তভাবে জেলা-কমিশনার ক্রিসপিন সাহেবকে একটা টেবিলেব তলা থেকে খুঁজে বার কবে আবো শান্তভাবে দুটি গুলি মেরে চলে গেল অবিনাশ। ক্রিসপিন তক্ষুনি মাবা গেছেন।

যুগল ॥ আমার...আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

মানিক ॥ এটা কখন ঘটলো, স্যাব?

ইনগ্রাম ॥ কাল বাত দশটায। ক্লাবে তখন সাহেব-মেমের নাচ সবেমাত্র জমেছে। দেখাই যাচ্ছে সেন, কল্যাণ ঘোষ মুখ না খুললে কিছু হবাব আশা নেই। অথচ সাতদিন সাতরাত্রি ধরে জেবা কবেও মুখ খোলাতে পাবছি না। বীবেন কি বলে? কোনো খবব নেই?

ইনগ্রাম ॥ ওকে কি অবিনাশ সন্দেহ কবছে?

মানিক ॥ কিছুমাত্র না। মনে হয কল্যাণেব গ্রেপ্তাবের ফলে ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা কতকটা বিপর্যস্ত।

ইনগ্রাম ॥ বিপর্যস্ত হবাব নমুনা যা দেখছি—ক্লাবে ঢুকে কমিশনাবকে মেবে যাওয়া—তাতে তো পুলকিত হওয়ার কোনো কাবণ দেখি না। রাইফেলগুলো কোথায, বীরেন কি বলছে?

যুগল ॥ বলছে—ওরা রহমৎ শেখের বাড়িতেই রেখে এসেছিল।

ইনগ্রাম ॥ ওখানে তো নেই, নিজে দেখে এসেছি।

যুগল ॥ বীরেন আর কিছু জানে না, স্যার, হি ডু নট নো মোর।

ইনগ্রাম ॥ অবিনাশকে শহরে আসতেই হবে কোনো না কোনো কাজে। এলে বীরেন ছাড়া কার বাড়িতে যাবে? ওখানেই ধবা পড়বে ও, যদি বীরেন সতর্ক থাকে। ফেচ হিম। সাদা পোষাকে লোক পাঠিয়ে চুপি চুপি নিয়ে আসুন বীরেনকে।

মানিক ॥ কেন, স্যার?

ইনগ্রাম ॥ এইসব প্রশ্ন-টশ্ন আমার বরদাস্ত হয় না। নিন, সিগারেট নিন। বীরেনকে আনান।

মানিক ॥ মানে—বলছিলাম, একে তো ওকে আনা বিপজ্জনক; কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ। তার ওপর—কল্যাণ ঘোষ গারদে আছে বলে—মানে খানিক ভয় পায—

ইনগ্রাম ॥ (সজোরে) ফেচ হিম! আর কল্যাণকে হাজির করুন।

[*দ্বারদেশে গিয়ে মানিক ইঙ্গিত করেন। কল্যাণের শিথিল, প্রায়-উলঙ্গ দেহটা বহন করে আনে সেপাইরা। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। মুখ পুড়ে গেছে। একটি চোখ ঝলসে গেছে। রক্ত ঝরছে বহু স্থান থেকে। হুইপিং-পোস্টে তাকে বাঁধা হয়।*]

দারোগা॥ এ ...এ মরে যাবে, স্যার!

ইনগ্রাম॥ দেখাই যাক। কল্যাণ ঘোষ—আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? একটিমাত্র প্রশ্ন আমাদের, রাইফেলগুলো কোথায়? সাতদিন ধরে আপনি জবাব দিচ্ছেন না, বড়ই পরিতাপের বিষয়।

কল্যাণ॥ জল...জল...

ইনগ্রাম॥ মানিকবাবু, জল চাইছে।

মানিক॥ চাইবেনই তো, স্যার। কাল রাত থেকে জল দেওয়া হয় নি।

ইনগ্রাম॥ এক্ষুনি জল নিয়ে আসুন! আশ্চর্য! বেচারাকে জল দেওয়া হয় নি? আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার ঘোষ, জলের অভাবে এমন কষ্ট হয়েছে আপনার! (*টিনের পাত্রে জল বাড়িয়ে ধরেন মানিক*) এই যে জল! (*যতবার কল্যাণ পাত্রের দিকে মুখ বাড়ায় ততবারই মানিক অল্প একটু সরিয়ে নাগালের ঠিক বাইরে নিয়ে যান*) বলুন রাইফেলগুলো কোথায়? তাহলেই জল খেতে পাবেন।

কল্যাণ॥ জল.....

[*শেষকালে মুখে পাত্র ঠেকাতে সবে এক চুমুক পান করেছে—ইনগ্রাম ঝটকা মেরে পাত্র ফেলে দেন।*]

ইনগ্রাম॥ (*চিৎকার করে*) রাইফেল কোথায়? কোথায় রাইফেল? হোয়াট হ্যাভ ইউ টু সে?

কল্যাণ॥ আই...হ্যাভ...নাথিং ...টু... সে ...টু এ সোয়াইন লাইক ইউ। তোমার মতন.....শুয়োরের বাচ্চাকে কিছুই বলার নেই।

মানিক॥ এক সপ্তাহ ধরে একই কথা বলে চলেছেন ভাঙা রেকর্ডের মতন। নতুন কিছু বলুন।

ইনগ্রাম॥ এবং এই এক সপ্তাহে স্রেফ আপনার একগুঁয়েমির জন্য কত কাণ্ড ঘটে গেছে, জানেন? ফর এগজামপল্, আপনার বোন মানসীকে ক্রুদ্ধ সেপাইরা ধর্ষণ করেছে জানেন? রাইফেলগুলো কোথায় বলে দিলে এ কাণ্ডটি ঘটতো না।

কল্যাণ॥ আমার বোন... দেশের জন্যেই ...সতীত্ব দিয়েছে... লজ্জা নেই... গৌরব... আমি মানসীর দাদা ....আমারও গৌরব...

ইনগ্রাম॥ এরপর কি আপনার মাকেও ধর্ষণ করাতে চান? বলুন—রাইফেল কোথায়?

কল্যাণ॥ আই....হ্যাভ... নাথিং ...টু সে!

ইনগ্রাম॥ সেন, যন্ত্র লাগান। (*কল্যাণের বুকে লোহার টুর্নিকেট পরানো হয়*) এটা নতুন একটা যন্ত্র, দেখছেন? বুকের হাড় আস্তে আস্তে গুঁড়ো হয়। আপনি কি বলবেন, রাইফেল কোথায়?

কল্যাণ॥ আই... হ্যাভ নাথিং...টু সে!

[*সাহেবের ইঙ্গিতে মানিক টুর্নিকেটের হাতল ঘুরিয়ে টাইট করেন—প্রথমটা যন্ত্রণায় গোঙায় কল্যাণ*]

ইনগ্রাম॥ চিৎকাব করুন! চিৎকাব কববেন না? কল্যাণ ঘোষ—যন্ত্রণায় চিৎকাব কববেন না? (টুর্নিকেট আবো টাইট হতে—) চিৎকাব করুন। চেঁচিযে কাঁদুন, ইউ মার্ডাবাব! চেঁচাবেন না?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ...চেঁচাবো...বন্দে মাতবম্!.... ইনকিলাব জিন্দাবাদ ....সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক...

[দেহটা শিথিল হযে পডে। মানিক টুর্নিকেট খোলেন।]

মানিক॥ আবাব অজ্ঞান হযে গেছে। ক্রমশ ঘন ঘন অজ্ঞান হযে যাচ্ছে।

[মুখে জলেব ঝাপটা দেন।]

দাবোগা॥ ও....ও মবে যাবে না তো?

যুগল॥ শালাদেব ঢং বোঝেন না? বদমাযেশ! সব ভাণ! জ্ঞান ফিবিযে আবাব টাইট দিন। আচ্ছাসে টাইট দিন বাছাধনকে। দেশোদ্ধাব বেবিযে যাবে।

ইনগ্রাম। কল্যাণ ঘোষ—আপনাব বিরুদ্ধে আদালতে কি চার্জ আনা হবে জানেন? শুনুন, শুনে খুশি হযে যাবেন। এক, ভাবত সম্রাটেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবাব ষডযন্ত্র। দুই, বৃটিশ বিবোধী বক্তৃতা। তিন, আর্লেটি হত্যা। চাব, হার্ডিং হত্যা। পাঁচ, ব্যাঙ্ক-লুঠ। ছয, মিড্‌লটন-হত্যা। সাত, বাইফেল চুবি। আট, বসিরুদ্দি-হত্যা। নয, বোমা তৈবি।

কল্যাণ॥ ইনগ্রাম হত্যাটা...ওতে নেই বলে... আমি দুঃখিত।

ইনগ্রাম॥ আপনাব আব অবিনাশ বসুব বিরুদ্ধে যৌথভাবে এতগুলো অভিযোগ। ফাঁসি অবধাবিত। বাইফেল কোথায বলে দিন, আমবা সম্রাটেব করুণাব জন্য আপনাব হযে আবেদন জানাবো।

কল্যাণ॥ বৃটিশ সম্রাটেব.... মস্তকে.. আমি পদাঘাত কবি।

ইনগ্রাম॥ এতগুলো অভিযোগ! সামলাতে পাববেন? সাক্ষীও মজুত। ডাকুন!

[মানিকেব ইঙ্গিতে বোবখায মুখ ঢেকে বীবেনেব প্রবেশ।]

বলুন, এ কি আর্লেটি হত্যাব সমযে পিস্তল চালিযেছিল? (বীবেন শুধু মাথা নাডে, কণ্ঠস্বব প্রকাশ কবে না।) এ কি হার্ডিং-এব ওপব গুলি চালিযেছিল? এ কি মিড্‌লটন ও বসিরুদ্দি হত্যাব সমযে পিস্তল নিযে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল?

[কল্যাণ প্রাণপণে চেষ্টা কবছিল, চিনতে পাবে কি না। এবাব সে সমস্ত শক্তি একত্র কবে দেহ ঝুলিযে জোড়া পাযে আচমকা লাথি মাবে বীবেনেব পেটে। বীবেন ছিটকে পডে, বোবখা সবে গিযে স্বরূপ প্রকাশ হযে পডে।]

কল্যাণ॥ বীবেন! ইউ সোযাইন! বিশ্বাসঘাতক! দেশদ্রোহী!

বীবেন॥ (ত্রস্ত) মারুন ওকে! আমায়...আমায় সবিযে নিন এখান থেকে।

ইনগ্রাম॥ মাবতে মাবতে সেল-এ নিযে যাও!

[প্রহাব সত্ত্বেও মুমূর্ষু কল্যাণ যেন দৈত্যেব বল ফিবে পায—চাব-পাঁচজনও তাকে রুখতে পাবে না।]

কল্যাণ॥ এখানে কি একজনও দেশপ্রেমিক ভাবতীয নেই! পাযে পড়ি, একবাব ছেড়ে দিন আমায! আব নইলে বাইবে গিযে বলুন—বীবেন বিশ্বাসঘাতক! অবিনাশদাকে ব্যাপাবটা জানান! দেশপ্রেমিক বীব অবিনাশ বসুকে ধবিযে দেবে ঐ দালালটা। শুনছেন? দেশকে

কেউ কি ভালবাসেন না? (কল্যাণকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেল-এ) বীরেন, তুই মিনিকে ধর্ষণ করিয়েছিস ..রহমৎকাকাকে ...মহীকে . অবিনাশদা! ওস্তাদ! কোথায় তুমি? শোনো? ফাঁদে পা দিও না!

[কল্যাণ সহ সেপাইয়ের প্রস্থান।]

বীরেন॥ আমাকে আমাকে কেন এখানে টেনে এনেছেন?

ইনগ্রাম॥ কথা আছে।

যুগল॥ বাবা বীরেন— আমরা তোমার মুখ চেয়ে আছি বাবা। কোনো খবর আছে?

বীরেন॥ তার আগে ইনগ্রাম সাহেব বলুন, মানসী ঘোষকে ধর্ষণ করিয়েছেন কেন?

ইনগ্রাম॥ (হতভম্ব) আপনি কি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছেন নাকি?

বীরেন॥ হ্যাঁ, চাইছি।

ইনগ্রাম॥ আপনার মতো একটা নোংরা ঘৃণ্য বেইমানের কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দাখিল করা দরকার মনে করি না।

বীরেন॥ (উদ্‌ভ্রান্ত) যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! এই মানিকবাবু কথা দিয়েছিলেন মানসীর গায়ে হাত দেওয়া হবে না। ওর অপমান .আমি সইতে পারবো না।

যুগল॥ সে কি, বাবা বীরেন, নাচতে নেমে ঘোমটা টানছ?

মানিক॥ আমরা প্রমাণ পেয়ে গেলাম যে উনি বিপ্লবী দলের সদস্য। আপনার বুকে ওর জন্য কতখানি প্রেম টগবগ করছিল, সেসব এখন পরিমাপ করা কি সম্ভব?

যুগল॥ ওসব ন্যাকামি ছাড়ো, বাবা বীরেন। বলো তো, অবিনাশের খবর আছে কিছু?

বীরেন॥ না নেই। আমি যেতে পারি?

মানিক॥ না—না—সে কি হয়? চা খেয়ে যান।

বীরেন॥ না—এখানকার চা রুচবে না মুখে।

মানিক॥ আপনার জুতোয় এত কাদা লাগলো কি করে বীরেনবাবু? সারা দিন তো আপনার বাড়ি থাকার কথা!

বীরেন॥ কি? ও, কাদা— তা, আমি বেরিয়েছিলাম। একটু। বিকেলে।

মানিক॥ কোথায় গেলেন?

বীরেন॥ স্কোয়ার ফীল্ডে বেড়াচ্ছিলাম।

মানিক॥ না—না —বীরেনবাবু, এসব হচ্ছে আপনার বিপ্লবী অতীতের চোঁয়া ঢেকুর! আবার ধানাইপানাই, টালবাহানা, ফষ্টি নষ্টি?

বীরেন॥ মানে?

মানিক॥ ও কাদা তো নদীর কাদা। ভাগীরথী গর্ভে নামতে গেলেন কেন?

বীরেন॥ না—না—আমি ওখানে যাইনি তো।

মানিক॥ (গর্জন করে) আগুন নিয়ে খেলছেন, বীরেনবাবু! এখন আপনি সম্পূর্ণ আমাদের হাতের মুঠোয়, জানেন? বেইমানি করেও যদি বাঁচতে না পারেন? ধরুন আপনাকেও যদি আসামী করে আদালতে দাঁড় করিয়ে দিই?

বীরেন॥ আপনি ..আপনি কথা দিয়েছিলেন, তা করবেন না!

মানিক॥ পুলিশের কথা বিশ্বাস করতে আছে? সত্যি কথা বলুন, নইলে এখুনি নিয়ে

সেল-এ পুরবো।

ইনগ্রাম॥ অথবা আরো ভাল হয়, যদি বাইরে রটিয়ে দিই, কে ধরিয়েছে কল্যাণ ঘোষকে, কে ধর্ষণ করিয়েছে মানসী ঘোষকে। হয় জনতা পিটিয়ে মারবে, নয়তো অবিনাশ এসে সোয়াইনটাকে খতম করবে!

বীরেন॥ না! না!

যুগল॥ অত্তই বা কেন? দাও বীরেনবাবাকে কল্যাণের সঙ্গে এক সেল-এ পুরে—ব্যস!

বীরেন॥ আমি... আমি ঐ মানসীর খবর শুনে অবধি এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, যে...। শুনুন—আজ বিকেলে আদেশ পেয়ে আমি অবিনাশদার সঙ্গে দেখা করতে যাই।

সকলে॥ কি?—কোথায়?—আমাদের জানান নি কেন?

বীরেন॥ মানসীকে আপনারা কি করেছেন শুনে ঠিক করেছিলাম আর আপনাদের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখবো না।

মানিক॥ তা কি করে হয়? আমরা যে ছিনে জোঁক।

যুগল॥ বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা বাবা বীরেন। একবার বেইমানি শুরু করলে আর থামাথামির প্রশ্ন ওঠে?

ইনগ্রাম॥ কি কথা হোলো অবিনাশের সঙ্গে? ...বলুন!

বীরেন॥ অবিনাশদা কাল রাত্রে আমার বাড়িতে আশ্রয় নেবেন। তারপর ভোর রাত্রে চলে যাবেন।

[এক মুহূর্ত নীরবতা।]

মানিক॥ চলে যাবেন? (হেসে) নাঃ, আর বোধহয় চলে-টলে যাবেন না।

ইনগ্রাম॥ এবার আপনি যান এখান থেকে! আপনার মত ঘৃণ্য জীবকে আমি সহ্য করতে পারছি না!

[বীরেনের প্রস্থান]

মানিকবাবু —খুব সাবধানে! পিস্তল যেন টানতে না পারে। বিষ যেন খেতে না পারে। অবিনাশ বসুকে জীবন্ত অবস্থায় আমার চাই। নিন, সিগারেট খান।

॥ পর্দা ॥

এগারো

[বীরেনের ঘর। বীরেন ও সৌদামিনীর প্রবেশ।]

সৌদামিনী॥ সত্যি বলছিস? আসবে? আজ রাত্রেই আসবে? এখনো আসছে না কেন?

বীরেন॥ আসছেন মা। চেঁচিও না।

সৌদামিনী॥ এখানে আসায় বিপদ নেই?

বীরেন॥ না, মা। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করেনি বলেই তো মনে হচ্ছে।

সৌদামিনী॥ তোকে আর সন্দেহ করবে কেন? সে ভাগ্য কি করেছিলি? তুই কি কল্যাণ ঘোষ?

বীরেন॥ না, আমি কল্যাণ ঘোষ নই। জীবনে কখনো হতেও পারবো না।

সৌদামিনী॥ হ্যাঁরে, অবু খুব রোগা হয়ে গেছে?

বীরেন॥ একটু হয়েছেন। রাত-জাগা চোখমুখে কালি পড়েছে।

সৌদামিনী॥ কী বললো তোকে?

বীরেন॥ সেটা ইতিমধ্যে ছ'বার বলেছি তোমায়।

সৌদামিনী॥ বল্ না বাবা, আবার বল। শুনতে বড় ভাল লাগে।

বীরেন॥ বলেছে: "মাকে বলিস, প্রণাম করতে আসব।"

সৌদামিনী॥ (*অভিভূত স্বরে, আপন মনে*) প্রণাম করতে আসব!

বীরেন॥ (*বাইরে কী দেখে*) রান্না কতদূর? এসে পড়লেন বলে।

সৌদামিনী॥ সব তৈরি। তাই তো বলছি, আসে না কেন?

বীরেন॥ সন্ধ্যে থেকে ওকথাটাও বলেছ বার পঁচিশেক। এ তো আর ঘড়ি ধরে বেড়াতে আসা নয়। অন্ধকারে গা মিশিয়ে পুলিশের নজর এড়িয়ে—(*আবার বাইরে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠে*) মা, দাদাকে কিছু টাকা দিতে হবে। সিন্দুক খোলো। হাজারখানেক টাকা বার করে রাখো।

[*সৌদামিনী দেবীর প্রস্থান। বীরেন দ্বার পথে হাতছানি দেয়। মানিক, দারোগা, সেপাই—সবাই রাইফেলধারী—প্রবেশ করে।*]

চুপ! কথাটি নয়! এদিকে! লুকিয়ে পড়ুন!

[*পুলিশের দল আত্মগোপন করে, সৌদামিনী দেবী ফিরে আসেন।*]

সৌদামিনী॥ এই নে টাকা। অমন ছটফট্ করছিস কেন?

বীরেন॥ বাঃ, চিন্তা হবে না? দাদার নিরাপত্তার জন্য বড়... উৎকণ্ঠা হচ্ছে!

সৌদামিনী॥ হ্যাঁরে, অবুকে কেমন দেখলি তা বললি না। রোগা হয়ে গেছে খুব?

বীরেন॥ এ তো মহা জ্বালায় পড়লাম। দশবার ও প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

সৌদামিনী॥ দিয়েছিস বুঝি?

বীরেন॥ হ্যাঁ, আর পারবো না।

সৌদামিনী॥ চটছিস কেন? উতলা হবো না? কদ্দিন দেখিনি বল তো। পেটে না ধরলেও আমিই তো ওর মা।

বীরেন॥ (*কিঞ্চিৎ কষ্টস্বরে*) জানি। সবাই জানে। এখন যাও তো।

সৌদামিনী॥ জানিস বীরেন, তোর মধ্যে এমন একটা লোভী মন লুকিয়ে আছে, যে একবার ভেবেছিলাম তুই...(*থেমে যান*)

বীরেন॥ কী বলতে চাও?

সৌদামিনী॥ বছর দুয়েক আগে তুই যখন সম্পত্তি রক্ষার জন্য উকিল-ব্যারিস্টার ডেকে ঠিকঠাক করে নিতে লাগলি, তখনই বুঝেছিলাম তুই দাদাকে সহ্য করতে পারছিস না।

বীরেন॥ কিসব বলছো বোকার মতন? দাদা আমার রাজনৈতিক গুরু, আমার দেশপ্রেমের আদর্শ।

সৌদামিনী॥ কিন্তু সে তোর সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারে, এটা তোর সহ্য হয় নি, তাই উকিল ডেকে দলিল-টলিল পাকা করে নিয়েছিলি। ঠিক ধরি নি?

বীরেন॥ না, ঠিক ধরো নি। দাদার সমান অধিকার আছে এ বাড়িতে, জমিতে, নগদে!

সৌদামিনী॥ কাগজপত্রে কিন্তু নেই।

বীরেন॥ কাগজে আমার নাম রয়েছে, কারণ আমি তোমাদের ছেলে আর দাদা পালিত পুত্র। তাতে কি হোলো? আমার নাম থাকা মানেই দাদার নাম থাকা। দাদা আমাকে হুকুম করলে আমি অমান্য করতে পারবো?

সৌদামিনী॥ তবু দলিল পাকা করার তো দরকার হোলো। মানে আইনের চোখে অবু আর এ-বাড়ির কেউ নয়। তোর মর্জির ওপর ওকে নির্ভর করতে হবে। তোর বাবা বেঁচে থাকলে এ কাজ করতে পারতিস না, বীরেন। তাই বলছিলাম—লোভ—তোর মনে লোভ ঢুকেছে বহুদিন। সম্পত্তির লোভ যে মানুষকে কি করতে পারে, তুমি গাঙ্গুলিবাড়ির বউ, আমি জানি। সম্পত্তি তোর সর্বনাশ করতে পারে বীরেন, খুব সাবধান।

[*হঠাৎ তড়িৎগতিতে কক্ষে ঢোকেন অবিনাশ, গায়ে, মাথায় চাদর জড়ানো*]

সৌদামিনী॥ অবু! (*অবিনাশ প্রণাম করেন*) তোর তোর একি চেহারা হয়েছে?

অবিনাশ॥ চর্বি বেশি থাকলেই যে ভালো যোদ্ধা হয়, এ কথা ঠিক নয় মহারাণী।

সৌদামিনী॥ তা বলে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে শত্রু নিধন কি প্রকারে হবে, সেনাপতি? দেখি হাড়গোড়! (*অবিনাশ খুব গম্ভীর হয়ে পদচারণা করেন থিয়েটারি ঢঙে*) মনে হচ্ছে হাড়িসার দে[illegible] নিধিরাম সর্দার [illegible]!

বীরেন॥ আচ্ছা, তোমাদের ছেলেমানুষি কি আর যাবে না!

অবিনাশ॥ কে এই পামর, মহারাণী? রে নরাধম- পাদসমীপে বাক্যস্ফূর্তি অন্ত্যজের শোভা পায় না। মহারাণী লক্ষ্মীবাই এর কুশল তো? ঝাঁসি এখনো অজেয় তো? (*এবার হেসে ফেলে তিনি সৌদামিনীদেবীকে বুকে জড়িয়ে ধরেন*) কেমন আছ, মা-গো?

সৌদামিনী॥ সত্যিই আধখানা হয়ে গেছিস রে!

অবিনাশ॥ শত্রু কিন্তু তা বলে না। আমার শক্তির পরিচয় পেয়ে তারা ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার জন্য রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আর তোমার শরীরখানা দেখেছ? বীরেন, মা'র এ অবস্থা কেন?

সৌদামিনী॥ কমিশনারকে কি করে মারলি বল না রে।

বীরেন॥ যেমন মা, তেমান বুড়ো খোকা।

অবিনাশ॥ এই অর্বাচীন ছোঁড়ার হিংসে হচ্ছে। রে বাঁট। রে পিঁপড়ে। ঈর্ষানলে দগ্ধ হয়ে—

বীরেন॥ দলের মিটিঙে দাদাকে দেখে কে বুঝবে তার আসল চেহারা কী?

সৌদামিনী॥ অবু—এমন হোলো কেন? কল্যাণ ধরা পড়ে গেল কেন? এমন তো হবার কথা ছিল না। এক বছর ধরে লড়ছিস, এমন তো ঘটে নি।

অবিনাশ॥ (*দীর্ঘশ্বাস মোচন করে*) বেইমান! বেইমান ঢুকেছে! বীরেন, সুরেশ উকিলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রেপ্তারই হোলো নাকি! রহমতের চিঠিটা জাল না আসল, কিছুই বোঝা গেল না।

বীরেন॥ রহমৎ কাকা ইতিমধ্যে প্রমাণ দিয়েছে, সে সাচ্চা বিপ্লবী।

অবিনাশ॥ হ্যাঁ। (মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে) বিপ্লবী বীর রহমৎ শেখ আর নসিবন বিবি।

বীরেন॥ রাইফেলগুলোই বা গেল কোথায়?

অবিনাশ॥ (হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে) সেটা তোমার জানার দরকার নেই। কতবার বলেছি.... (হেসে) সত্যি কথা বলব? আমিও জানি না। রহমৎকাকার হাতসাফাই। শাবাস। গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, তবু রাইফেল পায় নি।

সৌদামিনী॥ কল্যাণের কোনো খবর পেলি?

অবিনাশ॥ নাঃ, খবর আর পাবো কোত্থেকে?

সৌদামিনী॥ খুব মারছে ওকে, না রে?

অবিনাশ॥ তা তো মারছেই। গায়ের জ্বালায়, পরাজয়ের গ্লানিতে। আর ওর গায়ে যতগুলো আঘাত করছে, প্রত্যেকটি যেন শেল হয়ে বিঁধছে—এইখানে। (বুকে হাত দেখান)

বীরেন॥ থাক, এসব কথা এখন থাক। চাদরটা দাও, কোট খোলো, বসে জিরোও তো।

অবিনাশ॥ (কোট খুলে দিয়ে) পকেটে অস্ত্রটা আছে।

বীরেন॥ এই তো এখানে রাখছি। মা, খাবার দাও। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন দাদা।

[সৌদামিনী দেবী চলে যান।]

অবিনাশ॥ পাহারায় কে আছে বাইরে?

বীরেন॥ ইন্দ্রজিৎ। বড় রাস্তার মোড়ে আছে সুধাংশু।

অবিনাশ॥ হুঁ? এরা সব ভাল ছেলে তো?

বীরেন॥ কলেজের সেরা ছেলে।

অবিনাশ॥ মানসীকে ওরা ধর্ষণ করেছে, খবরটা পেয়েই তোর মুখখানা প্রথমে মনে পড়ে গেল আমার। তোদের ভবিষ্যৎটাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম, জানিস? তুই আর মানসী যেন হাত ধরাধরি করে চলে যাচ্ছিস একটা মেঠো পথ ধরে—দূরে কোথায় একটা মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং করে—শরতের হলুদ আলো এসে পড়েছে স্বাধীন ভারতের শ্যামল মাঠে। দেখছিস—তোদের নিয়ে আর একটু হলে কবিতা বাঁধতাম। তা তুই মানসীর জন্য অপেক্ষা করবি তো? কি জবাব নেই যে?

বীরেন॥ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবো, দাদা।

অবিনাশ॥ হ্যাঁ, অপেক্ষা করবি। তারপর মানসীকে বিয়ে করে ধন্য হবি। খবরের কাগজ দেখি নি এক সপ্তাহ হোলো। আজকে কি খবর আছে বল্ তো।

বীরেন॥ প্রধান খবর—"রহরমপুর ইউরোপীয়ান ক্লাবে অবিনাশ বসুর একক অভিযান। কমিশনার ক্রিস্‌পিন নিহত।"

অবিনাশ॥ হোলো, হোলো। তারপর বল।

বীরেন॥ মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা লাভের তিন দফা উপায় বলেছেন: এক, সুতো-কাটা; দুই, হরিজন সেবা; তিন, মদ না-খাওয়া। অর্থাৎ মদ ছেড়ে দিয়ে সুতো কাটলেই স্বাধীনতা অবধারিত।

অবিনাশ॥ আর?

বীরেন॥ কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী হয়েছে।

অবিনাশ॥ বিদেশে?

বীরেন॥ বিদেশী গোয়েন্দারা রাশিয়ার ভেতর ঢুকে কমিউনিস্ট নেতা কিরভ-কে হত্যা করেছে। স্তালিন বলেছেন—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস নেই, নির্মম হতে হবে। ...ঘুম পেয়েছে বুঝি?

অবিনাশ॥ না ভাবছি। গত দশ বছর ধরে এ ভাবনার শেষ নেই। একক বীরত্বে কোনো লাভ নেই। মহাবীর যতীন মুখার্জী পারেন নি, পাবেন নি মহানায়ক সূর্য সেন। আমরা কে? চাই গণফৌজ, তাদের হাতে চাই রাইফেল। চাই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। চাই পাল্টা স্বাধীন সরকার। এ ছাড়া কোনো পথ নেই। অন্যপথ ধরতে গেলে শুধু কল্যাণ ঘোষের মত বীরদের হারাবো। আর চাই বেইমান-নিধন। জমিদার, কোটিপতি-মালিক, গুপ্তচর—সবাইকে শেষ করতে হবে।

[*সৌদামিনী দেবী আসেন থালা হাতে।*]

এ কি? করেছ কি, মহারাণী, অধম কি রাক্ষস নাকি?

সৌদামিনী॥ খা, খা। আবার কবে পেট ভরে খেতে পাবি কে জানে?

অবিনাশ॥ তাই বলে এক সপ্তাহের খাদ্য একবারে গুদামজাত করা যায়? অবশ্য....দেখে লোভ হচ্ছে। (*খেতে থাকেন*)

সৌদামিনী॥ কোথায় থাকিস জিগ্যেস করা বারণ, জানি। তবু বলি, রাত্রে মাথায় বালিশ জোটে কি সেনাপতির?

অবিনাশ॥ মহারাণী—স্বদেশের পবিত্র মৃত্তিকা অধমের উপাধান; বৃক্ষের পত্রপল্লব মোর গাত্রের আবরণ, নিষ্কলুষ বিবেকের শান্তি মম শয্যাসঙ্গিনী।

সৌদামিনী॥ কাজে কাজেই না এই প্যাকাটি-সদৃশ চেহারা হয়। এরপর কোথায় যাবি তাও জিগেস করা যায় না, জানি। তবু বলি—কাছাকাছি থাকবি, না দূরে যাবি?

অবিনাশ॥ বহুদূর। আমি চলিলাম, যেথা নাই নাম, যেখানে পেয়েছে লয়, সকল বিশেষ পরিচয়। নাই আর আছে, এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে—

সৌদামিনী॥ উঃ, বাবাগো, একটা কিছু জিগ্যেস করার জো নেই? এইবার একটা প্রশ্ন করবো, যেটার জবাব দিতে বাধা নেই।

অবিনাশ॥ শুনে তবে বলবো, বাধা আছে কি নেই।

সৌদামিনী॥ আমি জানি বাধা নেই। বল—এসব চুকে গেলে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমার সেনাপতি কি সংসারী হবেন?

অবিনাশ॥ (*উচ্চহাস্য করে উঠে*) বাধা আছে! এ প্রশ্নের জবাবে বাধা আছে।

সৌদামিনী॥ না নেই।

অবিনাশ॥ আছে। আজীবন ব্রহ্মচর্যের কঠিনতম পণে আবদ্ধ এ ভীষ্ম। বিয়ে দাও ঐ ছোকরার। ঐ যে চোখ গোল্লা করে তাকিয়ে আছে, ওটার।

সৌদামিনী॥ যুদ্ধ শেষে বিয়ে করে বউ আনতে বাধা কি?

অবিনাশ॥ তোমার কি ধারণা যুদ্ধ শেষে আমি থাকবো?

সৌদামিনী॥ মানে?

অবিনাশ॥ আমি তো মরবই। আমরাও ব্যর্থ হয়েছি, এতো দিবালোকের মতন স্পষ্ট। তাই মরতেই হবে আজ বাদে কাল। আমরা চলন্ত শবদেহ মাত্র। আমাদেব কাজ শুধু দিয়ে যাওয়া, দিতে দিতে শুকিয়ে ঝরে যাওয়া, বীজের মতন ছড়িয়ে যাওয়া দেশের ভিজে মাটিতে, যাতে সেখান থেকে—সেই মাটির গভীর থেকে—উত্থিত হয় সশস্ত্র গণদেবতা। এ বীরেনটার বিয়ে দেবে তুমি। মানসীর সঙ্গে। ব্যাটা যদি আর কারুর দিকে তাকায়, তাহলে খ্যাংরা দিয়ে ওর—(তাকিয়ে দেখে বীরেন ঘরে নেই; পলকে তাঁব চোখ যায় যেখানে কোট ছিল, সেদিকে। কোট নেই!) আমার....আমাব কোট? বীবেন কোথায় গেল?

[*মানিকের নেতৃত্বে পুলিশ ঝাঁপিযে পড়ে অবিনাশেব ওপর। ভাতের থালা ছিটকে যায়। চার-পাঁচজন তখন প্রহার শুরু করে শৃঙ্খলিত অবিনাশের ওপব; অথচ প্রচণ্ড ভযে সকলেই কাঁপছে।*]

সৌদামিনী॥ (*চোখে নেই জল, কঠোর সে-মুখে নেই আবেগের লেশ, তবে গলা যেন কেঁপে কেঁপে যায়*) মানিকবাবু—ওকে খাওয়াটা শেষ কবতে দেবেন।

মানিক॥ (*রুমালে ঘাম মুছে*) মাথা খারাপ? বাপস্! কত তাডাতাডি ওকে গাবদে পুরতে পারি সেটাই একমাত্র চিন্তা। (*ভূপতিত শৃঙ্খলিত অবিনাশকে পদাঘাত কবেন*) অবিনাশ বোস! বড চালাক হযেছিলে, না?

সৌদামিনী॥ অবিনাশেব পবিত্র শরীরে পা ঠেকিয়ে পাপেব বোঝা বাড়াচ্ছ কেন? ওর হাতে অস্ত্র থাকলে ধরতে পাবতে? বেইমান বীবেন না থাকলে ধবতে পাবতে?

মানিক॥ উঠাও উসকো!

[*রাইফেল বাগিয়ে অবিনাশকে ঘিবে কাঁপছে সবাই।*]

অবিনাশ॥ মহারাণী! আমি চলিলাম, যেথা নাই নাম, যেখানে পেয়েছে লয়, সকল বিশেষ পরিচয়—

সৌদামিনী॥ চললে যেখানে অক্ষয় তোমার নাম, যেখানে মৃত্যুহীন তোমার পবিচয়, যেখানে তুমি যুগ যুগ ধরে দেশেব সামনে অশনি-সঙ্কেত। সেনাপতি, তোমায় দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই!

অবিনাশ॥ মাকে প্রণাম করতে পাবি?

মানিক॥ না, ওসব হবে না—

অবিনাশ॥ (*হেসে*) এত ভয়?

মানিক॥ হ্যাঁ! মা-টিও তো কম যান না

দারোগা॥ এটা, স্যার, আপনার বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

মানিক॥ (*চমকে*) আচ্ছা ঠিক আছে। দূর থেকে।

অবিনাশ॥ (*গড় হয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে*) তোমাব স্মৃতি ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত অবিনাশ বসুর শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হয়ে থাকবে, এ কথা জেনে তোমার দুঃখ লাঘব হবে?

সৌদামিনী॥ আনন্দ—আনন্দ হবে। সেনাপতি আমার নাম মুখে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তুমি আমাকে বাজ-রাজেশ্বরী করে দিয়ে যাবে। তোমায় দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা

নেই। আমি কৃতার্থ, সার্থক, পূর্ণ! বীরেনের মা হয়ে আমার যে কলঙ্ক সে কলঙ্ক মোচন করে দিয়ে যাচ্ছে পরের ছেলে অবিনাশ। যাও—শেষ যুদ্ধ জয় করে প্রমাণ দিয়ে এস, মায়ের দুধ খেয়েছিল কে।

[*পুলিশের দল অবিনাশকে নিয়ে যেতেই সৌদামিনী দেবী ভেঙে পড়েন মাটিতে। থালায় ছড়ানো ভাত তুলতে তুলতে কাঁদেন*—]

খেতে দিল না! দুটি খেয়ে যেতে দিল না। এক বছর পরে এসে আধ ঘণ্টাও থাকতে নেই? মায়ের বুঝি অভিমান নেই, না? মায়ের বুঝি রাগ হতে নেই?

॥ পর্দা ॥

বারো

[*প্রবেশ করেন সূত্রধার।*]

সূত্রধার॥ বহরমপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অবিনাশ বসুর ফাঁসি হয়ে গেল। সেদিন ঘরে ঘরে অরন্ধন, বাংলা দেশে কারুর পায়ে জুতো নেই—তাদের অতি আদরের অবিনাশ দেশের মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। কল্যাণ ঘোষের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রদ হয়ে দ্বীপান্তর হয়। পায়ের ডাণ্ডা-বেড়ি ঝন ঝন করতে করতে কল্যাণ চলে গেল আন্দামান। বীরেন গঙ্গোপাধ্যায় চলে যায় ইংলণ্ডে পড়তে। মানসী ঘোষের মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দেওয়ায় বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। আলাদা এক বিচারে রহমৎ শেখের চার বছর, সুবোধ গাইন ও নিতাই কর্মকারের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হোলো। আর সেই রাইফেলগুলো খুঁজেই পেল না কেউ। কংগ্রেসের নেতারা সাম্রাজ্যবাদের নির্বাচনের ধাপ্পাকে বললেন, স্বাধীনতা লাভের পথ; তাঁরা মন্ত্রী হলেন। হয়ে গুলি চালালেন কৃষক শ্রমিকের মিছিলের ওপর। এল ১৯৩৯ সাল; ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে গুণ্ডা দিয়ে প্রহার করিয়ে অবশেষে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করলেন অহিংস নেতারা, কেননা সুভাষচন্দ্র উগ্রপন্থী। এল যুদ্ধ—এল '৪২-এর বিদ্রোহ—কংগ্রেসের নেতারা জেল থেকে বলে পাঠালেন: এ বিদ্রোহ কংগ্রেসের নয়, উগ্রপন্থীরা করছে। এল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আই. এন. এ. বাহিনী—এল বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহ। অহিংস নেতারা ছুটে বোম্বাই গিয়ে আলোচনার নাম করে নৌ-বিদ্রোহী নেতাদের ডেকে বৃটিশের হাতে তুলে দিলেন। কারণ তারা যে উগ্রপন্থী। এল তেভাগা বিদ্রোহ, বিহারে পুলিশ-ধর্মঘট, কলকাতায় বিদ্রোহ, বিমানবাহিনীতে ধর্মঘট—ফৌজ গুলি চালাতে অস্বীকার করছে। এল ১৯৪৬-এর ২৯শে জুলাই—ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। চতুর্দিকে আওয়াজ উঠছে—সশস্ত্র সংগ্রাম চাই, বৃটিশের সঙ্গে কোনো আলোচনা নয়—সাম্রাজ্যবাদ দূর হটো! কিছুতেই যখন উগ্রপন্থী-উগ্রপন্থী চিৎকারে জনতাকে বিভ্রান্ত করা যাচ্ছে না—তখন এল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ।

বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা এসেছে? হ্যাঁ—বৃটিশের রক্তপাত হয় নি ঠিকই—রক্ত ঝরেছে হিন্দু কৃষক আর মুসলিম কৃষকের, হিন্দু শ্রমিক আর মুসলিম শ্রমিকের? দাঙ্গায় কখনো বড়লোক হিন্দু মরে? কখনো মরে বড়লোক মুসলিম! না—মরে না। হিন্দু গরীব আর মুসলিম গরীব যখন পরস্পরের বুকে ছুরি চালায়, তখন হিন্দু আর মুসলিম বড়লোক দোতলায় বসে একসঙ্গে আর গরীবের বোকামি দেখে হাসে উচ্চৈস্বরে। হিন্দু-মুসলিম গরীবের রক্তে ভারতবর্ষকে স্নান করিয়ে এল ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট। আন্দামান-বন্দীরা ছাড়া পেয়ে যে-যার গ্রামে ফিরছেন। অনবরত কানের কাছে শুনছেন চিৎকার—বিনা রক্তপাতে দেশকে স্বাধীন করেছে কে? গান্ধীজী আর কংগ্রেস।

বহরমপুরে সেদিন ছিল স্বাধীনতা-উৎসব, পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণে স্বাধীনতা-উৎসব!

[*সেপাইরা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে এসে মঞ্চের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। দারোগা মহিউদ্দিন আসেন এস. পি.র পোষাকে।*]

মহিউদ্দিন॥ হট যাও! হট যাও! যত সব ছোটলোকের ভীড়। এখানে স্বাধীনতা-উৎসব হচ্ছে! আর যার খুশি ঢুকলেই হোলো। (*বক্তৃতা শুরু করেন*—) বন্ধুগণ—আজকের স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এসে গেছেন! সভা এখুনি আরম্ভ হবে। তার আগে শুধু বলে নিই—কোনোরকম হট্টগোল চলবে না। খবরদার! স্বাধীনতা-উৎসবে লোকজনের ধাক্কাধাক্কি হলে আমরা লাঠি চালাতে বাধ্য হবো। প্রথমে আপনাদের সামনে আসছেন জেলা পুলিশের অধিকর্তা ডি. আই. জি. শ্রীমানিক সেন। তাঁর পরিচয় আর আপনাদের কাছে নতুন করে দিতে হবে না। এই শহরই তাঁর আজীবন কর্মক্ষেত্র। এখানকার জনগণের তিনিই চিরদিন রক্ষাকর্তা, জনগণের বিপদে-আপদে সর্বসময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্বাধীনতা উৎসবের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমানিকবরণ সেন। এই চোপরাও! স্বাধীনতা-উৎসবে জনতার চেঁচামেচি চলবে না।

[*স্মিতহাস্য মুখে নিয়ে ডি. আই. জি.র পোষাক পরিহিত মানিক সেনের প্রবেশ।*]

মানিক॥ উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ, আমার ভ্রাতা ও ভগ্নী, আমার অতি আদরের অভ্যাগতবৃন্দ! আজ এসেছে সেই বহু-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা দিবস। এই দিনটির জন্যে আমরা যুগ-যুগ ধরে অপেক্ষা করে বসেছিলাম। এ দিনটির জন্য আমরা নীরবে কত আশার অশ্রু মোচন করেছি। এই পুণ্যদিবসের সূর্যোদয়ের জন্য আমাদের কত না নীরব তপস্যা। আপনারা জানেন—আমি এই শহরেরই ছেলে, এ জেলাই আমার শৈশবের পাঠশালা, যৌবনের কর্মভূমি। আপনারা দেখেছেন—কিভাবে আমি আপনাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, কিভাবে—

মহিউদ্দিন॥ বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে!

মানিক॥ মানে—বলছি আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন, কিভাবে মনে-মনে, অন্তরে-অন্তরে আমি স্বাধীনতা-যুদ্ধকে স্বাগত জানিয়েছি! দেশের স্বাধীনতা ছিল আমার হৃদয়ের ধ্যান! স্বাধীন সরকার সেকথা বুঝেছেন বলেই না আজ আমি...আমি পুলিশের সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। যাকগে! এবার আপনাদের সামনে ভাষণ দেবেন আমাদের সেই অতি-প্রিয় মানুষটি, এ জেলায় যিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনের পথ প্রদর্শক ও প্রতিষ্ঠাতা, মুক্তি-আন্দোলনে যাঁর অবিস্মরণীয় দান দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন, বর্তমানে জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুগল চৌধুরী।

[যুগলের প্রবেশ। খদ্দরের বেশ ও টুপি।]

যুগল ॥ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত বন্ধুগণ! আজ পবিত্র স্বাধীনতা দিবসে আমার মনে পড়ছে সেই দিনকার কথা, যেদিন আমরা ক'বন্ধুতে মিলে এ-জেলায় প্রথম কংগ্রেসের গোড়াপত্তন করি। যেদিন গান্ধীজীর আদেশে আমি এগিয়ে এসে আত্মনিয়োগ করি দেশের কাজে; যেদিন সর্বস্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মচারীর জীবনাদর্শ স্বীকার করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি দেশকে স্বাধীন করার দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে, যেদিন আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের খাজনা-বন্ধ আন্দোলনে উবুদ্ধ....উদ্বদ্ধ...না, উদ্বুদ্ধ করি.... কি সব দাঁতভাঙা কথা! সেদিন বৃটিশের শাসনের ভিত কেঁপেছিল! এসেছিল নির্মম দমন, উৎপীড়ন, অত্যাচার! কিন্তু আমি টলিনি। দেশসেবার আদর্শ থেকে কেউ টলাতে পারে নি আমায়; স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে মুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হইনি। যেদিন শৈশবে গান্ধীজীর ডাক আমার কানে পৌঁছুলো.... যেদিন অহিংসার নীতি ...না, অহিংসা ধর্মের দীক্ষায় যেদিন... দীক্ষায়... দীক্ষায়....—দেত্তেরি,. মনেও থাকে না—এমন সব খটমটে কথা—। (*কাগজ বার করে দেখতে চেষ্টা করেন*) আরে দেত্তেরি পোড়াকপাল, চশমাটা এলাম ফেলে! যাক—আমি বিশেষ কিছুই আর বলব না, কারণ আমার বুকের ব্যামো আছে. বুক টিপ টিপ করে।

মানিক ॥ এবার ভাষণ দেবেন বিখ্যাত ভারতবন্ধু, বাংলা-ভাষায় সুপণ্ডিত, কলকাতার প্রখ্যাত ইংরেজ সওদাগরী আপিস 'চার্লটন ব্রাকলি কোম্পানী'র অন্যতম মালিক শ্রীযুক্ত চার্লস ইনগ্রাম মহোদয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য: ইনগ্রামসাহেবের আগের কর্মস্থল ছিল এই মুর্শিদাবাদ জেলা। সেদিনের যাঁরা এখনো জীবিত তাঁরাই জানেন—ভারত ও ভারতের মানুষেব প্রতি কি গভীর প্রীতি, সমবেদনা, ও ভালবাসা ছিল ইনগ্রামসাহেবের বুকে। আজ তিনি কলকাতা থেকে তাঁর আগের কর্মস্থলে এসে আমাদের স্বাধীনতা-উৎসবকে মহীয়ান করে তুলেছেন। তিনি না থাকলে এ স্বাধীনতা পূর্ণ হোতো না। ভারতবন্ধু চার্লস ইনগ্রামসাহেব!

[ইনগ্রামের প্রবেশ।]

ইনগ্রাম ॥ বন্ধুগণ—আমি ছিলাম এখানকার পুলিশের কর্তা। মানিকবাবু বলেছেন আমি এখানকার মানুষকে ভালবাসতাম। কিন্তু আপনারা আমায় দেখেছিলেন চরম অত্যাচারের জীবন্ত প্রতিনিধি হিসাবে। কেন এবং কার প্রতি ছিল সে অত্যাচাব, সে ঘৃণা? সেই দস্যুদের প্রতি, যারা খুনোখুনির পথে ভারতকে স্বাধীন করবাব স্বপ্ন দেখত। সেরকম স্বাধীনতা বরদাস্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু আজ যে স্বাধীনতা এসেছে, এটা এসেছে অহিংসার পথে, আলোচনার পথে। এ স্বাধীনতাকে আমি স্বাগত জানাতে এসেছি। বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের কথামত এ স্বাধীনতা এসেছে—বিনা রক্তপাতে, বন্ধুত্বপূর্ণভাবে। এ স্বাধীনতার ফলে ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের ভেতরেই থাকছে। সর্বোপরি যখন দেখছি—বৃটিশ-পুঁজি ভারতে নিরাপদেই খাটতে পারবে, যখন দেখছি স্বাধীনতা আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ-পুঁজি কমার বদলে ছ'গুণ বেড়ে গেল। তখন এ-ধরনের স্বাধীনতায় আমাদের কী আপত্তি থাকতে পারে? তাই—কলকাতা থেকে আমি এসেছি আপনাদের অভিনন্দন জানাতে। এসে যখন দেখছি মানিক সেন স্বাধীনতা-অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং যুগল চৌধুরী কংগ্রেসের সভাপতি, তখন আমি আরো নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারি—এরকম স্বাধীনতায় আমার কোনো আপত্তি নেই।

(*হাসেন*) আমি কিঞ্চিৎ স্পষ্টবক্তা, কিছু মনে করবেন না—এহেন স্বাধীনতায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মানিক॥ এবার আপনাদের সামনে আসছেন আজকের প্রধান অতিথি, অগ্নিযুগের বিপ্লবী পুরুষসিংহ, বর্তমানে স্বাধীন ভারত-সরকারের কৃষির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

[*খদ্দর-পরা বীরেনের প্রবেশ।*]

মহিউদ্দিন॥ খবরদার! বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছে! গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেব!

মানিক॥ মুর্শিদাবাদ জেলার জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের অতিপ্রিয় সেনাপতি বীরেন গাঙ্গুলিকে প্রথমে মানপত্র প্রদান করছেন যুগল চৌধুরী মহাশয়।

যুগল॥ চশমা ফেলে এসেছি! আই লেফ্‌ট্‌ মাই স্পেক্‌টাকুলার।

মানিক॥ এমন এক একটা কাণ্ড করেন আপনি! মহিউদ্দিন সাহেব পড়ে দিন। যুগলবাবু শুধু মাল্যদান করবেন।

[*যুগল কর্তৃক বীরেন মাল্যভূষিত হন।*]

মহিউদ্দিন॥ (*মানপত্র পড়েন*) "হে বীর, স্বাধীনতাযুদ্ধের হে মৃত্যুঞ্জয় সেনাপতি, তোমার পিস্তলের আগুনে প্রজ্বলিত হইয়াছিল দেশব্যাপী দেশপ্রেমের অনল। তুমি পথ দেখাইয়াছিলে, সেই পথ ধরিয়া আমরা দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের পাশবিক পীড়নেও তোমার একনিষ্ঠ দেশপ্রেমে কখনো ফাটল ধরে নাই। সে ত্যাগ—ব্রহ্মচর্যের সেই আশ্চর্য সর্বত্যাগী তপস্যার পুরস্কারস্বরূপ তুমি আজ স্বাধীন দেশের সর্বোচ্চ শাসকমণ্ডলীর অন্যতম। তবু যে তুমি তোমার প্রোজ্জ্বল দেশপ্রেমের লীলাক্ষেত্র মুর্শিদাবাদকে বিস্মৃত হও নাই, ইহা তোমার মহত্ত্ব। আজ আমাদিগকে আশীর্বাদ করো, তোমার ত্যাগ, তোমার বীরত্ব, তোমার আদর্শবাদিতা, তোমার নিষ্ঠা, তোমার দেশপ্রেম, তোমার শৌর্য, তোমার বীর্য, তোমার সাহস যেন আমরা অনুকরণ করিতে পারি—ইতি বিস্ময়মুগ্ধ মুর্শিদাবাদের জনগণ।"

বীরেন॥ (*মানপত্র গ্রহণ করে—*) সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ—আজ বক্তৃতার সময় নয়, কাজের সময়। এতদিন যুদ্ধ করেছি, এবার শান্তিপূর্ণ গঠনকার্য। একদিন অনাহার বরণ করে, নিদ্রা-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পত্তি সব বিসর্জন দিয়ে পিস্তল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বৃটিশ পশুশক্তির সামনে। তাই আজ স্বাধীনতা এসেছে। এ স্বাধীনতাকে বাস্তব করে তুলতে হবে। তাই (*ঘড়ি দেখে*) আমাকে পরিদর্শনে বেরুতে হবে, গ্রামাঞ্চলে যেতে হবে। আমি কৃষিমন্ত্রী হয়েছি কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব রূপ দিতে! কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—কৃষককে জমি দেবে, জমিদারী উচ্ছেদ করবে। তাই তাড়াতাড়ি এ অনুষ্ঠান শেষ করা প্রয়োজন। এখন পতাকা উত্তোলন করা হবে- -

মানিক॥ আসুন—এই দিকে!

[*বীরেন পতাকার দড়ি ছুঁতেই ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে আসে খোঁড়া, ন্যুব্জদেহ এক ব্যক্তি, লাঠিতে ভর দিয়ে—সে কল্যাণ ঘোষ।*]

কল্যাণ॥ দাঁড়াও—ও পতাকা ছুঁয়ো না।

মহিউদ্দিন॥ এই—এই ডাণ্ডা চালাতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

কল্যাণ॥ বীরেন! বীরেন গাঙ্গুলি! তোমার ঐ নোংরা হাতে ঐ পতাকা ছোঁবে? বীরেনকে

আপনারা স্বাধীনতার পতাকা ছুঁতে দেবেন?

মানিক॥ মহিউদ্দিন-সাহেব—তাড়িয়ে দিন!

কল্যাণ॥ (*পুলিশের করায়ত্ত হয়*) শুনুন সবাই! তাকিয়ে দেখুন! সব একই রইল, তবু নাকি স্বাধীনতা! মানিক সেন—যার হাতে বহু দেশপ্রেমিকের রক্ত লেগে আছে! যুগল চৌধুরী নাকি স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা! বীরেন গাঙ্গুলি নাকি পিস্তল চালিয়ে স্বাধীনতা এনেছে! এ এমন স্বাধীনতা যে নারীধর্ষণকারী চার্লস ইনগ্রাম হাসছে। এ এমন স্বাধীনতা যে বেইমান বীরেন গাঙ্গুলির গলায় ফুলের মালা। বন্ধুগণ শহীদ অবিনাশ বসুর নামে বলছি—

বীরেন॥ তাড়িয়ে দিন! গলাধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করুন!

কল্যাণ॥ আমাকে তাড়িয়ে দেবেন? স্বাধীনতা উৎসবে আমার অধিকার নেই? আছে আপনাদের?

মানিক॥ স্বাধীনতা উৎসবে বাজে-লোকের চেঁচামেচি আমরা সহ্য করবো না!

কল্যাণ॥ প্রতারণা! জনতাকে ঠকিয়েছে ওরা! প্রতারণা!

[*কল্যাণকে ওরা টেনে নিয়ে ধাক্কা মেরে বার করে দেয়।*]

বীরেন॥ আর দেরী নয়—গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনে যাব। সেটাই আসল কাজ।

যুগল॥ তার আগে বাবা বীরেন—আমার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া কবতে হবে। দেশের স্বাধীনতা এসেছে! একটু আনন্দ করবো না?

ইনগ্রাম॥ চলুন! এরকম স্বাধীনতায় আমিও আনন্দ করবো!

মানিক॥ বলুন—বন্দে মাতরম্‌।

[*সকলের প্রস্থান।*]

॥ পর্দা ॥

তেরো

[*রহমতের বাড়ির প্রাঙ্গণ। রহমৎ ও সুবোধের প্রবেশ।*]

রহমৎ॥ স্বাধীনতার যুদ্ধটা, বুঝলে না—শেষ হয় নি এখনো। নইলে স্বাধীন পুলিশ এসে যুগল চৌধুরীর হয়ে কৃষক উচ্ছেদ করে?

সুবোধ॥ দাঁড়াও, করাচ্ছি কৃষক-উচ্ছেদ। এবারে এক দানা ধান শালা যুগল চৌধুরীর গোলায় যাবে না, বুঝলে রহমৎকাকা? কেমন বুঝছ এলাকার অবস্থা?

রহমৎ॥ এ এলাকা শক্ত আছে। তোমার দিক কি বলে?

সুবোধ॥ ধান কেউ দেবে না। চিরদিনকার বৃটিশের দালাল যুগল চৌধুরী—শুনছি সে-ই নাকি এখন কচুপোড়া কংগ্রেস। শালা এই সেদিন দাঙ্গা লাগাচ্ছিল প্রাণপণে। শুনছি—বীরেন-মন্ত্রীকে নিয়ে সে আজ গ্রাম দেখতে আসবে। ধরে দু'ঘা দিলে কেমন হয়।

রহমৎ॥ মাথা গরম কোরো না বুঝলে? দু'ঘা কেন, দশ-ঘা দেব, মেরে ফেলব। কিন্তু তার আগে তৈরি হয়ে নিতে হবে!

সুবোধ॥ যারা লড়াই করলো, যারা জেলে গেল, যাদের গ্রাম জ্বলে গেল, তারা সেই অনাহারেই থেকে গেল, রহমৎকাকা। আর যারা ছিল বৃটিশের গোলাম, আমাদের ধরিয়ে দিল বৃটিশের হাতে, তারা মাথার ওপর এসে বসেছে, এখনো বুক চিরে রক্ত খাচ্ছে। বুঝতেই পারছো কি রকম কচুপোড়া স্বাধীনতা এটা।

[*কল্যাণের প্রবেশ।*]

কল্যাণ॥ রহমৎকাকা!

রহমৎ॥ (*খানিকক্ষণ ক্ষীণদৃষ্টি রহমৎ চিনতে পারে না বিকলাঙ্গ কল্যাণকে*) কে গো বাবা তুমি?

সুবোধ॥ রহমৎকাকার চোখে ছানি পড়েছে কল্যাণ, কাউকেই চিনতে.....

রহমৎ॥ কল্যাণ! কল্যাণ বললে না? কল্যাণ! আমার কল্যাণ!

[*ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে কল্যাণকে ; চোখের জল বাধা মানছে না।*]

কবে এলি বাপ?

কল্যাণ॥ এই তো, আজ সকালে।

রহমৎ॥ তোর এ কি অবস্থা করেছে ওরা, বাবা! এ কি করেছে তোকে।

সুবোধ॥ কল্যাণকে এখুনি স্বাধীনতা-উৎসব থেকে বার করে দিয়েছে।

রহমৎ॥ দেবেই তো, স্বাধীনতা তো এটা নয়, এটা কচুপোড়া স্বাধীনতা।

কল্যাণ॥ সুবোধদা, কেমন আছ?

সুবোধ॥ জমি-টমি সব গেছে দাদাভাই। জেলে গিয়েছিলাম স্বাধীনতার জন্য ; তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছি।

কল্যাণ॥ বলো রহমৎকাকা, খবর বলো শুনি।

রহমৎ॥ খবর? তোমার বাবা-মা'র মৃত্যুসংবাদ তো জেলে বসেই পেয়েছি। বীরেনের মা মারা যান অবিনাশ ধরা পড়ার সাতদিন পরে। বীরেন হাসপাতালে দেখা করতে গেল ; মা বললেন : আমার ছেলে দেখা করতে এসেছে? সে কি? আমার একমাত্র ছেলে অবিনাশ তো জেলে বসে আছে ফাঁসির অপেক্ষায় ; ও'র তো ছেলে নেই আমার। এই বলে বুড়ি মরে গেল। দাঁড়াও—তোমার দিদিভাইকে ডাকি! নসিবন! ও নসিবন! কে এসেছে দেখ।

[*নসিবন বেরিয়ে এসে কল্যাণের ন্যুব্জ দেহ দেখে এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।*]

কল্যাণ॥ দিদিভাই!

নসিবন॥ (*ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে*) কল্যাণদা—আমাদের অপরাধ নিও না দাদা। আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে!

কল্যাণ॥ অপরাধ কিসের? কি ব্যাপার?

নসিবন॥ তোমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে, আমরা কিছু করতে পারি নি। আর মানসীকে আমরা..... (*থেমে যায়*)।

কল্যাণ॥ মানসী কি?

রহমৎ॥ থাক্ না এখন। একটু জিরিয়ে নিক আগে।

কল্যাণ॥ মানসীকে আমার মামা এসে কলকাতা নিয়ে গেছে শুনেছিলাম। নেয় নি?

রহমৎ॥ না, বাবা, নেয় নি। তখন আমরা তাকে এখানে এনে রেখেছি। তার কত কষ্ট হয়েছে। খেতে দিতে পারি নি কতদিন।

নসিবন॥ চিকিৎসা করাতে পারি নি—অপরাধ নিসনে দাদা আমার। আমার কাপড়ের মধ্যে থেকে ওর ঘড়িটা পড়ে গিয়েছিল বলেই তো ধরে ফেলল ওকে! দাঁড়াও, তাকে ডেকে আনি।

[*নসিবনের প্রস্থান।*]

সুবোধ॥ কি মনে হচ্ছে, দাদাভাই? বৃটিশ যে ধাপ্পা দিয়ে দেশ ভাগ করে স্বাধীনতার ভাঁওতা দিল। ভবিষ্যতে কি হবে?

কল্যাণ॥ আমি কারাগারের চার দেওয়ালে আটকা ছিলাম বারো বছর। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দেশ নাকি স্বাধীন—অথচ লোকে খেতে পায় না, বৃটিশের দালাল জমিদাররা কৃষকের রক্ত শুষে খাচ্ছে, মজুতদাররা গুদামে চাল আটকে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে, বৃটিশ-শোষণ ছ'গুণ বেড়ে গেছে। আমরা এত ব্যর্থ হয়েছি? অবিনাশ বসুব রক্তেব ফোঁটা থেকে আর যোদ্ধা সৃষ্টি হবে না? চারদিকে এত ক্লীব, এত *বৃহন্নলা* কোত্থেকে এল? অবিনাশ বসুর বাংলাদেশে যুদ্ধ করার কেউ নেই?

বহমৎ॥ (*শান্ত স্বরে*) আছে। দেখবে।

[*নসিবন ও মানসীর প্রবেশ। মানসীব এলো চুল, উন্মাদ দৃষ্টি।*]

নসিবন॥ দেখ মানসী—তোমার দাদা এসেছে। (*মানসী কথাটা বুঝতে পারে না*) দাদা এসেছে বোন, দাদা।

মানসী॥ একটা কথা বলবো? কাউকে বলবে না বলো? বলো, কথা দাও!

কল্যাণ॥ কাউকে বলব না।

মানসী॥ (*ব্লাউজের মধ্য থেকে ছেঁড়া, অর্ধদগ্ধ একটা বই বার করে*) আমার বইটা ওরা পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। এ লেখা কার *জান*? মাইকেল কলিন্‌স্। আমার দাদা আমা'.ক এই বইখানা পড়াতো। ওরা পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে।

কল্যাণ॥ তাবপব?

মানসী॥ (*মাথা নেড়ে*) আমার দাদাকে ওরা জেলে নিযে গিযে মেরে ফেলেছে। (*গান গেয়ে ওঠে*) ছি! ছি! চোখের জলে ভেজাস নে আব মাটি। শোনো, কাউকে বোলো না—কাউকে বোলো না কিন্তু—ওস্তাদকে চেনো? ওস্তাদ?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ।

মানসী॥ ওস্তাদ কোথায় লুকিয়ে আছেন আমি জানি, আর কেউ জানে না। কাউকে বোলো না। বললে ওরা এসে মারবে, গায়ে ছ্যাঁকা দেবে। ওস্তাদ কোথায় আছেন শুধু আমি জানি।

কল্যাণ॥ (*চোখের জল মুছে*) কোথায় লুকিয়ে আছেন বে মিনি?

মানসী॥ (*বুকে হাত দিয়ে*) এইখানে। কাউকে বোলো না। শুনতে পেলে ওরা না—আমার বুক চিরে ওঁকে নিয়ে যাবে। ওস্তাদ যে অবিনাশদা, তুমি কি করে জানলে?

কল্যাণ॥ মিনি! আমি কল্যাণ! আমি দাদা! মিনি, আমি এসেছি রে! ফিরে এসেছি!

(*মানসীকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়*) মিনি! তাকা আমার দিকে! আমি দাদা!

রহমৎ ॥ (*কল্যাণকে বাধা দেয়*) লাভ নেই, বাবা আমার, কোনো লাভ নেই।

মানসী ॥ তুমি আমার দাদা বিপ্লবী কল্যাণ ঘোষকে চিনতে?

কল্যাণ ॥ হ্যাঁ।

মানসী ॥ হ্যাঁ, চিনতে না ছাই! বিপ্লবী দলে তাঁর নাম কি ছিল বলো তো?

কল্যাণ ॥ "খোকা", না রে মিনি?

মানসী ॥ তুমি এসব জানো? আপনি কি বিপ্লবী?

কল্যাণ ॥ ছিলাম, বিপ্লবী ছিলাম।

মানসী ॥ তাহলে আমি আপনাকে প্রণাম করি। (*তথাকরণ*) চিনতে না পেরে আমার বাবা দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, জানেন আপনি?

[*মানসীর প্রস্থান।*]

কল্যাণ ॥ রহমৎকাকা—লড়াইটা বড় ভীষণ হয়েছিল, না? কেউ পরিত্রাণ পায় নি! দিদিভাইকে আবরণহীন করে বাজারের মধ্যে মেরেছিল। মিনির তো যা ছিল সবই কেড়ে নিল! সুবোধদার বউকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছিল! আমাদের মায়েরা বুকফাটা হাহাকার করে মরেছে। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে—কেন? বীরেনকে মন্ত্রী বানাতে? যুগল চৌধুরীর সিন্দুক ভর্তি করতে? নারীধর্ষণকারী ইনগ্রাম সাহেবদের শোষণের সুবিধা করে দিতে?

রহমৎ ॥ (*শান্ত স্বরে*) দেশকে স্বাধীন করতে।

কল্যাণ ॥ এর নাম স্বাধীনতা?

রহমৎ ॥ না, এর নাম স্বাধীনতা নয়। যে স্বাধীনতা আমরা শীঘ্রই কেড়ে নেব, যার জন্য তোমরা সব দিয়েছ।

সুবোধ ॥ শালারা আসছে! সব শালা একসঙ্গে আসছে।

[*নসিবনের প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে যুগল, বীরেন, মানিক, মহিউদ্দিন ও সেপাইরা।*]

যুগল ॥ রহমৎ আছো নাকি? (*সুবোধ ও নিতাইকে*) তোমরাও আছ? ভালই হোল। কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস আছ নাকি?

[*কৃত্তিবাসের প্রবেশ।*]

এই যে মন্ত্রীমশাই! এ কৃত্তিবাস। খুব ভাল লোক।

বীরেন ॥ কেমন আছেন রহমৎকাকা?

রহমৎ ॥ তুমি তো ভালই আছ দেখছি।

সুবোধ ॥ বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।

বীরেন ॥ যা কাজের ঠেলা, হাঁপিয়ে উঠেছি।

মানিক ॥ এবার কাজের কথাটা হয়ে যাক।

যুগল ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—রহমৎ—শুনলাম, তোমরা নাকি বৈঠক করে ঠিক করেছ, আমায় ধান দেবে না?

রহমৎ ॥ ঠিকই শুনেছেন।

যুগল ॥ রহমৎ, তোমায় নিয়ে আমার হাঙ্গামা-হুজ্জুতের আর শেষ নেই। সেই '৩০

সাল থেকে তুমি এখানে আমার প্রধান শিরঃপীড়া, মাই চীফ হেডপেইন। ধান দেবে না কেন?

রহমৎ॥ আপনারা বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হলে চষীই হবে জমির মালিক। এখন বলছেন দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই জমির মালিক আমরাই। তাই আপনাকে আর ধান দেব কেন?

যুগল॥ উঃ, আমার বুক টিপ টিপ করছে।

সুবোধ॥ সতের বছর ধরে ঐ এক কথা শুনে আসছি। কচুপোড়া মরেও না।

যুগল॥ শুনলেন মন্ত্রীমশাই, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কবুল করলো, ধান দেবে না।

বীরেন॥ রহমৎকাকা—স্বাধীন সরকার কৃষকদের কথা বিবেচনা করছেন। আমাদের সময় দিন।

রহমৎ॥ পেটের খিদে সময় মানে না।

বীরেন॥ আমি কৃষিমন্ত্রী, আমি কথা দিচ্ছি; কয়েক বছরের মধ্যে কৃষকদের অবস্থা—

রহমৎ॥ তোমার কথা বিশ্বাস কবাব কোনো কারণ আমাদের আছে?

মানিক॥ এই বহমৎ। "আপনি" করে বোলো, আর কথাগুলো একটু সমঝে বোলো।

বীরেন॥ আমরা সব ব্যবস্থা করবো। তবে ইতিমধ্যে আপনারা ধান দিয়ে দিন।

রহমৎ॥ না।

বীবেন॥ আইন ভঙ্গ কববেন?

রহমৎ॥ আইন! কাব আইন! জমিদাবদের পক্ষে যে আইন, সেটা বৃটিশবা তৈরি করেছিল। আপনারা সেই আইনেব ভয় দেখাচ্ছেন? আপনাবা তো খাসা স্বাধীনতা আনলেন!

যুগল॥ ধান দেবে না?

রহমৎ॥ না।

বীরেন॥ কি করে ধান আটকে বাখবেন? সশস্ত্র পুলিশ দিযে সে ধান আমরা নিয়ে যাব, কারণ আইন সবাইকে মানতে হবে।

রহমৎ॥ বৃটিশের আইন মানি না।

বীবেন॥ বৃটিশ কোথায়? দেশ স্বাধীন।

রহমৎ॥ তুমি যেখানে মন্ত্রী হও, সে স্বাধীনতাও মানি না।

যুগল॥ কৃত্তিবাস, এ শালাদেব কে কে এই হাঙ্গামার শিবোমণি, বলো তো।

কৃত্তিবাস॥ আজ্ঞে সব, সব ক'টা। কেউ বাদ নেই।

যুগল॥ (বীরেনকে) ঐ! শুনলেন? বুক টিপ টিপ করছে। সবাই একজোট হয়েছে, অথচ আপনার পুলিশ কড়ে আঙুলটি তুলছে না।

বীরেন॥ (মানিককে) আপনারা কোনো স্টেপ নেন নি কেন?

মানিক॥ মানে—ভাবছিলাম—একটু ভয় পাচ্ছিলাম—স্বাধীন সরকার আবার কোন নীতি নেয়, জানতাম না তো! বৃটিশের আমল হলে গাঁয়ে আগুন দিতে দেরী করতাম না, স্যার।

বীরেন॥ আইন কেউ অমান্য করলে, সেই একই নীতি প্রয়োগ করতে আপনারা বাধ্য। রহমৎ শেখ—সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে ধান কেড়ে নিতে আপনারা বাধ্য করবেন না।

রহমৎ ॥ সশস্ত্র পুলিশকে ভয় পেলে আর অবিনাশের দলে থাকতাম না।

বীরেন ॥ এটাই আপনার শেষ কথা?

রহমৎ ॥ হ্যাঁ।

বীরেন ॥ মানে—আপনারা কি আবার অবিনাশদার পথ ধরলেন নাকি? গুলি চালাবেন?

রহমৎ ॥ দরকার হলে চালাবো। তবে এবার বীরেন গাঙ্গুলির মতন বেইমানদের আগে জবাই করে তবে লড়াই শুরু করবো।

বীরেন ॥ (গর্জ্জন করে) খবরদার! তোমায় গ্রেপ্তার করতে পারি জানো?

রহমৎ ॥ আমি কোন ছার, অবিনাশ বসুকে গ্রেপ্তার করিয়েছিলে, মনে পড়ে?

বীরেন ॥ দেখছি তোমরা সংঘর্ষই চাও। বেশ, তাই হবে। মানিকবাবু—এদের শায়েস্তা করার জন্য যা প্রয়োজন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

মানিক ॥ (*হেসে*) সেসব তো একেবারে রেডি, স্যার। আমি ইনগ্রামসাহেবের ছাত্র! রহমৎ শেখ—আবার মেয়েকে চাবুক খাওয়াবার ইচ্ছে হয়েছে, না?

রহমৎ ॥ (*হেসে*) আপনার গুরু ইনগ্রামসাহেবের চাবুক খেয়েও সে টলে নি, ছাত্রের চাবুকে কী হবে?

মানিক ॥ চোপরাও। আবার গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেব! আগুন লাগাবো!

সুবোধ ॥ রহমৎকাকা—আনন্দ করো, এবার স্বাধীন আগুন; আগেরটা ছিল ইংরেজের আগুন! তবে ঘরটা কিন্তু সমানই পোড়ে।

যুগল ॥ দেখ সুবোধ—কিছুতেই একটা জিনিস তোদের মাথায় ঢোকে না কেন? স্বাধীনতা মানে তোর স্বাধীনতা নয়—

সুবোধ ॥ শুধু আপনার স্বাধীনতা! চাল নিয়ে কালোবাজারি করার স্বাধীনতা!

মানিক ॥ খবরদার! ডাণ্ডা মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব!

সুবোধ ॥ কি সৌভাগ্য আমার। স্বাধীন ডাণ্ডা তো! স্বাধীনতা-দিবসে স্বাধীন ডাণ্ডার বাড়ি খাবো! কি সৌভাগ্য!

মানিক ॥ সেপাই! ধরো তো শালাকে! রহমৎকেও! গারদে নিয়ে গিয়ে চাবকে ঠাণ্ডা করছি!

[*(সেপাইরা এগোতে কল্যাণও এগিয়ে আসে।)*]

কল্যাণ ॥ গায়ে হাত দিয়ে দেখ্!

মানিক ॥ সেই লোকটা! এই, কি চাই এখানে?

বীরেন ॥ দাঁড়ান! এ কল্যাণ ঘোষ!

মানিক ॥ কল্যাণ ঘোষ!

যুগল ॥ কল্যাণ!

কল্যাণ ॥ (বীরেনকে) চিনেছ দেখছি।

বীরেন ॥ সকালেই চিনেছিলাম।

কল্যাণ ॥ ভয় পেও না বীরেন, পিস্তল নেই আমার পকেটে।

বীরেন ॥ (কম্পিতস্বরে) ভয় আমি পাই না।

কল্যাণ ॥ ভয় পাও না? ভয় পাও না বীরেন? বেশ, দেখ—ভয় পাও কি না?

[*ইঙ্গিত করতেই নসিবন মানসীকে নিয়ে আসে।*]

এই মেয়েটিকে মনে পড়ে? ফুলের মতন সুন্দর, উজ্জ্বল সব সম্ভাবনার সমষ্টি—মানসী—মনে পড়ে? মানসী?

বীরেন॥ মানসী! (*এবার সে পিছোয়—ভয়ে*)।

কল্যাণ॥ ভয় পাচ্ছ, বীরেন? সামান্য একটি মেয়ে, ভয় পেয়ে গেলে? মানিকবাবু—আপনারা পিছিয়ে গেলেন? বীরেন—এই মেয়েটিকে তুলে দিয়েছিলে ইনগ্রামের হাতে—ধর্ষণ করতে! মনে পড়ে?

বীরেন॥ মানিকবাবু—মানিকবাবু—ওকে আমার কাছে আসতে দেবেন না! আমার কাছে আসতে দেবেন না! মেরে ফেলবে! আমায় মেরে ফেলবে!

[*বীরেনের প্রস্থান।*]

মানসী॥ (*হেসে*) ও লোকটা এমন করছে কেন? কি মজা!

যুগল॥ চলুন, এখানে আর নয়!

[*যুগলের প্রস্থান।*]

রহমৎ॥ যাচ্ছ কোথায়? ধান নেবে না?

সুবোধ॥ ঘরে স্বাধীন আগুনটা তাহলে কে দেবে?

মানিক॥ দেব, সুবোধ! এত সহজে পার পেয়ে যাবে ভেবো না! পুরো ফৌজ নিয়ে ফিরে আসব! এ গ্রামের চিহ্ন আর থাকবে না—বলে দিলাম।

[*মানিকের সদলবলে প্রস্থান।*]

কল্যাণ॥ রহমৎকাকা! ফিরে আসবে স্বাধীন পুলিশ, গ্রামে আগুন দিতে, শুনলে?

রহমৎ॥ আসুক! লড়ে যাব।

সুবোধ॥ হ্যাঁ, লড়াই হবে।

নসিবন॥ এর নাম স্বাধীনতার যুদ্ধ।

কল্যাণ॥ কি দিয়ে লড়বে? জনতা শক্তিমান, জানি। তবু অস্ত্রও তো চাই। রাইফেলের মুখে দাঁড়াবে কি নিয়ে?

নসিবন॥ কেন দাদা, ভুলে গেছ? আমার জিম্মায় রাইফেল রেখে গেলে না?

কল্যাণ॥ সে....সে রাইফেল এখনো আছে? বুক দিয়ে আগলে রেখেছ!

নসিবন॥ নিশ্চয়ই, দাদা তুমি বলে গেলে যে, রাইফেল তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম, বলো নি?

কল্যাণ॥ গ্রাম পুড়েছে, গুলি খেয়েছ, চাবুক খেয়েছ, তবু রাইফেল ছাড়ো নি!

নসিবন॥ তাই কি কখনো পারি?

কল্যাণ॥ কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে রাইফেল! পুরো গ্রাম খুঁজে, আগুন দিয়ে গিয়েছিল—

রহমৎ॥ (*হেসে*) একটা বাড়ি খোঁজার কথা ওদের মনে হয় নি, বাবা।

কল্যাণ॥ কার বাড়ি?

রহমৎ॥ এই কৃত্তিবাসের।

কল্যাণ॥ কৃত্তিবাসদা, তুমি... তুমি এমন শক্ত মানুষ!

কৃত্তিবাস ॥ (হেসে) যুগল ভাবে আমি ওর ডান হাত।

[রাইফেল নিয়ে নসিবনের প্রবেশ।]

নসিবন ॥ কল্যাণদা.... এই নাও তোমাদের রাইফেল।

কল্যাণ ॥ রহমৎকাকা—তোমরাই তো রাইফেল! আমরা ভুল করেছিলাম—লক্ষ লক্ষ রাইফেল এমনিতেই ছিল আমাদের!

রহমৎ ॥ ভাইসব—অসমাপ্ত স্বাধীনতা-সংগ্রাম এইবার শুরু হবে আবার। বেইমানদের ক্ষমা করো না। আমার মানসী-মা'র সতীত্বকে জুতোয় দলে, অবিনাশ বসুদের মৃতদেহ মাড়িয়ে, সশস্ত্র শহীদের বুকে পা রেখে ওরা দেশকে বেচে দিয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে। আমাদের সন্তানের অনাহারটা ওদের মুনাফা, আমাদের মায়েদের ক্ষুধার অশ্রুটাই সোনা হয়ে ওদের সিন্দুকে গিয়ে জমে। আবার শুরু করো স্বাধীনতার যুদ্ধ—ভারতের মুক্তিযুদ্ধ। বিগত দিনের শহীদরা সান্ধ্য আকাশের তারা হয়ে তাকিয়ে আছেন তোমাদের দিকে—কবে দেশের বুকে আগুনের অক্ষরে লিখবে তোমরা স্বাধীনতার নাম।

॥ পর্দা ॥

সীমান্ত

চরিত্রলিপি

কালমুক খাঁ
আমিনুল্লা খাঁ
মেহ্‌রাব খাঁ
ফিরদৌস খাঁ
আকবর খাঁ
দিলদার খাঁ
ওয়ালাদাদ খাঁ
দোস্ত মুহম্মদ
শা শুজা
মোল্লা শিকোর
আলেকজাণ্ডার বার্নস
জেনারেল এলফিন্‌স্টোন
স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটন
ব্রিগেডিয়ার শেলটন
গোরা সৈন্যগণ
নশীন
জহরৎ
জুবেদা
ইসাবেল

এক

[কাবুল, এপ্রিল ১৮৩৮। বালা হিসার দুর্গের প্রাঙ্গণে নানা আফগান দলপতি তরবারি ও রঙীন রুমাল লইয়া আনুষ্ঠানিক খটক নৃত্য করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায় যুবাপুরুষ আকবর খাঁ, আমিনুল্লা খাঁ, ফিরদৌস খাঁ, কালমুক খাঁকে; আবাব প্রৌঢ় মেহরাব খাঁ ও ওয়ালাদাদকে। শিশু দিলদার খাঁও (আকবরের পুত্র) সাধ্যমত নাচিতেছে।]

কালমুক॥ আমি কালমুক খাঁ, আমি আফ্রিদি পাহাড়ের কন্দরে লুকিয়ে লড়াই করি বলে ভারতের ইংরাজ সরকার আমাদের নাম দিয়েছে পর্বত-মূষিক!

[হাস্যধ্বনি এবং সাধুবাদ।]

আমিনুল্লা॥ আমি আমিনুল্লা খাঁ, গিলজাই। শান্তির নামে আমাব গায়ে জ্বর আসে, যুদ্ধ চাই।

মেহবাব॥ আমি মেহরাব খাঁ. আমরা দুরানি। আমি খেলাতের জায়গীরদার।

ফিরদৌস॥ আমি ফিরদৌস খাঁ, কাজিলবাশ।

আকবর॥ আমি বারুকজাই বংশের নেতা, আফগানিস্তানেব আমীর দোস্ত মুহম্মদেব পুত্র আকবর খাঁ।

দিলদাব॥ আমি আকবর খাঁর পুত্র, আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ আমীব দিলদাব খাঁ বারুকজাই।

[সকলেব হাস্য, কেননা দিলদার এক-আধবার আত্মপবিচয় ভুলিয়া আমতা আমতা কবিতেছিল।]

কালমুক॥ আর ইনি আত্মপরিচয় দেবেন না?

[সকলে ওয়ালাদাদকে প্রশ্ন করিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়ান।]

ওয়ালা॥ এখানে গুরুগম্ভীর সব পরিবারেব নাম শুনে আমার পিলে চমকে গেছে। আপনাদের সব বড় বড় বংশ; বংশদণ্ডের মতন সেসব নাম আমার মাথায় পড়ছে।

[হাস্যধ্বনি।]

মেহরাব॥ আপনার কি বংশ নেই?

ওয়ালা॥ না, আমবা বংশানুক্রমিক জারজ নানা বংশ গুলিয়ে গেছে আমাকে জন্ম দিতে। আমার পিতামহ ছিলেন কাজিলবাশ। তিনি একটি আফ্রিদি মহিলাকে ধর্ষণ করার ফলে জন্ম নেন আমার পিতা। এই যে পিতা, যিনি অর্ধেক কাজিলবাশ, অর্ধেক আফ্রিদি, ইনি আবার এক গিলজাই মহিলাকে ধর্ষণ করার ফলে, জন্ম নিই আমি। সুতরাং আমি কী আত্মপরিচয় দেব?

আকবব॥ ইনি কোহিস্তানের ওয়ালাদাদ খাঁ। যুদ্ধ আসছে, কোহিস্তানিবা আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার—

কালমুক॥ আফ্রিদিরা শ্রেষ্ঠ, কোহিস্তানিরা তার পরেই।

আকবর॥ তাই ইনি আমন্ত্রিত।

আমিনুল্লা॥ আকবর খাঁ, তোমার পিতা কোথায়? দোস্ত মুহম্মদ কোথায়? কি জন্যে আজকে এই জির্গা ডেকেছেন তিনি?

আকবর ॥ আমার পিতা একজন বিদেশী অতিথির পরিচর্যা করছেন, একটু বাদেই আসবেন। এই জিরগায় আমরা কেন মিলেছি সবাই জানেন—পারস্যের ফৌজ পশ্চিমে সরজাওয়ার এবং ফারা পর্যন্ত ঢুকে এসেছে। আফগানিস্তানে তো একাজ চলতে পারে না। যার খুশি ঢুকে এসে আফগানিস্তানকে বেওয়ারিশ বাগান ভেবে টপাটপ আঙুর তুলে খেয়ে যাবে, এটা—আপনারাই বলুন—সহ্য করা যায় কি? আমাদের নিজেদের মধ্যে পরিবারে পরিবারে যুদ্ধ চলে, সেই সুযোগে পারস্যের সম্রাট আফগানিস্তানকে চটকে মেহ্‌দি বানিয়ে দাড়িতে লাগাবেন, আমাদের স্বাধীনতাকে হামানদিস্তায় ছেঁচে সুর্মা বানিয়ে চোখে পরবেন, এটা বরদাস্ত করা যায় না। তাই এই জিরগা, আপনারা আরাম করুন, পানি দিয়ে অজু করুন, রোটি খান—আমার পিতা এখুনি আসছেন।

[*বোরখায় মুখ ঢাকিয়া ভৃত্য-সমভিব্যাহারে নশীনের প্রবেশ।*]

এ আমার স্ত্রী নশীন। এ আপনাদের সেবা করবে।

[*আকবর স্বয়ং মেহরাবের চরণ ধুইতে অগ্রসর হন।*]

মেহরাব ॥ তুমি আফগানিস্তানের আমীরের ছেলে, আমার পা ছুঁয়ো না।

আকবর ॥ আপনি বয়সে বড়ো, আমার অতিথি, যুদ্ধে মহাবীর, আপনার পা ছুঁতে পেলে কৃতার্থ হবো।

কালমুক ॥ বারুকজাই পরিবারে কি মহিলারা এভাবে সর্বসমক্ষে বেরোন?

[*তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিলেন।*]

নশীন ॥ অতিথি এলে বেরোই।

কালমুক ॥ (*সজোরে*) আসল কথা হচ্ছে, দোস্ত মুহম্মদ পূর্বে ছিলেন কুলি, মোট বয়ে তাঁর দিন গুজরান হতো। সত্যিকারের অভিজাত আচার ব্যবহার এ বাড়িতে আশা করা যায় না।

আকবর ॥ (*হাসিলেন*) আপনি অতিথি, যা খুশি বলে যেতে পারেন।

[*আকবর কালমুকের চরণ ধৌত করেন।*]

এ গৃহের বাইরে অবশ্য একথা উচ্চারণ করতে দেব না, এটাও মনে রাখবেন।

কালমুক ॥ কী, কী করবে তুমি?

আকবর ॥ (*হাসিমুখেই*) ছোরা দিয়ে আপনার পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে আপনারই গলায় মালা করে পরিয়ে দেব।

[*কালমুক ঈষৎ ভীত হইয়া আহারে মন দেন।*]

মেহরাব ॥ আমি দুরানি, আফগানিস্তানের বনেদী রাজবংশ। সেই বংশকে রাজ্যচ্যুত করে এর পিতা দোস্ত মুহম্মদ যখন গদি দখল করলেন, আমার ভাই কুলাঙ্গার শয়তান শা সুজাকে যখন দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখনই দেখেছি যুবক আকবর খাঁর হাসিমুখে ছোরা চালাবার ক্ষমতা। আমার এই চোখটা গেছে আকবর খাঁর গুলিতে।

আমিনুল্লা ॥ (*দিলদারকে*) এই বাচ্চা! তুই তো আফগানিস্তানের আমীর হবি, বল্, বন্দুক চালানো কেমন শিখলি?

দিলদার ॥ বাবা শেখান।

আমিনুল্লা ॥ কি কায়দায় শেখান?

দিলদার॥ পাথর ছুঁড়ে।

আমিনুল্লা॥ মানে পাথর আকাশে ছুঁড়ে দেন, আর পড়ার আগেই তাতে গুলি লাগাতে হয়?

দিলদার॥ হ্যাঁ।

[*সকলের সাধুবাদ।*]

আমিনুল্লা॥ লাগাতে পারিস?

দিলদার॥ মাঝে মাঝে লাগে, মাঝে মাঝে লাগে না।

আমিনুল্লা॥ (*দিলদারকে শূন্যে তুলিয়া*) সব লাগাতে হবে বাচ্চা, দুষমনের কপালে লাগাতে হবে দুদিন বাদেই।

আকবর॥ (*দিলদারকে এক ধাক্কায় ভূপাতিত করিয়া*) একদম আদর দেবেন না। এ বত্তমীজকে সেদিন ঘোড়ার ওপর থেকে গুলি চালিয়ে গাছের একটা পাতায় মারতে বলেছিলাম। দশবার মধ্যে ন'টা লাগেনি।

দিলদার॥ (*লাফাইয়া উঠিয়া*) বজ্জাত ঘোড়া দিয়েছিল আমায়। তার কদম এলোমেলো। জিনে বসতেই পারছি না, গুলি চালাবো কি?

[*সকলের বিপুল হাস্য। দিলদার নশীনের শরণ নেয়।*]

মা, আমাকে বাবা অকারণে মারলো।

নশীন॥ (*দিলদারের গালে চড় মারিয়া*) আফগান কখনো নালিশ করে না।

[*সকলের উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ।*]

কালমুক॥ (*ওয়ালাদাদকে*) এদের বংশ অতি নীচ। বারুকজাইরা অতি নীচ।

ওয়ালা॥ (*রুটি ছিঁড়িয়া*) সেটা আমাকে বলবেন না। আমার বংশ আরো নীচু। বাপ, ঠাকুর্দা, তার বাপ—সব শালা অনবরত নারী ধর্ষণ করে বংশ গুলিয়ে দিয়েছে।

কালমুক॥ (*রুটি লইয়া*) সেটা বুঝতেই পারছি। রুটির বড় অর্ধেকটা তুমি নিলে যে?

ওয়ালা॥ কেন? কি হলো? আরো তো আছে, খান না। শুধু এদিকে নজর কেন?

কালমুক॥ সেটা নিয়ম নয়। আফগান নিয়মে ছোটটা নিজে নিতে হয়, বড়টা অন্যের জন্য রাখে। আমি হলে ছোটটা নিতাম।

ওয়ালা॥ সেই ছোটটাইতো পেয়েছেন। তাহলে আবার রাগারাগি করছেন কেন?

[*ক্রোধে কালমুকের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। দোস্ত মুহম্মদের প্রবেশ।*]

দোস্ত॥ স্তারামাশে।

সকলে॥ খয়র মাশে।

দোস্ত॥ জোর দা।

সকলে॥ কুশাল দা।

[*দোস্ত মেহরাবের সহিত কোলাকুলি করিলেন।*]

দোস্ত॥ বিলম্বের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনাদের নাশ্‌তা হয়েছে তো?

ওয়ালা॥ এঁর নানা নিয়মকানুনের ঠেলায় খেতে আর পেলাম কই?

মেহরাব॥ আমীর, আমাদের ডেকেছ কেন? পারসিক সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করবে? আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

[*সকলের সমর্থন।*]

দোস্ত॥ পারস্যের বাহিনীকে শেষ করতে হবে খাশ রুদ নদীর তীরেই। কিন্তু আপনারা জানেন কি, এবার তারা সংখ্যায় দেড় লক্ষ? জানেন কি রুশ সম্রাটের এক লক্ষের এক বাহিনী উত্তর সীমান্তে অপেক্ষা করছে? তাদের সেনাপতি ভিক্‌তোভিচ দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আমরা কি রুশ ও পারস্যের মিলিত ফৌজকে রুখতে পারবো?

কালমুক॥ রুখতে না পারলে, লড়তে লড়তে মরে যাবো। কারুর দাস হয়ে তো পাঠানের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়!

[*সকলের সমর্থন।*]

দোস্ত॥ আমরা মরে গেলে আফগানিস্তান কি বাঁচবে? মরা খুব সহজ। কঠিন হচ্ছে বেঁচে থেকে যুদ্ধে জেতা।

আমিনুল্লা॥ তাহলে উপায় বলুন, আমীর। শান্তির নামে গায়ে জ্বর আসে, যুদ্ধ দিন আমায়।

দোস্ত॥ যুদ্ধ আসছে আমিনুল্লা খাঁ, কিন্তু সে-যুদ্ধে আমরা একা লড়বো না—আমাদেরো বন্ধু দরকার।

কালমুক॥ কে সেই বন্ধু?

দোস্ত॥ তাদের দূত এখানে উপস্থিত, আপনারা তাকে প্রশ্ন করুন।

[*দোস্তের ইঙ্গিতে আরব পোষাকে সজ্জিত আলেকজাণ্ডার বার্নস-এর প্রবেশ।*]

মেহরাব॥ এ কে আমীর? এ কি আরবি?

বার্নস॥ আমি আলেকজাণ্ডার বার্নস, কলকাতা থেকে আসছি।

মেহরাব॥ কলকাতা? সে তো হিন্দুস্তানের পূর্ব প্রান্তে এক বন্দর, বৃটিশ সরকারের রাজধানী।

বার্নস॥ আমি বড়লাট অকল্যাণ্ডের বিশেষ দূত।

কালমুক॥ আপনি তো পশতু ভাষা বেশ ভাল বলেন?

দোস্ত॥ ইনি আরবি আর ফার্সিও জানেন। এবং শুয়োরের মাংস স্পর্শ করেন না।

[*সকলের সাধুবাদ।*]

ইনি দিনে পাঁচবার নমাজ পড়েন, কোরান-শরীফ এঁর মুখস্থ।

[*সকলের সুউচ্চ সাধুবাদ।*]

ইনি আচারে-ব্যবহারে প্রায় মুসলমান।

বার্নস॥ প্রায় মুসলমান মানে? আমীর, ইনশা আল্লা আমি আপনার চেয়ে ভাল মুসলমান। আপনি আগে মদ খেতেন, আমি জীবনে মদ ছুঁই নি।

[*সকলের হাস্য ও সাধুবাদ।*]

দোস্ত॥ তাহলে মুসলমান সিকন্দর বার্নস এঁদের বলো তোমার প্রস্তাব।

বার্নস॥ ভারতের বৃটিশ সরকার চান স্বাধীন আফগানিস্তান। এখানে রুশ বা পারস্যের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দুর্বল হয়ে পড়বে, রুশ ফৌজ ভারতে ঢুকে পড়বে। সেইজন্য জেনারেল এলফিনস্টোনের নেতৃত্বে এক লক্ষ গোরা সৈন্য

আফগান সীমান্তে অপেক্ষা করছে। পারসিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যদি আপনারা আমাদের সাহায্য চান, তবে তারা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়বে।

[*সাধুবাদ।*]

আকবর॥ (*ধীর শান্ত কণ্ঠে*) কি শর্তে?

বার্নস॥ কী বললেন? শুনতে পাই নি।

আকবর॥ আপনাদের বন্ধুত্বের পেছনে শর্তের ল্যাজটা কত বড় জানতে চাই।

দোস্ত॥ আকবর খাঁ, ইনি সম্মানিত অতিথি, ভদ্রভাবে কথা বলো।

আকবর॥ (*মাথা নত করিয়া বুক স্পর্শ করিয়া*) ইঝাজদ দিন।

বার্নস॥ বলুন।

আকবর॥ হিন্দুস্তান ছিল গুলবাগিচা, সেখানকার মানুষ হোলি খেলত, গান গাইত, সুখে ছিল। এখন সে দেশটা একটা বিরাট কয়েদখানা। লোকে খেতে পায় না, কিন্তু তার সমাধান শুধু ভিক্ষাবৃত্তি—প্রতিবাদ করলেই বিনা বিচারে জেলে পুরে দেয়। সেখানে এখন আইন নেই, বিচার নেই, স্বাধীন কথাবার্তা নেই, স্বাধীন সংবাদপত্র নেই—কিছু নেই, আছে শুধু সরকারের চাবুক—পুলিশের হাতকড়া। অতবড় দেশটার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে আপনারা এখন আফগানিস্তানের স্বাধীনতার জন্য লড়বেন, এটা কি করে বিশ্বাস করবো?

বার্নস॥ বিশ্বাস করবেন, কারণ আফগানিস্তান আমাদের কাছে লোভনীয় নয়। কি গজায় আপনাদের এই মাটিতে? হিন্দুস্তানের সম্পদ আমরা লুঠ করছি—হ্যাঁ, আমি মুসলমান, মিথ্যা আমার আসে না—স্পষ্ট বলছি, হিন্দুস্তানকে শোষণ ক'রে বৃটেন আজ বিশ্বের সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। তার পাশে আফগানিস্তান কি দিয়ে আমাদের প্রলুব্ধ করবে? না, এ-দেশ দখল ক'রে আমাদের লাভ নেই। আমরা চাই স্বাধীন আফগানিস্তান, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এখানে রুশ বা পারসিক ফৌজ ঢুকলে আমাদের ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে। আমরা চাই কাবুলে দোস্ত মুহম্মদের আধিপত্য।

আকবর॥ তাহলে শা শুজাকে আপনারা আশ্রয় দিয়েছেন কেন?

[*এক মুহূর্ত নীরবতা।*]

বার্নস॥ খুদা কসম, আমার কথাটা—

আকবর॥ না, সিকন্দর, খুদা কসম বলে তুমি আমাকে টলাতে পারবে না। আরবি পোষাক, নমাজ আর কোরান শরীফ পাঠ, ওসবে এই সরল মানুষগুলিকে তুমি ইতিমধ্যেই কব্জা ক'রে ফেলেছ। এরা এই রকমই—বড় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ইমানদার। এরা ভাবতে পারে না কোনো মানুষ বেইমান হতে পারে। কিন্তু আমি আর তেমন নই, তুমি কিছু মনে কোরো না, আমার মনটা ফিরিঙ্গির মনের মতন বাঁকা, কালো, প্যাঁচানো। কেন এমন হোলো জানো? একটা গল্প বলি—এঁরা সকলেই জানেন, তুমিও শুনে নাও। আমার বৃদ্ধ ঠাকুর্দা ছিলেন কুলি। তাঁর নাম ফতে খাঁ।

বার্নস॥ জানি। তিনি বিদ্রোহের নেতা ছিলেন।

আকবর॥ তারপর সুলতান শা শুজা তাকে ধ'রে আনলো এই বালা হিসার দুর্গে। এই ঘরে এই খানটায় বৃদ্ধকে শিকল বেঁধে নিয়ে এল বিকলাঙ্গ সুলতান শা শুজার

সামনে। প্রথমে শা শুজার হুকুমে আতা মেমুদ খাঁ বন্দীর একটা কান কেটে নিল। তারপর শাহাগৌসি খাঁ কাটলো অন্য কান। শা শুজা নিজে হাতে কাটলো তাঁর নাক। খানামুল্লা খাঁ কেটে নিল ডান হাত, খালুক দাদ খাঁ কাটলো বাঁ হাত, সমরদার খাঁ কামিয়ে নিল দাড়ি। গুল মুহম্মদ কেটে নিল ডান পা। এক ঘণ্টা এইভাবে নিজের রক্তে ছটফট করার পর আতা মেমুদ খাঁ ফতে খাঁর মুণ্ডু কেটে নিয়ে প্রতিহিংসার খেলা শেষ করলো। কারণ কী? কারণ রাস্তা বানায় আর পাথর ভাঙ্গে যে নিরক্ষর কুলি ফতে খাঁ, সে মাথা সোজা ক'রে সুলতানের সমান হতে চায় কোন্ স্পর্ধায়? সিকন্দর, প্রভুত্ব আমরা সহ্য করতে পারি না, তাই শা শুজাকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি, আফগানিস্তানে রাজাগিরি আমরা শেষ ক'রে দিয়েছি। এখানে আর কখনো একজনের হুকুমজারি চলবে না। সেই শা শুজা হিন্দুস্তানে পালিয়ে গিয়ে আপনাদের আশ্রয় পেয়েছে কেন?

বার্নস॥ আশ্রয়? সে আমাদের হাতে বন্দী। যদি চান তো তাকে আপনাদেব হাতে সমর্পণ করবো।

[*উত্তেজনা।*]

দোস্ত॥ সত্যিই করবেন?

বার্নস॥ নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুনি তার পাঠাচ্ছি কলকাতায়। শা শুজাকে শিকলে বেঁধে ফৌজের সঙ্গে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়।

[*জয়ধ্বনি : নারা মারো হায়দ্রি —ইয়া আলি!*]

কালমুক॥ দুর্ভিক্ষে এ দেশের অর্ধেক মানুষকে মেরেছিল শুজা, তাকে কাবুলের রাস্তায় ঘুরিয়ে চাবুক মারতে মারতে মেরে ফেলা হবে।

আমিনুল্লা॥ আমাব পরিবাবে আব কেউ বেঁচে নেই, সবাই মরেছে শুজার হাতে। নিয়ে এস তাকে! গিলজাই বংশ প্রতিশোধ চায়।

[*সকলের তরবারি আন্দোলন।*]

ওয়ালা॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান! এই হচ্ছে আপনাদেব দোষ, বংশগরিমায় ফুলে ওঠেন! শা শুজা বদ্ধ উন্মাদ; তাকে মেরে কি লাভ? সে যেন এ দেশে ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা করুন।

কালমুক॥ উন্মাদ? উন্মাদ সে কখনোই নয়। সে শয়তান।

ওয়ালা॥ সে উন্মাদ। আমার কাছে প্রমাণ আছে।

কালমুক॥ কি প্রমাণ?

ওয়ালা॥ সে আমার বউকে কেড়ে নিযে গিয়ে বিয়ে করেছিল। উন্মাদ না হলে কেউ আমার বিবিকে বিয়ে করতে পারে না। (*হাস্য*) আস্ত এক বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে সে কাবুলে ঢুকবে। সে বেশি উন্মাদ, না আপনারা, আমার গুলিয়ে যাচ্ছে।

বার্নস॥ আপনারা তাকে চাইছেন তাই শিকলে বেঁধে আনছি। না চাইলে দরকার নেই, চুকে গেল।

ফিরদৌস॥ আমার বাবাকে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়ে মেরেছিল শুজা, তাকে চাই হাতের মুঠোয়।

মেহরাব॥ আমীর দোস্ত মুহম্মদ, তুমি জানো আমি দুরানি, শা শুজা আমার ভাই। আপনাবা

এ-ও জানেন, আমি প্রথমে শুজার পক্ষে অস্ত্র ধরেছিলাম। সে আমার ভাই। আমাদের মা জহ্‌রৎ বেগম এখনো বেঁচে। শুজাকে এখানে টেনে এনে খুন করলে—

কালমুক॥ (*গর্জন করিয়া*) তোমার শরীরে দুরানি খুন, সুলতান বংশের খুন, অত্যাচারীর জাত তোমরা—বেইমান—

মেহ্‌রাব॥ (*ছোরা টানিয়া*) কালমুক খাঁ! আমাকে বেইমান বলে কেউ আর বাঁচে নি!

[*কোলাহল, সকলে দুইজনকে নিবৃত্ত করে।*]

দোস্ত॥ কালমুক খাঁ অন্যায় করেছে। শা শুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখিয়েছেন শুজার ভাই মেহ্‌রাব খাঁ। আমরা আফ্রিদি, দুরানিদের যেমন মানি নি, বারুকজাইদেরও মানবো না। আফগানিস্তানে প্রভু কেউ থাকবে না।

আকবর॥ (*হাসিয়া*) আর ফিরিঙ্গি যদি প্রভু হয়ে বসে?

বার্নস॥ (*সজোরে*) কোরান-শরীফ আনুন! এই যুবক কিছুতেই ইংরেজের জবানে বিশ্বাস করছেন না। (*পা ধুইতে ধুইতে*) ইনি ভুলে যাচ্ছেন বৃটিশ সাম্রাজ্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে, কেননা আমরা ইমানদার, সত্যবাদী—

আকবর॥ সত্যবাদী হয়ে কখনো সাম্রাজ্য গড়া যায় না।

বার্নস॥ (*কোরানে হাত রাখিয়া*) পবিত্র কোরান স্পর্শ করে বলছি, আল্লাতল্লাহ্‌-র নামে শপথ করে বলছি, বৃটিশ বাহিনী আসছে শুধু পারসিক সেনাকে বিতাড়িত করতে।

দোস্ত॥ পারসিক সেনা বিতাড়িত হলেই আপনারা তৎক্ষণাৎ আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবেন?

বার্নস॥ তৎক্ষণাৎ! (*কোরান প্রত্যর্পণ করিয়া*) এবার আমাকে ইজাজত দিন, আমার নমাজের সময় চলে যাচ্ছে।

দোস্ত॥ জির্গা কি বৃটিশ ফৌজকে আসবার অনুমতি দিচ্ছে?

[*সকলের উচ্চকণ্ঠে অনুমোদন।*]

বার্নস॥ তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, কাল পেশোয়ার রওনা হই, বৃটিশ ফৌজ আর বন্দী শা শুজাকে নিয়ে আসি।

[*সকলে "খোদা হাফিজ" ইত্যাদি বলিয়া বিদায় দেন। বার্নস-এর প্রস্থান।*]

দোস্ত॥ আপনারা তাহলে যার যার এলাকায় ফিরে জওয়ানদের নিয়ে পশ্চিমে যাবার দিকে রওনা হন। পনেরো দিনের মধ্যে বৃটিশ ফৌজ নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব।

মেহ্‌রাব॥ বেবাদব, যুদ্ধে আমি থাকবো সবচেয়ে আগে; কিন্তু শা শুজাকে তোমরা গুলি করে মেরো, যন্ত্রণা দিও না।

[*প্রস্থান।*]

আমিনুল্লা॥ যুদ্ধ দাও আমাকে, শান্তির নামে গায়ে জ্বর আসে।

কালমুক॥ লড়ছি কিন্তু স্বাধীনতার জন্য; পারসিকদের তাড়িয়ে তোমাকে সুলতান বানাবো না কিন্তু দোস্ত মুহম্মদ। সুলতানশাহী শেষ।

ফিরদৌস॥ যুদ্ধ বাধলে তবে ভাল ভাল গান আসে মাথায়।

[*আমিনুল্লা, কালমুক ও ফিরদৌসের প্রস্থান।*]

ওয়ালা॥ কাজটা ভালো হলো না। কোহিস্তানে গিয়ে সবাইকে বলি বিবি সামলাতে, পাগলটা ফিরে আসছে?

দোস্ত॥ পাগল বলছো কেন ওকে! পাগল আবার কবে হলো?

ওয়ালা॥ আলবাৎ! নিজের ডান কান কামড়ে দিয়েছিল একবার।

নশীন॥ নিজের কান কামড়ানো যায় নাকি?

ওয়ালা॥ অবশ্য লোকটা একটু বেঁটে। চৌকির ওপর উঠে কামড়েছিল।

নশীন॥ বলছি নিজের কান কামড়াল কি করে?

ওয়ালা॥ বলছি না পাগল? তাই কামড়েছিল।

[*প্রস্থান। সকলের হাসা।*]

দোস্ত॥ ওয়ালাদাদ খাঁ নিজেই এক পাগল।

আকবর॥ ওকে পাগল ঠাওরানো ঠিক হবে না। ভাবলে দেখা যাবে ওর কথাগুলো সত্যি। এদিকে আয় বত্তমীজ, আমীরকে তসলীম জানা।

[*দিলদার ভ[illegible]সব হইয়া দোস্তকে কুর্নিশ করে।*]

দোস্ত॥ (*দিলদারকে আদর কবিতে কবিতে*) তোমাকে নাকি বাপ-মা দুজনেই মারে?

দিলদাব॥ সব সময়ে।

নশীন॥ তাহলে আমিও বলি? এ তলোযাব হাত থেকে ফেলে দেয, এমন বীব। এবং কাল জামান খাঁর তলোয়ারের চোট খেয়ে কেঁদেছিল।

দোস্ত॥ তা সব সমযে যুদ্ধ শেখালে হাত থেকে তলোযাব খসে যাবে না? ক্লান্ত হবে না?

আকবর॥ বিশ্রামের সময় কোথায়? এখন পাবসিকদেব সঙ্গে লড়াই। এব পব ইংবেজেব সঙ্গে। এবং তারপব আর শান্তি নেই। যদি বাঁচতে চায তো যুদ্ধ শিখুক।

দোস্ত॥ (*তীক্ষ্ণ কণ্ঠে*) তোমার বযস এমন কিছু হয়নি যে রাজনীতি সব বুঝে ফেলেছ। বার্নস সাহেবের আগে কোন ইংবেজকে চোখেই দেখনি। কি কবে জানলে ওবা বেইমানি করে?

আকবর॥ তুমি অত বেগে যাচ্ছ কেন জানো? তুমি নিজেও মনে মনে ভয পাচ্ছ—হযতো সাদা চামড়ারা বেইমানের জাত।

[*দোস্ত চমকাইয়া থামিয়া গেলেন।*]

বেইমান না হলে সমুদ্র পেরিয়ে অন্যেব দেশ কেউ কেড়ে নেয় না। ওবা হিন্দুস্তানে ঢুকেছিল বণিক সেজে। এখানে ঢুকলো নমাজি মুসলমান সেজে।

দোস্ত॥ (*জ্বলিয়া উঠিয়া*) এখন আর এসব কথার কোনো মানে হয না। জির্গা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এখন উল্টো গাইলে শাস্তি পাবে, চাবুক খাবে।

[*প্রস্থান।*]

নশীন॥ বাপের সঙ্গে ওভাবে কথা বলো কেন? সম্মান ক'রে কথা বলো না কেন?

আকবর॥ সম্মান কি মুখে দেখায় নাকি? সেটা তো এইখানে ভেতরে থাকে। আমার বাপ নূতন আফগানিস্তানের স্রষ্টা। তাঁকে যে সম্মান করি সেটা কি কথায় প্রকাশ করা সম্ভব?

নশীন॥ (*স্বামী-পুত্র দুইজনের হাত ধরিয়া*) চলো এবার, খেতে হবে।

আকবর॥ (হাত ছাড়াইয়া) না, না, একে এখন ঘোড়ায় চড়তে হবে। অন্ধকারে পাহাড়ের পথে ঘোড়া ছোটানো অভ্যেস করতে হবে। এখন একদমে যাবো দরওয়াজা পাহাড়ের ওপর—সেখান থেকে দেখবি বত্তমীজ—পায়ের কাছে কাবুল শহর শান্তিতে শুয়ে আছে, দেখবি তৈমুর লঙের সমাধির চূড়া প্রহরীর মতন সান্ধ্য আকাশের গায়ে জেগে আছে। তখন বুঝবি বন্দুকের নিশানা যদি ঠিক না থাকে, তলোয়ারে যদি শান না দেওয়া না থাকে, তবে ঐ শান্ত দেশ আর তোর থাকবে না। চলো, তুমিও চলো নশীন, স্বদেশ দেখবে চলো।

[*পুত্রকে স্কন্ধে লইয়া পত্নীর হাত ধরিয়া আকবর খাঁর প্রস্থান।*]

॥ পর্দা ॥

দুই

[*গজনির নিকটে বৃটিশ শিবির। ইউনিফর্ম পরিহিত বার্নস এবং তৎপত্নী ইসাবেলের প্রবেশ। ইসাবেল মদ্যপান করিয়া টলিতেছেন।*]

ইসাবেল॥ ওয়েলকাম, ওয়েলকাম হোম, আলেকজাণ্ডার। কাবুল থেকে ফিরলে কবে?

বার্নস॥ কাল মাঝ রাত্রে এসে পৌঁছেছি। ইসাবেল, সকাল বেলাতেই মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছ?

ইসাবেল॥ চুর মানে? আমি কি বেসামাল হয়েছি? আমি কি পড়ে গেছি? আমি কি অসংলগ্ন বকছি? আমি সারারাত সারাদিন মদ খেয়ে যাই, আমার কিছু হয় না। কাবুলে কী করলে বলো।

বার্নস॥ আমীর দোস্ত মুহম্মদের সঙ্গে সন্ধি করে—

ইসাবেল॥ ও নেভার মাইণ্ড পলিটিক্স্! রাজনীতি বুঝতে চাই না বাবা, বুঝলেই পাগল হয়ে যাবো। এখন মাতাল আছি, তখন পাগল হবো। পাগল-বউ ঘরে থাকলে তোমার কেরিয়ারের কী হবে? তুমি যে ভাবছো সাম্রাজ্য গড়ে হিন্দুস্তানের গভর্নর জেনারেল হবে তার কি হবে? তাই ও কথা থাক। অবশ্য ওই আকবর খাঁ—দেখতে খুব সুন্দর, ঘোড়ার পিঠে যখন বসে না?—তোমার চেয়ে অনেক ভাল দেখতে । যাকগে—বলছি কাবুলে কজন মহিলার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল?

বার্নস॥ ইসাবেল, মদ খেয়ে খেয়ে তোমার মগজ পচে যাচ্ছে। আমি গিয়েছিলাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে, মহিলা নিয়ে খেলা করার সময় আমার ছিল না। অর্ডার্লি!

ইসাবেল॥ (হাসিয়া) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও মহিলা তুমি ভোলো না। পেশোয়ারে থাকতে, সিমলায়, দিল্লীতে—প্রতি রাত্রে তোমার কোট থেকে লম্বা লম্বা কালো চুল বেরুতো। কালো মেয়েছেলের মধ্যে কী যে দেখ তাও তো বুঝি না। আমি কিসে কম?

বার্নস॥ ও স্টপ ইট, ইসাবেল। অর্ডার্লি! কি ব্যাপার! ব্রেকফাস্ট খেতে পাবো না?

গৃহিণীর ওপর নির্ভর করলে তো অনাহারে শুকিয়ে মরবো।

ইসাবেল॥ ওয়েট আলেক! আমি তোমার কোট দেখবো। কালো চুল বার করবো।

বার্নস॥ ইসাবেল আজ অনেক কাজ—

ইসাবেল॥ ভয় পাচ্ছ? বহু চুল বেরুবে বুঝি?

বার্নস॥ অলরাইট, গো এহেড। বেহেড মাতাল নিয়ে পড়েছি।

ইসাবেল॥ ডোণ্ট মুভ।

[*পরিদর্শন।*]

বার্নস॥ হোলো তো? পেয়েছ লম্বা চুল?

ইসাবেল॥ তা পাইনি। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না, তুমি মহিলা ধরো নি। এটাই প্রমাণ হয় যে তুমি টেকো মেয়েছেলে ধরেছিলে।

বার্নস॥ উঃ ইনসাফারেবল্! পেটে আগুন জ্বলছে!

ইসাবেল॥ আকবব খাঁর সঙ্গে দেখা হোলো?

বার্নস॥ কি বলতে চাও তুমি?

ইসাবেল॥ হোয়াই, ইউ আর জেলাস!

বার্নস॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য খাটতে রাজি আছি, কিন্তু না খেয়ে মরবো কেন? ব্যাটম্যান। ফরডাইস!

ইসাবেল॥ আনবে, আনবে। ঘোড়ার মাংস সেদ্ধ করে আনবে এক্ষুনি। ততক্ষণ একটু চলবে নাকি? স্কচ?

বার্নস॥ ইসাবেল, তুমি মদ খাও কেন?

ইসাবেল॥ (*হাসিয়া*) তোমাব শোনাব ইচ্ছে, স্বামীকে না পেয়ে পেয়ে আমি বিরহিনী, মদ খেয়ে দুঃখ ভুলি। ডোণ্ট ফ্ল্যাটাব ইওবসেল্ফ্। ওসব কিছু নয়। তুমি কাব সঙ্গে বাত কাটাচ্ছ আমাব জানতেও ইচ্ছে করে না। ইসাবেল বার্নস মদ খায় কাবণ তাব মদ খেতে ভাল লাগে।

বার্নস॥ তোমার জন্য আমার মাথা কাটা যাচ্ছে অন্য অফিসাবদেব সামনে। কখনো ভাবো না তুমি বৃটিশ সেনাবাহিনীর গুপ্তচর বিভাগের একজন ক্যাপ্টেনেব স্ত্রী?

ইসাবেল॥ মদ খেলে নিজেকে জেনারেলের স্ত্রী মনে হয় ভাই, ক্যাপ্টেন-ট্যাপ্টেন কি আবার?

[*অথর্ব বৃদ্ধ জেনারেল এলফিনস্টোন যষ্টিতে ভব দিয়া প্রবেশ করেন, সঙ্গে ম্যাকনটন এবং বিগ্রেডিয়ার শেলটন। শেলটনের একটি হাত নাই। বার্নস অ্যাটেনশনে দাঁড়াইয়া জেনারেলকে অভিবাদন জানান।*]

ইসাবেল॥ আ, জেনারেল! ওয়েলকাম টু আওয়ার টেণ্ট। আমাদের তাঁবু ধন্য হয়ে গেল আপনার আগমনে।

এলফি॥ গুড মর্নিং, মিসেস.. ইয়ে ...বার্নস। আমাব হাঁপানিটা আবার বেড়েছে।

ম্যাক॥ এটা এবার নিয়ে ছ'বার বললেন জেনাবেল। ওসব কথা ভাববেন না।

এলফি॥ ক্যাপ্টেন...ক্যাপ্টেন... কি যেন নাম আপনার? বলুন না।

বার্নস॥ আলেকজাণ্ডার বার্নস, মিলিটারি ইণ্টেলিজেন্স্ স্যার।

এলফি॥ হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন ইন্টেলিজেন্স্, আপনার রিপোর্টটা—

শেলটন॥ ওঁর নাম বার্নস, স্যার।

এলফি॥ হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন বার্নস, আপনার রিপোর্ট পড়লাম। কখন আসছে নেটিভ দস্যু দুটো?

বার্নস॥ আসছেন আমীর দোস্ত মুহম্মদ আর তাঁর ছেলে আকবর খাঁ। তাঁরা এদেশের শাসনকর্তা স্যার, দস্যু নন।

এলফি॥ একই কথা। এদেশে ডাকাত ছাড়া কেউ বাস করে না। হর্সথীভস। ঘোড়াচোরের দল।

ইসাবেল॥ ওরা বর্বর, না জেনারেল? আমরা এসেছি ওদের সভ্যতা শেখাতে। অথচ আমার স্বামী কী করছেন জানেন? তিনি ওদের কাছে সভ্যতা শিখছেন, ওদের পোষাক পরছেন, ওদের ভাষা বলছেন। সেটা বৃটিশ কায়দা নয়। ধরুন, আফ্রিকার নরখাদকরা। আমরা তাদের সভ্য করার ফলে তারা এখন কী করছে? নরমাংস ছেড়ে দিয়েছে? না, নরমাংসই খাচ্ছে, তবে এখন ছুরি কাঁটা দিয়ে খাচ্ছে, টেবিলে বসে খাচ্ছে। বৃটিশ সভ্যতা এইরকম।

এলফি॥ মিসেস... কী নাম?

ম্যাক॥ বার্নস।

এলফি॥ হ্যাঁ, বার্নস, মিসেস বার্নস, আফগানিস্তানকে সভ্য করা শক্ত। ওরা ঘোড়াচোর।

ইসাবেল॥ কেন? এই তো রয়েছে বৃটিশ সভ্যতার মহত্তর দান---স্কচ হুইস্কি। সাপ্লাই করুন। খেয়ে বুঁদ হোক, সভ্য হোক।

বার্নস॥ ইসাবেল!

এলফি॥ আমার এ-দেশে আসা উচিত হয় নি। আমি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিরুদ্ধে লড়েছি ওয়াটারলুতে। কোরুনার যুদ্ধে আহত হয়েছিলাম।

ইসাবেল॥ নিশ্চয়ই মাথায়?

[বার্নস-এর রোষ দৃষ্টি।]

এলফি॥ এখন এই বৃদ্ধ বয়সে ঘোড়াচোর কতকগুলো দুর্বৃত্তকে সাহায্য করতে এসে—হাঁপানি আর বাত—বড়ই কষ্টকর মিসেস—যাই হোক।

শেলটন॥ পার্শিয়ান আর্মি মোটেই ডাকাতের দল নয়, আমাদের বিশেষ তৎপরতার প্রয়োজন আছে।

এলফি॥ (ইসাবেলকে) ইনি হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার ... ইয়ে।

শেলটন॥ শেলটন।

এলফি॥ এঁর অনন্ত যৌবন। আপনার বয়স কত হোল?

শেলটন॥ পঁয়তাল্লিশ।

এলফি॥ হুঁ। ইনিও ওয়াটারলুতে আমার সঙ্গে লড়েছিলেন। আমার কমরেড-ইন-আর্মস্। হায়, কালের গতিতে দুই বন্ধুর মধ্যে কত বিরাট ব্যবধান এসে যায় দেখছেন, মিসেস ইয়ে? ত্রিশ বছর আগে আমাদের দুজনেরই বয়স ছিল চল্লিশ। এখন আমার সত্তর, এঁর পঁয়তাল্লিশ।

শেলটন॥ আপনি যদি বলতে চান আমি বয়স কমিয়ে সরকারকে ঠকিয়েছি, তাহলে আমি প্রতিবাদ করছি জেনারেল। পার্শিয়ান আর্মির পেছনে রয়েছে রাশিয়ান আর্মি। আমার মনে হচ্ছে, আসন্ন যুদ্ধের উপযুক্ত নেতৃত্ব আমাদের নেই। আমাদের ঢের বেশি তৎপর হতে হবে।

এলফি॥ আর আপনি যদি বলতে চান কতকগুলি ডাকাতকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা আমার নেই তাহলে আপনাকে আমি কোর্ট মার্শাল করব, ব্রিগেডিয়ার এলফিনস্টোন। ও না—এলফিনস্টোন তো আমার নাম। সে যাই হোক তৎপরতার কোনো অভাব নেই। পুরো আর্মি আজই পশ্চিমে রওনা হচ্ছে পার্শিয়ান ডাকাতদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য।

ম্যাক॥ ক্যাপ্টেন বার্নস, আমার মনে হয় আপনার থাকা উচিত ক্যাম্পের গেটে, আর্মিদের আসার সময় হয়েছে।

বার্নস॥ ইয়েস স্যার।

[*বার্নস-এর প্রস্থান।*]

ম্যাক॥ একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমি এখানে গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি। যুদ্ধ হবে কিনা, কোথায় হবে, কার বিরুদ্ধে হবে, সেসব আমার দায়িত্ব।

এলফি॥ হোয়াট ডু ইউ মীন? আমি এই আর্মির কমাণ্ডার, এখানে আমি সর্বশক্তিমান।

ম্যাক॥ না, জেনারেল। সর্বশক্তিমান হচ্ছেন রূপোর তৈরী এই ছোট গোল চাকতিটি—(*টাকা বাহির করেন*) কলকাতার টাঁকশালে তৈরী এই কোম্পানিকা সিক্কা রূপেয়া। এ বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে। আপনারা এর প্রজামাত্র।

শেলটন॥ সে আমরা জানি। কোম্পানির মুনাফার জন্য আমাদের হাত উড়ে যায়, পা কাটা যায়, জান যায়।

ম্যাক॥ (*সজোরে*) এণ্ড উই পে ইউ ফর ইট! নগদ দাম দিই তার জন্য! স্বেচ্ছায় সেই মাইনের লোভে আপনারা মুচলেকা সই ক'রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ফৌজে নাম লিখিয়েছেন। (*চুরুট বাহির করেন*) উইথ ইওর পারমিশন, মিসেস বার্নস।

ইসাবেল॥ প্লীজ ইওরসেলফ স্যার।

এলফি॥ আমি ওয়াটারলুতে লড়েছি বোনাপার্টের বিরুদ্ধে—

ম্যাক॥ সেটাও ছিল টাকার লড়াই। ওয়াটারলু আর ট্রাফালগার—ইতিহাসে এদের যতই রঙীন বীরত্ব গাথা করে সাজানো হোক না কেন, আসলে বৃটিশ ব্যবসাদার বনাম ফরাসী ব্যবসাদার—এটাই ছিল মূল ইতিহাস। বিশ্বের বাজার কে করায়ত্ত করবে, সেটার নিষ্পত্তি হচ্ছিল। কত সহস্র দেশপ্রেমিক বৃটিশ যুবক কোন্ যুদ্ধে অসীম সাহসিকতায় মৃত্যুবরণ করলেন—সেসব হচ্ছে লোক দেখানো ধাপ্পা।

এলফি॥ ব্যবসাদারের বাচ্চা সিভিলিয়ান! আমাদের বীরত্বকে হেয় করলে—

ম্যাক॥ হেয় কাকে বলে জানি না, আপনাদের বীরত্বকে আমরা মাপি মুনাফার অঙ্কে। আপনাদের মৃত্যুতে কত লক্ষ সিক্কা রূপেয়া কোম্পানির জমার খাতায় লেখা হোলো সেই মাপকাঠিতে যাচাই হয় আপনারা বীর না কাপুরুষ।

[*মিসেস বার্নস এক সুদৃশ্য পাত্র ধরেন ম্যাকনটনের সামনে।*]

ম্যাক॥ এটা কি?

ইসাবেল॥ আমার স্বামীর ছাই।

এলফি॥ কোন্ যুদ্ধে মারা গেলেন আপনার স্বামী? এখনো যুদ্ধ শুরুই হয়নি। এইসব বিধবারা কেন যে আর্মির সঙ্গে সঙ্গে চলেন বুঝতে পারি না।

ইসাবেল॥ না, না, সে ছাই নয়। আমার স্বামীর সিগারেটের ছাই ফেলার পাত্র। চুরুটের ছাই-এ আমার কাশ্মীরি কার্পেটটা নষ্ট করছেন মিস্টার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, তাই বাড়িয়ে ধরেছি।

ম্যাক॥ (*পাত্র লইয়া*) ও সরি। (*পাত্রে ছাই ফেলেন*) সুন্দর জিনিস। কোথায় পেলেন?

ইসাবেল॥ আমার স্বামীর শিল্পবোধ খাঁটি বৃটিশ। এটা ছিল কাশ্মীরের জ্বালামুখী দেবীর মন্দিরে। এমন সুন্দর সোনার বাটিতে বর্বররা দেবীকে ফুল দিত। কি বেরসিক বুঝুন। আমার স্বামী এটা লুঠ ক'রে এনে এতে সিগারেটের ছাই ফেলেন—এতদিনে বাটিটা উপযুক্ত মর্যাদা পেল। বৃটিশ ছাই কিনা।

ম্যাক॥ (*একটু বিব্রত হ'ন; তাহার পর ঘুরিয়া সেনানীদের উদ্দেশে*) যা বলছিলাম, আর্মি পশ্চিমে যাচ্ছে না। ক্যানসেল অর্ডারস্।

এলফি॥ পার্শিয়ান দস্যুদের সঙ্গে লড়তে হবে, সব রেডি-—

ম্যাক॥ খবর পেয়েছি পার্শিয়ান আর্মি পিছু হটে গেছে; ক্যানসেল মার্চিং অর্ডারস্। লেট দেম স্ট্যাণ্ড টু—সবাই তৈরী থাকুক পরবর্তী আদেশের জন্য।

এলফি॥ মিস্টার ইয়ে। দিস ইজ টু মাচ! বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আপনি!

ম্যাক॥ এই হচ্ছে গভর্ণর-জেনারেলের হুকুম, জেনারেল এলফিনস্টোন। আপনি হুকুমের চাকর, পালন করুন।

[*বার্নস, দোস্ত ও আকবরের প্রবেশ।*]

বার্নস॥ স্যার, মে আই প্রেজেণ্ট আমীর দোস্ত মুহম্মদ এণ্ড চীফ আকবর খাঁ। মিসেস বার্নস, জেনারেল এলফিনস্টোন, স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটন, ব্রিগেডিয়ার শেলটন।

দোস্ত॥ আস্সালাম ওয়ালেকুম।

ম্যাক॥ ওয়ালেকুম আস্সালাম।

[*দোস্ত ও আকবর অগ্রসর হইয়া হাতের জিনিসগুলি এলফিনস্টোনের সম্মুখে স্থাপন করেন।*]

দোস্ত॥ আফগানিস্তানের প্রধানরা সামান্য উপহার পাঠিয়েছেন। খুশ আমদেদ্, জেনারেল ফিলোস্টন।

ইসাবেল॥ (*হাসিয়া*) ফিলোস্টন নয় চীফ, এলফিনস্টোন।

[*সকলে কিঞ্চিৎ বিব্রত হন। আকবর রুটি ও নুন লইয়া অগ্রসর হন।*]

আকবর॥ রোটি আর নমক নিন, খুদার চোখের সামনে আমাদের বন্ধু হ'ন।

এলফি॥ হোয়াট্স দিস?

বার্নস॥ লোকাল কাস্টম। আধখানা রুটি নিন, খান।

এলফি॥ (*মুখে দিয়াই*) উঃ কি শক্ত! আমার দাঁত একটু নড়বড়ে—

বার্নস॥ (*চাপাস্বরে*) খাওয়ার ভান করুন।

[*আকবর ইসাবেলের সামনে উপহার স্থাপন করেন।*]

আকবর॥ বেগম বার্নস-এর জন্য এই উপহার।

[*ইসাবেল তুলিয়া দেখেন বহুমূল্য একটি বোরখা।*]

ইসাবেল॥ নাও দিস ইজ ভেরি কাইণ্ড অফ ইউ। (*বোরখা পরেন*) শুনেছি আপনাদের মেয়েরা অনেকেই যক্ষ্মারোগে ভোগেন সর্বদা এই বোরখা পরার জন্য। হাও ডু আই লুক, মাই হাজব্যাণ্ড? পরপুরুষ মুখ দেখতে পাবে না, এ মুখ শুধু স্বামীর জন্য রিজার্ভড্। এর পর কি হারেম তৈরী করবে?

আকবর॥ (*বিস্মিত হইয়া*) কোনো বেতমিবৎ হয়ে থাকলে মাফ চাইছি।

ইসাবেল॥ নট অ্যাট অল, চীফ।

[*তিনি অর্ডার্লির হাত হইতে খাদ্য লইয়া অগ্রসর হন।*]

অনেক দূর ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন, আগে খেয়ে নিন।

আকবর॥ রোজা।

ইসাবেল॥ কী?

আকবর॥ এটা রমজানের মাস।

বার্নস॥ ইসাবেল, ওঁদের উপবাসের মাস চলেছে। সূর্যোদয়ের পর কিছু খেতে নেই

ইসাবেল॥ নাও দ্যাট্স ব্লাডি সিলি। এক মাস না খেয়ে থাকবেন কি করে?

বার্নস॥ বি কোয়ায়েট।

ইসাবেল॥ ইট্স অ্যান ইনসাল্ট অ্যাজ ওয়েল। আমাকে অপমান করা হোলো। ইসাবেল বার্নস নিজের হাতে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে, খাবে না?

[*বার্নস এমনকম ঠেলিয়া ইসাবেলকে বিতাড়িত করিবতেছেন।*]

বার্নস॥ এক্সকিউজ আস ইসাবেল, এখানে এখন মিটিং হবে।

ইসাবেল॥ তার বোরখা প্রেজেণ্ট করার মানে কি? ইসাবেল বার্নস মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে, তাই বোরখায় মুখ ঢেকে সে অন্তঃপুরে গায়ে বসে থাক- এই তো বলতে চাইছে আকবর খাঁ! হি ইজ্ ট্টু প্রাউড! বড় দাম্ভিক আকবর খাঁ।

বার্নস॥ ইউ আর ড্রাঙ্ক!

ইসাবেল॥ ইসাবেল বার্নস পাঠান মেয়ে নয় যে অন্ধকার হারেমে বসে বসে গুণবে স্বামীর আরো ক'টা স্ত্রী আছে।

[*প্রস্থান*]

ম্যাক॥ হমদুল্লিল্লা! এইসব কোলাহলের জন্য ক্ষমা চাইছি

দোস্ত॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। জেনারেল ফ্লিন্টস্টোন, আমরা প্রথমে বৃটিশ ফৌজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পারস্যের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবার জন্য ছুটে এসেছেন বলে।

এলফি॥ নাও লুক হিয়ার---ইয়ে---কী নাম?

ম্যাক॥ জেনারেল বলতে চাইছেন, ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই, বন্ধুদের সাহায্য করতে পেরে আমরা কৃতার্থ।

এলফি॥ একজ্যাক্টলি। দেখুন ইয়ে, আমি ওয়াটারলুর বীর, এখানে যে-

ম্যাক॥ জেনারেল জানতে চাইছেন আপনাদের আর কী বলার আছে।

দোস্ত॥ আল্লাতালার দোয়ায় পারস্যের বিরুদ্ধে আর সাহায্যের দরকার হচ্ছে না। বৃটিশ ফৌজের আগমনের সংবাদেই তারা দ্রুত পিছু হটে আফগান মাটি ছেড়ে চলে গেছে।

এজন্যও আমরা বৃটিশ বাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞ।

ম্যাক॥ যুদ্ধ যে হচ্ছে না, লোক যে মরছে না, এজন্য আমরাও আনন্দিত। আর কী?

দোস্ত॥ কাবুলে বন্‌স্ বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের যে সন্ধি হয়েছিল এই তার নকল। মুসলমান বন্‌স্, আপনারটাও বার করুন। এতে লেখা আছে প্রয়োজন না হলে বৃটিশ ফৌজ তৎক্ষণাৎ আফগানিস্তান ছেড়ে যাবেন এবং বন্দী শা শুজাকে আমাদের হাতে সঁপে দেবেন। সন্ধির এই শর্ত দুটি আপনারা কত শীঘ্র পালন করতে পারবেন, সেটা জানতে এসেছি মেহেরবান।

ম্যাক॥ অবিলম্বে পালন করব, আমীর। ব্রিগেডিয়ার শেলটন, শা শুজাকে হাজির করুন।

[*শেলটনের প্রস্থান।*]

আমীর, বৃটেন আর আফগানিস্তানের বন্ধুত্ব চিরজীবী হবে। আপনাদের নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থ সাহায্য দিতে ভারত সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের আমরা সব সময়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। (*চিৎকার করিয়া*) আর যদি সাহায্য না চান তবে ফৌজ ঢুকিয়ে বন্দুক কামান চালিয়ে সে সাহায্য চাপিয়ে দেব। স্ট্যাণ্ড আপ ইন অনার অফ দা সুলতান!

[*শেলটন, রাজবেশে শা শুজা, মোল্লা শিকোর ও গোলা সৈন্যদের প্রবেশ।*]

শেলটন॥ হিজ ম্যাজেস্টি দি এম্পেরর অফ আফগানিস্তান।

[*কুর্নিশ করে শা শুজা বৃটিশ সেনার অভিবাদন গ্রহণ করেন।*]

দোস্ত॥ (*প্রায় হতবাক*) শা শুজা —শুনেছিলাম— বন্দী —আপনাদের বন্দী—

শুজা॥ (*এক লাফে দোস্তের সম্মুখে গিয়া*) বন্দী? বন্দী? তোর সামনে দাঁড়িয়ে আফগানিস্তানের সম্রাট। এদের বাঁধো, দেখো যেন শক্ত হয়। বেইমানরা দেহে খুব শক্তি ধরে। সংপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলো।

[*সৈন্যদের তথাকরণ।*]

শিকোর॥ শয়তান বিদ্রোহীদের দাড়ি কামিয়ে দাও, মুখে শুয়োরের মাংস গুঁজে কোতল করো। শারিয়েতে সেই ব্যবস্থাই দেওয়া আছে।

শুজা॥ শা শুজাকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিল না? ছোটলোকেরা কাবুলের মসনদ কলঙ্কিত করেছিল না? এইবার দুরানিরা ফিরে আসছে, বেইমানেরা হুঁশিয়ার। মুণ্ডু কেটে নাও শালাদের।

বার্নস॥ (*সজোরে*) নো! স্যার উইলিয়ম, স্টপ দিস আউটরেজ! এদের খুন করলে সারা দেশ জুড়ে বিদ্রোহ জ্বলে উঠবে। এরা ছাড়া কেউ নেই যে আফগানদের শান্ত করতে পারে।

দোস্ত॥ মুসলমান বার্নস, আমাকে ছেড়ে দিলে আমি কিন্তু ওদের শান্ত হতে বলবো না, বলবো লড়ো। তাই আমাদের মেরে ফেলাই সমীচীন হবে।

শুজা॥ নিজেই মরতে চাইছে, আপনি বাঁচাবেন কি করে?

বার্নস॥ জির্গার সমর্থন না পেলে আপনি কদ্দিন সুলতান থাকবেন? এঁদের এই মুহূর্তে ছেড়ে দেওয়া হোক।

এলফি॥ এগ্রীড, লেট দেম গো। যুদ্ধ ঝামেলা যত এড়ানো যায় তত মঙ্গল।

দোস্ত। মুসলমান বার্নস, কোরান-শরীফ আনাবে না? তাতে হাত রেখে আরো কিছু শপথ নেবে না?

বার্নস॥ আমি...আমি জানতাম না.....

শুজা॥ জানতো, জানতো, সব জানতো। এ জানতো না কখনো হয়?

আকবর॥ সিকন্দর বার্নস, পাহাড়ি জাত বড় বোকা হয়। কোরান-শরীফ হাতে নিয়ে কেউ যে মিথ্যা বলতে পারে সেটা তারা বোঝে না। নিজেরা পারে না কিনা।

বার্নস॥ আমি জানতাম না, বিশ্বাস করো জানতাম না।

আকবর॥ এটাও কি কোরান ছুঁয়ে বলছো?

[*বার্নস-এর মাথা নত হয়।*]

ম্যাক॥ আপনারা যেতে পারেন। বৃটিশ ফৌজ আজকেই রওনা হবে কাবুলের দিকে, সম্রাট শা শুজাকে তাঁর পুরুষানুক্রমিক সিংহাসনে বসাতে। মনে রাখবেন কাবুলে বৃটিশ ফৌজ থাকবে, বিদ্রোহের সামান্যতম আভাসে কামান চলবে।

শুজা॥ এবং তা চলবে গ্রামগুলির ওপর। মৃতদেহ স্তূপাকৃতি হবে। নিবস্ত্র মানুষের শবদেহের মিছিল যদি দেখতে না চান, তবে মুখ বুঁজে আমার হুকুমনামা মেনে চলবেন। অবশ্য হুকুম মানতে আপনারা বাধ্য—(*হাসেন*)—একটু আগে কাবুলে বৃটিশ সৈন্য ঢুকে আকবর খার বিবি নশীনবানু এবং ছেলে দিলদার খাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। কোনো বদমাইসি করলেই আমি ওদের দুজনকে খুন করবো। দরবার থেকে দূর হবার ইঝাজৎ দেওয়া গেল।

আকবর॥ এ এ কি রকম যুদ্ধ? মেয়ে বাচ্চাকে পণ রেখে কি পাঠান লড়ে?

[*ইসাবেলের প্রবেশ।*]

ইসাবেল॥ (*কুর্নিশ করিয়া*) ইওর ম্যাজেস্টি!

শুজা॥ (*শিকোরকে*) বেশ দেখতে, বেশ দেখতে। ইনি কে?

বার্নস॥ আমার স্ত্রী ইসাবেল বার্নস।

শুজা॥ আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। বেশ দেখতে।

ইসাবেল॥ (*আকবরের নিকটে গিয়া*) এবারে কি দম্ভ একটু কমেছে? আচ্ছা এরা কি কামড়ায়?

ম্যাক॥ তা কামড়াতে পারে।

[*হাস্যধ্বনি।*]

ইসাবেল॥ দূর থেকে খোঁচা মেরে দেখবো? (*এলফির লাঠি লইয়া আকবরকে খোঁচা মারিয়া*) কুকুরের মতন ডাকে না? জানেন, এ ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যেত, ভাবখানা যেন দুনিয়ার মালিক যাচ্ছেন, কোনোদিকে তাকাবার সময় নেই। নাও, আউট অফ মাই সাইট, জংলি নেটিভ বর্বর, এই রোবখা দিও নিজের বউকে, যাকে রোজ ঝাঁটা মারো আর হারেমে আটকে রাখো।

[*বিস্মিত ও ব্যথিত আকবর ধীরে ধীরে পিতার পেছনে প্রস্থান করেন। ইসাবেল মদ্যপান করেন।*]

বার্নস॥ (*চাপা কণ্ঠে*) ইসাবেল, এত নিষ্ঠুর হচ্ছো কেন? ও কি করেছে তোমার?

ইসাবেল॥ নিষ্ঠুর! ক্যাপ্টেন বার্নস, আপনি ওদের ভুলিয়ে এনে এদের হাতে তুলে দিলেন? আপনি নিষ্ঠুরতার কথা কইছেন? ইওর ম্যাজেস্টি, আপনি কি স্কচ খাবেন?

শিকোর॥ রোজা—রোজা—(*শুজা অগ্নিদৃষ্টি হানিতেই*) তবে লিখেছে—শাবিয়েতে লিখেছে, নবাব বাদশারা রোজা ভঙ্গ করলে গুণাহ্ হয় না।

শুজা॥ (*মদের পাত্র লইয়া*) আপনি বেশ দেখতে। প্রচুর মদ খেয়েছেন দেখছি।

ইসাবেল॥ যা চলছে মদ না খেয়ে উপায় আছে?

ম্যাক॥ জেণ্টলম্যান, আই গিভ ইউ দি এম্পেরর।

সকলে॥ দি এম্পেরর।

শুজা॥ আমি হচ্ছি বনেদি দুরানি, আফগানিস্তানের নির্ভেজাল সুলতান। কাবুলের মসনদে আর কারুর কোনো দাবীই নেই। কি বলো শিকোর?

শিকোর॥ শুধু একজন ছাড়া। খেলাতের মেহরাব খাঁ, হুজুরের দাদা। এবং তাঁর বেগম জুবেদা মাসুদী। এইখানে ফ্যাকড়া রয়েছে।

শুজা॥ সে সব আমি ঠিক করে নিচ্ছি। আমার দাদা তো। শেষ কালে তিনিও আমার প্রতি বিগড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গোড়ায় ছিলেন আমার সহায় ও আশ্রয়। কখন আমরা কাবুল রওনা হচ্ছি?

ম্যাক॥ দু ঘণ্টার মধ্যে।

শুজা॥ সেই ভাল। বিবি ইসাবেল, আমি প্রেমিকের চটুল খেলা খেলতে পারি না, আমার দেহের গড়ন তেমন নয়।

ইসাবেল॥ সায়ার, আপনি অতীব সুপুরুষ।

শুজা॥ না, না, আমার দেহ আর মুখ এমন নয় যে আয়নার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারি—আল্লা আমাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছেন, মানে তৈরী করতে করতে কাজ শেষ করেন নি। পূর্ণাঙ্গ হবার আগেই ভূমিষ্ঠ করিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় আমার অর্ধেকটা মাত্র তৈরী হয়েছে। জানেন, আমাকে দেখলে রাস্তার কুকুরগুলো আর্তনাদ করে। আমি মাঝে মাঝে সূর্যের আলোয় নিজের বাঁকা ছায়া দেখি আর বেগে উঠি। (*হঠাৎ গর্জন করিয়া*) দেহ বেঁকে গেছে বলে আমার মনও বেঁকে গেছে। এবার আফগানিস্তান সেটা বুঝবে, শা শুজাকে সিংহাসনচ্যুত করার মজাটা এবার টের পাবে!

ম্যাক॥ জাঁহাপনা, বৃটিশ সেনা কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুত। আপনাকে পরিদর্শন করতে হবে।

শুজা॥ হ্যাঁ। বিবি ইসাবেল, আপনি আমার হাত ধরবেন? ভয় পাবেন না তো?

ইসাবেল॥ (*স্বামীর সম্মতি পাইয়া*) না, না, ভয় পাবো কেন?

শুজা॥ চলুন তবে।

[*সকলের মিছিল করিয়া প্রস্থান।*]

॥ পর্দা ॥

তিন

[*প্রবল গুলিবর্ষণ এবং বৃটিশ রণহুঙ্কার। ছুটিয়া বামিয়ান দুর্গে প্রবেশ করেন কালমুক, আমিনুল্লা, ফিরদৌস এবং মেহরাব। তাঁহারা সকলেই কমবেশি আহত, রক্ত ঝরিতেছিল।*]

কালমুক॥ ফিরিঙ্গি ইবলিসের বাচ্চারা পিছু নিয়েছে কি?

আমিনুল্লা॥ না, না! পাহাড়ের ওপরে এই বামিয়ান কেল্লা। ঐ কাপুরুষরা কখনো পাহাড়ে চড়ে না। খোলা মাঠ না পেলে যুদ্ধ করে না।

মেহরাব॥ খোলা মাঠে ওদের কামান একদিক থেকে ঝেঁটিয়ে যায়। আমরা কয়েকটা গাদা বন্দুক নিয়ে কি করবো?

আমিনুল্লা॥ তবু আজকে ওদের লাইন ভেঙে দিয়েছিলাম, শয়তানরা পিছু হটতে শুরু করেছিল। আঃ, যুদ্ধের নামে আমার রক্তে বান ডাকে।

ফিরদৌস॥ দোস্ত মুহম্মদ কোথায় গেলেন? বৃটিশকে আফগানিস্তানের বুকের মধ্যে যিনি টেনে এনেছেন তিনি কোথায়?

মেহরাব॥ আজকে জখম হয়েছেন দেখেছি। তারপর কোথায় গেলেন জানি না।

কালমুক॥ সে বেইমান! বৃটিশের সঙ্গে তার নিশ্চয়ই যোগসাজশ ছিল। নইলে এ হতে পারে না। ইংরেজকে গিরিপথে পেলে খতম করে দিতাম। তাই ঐ বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে তারা একেবারে আফগান সমভূমিতে উপস্থিত।

মেহরাব॥ কালমুক খাঁ। বেইমান হলে সে কাবুলে বসে শা শুজার উজীর-এ আজম হোতো। যুদ্ধের পর যুদ্ধে জানের ঝুঁকি নিচ্ছে কেন? ইংরেজ মারছে কেন?

কালমুক॥ ওসব জানি না। পাঠানরা লড়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে, পাথরের আড়াল থেকে। তারা এক-এক করে শত্রু ঘায়েল করে দূর থেকে। আমাদের টেনে মাঠে এনে বৃটিশের কামানের সামনে বার বার দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে কে? প্রাক্তন আমীর দোস্ত মুহম্মদ। (*ছোরা বাহির করিয়া*) সে বেইমানের জান নেব আজ। (*সকলে বাধা দেয়*) আজ এক হাজার আফ্রিদী মরেছে যুদ্ধে। তাদের হয়ে বদলা নেব।

আমিনুল্লা॥ পাঠান হয়ে জন্মেছে তারা, জন্মাবার সঙ্গেই মৃত্যুর সঙ্গে তাদের গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে গেছে দোস্ত। যুদ্ধে পাঠানের মৃত্যু হলে কেউ শোক করে না, আনন্দ করে।

ফিরদৌস॥ আকবর খাঁ কোথায়? যুদ্ধে তো ছিল না?

মেহরাব॥ তার স্ত্রী-পুত্র আটকে আছে শুজার হাতে। সে লড়বে কি করে? এ যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এ ভাবে লড়া যায় না। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ঘরের মেয়েরা ফলের ক্ষেতে কাজ করতে গেলে দূর থেকে তাদের ওপর চাঁদমারি করছে গোরারা।

ফিরদৌস॥ প্রত্যেক গোরা সৈন্যের কোমর বন্ধে ঝুলছে ফাঁসির দড়ি, দেখেছ? গ্রামে ঢুকছে আর পুরুষদের ধরে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

মেহরাব॥ আর কাবুলের রাস্তায় যা চলছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দোস্ত, আমি

কাবুল যাবো। শা শুজা আমার ভাই, তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম একদিন। আমি গিয়ে বলবো—যুদ্ধ বন্ধ, আমরা মেনে নিচ্ছি তোমার সুলতানি, নির্দোষের রক্তপাত বন্ধ হোক।

কালমুক॥ তাহলে এই ছোরা এখুনি আপনার বুকে চালাতে হচ্ছে—

মেহ্‌রাব॥ (*সজোরে*) এ যুদ্ধ ভুল যুদ্ধ, পাঠান এভাবে যুদ্ধ করে না। সবাই মরে পড়ে থাকবো ঐ প্রান্তরে, বৃটিশ কামানের সামনে তাহলে কি দেশ স্বাধীন হবে?

[*আকবর খাঁর প্রবেশ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।*]

মেহ্‌রাব॥ কোথায় গিয়েছিলে আকবর খাঁ? যুদ্ধে ছিলে না কেন?

আকবর॥ (*চমক ভাঙিয়া*) আমি চেষ্টা করছিলাম কাবুল শহরে ঢুকতে। পারলাম না। শহর ঘিরে রেখেছে গোবা শান্ত্রী।

কালমুক॥ কাবুল কেন?

আকবর॥ আমার নশীন আর দিলদারকে কোথায় আটকে রেখেছে জানতে। ওদের নিয়ে—ওদের নিয়ে কী করছে জানতে ইচ্ছা করলো। আপনাদের কী মনে হয়? নশীনকে নিয়ে ওরা কী করবে? ধর্ষণ? আর দিলদার? মারবে? ঐটুকু বাচ্চাকে? মারবে কি?

মেহ্‌রাব॥ আকবর খাঁ, আমি যাচ্ছি কাবুল, আমি ওদের মুক্ত করবই। শা শুজা আমার ভাই।

আকবর॥ ওদের বলবেন, আমি অক্ষরে অক্ষরে শর্ত মেনে চলেছি, যুদ্ধের পর যুদ্ধে আমি অংশ নিইনি, ঘরে বসেছিলাম পঙ্গুর মতন। নশীন আর দিলদারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো কারণই ঘটে নি। ওদের বলবেন—পাঠান কাঁদতে শেখে নি, নইলে আমার চোখের জলে ইংরেজেরও হৃদয় গলে যেত।

আমিনুল্লা॥ এ কি রকম যুদ্ধ? মেয়ে বাচ্চাকে প্রতিভূ রেখে মরদকে ভয় দেখাচ্ছে।

আকবর॥ এ যুদ্ধ আমরা শিখিনি, তাই হেরে যাচ্ছি। আমরা বড় পুরোনো, বড় ইমানদার, বড় শরীফ। ইংরেজের সঙ্গে এভাবে লড়া যাবে না। বেইমান হতে হবে, বদমাশ হতে হবে, মিথ্যা কইতে হবে, (*হুংকার দিয়া*) মেয়ে-বাচ্চা-বুড়ো সব মারতে হবে, নিরস্ত্রকেও মারতে হবে। তবে ওদের সঙ্গে টক্কর দেয়া যাবে!

আমিনুল্লা॥ এ কি পাঠানের কথা?

কালমুক॥ আকবর খাঁ ফিরিঙ্গির মতন কথা কইছে।

[*দোস্ত মুহম্মদের প্রবেশ, রক্তাপ্লুত দেহ।*]

দোস্ত॥ ফিরিঙ্গি ফৌজ পরওয়ানদারার দিকে যাচ্ছে। আমাদের এখুনি বেরুতে হবে। ওদের আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে হবে। এই যে—নকশা দেখ—(*মানচিত্র বিছাইয়া ধরেন*) এইখানে এই পাহাড়ের আড়ালে থাকবো আমরা—সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের কামানগুলো আগে—। (*লক্ষ্য করেন সকলের ঔদাসীন্য*) কী? কী হয়েছে? এবার ওরা হারবে, হারবেই। ঘোড়ায় চড়ে বিদ্যুৎ গতিতে আমরা ওদের কামানগুলো কেড়ে নেব—

কালমুক॥ তুমি উন্মাদ! হেরে গেছি, আমরা হেরে গেছি। কথাটা তোমার মাথায় ঢুকছে না কেন? সাত হাজার মরেছি, আঠারো হাজার জখম। লোকই নেই।

দোস্ত॥ আছে! লোক আছে! কয়েক শ' লোক হলেই হবে। গতি—বিদ্যুৎ গতি! ফিরিঙ্গি কিছু বুঝবার আগেই আমরা ওদের কামান দখল করবো!

আমিনুল্লা॥ যদি বলো মরতে হবে, তবে আছি। যদি বলো জিতবো, তাহলে বলবো তুমি মিথ্যা কথা কইছ।

দোস্ত॥ মেহবাব খাঁ, তুমি? আসবে আমার সঙ্গে? পরওয়ানদারায় গোরা ফৌজকে ফাঁদে ফেলবো—

মেহবাব॥ না, দোস্ত মুহম্মদ, আমি কাবুল যাচ্ছি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

দোস্ত॥ সন্ধি? সন্ধি? কেন সন্ধি? দেখ, একবার তাকিয়ে দেখ আমার নকশাটা—কোনো ভুল নেই, নিশ্চিত জয়—

মেহবাব॥ ফিরিঙ্গির বেইমানিতে তুমি ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেছ। হাজার হাজার আফগানের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, কামানের মুখে তাদের ঠেলে দিচ্ছ। আমাদের উচিত তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা।

[হঠাৎ বুক চাপিয়া দোস্ত পড়িয়া যান —আবার নিজেই গাত্রোত্থান করেন।]

দোস্ত॥ কিছু হয়নি, বুকের জখম। আকবর খাঁ, তোমার সওয়ারদের নিয়ে আমার সঙ্গে এস। এরা কেউ আসবে না। স্বাধীনতার জন্য তুমি আর আমি মরবো। চলো। কি হোলো? তুমিও ভয়ে কাঁপছো। দোস্ত মুহম্মদের ছেলে কাপুরুষ?

[হঠাৎ গর্জন করিয়া আকবর পিতার কামিজ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে থাকে।]

আকবর॥ আমার বিবি আর বাচ্চা—বিবি আর বাচ্চা—বিবি আর বাচ্চা ওদের হাতে আটকে আছে। তুমি নিয়ে এসেছ ইংরেজদের, তুমি আমার বিবি আর বাচ্চাকে তুলে দিয়েছ ওদের হাতে। আমি আগেই বলেছিলাম। তুমি শোনো নি। আমার হাত এখন বাঁধা। এই দুই হাতে—এক হাতে নশীনের জান, অন্য হাতে দিলদারের। তুমি হাত বেঁধে দিয়েছ—তারপর বলছো কাপুরুষ? এতবড় স্পর্ধা তোমার?

[হঠাৎ যেন সে সম্বিৎ ফিরিয়া পায়। পিতার পাদস্পর্শ করিয়া সে সোজা হয়।]

গোস্তাকি মাফ করবেন। তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহো আকবর চিৎকার করতে করতে সোজা কামানের মুখে ছুটে যাওয়ার দিন আর নেই। আপনি অতীতের এক ধ্বংসস্তূপ, ইতিহাস আপনাকে পেছনে ফেলে চলে গেছে। দোস্ত মুহম্মদ, আপনি একটা চলন্ত শবদেহ মাত্র।

[প্রস্থান।]

দোস্ত॥ আর তো কিছু শিখিনি। কোরান ছুঁয়ে শপথ করলে বিশ্বাস করি, সেটা কি অপরাধ? নিরস্ত্রকে মারি না, মেয়েদের সম্মান করি, গুপ্তহত্যা করি না, মিথ্যা বলি না—এসব করে থেকে অপরাধ হোলো মেহবাব?

মেহবাব॥ সাম্রাজ্যবাদের জমানায়। তুমি আমি এখানে অচল। এস, খুন ঝরছে জখম থেকে।

[সকলে দোস্তকে ধরিয়া লইয়া যাইতে থাকেন। তিনি শুধুই বলিতে থাকেন—]

দোস্ত॥ এসব মিথ্যা হয়ে গেলে কি নিয়ে বাঁচব? আফগানদের ইজ্জত বাঁচবে কি ক'রে? আমি কি নশীন আর দিলদারকে দুশমনের হাতে তুলে দিয়েছি? বলো, আমি আমার নাতিকে তুলে দিয়েছি শা শুজার হাতে?

॥ পর্দা ॥

চার

[*বালা হিসার দুর্গ। ছুটিয়া প্রবেশ করেন ওয়ালাদাদ খাঁ, পিছনে দুই গোরা।*]

ওয়ালা ॥ আরে কি আশ্চর্য! আমি সুলতানের পুরোনো বন্ধু, আমরা এক সঙ্গে বসে দাবা খেলতাম এককালে!

গোরা ১ ॥ ওসব জানি না! কাবুলের রাস্তায় হাঁটতে হলে হয় পয়সা দিতে হবে, আর নয়তো বিবি! পয়সা বার করো।

ওয়ালা ॥ আমি সুলতানেব সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনাদের নামে নালিশ করলে চাকবি যাবে জানেন?

গোরা ২ ॥ (*প্রবল গর্জন সহ*) আউট উইথ উওর মানি!

ওয়ালা ॥ আরে, পাঠানকে চোখ রাঙাচ্ছে। ওরে আমি নেহাৎ বেঁটে-খাটো পাঠান। তেমন তেমন কোনো খানেব সামনে গিয়ে চোখ রাঙাস নে, মারা পডবি।

গোরা ১ ॥ পয়সা দিবি না তুই?

ওয়ালা ॥ না। তাছাড়া আমি পাঠান, তুই-মুই কবলে আমাদেব মর্মান্তিক হয়।

গোবা ॥ নক হিম ডাউন!

[*দুইজনে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ওয়ালাদাদ খাঁ প্রচণ্ড প্রতিবোধ শুরু করেন; অবশেষে জেব হাতড়াইয়া গোবারা দুইটি পয়সা বাহির করে।*]

গোরা ২ ॥ জাস্ট টু কপার্স। মাত্র দু পয়সা পকেটে!

গোরা ১ ॥ রিয়েলি?

ওয়ালা ॥ আমার কামিজে ধূলো লেগে গেছে।

গোবা ১ ॥ এই পাঠান, তুই দু পয়সাব জন্য এমন লড়াই করলি?

ওয়ালা ॥ না, ভাবছিলাম আমাব জুতোব মধ্যে যে হাজার রূপেয়াব নোট রয়েছে সেটা যদি আপনাদের চোখে পড়ে যায়!

[*তিনি রওনা হ'ন। গোরারা হঠাৎ বুঝিতে পারিয়া পুনরায় তাড়া করে।*]

ওয়ালা ॥ মেরে ফেললে! লুটে নিলে! সর্বস্ব গেল!

[*বাদ্যসহ সুলতান শা শুজা, ম্যাকনটন, শেলটনেব প্রবেশ; সঙ্গে রহিয়াছেন মেহবাব খাঁ ও মোল্লা শিকোব। গোবাবা পলায়ন করে।*]

মেহেরবান! রহিম! জাঁহাপনা! আমি ওয়ালাদাদ খাঁ, কোহিস্তানেব। আপনাব মনে পড়ছে!

[*বার্নস ওয়ালাকে চাবুক মারেন, শুজা বাধা দেন।*]

শুজা ॥ না, না, এ আমার বন্ধু, দরবারের মাইনে করা ভাঁড় ছিল। ওয়ালাদাদ খাঁ, তোমার কী সংবাদ?

ওয়ালা ॥ আমি জাবজ বলে খাঁ-সাহেবরা আমার জমিটমি সব কেড়ে নিয়েছে। দরজায় দবজায় ভিক্ষে করে বেড়াই!

শুজা ॥ পাঠানের কি দোরে দোরে গিয়ে ভিক্ষে করা উচিত?

ওয়ালা॥ একেবারে অনুচিত; কিন্তু আমার ঘরে এসে তো কেউ কিছু দিয়ে যায় না। (*হাস্য*)

শুজা॥ এখনো হাসাতে পারো তাহলে?

ওয়ালা॥ পুরো ক্ষমতা বিদ্যমান। এখনো যখন কৌতুকাভিনয় করি লোকে খুব হাততালি দেয়। অবশ্য ওটা হাততালি না শীতের চোটে দুহাত বাজিয়ে গরম করা বুঝতে পারি না। (*হাস্য*)

শুজা॥ তুমি এখানেই থাকবে।

ওয়ালা॥ জাঁহাপনা, দুরানি খানদানের রোশনি।

মেহরাব॥ জাঁহাপনা, যে কথা হচ্ছিল—

শুজা॥ সে কথা একটু পরেই বলা যাবে। আপনারা এঁকে চেনেন তো? আমার দাদা, মেহরাব খাঁ। যুদ্ধের সময়ে ইনি ছিলেন আমার আশ্রয়দাতা। পরে অবশ্য ইনি বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে—

মেহরাব॥ জাঁহাপনা, সেসব কথা তো হয়ে গেছে। তুমি অত্যাচার করেছিলে, তাই—

শুজা॥ (*হাসিয়া*) হ্যাঁ, সেসব কথা হয়ে গেছে।

মেহরাব॥ জাঁহাপনা, জির্গার সব সর্দাররা সন্ধির জন্য উৎসুক; তারা তোমাকে সুলতান বলে স্বীকার করতে চায়।

শুজা। সন্ধি কিসের? যুদ্ধই নেই। আমরা তো কিছু করছি না, দোস্ত মুহম্মদই একতরফা আক্রমণ শুরু করলো। সে না লড়লে লড়াই নেই। সন্ধির কোনো প্রয়োজনই নেই।

মেহরাব॥ আফগানিস্তানের আইন অনুযায়ী তোমার অভিষেকের আগে তিনটি শর্ত পালন করতে হবে। কাবুলে সর্দারদের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে, জির্গার দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে এবং পুলখাওয়াল মসজিদের ইমামের অনুমোদন পেতে হবে।

শুজা॥ এটা কি আফগানিস্তানের আইন বললেন?

মেহরাব॥ হ্যাঁ।

[*শুজা ও বৃটিশ অফিসারগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।*]

শুজা॥ আমার দাদা মেহরাব খাঁকে সুলতানের হুকুমনামাটা শুনিয়ে দিন তো।

ম্যাক॥ "সুলতান শা শুজার হুকুমনামা: প্রথম, আজ থেকে আফগানিস্তানের সংবিধান মুলতুবী রইল। দ্বিতীয়, আজ থেকে আফগান আদালতের আইন মুলতুবী রইল। তৃতীয়, আজ থেকে যে কোনো লোককে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা চলবে। চতুর্থ, যে কোনো গৃহে বিনা পরোয়ানায় খানাতল্লাসি করা চলবে। পঞ্চম, সর্বপ্রকার সভা সমাবেশ বে-আইনী ঘোষিত হোলো। ষষ্ঠ—"

মেহরাব॥ আফগানিস্তানের মানুষের কোনো অধিকারই তো রইল না!

ম্যাক॥ না, এখন মার্শিয়াল-ল', সামরিক আইন জারি থাকবে, সুতরাং অধিকার-টধিকার এখন থাকবে না।

শেলটন॥ সাময়িক। এটা সাময়িক।

শুজা॥ এটা করতে আমি বাধ্য হলাম। আমার একদম ইচ্ছে ছিল না। দোস্ত মুহম্মদ

এটা করাতে বাধ্য করলো। আপনি বলছেন, সে সন্ধি চায়। কাল শরওয়ানদারার যুদ্ধে সে মোটে তিনশ' লোক নিয়ে এই সাহেবদের প্রবল ধোলাই দিয়েছে আপনি জানেন? এরা যুদ্ধক্ষেত্রে জামাকাপড় পর্যন্ত ফেলে রেখে দিগম্বর মূর্তিতে কাবুলে পালিয়ে এসেছে, এটা আপনি জানতেন কি?

ম্যাক॥ (কাশিয়া) আমার মনে হয় ঘটনাটা ওভাবে বিবৃত করাটা উচিত হবে না।

শুজা॥ আবার কিভাবে বিবৃত করবো? আপনারা ছিলেন ছ হাজার, পাঠানরা তিনশ'। আপনারা দিগম্বর-মূর্তি হয়ে ময়দানে জং ছেড়ে পালিয়েছেন। তাছাড়া আমার প্রাণনাশের চেষ্টা চলছে—সব সময়ে, সর্বত্র। সুতরাং এখন সংবিধান মুলতুবী রাখা ছাড়া পথ কি?

মেহবাব॥ (হতবাক প্রায়) আমার আরেকটা আর্জি আছে—আকবর খাঁর তরফ থেকে।

শুজা॥ ওয়ালাদাদ!

ওয়ালা॥ আলমপনা!

শুজা॥ কাল বিকেলে কাবুল শহর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শা-শাহিদানের দিকে দেখলাম প্রচুর আখরোট হয়েছে। কিছু আনাও তো!

ওয়ালা॥ যো হুকুম!

ওয়ালাদাদের প্রস্থান।]

মেহবাব॥ আকবর খাঁর আর্জিটা শুনবে এবার?

শুজা॥ মোল্লা শিকোর, হুজুরকে শরবৎ দাও, আপ্যায়ন করো।

মেহবাব॥ প্রয়োজন হবে না, একটু আগে তো খেলাম। আকবর খাঁ মাটিতে জানু পেতে জাঁহাপনার কাছে আবেদন রাখছে—তার স্ত্রী আর পুত্রকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদের নিরাপত্তার জন্য আকবর খাঁ উদ্বিগ্ন।

শুজা॥ আজকাল আর আকবর খাঁ ছেলেকে আফগানিস্তানের যুবরাজ বলছেন না বুঝি? (হাসলেন) আকবর খাঁর স্ত্রী আর পুত্রকে এখানে হাজির করো, মেহবাব খাঁ দেখবেন। মেহবাব খাঁ, অভিষেকের একটা ভাল দিন বার করতে হয়।

শিকোর॥ শরিয়েতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে: সুলতান যেদিনটাকে ভাল বলবেন সেটাই ভাল দিন।

ম্যাক॥ শরিয়তের কোথায় ওকথা লেখা আছে?

শিকোর॥ আমি খোদ সম্রাটের মোল্লা, আমি আর শরিয়ত জানিনে?

ম্যাক॥ শয়তান! ভণ্ড তপস্বী!

[নশীন ও দিলদারের প্রহরী বেষ্টিত হইয়া প্রবেশ।]

শুজা॥ তুমি আকবর খাঁর স্ত্রী?

নশীন॥ হ্যাঁ।

শুজা॥ তুমি ছেলে?

দিলদার॥ হ্যাঁ।

শুজা॥ এই যে হুজুর, কি করবেন এঁদের নিয়ে?

মেহবাব॥ এদের ছেড়ে দেওয়া হোক। নারী শিশুকে নির্যাতন ক'রে আফগানরা যুদ্ধ করে না।

শুজা॥ আমরা দুরানিরা ঠিক আফগান নই। আমরা আফগান বিজেতা—বাইরে থেকে এসেছিলাম।

দিলদার॥ আপনি শা-শুজা?

শুজা॥ হ্যাঁ।

দিলদার॥ আমার একটা অনুরোধ আছে। এই হাতকড়ায় আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, কারণ আমি পাঠান। কিন্তু আমার মায়ের হাতকড়াটা খুলে নিন, নরম হাত কেটে যায়। সম্রাট একজন মেয়েকে শিকল বেঁধে রাখবেন, এটা উচিত নয়।

শুজা॥ (*ম্যাককে*) লোকে বলে হীরের টুকরো ছেলেরা বেশীদিন বাঁচে না। হাতকড়া খোলো।

মেহ্‌রাব॥ শুজা, অনুমতি দাও—

শুজা॥ শুজা! শুজা কে?

শিকোর॥ দরবারের রীতিনীতি না জানলে এখানে আসা কেন?

মেহ্‌বাব॥ জাঁহাপনা, আকবর খাঁ বন্দুক ছোঁয়নি, যুদ্ধে নামেনি। এদের ছেড়ে দাও; আমি নিয়ে যাই পাহাড়ে, ফিরিয়ে দিয়ে আসি আকবরেব কাছে।

শুজা॥ আকবব খাঁ এখনো বন্দুক ছোঁয়নি, তবে ছুঁতে কতক্ষণ? আবো কিছুদিন এবা এখানেই থাকবে। তবে এদেব কোন কষ্ট হবে না, আর কোন কষ্ট হতে আমি দেব না। সব পাঠান সর্দারদের বলবেন, আমি দিলদাব খাঁকে কোলে ক'বে বাখবো।

দিলদাব॥ কোলে ক'রে রাখবেন, পিঠে নেবেন না কিন্তু জাঁহাপনা, ঐ পিঠে চড়া কি চাট্টিখানি কথা!

[*বজ্রপাতের মতন কথাটি বিদীর্ণ হয় দরবাবে। কুদ্ধ শুজা হিংস্র ব্যাঘ্রেব ন্যায় ফিবেন শিশুর দিকে, নশীন পুত্রকে জড়াইয়া ধবেন, কিন্তু শুজা ম্যাক-কে একান্তে কহেন*—]

শুজা॥ শরৎকাল ছোট হলে শীত তাড়াতাড়ি আসে।

[*বার্নস-এব দ্রুত প্রবেশ।*]

বার্নস॥ স্যার উইলিয়াম, দোস্ত মোহামেড হ্যাজ কাম টু সারেণ্ডার'

ম্যাক॥ হোয়াট? ইনক্রেডিব্‌ল্‌!

শুজা॥ কি ব্যাপার? বাদশাকে গ্রাহ্যই করেন না, ইংরিজিতে কিসব খিটিমিটি খিটিমিটি বলছেন!

বার্নস॥ জাঁহাপনা গুণাহ্‌ মানবেন না, দোস্ত মুহম্মদ আত্মসমর্পণ কবতে এসেছেন।

শুজা॥ হাজিব করুন।

[*বার্নস-এর ইঙ্গিতে রক্তাক্ত দেহ দোস্ত টলিতে টলিতে প্রবেশ কবেন, সোজা ম্যাকনাটেনের সামনে গিয়া তরবারি সমর্পণ করেন।*]

দোস্ত॥ ম্যাটেন বাহাদুর, এই নিন দোস্ত মুহম্মদের তলোয়াব। আমি আপনাব বন্দী।

শুজা॥ এখানে আফগানিস্তানের মালিক দাঁড়িয়ে, দোস্ত মুহম্মদ, যা বলার আছে আমায় বলো।

দোস্ত॥ আমি আফগানিস্তানের আসল মালিকদের সঙ্গে কথা কইছি।

ম্যাক॥ আপনি কেন আত্মসমর্পণ করছেন? মাত্র কালকে পরওয়ানদারার যুদ্ধে আপনি

আমাদেব হাবিয়ে দিয়েছেন—

দোস্ত॥ আমি শেষ হয়ে গেছি। আব একটা আক্রমণেব মতন লোক আমাব নেই। শুধু সাহস দিয়ে তো লড়া যায় না।

বার্নস॥ আপনাব হুকুম কি পাঠানবা আব—

দোস্ত॥ তুমি কোন কথা বলবে না মুসলমান বার্নস। কোন কোবান-শবীফখানা ছুঁয়ো না, তুমি ছুঁলে খোদাতালাব অপমান হয়। ম্যাটেন বাহাদুব, আমি এসেছি আমাব পুত্রবধূ আব নাতিব মুক্তিব জন্য। আমাকে বন্দী ক'বে ওদেব ছেড়ে দিন। আমি জামিন বইলাম। দিলদাব!

[*বীব শিশু অগ্রসব হইয়া পিতামহকে কুর্নিশ কবিল, নশীন তাঁহাকে কদমবুসি কবিলেন।*] শুকব্ব অল হমদুলিল্লা! তোমবা বেঁচে আছ। তুমি কেমন আছ দিলদাব? মাকে দেখাশোনা কবছ তো?

দিলদাব॥ হ্যাঁ জনাব।

শুজা॥ (*হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকাব কবিয়া*) এবা বন্দী! কাব—কাব হুকুমে এদেব গায়ে হাত দিচ্ছ, এদেব সঙ্গে কথা কইছ? বেইমান পাঠান, কাবুলেব মসনদ তোমাব স্পর্শে অপবিত্র হয়েছে। এবাব তোমাকে ঘোড়াব পায়ে বেঁধে মাববো!

ম্যাক॥ শুনুন জাঁহাপনা! ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব বন্দী, এঁকে আমবা ভাবতে পাঠাতে বাধ্য, গভর্ণব-জেনাবেলেব কাছে পাঠাতে বাধ্য- —

শুজা॥ এ চুকেই সুলতানকে অপমান কবেছে! এ গত পনেবো বৎসব ধ'বে দুবানিদেব অবমাননা কবেছে—

বার্নস॥ জাঁহাপনা, বৃটিশ সবকাবেব বন্দী আপনাব অধীন নয়!

শুজা॥ আফগানিস্থানে আমি সর্বশক্তিমান, আমাব ওপবে কেউ নেই, আমি সম্রাট! সম্রাট এই বদমায়েশকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে —

বার্নস॥ (*গর্জন কবিয়া*) আপনি সর্বশক্তিমান নন। বৃটিশ বেয়নেটেব জোবে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কাবুলে! একদিনেব জন্য আমবা সবে গেলে আপনাব মৃত্যু অনিবার্য।

শুজা॥ (*হঠাৎ ক্রুব চক্ষে বার্নসকে আপাদমস্তক পবীক্ষা কবিয়া*) কী? কী বললে?

বার্নস॥ কথাটা বুঝতে পাবলেন না? একমাত্র বেভেনিউ—খাজনা আদায় ছাড়া সবকাবেব কোনো বিভাগ আপনাব হাতে নেই, সব আমাদেব হাতে।

ম্যাক॥ আপনাব পবরাষ্ট্র বিভাগ, প্রতিবক্ষা, অর্থ, আইন এমন কি পুলিশ পর্যন্ত আমাদেব হাতে। আপনি শুধু খাজনা আদায় কববেন এবং নিজেব দববাবটা সামলাবেন। এ কথাটা কেন যে বোঝেন না আমাব মাথায় ঢোকে না। (*চুকটেব বিপুল ধোঁয়া ছাড়িয়া*) প্রাক্তন আমীব দোস্ত মুহম্মদ, আপনাকে সিমলা যেতে হবে আজই। বৃটিশ সৈন্য আপনাকে পাহাবা দিয়ে নিয়ে যাবে।

দোস্ত॥ আমি যা বললাম শোনেন নি? এই মেয়েটিকে আব এই বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিন। (*সাহেববা নীবব*) আমি আপনাদেব সঙ্গে ইমানদাবেব মতন যুদ্ধ কবেছি। আমাব দেহে সাতটি জখম। সেই সম্মানটুকু দিন। আপনাবা শত্রুব বীবত্বকে শ্রদ্ধা কবেন না?

বার্নস॥ আপনাব বীবত্বকে—

দোস্ত॥ তোমার কাছে শুনতে চাই না বার্নস, ম্যাটেন সাহেব বলুন।

ম্যাক॥ দেখুন, আপনি বীব সৈনিক, আপনাকে আমি স্যালিউট কবি। কিন্তু ঐ মহিলা এবং তাঁব ছেলে আমাদেব এক্তিয়াবভুক্ত নন, বাদশাব। ওদেব মুক্ত কবতে পাবেন শুধু জাঁহাপনা।

দোস্ত॥ ওব কাছে তো আমি কিছু চাইব না। আপনাবা আশ্চর্য লোক! এই মাত্র বললেন, আপনাবাই মালিক, আব এখুনি বলছেন জাঁহাপনা ছাড়া ওদেব কেউ মুক্তি দিতে পাবে না।

ম্যাক॥ ঐ দুই বন্দী দববাবেব আওতায় পড়ে, এবং খাজনা ও দববাব দুটি বিষয় সুলতান শা শুজাব হাতে। বৃটিশ ন্যাযবিচাবেব খ্যাতি দুনিয়া জোড়া। তাতে আমবা কলঙ্ক লেপে দিতে পাবি না। যেটা সুলতানেব অধিকাব, তাতে হস্তক্ষেপ কবলে ছি ছি কবে উঠবে বৃটেনেব পার্লামেন্ট।

দোস্ত॥ (*একটু নীববতাব পব*) আশ্চর্য।

ম্যাক॥ কি আশ্চর্য?

দোস্ত॥ মানুষ বলতে আমবা যা বুঝি কিছুতেই সেই ছকেব মধ্যে আপনাদেব ধবতে পাবলাম না। দিলদাব খাঁ, তাহলে তুমি পাঠানেব মত প্রস্তুত হও মৃত্যুব জন্য।

[*অট্টহাস্য কবিয়া উঠেন শা শুজা।*]

শুজা॥ হাতকড়া পবাও আবাব। দোস্ত মুহম্মদ! প্রাক্তন খাঁ! দোস্ত মুহম্মদ! আমাব কাছে একবাব আবেদন কববে এ দুজনেব মুক্তিব জন্য?

দোস্ত॥ না। তুমি বৃটিশেব চাকব, তোমাব কাছে আবেদন কবব কেন?

শুজা॥ মা আব ছেলে শুনছি কাবাগাবে একসঙ্গে থাকছে এদেব আলাদা কবো।

নশীন॥ (*দিলদাবকে জড়াইয়া*) এতে আপনাব কী ক্ষতি হচ্ছে? ছেলেটা আমাব কাছে থাকলে কতটুকু ক্ষতি আপনাব?

[*টানিয়া তাহাবা দিলদাবকে সবাইয়া নেয়।*]

শুজা॥ আমাব কাছে একবাব মাথা ঝুঁকিয়ে অনুবোধ কববে?

[*দোস্ত নিরুত্তর।*]

শিকোব, চাবুক মাবো।

[*শিকোব মাবে। দিলদাব আর্তনাদ কবিয়া উঠিতে নশীন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আগলায়।*]

শিকোব॥ সবে যাও সামনে থেকে।

নশীন॥ যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি। দিলদাব, পাঠান কখনো কাঁদে?

দিলদাব॥ না।

[*নশীনকে টানিয়া সবাইয়া চাবুক চালান শিকোব। শিশু অস্ফুট আর্তনাদ কবে কিন্তু কাঁদে না।*]

মেহবাব॥ শুজা এটা জুলুম হচ্ছে, অকাবণ জুলুম হচ্ছে।

শুজা॥ দোস্ত মুহম্মদ একবাব আমাকে কুর্নিশ কববে?

[*সর্বশক্তি সংহত কবিয়া দোস্ত শুজাব ওপব ঝাঁপাইয়া পড়িবাব প্রয়াস পান। গোবাবা সঙীনেব খোঁচায় তাহাকে নিবৃত্ত কবে।*]

দোস্ত॥ বৃটিশের চাকর! কাপুরুষ! বিদেশী দস্যুর জোরে মসনদ তসরূপ করেছে।

[*চাবুক বন্ধ হইতে দিলদার কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়; সে টলিতেছে, কিন্তু কাঁদে নাই।*]

শাবাস পাঠান! দেখ নশীন, কাঁদে নি। যত কাঁদছিস তুই!

শুজা॥ বন্দীদের কয়েদখানায় নিয়ে যাও—এই মহিলাকে বালা হিসারে, ছেলেটিকে মুহম্মদ-শরম কিল্লায়।

[*বালক পিতামহ ও মাতাকে কুর্নিশ করিয়া প্রহরীসহ চলিয়া যায়।*]

নশীন॥ (*দোস্তকে কুর্নিশ করিয়া*) দোয়া করুন, যেন আপনার পুত্রবধূর উপযুক্ত শক্তি পাই বুকে, চোখে যেন জল না আসে।

[*গমনোদ্যত।*]

শিকোর॥ মালেককে তসলিম জানাও।

নশীন॥ এখানে একজনই মালেক, আমীর দোস্ত মুহম্মদ। তাঁকে বন্দেগি জানিয়েছি। আর কোন মালেক-টালেক তো দেখতে পাচ্ছি না।

[*প্রস্থান।*]

ম্যাক॥ (*দোস্তকে*) কাম স্যার, আপনাকে এখন যেতে হবে শেরপুর বৃটিশ ক্যাম্পে।

[*ধীরপদে যাইতে যাইতে শুজার সম্মুখে আসিয়া দোস্ত হঠাৎ যেন লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে দেহ উদ্যত করিলেন; শুজা শিহরিত হইয়া পিছু হটিলেন। হাসিয়া দোস্ত চলিয়া যান, সঙ্গে বৃটিশ প্রহরী।*]

ম্যাক॥ পাঠান জাতি বড় উদ্ধত, বড় উগ্রপ্রকৃতি।

মেহরাব॥ জাঁহাপনা, অভিষেকের দিন ধার্য করো; বহু দূরে দূরে খবর পাঠাতে হবে, সর্দারেরা—

শুজা॥ কটা বাজে?

মেহরাব॥ জাঁহাপনা, পাঞ্জদে, বাল্খ এইসব অঞ্চল থেকে সর্দারদের আসতে সাত দিন সময় লেগে যায়।

শুজা॥ বুঝলাম, বুঝলাম, কিন্তু বাজে কটা?

মেহরাব॥ ন'টা বেজে গেছে।

শুজা॥ তাহলে আমি এখুনি আসছি।

[*প্রস্থান।*]

মেহরাব॥ কোথায় গেলেন সুলতান? তারিখটা ঠিক করে দরকার।

শিকোর॥ হিন্দুদের পঞ্জিকায় আগামীকাল শুভদিন আছে।

মেহরাব॥ অসম্ভব। জির্গা জমায়েত হবে কি করে? ম্যাটেন বাহাদুর, আপনি তো শা শুজার অতি নিকটে রয়েছেন, তাঁর মনের ভাব জানেন নিশ্চয়ই।

ম্যাক॥ অতি নিকটে আছি সত্যি, কিন্তু তাঁর মনের ভাব আমি জানি না, যেমন আমার মনের কথা আপনি জানেন না, বা আপনার মনের কথা আমি জানি না।

শিকোর॥ আপনি তো ওঁর ভাই, আপনিই তো জানবেন উনি কী চান।

মেহরাব॥ ওঁর সঙ্গে কথা হয়নি, তবে ওঁর হয়ে এটুকু বলতে পারি, আগামী মুহররম মাসের পয়লা তারিখে অভিষেক হলে ওঁর আপত্তি হবে না।

[*শা শুজার পুনঃপ্রবেশ আখরোট খাইতে খাইতে।*]

শুজা॥ ওয়ালাদাদ খাঁ আখরোট এনে দিয়েছে।

শিকোর॥ জাঁহাপনার হয়ে মেহ্‌রাব খাঁ সাহেবই অভিষেকের দিন ঠিক করছিলেন।

শুজা॥ মেহ্‌রাব খাঁ-সাহেবের চেয়ে দুঃসাহসী পুরুষ আর নেই। ইনি আমাব দাদা। আমাকে খুব ভালবাসেন, খুব স্নেহ করেন।

মেহ্‌রাব॥ মানে বলছিলাম সব সর্দারদেব একত্র করতে হলে—

শুজা॥ আচ্ছা বলুন তো, সবাই বলুন, কেউ যদি আমাকে নানারকম মন্ত্র পড়ে ডাকিনী বিদ্যার সাহায্যে জিন দানো লাগিয়ে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে, তবে তার কি শাস্তি পাওনা হয়?

মেহ্‌রাব॥ জিন-দানো লাগিয়ে?

শুজা॥ (হাত তুলিয়া) এই যে বাহু আব হাত দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে বাহুমূল শুকোবে, তাবপব দেহে ছড়িয়ে যাবে। কারা যেন লাত-উজ্জামনাত প্রভৃতি ভীষণ দেবদেবীর সামনে আমাব মৃত্যুব মন্ত্র পডছে। এই মুহূর্তে পডছে—এই যে যন্ত্রণা হচ্ছে হাতে—কি শাস্তি তাঁদেব?

মেহবাব॥ কেউ যদি এমন করে থাকে জাঁহাপনা—

শুজা॥ যদি? যদি? সেই ডাকিনীবা তো আশ্রয়পুষ্ট, তুই তাদেব দিয়ে কবাচ্ছিস, বেশবম নমকহ্‌বাম গদ্দাব! এই যে প্রমাণ! তোর শহব খেলাতেব মন্দিরে মাবণযজ্ঞ করছে কাফেব পুবোহিতবা প্রতি শনিবার বাত্রে! একে গলায় ফাঁস এঁটে মারো—এখুনি! এ বিশ্বাসঘাতক!

[*প্রহরীবা টানিয়া মেহবাবকে লইয়া যায়।*]

মেহ্‌রাব॥ আল্লা সাক্ষী, কিতাবুন্নবীন সাক্ষী, আমি এব কিছু জানি না।

[*প্রস্থান।*]

শুজা॥ আশা কাব, ম্যাটেন বাহাদুব, আমি অধিকাবেব বাইবে কিছু কবি নি।

বার্নস॥ চার্জগুলো তো ফল্‌স্! মিথ্যা অভিযোগ!

শুজা॥ এই যে গুপ্তচবেব চিঠি আছে আমাব হাতে। সে স্বচক্ষে দেখেছে।

ম্যাক॥ ডাকিনী বিদ্যা-টিদ্যাব মতন আজব সব কথা না বলে—

শুজা॥ মেহেরবানি কবে বৃটিশ বেসিডেন্ট যেন আমাব বিভাগ সম্পর্কে কথা না বলেন। আপনাদের যেতে অনুমতি দিচ্ছি।

[*হতভম্ব সাহেববা বওনা হন।*]

যাওয়ার আগে কুর্নিশ কবে যাবেন।

[*সাহেবদের তথাকরণ ও প্রস্থান।*]

শিকোর॥ একটাই ফ্যাকড়া রয়ে গেল হুজুব।

শুজা॥ আখরোট ভাঙো। কি ফ্যাকড়া?

শিকোর॥ সদ্যমৃত মেহবাব খাঁর পত্নী জুবেদা মাসুদী, আপনাব—ইয়ে—বৌদি।

শুজা॥ বৌদি ফ্যাকড়া কেন?

শিকোর॥ আফগানিস্তানের তৈমুরি আইনে লেখা আছে, দুরানিদের চেয়েও মসনদে

মাসুদীদের বেশি অধিকার। সুতরাং কোনো বাচ্চা পয়দা করার আগে হুজুর জুবেদা মাসুদীকেও জাহান্নমে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়, নইলে তাঁর গর্ভজাত পুত্র ভবিষ্যতে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে।

শুজা ॥ মোল্লা শিকোর, তুমি প্রকৃতিস্থ আছ তো? মাসুদী মহিলাকে খুন করে কাবুলে টিঁকতে পারবো একদিনও?

শিকোর ॥ কিন্তু না মারলে ভবিষ্যতে ফ্যাকড়া হবে যে!

শুজা ॥ মারতে হবে কেন মোল্লা শিকোর, আমিই যে তাকে শাদী করবো, ভাইকে মেরে ভাইয়ের বউকে বিয়ে করবো। দুরানী আর মাসুদী পরিবার এক হবে, মসনদে আমার অধিকার পাকা হবে।

॥ পর্দা ॥

পাঁচ

[*অশ্বারোহীর বেশে ইসাবেলের প্রবেশ, পিছনে ওয়ালাদাদ।*]

ইসাবেল ॥ বাপরে বাপ, কুয়াশা বটে। ঘোড়া কোথায় ছুটছে তাই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তোমাদের কাবুল বড় ভীষণ জায়গা। এমন কুয়াশা কোথাও দেখিনি।

ওয়ালা ॥ আমি একটা জায়গা দেখেছি, এর চেয়েও বেশি কুয়াশা।

ইসাবেল ॥ কোন জায়গা সেটা?

ওয়ালা ॥ তাই তো বলছি, সে এমন কুয়াশা সেটা যে কী জায়গা তাই দেখতে পেলাম না।

ইসাবেল ॥ (*হাসিয়া*) মদের বোতলটা দাও, অনেকক্ষণ খাইনি।

ওয়ালা ॥ (*দিয়া*) মেম, এত মদ খাওয়া কি উচিত?

ইসাবেল ॥ গুড্ গড্, তুমিও শুরু কোরো না তো। এই দুর্গে যেখানে যাই, কোনো না কোনো শাসকের রক্তচক্ষু জেগে আছে অন্ধকার কোণ থেকে—ইসাবেল, এত মদ খাও কেন? খাই, আমার খুশি। তোমাদের বাপের পয়সায় খাচ্ছি? বাপ্‌স্, শীত পড়েছে খুব। আফগানিস্তানে কোনো কোনো জায়গা বড় ঠাণ্ডা হয়।

ওয়ালা ॥ কোন জায়গার কথা বলছেন? পশ্চাদ্দেশ?

ইসাবেল ॥ (*হাসিয়া মৃদু চাবুক মারিলেন*) বলছি জায়গা, শহর। যেমন কাবুল, গজনি, কান্দাহার। এবার বলো, তুমি কদিন থেকে আমার সেবায় লেগেছ কেন?

ওয়ালা ॥ কেননা দেখেই বুঝেছি আপনি আর আমি এক জাতের লোক।

ইসাবেল ॥ সার্টেনলি নট। তুমি নিগার, আমি বৃটিশ।

ওয়ালা ॥ ভেতরে এক। শাসন দেখলেই বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে যায়, নিয়ম দেখলেই ভাঙার বাসনা পেয়ে বসে।

ইসাবেল॥ তুমি তো ঐ লম্পট মাতাল সুলতানটার ভাড়া করা ভাঁড়। তার সঙ্গে নাকি দিনরাত্রি দাবা খেলতে।

ওয়ালা॥ খেলতাম, আর খেলি না।

ইসাবেল॥ কেন?

ওয়ালা॥ কেউ যদি দাবা খেলতে বসে চুরি করে, গুটি এধার-ওধার করে, আপনি তার সঙ্গে খেলবেন?

ইসাবেল॥ না।

ওয়ালা॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তাই শুজা আমার সঙ্গে খেলে না।

ইসাবেল॥ (হাসিয়া) ও, তুমি চুরি করতে?

ওয়ালা॥ তাছাড়া খেলি না সে আমার চিরশত্রু বলে, সে আমার স্ত্রীকে কেড়ে এনে ধর্ষণ করেছিল বলে।

[ইসাবেল শিহরিত হন।]

ইসাবেল॥ তাহলে তুমি এখানে এসেছ কেন?

ওয়ালা॥ তার সর্বনাশ করবো বলে। এবার আপনি বলুন মেম, শরাব খেয়ে খেয়ে নিজেকে মিটিয়ে দিচ্ছেন কেন? যাকে শত্রু মনে করেন তাকে আঘাত না হেনে নিজের পরে এ আঘাত কেন?

ইসাবেল॥ কেননা যে আমার চিরশত্রু তাকে আমি ভালবাসি।

ওয়ালা॥ মানে? বুঝতে পারলাম না।

ইসাবেল॥ আমার স্বামী, ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার বার্নস। (হাসিয়া) আমি না—তাকে ভীষণ ভালবাসি।

ওয়ালা॥ অথচ সে আপনার শত্রু কেন?

ইসাবেল॥ সেটা তোমাকে বলতে যাবো কেন? তুমিই বা আমাকে এসব বলছ কেন? তোমাকে ধরিয়ে দিই যদি?

ওয়ালা॥ লোক চিনতে আমার ভুল হয় না। ধরিয়ে তো দেবেনই না, বরং আপনি আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবেন, যাতে এ শোষণের ইমারত ধ্বসে যায় অতি শীঘ্র।

ইসাবেল॥ বাবা, ভাড়া করা ভাঁড়ের রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনে—

ওয়ালা॥ (সজোরে) হাসবেন না, খুলে বলুন—স্বামী আপনার শত্রু কেন?

ইসাবেল॥ (চিৎকার করিয়া) কারণ দিল্লী থেকে কাবুল পর্যন্ত তার রক্ষিতারা ছড়িয়ে আছে। অপমানের জ্বালায় আমার মাংসপেশিগুলো ফেটে রক্ত ঝরছে। এবং সে রক্ষিতারা ক্যাপ্টেন বার্নস-এর কামনার লক্ষ্য নয়, জানো? কামনা একটা মানবিক দুর্বলতা, মানুষের হয়, মানুষ সেটা ক্ষমা করতে পারে। ক্যাপ্টেন বার্নস নারী-সংসর্গ করেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে—কোথাও ডোগরা রাজকুমারী, কখনো হিমাচলের শাসনকর্তার কন্যা, কখনো বা লখনৌর নবাবের কোনো বিস্মৃত বেগম। ক্যাপ্টেন বার্নস তাদের কাছ থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেন, শয্যালীলাটা আনুষঙ্গিক মাত্র। তিনি একটা রাজনৈতিক মেশিন, তিনি আদর্শ ইন্টেলিজেন্স্ অফিসার, গুপ্তচর বিভাগের প্রধান। (মদ্য পান) তাঁকে গুলি করে মারছি না কেন? এটা জিগ্যেস করবে তো? কারণ ক্যাপ্টেন বার্নসকে আমি ভালবাসি।

ওয়ালা॥ মিথ্যা কথা কইছেন, মেম। আমি আকবর খাঁর কাছ থেকে আসছি। তিনি জানতে চান, আপনি সেদিন গজনিতে অকারণে তাঁকে অপমান করলেন কেন? (ইসাবেল চমকিত) তার জবাব আমি দিচ্ছি—আপনি আকবর খাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন। তাকে অপমান করেছেন সে আপনাকে উপেক্ষা করে বলে।

ইসাবেল॥ দ্যাট্‌স্ নট ট্রু, তাঁকে চিনি না বললেই চলে।

ওয়ালা॥ মেম, আরো শরাব খান, তারপর বলুন—ভালবাসার জন্য চেনার দরকার হয় কি? স্বামীর হাতে লাঞ্ছিতা, তাই আকবরকে ভালবাসেন। আপনি আকবর খাঁকে ভালবাসেন।

ইসাবেল॥ ওয়েল, আই ডোণ্ট নো। আমি আলেকজাণ্ডার বার্নসকে ভালবাসি। (মদ্যপান) আকবর খাঁ রাইফেলের মতন সোজা। কোন প্যাঁচ নেই মনে। মিথ্যা কাকে বলে জানে না। আর আমার স্বামী অনবরত প্যাঁচ কষতে কষতে—একটা—একটা জটিল নদীর অঙ্কে পরিণত হয়েছে।

ওয়ালা॥ শোনো মেম—

ইসাবেল॥ নো, শাট্ আপ্, তুমি বড়ো ভীষণ লোক। কথাবার্তা বার করে নিও কি সব ম্যাজিক করে। তুমি গুপ্তচর, আর একটা কথা কইলে ধরিয়ে দেব।

ওয়ালা॥ উহুঁ, তুমি আমাকে সাহায্য করবে, মেম। স্বামী যে সাম্রাজ্য গড়ছে তার তাকে ভাঙতে তবে হবে শেখানে শেখানে কোলাকুলি।

ইসাবেল॥ উর্দু জানো? উর্দু কবিতা জানো?

ওয়ালা। না।

ইসাবেল॥ আমার স্বামী উর্দু শুনে খেয়েছে। আমিও জানি অল্প স্বল্প--

দিলে নাদান তুঝে হুয়া কেয়া হ্যায়?
আখের ইস দর্দকি দওয়া কেয়া হ্যায়?

অবুঝ মন তোর হয়েছে কি? এ ব্যথার ওষুধ কি?

[বাদশা শা শুজা ও শিকারের প্রবেশ। ইসাবেল ও ওয়ালা আভূম প্রণত হন।]

শুজা॥ বেগম বার্নস, ঘোড়া ছুটিয়ে একা একা কাবুলের পথে ঘুরবেন না। বিপদ হতে পারে। আমাকে বলেন না কেন? সঙ্গে লোক দিতাম।

[অগ্রসর হন।]

ইসাবেল॥ আমার কোন বিপদ ঘটবে না জাঁহাপনা, আমার সঙ্গে পিস্তল আছে। আগে গুলি ঝেড়ে তবে কথা কই।

[শুজা সভয়ে পানিয়া যান।]

ওয়ালা॥ হ্যাঁ, জাঁহাপনা, সারা পথ খোলা পিস্তল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

শুজা॥ কাল আমরা শিকারে যাবো। বেগম আপনি কি আসবেন আমার সঙ্গে?

ইসাবেল॥ না, জাঁহাপনা, অবোধ প্রাণীর মৃতদেহ দেখতে আমার ভালো লাগে না।

ওয়ালা॥ এ মেম শুধু মানুষের মৃতদেহ দেখতে ভালোবাসে।

[শুজা একটু ঘাবড়ান।]

শুজা॥ (বোতল তুলিয়া) সবটা একবারে খেয়েছেন?

ইসাবেল॥ খেতে চাইনি জাঁহাপনা। ব্যাপারটা হচ্ছে বোতলের কর্কটা হারিয়ে গেল। তাই কোথায় বোতল রাখবো, পড়ে-টড়ে যাবে, বাধ্য হয়ে খেয়ে ফেললাম। সো লং, ইওর ম্যাজেস্টি। শ্যাল বি সিইং ইউ।

[*দ্রুত প্রস্থান।*]

শুজা॥ এ মহিলাকে দেখলেই কেমন একটা বান ডেকে যায় রক্তের মধ্যে।

ওয়ালা॥ কিন্তু বড় বিপজ্জনক জাঁহাপনা, খাণ্ডারনি। পিস্তল-তমঞ্চা তো থাকেই, আবার কুস্তির প্যাঁচ জানে।

শুজা॥ সে কি?

ওয়ালা॥ হ্যাঁ, আজ পোস্তিনদোজ সড়কে এক বিরাট জোয়ান গায়ে পড়ে রসিকতা করতে এসেছিল। ঘোড়া থেকে নেমে তাকে কি-এক প্যাঁচ কষলো, খাঁ সাহেব ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল, আর ওঠেনি। ওর কাছে ঘেঁষবেন না মালেক, আপনাকে কিছু করবে আর সারাদেশ বিধবা হবে।

শুজা॥ এ তো চিন্তার কথা।

[*জহরৎ এবং জুবেদার প্রবেশ। শুজা মাতৃপদ স্পর্শ করেন—এই এক স্থানে তিনি আন্তরিক।*]

শুজা॥ খুশ আমদেদ মালকান! এতদিন পরে ছেলেকে মনে পড়লো মা?

জহরৎ॥ শুজা—(*পুত্রের মুখ দুই হাতে ধরিয়া*) মেহরাবকে মেরে ফেলেছিস? তুই দাদাকে মেরে ফেললি?

শুজা॥ তোমার কাছে জীবনে কিছুই লুকোইনি। (*শিকোর ও ওয়ালাকে গর্জন করিয়া*) বেরিয়ে যাও তোমরা।

[*দুই জনের দ্রুত প্রস্থান।*]

দাদাকে মেরেছি, না? আর বিদ্রোহের সময় এই দাদা উটের পিঠে চড়ে বিদ্রোহীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন নি? মরুভূমির মাঝে একবিন্দু জলের জন্যে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিকলাঙ্গ খঞ্জ ভাই, আফগানিস্তানের সুলতান শুজা, আর চারদিক ঘিরে তাকে বন্য পশুর মতন শিকার করে বেড়ান নি মেহরাব খাঁ? মেরেছি প্রতিহিংসার জ্বালায়। ছোটবেলা থেকে খোঁড়া কুঁজো মাংসপিণ্ড বলে অপমান করেছে, তাই মেরেছি।

[*জহরৎ মুখ ঢাকিয়া ফিরাইয়া লন।*]

মুখ ফিরিয়ে নিও না মা, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমারই তো দোষ। বিকলাঙ্গ করে আমাকে প্রসব করেছ তুমি। জীবনভোর লাঞ্ছনার এই দুঃসহ ভার চাপিয়ে দিয়েছ তুমি। এখন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? তোমার চোখেও কি আমি কুৎসিত আজ?

[*জহরৎ ঘুরিয়া শুজাকে জড়াইয়া ধরেন।*]

জহরৎ॥ না, না, তুই আমার বদনসীব, তুই আমার পাপের ফল। খোদাতালা তোকে বিকৃত দেহ দিয়ে আমাকে সাজা দিয়েছেন। বিকলাঙ্গ বলেই তুই আমার প্রিয়। মা আবার মুখ ফেরায় কবে? শুজা আমি আর সইতে পারছি না রে। কামরান গেছে, মেহমুদ গেছে, মেহরাব গেছে—দুরানিদের রক্ত ঝরাচ্ছে...দুরানির হাত। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তুই আমাকে শান্তি দিবি তো?

শুজা॥ হুকুম করো মালকান।

জহরৎ॥ রক্তপাতে অরুচিও হয় না তোদের? ক্লান্তিও আসে না? একের পর এক চলে যাচ্ছে—একের পর এক চলে যাচ্ছে—

[*প্রস্থান। জুবেদা গমনোদ্যত, শুজা পথ রোধ করিলেন।*]

শুজা॥ আমার কথা আছে।

জুবেদা॥ সরে যাও সামনে থেকে, আমি স্বামীর মাজারে যাচ্ছি। যে স্বামীকে তুমি খুন করেছ, আল্লা প্রতিশোধ নেবেন, ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে তোমাকে গ্রাস করবে।

শুজা॥ এটা তোমার যোগ্য কথা হোল না। অপরাধীকে ক্ষমা করতে শেখোনি? আঘাত পেয়ে প্রতিদানে করুণা দিতে শেখোনি?

জুবেদা॥ শয়তান, তুমি শিখেছো সেটা? পশুদেরও তো মায়া থাকে—

শুজা॥ আমার মায়াদয়া নেই, তাই বোঝা যাচ্ছে আমি পশু নই।

জুবেদা॥ যাক; শয়তানও তাহলে সত্যিকথা বলে মাঝে মাঝে।

শুজা॥ দেখছি দেবদূতও মাঝে মাঝে গালাগালি দেয়, আমার কথাটা শোন, আমারও কিছু বলার আছে।

জুবেদা॥ যাও, গলায় দাউ দিয়ে মরো, তোমার কথা শুনতে চাই না।

শুজা॥ আমি তোমার স্বামীকে মারিনি।

জুবেদা॥ মিথ্যাবাদী! রক্তলোলুপ বিকলাঙ্গ! সবাই জানে তুমি মেরেছ!

শুজা॥ আচ্ছা, বেশ, মানলাম মেরেছি।

জুবেদা॥ মানলে? করুণা করলে! (*হঠাৎ ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়েন*) তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, খাঁটি মানুষ। কাউকে আঘাত করতে হোলে তার বুক ভেঙ্গে যেত—

শুজা॥ সেইজন্যই ভাবলাম স্বর্গই তার উপযুক্ত স্থান, এ দুনিয়ায় তার অসুবিধা হচ্ছিল। তাঁকে সেখানে পাঠাবার জন্য আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকো।

জুবেদা॥ খুন ক'রে উপহাস করছো জালিম? তোমার একমাত্র স্থান জাহান্নমে।

শুজা॥ আরেকটি স্থান আছে আমার—তোমার শয্যায়।

জুবেদা॥ অপমান করছো? ভাবছো আমি এখন সহায়-সম্বলহীন সামান্য নারী?

শুজা॥ (*গম্ভীর হইয়া*) না, পরিহাস এখন বন্ধ হোক। একটা কথা বলো শুধু—তোমার স্বামীর ঘাতক আমি, কিন্তু যে এই হত্যাকাণ্ডের আসল কারণ সেও কি সমান দোষী নয়?

জুবেদা॥ কে সে?

শুজা॥ তুমি। তোমার মুখ—যা আমার দিবারাত্রির জীবন্ত স্বপ্ন। মেহরাব খাঁ কেন, দুনিয়াময় মানুষকে হত্যা করতে পারি ঐ মুখের জন্য।

জুবেদা॥ তাহলে আমার উচিত নিজের নখে এ মুখ ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলা।

শুজা॥ (*হাত চাপিয়া ধরেন*) সেটা আমি কি করে সহ্য করবো? আমার সামনে এটা কোরো না জুবেদা। ঐ মুখ যে আমার আলো, আমার প্রাণ।

জুবেদা॥ ছেড়ে দাও, যেতে দাও আমায়। আমি আফগান মেয়ে, ছোরা মেরে এর শোধ নেব!

শুজা॥ (*চিৎকার*) সেই ভালো, এ যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দাও, বেঁচে মরে থাকার চেয়ে সেটা

ভালো হবে। তোমার জন্য আমার এই চোখ দিয়ে লোনা পানি ঝরছে—শিশুর মতন কেঁদেছি। (*যন্ত্রণায় পদচারণা*) এ চোখ দিয়ে জীবনে অশ্রু ঝরে নি। যুদ্ধে আমার ভাই মেহমুদ মরেছে আমার বাহুপাশে। আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাই পনেরো বছর বয়সের কামরান শাকে ওরা কেটেছে দু'টুকরো ক'রে—আমার উদ্ধত চোখে একবিন্দু বিনয়ী অশ্রু দেখেনি কেউ। কিন্তু তুমি করেছ, অশ্রুধারায় অন্ধ করে দিয়েছ আমায়। (*কিঞ্চিৎ নীরবতার পর*) দিগ্বিজয়ী আহমদ শা দুরানির রক্ত এই দেহে, জীবনে কোনো শত্রু বা মিত্রর কাছে নতজানু হইনি। আজ তোমার সামনে হচ্ছি, গর্বোদ্ধত মাথা আনত করছি। তবু যদি ক্ষমা করতে না পারো, তবে এই নাও ছোরা, বিঁধিয়ে দাও বুকে—মারো —এই যে বুক পেতে দিয়েছি। তোমার হাতে মৃত্যু চাইছি। আমি মেরেছি মেহরাব খাঁকে—কিন্তু তুমিও অপরাধী—তোমাকে পাওয়ার জন্য তাকে খুন করেছি। তোমার জন্য সহস্র খুন করতে পারি।

[*জুবেদার হাত হইতে ছোরা পড়িয়া যায়।*]

ছোরা তুলে নাও, মারো।

জুবেদা॥ তুমি প্রতারণা করছো। আমি মূর্খ নারী, বুঝতে পারি না তোমাদের শঠতা আর প্রবঞ্চনা। উঠে দাঁড়াও, দুরানিরা নীচু হয় না কখনো। আমি তোমার মৃত্যু চাই—কিন্তু নিজের হাতে বোধ হয় মারতে পারবো না।

শুজা॥ তাহলে বলো—আমি আত্মহত্যা করবো।

জুবেদা॥ সে তো আগেই বলেছি।

শুজা॥ সেটা রাগের মাথায় বলেছিলে, এখন ঠাণ্ডা মাথায় বলো—তৎক্ষণাৎ সুলতান শা শুজা মরবে। এই হাত মেহরাবকে মেরেছে তোমাকে পেতে, এখন মেহরাবের চেয়ে যে তোমাকে বেশী ভালবাসে তার জান নেবে—দুজনের মৃত্যুর জন্যই তুমি হবে দায়ী।

জুবেদা॥ (*কাঁদিয়া*) জানি না তুমি মিথ্যা বলছো কি না। ছোরা খাপে ভরো।

শুজা॥ তাহলে আমাকে ক্ষমা করেছ?

জুবেদা॥ সেটা পরে বলবো।

শুজা॥ আমি কি আশায় আশায় থাকবো?

জুবেদা॥ মানুষ মাত্রেই আশায় থাকে।

শুজা॥ আমিও যাবো মেহরাব খাঁর সমাধিতে। ক্ষমা চাইব মাটিতে পড়ে।

জুবেদা॥ অন্তত অনুতাপ জেগেছে তাতেই আমি খুশি।

[*গমনোদ্যত।*]

শুজা॥ আমাকে বিদায় বলে যাও।

জুবেদা॥ তুমি তার যোগ্য নও, তবু ধরে নিতে পারো বলেছি।

[*প্রস্থান।*]

শুজা॥ শিকোর! মোল্লা শিকোর!

[*শিকোরের প্রবেশ।*]

আড়াল থেকে শুনলে?

শিকোর॥ (*চমকিত*) জাঁহাপনা কি করে জানলেন আমি আড়ি পেতে আছি?

শুজা॥ তোমাকে চিনতে আমার বাকি আছে নাকি? বলো বিশ্বের ইতিহাসে এভাবে

কেউ কোন নারীকে জয় করতে পেরেছে? ও নারীকে বিয়ে করবই শিকোর, কিন্তু বেশীদিন রাখবো না। আশ্চর্য আমি তার স্বামীকে মেবেছি, রাগে আর ঘৃণায় ফুলছে, মুখে শাপান্ত করছে, চোখে পানি ঝরছে—আর আমার একটা ঘটকালি করারও কেউ নেই, স্রেফ একটু অভিনয—আর জিতে গেলাম? মেয়েটা ভুলে গেছে—শুধু স্বামী নয়, হিরাটের যুদ্ধে ওব কাকা আলতাব মাসুদিকে বন্দী কবে চটে গিয়ে কেটে ফেলেছিলাম। তারপব মেহবাব খাঁ—কি সুপুরুষ, শান্ত, ভদ্র। আমি তো তার পায়ের নখের যোগ্য নই। আর মেয়েটা তাকে ভুলে এই ভীষণ চেহারাকে বরণ করলো? আমার মনে হচ্ছে এতদিন আমি নিজেব উপব অবিচাব করেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মেয়েটা দেখেছে—আমি বেশ ভালো দেখতে। একটা আয়না কিনতে হবে দেখছি। প্রাসাদের সব আয়না ভেঙে ফেলাটা ঠিক হয়নি। গোটা দশেক দর্জি পুষতে হবে. হাল-আমলেব ভালো ভালো পোষাক ক'বে দেবে। প্রসাধনে কিছু খরচ কবতে হবে দেখছি। আর যতদিন না আয়নাটা কেনা হচ্ছে ততদিন সূর্যেব আলোয নিজের ছাযাটা দেখতে দেখতে চলি।

॥ পর্দা ॥

ছয়

[*ওযালাদাদ এবং ইসাবেলেব দ্রুত প্রবেশ।*]

ওয়ালা॥ মেম. ওবা সব এদিকে আসছে—ক্রমে ক্রমে এসে পড়বে সবাই। তোমাব স্বামীব জেবেব মধ্যে বযেছে একতাড়া চিঠি। সেগুলো চাই। আব বুড়ো সাহেবটা—কি নাম?

ইসাবেল॥ এলফিনস্টোন।

ওয়ালা॥ হ্যাঁ, ফিলিস্টোন, তাব জেব থেকে সবাতে হবে দুটো কাগজ।

ইসাবেল॥ কি কাগজ ওসব?

ওয়ালা॥ নূতন যেসব আইন হচ্ছে তাব খসড়া। সবাতে হবে।

ইসাবেল॥ সেবেছে! ওয়ালাদাদ খাঁ, আমাব হাত কাঁপে ইয়ার, বেশী হুইস্কি খেয়ে খেয়ে হাত কাঁপে, আমি কি পিকপকেটেব ভূমিকায খুব একটা সফল হবো?

ওয়ালা॥ হতেই হবে। তোমাব যা বুদ্ধি মেম, সব ব্যাটাকে ঘোল খাইযে দিতে পাববে। আর আমি রয়েছি হাতের কাছে।

ইসাবেল॥ তাহলে দাঁড়াও, আবেকটু মাল খেয়ে নিই।

ওয়ালা॥ না! বেসামাল হলে সব ধেড়াবে।

ইসাবেল॥ ঠিক আছে. ঠিক আছে খাবো না। কিন্তু একটা কথা আবাব বলি—আমাব স্বামীব কোন ক্ষতি হবে না তো?

ওয়ালা॥ কতবার বলবো মেম—আকবর খাঁ কথা দিয়েছে বিদ্রোহ সফল হলে বার্নস সাহেবকে বহাল তবিয়তে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

ইসাবেল॥ মনে থাকে যেন, ইউ বার্বেরিয়ান। এসব কাগজ-পত্র যে সরাবো সেগুলোর জন্য ক্ষতি হবে না তো?

ওয়ালা॥ বলছি বাজে কাগজ। নূতন আইন যা হবে সেগুলো আকবর খাঁ জানতে চায়।

[*বার্নস এর কণ্ঠস্বর: তিনি গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছেন। পলকে ওয়ালা বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া পড়ে, বার্নস-এর প্রবেশ।*]

ওয়ালা॥ না বেগম সাহেবা, একটা বিহিত করতেই হবে। স্তারামাশে—

বার্নস॥ খয়র মাশে। এখানে কি চাই?

ওয়ালা॥ মেয়েছেলে নিয়ে কাবুলে বসবাস কবা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। গোরারা তাড়া করে, বোরখা খুলে খুলে দেখে। আজ রাস্তায় দেখলাম আমার চাচীর বয়সী এক মোটা মহিলাকে দুটো গোরা তাড়া কবেছে। আজকাল আর বাছবিচাবও করছে না, বৃটিশ শাসনেব কি মহিমা!

ইসাবেল॥ সেই মোটা মহিলাকে ধবতে পেবেছিল গোবা দুটো?

ওয়ালা॥ তা পারেনি।

ইসাবেল॥ তাহলে বৃটিশ শাসনের মহিমা অম্লান রইল। কি বলো, আলেকজাণ্ডার? আপনি যেতে পারেন ওয়ালাদাদ খাঁ, আমি দেখছি।

ওয়ালা॥ (*বার্নস-এব জেবেব দিকে ইঙ্গিত কবিয়া*) পুবো গোরা ফৌজ মেয়েছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোদের একটা রুচি পর্যন্ত নেই? ফোকলা বুড়িব পেছনে ছুটছিস?

[*প্রস্থান।*]

বার্নস॥ আর ইউ রেডি ফব দা পার্টি ডার্লিং? সবাই আসছেন। ক্ল্যাবে আর শ্যাম্পেন ছাড়াও ইণ্ডিয়ান শরাব লাগবে।

ইসাবেল॥ শা শুজা আসছে নাকি?

বার্নস॥ হ্যাঁ।

ইসাবেল॥ আমার পরবাব মতন কিছু নেই। একটা গয়না নেই, কিছু নেই। কাল স্বপ্নে দেখলাম তুমি আমাকে একটা হীরের হার কিনে দিয়েছ।

বার্নস॥ এর পরের স্বপ্নে সেটা পোরো।

ইসাবেল॥ উঃ! এরপর উলঙ্গ হয়ে সবার সামনে বেরুলে তোমার মান থাকবে?

বার্নস॥ শুজা খুব খুশি হবে।

ইসাবেল॥ ভালো কথা, কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে আসমানি আসমানি ক'রে চেঁচাচ্ছিলে কেন? কে সে?

বার্নস॥ (*চমকাইয়া*) ও, আসমানি... একটা ঘোড়ার নাম। নতুন যে ঘোড়াটা পেয়েছি ম্যাকনটনের কাছ থেকে, তাব নাম আসমানি।

ইসাবেল॥ তাই নাকি? আজ দুপুরে সে ঘোড়া তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

[*বার্নস প্রবল বিষম খান।*]

আমি বললাম তুমি বেরিয়ে গেছ। আসমানি নামক ঘোড়া বলেছে, সে কাল সকালে আবার আসবে। (*একটু পরে*) হু ইজ শি?

বার্নস॥ শি ইজ মাই স্পাই। আমার গুপ্তচর। কাবুলের বাজারের খবর এনে দেয়।

ইসাবেল॥ পুরস্কার স্বরূপ তাকে তুমি শয্যায় আলিঙ্গন করো?

বার্নস॥ (*সজোরে*) ইয়েস। ঐ ভাবেই আমি গুপ্তচর নিযুক্ত করে থাকি।

ইসাবেল॥ তাহলে আমাকে রেখেছ কেন? এই ছকের মধ্যে আমি কোথায়?

বার্নস॥ ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার বার্নস যখন পার্টি দেয় তখন একজন মিসেস বার্নসের প্রয়োজন হয়, সামাজিক সম্মানের খাতিরে।

ইসাবেল॥ দ্যাটস্ অল?

বার্নস॥ দ্যাটস্ অল।

ইসাবেল॥ সাম ডে... একদিন না একদিন এর এমন শোধ নেব, ক্যাপ্টেন বার্নস যে—

বার্নস॥ এর মধ্যে রাগ-আবেগ-দুঃখের কোন স্থান নেই। ঐ মেয়েগুলোকে আমি মন দিই না, দিই দেহ। আমার দেহ তাদের ভালো লাগে। বেশ, দেহই তবে ব্যবহার করবো। ইট্‌স্ এ জব। আমি আমার কর্তব্য করছি।

ইসাবেল॥ ঐ মেয়েদের মধ্যে অনেকে নিশ্চয়ই তোমায় ভালবেসে ফেলে। সেই আসমানিদের কি হয়?

বার্নস॥ দে সাফার। যন্ত্রণায় তারা ছটফট করে। আমি কী করতে পারি?

ইসাবেল॥ কেন এমন করো, আলেকজাণ্ডার?

বার্নস॥ বিকজ আই লাভ মাই কান্ট্রি। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। বৃটেন সারা পৃথিবীকে শাসন করবে, লুণ্ঠন করবে। লুণ্ঠনে আমাদের জন্মগত অধিকার। আমি তাতে সাহায্য করি। একটা সাম্রাজ্য গড়তে সাহায্য করছি।

[*ভৃত্যের প্রবেশ।*]

ভৃত্য॥ জেনারেল এলফিনস্টোন, স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটন, খাঁ ওয়ালাদাদ খাঁ!

[*স্বামীকে কোট পরাইতে গিয়া ইসাবেল কাগজ বাহির করিয়া ল'ন। এলফিনস্টোন, উইলিয়াম ম্যাকনটন, ওয়ালাদাদ খাঁর প্রবেশ।*]

বার্নস॥ ওয়েলকাম জেন্টেলমেন।

[*সকলেই ইসাবেলের হস্ত চুম্বনাদি করেন।*]

এলফি॥ উঃ, সুলতানের সঙ্গে শিকারে যাওয়া খুব ভুল হয়েছে। ঠাণ্ডার বাতাসে বাতের ব্যথা ভীষণ বেড়ে গেছে। এমন সব জন্তু-জানোয়ার, তাদের নামও জানি না। একটা মেরেছি—বন্য শূয়োরের মতন দেখতে। এই যে ক খাঁ যেন আপনার নাম?

ওয়ালা॥ খাঁ ওয়ালাদাদ খাঁ ই কোহিস্তান।

এলফি॥ শেষ যে জানোয়ারটা মারলাম তার কি নাম?

ওয়ালা॥ সে তো মরার আগে বলে গেল তার নাম টমসন।

এলফি॥ ও! এ্যাঁ? আমি কোনো বৃটিশ সোলজারকে মেরে ফেললাম নাকি?

[*এলফি বুক চাপিয়া ধরিয়াছেন।*]

ম্যাক॥ না, না, লোকটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবেন না। এ পেশাদার জোকার।

এলফি॥ জিসাস ক্রাইস্ট! আমার সঙ্গে এ সমস্ত রসিকতা যেন না করে। আমার হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। মরেছিলাম আর একটু হলে।

[*ইসাবেল ব্র্যাণ্ডি লইয়া অগ্রসর হয়, উদ্দেশ্য মানচিত্র অপহরণ।*]

ইসাবেল॥ ব্র্যাণ্ডি নিন জেনারেল। কোথায় ব্যথা? একটু মালিশ করে দেব?

এলফি॥ না, না, মিসেস, কি যেন নাম, মহিলাদের স্পর্শ আমার পছন্দ নয়।

বার্নস॥ কি খাবেন, স্যার উইলিয়ম?

ম্যাক॥ শ্যাম্পেন।

বার্নস॥ আপনি?

ওয়ালা॥ আমি নিজেরটা নিয়ে এসেছি।

ম্যাক॥ আজ বিশেষ উৎসব। হিসাবে দেখা গেল তিন মাসে আমরা আফগানিস্তান থেকে যে মাল ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছি তার মূল্য হচ্ছে আড়াই কোটি সোনার মোহর। লেট আস ড্রিংক টু দ্যাট।

ওয়ালা॥ আমি কি ক'রে এতে যোগদান করবো? আমারই দেশ শুষে আমাকেই বলছেন উৎসব করতে?

[*সকলের হাস্য।*]

কবে আমারই জুতো নিয়ে আমারই মাথায় মারবেন'

ইসাবেল॥ স্যার উইলিয়াম, আমার কিছু কথা আছে, শুনুন।

[*ইসাবেল ম্যাক ও বার্নসকে ব্যস্ত রাখেন। সেই সুযোগে ওয়ালা বোতল হাতে গুটিগুটি এলফির দিকে অগ্রসর হন।*]

ওয়ালা॥ এই যে! এটা একটু চেখে দেখবেন?

এলফি॥ (*মুখে দিয়াই তিনি লম্ফ দিয়া উঠেন*) এঃ! তেল! তেল খাইয়েছে!

ওয়ালা॥ তাইতো জানতে চাইছি—বেড়ির তেল, না সর্ষে?

বার্নস॥ আপনি আবার ঐ বৃদ্ধকে নিয়ে পড়েছেন?

ওয়ালা॥ না, বুঝতে পারছিলাম না এটা কী তেল, তাই ওঁকে দিয়ে চাখিয়ে নিলাম। কিন্তু বলছে না কী তেল!

ম্যাক॥ লে অফ দি ওল্ড ম্যান। আপনি ওঁর কাছ ঘেঁষবেন না!

[*বিষম খাইয়া টলিয়া এলফির ভীষণ অবস্থা। সাহায্য করিবার অছিলায় ইসাবেল মানচিত্র বাহির করিয়া লন।*]

এলফি॥ উঃ, আমার বুক জ্বলছে। এই, এই, মিসেস ইগে, আপনি আমাকে ছোঁবেন না তো। আমার ধারণা ঐ কি যেন নাম—খাঁ, ও গুপ্তচর। বৃটিশ আর্মির সুপ্রীম কমাণ্ডারকে বিষ প্রয়োগে খুন করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে।

ইসাবেল॥ না, না, জেনারেল—ও কিংস জেস্টার। তবে কাণ্ডজ্ঞান নেই। কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় একদম বোঝে না। এই খাঁ সাহেব, আপনি যান, বেরিয়ে যান, এখান থেকে। আমার গেস্টদের খুন করবেন আপনি। যান, বেরোন!

[*ধাক্কা দিবার ফাঁকে সব কাগজ পাচার করেন ওয়ালার কাছে।*]

ওয়ালা॥ যা ব্বাবা! নেমন্তন্ন ক'রে এনে খেদিয়ে দিচ্ছে। আর ঐ বুড়োটাই বা কেমন ধারা। সামান্য ঠাট্টা করলেই মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। অন্তত এটা রেড়ির তেল কিনা বলবেন?

ইসাবেল॥ অফ উইথ ইউ।

[ওয়ালার প্রস্থান।]

ম্যাক॥ (*হাসি চাপিতে চাপিতে*) হাও আব ইউ ফীলিং নাও স্যার?

এলফি॥ বেঁচে যে আছি এটাই আশ্চর্য।

[*বিপুল তূর্যনাদ। শুজা ও পিকোরের প্রবেশ। সকলের প্রণিপাত।*]

শুজা॥ সকলে উঠে দাঁড়াতে পারেন। প্রথমেই একটি ঘোষণা করছি—আমি জির্গাব দ্বাবা নির্বাচিত হতে বদ্ধপরিকর।

ম্যাক॥ ইওব ম্যাজেস্টি, হেরে ভূত হয়ে যাবেন।

শুজা॥ আপনাদের খুব খাটতে হবে, তবে আর হারবো না। চারিদিকে দোস্ত মুহম্মদেব শ্রাদ্ধ করুন—বলতে থাকুন সে কত লোককে খুন করেছে, কিভাবে দুবানি বংশের কামবান শা আব মেহমুদ শাকে কেটেছে। আবো বলুন, আকবব খাঁব ছেলেটা—ঐ দিলদাব খাঁ—সে জাবজ। সে আকববেব ছেলেই নয়। বলুন, আকবরেব বউ নিজে স্বীকাব কবেছে দিলদাব জারজ। আমাব দাদা মেহবাব খাঁ সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে বলবেন—সেও জাবজ ছিল, সে খাঁটি দুর্বানি নয়। সুতরাং তাব জন্য অশ্রুপাত অর্থহীন। তবে ঐটা খুব বেশী বলবেন না, কেননা আমাব মা এখনো বেঁচে আছেন।

ম্যাক॥ পুরো বৃটিশ প্রচাব বিভাগ একাজে উঠে পড়ে লাগবে, কিন্তু নশীনবাবুর ছেলে দিলদাব খাঁ জাবজ, এ'া কে বিশ্বাস কববে?

শুজা॥ নশীন নিজে প্রমাণ দেবে। সে এক্ষুনি আসছে।

বার্নস॥ নশীন?

শুজা॥ বেশ্যা, বেশ্যা। আজকেব এই উৎসবে সে নাচবে, গাইবে। তাহলেই বুঝবেন সে কতবড় বেশ্যা, মোটেই সতীসাধ্বী পর্দানশীন নয়। বেগম বার্নস, আমাকে মদ দেবেন না কিন্তু। নির্বাচন পর্যন্ত আমাকে সাত্ত্বিক মুসলমান হয়ে থাকতে হবে।

ইসাবেল॥ নির্বাচন পর্যন্ত?

শুজা॥ হ্যাঁ, তদ্দিন সাবধানে থাকতে হয়, তারপব যা খুশি কবা চলে।

বার্নস॥ যাই করুন, জির্গা আপনাকে সুলতান বলে মানবে না।

শুজা॥ জির্গাব চতুর্দশ পুরুষ মানবে! নির্বাচন মানে ঘাড়ে ধ'বে নির্বাচন, তলোয়ারের জোবে নির্বাচন, পিটিয়ে নির্বাচন, জাল নির্বাচন! এমনটি কখন দেখেননি আপনারা? এই যে, বেশ্যা এসেছে।

[*শেলটন নশীনকে লইয়া আসেন। ভীত চক্ষে সে চাবদিক দেখে। পিছনে আসে সভা-গায়ক।*]

নশীনবানু, আমরা তোমার নাচ দেখবো বলে বসে আছি।

ম্যাক॥ ডানস লেডি, ডান্স।

সভা গায়ক॥ (*গান*)

পিলা দে ওক সে সাকি, জো হমসে নফবৎ হ্যায়
পিয়ালা ভব নহিঁ দেতা ন দে, শবাব তো দে।

(রাগ করে পেয়ালা ভরে মদ যদি না দিস সাকি
অঞ্জলি ভরে দিস নে কেন, মদটা আমার চাই না কি?)

শেলটন॥ নাচো বিবি!

এলফি॥ নাচে না কেন?

ম্যাক॥ ডান্‌স লেডি, ডানস!

শুজা॥ নাচবে, নাচবে। ওটাই ওর ব্যবসা! শিকোর! দোপাট্টা খুলে নাও।

[*শিকোর ঝাঁপাইয়া পড়েন, নশীন আর্তনাদ করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, অবশেষে ম্যাকের পদপ্রান্তে পড়িয়া যায়।*]

নশীন॥ সাহেব, আমি আকবর খাঁর স্ত্রী। জীবনে এত লোকের সামনে ওড়না খুলি নি। তুমি তো সৈনিক, তুমি আমার ইজ্জৎ বাঁচাবে না?

ম্যাক॥ একটা ভুল করছো। এটা আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, বৃটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

শুজা॥ শিকোর, এ জারজের জন্ম দিতে অভ্যস্ত। নির্বাচন আসছে বলে আমি নিজে কিছু করতে পারছি না—তুমি দেখাও কত শক্তি তোমার।

[*পুনর্বার আক্রান্ত হইতে নশীন ইসাবেলকে জড়াইয়া ধরে।*]

নশীন॥ তুমি নারী, তুমি কি এটা হতে দেবে? তুমি কি দাঁড়িয়ে থেকে দেখবে আর একজন নারীর চরম অপমান?

[*ইসাবেল তাহাকে জড়াইয়া ধরেন এবং শিকোর আবার তাহার গায়ে হাত দিতে ঝটকা মারিয়া সরাইয়া দেন।*]

ইসাবেল॥ স্টে অফ হার। গায়ে হাত দেবে ন'।

[*নীরবতা নামিয়া আসে।*]

শুজা॥ এটা কী হচ্ছে? নশীনবানুকে নাচতে হবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে। একটা নির্বাচন নির্ভর করছে এর ওপর। শিকোর, ধরো!

ইসাবেল॥ বি কোয়ায়েট, ইউ বার্বেরিয়ান! আমি বৃটিশ মেয়ে, কোনো শয়তান যদি এক পা এগোয় তো গুলি করে মারবো।

ম্যাক॥ দিস ইজ অ্যান আউটরেজ! মিসেস বার্নস্, আপনি সবে যান।

ইসাবেল॥ ইংরেজ শয়তানদেরও ছেড়ে কথা কইব না বলে দিলাম। লজ্জা করে না? এতগুলো পুরুষ মিলে একটা অসহায় মেয়ের ওপর অত্যাচার দেখছ আর হাসছ। (*ক্রোধান্ধ*) ঠিক আছে, ওর বদলে আমি দাঁড়াচ্ছি, আমি নাচছি, মাতাল ইসাবেল বার্নস-এর আর মানহানির ভয় নেই। এবার এগিয়ে এস, কোন বাস্টার্ড আমাব গায়ে হাত দেবে, আমার জামা ছিঁড়বে? এস!

শেলটন॥ একে জোর কবে ধরে নিয়ে শোবার ঘরে আটকে রাখতে হবে। শি ইজ ড্রাংক।

ম্যাক॥ তাই করো।

[*শেলটন ইসাবেলের গায়ে হাত দিতেই এক লাফে বার্নস আসিয়া তাহার কলার ধরেন।*]

বার্নস॥ জাস্ট এ মিনিট। আমার স্ত্রীর গায়ে হাত দিলে মেরে ফেলবো।

শেলটন॥ (ঈষৎ ভীত) আপনার স্ত্রী মদ খেয়ে নির্লজ্জ আচরণ করছেন।

[বার্নস-এর মুষ্ট্যাঘাতে শেলটন পড়িয়া যান।]

ম্যাক॥ আপনি সুপিরিয়র অফিসারের গায়ে হাত দিয়েছেন! কোর্ট মার্শাল হবে।

বার্নস॥ আমাকে মারলে পরের দিন আপনাদের আফগান সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতন ভেঙ্গে পড়বে। (নীরবতা) নাও, গেট আউট অল অফ ইউ।

শুজা॥ এটা আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একটা বিশ্রী হস্তক্ষেপ।

বার্নস॥ আউট অফ মাই সাইট।

[ধীরে ধীরে শুজা, এলফি, ম্যাক, শেলটন ও শিকোর চলিয়া যান, ফিরিয়া ফিরিয়া দেখেন বার্নসকে। ইসাবেল বার্নস-এর নিকট আসিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলেন—।]

ইসাবেল॥ থ্যাংক ইউ।

বার্নস॥ উঃ, জীবনে বোধ হয় এত রাগিনি কখনো।

ইসাবেল॥ আমিও না। (*নশীনকে ধরেন*) একটা মেয়েকে চোখের সামনে ধর্ষণ করবে?

বার্নস॥ ও মেয়েটাকে দশজনে মিলে ধর্ষণ করলেও আমার কোনো ভাবান্তর হোতো না। তার রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন বার্নস-এর সামনে তার স্ত্রীর গায়ে হাত দেবে? একটা আত্মসম্মান নেই আমার?

[মৃদু গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান। ইসাবেল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নশীনকে লইয়া অগ্রসর হন।]

নশীন॥ কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সেই কয়েদখানায়?

ইসাবেল॥ না, আমার ঘরে। তুমি আমার ঘরে থাকবে। আকবর খাঁর স্ত্রীর গায়ে কে হাত দেয় দেখবো।

॥ পর্দা ॥

সাত

[জহুরতের প্রবেশ। তৎ পশ্চাৎ জুবেদা শীর্ণ নির্যাতিত দিলদারকে ধরিয়া আনে।]

জহুরৎ॥ সারারাত ধরে যার কান্না শুনি, সে এই ছেলেটি?

জুবেদা॥ হ্যাঁ, মা। এস দিলদার খাঁ—বড় বেগম সাহেবাকে সেলাম দাও।

[দিলদার টলিতেছে, তবু কুর্নিশ করে।]

জহুরৎ॥ এ কে? কেন কাঁদে?

দিলদার॥ আমি কাঁদি না।

জুবেদা॥ এ আকবর খাঁর ছেলে। একে অন্ধকার ঘরে আটকে রেখেছে, সারাদিনে একটা রুটি খেতে দেয়। তাই ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদে।

দিলদার॥ আমি কাঁদি না।

জহরৎ ॥ আকবর খাঁ আমাদের ঘৃণিত শত্রু, তার ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ কেন ?

জুবেদা ॥ আপনি মা, তাই এনেছি।

জহরৎ ॥ (*চমকিত হইলেন। তারপর সামলাইয়া*) আমার ছেলেকে পেলে আকবর খাঁ ঠিক তাই করত। যুদ্ধে এসব ঘটে। এসবের মধ্যে তুমি সুলতানা হয়ে জড়িযে পড়ছ কেন ?

জুবেদা ॥ আপনি-আমি তো নারী, সবচেযে আগে আমাদের তাই পরিচয়। এই ছেলেটিকে এনেছি তার মার সঙ্গে দেখা করাবো বলে। বেগম বার্নস এর মাকে নিয়ে আসবেন এক্ষুনি।

জহরৎ ॥ মা আর ছেলেকে আলাদা করে রেখেছে ?

জুবেদা ॥ হ্যাঁ মা।

দিলদার ॥ মা কেমন আছে ?

জহরৎ ॥ একে—একে খেতে দাও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

[*জুবেদার মুখে হাসি ফুটিল, সে খাদ্য আনিতে ছুটিল।*]

তোমাকে মারে ওরা ?

দিলদার ॥ মাঝে মাঝে।

জহরৎ ॥ তুমি কাঁদো না তো ?

দিলদার ॥ না। শুধু মা নেই বলে রাত্রে মাঝে মাঝে—

জহরৎ ॥ ওরা তোমার মাযের নামে অনেক কলঙ্ক রটাচ্ছে। তুমি সে সব বিশ্বাস করো না তো ?

দিলদার ॥ না।

জহরৎ ॥ কখনো বিশ্বাস করবে না। তোমার মা-বাবা আমার শত্রু, জানো ?

দিলদার ॥ হ্যাঁ।

জহরৎ ॥ কিন্তু তোমার কাছে তোমার বাবা-মা সবচেয়ে বড়ো।

[*জুবেদা খাদ্য আনে।*]

জহরৎ ॥ ভাল কিছু আনতে পারোনি ? এসব কি এনেছ ? আকবর খাঁর ছেলে দিনে একটা করে রুটি খেযে আছে। তাকে একটু খাওযাতে পারো না ? সুলতানের বউ হয়েছে বলে কি দেমাকে হঠাৎ পাযাভারী হযে গেছে ?

[*জুবেদা হাসে এবং দিলদারকে খাওয়ায়। দ্রুতপদে প্রবেশ করেন ম্যাক, শেলটন ও প্রহরীরা।*]

শেলটন ॥ দেয়ার হি ইজ।

জহরৎ ॥ একি ? একি ? অন্দরমহলে আপনারা ঢুকেছেন কোন সাহসে ?

ম্যাক ॥ ঐ ছেলেটাকে বার করে এনেছেন কেন ?

জহরৎ ॥ আমি যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর আগে দিন। অন্দরে ঢুকলে পুরুষদের কুকুর দিয়ে খাওয়ারার নিয়ম।

ম্যাক ॥ সে জমানা নেই, আপনাদের সে কুকুরও নেই। সুলতানা নিজে গিয়ে বন্দীকে কয়েদখানা থেকে বার করে এনেছেন, বৃটিশ আইন ভেঙেছেন। ওঁকে শুদ্ধু এখন কয়েদখানায় পুরে দিতে পারি। আপনি বাধা দিলে আপনাকেও। টেক দা বয় !

জহরৎ॥ (পথ আগলাইয়া) ভুলে যাবেন না এটা আফগানিস্তান। জেনানায় ঢুকে যদি এভাবে আমাদের উপর জুলুম করেন, তবে প্রত্যেক আফগান পুরুষ বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসবে বদলা নিতে।

ম্যাক॥ আপনিও ভুলে যাবেন না বেগমসাহেবা, আফগানিস্তান এখন আমাদের বুটের তলায়। অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে থেকে আর কতদিন চলবে? কিছুতেই কি বুঝবেন না আপনার ছেলে আসলে সুলতান নয়, আমাদের হাতের পুতুল মাত্র? আপনারা কি বুঝতে পারছেন না আফগান নারীর তথাকথিত ইজ্জত আর নেই, কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় গোরা সৈন্যের আলিঙ্গনে সে ইজ্জৎ চূর্ণ হয়েছে? ঠেক দা বয়!

[*ধস্তাধস্তি শুরু হয়, জুবেদা ধাক্কায় পড়িয়া যান। জহরৎও একপাশে ছিটকাইয়া যান। এমন সময় উদিত হয় শুজা।*]

শুজা॥ (*হুঙ্কার*) তাজ্জব শোবিদগি!

[*সকলে থামেন।*]

একি? আপনারা অন্দরে ঢুকে আমার মা আর সুলতানার গায়ে হাত দিচ্ছেন?

ম্যাক॥ জাঁহাপনা, ওঁরা বন্দীকে বার করে এনে—

শুজা॥ তার জন্য দরবার আছে। কাল সকালে আমার দরবারে গিয়ে জানু পেতে বসে হাতজোড় করে আর্জি পেশ করবেন। এখানে ঢুকেছেন কোন্ আইনে, কোন্ অধিকারে?

ম্যাক॥ বৃটিশ আইনে অন্দরমহল বলে কিছু নেই। পলাতক বন্দীকে গ্রেপ্তার করার জ· [—

শুজা॥ খামোশ, বৃটিশ বানিয়ার বাচ্চা, চাবকে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব।

ম্যাক॥ (*সজোরে*) আমরা যদি বানিয়া হই, আপনি কি? বানিয়ার মুহুরী? নাকি দু'পয়সার কেরানী? দেখা হবে জাঁহাপনা!

[*বৃটিশদের প্রস্থান।*]

শুজা॥ তোমাদের কারুর লাগে নি তো?

জহরৎ॥ দেহে লাগেনি, লেগেছে মনে, ইজ্জতে।

শুজা॥ অবশ্যই, অবশ্যই। ও ছেলেটাকে কেন বার করে এনেছ জুবেদা? ওকে খাওয়াচ্ছিলে কেন?

জুবেদা॥ শত্রুকে খেতে না দিয়ে মারাটা আফগান আচরণ বিধিতে নেই।

শুজা॥ সেটা আমি বুঝবো।

জুবেদা॥ তুমি বুঝলে না বলেই মায়ের অনুমতি নিয়ে আমি খাওয়াচ্ছি।

শুজা॥ একবার খাইয়ে কি করবে? আবার তো ওকে নিয়ে যাবো। এবার রাখবো অন্যত্র, তোমাদের নাগালের বাইরে।

জহরৎ॥ তুমি ওর মায়ের সম্পর্কে কুৎসা রটাচ্ছ কেন? এটা কি সুলতানের কাজ?

শুজা॥ রাজনৈতিক প্রয়োজন আছে। এ বাচ্চাটাকে যন্ত্রণা দেওয়াও রাজনীতির দিক থেকে প্রয়োজনীয়।

জহরৎ॥ ঐ ফিরিঙ্গি ঠিকই বলে গেছে। তুমি ওদের হাতের পুতুল! সম্রাট? তুমি আফগানিস্তানের সম্রাট?

শুজা॥ যা বলার আছে বলে যাও, আমার এ কান দিয়ে ঢুকছে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

জহরৎ॥ তোমার কানই নেই, দুকান কাটা বেহায়া, ইংরেজের গোলাম।

শুজা॥ অত চেঁচিও না, তোমার বয়স হয়েছে, হঠাৎ দিল তড়পনা শুরু হবে। কিন্তু ঐ বাচ্চাকে আমি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবই। আকবর খাঁর বাচ্চাকে ঘুরে বেড়াতে দেব নাকি?

জহরৎ॥ আমারো যুদ্ধ ঘোষণা রইল শা শুজা, জীবনে তুমি বাচ্চাকে পাবে না।

[পুত্র এবং মাতা পরস্পর তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন।]

এবার অন্দর থেকে বেরিয়ে যাও। এখানে আমার অনুমতি ছাড়া সুলতানও ঢুকতে পারেন না।

শুজা॥ আবার পুরো অন্দর মহলের খাদ্য পানীয় সব আসে বাইরে থেকে। সে সব বন্ধ করে দিয়ে সকলকে জব্দ করে অবশেষে বাচ্চাকে নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।]

জুবেদা॥ এই কিল্লায় বাস করে ওদেব সঙ্গে পারবেন না মা।

জহবৎ॥ জুবেদা, তাড়াতাড়ি কিছু কাপড় চোপড় বেঁধে নাও। আমরা চান্দাওয়ালেব মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নেব, ইমাম সাহেবেব আশ্রয় নেব। তাড়াতাড়ি জুবেদা! জহবৎ বেগমকে চেনেনি এখনও। বাচ্চা ছিনিয়ে নেবে!

[ইসাবেল ও নশীনের প্রবেশ। জুবেদাব প্রস্থান। নশীন ছুটিয়া যায় পুত্রেব নিকট, বুকে ধবিয়া কাঁদিয়া ফেলেন।]

নশীন॥ আধখানা হয়ে গেছে, ছেলে আধখানা হয়ে গেছে, দেখ তোমবা।

দিলদাব॥ পাঠান মেয়েবা কাঁদে না কখনো।

জহবৎ॥ নশীনবানু আমবা চান্দাওয়াল মস্‌জিদে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। চাবিদিকে গুপ্তঘাতক, এখানে ঐ বাচ্চাটাকে বাখবে না। তুমি কি আমাদেব সঙ্গে যাবে?

নশীন॥ আমি? না, মা। আমাব কলঙ্কে কাবুল সরগবম, আমি কোথায় যাবো?

জহবৎ॥ আল্লাতালাব পায়ে আশ্রয় নেবে। তিনি তো আর কুৎসায় ভোলেন না।

নশীন॥ না-মা, আমার অন্য কাজ আছে। বেগমসাহেবা, আপনার করুণা...

ইসাবেল॥ আচ্ছা এরা তো আপনার শত্রু—এর স্বামী আপনাদেব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন। আজ হোক কাল হোক ধববেনই। তাহলে কেন এদের এভাবে বাঁচাচ্ছেন, সম্মান দিচ্ছেন?

জহরৎ॥ মেলমাস্তিয়া—বোঝো? আফগান আচরণবিধি। আকবর খাঁ আমাদের শত্রু, তাই তার বালবাচ্চা আমাদের সম্মানিত অতিথি। তা তোমরা ইংরেজরা তো দুনিয়ার শত্রু, তুমি একে বাঁচাচ্ছ কেন?

[জুবেদার প্রবেশ।]

জুবেদা॥ পালকি এসেছে।

জহবৎ॥ আর দেরী নয়। জবান দিয়েছি ও ছেলেকে বাঁচাবো। আমাকে না মেরে ওকে ছুঁতে পাবে না।

নশীন॥ দিলদার, এরপর যদি দেখা না হয়, মনে রাখিস, কেমন?

দিলদার॥ (অবাক) দেখা কেন হবে না?

নশীন॥ (*হাসিয়া*) যদিই না হয়। আর একদম কাঁদবি না। কাঁদলে তোর বাবা রেগে যাবেন। খোদা হাফিজ।

[*জহরৎ, জুবেদা ও দিলদারের প্রস্থান। নশীন গমন পথের দিকে তাকাইয়া থাকেন, পান মুখে দেন।*]

ইসাবেল॥ ওটা পান খেলে নাকি?

নশীন॥ হ্যাঁ।

ইসাবেল॥ আমাকে দাও একটা।

নশীন॥ (*হাসিয়া*) না, এ খুব কড়া পান, নসওয়ার দেয়া। আপনি খেতে পারবেন না। শুনুন, আপনি যা করেছেন আমার জন্য তারপর আরো অনুরোধ জানাতে লজ্জা করে।

ইসাবেল॥ বলো দেখি, ভণিতা ছাড়ো।

নশীন॥ আকবর খাঁ আছেন উত্তরে, মজার-ই-শরীফে, পাহাড়ের মধ্যে। এখান থেকে দু'শো পঞ্চাশ মাইল, দুর্গম পথ। নামটা মনে রাখুন মজার-ই-শরীফ।

ইসাবেল॥ মজার-ই-শরীফ।

নশীন॥ সেখানে আপনি যাবেন? শিকারের নাম করে বেরিয়ে সহজেই চলে যেতে পারেন।

ইসাবেল॥ লোক পাঠালে হয় না?

নশীন॥ না, নিজে যাবেন—নিজে।

[*তাঁহার নিশ্বাস দ্রুত ও গভীর হইতেছে।*]

ইসাবেল॥ কি হয়েছে? পানে নসওয়ার বেশী দিয়েছো বুঝি? কি যে ছাইপাঁশ নেশা করো!

নশীন॥ আর আপনি যে— অনবরত—মদ খান?

ইসাবেল॥ আমার কথা আলাদা আমি ভীষণ শক্ত।

নশীন॥ আপনি নিজে যাবেন মজার-ই-শরীফে? বলুন যাবেন?

ইসাবেল॥ বেশ, বেশ যাবো, তারপর কি?

নশীন॥ আকবর খাঁকে আমার— তসলিম জানিয়ে বলবেন—নশীন বিষ খেয়ে মরে গেছে—

ইসাবেল॥ কি বলছো?

নশীন॥ (*হাসিবার প্রবল চেষ্টা করিয়া*) হ্যাঁ, এক্ষুনি খেলাম—আমি বেঁচে থাকতে ও লড়বে না—ওর ভয়, আমার ওপর—অত্যাচার করে—শোধ নেবে কাপুরুষরা—তাই এবার ও মুক্ত—

ইসাবেল॥ (*নশীনকে ধরিয়া*) ইউ আর ম্যাড! তোমাকে মরতে দেব না, মিলিটারি হাসপাতালে নিয়ে যাবো—

নশীন॥ লাভ নেই। (*হাসিয়া*) এ ভীষণ বিষ—সাপের। ওকে বলবেন—তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি লড়াই শুরু করতে। আফগানিস্তানের জন্য— আর দিলদারের জান বাঁচাবার জন্য—

ইসাবেল॥ কাম উইথ মি! বিষ-টিষ বুঝি না, তোমাকে বাঁচতেই হবে। হেল্প! গার্ড!

নশীন॥ তবু পাগলামি করে। তুমি যাবে তো?

ইসাবেল॥ হ্যাঁ, যাবো।

নশীন॥ যেতে তোমার ভালই লাগবে। আমি জানি আকবর খাঁকে তোমাব খুব পছন্দ। বোলো—আফগানিস্তানেব জন্য—দিলদারের জন্য—লড়াই।

॥ পর্দা ॥

আট

[*মজাব-ই-শরীফ। নগ্নগাত্রে আকবর খাঁর প্রবেশ, হস্তে চাবক। পশ্চাতে কালমুক ও ফিরদৌস। আকবরকে দেখিলে মনে হয় তিনি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন।*]

আকবর॥ সমবেত পাঠান যোদ্ধাদেব উদ্দেশে আমি দোস্ত মুহম্মদেব পুত্র আকবব খাঁ এই নিবেদন কবছি—ফিরিঙ্গি আমাদেব জরু-জন-জমীন কেড়ে নিয়েছে—আমাদেব সম্পদ, আমাদের মেয়েদের, আমাদেব জমি লুঠে নিয়েছে। আমাব পিতা ছিলেন আপনাদের নেতা। তাঁর ভুলেই আজ আফগানিস্তানেব এই সর্বনাশ। সুতবাং আমাদেব পূর্বপুরুষদেব পবিত্র রীতি নানাওয়াতাই অনুযায়ী আমি আপনাদের সামনে সে দায়িত্ব নিচ্ছি। (*নিজেকে কশাঘাত*) উপবন্তু আমাব স্ত্রী ফিরিঙ্গিব হাতে বন্দী, অথচ আমি বদলা নিচ্ছি না। সুতবাং আমি পাঠান নামের অযোগ্য। তাই নানাওয়াতাই অনুযায়ী আমি নিজেকে শাস্তি দিচ্ছি। (*নিজেকে কশাঘাত*)

কালমুক॥ (*বাধা দিয়া*) যথেষ্ট হয়েছে। আমরা সবাই বলছি—যথেষ্ট হয়েছে। তুমি দায়ী নও। তুমি গোড়াতেই ফিরিঙ্গির স্বরূপ ধরে ফেলেছিলে। যথেষ্ট হয়েছে।

আকবর॥ (*প্রবল ধাক্কায় কালমুককে ধরাশায়ী করিয়া*) যথেষ্ট? ছুরি দিয়ে নিজেব কলিজা ছিঁড়ে নিলেও যথেষ্ট হয় না। তুমি মারবে? ধবো চাবুক, মারো, পিঠে রক্ত বইয়ে দাও। আমি নিজে তত জোবে মারতে পারছি না।

কালমুক॥ না, আকবর খাঁ, শান্ত হও—

আকবর॥ (*চিৎকার করিয়া*) আমাব স্ত্রীব ইজ্জৎ নিয়েছে, তাবা তাকে ছুঁয়েছে। তারপর আর শান্তির নাম কোবো না। মারো আমায়—

[*আমিনুল্লার দ্রুত প্রবেশ।*]

আমিনুল্লা॥ বিচিত্র দুই মেহমান এসেছেন কাবুল থেকে—ওয়ালাদাদ খাঁ আর সিকন্দর বার্নস-এব বউ। আটক করেছি দুজনকেই।

কালমুক॥ কি চায় তারা?

আমিনুল্লা॥ দেখা করবে।

আকবর॥ নিয়ে এস এখানে।

কালমুক ॥ আকবর খাঁ, বদলা নেওয়ার সুযোগ এসেছে। বার্নস-এর বউকে ধর্ষণ করো, সুদশুদ্ধ ঋণ শোধ করো।

[*ওয়ালাদাদ ও ইসাবেলের প্রবেশ।*]

আকবর ॥ (*ওয়ালাদাদকে আলিঙ্গন করিয়া*) বলো ওয়ালাদাদ খাঁ, শত্রুশিবিরের হৃৎপিণ্ড অবধি দেখে এসেছ—বলো তার কত খুন, কোনদিকে তার শিরা আর ধমনী, কে তার মগজ, কোথায় সে সবচেয়ে দুর্বল।

ওয়ালা ॥ আগে বেগম বার্নস-এর সঙ্গে কথা বলো। ইনি পাঁচদিন ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আকবর ॥ কিসে আমার এই খুশ-কিসমতি?

ইসাবেল ॥ আমাকে নশীন আসতে বলেছিল, তাই এসেছি। নশীন বিষ খেয়ে আপনার যুদ্ধের পথ খুলে দিয়ে গেছে।

আকবর ॥ (*মুহূর্তের জন্য বিহ্বল, তারপর*) ইন্না লিল্লাহে ব ইন্নাইলাহে রাজেউন।

ইসাবেল ॥ মানে?

আকবর ॥ যে আল্লার কাছ থেকে এসেছিল সে আল্লার কাছে ফিরে গেছে। মেহমানদের নাস্তা আর আরামের ব্যবস্থা করো।

ইসাবেল ॥ না, আগে আমার কথা শুনুন।

কালমুক ॥ ফিরিঙ্গির কথা শুনতে যাব কেন? আপনারা জাত বেইমান। আপনার স্বামীর বেইমানিতে আজ আমাদের এই অবস্থা। আপনি যে তার গুপ্তচর নন কি করে জানবো?

ইসাবেল ॥ আপনি না জানলে আমার বয়ে গেল, শুনতে হয় শুনুন, না হয় চললাম।

[*মদের বোতল বাহির করিয়া চুমুক দেন।*]

ওয়ালা ॥ দেখুন, আপনি আপনার বংশ গৌরব-টৌরব নিয়ে একটু তফাতে যান তো। কথা হচ্ছে আকবর খাঁর সঙ্গে, মাঝখানে হঠাৎ আফ্রিদি-বংশদম্ভ উদিত হলেন।

আকবর ॥ (*হঠাৎ হাসিয়া*) আমি ভারমুক্ত। নশীন আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। (*শূন্যে চাহিয়া*) যেখানেই থাকো শুনে যাও, এবারে আমি লড়বো। তোমার কথা ভাববো আর লড়বো। বলুন বেগম সিকন্দর, কী বলার আছে।

ওয়ালা ॥ (*কাগজপত্র দিয়া*) আগে ঐ কাগজগুলো দেখো। বেগম এসব চুরি করেছেন। উনি জানেন না এইসব নকশাতে কাবুলের সব বৃটিশ ঘাঁটি আঁকা রয়েছে।

[*আকবর ও অন্যান্যরা কাগজ দেখেন, উত্তেজনা দেখা দেয় তাহাদের মধ্যে।*]

আকবর ॥ শাবাশ, ওয়ালাদাদ খাঁ।

ইসাবেল ॥ ফেরার জন্য নতুন ঘোড়া চাই, আর চড়লে দুটোই মরে যাবে।

ওয়ালা ॥ পাবেন, পাবেন।

আকবর ॥ (*অগ্রসর হইয়া*) বেগম সিকন্দর, আপনি এভাবে এতদূর এসে এত কষ্ট স্বীকার করলেন কেন? স্বামীর অজ্ঞাতে?

ইসাবেল ॥ ওকথার জবাব দেব না। জবাব দিতে চাইলেও পারবো না, কেননা ইতিহাসটা বৃহৎ।

আকবর ॥ আপনি আমার নশীন আর দিলদারের জন্য অনেক কিছু করেছেন। প্রতিদানে

কিছু কবতে পাবি ?

ইসাবেল ॥ যুদ্ধ যখন লাগবে আমাব স্বামীব গাযে হাত দেবেন না, কথা দিন।

আকবব ॥ বেশ, সিকন্দব বার্নস ছাড়া আব কেউ বাঁচবে না। কিন্তু যুদ্ধেব তো অনেক দেবী। আমবা কাবুলে ঢুকবো কি কবে? পুবো শহবটাকে কাঁটাতাবেব বেড়া দিযে ঘিবে গোবা ফৌজ মোতাযেন কবেছে।

ইসাবেল ॥ কেন, আল্লাহো আকবব বলে ঘোড়া ছুটিয়ে কাঁটাতাবেব ওপব হুমড়ি খেযে পড়ুন গে! তাবপব ঐখানে আটকে থাকুন যতক্ষণ না বৃটিশ হাউইট্‌জাব কামান আপনাদেব নিকেশ কবছে।

[আকবব হে হো কবিযা হাসিযা উঠিলেন।]

আকবব ॥ ঠিক জাযগায আঘাত কবেছেন। কিন্তু ওভাবে আব লড়বো না, মেম।

ইসাবেল ॥ আমি আমাব জাতকে চিনি। ইংবেজ সামনে যুদ্ধেব ভান কবে, কিন্তু যুদ্ধ ওবা আগেই জিতে বাখে বাজনীতি আব কূটনীতিব খেলায। যুদ্ধক্ষেত্রে একটা লোক দেখানো নাটক অভিনীত হয। মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা আব তঞ্চকতা ছাড়া ইংবেজেব সঙ্গে পাববেন না।

আকবব ॥ (*মাথা নোযাইযা*) সেটা বুঝে নির্যেছি মেম। তাই বলছিলাম গোপনে কাবুলে ঢুকে পড়তে পাবলে ওদেবকে পেছন থেকে আক্রমণ কবতে পাবতাম, শহবেব অলিতে গলিতে লড়তে পাবতাম, পুবো কাবুলেব জনতাব সাহায্যে লড়তে পাবতাম। ওদেব কামান অকেজো হযে থাকতো।

ইসাবেল ॥ বুদ্ধি খুলেছে দেখছি। তবে ওসব আমাকে জিগ্যেস কবে লাভ নেই। জানলেও শত্রুকে বৃটিশ মেযে বলে না।

ওযালা ॥ এদিকে এস। ওকে প্রশ্ন কবে লাভ নেই। এই দেখ।

আকবব ॥ কী এগুলো ?

ওযালা ॥ পাশ। প্রতিদিন ভোববেলায হকাবদেব শহবে ঢুকতে দেয—ফলওলা, দুধওলা, মাংসওলা। তাদেব পাশ লাগে। জেনাবেল ফিলস্টোনেব সই-কবা পাশ, চুবি কবেছি আমি নিজে। দেখিযে ঢুকে যাবে। এবং মুখে চোখে কষ্ট ক'বে একটু বিনযেব ভাব এনো। গোবা সৈন্য দেখলেই যে পাঠান দম্ভে ফেটে পড়বে, এমনটা কোবো না।

আকবব ॥ (*মাথা নোযাইযা*) হুঁ। মেম, আপনি তো ইংবেজ—অথচ এত দযা আপনাব বুকে ?

ইসাবেল ॥ ইংবেজ মাত্রেই কি বদমাশ? ইংলণ্ডকে লোকে শুধুই ক্লাইভ আব হেস্টিংস, ম্যাকনটন আব আলেকজাণ্ডাব বানস ভাবে। আবেকটা ইংলণ্ড আছে—গবীব মানুষেব ইংলণ্ড, সাধাবণ গৃহস্থেব ইংলণ্ড। তাবা চায না প্রভুত্ব আব সাম্রাজ্য। তাবা চায় না ভাবত, চীন আব আফগানিস্তানেব শিশুব মুখেব গ্রাস কেড়ে এনে ইংলণ্ডেব ঐশ্বর্য বাড়ুক। তাবা যখন দেখে নাবী-নির্যাতন আব শিশুকে অনাহাবে জর্জবিত, তখন তাবা পৃথিবীব অন্য মানুষেব মতনই গোপনে কাঁদে। তাবা চায দুনিযাব মানুষ সবাই সুখে থাকুক। আব আমবাও শান্তিতে ঘব বেঁধে থাকি—স্বামীকে নিয়ে, ছেলেমেযে নিযে। (*সম্বিৎ ফিবিয়া পাইযা*) আমি ঠিক কবেছি একাই এই অন্য ইংলণ্ডেব প্রতিনিধিত্ব কববো—যেন

পুরো ইংলণ্ডের ওপর আপনাদের অভিশাপ বর্ষিত না হয়। যেন আপনাদের ইতিহাস মনে রাখে—আলেকজাণ্ডার বার্নসই সব নয়, ইসাবেল বার্নসও ছিল। (মদ্যপান) আপনি তো কই আপনার ছেলের কথা জিগ্যেস করলেন না?

আকবর॥ সে পাঠান পুরুষ, মরতে হলে মরবে। সে তো ননীন নয়, মেয়ে নয়। আগে আফগানিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ। তবু বলুন, সে কোথায়?

ইসাবেল॥ রাজমাতা তাকে নিয়ে গেছেন চান্দাওয়ালের মসজিদে।

আকবর॥ তাকে—তাকে খুব মেরেছে?

[*হঠাৎ ইসাবেলের দুই চোখ জলে ভরিয়া যায়. ঈষৎ রাগত কণ্ঠে তিনি বলেন—*]

ইসাবেল॥ যতই বলুন পাঠানের বুক পাথরে তৈরী, আসলে আপনি একজন পিতা মাত্র। হ্যাঁ মেরেছে এবং খেতে দেয় নি। কিন্তু এখন সে নিরাপদ। শা শুজারও সাধ্য নেই চান্দাওয়ালের মসজিদে ঢোকে।

আকবর॥ আর আপনি কেমন আছেন মেম?

ইসাবেল॥ আমি আবার কেমন থাকবো? খুব মদ খাচ্ছি। মুশকিলেঁ মুঝ পর পড়িঁ ইতনি কি আসান হো গয়ি। এত দুঃখ সয়েছি যে দুঃখ গা-সহা হয়ে গেছে।

আকবর॥ গজনিতে আপনি যখন লাঠির খোঁচা মেরে জিগ্যেস করলেন—আকবর খাঁ কামড়ায় কিনা—তখনই বুঝেছিলাম আপনি আসলে বড় দুঃখী, দম্ভটা ভান। আসুন, বিশ্রাম করবেন।

ইসাবেল॥ (*হাসিয়া*) না, না, আমি বৃটিশ, দম্ভই আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এখনো তো ভাবছি—আকবর খাঁ কামড়ায় না তো? মনে রাখবেন, যুদ্ধ লাগলে আমার স্বামীকে মারবেন না কথা দিয়েছেন।

॥ পর্দা ॥

নয়

[*বালা হিসার। সমারোহের সহিত শুজা, শিকোর, ম্যাকনটন, এলফিনস্টোনের প্রবেশ। শুজা চারিদিকে হাত নাড়িতেছেন।*]

ম্যাক॥ কার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন জাঁহাপনা? কাবুলের একটা লোকও তো আপনার দিকে তাকাচ্ছে না।

শুজা॥ তবু আমি জির্গার নির্বাচন জিতেছি। সারা আফগানিস্তানের সব সর্দার আমাকে সমর্থন করেছেন।

ম্যাক॥ অবশ্যই। যদিও সব ভোটই জাল, এবং বিরুদ্ধে যারা কথা কইতে পারতো সবাই জেল-এ। তবু যারা মুখ খুলেছে পিটিয়ে তাদের মাথা ভেঙেছে আপনার গুণ্ডারা।

শুজা॥ আপনি হঠাৎ সৎ ইমানদার সত্যবাদী বনে গেলেন নাকি?

ম্যাক॥ না, তা কেন? তবে—

শুজা॥ তবে আফগানিস্তানের শাহেনশাকে সেলাম জানাচ্ছেন না কেন?

[*ম্যাক ও এলফি আনত হ'ন।*]

শিকোর, এদিকে এসো। চারিদিকে রটাতে শুরু করো আমার স্ত্রী, আফগানিস্তানের সম্রাজ্ঞী জুবেদা মাসুদি গুরুতর অসুস্থ।

শিকোর॥ কি বললেন?

শুজা॥ জুবেদা, জুবেদা বেগম—দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি মরণাপন্ন।

এলফি॥ ফক্স্সি, দ্যাট্স্ হোয়াট হি ইজ। ধূর্ত শৃগাল বিশেষ।

শুজা॥ তিনি মারা যাবেন শিকোর, নইলে তিনি বহু কথা বাইরে কইতে পারেন। তিনি দু-এক দিনের মধ্যেই আল্লার নাম নিতে নিতে আমার কোলে মাথা রেখে মরে যাবেন। কেননা তাঁর কাজ ফুরিয়ে গেছে। তারপর আবার একটা শাদী করতে হবে। আফ্রিদি মালেকের মেয়ে গুলরুখ। আফ্রিদিরা বড় গোঁয়ার। তাদের আয়ত্তে আনতে গেলে গুলরুখকে বিয়ে করা দরকার। রাজনৈতিক প্রয়োজন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) রাজনীতি থেকে কি আমার মুক্তি নেই?

শিকোর॥ জুবেদা বেগম মরণাপন্ন বলা হবে কি করে, তিনি তো বসে আছেন চান্দাওয়ালের মসজিদে। সেখানে লোকে তাঁকে দেখেছে—স্বাস্থ্যবতী, রোগের কোন লক্ষণই নেই।

ম্যাক॥ না, না—এতক্ষণে তাদের সবাইকে নিয়ে এসেছে এই বালা হিসার দুর্গে।

শিকোর॥ (আর্ত চীৎকার) জাঁহাপনা। আপনি আল্লার গৃহ থেকে তাদের ধরে আনতে দিলেন? মসজিদের পবিত্রতা মানেন নি?

ম্যাক॥ যারা গেছে তারা সবাই গোরা সৈন্য। ইসায়ি খৃষ্টান। ওরা মসজিদ মানে না। কোনো মুসলমান যেতে রাজি হল না, তাই গোরা গেছে।

শুজা॥ এই যে নিয়ে এসেছে আকবর খাঁর জারজটাকে—

[*শেলটনের নেতৃত্বে গোরা সেনা দিলদারকে লইয়া আসে। দিলদারের মুখ বাঁধা।*]

এলফি॥ ব্রিগেডিয়ার—কি যেন নাম! আপনি কি কাবুলে দাঙ্গা বাধিয়ে ছাড়বেন? মসজিদে ঢুকলেন কোন আক্কেলে?

শেলটন॥ আমাকে রেসিডেন্ট-জেনারেল স্যর উইলিয়ম ম্যাকনটন নিজে হুকুম দিয়েছেন।

শুজা॥ তা ছাড়া সারা হিন্দুস্তানে কত মসজিদ কত মন্দির কামান দেগে উড়িয়ে দিয়েছেন জেনারেল ফিলিস্তোন, আজ হঠাৎ দাঙ্গার ভয়? এই জারজকে আর কোনো কথা না বলে শেষ করে দিন। নিচের কারাকক্ষে নিয়ে গিয়ে—(*বালকের মাথার পিছনে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া*) এই খানটায় একটি গুলি করবেন। কোনো কথা নয়, কোনো কথা নয়।

[*তৎক্ষণাৎ শেলটন দিলদারকে তুলিয়া লইয়া যান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে আসেন জহরৎ ও জুবেদা, বেশভূষা অবিন্যস্ত।*]

জহরৎ॥ কোথায় দিলদার? কোথায় ছেলেটা?

শুজা॥ এই মাত্র তাকে গুলি করে মারা হয়েছে মা।

[*জহরৎ বুক-ফাটা চিৎকার করিয়া উঠেন।*]

জহরৎ ॥ তুমি মুসলমান? তুমি কলমা পড়ো? তুমি আফগান? তুমি গোরা দস্যু পাঠিয়ে মসজিদ অপবিত্র করলে?

ম্যাক ॥ এসব নিয়ে হাঙ্গামা করাটা আর উচিত হবে না। আকবর খাঁ একটা বিদ্রোহী দস্যু, আপনি তার ছেলেকে—

শুজা ॥ জারজ ছেলেকে—

ম্যাক ॥ হ্যাঁ, আপনিই বা তার জারজ ছেলেকে আশ্রয় দেন কোন্ সাহসে?

জহরৎ ॥ আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছ, সফেদ চমড়িওয়ালা? তোমরাই আসল শত্রু, আমার এই দেশদ্রোহী ছেলে তোমাদের গোলাম মাত্র। তা হলে আমার কথাটাও শুনে রাখো—আজ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে আমিও দাঁড়ালাম, বিশ্বাসঘাতক ছেলের বিরুদ্ধে মা দাঁড়িয়েছে। ফিরিঙ্গির নৌকর এই গদ্দার আমার ছেলে নয়।

[*সাহেবরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠেন।*]

শুজা ॥ এতো রাজদ্রোহীর মতন কথাবার্তা! জোরে বাদ্য বাজাও। সম্রাট এসব প্রলাপ শুনতে বাধ্য নয়!

[*প্রস্থান। বাদ্য নির্ঘোষে জহরতের অভিশাপ চাপা পড়িয়া যায়।*]

॥ পর্দা ॥

দশ

[*কাবুলে বার্নস-এর গৃহ। বার্নস ও ইসাবেলের প্রবেশ।*]

ইসাবেল ॥ ইজ্ দিস ট্রু? বলো আলেকজাণ্ডার, তোমরা আকবর খাঁর ছেলেটাকে মসজিদ থেকে ধরে এনে গুলি করে মেরেছো?

বার্নস ॥ স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটন আর শা শুজা করিয়েছে। আমি কী করবো?

ইসাবেল ॥ তুমি জানতে?

বার্নস ॥ না। আমি গুপ্তচর বিভাগ চালাই। তাব জন্য আমাকে ঐ মসজিদে মুসলমান সেজে নমাজ পড়তে হয় বোজ পাঁচবার করে। ওখানে হাঙ্গামা করার কথা শুনলে আমি বাধা দিতাম।

ইসাবেল ॥ শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাধা দিতে! মসজিদে হাঙ্গামা করলে আফগানিস্তানকে লুঠ করার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়—এই জন্য বাধা দিতে। ছোট্ট একটা ছেলেকে গুলি করে মারাটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

বার্নস ॥ ইয়েস, ইয়েস এণ্ড ইয়েস এগেইন। একটা নেটিভ বাচ্চার জন্য কাঁদতে বসাটা বিশ্রী বেমানান—কারণ সমস্ত নেটিভ জাতিটার সর্বনাশ করছি আমরা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। লক্ষ আফগান বাচ্চার সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে।

ইসাবেল॥ আই বেটাব ড্রিংক' মদ খাই। তোমাব কথা শুনে মনে হয় একটা দানবকে বিয়ে কবেছি।

বার্নস॥ তা তো কবেইছ। দানবেব চেয়েও ভীষণ। ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানিকে বিযে কবেছো। (দূববীন দিয়া দেখেন) আশ্চর্য'

ইসাবেল॥ কী দেখছ অত ?

বার্নস॥ আজ ফিবিওলাব ভীড় এত বেশী কেন ?

ইসাবেল॥ তোমাব আস্‌মানি কী বলে ? বাজাবেব খবব এনে দেয় নি ?

বার্নস॥ আজ ভোবে বাত্রে কে আসমানিকে খুন কবে বেখে গেছে। গলায় ছুবি মেবেছে।

ইসাবেল॥ বেচাবি' ওবা দুদিকেব নির্মমতাব মাঝখানে পড়ে যায় চিবদিন।

বার্নস॥ (দূববীন কাষিযা) এত নূতন মুখ কোত্থেকে আসছে ? মাথাব মোটগুলোও বিবাট। (হঠাৎ) ইসাবেল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ' পনেবো দিন নিখোঁজ ?

ইসাবেল॥ বললাম না, ওযালাদাদেব সঙ্গে গিবিশ্‌ক্ গিযেছিলাম বেড়াতে। তুমি তো আস্ত একটা জাতিব সর্বনাশেব তপস্যাব মগ্ন। বাড়ি ফাঁকা। তাই বেড়াতে গিযেছিলাম গিবিশ্‌ক্।

বার্নস॥ তা হলে যে বুটজোড়া পবে গেলে তাতে অত লাল মাটি লাগলো কি কবে '

ইসাবেল॥ কি ?

বার্নস॥ গিবিশ্‌কেব দিকে বালি। লাল মাটি আফগানিস্তানেব কোথাও নেই—শুধু আফগান তুর্কিস্তান ছাড়া। সে তো উত্তবে, গিবিশ্‌ক তো দক্ষিণে। তোমাব বুটজোড়া আমাব চোখ এড়ায় নি।

ইসাবেল॥ চোখ দুটো তো দেখছি শকুনেব মতন—কণ্ডব পাখীব মতন।

বার্নস॥ কোথায় গিয়েছিলে ইসাবেল (ইসাবেল নিরুত্তব) ঘোড়াটা পেলে কোথায় ?

ইসাবেল॥ কি ?

বার্নস॥ যে ঘোড়ায় ফিবে এলে সেটা কোথায় পেলে '

ইসাবেল॥ গিবিশ্‌কে কিনলাম। বলেছি তো।

বার্নস॥ তুর্কি ঘোড়া। সেও পাওয়া যায় ঐ উত্তবে।

[প্রায় নিজেব মনে, যেন মনশ্চক্ষে ম্যাপ দেখিতেছেন।]

আফগান তুর্কিস্তান—বালখ্—অন্দক্‌বুল—তুমি কি অন্দকবুল গিযেছিলে ? (হঠাৎ চমকাইযা) মজাব-ই শবীফ' তুমি কি তীর্থ কবতে মজাব-ই-শবীফ গিযেছিলে ?

ইসাবেল॥ আমি জবাব দেব না।

বার্নস॥ (হাত চাপিযা ধবিযা) মজাব-ই শবীফ শুধু তীর্থস্থানই নয়, আকবর খাঁব হেডকোয়ার্টার্স। সেখানে যদি না গিযে থাকো, তাহলে বলো আমাব পকেট থেকে কাগজ চুবি কবেছ কেন ?

ইসাবেল॥ (অস্ফুট আর্তনাদ কবিয়া) উঃ লাগছে' আমি চুবি কবিনি।

বার্নস॥ (ছাড়িয়া দিযা) তুমি ছাড়া আব কেউ তো আমাব এত কাছ ঘেঁষে আসে না যে পকেটে হাত দেবে? ইসাবেল বার্নস, আনসাব মি, কোথায় গিয়েছিলে ?

ইসাবেল॥ গিযেছিলাম আকবব খাঁব কাছে—টু বিট্রে ইউ

[*বার্নস বজ্রাহত হইয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়েন। ইসাবেল হাসেন।*]

আই অ্যাম এনজইং দিস। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার বার্নস-এর হুকুম অমান্য করে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

বার্নস॥ ইসাবেল! ইসাবেল তুমি বিশ্বাসঘাতক? তুমি বৃটিশ সরকারের হুকুম অমান্য করে শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাত করো?

ইসাবেল॥ (*গর্জন করিয়া*) বৃটিশ সরকার চুলোয় যাক! একটা আস্ত জাতির সর্বনাশ করে সারা ইংলণ্ডের মুখে তোমরা কালি লেপে দেবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো? ইটস্ অল ইওর ফল্ট, মাই হাজব্যাণ্ড। সব তোমার দোষ। গুপ্তচর হিসেবে আমি কম যাই কিছু? এই তো দেখ না গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার বার্নসকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেটা স্বীকার কববে না কিছুতেই। তোমার কাছে ঐ আসমানিবাঈ কাজের লোক। এবাব হোলো তো?

বার্নস॥ ডিজাস্টার! আমাদের আফগান সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যেতে পারে।

ইসাবেল॥ মানে?

বার্নস॥ ম্যাপস্! শত্রুর হাতে ম্যাপ পৌঁছে দিয়েছ!

ইসাবেল॥ না, না, আইনের খসড়া—আইনেব কাগজপত্র—

বার্নস॥ ওরা তোমাকে ব্যবহাব কবেছে! তোমাকে ঠকিয়েছে! মিলিটারি ম্যাপ্স্!

ইসাবেল॥ ওরাও ইংরেজেব মতন ধূর্ত হয়ে উঠল কবে? কিন্তু আমি সেজন্য যাইনি। আমি গিয়েছিলাম তোমার প্রাণভিক্ষা চাইতে। যুদ্ধ লাগলে যেন তোমার গায়ে হাত না দেয়। বিশ্বাস কবো—আমার একটাই উদ্দেশ্য ছিল—তোমার প্রাণ বাঁচানো।

বার্নস॥ আফগানবা আমাকে ছেড়ে দিতে পাবে কখনো? যে অত্যাচার করেছি তারপব—

ইসাবেল॥ তোমাকে কিছু বলবে না ওরা। কথা দিয়েছে আকবর খাঁ।

বার্নস॥ (*উঠিয়া দাঁড়াইয়া*) ইসাবেল বার্নস, আই অ্যারেস্ট ইউ ইন দা কোম্পানি'স নেম। আব ওয়ালাদাদ খাঁকেও গ্রেপ্তার করা হবে, তোমাদের বিচাব হবে।

ইসাবেল॥ (*হাসিয়া*) দূর, এ কিছু বোঝে না। তুমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটা মেশিন হযে গেছ। আমার কাছে সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় হচ্ছে—সুখ। বোঝো? কথাটার মানেও আর বোঝো না, না? চলো কোথায় আটকে রাখবে! যেখানেই রাখো, মদ দিও কিন্তু।

[*বাহিরে গুলির শব্দ, কোলাহল, বিউগল্—ম্যাক ছুটিয়া প্রবেশ করেন।*]

ম্যাক॥ ফ্লাই ফর ইওর লাইফ! ইনসারেকশন! কাবুল শহর বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। বালা হিসার দু র্গে চলে আসুন—দু'জনেই।

[*ম্যাকের প্রস্থান।*]

ইসাবেল॥ নো, ডে ন্ট গো! এখানে তুমি নিরাপদ।

বার্নস॥ ইসাবেল, আ মি ওদের মেয়েদের পর্যন্ত ধর্ষণ করিয়েছি,. বাচ্চাদের খুন করিয়েছি! আমাকে ধরতে পারলে ওরা... ওরা ছিঁড়ে ফেলবে।

ইসাবেল॥ কোনো ভয় নেই, কেউ তোমাকে ছুঁতে পারবে না।

বার্নস॥ (*ভয়ার্ত কণ্ঠে*) হাইড মি, লুকিয়ে রাখো আমায়। আমাকে বাঁচাও, ইসাবেল!

যত পাপ করেছি সব এখন তলোয়ার হয়ে বুকের ওপর উদ্যত!

[*আকবর, ফিরদৌস, আমিনুল্লা, কালমুক ও অন্যান্যের প্রবেশ।*]

আকবর॥ এই যে সিকন্দর বার্নস! মুসলমান বার্নস! কোরান শরীফ ছুঁয়ে শপথ করেছিলে না? মরার আগে কোরান শরীফের কোনো সুরা বলবে?

ইসাবেল॥ আকবর খাঁ, তুমি কথা দিয়েছিলে!

আকবর॥ কি?

ইসাবেল॥ কথা দিয়েছিলে আমার স্বামীকে মারবে না!

আকবর॥ সেকথা আপনার বিশ্বাস করা উচিত হয় নি। আপনিই তো বলেছিলেন মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা আর তঞ্চকতা ছাড়া ইংরেজের সঙ্গে পারবে না? সবে যান সামনে থেকে।

ইসাবেল॥ নো! প্লীজ! ভিক্ষা চাইছি! স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইছি!

[*তাঁহাকে টানিয়া সরাইয়া বার্নসকে তরবারির আঘাত।*]

আকবর॥ সবে যান, বার্নস ফিরিঙ্গি এখানে বৃটিশ শাসনের আসল স্তম্ভ! এটা আমার নশীনের! এটা আমার দিলদারের! এটা আফগানিস্তানের!

[*ইসাবেল ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর রক্তাক্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া চিৎকার করেন—।*]

ইসাবেল॥ একটা মানুষের প্রাণ ভিক্ষা দিলে আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের কোনো ক্ষতি হোতো না। আপনিও ইংরেজের মতোই বেইমান!

আকবর। নইলে ইংরেজের সঙ্গে লড়বো কি করে?

ইসাবেল॥ আমাকে প্রতারিত করলেন? আপনারা সবাই ঠকিয়েছেন আমায়। আকবর খাঁ, আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম।

আকবর॥ শুধু খুন কেন? আমার উচিত আপনাকে ধর্ষণ করা, নশীনের বেইজ্জতির বদলা নেওয়া! সবে যান! ঐ দেহ নিয়ে বাজারে ফেলবো। কাবুলের সব নাগরিক ওর মৃতদেহে পদাঘাত করতে চায়।

[*দেহ টানিয়া পাঠানরা অগ্রসর হয়।*]

আপনাকে ধর্ষণ করা উচিত, কিন্তু পাঠানরা এখনও ইংরেজ হতে পারে নি। ফিরদৌস খাঁ, একে সসম্মানে বালা হিসার কিল্লায় পৌঁছে দিয়ে এসো।

ইসাবেল॥ ওয়ালাদাদকে বিশ্বাস করেছিলাম, সে ঠকিয়েছে। আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম, আপনিও বঞ্চনা করলেন। আপনার স্ত্রী বেঁচে থাকলে বলতো—ইসাবেলকে এ[illegible] আঘাত দিও না। নশীন চিনতো আমাকে, সে থাকলে আপনাকে বলতো—ইসা[illegible] আঘাত কোরো না, সে চায় সবাইকে ভালবাসতে—সবাইকে ভালবাসতে।। আকবর

॥ পর্দা ॥

এগার

[*বালা হিসার দুর্গ। বাহিরে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। ম্যাক, এলফিনস্টোন এবং শেলটনের প্রবেশ।*]

এলফি॥ হোয়াট নিউজ ব্রিগেডিয়ার ইয়ে? কাবুলের অবস্থা কী?

শেলটন॥ পুরো শহর ওদের হাতে। এই বালা হিসার দুর্গ ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। আমাদের নপুংসকতার জন্য ওরা রাত্রে মুহম্মদ শরীফ কোর্ট আর কিংস্ গার্ডেন দখল করেছে। অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণ ঘেরাও।

এলফি॥ আপনাকে না বলা হোলো শহরে ঢুকে আক্রমণ করতে?

শেলটন॥ আমরা এমনই নপুংসক, আক্রমণের হুকুমটা দিতে বারো ঘণ্টা দেরী হোলো। তা ছাড়াও গিয়ে দেখি যে গেট দিয়ে আমরা শহরে ঢুকবো ভেবেছিলাম ঠিক সেই গেটটা আগলে আছে হাজার পাঁচেক আফগান। আমরা পিছু হটে এসেছি।

এলফি॥ আপনি দুবার নপুংসক কথাটা উচ্চারণ করেছেন। সেটা নিজের সম্বন্ধে বলেছেন আশা কবি, নইলে কিছু ঘোড়াচোর দুর্বৃত্তের ভয়ে পালিয়ে আসতেন না।

শেলটন॥ নপুংসক কথাটা বলেছি আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সম্পর্কে। এখনো সে নেতৃত্ব বুঝতে পাবছেন না আমাদের কমিসারিয়েট ফোর্টটা আফগানরা দখল করেছে। অর্থাৎ খাবার-দাবার আব নেই। শা শুজা যদি দয়া করে খাদ্য না দেন, দশ হাজার ইংরেজ সেনার খাদ্য নেই।

এলফি॥ কোথায় ছিল এই সব খাবার-দাবার?

এলফি॥ ফোর্ট রবার্টস্, এখান থেকে দু মাইল।

এলফি॥ খাবার-দাবার অত দূরে জমা কবলো কোন্ নির্বোধ?

শেলটন॥ মানে সর্বোচ্চ নায়ক জানেনও না খাবার-দাবার কোথায় থাকে!

এলফি॥ খাবার-দাবারের খোঁজ রাখা আমার কাজ নয়। সেটা জেনারেলের মর্যাদাব উপযুক্ত কাজ নয়। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ওয়েলিংটন গিয়ে হিসেব করেন নি কত ময়দা জমা হয়েছে।

শেলটন॥ তাহলে বলুন এখুনি আক্রমণ চালিয়ে ফোর্টটা পুনরুদ্ধার করি! যতটা পারি ছেড়ে নিয়ে আসি।

ওয়ালা॥ এখন তো রাত।

নামে একটা গুপ্তচ কি হ'লো?

ম্যাক॥ হ্যাঁ, ভাবছি করে না। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সঙ্গে রাত্রে যুদ্ধ করিনি,

ওয়ালা॥ আকবর চাই

আকবর আমিনুল্লাকে হত্যা সঙ্গে যুদ্ধ নয়। নপুংসক নেতৃত্বেব জন্যই আমরা হারবো।

আকবর চায়—এসব শর্তে আ ব নপুংসক কথাটা ব্যবহার করলেন। ব্রিগেডিয়ার ইয়ে,

ম্যাক॥ জরুর। ও ঘরে আসুন, ভাল করে ভেবে তবে বলবেন।

ওয়ালা॥ কাল ভোরে আপনাকে যে

এলফি॥ ব্রিগেডিয়ার শেলটন! (*শান্ত কণ্ঠে*) আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। (*পদচারণা*) পেটের অসুখ, হার্টের ব্যারাম, হাঁপানি, বাত।

শেলটন॥ জানালার কাছে যাবেন না স্যার; জিন্দা ওয়ালনের বাড়িগুলোর ছাদ থেকে ওরা গুলি চালাচ্ছে। আর আফগান স্নাইপারদের গুলি ফস্কায় না।

এলফি॥ স্যার ইয়ে, বার্নস মারা যেতে আমার ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে। উপায় বলুন একটা।

ম্যাক॥ আমাদের খবরগুলো ওদের কে দেয়?

এলফি॥ কি?

ম্যাক॥ যেখানে যা ট্রুপ মুভমেন্ট হয় সব ওরা জেনে যায়। আগে থেকে তৈরী থাকে। কে পাঠায় খবর?

এলফি॥ আমি কি করে জানবো? আমাকে জানিয়ে তো পাঠায় না। আপনার কর্তব্য হচ্ছে কূটনীতি প্রয়োগ করে আমাদের বাঁচানো। আপনাদের অপরিমিত অর্থলোভ ও রক্তপিপাসার জন্যই আমাদের এই অবস্থা। এবার কিছু একটা করুন। এখান থেকে বৃটিশ আর্মিকে নিয়ে যে পালাবো তারও তো উপায় নেই।

ম্যাক॥ আমার ওপর আস্থা রাখুন। টোপ ফেলেছি। ওরা গিলবেই।

এলফি॥ আপনারাই হচ্ছেন যত নষ্টের গোড়া।

শেলটন॥ ডাউন স্যার ডাউন!

[*শেলটন ও ম্যাক এলফিকে ধরিয়া শুইয়া পড়েন, মাথার ওপর দিয়া শাঁ করিয়া স্নাইপারের গুলি চলিয়া যায়।*]

এলফি॥ কি হ'লো? উঃ, আমাকে এমন আছাড় খাওয়ালেন! জানেন আমার হার্টের ব্যারাম আছে!

[*শা শুজা, ওয়ালাদাদ ও শিকোরের প্রবেশ।*]

শুজা॥ ও কি? আজকাল একেবারে মাটিতে শুয়ে সেলাম করছেন না কি? উঠুন, উঠুন, ওতে কাজ হবে না।

[*সাহেবরা ওঠেন, এলফি হাঁপাইতেছেন।*]

ম্যাক॥ জাঁহাপনা কী বলতে চান?

শুজা॥ জাঁহাপনা জানতে চান আপনারা গুষ্টিশুদ্ধ সব এসে বালা হিসারে ঢুকেছেন কেন? আমি কদ্দিন খাওয়াবো? আর কেনই বা খাওয়াবো?

ম্যাক॥ জাঁহাপনা, বৃটিশ আর্মির ঘোর বিপদ—

শুজা॥ আপনারা লড়ছেন না কেন? আমার আফগান আর ভারতী[illegible] পকো কণ্ঠে বলেন—]
লড়ছে কিল্লা আলি আশগড়ে, বাখি লতিরে। আপনারা সব পালিয়ে [illegible] ধরবো, সেনানায়কদের
কেন? [illegible] বুঝলে? (ছাড়িয়া দেন)

এলফি॥ ও, ইউ আনগ্রেটফুল রেচ—ঈশ, ব্রিগেডিয়ার [illegible] আমার
যে পিঠ কন কন করছে। [illegible] সামনে তার স্বামীকে কুপিয়ে

ম্যাক॥ শুনুন জাঁহাপনা, ক্যাপ্টেন বার্নস এবং আ[illegible] বটে

শুজা॥ আপনারা এখনো এখানে? বললাম [illegible] শেকল পরাতে এসেছিল। সে নিশ্চয়ই

ম্যাক॥ মানে আমরা কূটনীতি প্রয়োগ করে শত্রুর মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেব, তাই—

শুজা॥ বটেই তো, বানিয়া আর কোন্ পথে ভাববে? কিন্তু আমি যুদ্ধ করছি, করবো। এত গোরা আমার দুর্গে থাকবে এটা আমার পছন্দ নয়।

ওয়ালা॥ মেয়েছেলেরা চান করতে বেরুতে পারে না। চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে গোরা।

ম্যাক॥ দেখুন, আমাদের সময় দরকার। ভারত থেকে জেনারেল সেল রওনা হয়েছেন, আমাদের বাঁচিয়ে নিয়ে যাবেন—

ওয়ালা॥ বেঁচেই বা কী করবেন বলুন। ভারতেও তো চারিদিকে বিদ্রোহ। আদৌ কেন যে বাঁচতে চান তাও বুঝি না।

শুজা॥ শুনুন, আমি আপনাদের ৪৮ ঘণ্টা সময় দিলাম এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। তারপর যদি দুর্গের মধ্যে একটা শাদা মুখ দেখি তবে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবো।

[সাহেবরা হট্টগোল করিয়া উঠেন।]

ম্যাক॥ আপনি এত বড় নিমকহারাম। আমরা আপনাকে মসনদে বসিয়েছি, আপনি বলেছিলেন চিরদিন আমাদের বন্ধু থাকবেন—

শুজা॥ (সজোরে) সেটা বিশ্বাস করলেন কোন্ আক্কেলে? আপনি জানেন না আমি আফগান? সুযোগ পেলেই স্বাধীন হবো? আফগান কত দিন অন্যের নফর থাকতে পারে? ৪৮ ঘণ্টা ম্যাটেন বাহাদুর!

ম্যাক॥ আমরা শেষ হলে আপনি কতক্ষণ টিকবেন?

শুজা॥ না হয় লড়তে লড়তে মরবো। কিন্তু যতক্ষণ না এই হাড় থেকে মাংস খুবলে নেয় ততক্ষণ লড়বো—কূটনীতি করবো না। ৪৮ ঘণ্টা!

[শিকোরের সহিত প্রস্থান।]

এলফি॥ সব শেষ। আকবর খাঁকে ডেকে পাঠাও, আত্মসমর্পণ করি।

ম্যাক॥ সার্টেনলি নট, দেখুন না। ওয়ালাদাদ, কি খবর? আকবর খাঁ কী বলছে?

ওয়ালা॥ মনে হয় টোপ গিলেছে। ও টাকাটা একটু বাড়াতে বলছে—ও তিন লক্ষ পাউণ্ড নেবে, আর মাসে ৪০,০০০ পাউণ্ড বেতন।

ম্যাক॥ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে—যাই হোক, এছাড়া উপায় কি? পরিবর্তে সে কাবুল ছুটে যাবে?

আকবর॥ হ্যাঁ। ওর আরেকটা দাবী আছে—আপনি আমিনুল্লা খাঁর কাছে মোহনলাল

ওয়ালা॥ দ্বিরকে পাঠিয়েছিলেন?

আপনাকে সমর্থন করলাম যদি আমিনুল্লাকে কিনতে পারি?

আকবর॥ আপনি উচ্ছে সে কথাবার্তা বন্ধ হোক, কারণ আমিনুল্লা আকবরের জাতশত্রু।

ম্যাক॥ যেমন আপনি করতে চায় বৃটিশ সমর্থন পেলে। সন্ধির সেটাও একটা শর্ত।

আকবর॥ হ্যাঁ কি না বলুন আপনার লিখিত রাজিনামা। টাকা আর আমিনুল্লার জান।

ম্যাক॥ হ্যাঁ। আকবরকে চিঠি লিখছি।

আকবর॥ ও! (সজোরে) আমিনুল্লা হবে কাবুল নদীর ধারে নুরমহম্মদ খাঁ উদ্যানে—টাকা

হাতে নিয়ে। আকবরের সঙ্গে দেখা হবে।

ম্যাক॥ জরুর।

এলফি॥ সব ভাল করে ভেবে দেখেছেন? বিপদের সম্ভাবনা নেই?

ম্যাক॥ বিপদ? আফগান মানেই বিপদ। কিন্তু এছাড়া পথ জেনারেল এলফিনস্টোন? আপনি কি সসৈন্যে বেরিয়ে যুদ্ধ করবেন? তাহলে আমি আপনার সঙ্গে আছি।

এলফি॥ সে কি করে হবে? আমরা দশ হাজার, ওরা পঞ্চাশ হাজার। তাছাড়া আমি রুগ্ন, অসুস্থ।

ম্যাক॥ তাহ'লে কূটনীতি ছাড়া পথ কোথায় জেনারেল? আসুন খান!

[*ম্যাক ও ওয়ালার প্রস্থান।*]

শেলটন॥ আবার বলি, নেতৃত্বের নপুংসকতার জন্যই এই পরাজয়।

এলফি॥ আমিও আবার বলি, সঠিক কথাই বলেছেন।

॥ পর্দা ॥

বারো

[*নুব মহম্মদ খাঁ উদ্যান। আকবব, কালমুক ও ফিবদৌসের প্রবেশ।*]

আকবব॥ স্টার্ট ফিরিঙ্গিব বিবির গায়ে গুলি লাগলো কি করে? তার একটা বাচ্চা জখম হলো কি করে?

কালমুক॥ ইচ্ছে করে কেউ মারে নি, লেগে গেছে।

আকবব॥ লেগে গেছে! যাদেব এমন জঘন্য নিশানা তারা কি পাঠান? তারা গুলি চালাতে শেখে নি, বন্দুক ধরতে জানে না? আমাব তো ধারণা ছিল একশ গজ দূরে ফিরিঙ্গির কোটের একটা বোতামকে যারা গুলি দিয়ে বিঁধতে পারে শুধুমাত্র এইরকম লোক নিয়ে আমার ফৌজ তৈরী হয়েছে।

কালমুক॥ কিল্লা আক্রমণ করেছি, হাজার হাজার গুলি চলেছে, লেগে গেছে' অমন হয়ই।

[*হঠাৎ আকবর কালমুকের জামা চাপিয়া হিংস্র* '

আকবর॥ পাঠানের যুদ্ধে অমন হবে না। হলে আমি তোমাদের '

ধরবো, আর হঠাৎ বন্দুকের গুলি তোমাদের বুকে লেগে যাবে, মাসের মধ্যে মাথার ওপর লেগে যাবে হঠাৎ!

কালমুক॥ তোমাকে বুঝতে পারি না। ইসাবেল বিবির যদি পাঠানরা আমাদের আক্রমণ মারলে—

আকবর॥ সে তো মরদ। সে এখানে দেশটাকে ধ্যে রওনা হলে একটা গুলি কেউ ছুঁড়বে

তৈরী ছিল মরার জন্য। কিন্তু কেউ সেখানে ইসাবেল বিবির গায়ে হাত দিলে, তাকে খুন করতাম তক্ষুনি। (একটু থামিয়া) মায়ের জাত। নশীনের জাত। কেউ ওদের গায়ে হাত দেবে না।

ফিরদৌস॥ ওরা তো মেরেছে—ধর্ষণ করেছে।

[*আকবর মাথা ঝোঁকান।*]

আকবর॥ মারুক গে। ওরা তো এতদূর এসে এ দেশটাকে লুঠ করেছে। আমবা কি ওদের দেশে গিয়ে লুঠ করতে পারবো? ওরা অনেক কিছু করে—তারপর আর পালাবার পথ পায় না।

কালমুক॥ আসছে!

[*পাঠানরা সতর্ক হন। প্রবেশ করেন ওয়ালা, ম্যাক, শেলটন।*]

ম্যাক॥ অস্‌সলাম আলেকুম!

আকবর॥ ওয়ালেকুম অস্‌সলাম!

ম্যাক॥ ঐ সাদা ঘোড়াটা এনেছি আপনার জন্য। ক্যাপ্টেন গ্রান্টেব ঘোড়া। ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কাল রাত্রের যুদ্ধে মারা গেছেন।

আকবর॥ ধন্যবাদ। বসুন।

ম্যাক॥ না, দাঁড়িয়েই কথা হতে পারে।

আকবব॥ আপনি আমাব সব শর্তে রাজি?

ম্যাক॥ হ্যাঁ।

আকবব॥ লিখিতভাবে সেটা দিতে হবে।

ওয়ালা॥ এই যে লিখে দিয়েছেন।

[*কাগজ অর্পণ। আকবর ভাবলেশহীন মুখে পড়েন।*]

আকবর॥ এটা ইংরিজিতে লেখা।

ওয়ালা॥ ও পিঠে ফার্সিতে আছে।

আকবব॥ আমি ফার্সি জানি না। মুখ্যু মানুষ। ওয়ালাদাদ, কী লেখা আছে পড়ো।

ওয়ালা॥ প্রথমত আপনার টাকাব দবী ইনি মেনে নিলেন।

আকবর॥ টাকা দিন।

ম্যাক॥ এই যে।

[*জগ্‌দল্লকের*॥ কালমুক, গোণো। একটা পয়সা কম হলে চলবে না। হুঁ, দ্বিতীয়ত?
বেশে এলফিনীয়ত ইনি বলছেন, আমিনুল্লা খাঁকে যদি আপনি মেরে ফেলেন, বৃটিশ-সরকার
*শেলটনের একটি পা*ˍসবে।

এলফি॥ শয়তান অ.ই লিখেছেন?
মধ্যে আটশ' বাকি—আর সং'বী করেছিলেন—

শেলটন॥ জগ্‌দল্লক পাহাড়ের। লিখেছেন?
মধ্যে আমরা খতম হবো। এবং এ-

এলফি॥ এবারে আবার কী হলো? পা!
ম্যাকনটন, আমি নই। কূটনীতি আর কে। [*আমিনুল্লার প্রবেশ।*]

ম্যাক॥ একি? ঐ ব্যক্তি এখানে?

আকবর॥ এ কাগজে ম্যাটেন বাহাদুর কবুল করেছেন, তোমার জান নিলে উনি সেটা সমর্থন করবেন।

আমিনুল্লা॥ আর আমার কাছে মোহনলাল নামে এক চর পাঠিয়ে আমার বন্ধুত্ব চেয়েছিলেন না? এই যে চিঠি—

আকবর॥ আপনি একই সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রস্তাব করেন এবং বন্ধুর জান নেবার প্রস্তাব সমর্থন করেন? দু চিঠি দু রকম লেখেন?

[*ম্যাক পিছু হটিতেছেন; শেলটনকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে কালমুক।*]

ম্যাক॥ ইট্স্ এ ট্র্যাপ! ফাঁদে ফেলেছেন আমায?

আকবর॥ ফাঁদে পড়েন এমন কাজ করেন কেন, ইংরেজ বানিয়া? অনবরত কূটনীতি, বেইমানি, মিথ্যাচার! গজনিতে সেই যে শা শুজাকে হঠাৎ সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন? মনে পড়ে? তখনো সেই একই কূটনীতি! কিন্তু পাঠানরা বেইমানি সইতে পারে না, জানেন তো? দু চিঠি দু রকম? একদম উল্টো?

[*শান্ত কণ্ঠস্বর, কিন্তু হাতটি হঠাৎ ছোরা টানে—*]

ম্যাক॥ অজ বাবায়ে খুদা! খুদার দোহাই!

আকবর॥ শুধুই কূটনীতি!

[*ছুরি মারেন বারম্বার; ম্যাক ভূমিতে পড়িয়া ছটফট করেন। এদিকে শেলটনের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। আকবর তাঁহার দিকে অগ্রসর হন।*]

শেলটন॥ (*বুক ফুলাইয়া*) মরতে ভয় পাই না। আসুন, মারুন।

আকবর॥ (*ছুরি সাফ করেন শেলটনের কোটে*) না। আপনার বীরত্বের পরীক্ষা পরে নেব, শালটন ফিরিঙ্গি। আপনি ফিরে যান বালা হিসার দুর্গে। জেনারেল ফিলিস্তোনকে বলুন—আকবর খা সন্ধি করতে চায়, যুদ্ধ চায় না। কিন্তু পুরো বৃটিশ ফৌজকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাবুল ছেড়ে চলে যেতে হবে—

শেলটন॥ চরমপত্র দেওয়ার আগে ভেবে দেখবেন—

আকবর॥ খামোশ বানিয়া, আপনি শুধু বার্তা বাহক। মতামত এখানে জাহির করবেন না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে হবে, এবং আফগান সীমান্তের ওপারে পেশোয়ার না পৌঁছুনো পর্যন্ত থামতে পারবেন না। থামলেই মারবো। সব কামান এখানেই ফেলে যেতে হবে; শুধু রাইফেল নিয়ে যেতে হবে।

শেলটন॥ একটা প্রশ্ন করতে পারি?

আকবর॥ করুন। ... নয়, আকবর

শেলটন॥ বালা হিসার দুর্গ অজেয়— ... মার পকেট থেকে

আকবর॥ না, খাবার আর জল বন্ধ করে দিলে এক

হাত তুলে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। ... ম চুরি করিনি।

শেলটন॥ কিন্তু এখান থেকে ভারতে যাওয়ার পথে ... তো আমার এক আসেন

করে? কামানও তো থাকবে না! ... সাব মি, কোথা

আকবর॥ আমি কথা দিচ্ছি—২৪ ঘণ্টার ... —টু নিট্রে ইউ'

... *চিৎকার করিয়া উঠেন।*]

না, নির্বিঘ্নে দশ হাজার ঘোড়া ভারতে পৌঁছে যাবে। আমাদের জবান তোমাদের মতন নয় ফিরিঙ্গি, বেইমানি আমরা করি না। জেনারেল ফিলিস্তোনকে গিয়ে বলো—২৪ ঘণ্টা! নইলে না খেয়ে শুকিয়ে দুর্বল হবে সবাই। তারপর ভেতরে ঢুকে ডাইনে-বাঁয়ে কাটবো।

শেলটন॥ আপনি কথা দিচ্ছেন আমরা রওনা হলে পথের মধ্যে আক্রমণ করবেন ন'?

আকবর॥ কথা দিচ্ছি।

শেলটন॥ বেশ, আমি জেনারেলকে বলবো।

আকবর॥ ওয়ালাদাদ খাঁ, আপনি এঁকে নিয়ে যান বালা হিসাবে।

[*ওয়ালা ও শেলটনের প্রস্থান।*]

আকবর॥ কালমুক! আমিনুল্লা! সব গিবিপথ আটকাও। গুলি করে করে দশ হাজ'র গোরাকে আফগান মাটিতে শুইয়ে দাও। একটা লোকও যেন ভারতে পৌঁছুতে না পারে।

কালমুক॥ (*শিহরিত*) আকবর খাঁ, এক্ষুনি কথা দিলে যে!

আকবর॥ কি দিলাম?

কালমুক॥ কথা।

আকবর॥ সে কথা ভাঙবো। সাম্রাজ্যবাদী ফিরিঙ্গির সঙ্গে আবার ইমানদারি কি? কথা দিলাম যাতে ওরা বালা হিসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে, সার বেঁধে পাহাড়ের পথে ঢোকে। তখন পাঠান তাকে পাবে নিজের মনোমতন যুদ্ধক্ষেত্রে। একটা একটা করে মরবে। গিরিপথ বন্ধ হয়ে যাবে মৃতদেহে। শীত জোর পড়েছে, আবো সুবিধে। ঠাণ্ডায় জমেও মরবে কয়েক শ'দস্যু। চলো—এ শয়তানের দেহ নিয়ে বাজারে ফেলি, লোকে এর গায়ে থুতু দিতে চাইছে।

॥ পর্দা ॥

তেরো

[*বৃটিশ শিবির। কচিৎ একেকটি বুলেটের শব্দ যেন চাবুক মারিতেছে। ছিন্নভিন্ন* *স্টান ও শেলটনের প্রবেশ। এলফিনস্টোনের কপালে রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ,* *অকেজো।*]

কবর খাঁ! বেইমান আকবর খাঁ! আমার দশ হাজার সৈন্যের

াই পড়ে আছে খুর্দ-কাবুল গিরিপথের মধ্যে। সামনের খবর কী?

ওপর বসে আছে আফ্রিদি বন্দুকধারীরা—এগুলোই গিরিপথের

ই যে খতম হবো, এর কারণ নপুংসক নেতৃত্ব।

আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী উইলিয়ম

শল করতে করতে ঐ ব্যক্তি নিজে মরেছে,

আর আস্ত বৃটিশ আর্মিটাকে মেরে রেখে গেছে। বৃটেনের ইতিহাসে এই প্রথম পরাজয়—পরাজয় না, বলা উচিত বিপর্যয়। কিন্তু আমি বাত, হাঁপানি-আদি যাবতীয় দুর্দশা উপেক্ষা করে নিয়ে চলেছি আর্মিকে। এবার নপুংসক বলছেন কেন?

শেলটন॥ কারণ আপনি মেয়েদের আগে আগে যেতে বাধ্য করেছেন। কাপুরুষতার এত বড় নিদর্শন কোন বৃটিশ অফিসাব রেখে যেতে পাবেন, তা আমার অজ্ঞাত ছিল।

এলফি॥ ওটা... ইয়ে... বাধ্য হয়ে করেছি। আমি দেখেছি, মেয়েছেলে দেখলে পাঠানরা গুলি চালাতে দ্বিধা বোধ করে। আপনাব নজরে পড়েনি সেটা?

শেলটন॥ তার মানে আপনি মেয়ে আব বাচ্চাদের সামনে ঠেলে দেবেন?

এলফি॥ সামনে ঠেলে দিয়েছি বলে এখনো আট শ' লোক বেঁচে আছে, এবং আপনিও আমার তাঁবুতে দাঁড়িয়ে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করছেন। নইলে জিজেইল বুলেট বুকে নিয়ে পড়ে থাকতেন খুর্দ-কাবুল পাসেঁব মধ্যে।

[*রানাব আসিয়া কাগজ দেয়। পড়িয়া*—]

ও, ভুল বলেছি, আট শ' না, সাত শ' বেঁচে আছে। পেছনের এক শ' লোক এইমাত্র তুঙ্গি তরিকি গ্রামেব মধ্যে ঘেরাও হয়ে সাবাড় হয়ে গেল। (*রানারকে*) যেতে পাবো।

[*বানাবের প্রস্থান।*]

শেলটন॥ তাহলে এক কাজ করুন। মেযেদেব হাতে বন্দুক দিন। ওবাই এগিযে সামনেব জগ্‌দল্লক পাহাড আক্রমণ করুক। আব আমরা ওদেব গাউনগুলো পবে এখানে বসে থাকি।

এলফি॥ শুনে আশ্চর্য হবেন, সেটাও একবাব ভেবে দেখেছি।

শেলটন॥ আশ্চর্য মোটেই হচ্ছি না, কিছুতেই আব আশ্চর্য হবাব দিন নেই।

[*আবাব রানাব আসে; এলফি পড়েন।*]

এলফি॥ এখন বেঁচে আছে ৬৭৫। ২৫ জন স্কটিশ বীবপুরুষ বেয়নেট বাগিযে জগ্‌দল্লক পাহাড়ে উঠতে গিযেছিলেন। একজনও বাঁচেননি।

[*লিখিতেছেন।*]

শেলটন॥ কী হুকুম দিচ্ছেন?

এলফি॥ আক্রমণ-টাক্রমণ বন্ধ কবা হোক। চুপচাপ সবাই বন্দুক উঁচিযে বসে থাকো। বীরত্ব-টীরত্ব শিকেয় তোলা হোক। ক্যাম্প ছেড়ে বেরুবে না কেউ।

শেলটন॥ যাতে ওরা ঘিরে ধবে নিরুপদ্রবে আমাদেব শেষ কবতে পাবে।

এলফি॥ (*গর্জন করিয়া*) বি কোয়ায়েট স্যার। অনেকদিন আপনাব ঔদ্ধ... নয়, আকবর এখন এই সংকট মুহূর্তে তেড়িয়া কথা কইলে আপনাকে অ্যাবেস্ট ...র পকেট থেকে করে দেব গুলি ঝেড়ে!

[*রানারকে কা... চুবি করিনি;*

আপনি কখনো আমাকে স্যালিউট কবেছেন বলে মনে ... আমার এত পরুন! স্যালিউট!

...মি, কোথা...

...বিট্রে ইউ...

অ্যাট ইজ। একটু দেখিয়ে দিলাম কে এখানে ...

[*আকস্মিকভাবে এলফি ধরাশায়ী হন। শেলটন তুলেন।*]

শেলটন ॥ কি হোলো? মাথায় জখম? যন্ত্রণা হচ্ছে?

এলফি ॥ একে হার্টের ব্যারাম, তায় মাথায় আফগান বুলেট, তায় এই সব অহেতুক চেঁচামেচি। ওয়াটার্লুতে এমন হয়নি । সে তো ঘড়ি ধরে আট ঘণ্টা যুদ্ধ। এসব কী? দিন নেই, রাত নেই। শত্রুর চেহারাই দেখতে পাচ্ছি না। পাহাড়ের ওপর থেকে সপাং সপাং করে শুধু শব্দ আর নীচে বৃটিশ সৈন্য মুখ থুবড়ে পড়ছে। আপনি বোনাপার্টের বিরুদ্ধে স্পেনে লড়েছিলেন?

শেলটন ॥ না, স্যার।

এলফি ॥ ওখানে এইরকম লড়ে। স্পেনিশ ভাষায় এ রকম চোরা লড়াইকে বলে গুয়েরিলা, আর যোদ্ধাদের বলে গুয়েবিলেরো। গেরিলা আর কি। ভারত-সীমান্তে এসে যে সেই গেরিলাদেব দেখা পাবো এটা ভাবিনি।

[*ইসাবেলেব প্রবেশ; ছিন্ন বেশভূষা।*]

কাম ইন, কাম ইন, মিসেস ইয়ে। আপনাব বীর স্বামীর মৃত্যুর পব আর কথা বলাবই সময় পাইনি।

ইসাবেল ॥ আমার বীর স্বামীর মৃত্যুব পর পুরো বৃটিশ আর্মি পালাতে ব্যস্ত ছিল, কথা কইবেন কখন? জেনাবেল, কাছেই উত্তবে দেড মাইলেব মধ্যে একটা ঝর্ণা আছে। সেখান থেকে জল আনতে হবে। জখম সৈন্যদের প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে জলেব অভাবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন বাইগ্রেভ সোজা অস্বীকার কবছেন।

এলফি ॥ দেড় মাইল উত্তরে যাওয়া বিপজ্জনক ম্যাডাম।

ইসাবেল ॥ তাহলে হাসপাতালের তাঁবুতে এসে শুনুন আহতদেব চিৎকার। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল, কেউ জল পায় নি।

এলফি ॥ কিন্তু জল আনতে শ'খানেক লোক পাঠালেও, কেউ ফিববে না।

ইসাবেল ॥ তাহলে আমবা মেয়েরা যাই? তাতে বৃটিশ আর্মির সম্মান বাঁচবে?

এলফি ॥ সম্মান-টম্মান অনেক আ''গই 'বসর্জন দিয়েছি। হ্যাঁ যান, মেযেবাই যান।

ইসাবেল ॥ (*হাসিয়া*) জেনারেল এলফিনস্টোন, অনেক মাল দেখেছি, আপন্য মতন ভূষি মাল কখনো দেখিনি। সেই কাবুল থেকে মেয়েদের বলছেন, আগে যাও, চাবিপাশে থাকো। কেন স্যাব? আপনার প্রাণটা কিসে বেশি মূল্যবান? আপনাকে বাঁচতে হবে কেন? ফিবে কোন্ রাজকার্যটা কববেন বাত আব হাঁপানি নিয়ে? মেয়েরা তো তবু বাচ্চাব ানেব খোরাক পয়দা করবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য। আপনি করবেনটা

ক বলবেন না, মিসেস ইয়ে! আমি অ্যাকশন নিতে বাধ্য হবো। াপনি? কাম অন, আউট উইথ ইট, কী করবেন? আমাকে পেয়েছেন? আমি মেয়েদের নিয়ে চললাম জল আনতে। তাকেই বলবো সাহায্য করতে। এবং আমি জানি প।

[*গমনোদ্যত।*]

এলফি॥ শুনুন, শুনুন, ম্যাডাম। আহত সৈনিকদেব জন্য চিন্তা কববেন না। ওদেব সেবা কবে এভাবে আব শবীব ক্ষয় কববেন না। ওদেব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ইসাবেল॥ কি ব্যবস্থা?

এলফি॥ মানে—(*গলা খাঁকাবি দিযা*) ওবা আব কোন্ কাজে লাগবে বলুন? যাবা হাঁটতেই পাবছে না, তাবা কি আবাব উঠে বৃটিশ আর্মিতে জয়েন কবতে পাববে? না নেক্স্‌ট্ যে যুদ্ধ তাতে লডবে পাববে? ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানি হিসেব কবে দেখেছে ওবা ডেড লস্, ওবা লাযাবিলিটি। সুতবাং আমবা সিদ্ধান্ত নিযেছি, ওদেব এখানেই ফেলে বেখে চলে যাবো।

ইসাবেল॥ (*হতবাক*) ছেলেগুলোকে ইংলণ্ড থেকে নিযে এসেছেন বৃটিশ গৌববেব ভুযো বুলি শুনিযে। বছবেব পব বছব ওবা ইণ্ডিযাতে বক্ত দিযে আপনাদেব মুনাফাব ইমাবত গডে দিযেছে। তাবপব এসে আফগানিস্তানে মবে পঙ্গু হযে আবাব মুনাফাব পাহাড গডে দিযেছে। এখন ওবা জখম হযে পডে আছে ওখানটায, আপনাবা ওদেব খবচেব খাতায লিখে হিসেব মিলিযে দিলেন?

এলফি॥ দ্যাট্‌স্ অ্যান অফিশিযাল ডিসিশন। আমাব কাছে ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানিব বোর্ড অফ ডিবেক্টর্সেব লিখিত নির্দেশ আছে।

ইসাবেল॥ যুদ্ধ ওদেব কাছে ব্যবসা, সৈনিকবা ওদেব ব্যবসাব মূলধন। সাম্রাজ্যটা ওদেব মুনাফা। কিন্তু আপনি তো সৈনিক, কথায কথায ওযাটার্লুব কথা শোনান! সহযোদ্ধাব জীবনেব কোনো মূল্য নেই আপনাব কাছে?

এলফি॥ (*ক্রুদ্ধ*) আমি কোম্পানীব চাকব!

ইসাবেল॥ (*চিৎকাব কবিযা*) এ আর্মিব উচিত ছিল মিউটিনি কবা, বন্দুক ঘুবিযে আপনাদেব গুলি কবা। ভাবতেব আফগানিস্তানেব মানুষেব সঙ্গে হাত মিলিযে ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানি আব তাব চাকবদেব এ পৃথিবী থেকে মুছে দেওযা!

এলফি॥ হোল্ড ইওব টাং!

শেলটন॥ মিসেস বার্নস, আপনি যা বললেন তাব জন্যই আপনাকে ফাঁসি দেযা যায।

ইসাবেল॥ দিন না যদি ক্ষমতা থাকে! আপনাবা ইন্টাবন্যাশনাল গ্যাংস্টাস, আন্তর্জাতিক ডাকাত। বিশ্বেব সর্বনাশ কবছেন! আপনাবা দুনিযাব শত্রু! আপনারা কদর্য জঘন্য জীব—

[*বানাব আসিতে ইসাবেল থামিযা গেলেন। কাগজ পড়িযা এলফি চমকিত হ'ন।*]

এলফি॥ *এখানে নিযে এস।*

[বা

আকবব খাঁ সাদা নিশান উডিযে উপস্থিত হযেছে কথাবার্তা বলাব জন্য

এলফি॥ না, আপনি থাকুন। ঐ গলাবাজিটা স্বামীহন্তাব কি

দিন।

[*তলোয়াবেব ডগায সাদা কমাল বাঁধিযা আক*

আকবব॥ অস্‌সলাম আলেকুম!

এলফি॥ ওয়ালেকুম অস্‌সলাম। আকবব খাঁ

আকবর॥ তাই বুঝি?

এলফি॥ আপনি কথা দিলেন—কাবুল ছেড়ে এলে কোনো আক্রমণই হবে না, অথচ সারাটা পথ হামলা চলেছে।

আকবর॥ ও।

এলফি॥ দশ হাজার লোক মার্চ শুরু করলো, এখন ঠেকেছে ছ'শো পঁচাত্তরে।

আকবর॥ ওটা ছ'শো পঁচিশ হবে। পঞ্চাশ জন এখুনি মরেছে হল্‌ফ্ কোতিল গ্রামে। তারা সেখানে খাদ্যের সন্ধানে গিয়েছিল।

এলফি॥ আপনি আস্ত বৃটিশ আর্মিটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন।

আকবর॥ সুতরাং?

এলফি॥ কি?

আকবর॥ সুতরাং?

এলফি॥ মানে ... কী বলবো?

আকবর॥ বলার কিছু নেই। আমার চোখে চোখ রেখে বলতে পারবেন না কিছুই। পারস্যের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করতে ঢুকেছিলেন, কোরান ছুঁয়েছিলেন—তারপর হঠাৎ শুরু হোলো লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা। জাত বেইমান কখনো আকবর খাঁর চোখের দিকে চাইতে পারে না।

এলফি॥ না, না, আপনাদের ইমান বলে একটা জিনিস ছিল যে?

আকবর॥ আর নেই। আমাদের ইমানদারিই তো ছিল আপনাদের দস্যুবৃত্তির সুযোগ? সেটা আর পাবেন না। মুক্তি যুদ্ধে কোনো আপস নেই, আচরণবিধি নেই, ভদ্রতা-মায়া-মমতা কিছু নেই।

এলফি॥ তবু একটা—

আকবর॥ এবার চুপ করে আমার কথা শুনুন। মেম, আপনাদের জল ছিল না, আমরা এনে দিয়েছি। জেনারেল ফিলিস্তোন, আপনাদের খাদ্য এসে গেছে, ছ'শো পঁচিশ জনের মতন। ভাল করে খেয়ে নিন, তারপর আবার যুদ্ধ।

[সকলে বিস্মিত।]

আপনারা বড় আশ্চর্য যোদ্ধা! মেয়েদের আগে ঠেলছেন কেন? (*এলফি নিরুত্তর*) আমি -ী করছি, সব জখম সৈন্য আর মেয়েদের আমাদের হাতে দিন, আমরা নিরাপদে তাদের আপনার মতন কাপুরুষের হাতে তাদের রাখা যায় না।

-া বিশ্বাস কি?

-র। আটকাতে পারবেন? (*এলফি নিরুত্তর*) আপনি তাদের পৌরুষ নেই যে মহিলাদের জান বাঁচাতে নিজের জান ওদের মেরে নিজেরা বাঁচতে চাইছেন। কত মেয়ে আছে

' হাতে পারবেন।

ইসাবেল ॥ আড়াই হাজার।

আকবর ॥ এদের আমাদের হাতে দিন। পরিবর্তে সামনের জগদল্লক পাহাড় আমরা ছেড়ে দেব, নিরাপদে আপনারা পার হয়ে যাবেন। ওপারেই ভারত।

শেলটন ॥ আপনার কথায় আস্থা রাখবো কি করে?

আকবর ॥ না রাখতে পারলে আমরা চললাম, আপনাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেই আমরা আক্রমণ শুরু করবো—সবাই মরবেন।

[*গমনোদ্যত।*]

এলফি ॥ না দাঁড়ান। ব্রিগেডিয়ার, আমরা এমনিও মরছি, অমনিও মরছি। উই মাস্ট টেক দিস চান্‌স্। আকবর খাঁ, আপনি কথা দিচ্ছেন, মহিলা আর জখম সৈন্যদের আপনাদের হাতে দিলে আমাদের আর আক্রমণ করবেন না।

আকবর ॥ কথা দিলাম।

এলফি ॥ তাহলে আমি মেনে নিলাম।

শেলটন ॥ স্যার! এটা কী হচ্ছে? সত্তর জন বৃটিশ মহিলাকে এই পাঠান ট্রাইব্‌স্‌মেনদের হাতে তুলে দিচ্ছেন?

এলফি ॥ বি কোয়ায়েট! এ ছাড়া কোনো পথ নেই। আকবর খাঁ, আপনি মহিলাদের নিয়ে যান, জখম সৈন্যদেরও।

ইসাবেল ॥ আমাদের দাবার ঘুঁটির মতন ব্যবহার করছেন জেনারেল?

এলফি ॥ আমি কমাণ্ডার, এই আমার সিদ্ধান্ত।

[*ফিরদৌস আসিয়া আকবরের কানে কানে কিছু কহে।*]

আকবর ॥ আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে স্টাফ অফিসারদের তাঁবুতে। খেয়ে নিন গিয়ে। ইতিমধ্যে আমরা আহত এবং মহিলাদের নিয়ে যাচ্ছি।

ফিরদৌস ॥ আসুন জনাবালি।

[*ফিরদৌস, এলফি ও শেলটনের প্রস্থান।*]

আকবর ॥ (*একান্তে কালমুক ও আমিনুল্লাকে*) জগদল্লক পাহাড় ছেড়ে দাও। কিন্তু ফতেহাবাদে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে চারিদিক থেকে ঘিরে হামলা করবে। একটা গোরা যেন বেঁচে না থাকে।

[*কালমুক ও আমিনুল্লা চাপাস্বরে* ...

কালমুক ॥ জবান দিয়েছ জগদল্লক ছেড়ে দেব, জবানও রইল, দে...

আকবর ॥ না, একটা গোরাকে ছেড়ে দিও। ডাক্তার আছে [বা...

আমিনুল্লা ॥ ব্রাইডন, ডাক্তার ব্রাইডন। ... জনা ...

আকবর ॥ চিনতে পারবে তো? (*দুইজনই ঘাড় না*...

হাজার হোক ডাক্তার—সে তো বন্দুক ধরে না। আর এ...

থেকে জেলালাবাদ পৌঁছুবে, ভারতে বৃটিশ ফৌজকে গিয়ে বল...

সীমান্ত, ওখানে যেতে নেই, ওখানে পররাজ্যলোল...

পাহাড়ের ফাঁকে।

[*চাপা হাসি* ...

এ কি মেম? খেতে গেলেন না? তোমরা কাজে যাও।

কালমুক॥ আমরা খুশকিস্‌মত যে আপনি আমাদের অতিথি হবেন।

[কালমুক ও আমিনুল্লা ইসাবেলকে আদাব করিয়া প্রস্থান করে।]

আকবর॥ খাবেন না?

ইসাবেল॥ একটু পরেই তো আপনার অতিথি হবো, তখন খুব খাওয়াবেন। এখন আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। ইংরেজের কাছে বেইমানি শেখার পর থেকে আপনি যেভাবে একের পর এক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছেন, দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। তাই আমার প্রশ্ন—সত্তরজন সাদা চামড়ার মহিলাকে হাত করলেন কেন? আমাদের কি সারাটা জীবন আপনার হারেমে কাটাতে হবে?

আকবর॥ ধর্ষণ করবো ভাবছেন?

ইসাবেল॥ ভাবাটা অন্যায় হবে কি?

আকবর॥ আমি মুখে বললে তো বিশ্বাস করবেন না—

ইসাবেল॥ না, তা করবো না।

আকবর॥ তবে আর বলবো না। কাজে দেখবেন। তবে যে ভাবে আপনাদের কমাণ্ডার ঝাঁপিয়ে পড়ে সব মেয়েদের বর্বর পাঠানদের হাতে তুলে দিলেন, তা দেখে একটা কথা বলতে পারি কিন্তু—জেনারেল ফিলিস্তোনের চেয়ে আকবর খাঁর হাতে আপনারা বেশী নিরাপদ। (একটু পরে) মেম, আমি আর ওয়ালাদাদ খাঁ আপনার প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার করেছি, ...পনার স্বামীকে মেরেছি, এজন্য মাফ চাইছি। কিন্তু আপনি স্বাধীন দেশের মেয়ে—আপনি বুঝবেন বার্নসকে না মেরে আমাদের উপায় ছিল না। সেই তো আসল শত্রু—গুপ্তচর।

...বেল॥ না, আপনাদের কর্তব্য আপনারা করেছেন, আমার তাতে কিছু বলার নেই। ... ইংলণ্ড আক্রমণ করে, আমরা ঠিক তাই করতাম। কিন্তু আপনি যেমন আপনার ...ব, আমাকেও তেমনি আমার কর্তব্য করতে হবে। আপনি মেরেছেন আপনার ...আমি মারবো আমার স্বামীহন্তাকে।

...ইর করিলেন। আকবর প্রথমটা চমকিত হইলেই অচিরেই তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে

...স নিয়ে নাও। অনেকদিন থেকে এই পিস্তলটা রেখেছি বুকের ...—বিশ্বাসহন্তা আকবর খাঁকে মারবো এই পিস্তল দিয়ে—

...হয় মারুন। আমি পাঠান, জান শুধু নিতে জানি না, দিতেও ...ক যত সহজে মেরেছিলাম, তার চেয়েও সহজে নিজের জান ...না মাথায়?

[ইসাবেল স্তম্ভিত।]

...া দাঁড়ান) মারুন মেম।

[ইসাবেল পিস্তল ফেলিয়া দিয়া কাঁদিয়া ওঠেন।]

...রতে চাই নি, আর সবাই—সবাই মিলে আমাকে প্রতারিত ... দিয়েছে। তোমরা সবাই আমাকে ঠকিয়েছ। আমি একটা ... হাতে, তারপর তোমাদের হাতে, এখন বৃটিশ আর্মির

হাতে। অথচ আমি চেয়েছিলাম সকলের ভালবাসা।

আকবর ॥ (*পিস্তল তুলিয়া অত্যন্ত কোমল স্বরে*) মেম, সেটা আমরা বুঝি। সেটা যে আমরা বুকের কত গভীরে অনুভব করেছি তা তোমাকে বোঝাব কি করে? তুমি কেঁদো না মেম, কান্না তোমাকে মানায় না। (উচ্চকণ্ঠে) তুমি ঘোড়ায় চড়ে চাবুক চালাও, শা শুজা আর পুরো বৃটিশ ফৌজের মুখের সামনে আঙুল নেড়ে নিজের কথা বলে যাও, এমন কি মদ খাও—কিন্তু কেঁদো না।

ইসাবেল ॥ আমি একটা ভীষণ যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে গেছি। দুদিকের চাপে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। আকবর খাঁ, তোমার কাছে শরাব আছে—শরাব?

আকবর ॥ আমাদের তাঁবুতে এলেই পাবে মেম।

ইসাবেল ॥ হ্যাঁ, তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে প্রচুর শরাব দিও। শরাব খেলে আমি আর কাঁদবো না। তোমরা দু-পক্ষ যা আরম্ভ করেছ, শরাব না খেয়ে উপায় আছে? এবার চলো—কোথায় নিয়ে যাবে। কি করবে আমাদের নিয়ে? তোমাকে মারতে পারলাম না কেন জানো?

আকবর ॥ কোনো মানুষকে তুমি সজ্ঞানে মারতে পারো না বলে।

ইসাবেল ॥ না, তা নয়। পারি। কোনো কোনো মানুষ আছে যাদের আমি কুকুরের মতন গুলি করে মেরে হো হো করে হাসতে পারি।

আকবর ॥ তাহলে আমাকে মারলে না কেন?

ইসাবেল ॥ কারণ তুমি তোমার দেশের জন্য চমৎকার যুদ্ধ করেছ। কারণ তোমাকে আমি—শ্রদ্ধা করি। এবার নিয়ে চলো আমায়। আচ্ছা, আমাদের কি শুধুই ধর্ষণ করবে, না ত· মেরেও ফেলবে?

কহে।]

আকবর ॥ মেম, তুমি একেবারে নিশ্চিত যে আমরা ধর্ষণ করবো, না?

·ন গিয়ে।

ইসাবেল ॥ করবে না? কেনই বা করবে না? তোমার নবীনকে নিয়ে আমরা হাজার দশেক আফগান মেয়ের যে হাল করেছি তারপর না করাটাই আশ্চর্য।

আকবর ॥ ম॰, আকবর খাঁ ... হাত ধরে এই বলে যাচ্ছে, [*শেলটনের প্রস্থান।*] তোমাদের কারুর দিকের লোলুপ দৃষ্টি দেয়, গা ছোঁয়া তো দূরের দাও। কিন্তু ফতেহাবাদে বেঁধে পাথর ছুঁড়ে মারা হবে। সেটাই পাঠানদের নিয়ম। আমার ... গোরা যেন বেঁচে না রেখেছিল তার গায়ে আমি হাত দেব এটা কি করে ভাবলে মেম

ইসাবেল ॥ তাহলে শুধু আমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য *আমিনুল্লা চাপাস্বরে* ... শেষ হয়ে যাবে আর দুদিনের মধ্যে। সেই হত্যাকাণ্ড থেকে , দে নিচ্ছ?

[বা

আকবর ॥ সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ আমাদের জন্য বৃটিশ ফৌজকে নিশ্চিহ্ন করে পেশোয়ারে খবর পাঠাবো, অ অবিলম্বে এবং সসম্মানে ফেরৎ পাঠালে তবে সত্তর জন বন্দী গোরাকে মুক্তি দেব।

ইসাবেল ॥ (স্তম্ভিত) মানে আমরা একটা রাজনৈতিক গোলাম। আকবর খাঁ, তুমি আবার আমাকে অপমান ক

আকবর ॥ অপমান? না মেম—

ঘুম দে। আজ রাতে তো ছুটি পেয়ে গেলি! (*দুজনে খেতে থাকে*) আচ্ছা বল্ তো ডানদিকে টার্নিং নিচ্ছিস, কি কববি? মনে কব ৩০ মাইল ইস্পিডে আসছিস।

[*তন্দ্রাতুব কেষ্টর গ্রাসই ঠিকমত মুখে পৌঁছুচ্ছে না, গাড়ি চালনাব সূক্ষ্ম সমস্যা মাথায ঢোকে বলে মনেই হয় না। কন্‌স্টেবল ফিবে আসে, মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর।*]

কন্॥ WBQ 1242 কাব গাড়ি? (*রাধানাথ তখন টেবিলেব ওপব জল দিয়ে নক্সা এঁকে টার্নিং বোঝাচ্ছে, শুনতে পাযনি।*)

রাধা॥ এই ধব বাস্তা, তুই এমনি আসছিস—৩০ এম, পি এইচ!

কন্॥ বলি WBQ 1242 কাব লবি?

রাধা॥ আজ্ঞে, এই যে আমাব।

কন্॥ (*গম্ভীব*) মাল overload হযেছে, লবি আটক কবতে বাধ্য হবো।

রাধা॥ (*সলজ্জ হেসে*) আজ্ঞে আটক তো হয়েই আছে, সামনে পোল ভাঙা।

কন্॥ বেশি চালাকি কবো না, বুঝলে? দেখে নেব! দেখি লাইসেন্স দেখি (*রাধানাথ হাত ধুযে এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে লাইসেন্স বাব কবে*) হুঁ। রাধানাথ মজুমদাব! হুঁ।

[*টর্চেব সাহায্যে লাইসেন্সেব ছবিব সঙ্গে রাধানাথেব মুখ মিলিযে দেখতে থাকে, মস্তক ডাইনে বাঁযে আন্দোলিত কবে।*]

রাধা॥ আজ্ঞে, ও আমাবই ছবি, অমন বেযাড়া মুখ আব কাব হবে!

কন্॥ হ্যাঁ তা বটে বাত্তিবে দেখলে আঁতকে ওঠাব মতন। বিপোর্ট কবব, লবি এখানেই থাকবে। দেখে নেব! (*নোটবুকে কি সব লিখে নিতে থাকে*) ফাইন হবে। জবিমানা। গাঁট চাপিযেছ না, পঞ্চাশ টাকা ফাইন হবে। হ্যাঁ।

[*নোটবুক পকেটে পুবে বওনা হয; পেছনে রাধানাথ ছোটে।*]

ইস
কেউ যদি
কর্তব্য কবেছে
দেশেব শত্রুকে,
[*পলকে পিস্তল বা-
হাসি ফুটিয়া উঠিল।*]
আল্লাব নাম নিতে চাইলে
কাছে। নিজেকে কথা দিয়েছি
আকবর॥ বেশ, মাবতে
জানি। স্বচ্ছন্দে মারুন। বার্নসমে
দেব। কোথায় মাববেন? বুকে
বুকেই হোক। (বুক পাতি

ও স্যাব! ও কনেস্টবলদা! একটু শুনুন! অত ফাইন কোথায় পাব?

জানি? ফাইন না দিতে পাব, স্বচ্ছন্দে জেল খাট। সস্তা পড়বে,

যাও ধান, না"

! সত্যি বলছি, স্যাব! এই প্রথম! আব প্রতিবাবেই আপনাবা

মানে—বলছিলাম, একটা মিউচুয়্যাল ফ্রেণ্ডশিপে জিনিসটা....

নাবোই! আইনেব ঠ্যালা এখনো টেব পাওনি না? আজ

চাল বুঝবে। এখন।

নাচেব ভঙ্গীতে, রাধানাথ একটা টাকা বাব কবে,

দেয় দুটাকা দিতে হবে। রাধানাথ হতাশাব

কবেই প্রস্থান কবে। রাধানাথ ফিবে আসে,

ইসাবেল॥ আমি কারুর ক্ষতি করতে?

কবে কবে বুকটা ক্ষত বিক্ষত করেছেব থাম পাগলাচণ্ডীব জলে খেয়ে

দাবার বোড়ে—প্রথমে আমার স্বামীর

পার্টি।

যাচ্ছে?

রাধা॥ আর ইস্পিড বুঝি তিরিশই থাকবে! ক্লাচ কোথায় গেল, হতভাগা? জপ কর, ওরে গায়ত্রী জপ কর—ক্লাচ, ক্লাচ, ক্লাচ, ক্লাচ!

কেষ্ট॥ করছি, করছি।

[*ইতিমধ্যে আরেকখানা লরির আগমনের যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেছে, নকুল মিশ্র ঢোকে, চক্ষু কোটরগত, মাঝে মাঝে কাশছে। সে এসে রাধানাথের পাশে বসে।*]

রাধা॥ এই যে নকুল! আরো রোগা হয়ে গেছো। ব্যাটা, তুমি কি শেষ পর্যন্ত হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে?

নকুল॥ (*জবাব না দিয়ে*) পাঁউরুটি আছে?

এক॥ কেন, হাতে গড়া রুটি চলবে না?

নকুল॥ নাঃ পেটে সয় না। রুটি আর মাখন দাও, খাই। একটু হাত চালিয়ে।

এক॥ তাড়া কিসের? সারা রাত্তিরই তো এখানে বসে থাকতে হবে। পুল ভেঙ্গে গেছে গো!

নকুল॥ জানি। কিন্তু খেয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না, ঘুমোতে হবে। (*একটু থেমে*) সময় পেলেই ঘুমোনো উচিত।

রাধা॥ তুই আর বলিসনে মাইরি! কক্ষনো তোকে দু-চোখের পাতা এক করতে দেখলাম না।

নকুল॥ হুঁ।

রাধা॥ অত খাটিস কেন? মরে যাবি যে!

নকুল॥ কোথায় খাটি?

রাধা॥ কেন গুল দিচ্ছিস্? সারা রাত্তির পার্টের খামাল করে, আবার দিনে কলকাতায় খুচরো কাজ ধরিস্। তোকে কি বলব?

নকুল॥ দিনের বেলায় ঘুম আসে না বলেই ধরি।

রাধা॥ তা বলে রাতেও ঘুমোবি না, দিনেও ঘুমোবি না? পটল তুল...

নকুল॥ দিনের বেলায় ঘুম হয়? (*নীরবতা*) আমারো তাই মনে...

রাধা॥ কি?

নকুল॥ পটল তুললাম বলে। ডাক্তার দেখালাম, বললে ...ও। ... অনিদ্রা রোগ ধরেছে, রাতের কাজ ছাড়তে হবে। কখনো সম্ভব? তার ওপর পেটের ... গোলমাল। কিছু খেলে হয়েছে আর কি! (*এককড়ি পাঁউরুটি দিয়ে আসে*) নাঃ খিদে নে... ...ই!

...র বেলায় ...হে। ...একটু ...ন ...দিতা ...লে বলে। হয়! ...শলা ...ো... ...রবতা)

রাধা॥ দিনের খুচরো ট্রিপগুলো ছেড়ে দে ভাই! (*নী...যামিনী* ... ছেলেমেয়ে! (*ট্রিবিউনের রিপোর্টারদ্বয়*

নকুল॥ কি যে বলো! রাবণের সংসার; সাতটি ... পুনরায় অন্তঃসত্ত্বা। (*এবার রিপোর্টারেরা হাসি চাপতে পারেন না*) উপরন্তু আমার গৃহিণী...

জোরে হেসে ওঠেন) হাসলেন যে বড়ো? ...রণ ...হাসি এসে গেল।

ভদ্র॥ কিছু মনে করবেন না ভাই খবর...

নকুল॥ কেন? ... ...র, চেপে যা না!

নির্মল॥ এই প্রবীর, না মানে, দেখুন, অতগুলো ছেলেপুলে যে হয়ে চলেছে, সামাল দেবেন কি

প্রবীর॥ ...র?

নকুল॥ আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু কই, আমার তো হাসি পায় না।

প্রবীর॥ সামাল দেওয়া সম্ভব। একটু সংযম একটু জন্ম-নিয়ন্ত্রণ না করলে দেশটার যে সর্বনাশ হবে। Family planning চাই তো! নইলে যত খাদ্য বাড়ুক না কেন, দেশের.. ....

নকুল॥ হ্যাঁ। (নীরবতা) নিয়ন্ত্রণ কবা যায় বটে।... কিন্তু তবে কি নিয়ে থাকব?

নির্মল॥ (হেসে) কি নিয়ে থাকবে! আব কিছু করাব নেই, তাই ছেলে পয়দা করবে?

নকুল॥ তা ধরুন মদ খেয়েও তো লোকে বিপদে পড়ে; ঠ্যালা সামলাতে প্রাণান্ত হয়। এও ধরুন কতকটা তাই।...শুধু একটু ঘুমোবাব সময় পেলেই সব ঠিক হয়ে যেত।

[*এককড়ি আসে।*]

এক॥ একটু তরকারি দেব?

নকুল॥ পাগল! পেট জ্বলবে।

এক॥ রুটিক'টা খেয়ে নাও। পিত্তি পড়ে অসুখ করবে যে! তোমাকে আর কিছু দেব?

রাধা॥ দাও, আব দুটো রুটি।

এক॥ তোমায?

কেষ্ট॥ আব একটু ক্লাচ।

এক॥ এ্যাঁঃ!

কেষ্ট॥ মানে একটু তবকাবি—ওঃ ঘুমখানা যা পেয়েছে না!

[*আবেকখানা লরি এসে থামে, একটু পবে ড্রাইভার হাজবা প্রবেশ কবে, মুখখানা কুঞ্চিত হয়ে আছে।*]

হাজবা॥ এ্যাঃ, থু থু!

রাধা॥ কি হলো, হাজরা?

হাজরা॥ পেট্রল সিফন কবতে গিয়ে এক ঢোক পেটে গেল! ও এককড়ি, চট করে পাঁইটের বোতলটা চালান কবো দিকিনি।

এক॥ এখন নয়। (*আঙ্গুল দিয়ে উদ্ধবকে দেখায়*)

হাজরা॥ ও বানচোৎ!—বেশ, তবে—তরকা টবকা কিছু কিনে নিয়ে এস দিকি! বমি আসছে।

উদ্ধব॥ অর্থাৎ?

হাজরা॥ পেট্রল পেটে চলে গেছে।

উদ্ধব॥ কেমনে?

হাজবা॥ ও আপনি বুঝবেন না।

[*এককড়ি তবকা রুটি ও গেলাস স্থাপন করতে সে জল নিয়ে কুলকুচি কবে।*]

উদ্ধব॥ ত্যাল খাও নাকি?

হাজরা॥ (*খেতে খেতে*) শখ কবে কি আব খেয়েছি? ববাবের নল দিয়ে এ টিন থেকে ও টিনে ঢালছিলাম। প্রথমটা একটু মুখ দিয়ে চুষে নিতে হয়। কিছুতেই তেল আসে না দেখে মারলাম চোঁ করে একটান। হড়াক করে মুখের মধ্যে একেবারে তেলের

বান ডেকে গেল! এ্যাঃ দুস শালা তবকাটা কি বিচ্ছিবি, এককড়ি, ভাল লাগে না! বোতল ছাড়ো।

এক॥ একটু সবুব কব্ ভাই। এক্ষুনি—

[কন্‌স্টেবল-এব প্রবেশ।]

কন্॥ WBQ 1087 কাব লবি?

[নকুল ততক্ষণে টেবিলেব উপব মাথা বেখে ঘুমিয়ে পডেছে।]

কন্॥ (চেঁচিয়ে) বলি, WBQ 1087 কাব লবি?

[ধড়মড় কবে জেগে উঠেই নকুল বওনা হয়, মৃদুস্ববে বলে —]

নকুল॥ যাচ্ছি যাচ্ছি—

[চোখেব সামনে দিয়ে লোকটা বেবিযে যাচ্ছে দেখে কন্‌স্টেবল প্রথমটা বিস্মিত হযেছিল; এবার ধমকে ওঠে—]

কন্॥ বলি, কোথায যাওয়া হচ্ছে?

[নকুল দাঁড়িয়ে পড়ে; চোখ বগড়ায।]

নকুল॥ ও, আপনি? আমি ভাবলাম

কন্॥ হ্যাঁ, আমি তোমাব বাবা! লবিব ওপব গন্ধমাদন চাপিযেছ কেন? এ্যা? আবাব কাদা মাখিয়ে নম্বব প্লেট কালো কবে বেখেছ! দেখি, লাইসেন্স দেখি —(নকুল লাইসেন্সেব বদলে টাকা বাব কবে) জবিমানা হবে, জানো! দেখে নেব, দেখে নেব!

নকুল॥ কেন মিছে ঝামেলা কবছেন, দাদা!

কন্॥ (উৎকোচ গ্রহণ কবতে কবতে) ব্যাটাদেব বড্ড বাড বেড়েছে, বড্ড বাড বেড়েছে।

[পকেটে বেখে বওনা হয়।]

নকুল॥ আপনাব নম্ববটিও আমাব মনে বইল দাদা। এবপবও যদি বিপোর্ট কবেন, আপনাকে নিয়ে ডুবব।

[কন্‌স্টেবল এব কিযৎকাল বাক্যস্ফূর্তি হয না, তাবপব হঠাৎ—]

কন্॥ দেখে নেব—(বলেই সে বণে ভঙ্গ দেয। নকুল স্বস্থানে ফিবে আসে)

হাজবা॥ খেযেছে! আমাকেও ধবল বলে। দেখি, দুটো টাকা আছে তো, ...(পকেট হাতড়ায)

বাধা॥ এই শালা ঘুষেব টাকা দিতে দিতে হালে নাজেহাল হযে গেলাম। ইস্টেটিক চেক পয়েন্টই তো হোলো গিযে তোমাব চাবটে। তাব ওপব এখানে ওখানে যখন তখন.......ছিঃ—

উদ্ধব॥ ঘুষ যে গ্রহণ কবে, হে অপবাধী, আব যে দেয হে অপবাধী নয?

হাজবা॥ আজ্ঞে?

উদ্ধব॥ কইতে আছি—পকেট তো খুইল্যাই বাখছেন! একবাব ভাইব্যা দেখছেন কামটা ভাল হইল কি মন্দ হইল?

হাজবা॥ মানে? বুঝতে পাবলাম না।

উদ্ধব॥ হ, আব কি কইবেন? কেমনে বোঝবেন কি কইতে আছি। এই তো দ্যাশের

অবস্থা; ভাল আর মন্দ, সাদা আর কালোর পার্থক্যই চক্ষে পড়ে না। কই লরিতে বেশি মাল চাপানো যখন বে-আইনী জানেন, তখন জাইন্যা শুইন্যা হিমালয় পর্বতের ন্যায় পাটের গাদা টাল কইরা লন ক্যান?

হাজরা॥ পাটের গাদা টাল করা কি আমাদের হাতে? বেথুয়াডহরীতে মালিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চাপিয়ে দেয়, আমরা কি করব? আর তা ছাড়া যত বেশি মাল নেব তত বেশি কমিশন।

উদ্ধব॥ হায়, আমারে দাঁড়াইয়া শুনতে হইল কমিশনের লাইগ্যা অধর্ম করি, আর নাকি করণেব কিছু নাই। ক্যান বুকের পাটা নাই?—বুক ফুলাইয়া কইতে পারেন না, অধর্ম করুম না মশাই?

হাজরা॥ (*ঈষৎ ঘাবড়াইয়া*) অধর্ম করব না তো বুঝলাম, কিন্তু চাকরি তো করতে হবে। মাস গেলে নব্বইটা টাকা দেবে, সংসার চলবে।

উদ্ধব॥ কয়েকটা টাকার লাইগ্যা বিবেক ধর্ম সকলই বেইচ্যা দিবেন? আর রোজ পুলিস রে দিয়া নব্বই টাকার কয় টাকা বাকি থাকে ক'ন দেহি।

হাজরা॥ না, ঘুষের টাকা তো কোম্পানি দেয়। যে সব ফাঁড়িগুলো রাস্তায় পড়ে, সেখানকার ঘুষ কোম্পানি দেয়। এই হঠাৎ এক আধটা লাল পাগড়ি এসে পড়লে তখন......

উদ্ধব॥ তখন যে দামে ধর্ম ব্যাচছেন, হেই নব্বই টাকা হইতেই গুনাগাব দেন।

হাজরা॥ হ্যাঁ, এসব জেনে শুনেই তো চাকরি নিয়েছি।

উদ্ধব॥ জাইন্যা শুইন্যাই নিছেন! আমার সামনে বইস্যা কইতে আছেন জাইন্যা শুইন্যাই নিছেন! অখনে প্রয়োজন ভৈরবমূর্তি সূর্য স্যানেব, নাইলে আপনাগো ন্যায় হীন চণ্ডালগণের চেতনা হইব না!

[*এক মুহূর্ত নীরবতা; উদ্ধববাবু একটা সরোষ প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, কিন্তু হাজরা হঠাৎ বলে ওঠে*—]

হাজরা॥ দুস সালা, কিস্সু ভালো লাগে না!

এক॥ (*উচ্চ হেসে*) হোলো তো উদ্ধবদা, বক্তিমের ফলটা দেখলেন তো? এখন চা দেব?

উদ্ধব॥ (*বসিয়া, গোমড়ামুখে*) দ্যাও।

নকুল॥ ব্যাটা পুলিস ঘুমটা ভেঙে দিয়ে গেল। এককড়ি, পাঁইট ছাড়ো না বাবা!

এক॥ পরে!

রাধা॥ দাঁড়াও, একটু মজা করি।....ও ইন্দ্র!

ইন্দ্র॥ উঁ?

রাধা॥ লরি ড্রাইভার নিচ্ছে। চাকরি নেবে?

ইন্দ্র॥ না।

রাধা॥ কেন গো? ৭৫ গ্রেডে ঢুকতে পারবে, কারণ তুমি আগে চালাতে, আপত্তি কিসের?

ইন্দ্র॥ রাত্তিরবেলা কাজ করতে পারব না।

রাধা॥ কেন?

ইন্দ্র॥ সে অনেক কথা।

রাধা॥ কি কথা? ও বুঝেছি, বউ বুঝি রাগ করবে? (*সবাই হেসে ওঠে*) তা বেশ তো! বউকে শুদ্ধু লরিতে নিয়ে যেও এখন, কি বলো!

[*সবাই হাসে।*]

ইন্দ্র॥ (*হঠাৎ রেগে*) লরির কাজ নিতে আমার বয়ে গেছে! আমার কলা হয়েছে! লরিতে চড়তে আমার বয়ে গেছে! আমার বউয়েরও বয়ে গেছে!

[*সবাই হাসে; হঠাৎ হাজরা সজোরে খেদোক্তি করে।*]

হাজরা॥ দুস সালা, কিস্‌সু ভাল লাগে না।

[*ইন্দ্র নদীর বাঁধের উপর গিয়ে বসে, হুড়মুড় করে পরপর দুটো লরি এসে থামে। সোনা দত্ত ঢোকে, পেছনে ভবানী মোদক।*]

সোনা॥ ঐ ভবানী শালার জন্যে আমার আবার অ্যাক্‌সিডেন্ট হবে। হবেই। এমনভাবে overtake করল হঠাৎ—ঈশ! উঃ!

ভবানী॥ এই সোনা, তোর পেছনের বাঁ চাকায় পাম্প কম আছে রে উল্টে যাবে।

সোনা॥ এ্যাঁ? সে কি?

ভবানী॥ সেই আকবরনগর থেকে দেখতে দেখতে আসছি—শালা হঠাৎ উঠছে, নামছে, দেবে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরে পাটের গাদার বল ড্যান্স্‌।

সোনা॥ উঃ! বেঁচে গেছি তাহলে, খুব বেঁচে গেছি। এককড়ি জল দাওগো! দেখতে দেখতে আসছ তো এতক্ষণ ঝেড়ে কাশোনি কেন?

ভবানী॥ কি করে বলব? শালা হাওয়ার বেগে তেপান্তরের ওপর দিয়ে পক্ষীরাজের মতন উড়ে চললি যেন রাজপুত্তুর চলেছে রাজকন্যার জন্যে, ব্যাঙ্গমা চলেছে ব্যাঙ্গমীর—!

সোনা॥ (*জল খেয়ে*) উঃ, কি ভয়ানক। (*উঠে পড়ে*)

এক॥ এ্যকি? কোথায় চললে আবার?

সোনা॥ দেখি, আবাব চাকায় পাম্প কম বলছে? শালার চোখ শকুনের মতন, ভুল হয় না। (*হন হন করে বেরিয়ে যায়। ভবানী হেসে ফেলে*)

ভবানী॥ শালা সত্যিই ছুটেছে। মেরেছি ধাপ্পা! তাই বলে কি প্রেম দেব না।

এক॥ তা পাম্প কম থাকলেই বা কি? আজ রাত্তিরে তো আর যেতে হচ্ছে না, পোল ভেঙে আছে!

ভবানী॥ এ্যাঁ? যা বাব্বা! ঝড়ের মতো ধুলো উড়িয়ে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, দৈত্য দানা, ভূত প্রেতের মতন শালা ছুটে এলাম কি করতে? ভাবছিলাম আজকেও লেট হলে শালা চাকরি টিকবে না; এখন দেখছি শতদ্রু নদীর কূলে সেকেন্দর সা হতাশ হচ্ছেন? তার উপর শালা তাড়াতাড়িতে অ্যাক্‌সিডেন্ট করে এলাম।

সকলে॥ সে কি? কোথায়? কেমন করে?

ভবানী॥ ঐ তো, বেগমপাড়া ছাড়িয়ে যে বাঁশবনের মোড়টা আছে সেখানে।

রাধা॥ কি হলো? কি?

ভবানী॥ এক শালা পন্টিয়্যাক গাড়ি সামনে চলেছে যেন ময়ূরপঙ্খী হেলতে দুলতে আহ্লাদ করতে করতে শালা যেন ছাঁদনাতলা চলেছে, টোপর পরে বিয়ে করতে। এক মাইল ধরে হর্ন দিচ্ছি, শালা সর, সময় নেই। জানিসই তো, আমি লেট যাচ্ছি, সর না! তারপর

ঐ মোড়টায় এসে শালা একটুখানি ফাঁকা পেয়েছি, আর বিদ্যুতের মতন শালা আমি সেই ফাঁকের মধ্যে! ময়ূরপঙ্খী ড্রাইভার শালা নার্ভাস—দেখি শালা বেতালা নাচছে, বেসুরো গাইছে। ঘ্যাচ করে ডানদিকে ঘুরিয়ে ঝামার গাদার ওপর দিয়ে লরি নিয়ে গেলাম—সে কি capacity! শালাকে ঠিক দশ হাত জায়গা ছেড়ে দিয়ে গেছি; তবু শালা capacity করতে পারল না. দেখি রাস্তা ছেড়ে বাঁশবনে গড়াগড়ি যাচ্ছেন টোপর পরা বর।

[*রিপোর্টারদ্বয় উঠে পড়েছেন।*]

প্রবীর॥ তারপর!

ভবানী॥ তারপর চলে এলাম।

প্রবীর॥ না, বলছি ও গাড়িখানার কি হলো?

ভবানী॥ কে জানে?

প্রবীর॥ ভেতরে সব যদি মরে থাকে?

ভবানী॥ মনে তো হয় না। অমন গদাইলস্করী গড়াগড়ি জীবনে দেখি নি মাইরী। কেন জানি না, পাড়ার সাধনবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। সাধনবাবু নিশ্চয় ঐ রকম করে দুপুরে বিছানায় গড়াগড়ি খায়! (*সবাই হাসে*)

প্রবীর॥ নির্মল. চলো, চট করে একবার দেখে আসি। এরা যা heartless, কিছুই বলবে না।

[*নির্মলকে আর বলতে হয় না—সে লাফিয়ে ওঠে।*]

নির্মল॥ বাঁশবনটা কদ্দূরে?

ভবানী॥ বড়জোর দু মাইল! artless, না ইংরাজি গালাগাল দিলেন মশাই, কেন গো? (*দুজনেই বেরিয়ে যায়*) গালাগালটা কি দিল?

উদ্ধব॥ কইল heartless, অর্থাৎ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর।

ভবানী॥ ও।

উদ্ধব॥ এবং আমি agree করি!

ভবানী॥ ও।

[*সোনা ফিরে আসে।*]

সোনা॥ হতভাগা রাস্কেল. ইয়ার্কি মারিস! জানিস না আমার হার্ট উইক, ঘাবড়ে দিস অমন করে!

ভবানী॥ কি ব্যাপার? ম্যাটারটা কি?

সোনা॥ পাম্প কম দেখেছিলি হতভাগা?

ভবানী॥ (*হেসে*) তাই তো মনে হয়েছিল রে? কই হে, এতক্ষণ এসে ওয়েট করছি, পাঁইট কি হলো। (*এককড়ি উদ্ধবকে দেখিয়ে দেয় সবাই হাসে*) ও! তাহলে মাংস টাংস আনো দিকি! আমাকে ভাত, বুঝলে, ও তোমাদের শক্তটক্ত কর্কশ-টর্কশ hard রুটি আমার মুখে রোচে না মাইরি। সোনাকেও ভাত দাও। মনে strong পাবে।

সোনা॥ থাক, নিজে গেলো, আমার কথা ভাবতে হবে না। জল দাও দিকি, এককড়ি! শিগগির! উঃ, কি ভয়ানক!

[*এককড়ি জল আনে। সোনা শিশি বার করে দুটো বড়ি খেয়ে ফেলে। ভবানীরা একদৃষ্টে লক্ষ করে। নকুল এবং কেষ্ট ঘুমিয়ে পড়েছে।*]

ভবানী॥ ওটা কি হোলো?

সোনা॥ ওষুধ।

ভবানী॥ কিসের?

সোনা॥ স্নায়ু। বোঝো? স্নায়বিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার ওষুধ। চা আর গোলমরিচ দেওয়া টোস্ট দাও, এককড়ি। গোলমরিচ বেশ পুরু করে দিও। তা ছাড়া এ ওষুধ খেলে ঘুম পায় না।

হাজরা॥ তাই নাকি? কি ওষুধ রে?

সোনা॥ ডাক্তার দিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা! অন্তত কয়েক ঘন্টা একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে ইস্টিয়ারিং ধরে থাকি!

হাজরা॥ আমায় একটা দিবি?

সোনা॥ এঃ, ইল্লি! কুড়িটা বড়ির দাম সাড়ে পাঁচ টাকা, হরির লুট হয় না! (*এককড়ি খাবার দিয়ে যায়*) তা ছাড়া, এ বড় ভীষণ জিনিস। ধরলে আর ছাড়া যায় না।—উঃ!

[*মাংসের পাত্রটা সজোরে ভবানী টেবিলে রেখেছিল, তাতে সোনা চমকে উঠেছিল।*]

সোনা॥ জিনিসগুলো একটু আস্তে নাড়াচাড়া করতে পার না?

ভবানী॥ তার চেয়ে বাংলা খা না, সস্তা হবে। এককড়ি, পেঁয়াজ দিয়ে যাও গো, মাংসটা বেশ হয়েছে।

উদ্ধব॥ গলা দিয়া গলব?

ভবানী॥ এ্যাঁ?

উদ্ধব॥ কইতে আছি, গলা দিয়া গলব?

ভবানী॥ হ, গলব।

সোনা॥ কথাটার অর্থ?

উদ্ধব॥ অখনো আপনাগো ব্যাপার-স্যাপার বুইঝ্যা উঠবার পারি নাই। এক গাড়ি মানুষের প্রাণনাশ কইর‍্যা আইস্যা, দিব্য মাংস খাইতে আছেন?

ভবানী॥ হ, খাইতে আছি!

উদ্ধব॥ আবার ভ্যাঙাইতে আছেন? ঐ যে কইয়্যা গাছে heartless, ঠিকই কইছে। মাথা ফাইট্যা, হাত পা ভাইঙা হয়তো তালগোল পাকাইয়া সব পইড়া আছে, আর খুনী এইখানে বইস্যা আমাগো লগে মস্করা করবার লাগছে।

ভবানী॥ তালগোল পাকিয়ে গেছে তো আমি কি করবো মশাই?

উদ্ধব॥ ধাক্কা মাইরা রাস্তা হইতে ডোবার মইধ্যে নিক্ষেপ তো করবার পারছিলেন!

ভবানী॥ ধাক্কা কে মেরেছে মশাই?

উদ্ধব॥ ঐ একোই হইল, উনিশ আর বিশ!

ভবানী॥ একোই মোটেই নয়। উনিশ হলে ও আমার দোষ, বিশ হলে ওর লিজের। লিজের পাপে রাবণ সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ফেলল, আর ময়ূরপঙ্খীর শখের লাগররা তো শুধু কাদায় চান করছেন।

উদ্ধব॥ আপনি গাড়ি থামাইয়া দেখছিলেন?

ভবানী॥ আজ্ঞে না।

উদ্ধব॥ ক্যান?

ভবানী॥ সময় কোথা? পাঁচ মিনিট লেট হলে আট আনা জবিমানা। আপনি দেবেন?

উদ্ধব॥ আবাবো সেই একোই কথা শুনি; তুচ্ছ টাকাব লাইগ্যা ধর্ম বিসর্জন দিয়া আসছে।

ভবানী॥ ধর্ম বিসর্জন কোথায় দিলাম মশাই? মনে করুন আমি তিনদিনে আট টাকা জবিমানা দিয়েছি। তাব ওপব আজ এস্টার্ট কবতেই দেবী হযে গেল, কাবণ বাংলাব দোকানটাব সামনে এক ব্যাটা বেজন্মা লাল পাগড়ি টহল মাবছিল। শালাব মহা কড়া look!

উদ্ধব॥ আপনাব লজ্জা নাই?

[*উদ্ধব টেবিলে এক প্রচণ্ড চড় কষেন; চমকে ওঠে সোনা।*]

সোনা॥ উঃ! দেখুন স্যাব, ঐ চড়-চাপড়গুলো না মাবলে হয় না?

উদ্ধব॥ আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেছি! মদ্যপানেব লাইগ্যা আপনাব দেবী হইছে, তাই ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে—

ভবানী॥ চল্লিশ —

উদ্ধব॥ একোই হইল চল্লিশ মাইল গতিতে জগন্নাথেব বথ চালাইয়া দিলেন। কয় হতভাগা বথেব তলায় চাপ্টা হইয়া গেল গা, তা দেখনেবও প্রয়োজন নাই!

ভবানী॥ দেখবেব জন্য সময় চাই, মশাই! আমাদেব ঐ সময় জিনিসটাবই বড় অভাব, বুঝলেন? গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক বোডে সব বড় বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়—আমরা তো চুনোপুটি—সবই তো সময়েব অভাবে! জবিমানা দেব কেন?

উদ্ধব॥ মানুষেব প্রাণ বাঁচাইনাব লাইগ্যা দিবেন, আব ক্যান?

ভবানী॥ আব আমাদেব পবিবাব কটাকে আপনাব বাবা এসে উপপত্নী কবে বেখে খেতে পবতে দেবেন, না? (*সবাই হাসে*) ভোবেব আলো ফুটে গেলে যে কলকাতায় পাঁচ মাথাব মোড়ে লবি আটকে ফেলবে, আব সঙ্গে সঙ্গে চাকবিটি বুলবুলিব মতন ধানটি খেয়ে ফুড়ুৎ কবে পাওয়া হয়ে যাবে, আপনাব বাবা এসে ছাড়াবেন, না? (সবাই হাসে)

উদ্ধব॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) বাপ তুইলা গালাগাল দিতে আছেন? ছোটলোকেব পোলাব আব কী হইব? এই তো দেশেব হাল! সময় সময় কোথা? উনিশ শয় বত্রিশ সালেব ৪ঠা জানুয়াবী যখন ঢাকাব উদ্ধব ঘোষেবে গ্রেপ্তাব কববাব লাইগ্যা আইছিল, তখন -

এক॥ আঃ, কি হচ্ছে, উদ্ধবদা, আবাব লাগিয়েছেন?

উদ্ধব॥ আমাব বাপ তুলছে!

এক॥ আবে ওসব ছোটলোকেব কথায় কান দেন কেন? চা দেব আব একটু?

উদ্ধব॥ (*গোমড়ামুখে*) দাও!

হাজবা॥ (*হঠাৎ*) দুস সালা, কিস্সু ভালো লাগে না!

[**ইন্দ্র নেমে এসে ভবানীব কাছে দাঁড়ায়।**]

ইন্দ্র॥ বেথুয়াডহবিতে লোক নিচ্ছে ভবানীদা, আড্ডা এব কাজে?

ভবানী॥ না বে ভাই। ছাঁটাই কবছে। বোস্! (ইন্দ্র মাথা নেড়ে জানায় সে বসবে না) বউ ভাল আছে? (ইন্দ্র মাথা নেড়ে জানায় সে ভালই আছে) চা খাবি?

ইন্দ্র॥ খেয়েছি। ...চাকবি নেই?

ভবানী॥ নাঃ, কই আর? দেখব, কলকাতায় হয়তো.....তা তুই তো কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবি না।....রাতদিন কি ভাবিস রে, ইন্দ্র? আগে কেমন গান করতিস, কব্‌তে বাঁধতিস, যাত্রা করতিস! গান-টান বাঁধ না একটা, শুনি।

ইন্দ্র॥ (*বিষণ্ণ হেসে*) গান আসে না। (*একটু পরে*) ভোরে আলো ফুটে গেলে চাকরি যায়। আর গান তো ভোরের শোভা নিয়েই লেখে। ভোর এখন বড় ভয়ানক!

[*আবার গিয়ে নদীর ধারে বসে। কন্‌স্টেবল পুনঃ প্রবেশ করে।*]

কন্॥ WBQ 3600 কার লরি? (*সোনা উঠে দাঁড়ায়*) লাইসেন্স দেখি। Overload! দেখে নেব! সব ক'টাকে দেখে নেব। দেখি লাইসেন্স! (*সোনা বিষম চমকে ওঠে*)

সোনা॥ দেখুন স্যার কথাগুলো একটু আস্তে বলুন তো। আমার পিলে শুদ্ধ চমকে উঠছে।

কন্॥ বেশি ইয়ে করতে হবে না। দেখে নেব! রিপোর্ট করলে কত ফাইন হবে, জানো? লাইসেন্স দেখি?

সোনা॥ আসুন।

[*লাইসেন্সের মধ্যে টাকা পুরে দিয়ে দেয়, টাকাটি কৌশলে বার করে নিয়ে কন্‌স্টেবল লাইসেন্স ফেরৎ দেয়।*]

কন্॥ এবারকার মত ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, WBQ 2211 কার গাড়ি? দেখে নেব... (*হাজরা দু টাকা বাড়িয়েই রাখে; সেটা পকেটস্থ করতে গিয়ে কনস্টেবল-এর বাক্য অসমাপ্তই থেকে যায়! সে বেশ উল্লসিত হয়ে উঠেছে*) আচ্ছা, এবার WBQ 1009! WBQ 1009! ও, জবাব দেবে না বুঝি? আচ্ছা, দেখে নেব! (*পায়ে পায়ে ভবানীর দিকে এগিয়ে আসে।*) এ্যাই you! তোমার লরির নম্বর কত?

ভবানী॥ WBQ 1009!

কন্॥ জবাব দিচ্ছ না যে!...

ভবানী॥ শেষ পর্যন্ত সাত ঘাটের জল খেয়ে আমার কাছে তো আসবেনই। তাই আর গণ্ডগোল করলাম না।

কন্॥ ও, ইয়ে হয়েছ, না! লাইসেন্স দেখি?

ভবানী॥ এই নিন!

কন্॥ তোমার লরি আটক করা হোলো।

ভবানী॥ কেন?

কন্॥ Overload হয়েছে।

ভবানী॥ অসম্ভব।

কন্॥ তার মানে?

ভবানী॥ ওজন করে দেখেছেন?

কন্॥ চোখে দেখলেই বোঝা যায়।

ভবানী॥ আজ্ঞে না, হিসেব করে দেখিয়ে দিতে পারি এক ছটাকও বেশি মাল নেই।

কন্॥ ফের তর্ক! দেখে নেব। ব্যাটা, তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়! লরি আটক!

[*লাইসেন্সটা সজোরে টেবিলে ফেলে, সোনা চমকে ওঠে।*]

ভবানী॥ (*লাইসেন্স পকেটে পুরতে পুরতে*) বেশ, তা কি আর করা যাবে!

কন্॥ রিপোর্ট করব। হ্যাঁ। (*ডায়েরি বার করে*) কড়া রিপোর্ট। কত জরিমানা হবে জানো?

ভবানী॥ হ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ। পঞ্চাশ টাকা!

কন্॥ চুল বিকিয়ে যাবে!

ভবানী॥ তবু দেব। লিখুন রিপোর্ট।

[*কনস্টেবল মুস্কিলে পড়ে, পেনসিল থেমে যায়।*]

কন্॥ দেখ, ভবানী মোদক, এ রিপোর্ট দাখিল করলে তোমার সর্বনাশ হবে। তোমার জেল হবে।

ভবানী॥ (*শাসিয়ে ওঠে*) বলছি রিপোর্ট লিখে এখান থেকে কেটে পড়ুন মশাই, নইলে কালকে পাগলাচণ্ডীতে আপনার শবদেহ ভাসবে, লখিন্দরের মতন। খুব সাবধান!

[*বিষম ঘাবড়ে কনস্টেবল দু-পা পিছিয়ে যায়; তারপর ডায়েরি পকেটে পোরে।*]

কন্॥ (*অস্ফুটকণ্ঠে*) দেখে নেব। (*উধাও হয়*)

ভবানী॥ শালা, ঘুষ চাইতে এসেছিল! তোরা সক্কলে দিয়ে দিয়ে ব্যাটাদের মাথায় তুলেছিস। এক থাপ্পর মারলে গর্তে সেঁধোয়।

সোনা॥ আস্তে, আস্তে! বুক ধড়ফড় করছে!

ভবানী॥ তোর দেহে আর কিছু নেই জানিস? গাড়ি চালাস কি করে?

সোনা॥ কালীঘাটের কালীকে ভাবতে ভাবতে, রামকেষ্ট ঠাকুরকে স্মরণ করতে করতে। একটা করে ট্রিপ করি, আর মাথার চুল কয়েকগাছা সাদা হয়ে যায়।

হাজরা॥ কিসের এত ভয়?

সোনা॥ কি জানি?... আবার শুধু ভয় নয়, কাঁপুনি! ইস্টিয়ারিং ঠিক রাখা দায়। ওদিক থেকে গাড়ির হেডলাইট আসছে দেখলেই কেমন দাঁত কপাটি লেগে যায়। ব্রেক কষে ফেলি।

হাজরা॥ দুস শালা, মেয়েমানুষের অধম!

সোনা॥ তাই হবে!

রাধা॥ সেইজন্যেই রোজ লেট হোস, না?

সোনা॥ হ্যাঁ। ...রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি, অ্যাক্সেলেটর চেপেছি, আর উঠছে না। অথবা, পাহাড়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে উঠছি হঠাৎ ইস্টিয়ারিং আর ঘোরে না। উঃ ঘেমে নেয়ে উঠি!

হাজরা॥ তোর কোন রোগ হয়েছে, চিকিচ্ছে করা।

ভবানী॥ আরে না রে, সেই অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে ব্যাটা সেক করে গেছে। না কি, বল?

সোনা॥ তা হবে! উঃ, সে কি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম, না?

রাধা॥ কোথায়? কবে?

সোনা॥ আস্তে, আস্তে, উঃ! তখন আমি বনগাঁ লাইনে। আরিব্বাস! একটা বাস, মোড় ঘুরেই সামনে বাস ভর্তি লোক! চট করে চিন্তা করলাম আমি একা ওরা অতজন। মরলে আমারই মরা উচিত। ইস্টিয়ারিং পুরো ঘুরিয়ে দিলাম বাঁয়ে; হুমড়ি খেয়ে... উঃ,

কাঁচ ভেঙে। এই দ্যাখ, ইস্টিচ! মাথায় চারটে ইস্টিচ, মুখে দুটো! উঃ...

[আবার একটা লরির গর্জন শোনা যায়; কন্‌স্টেবল ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিল, লরির শব্দে উৎকর্ণ হয়ে সে এগিয়ে যায়। প্রবেশ করেন জনৈক সুবেশ ভদ্রলোক ও চিত্রকূট সিং। ভদ্রলোক প্রবেশ করেই ছোটেন গুমটির দিকে; কন্‌স্টেবল চিত্রকূটকে নিয়ে পড়ে।]

কন্‌॥ তোমার গাড়ীর নম্বর?

চিত্র॥ WB1 2121.

কন্‌॥ লাইসেন্স দেখি?

চিত্র॥ লেন।

কন্‌॥ হুম, চিত্রকূট সিং! দেখে নেব রিপোর্ট করা।

চিত্র॥ কেনো মোশা? হামি কি করল?

কন্‌॥ ও, চেপে ধরলে চিহি করো, ছেড়ে দিলে লাফ মারো। ফাইন হবে, জরিমানা! তোমার লরি আটক করা হলো।

চিত্র॥ আরে ভাই কসুরটা কি তো বোলেন!

কন্‌॥ আহা, জানেন না যেন! Overload! Overload! হয়েছে, বুঝেছ?

চিত্র॥ ও, সোহি বোলেন! হামি ভাবছি কি কোথায় এক্‌সিডেন্ট করে এসেছি, ইয়াদ নেহি।

কন্‌॥ বেশি চালাকি কোরো না, বুঝলে চিত্রকূট? পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে জানো।

চিত্র॥ কেনো হোবে? হামার খালি তো লোরি!

কন্‌॥ এই রিপোর্টটা দাখিল করা মাত্র.... এ্যাঁ? খালি? তো এতক্ষণ ওগড়াচ্ছ না কেন? মুখ ফোটেনি?

[প্রস্থান। চিত্রকূট একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতিমধ্যে গুমটির মুখে বচসা বেধে উঠেছে।]

সত্যেন॥ তা আমি কি করব মশাই? পোল কি আমি বন্ধ করেছি?

সুবেশ॥ আর আমার যে loss হবে তার জন্যে কে দায়ী হবে?

সত্যেন॥ যেই হোক, মোটের ওপর আমি নই।

সুবেশ॥ দেখুন মশাই, আমার নাম অশোক সান্যাল, ভারত সিমেন্ট আমারই কারখানা। শ্যামনগরে আমার তিন টন সিমেন্ট পড়ে আছে। ভোরবেলায় কলকাতায় delivery দিতে হবে। অনেক হাজার টাকার মামলা, বুঝেছেন? যদি loss হয় তো ক্ষতিপূরণ দেবে কে? (*শেষাংশে অশোকবাবু ক্ষিপ্ত চিৎকার করে ওঠেন। সত্যেন একটু তাকিয়ে দেখে, তারপর উঠে পড়ে।*) কি? কোথায় চললেন?

সত্যেন॥ বাড়ি যাচ্ছি, ঘুমোতে। মাঝ-রাত্রে পাগলের প্রলাপ শুনতে রাজী নই।

অশোক॥ দেখুন, মশাই, আমার তিন টনের খালি লরি। হুস করে বেরিয়ে যাবে। পোলের কোনো ক্ষতি হবে না।

সত্যেন॥ আঃ, কি জ্বালা! আইন কি আমার হাতে নাকি? আমাকে জ্বালাচ্ছেন কেন বলুন তো!

অশোক॥ দেখুন, এর জন্যে যদি কিছু .... মানে....

সত্যেন॥ আঃ! আপনার জন্যে কি জেল খাটবো নাকি মশাই? এ্যা?

অশোক॥ আমি কি করব? কিছু বলুন, উপদেশ দিন, সাহায্য করুন!

সত্যেন॥ ঐ যে আলো জ্বলছে, ওটা রোড ইঞ্জিনিয়ারের ক্যাম্প; সেখান থেকে নাকাশিপাড়া খেয়াঘাটে টেলিফোন করুন, বার্জ পাঠাতে পারে। লরি পার করে দেবে এখন।

[*অশোক তৎপর হয়ে পড়েন।*]

অশোক॥ এই চিত্রকূট, তুম হিঁয়াপর বৈঠো, হাম নৌকাকা বন্দোবস্ত করনে যাতা। না হয় তুম চা-টা খা লেও, বুঝা?

চিত্র॥ জি।

[*চিত্রকূটকে আনা চারেক পয়সা দিয়ে অশোক এক রকম ছুটে বেরিয়ে যান। চিত্রকূট দোকানের দিকে এগিয়ে আসে।*]

চিত্র॥ বোতল দো ভাই!

এক॥ পরে ভাই, একটু পরে। বুঝতে পারছ না? (*উদ্ধবের প্রতি মস্তক হেলনে বুঝিয়ে দেয়—ঐ বৃদ্ধের সামনে মদ্যপান বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে*) চা দেব?

চিত্র॥ অরে ধৎ। রাতের বেলায় চা খায় থোড়ি!

ভবানী॥ এ চিত্রকূট—পরিবার কেমন?

চিত্র॥ হাসপাতালে।

ভবানী॥ ভাল হবে, না ট্রাবল্ দেবে?

চিত্র॥ ভালো হোবে, লেকিন পোয়সা কিছু খরচা হবে।

হাজরা॥ রোগটা কি?

চিত্র॥ (*হেসে*) পেট্। (*সকলেই হাসে*) তোবে হামার খেয়াল কি লড়্‌কা হামার নয়।

হাজরা॥ সে কি রে?

চিত্র॥ হাঁ।

নকুল॥ ব্যাটা বলে কি? তবে কার লড়্‌কা রে?

চিত্র॥ অরে ভাই রাতভর গাড়ি চালাই, আউরৎ অকেলাই ঘোরে থাকে। এক শালা গাড়ির মিস্তিরি হামার ঘোরের পাশে থাকে। হামার খেয়াল কি ওহি কুছু কোরেছে।

হাজরা॥ (*হেসে*) তবে কিছু একটা কর্।

চিত্র॥ কি করবো? কুছু পরমান আছে থোবি? পরমান পেলে শালাকে—অউর শালিকে—ডাণ্ডা মেরে খতম করে দিব। লেকিন পরমান?

[*হাজরা, সোনা ও রাধানাথ খুব হাসে।*]

ভবানী॥ ওঃ, হাসি যে ধরে না আর? খুঁজে দেখগে না নিজেদের ঘরে। ইঁদুরের গর্তগুলো ভাল করে দেখিস। এক একটা কেচ্ছা বেরিয়ে পড়বে এখন।

হাজরা॥ হেঁট!

ভবানী॥ ওরে বানচোৎ, সারা রাত তো গাড়িতে বসে থাকিস, আর ইস্ত্রি বুঝি বেউলার মতন ওয়েট করে করে শুকিয়ে যাচ্ছে? এক-আধটা চুটকি কারবার বউ নিশ্চয় চালিয়েছে।

হাজরা॥ তোর বউ চালিয়েছে বুঝি?

ভবানী॥ প্রায়।

হাজরা॥ মানে?

ভবানী॥ আমার বউ বাবা সতী। এক শালা বানচোৎ রাত্তিরে ঘরের আশে পাশে ঘুরঘুর করত। বউ আমাকে বলে দিল। তারপর শালা ইস্টার্টার দিয়ে কাঁধে এক ঘা দড়াম করে বসাতেই হাওয়া হয়ে গেল।

উদ্ধব॥ এই সমস্ত অভদ্রোচিত রসালাপের লাইগ্যা অন্য স্থানে গেলে হয় না?

ভবানী॥ না হয় না। আপনি বরং কানে তুলো দিন।

উদ্ধব॥ নিতান্তই অভদ্র! *(একটু সরে বসেন; সবাই হেসে ওঠে)*

হাজরা॥ আমার বাবা ওসব ভয় নেই। ঘর ভর্তি লোক। বাপ, পিসে, মামা, দুই দাদা, বৌদি—বাপ্‌স! কিন্তু এর আবার অন্য বিপদ। আমার ঐ বানচোৎ বড়দা কোনো কাজ-কর্ম করবে না, বসে বসে খাবে। আর তারপর বানচোৎ মামা—পেন্সনের টাকা পায় পঞ্চাশটা, একটা আধলা বাড়িতে দেয় না, খেনো খেয়ে ওড়ায়। আর বানচোৎ, পিসে, ভিমরতি ধরেছে, বুড়ো বয়সে বাড়ি পালিয়ে নার্গিসের ছবি দেখতে ছোটে; দরকার হলে পয়সা চুরি করে। আর ঐ বানচোৎ, বাবা, কি বলব তোমাদের....

[উদ্ধব আর সহ্য করতে পারেন না, দাঁড়িয়ে ওঠেন।]

উদ্ধব॥ অশিষ্ট! ছোটলোক!

হাজরা॥ ও'ক বুড়োদা! দুটো প্রাণের কথা বলছি, বানচোৎ পরিবারের কথা, আর....

[দ্রুতপদে উদ্ধব গিয়ে গুমটির ধারে বসেন।]

চিত্র॥ এ এককৌড়ি, বুড়ো তো সরে গেছে, এস পাঁইট ছাড়ো।

এক॥ আরে বাবা, একটু সবুর করো না, বুড়ো এক্ষুণি শুতে যাবে, তখন করে—

ভবানী॥ আরে দুত্তোর বুড়োর ইয়ে করেছে। বার কর বোতল।

হাজরা॥ সেই তখন থেকে দিচ্ছি দিচ্ছি—দুস শালা, কিস্‌সু ভাল লাগে না!

[এককড়ি গুটি চারেক বোতল আর ভাঁড় বার করে টেবিলের উপর স্থাপন করে। সকলে আক্রমণ করে। কেষ্টও উঠে পড়ে।]

বাধা॥ তুই ওদিকে গিয়ে বোস!

[কেষ্ট এসে উদ্ধবের পরিত্যক্ত জায়গায় বসে; কাগজটা নাড়ে চাড়ে।]

হাজরা॥ আঃ, শালা, প্রাণ ঠাণ্ডা হোলো!

ভবানী॥ দু ঢোঁক পেটে গেলেই মনে হয় ষাট-সত্তরের কম ইস্পিডে গেলে জীবন বৃথা। শুনছি শালা কোম্পানি নতুন গাড়ি কিনবে—মার্চিডিজ—হ্যাঃ! ঝড় ওড়াবো! লজ্‌ঝড় ফোর্ড নিয়ে আর চলছে না।

সোনা॥ আমার মার্চিডিজ!

ভবানী॥ তোর হাতে কি মার্চিডিজ কি চেভ্রোলেট! চলিস তো গরুর গাড়ির মতন টিকবিয়ে যেন বুড়ো বুড়ী বৃন্দাবন চলল।

[কেষ্ট কাগজটা ছিঁড়তে আরম্ভ করে।]

নকুল॥ ও কি রে? কাগজ ছিঁড়ছিস কেন?

রাধা॥ আরে, তাও বোঝো না? ফ্লিম ইস্টারের ছবি কেটে গাড়ির কাঁচে সাঁটবে। নার্গিসের ছবি পেয়েছে আর কি!

কেষ্ট॥ না, মধুবালা।

রাধা॥ একবার আমার উইণ্ডশিল্ডখানা দেখো না। অর্ধেকটা ছবিতে ঢেকে গেছে।

ভবানী॥ এই কেষ্ট, মধুবালাটা কোন্‌টা? সেই নাক-খ্যাঁদাটা না?

কেষ্ট॥ মোটেই নয়। কি যে বলেন ভবানীদা। এই দেখুন।

ভবানী॥ (*ছবি দেখে*) হ্যাঁ, নাক-খ্যাঁদাটাই তো। ছুঁড়িকে বেশ লাগে আমাব। নতুন গাড়িটা যদি পাই তো তাব নাম রাখবো মধুবালা।

নকুল॥ হ্যাঁ, যা বলেছিস! আমাদেব গাড়িগুলোর নাম এক একটা যা হয় না—ছোঃ—সবস্বতী, জয় মা তাবা; আর কালী নামেব তো শেষ নেই; মা কালী, জয় কালী, ওঁ কালী—

হাজবা॥ (*ভেঙিয়ে*) শ্রীশ্রীকালী!

[*অশোকবাবু ছুটে প্রবেশ কবেন। করেই সত্যেনের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হ'ন।*]

অশোক॥ নাকাশিপাডায় ট্রাফিক বেড়ে গেছে, বার্জ আসবে না। কি কবব বলুন?

সত্যেন॥ কি বলব বলুন!

অশোক॥ বা, আমাকে ফাঁসিযে দিযে বসে আছেন, আব কিছু বলাব নেই?

সত্যেন॥ আবাব সেই কথা? আবে দাদা, পোল কি আমি বন্ধ কবেছি?

অশোক॥ তবে কে কবেছে? কেন কবেছে?

সত্যেন॥ কবেছে ইঞ্জিনিযাব, কাবণ পোল বিপজ্জনক।

অশোক॥ আজ সকাল পর্যন্ত ঠিক ছিল, এখন হঠাৎ বিপজ্জনক? চালাকি নাকি?

সত্যেন॥ দেখুন মশাই আপনি কে? আপনাকে আমি কোনো কৈফিযৎ দেব না। যা খুশী করতে পাবেন।

[*অশোকবাবু হতাশ হযে পড়েন, সুব পাল্টে আবেদনেব ঢং কবেন।*]

অশোক॥ দেখুন, আমাব হাজাব ছযেক টাকা ক্ষতি হযে যাবে। দযা কবে একটা পথ টথ বাৎলান দাদা। একেবাবে মবে যাব!

সত্যেন॥ (*নরম হযে*) এত বাত্তিরে কি বা আব কবা যাবে? দেখুন, যদি আশে পাশে কোনো বডসড় নৌকো টৌকো পান। খাস লবি তো, পাব কবে দিতে পারে।

অশোক॥ (*আবার তৎপব*) হ্যাঁ, তাই কবি। চিত্রকূট সিং!

চিত্র॥ হজৌব!

অশোক॥ টুরো। নৌকা ঢুঁবো। আশে পাশমে বডা নৌকা হ্যায় কিনা দেখো। লরি পাব করেগা। (*চিত্রকূট বাঁধ অভিমুখে অগ্রসর হয়।*) বোলেগা মোটা বকশিশ দেগা।

চিত্র॥ মোটা বকশিশ? জ্বি?

[*চিত্রকূট প্রস্থান করে। অন্য ড্রাইভাররা একবার আড়চোখে অশোকবাবুকে দেখে নিয়ে আবার অনুচ্চস্বরে গল্প আরম্ভ কবে; অশোক ভেবে পান না কি কববেন; উনি মালিক-স্থানীয়; ড্রাইভারদের সঙ্গে এক টেবিলে বসাটা কি উচিত হবে?*]

ভবানী॥ তাবপর? তারপর?

নকুল॥ হ্যাঁ, বর্ধমানের কাছে এসে শালারা গাড়ির হুডটা নামালে। ও হরি! ভেবেছিলাম একটা মেয়েমানুষ, দেখি দুদিকে দুটো, মাঝখানে লোকটা; আর পোশাক আশাকের যে অবস্থা, কি আর বলব! বাঁদিকের মেয়েছেলেটা এমন ফর্সা যে আমি তেতে গেলাম—হঠাৎ দিলাম হর্ণ টিপে—প্যাঁক প্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁক? আর চমকে উঠে.....

[গল্পটা যে নেহাতই হাসিরসাত্মক সেটা বুঝে অশোকবাবু কিছু দূরে বসাই স্থির করেন।]

অশোক॥ ও দোকানী। দোকানদার কে?

[এককড়ি কোনো কাজে ভেতরে গিয়েছিল; হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে।]

এক॥ আজ্ঞে, হুকুম করুন।

অশোক॥ চা হবে?

এক॥ আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

অশোক॥ দাও। ভাঁড়ে নয় ভাই, শুধু মাটি ওঠে। গেলাসে দিও, কেমন?

এক॥ আজ্ঞে কাপ আছে, কাপে দেব? তো আপনি বসবেন না?

অশোক॥ হ্যাঁ দাও একটা চেয়ার; এই দিকটায় বসি। ওখানে—মানে বুঝলে না? ওই গন্ধটা ঠিক সহ্য হয় না।

এক॥ বটেই তো। (*ছুটে গিয়ে এককড়ি চেয়ার আনে। অশোক বসেন*) চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেব?

অশোক॥ আর কিছু? না, আর কিছু তো এখন... কি? আছে কি?

এক॥ চপ হবে, কাটলেট হবে, সিঙাড়া, নিমকি, ঘুগনি। রুটি মাংসও খেতে পারেন স্যার, এক্ষুণি নামিয়েছি।

অশোক॥ না না, তুমি বরং চপই দাও গোটাদুয়েক।

[এককড়ি প্রস্থান করে: এদিকে নকুলের গল্প শেষ হয়; হাজরা শুরু করে।]

হাজরা॥ আর আমি যা দেখেছি না, তোরা বাপের জন্মে দেখিসনি!

অশোক॥ (*গলা খাঁকারি দিয়ে*) তোমরা সব ড্রাইভার বুঝি?

[সবাই অবাক হয়ে চুপ করে; ভবানী একবার শূন্যে তাকায়, একবার দোকানের অভ্যন্তরে, একবার টেবিলের তলায়—কোত্থেকে শব্দটা এল যেন বুঝতে পারছে না। অবশেষে সে অশোকবাবুর দিকে তাকায়।]

ভবানী॥ কিছু বললেন?

অশোক॥ তোমরা সব ড্রাইভার বুঝি?

নকুল॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অশোক॥ কোন্ কোম্পানি?

নকুল॥ আমরা তিনজন গর্ভে, এরা সিংহানিয়া।

অশোক॥ ও, সবাই পাট নিয়ে যাও? তা তো হবেই, এ রাস্তাটা তো বলতে গেলে পাট চালানের প্রধান নাড়ি। তা পোল তো বন্ধ; কি করবে?

হাজরা॥ আঃ বাদ দাও না; কথা বলছি, মাঝখান থেকেই.....

নকুল॥ আজ্ঞে, একটু বাদে বাবুটাবু দু'চারজন এসে পড়বেন; তারপর সকাল বেলায় বার্জটার্জ এলে নদী পার হয়ে যাব।

অশোক॥ হুম। (*নীববতা*) কিন্তু আমাব যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কবা চলবে না! বড় মুশকিলে পড়লাম। (*ইন্দ্র ইতিমধ্যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে*) শ্যামনগবে কয়েক টন সিমেন্ট পড়ে বযেছে, সকাল বেলাই কলকাতা পৌঁছানো চাই। নইলে বুঝলে না বহুটাকাব ক্ষতি। সাহেব কোম্পানি টকাটক অর্ডাব ক্যানসেল কবে দেবে। আবাব সব শেযালেব এক বা; যতকটা সাহেব কোম্পানিব সঙ্গে কাববাব আছে, প্রত্যেকটা অর্ডাব ক্যানসেল কববে। (*ইন্দ্রেব স্থিব দৃষ্টি লক্ষ্য কবে*) কি চাই?

ইন্দ্র॥ বাবু, আপনাব কাবখানায বা ডিপোয চাকবি-বাকবি এক-আধটা পাওয়া যাবে?

অশোক॥ দূব চাকবি! চাকবি কোথায? ব্যবসা কবাব সাধ মিটে গেছে বাবা, লোক কমিযেও সামাল দিতে পাবছি না, নতুন লোক নেব কি কবে? আবে কি আপদ! এমনি দুশ্চিন্তায আমাব পেট গুলিযে উঠেছে, তাব ওপব আবাব—যাও, ভাগো!

ভবানী॥ ইন্দ্র, এদিকে আযবে! (*ইন্দ্র সবে আসে*) যাস কেন ওদেব কাছে? বোস। (*ইন্দ্র বসে*) অমন বাস্তায় ঘাটে হাত পেতে চাকবি পাওয়া যায?

ইন্দ্র॥ কিন্তু চাকবি যে পেতেই হবে!

ভবানী॥ তা তো হবে, তা বলে....

ইন্দ্র॥ না, না, আজই পেতে হবে।

ভবানী॥ হঠাৎ এত তাড়া? দুদিন সবুব সইবে না?

ইন্দ্র॥ না।

ভবানী॥ সে কি বে? কেন?

ইন্দ্র॥ এদিকে সবে এস, বলছি। (*ভবানী অবাক হযে ইন্দ্রেব কাছে এসে উবু হযে বসে*) ওবা শুনলে হাসবে। ক্ষেপাবে আমাকে। শোনো, ভবানীদা, আমি একটা কাজ না জোগাড় কবতে পাবলে, বেবা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

ভবানী॥ (*হেসে*) দূব শালা, পাগল নাকি তুই?

ইন্দ্র॥ আস্তে, পাযে পড়ি, আস্তে!

ভবানী॥ (*গম্ভীব হযে*) এ সব পাগলামি ছাড় দিকি, ইন্দ্র!

ইন্দ্র॥ না না, বেবা বলেছে।

ভবানী॥ বলতে পাবে। বাগেব মাথায লোকে কত কি বলে!

ইন্দ্র॥ বেবা বাজে কথা বলে না।

ভবানী॥ (*একটু থেমে*) কি বলেছে?

ইন্দ্র॥ বলেছে, খাওয়াবাব মুবোদ না থাকলে বউকে ছেড়ে দেওযা উচিত। (*নীববতা*) এমনিতেই আমাব—আমাব অপমান হয়। দিনে বাতে অপমান হয।

ভবানী॥ কেন?

ইন্দ্র॥ আমি পুরুষ, কাজ নেই। বউয়েব টাকায় খাই। হ্যাঁ। ঝি-গিবি করছে। আমি বউয়ের টাকায খাই। তাই বেবা বলেছে, আমি বোজগাব কবতে না পাবলে, যে বোজগাব কবতে পারে তাব কাছে গিয়ে থাকবে। (*একটু থেমে*) আমাব অপমান হযেছে। বেবাব ভাই, দাদা, আত্মীয়-স্বজন সবাই আমাকে—মানে—আমাব গাযে থুথু দেয়। তাই—

[*কাল্পনিক এক লবি চালিয়ে জগু প্রবেশ কবে; সে উন্মাদ; মুখেই সে গাড়ি সংক্রান্ত নানা*

শব্দ করে, হর্ণ বাজায় ব্রেক কষে; তারপর কাল্পনিক ফুটবোর্ডে পা দিয়ে নেমে আসে। কেউ তাকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। এককড়ি তখন অশোকবাবুর খাবার সাজাচ্ছে; জগু এসে পিছনে দাঁড়ায়।]

জগু ॥ এককড়িদা। আমি না—তিন টন লরি আর চালাবো না।

এক ॥ হ্যাঁ।

জগু ॥ আমি না—বেলডাঙা থেকে আসছি, বুঝলে?

এক ॥ হ্যাঁ, এবার চুপটি করে বোসো তো।

অশোক ॥ কে ও?

এক ॥ ও জগু! মাথা খারাপ। লরি চালাতো।

[*অশোকবাবু খেতে আরম্ভ করেন; একমাত্র একদৃষ্টে জগুকে লক্ষ্য করেন। জগু একধারে বসেছিলো আবার উঠে পড়ে। এককড়ির পেছন পেছন দোকান পর্যন্ত আসে।*]

জগু ॥ এককড়িদা। আমি না—আজকে খুউব জোরে চালিয়েছি, বুঝলে?

এক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বোসো তো, লোকে নিন্দে করবে!

জগু ॥ নিন্দে করবে! তবে বসি। বসলে নিন্দে করবে?

এক ॥ না, বসলে নিন্দে করবে কেন?

জগু ॥ বসলে কি করবে?

এক ॥ আদর করবে, চা খেতে দেবে, ভাল বলবে।

[*জগু চুপ করে বসে থাকে, মুখে হাসি। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময়ে মাথা নামিয়ে নেয়। ইন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলে—*]

ইন্দ্র ॥ ভবানীদা, আমার মাথার দোষ দেখছ?

ভবানী ॥ ধ্যেৎ!

ইন্দ্র ॥ (*একটু থেমে*) কিছুদিন পর আমি কি ওই জগুর মত হয়ে যাব?

[*ভবানী কোন জবাব দেওয়ার আগেই আলোর ঢেউ তুলে রিপোর্টারদ্বয় প্রত্যাবর্তন করেন।*]

নির্মল ॥ পেট্রলের পেট্রল গেল, সময় নষ্ট energy—মাঝ-রাত্তিরে ছুটোছুটি করছি বনে বাদাড়ে।

প্রবীর ॥ কই হে, তুমি না বললে এক গাড়ি লোক বাঁশ বনে শুইয়ে দিয়ে এসেছ?

ভবানী ॥ কেন, পান নি?

প্রবীর ॥ গাড়িখানা চুরমার হয়ে পড়ে আছে দেখলাম, কিন্তু লোক কোথায়? গাড়ির যা অবস্থা হয়েছে তাতে ওরা যে বেরিয়ে হেঁটে চলে গেছে তা তো মনে হয় না।

ভবানী ॥ তা দাদা গল্পের শেষটা তো শুনলেন না—ইংরিজি গালাগাল দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোক ক'টাকে আমি লরিতে তুলে পাথুরি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। আজকে এই পুল ভাঙা না থাকলে ঐ ব্যাটাদের জন্য আমার একঘণ্টা লেট হোতো।

[*কিছুক্ষণ রিপোর্টারদের বাক্যস্ফূর্তি হয় না।*]

নির্মল ॥ বোঝো ঠ্যালা! মিছিমিছি ঘোড়দৌড় করালেন?

[*ড্রাইভাররা হেসে ওঠে।*]

প্রবীর ॥ মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম রাতটা বেশ useful হবে, একটা

সুন্দর accident-এর story নিয়ে; মাঠে মারা গেল!

নির্মল॥ আমরা গাড়ির মধ্যে ঘুমোতে চললাম।

প্রবীর॥ তার চেয়ে চলো না, নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।

অশোক॥ মশাইরা মনে হচ্ছে newspaper-এর লোক।

প্রবীর॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! Tribune.

অশোক॥ এই যে দেখছেন পোল বন্ধ করে রেখেছে, এ বিষয়ে আপনাদের কাগজে কিছু লেখালেখি হওয়া উচিত। এই দেখুন না, আমার অত্যন্ত urgent consignment of cement আটকে যাচ্ছে। আর cement-এর প্রতি পাউণ্ডই তো Second Five Year Plan-এর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতএব এরকম ব্রীজ বন্ধ করে দেওয়া একদিক থেকে আমাদের 5 year plan-কেই আঘাত করছে, কেমন কিনা?

প্রবীর॥ মানে এ ভাবে জিনিসটা ভেবে দেখি নি, তবে এখন তো মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছেন।

অশোক॥ আলবৎ ঠিক বলছি। তাই বলছি কাগজে লেখা দরকার।

প্রবীর॥ দেখুন এ ধরনের লেখা—মানে আমরা একটা কিছু sensational, একটা accident বা riot এসব ছাড়া আর কিছু—মানে—(*চিত্রকূট ঢোকে*)

অশোক॥ দাঁড়ান, এক মিনিট। কেয়া হুয়া?

চিত্র॥ গাড়ি লেনে কো কোই তৈয়ার নহি হ্যায়। ক্যহতা হ্যায় কি নাও হালকা হ্যায়, ইস লিয়ে---

অশোক॥ মোটা রকম বকশিশ কা বাৎ বোলা থা?

চিত্র॥ জি।

অশোক॥ তবভী গবরাজী?

চিত্র॥ জি।

অশোক॥ মরা হ্যায়! (*গুমটির দিকে ছোটেন*) ও মশাই, শুনছেন! দয়া করে ঘুমটা একটু কমাবেন?

সত্যেন॥ (*বিরক্ত*) আবার কি হোলো?

অশোক॥ নৌকা যাবে না।

সত্যেন॥ তা আমি কি করব? জাহাজ আনাবো?

অশোক॥ মেজাজ দিয়ে কথা বলবেন না, বলে দিলাম! ব্রীজ খুলে দিন!

সত্যেন॥ আরে, এ তো মহা বিপদে পড়লাম! কানে কম শোনেন মশাই? বললাম না, পুল....

অশোক॥ ওসব কিছু জানি না, ব্রীজ খুলবেন কি না?

সত্যেন॥ (*সজোরে*) খুলব না।

অশোক॥ খুলবেন না?

সত্যেন॥ না।

অশোক॥ বেশ। দেখি। দেখি খোলেন কি না। আপনার উপরওয়ালা কে?

সত্যেন॥ দিনের বেলায় রোড ইঞ্জিনিয়ার, রাতের বেলায় দারোগা!

অশোক ॥ কোথায় দারোগা ?

সত্যেন ॥ ঐ যে বাড়ি। যান, ওখানেই যান, খানিকক্ষণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

অশোক ॥ আপনি ব্রীজ খোলেন কি না দেখব। (*দ্রুত প্রস্থান*)

উদ্ধব ॥ হালায় টাকার জোর দেখাইতেছে। দারোগারে ঘুষ দিব। দ্যাশটার কি হইল ! টাকা দিয়া দিনরে রাত কইর‍্যা দিবার ভয় দেখায় !

[রিপোর্টাররা একটু হাসেন; বাঁধের উপর গিয়ে দাঁড়ান।]

জগু ॥ এককড়িদা। আমি না—এখন যাই কেমন ?

এক ॥ যেও এখন।

জগু ॥ আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। তাই চলি, কেমন ?

এক ॥ বোসো, নিন্দে করবে, লোকে নিন্দে করবে।

[জগু বসে পড়ে, প্রায় লাফাতে লাফাতে অশোক প্রবেশ করেন, পেছনে আলোয়ান গায়ে এক ভদ্রলোক এবং কনস্টেবল।]

অশোক ॥ এইবার খুলবে না মানে ? পোল খুলবে না ?

সত্যেন ॥ (*আলোয়ানধারীকে*) এ কি ! দারোগাবাবু নিজে !

দারোগা ॥ হ্যাঁ সত্যেন। কি ব্যাপার ? পোল না খুললে এ ভদ্রলোক তো ভারী বিপদে পড়ে যাবেন।

সত্যেন ॥ কি করব বলুন ?

দারোগা ॥ আরে পোল বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, এ তো বোধ হয় বছর খানিক ধরে শুনছি ! কখনো তো ভাঙেনি, আজ হঠাৎ ভেঙে পড়বে ?

সত্যেন ॥ কি জানি স্যার ! মানে যদি কিছু হয়ে যায় ?

দারোগা ॥ হুঁ।

অশোক ॥ No sir, it is an empty lorry nothing will happen

দারোগা ॥ চলুন, একবার দেখা যাক গিয়ে। (*কনস্টেবলকে*) টর্চ দেখাও।

[অশোক, দারোগা, কনস্টেবলের প্রস্থান। এইবার ড্রাইভাররা ব্যাপারটা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়।]

সত্যেন ॥ (*উদ্ধবকে*) দেখলেন ? দেখলেন ? খেয়েছে মোটা রকম খেয়েছে !

হাজরা ॥ কি বলছে ? গাড়ি নিয়ে যেতে হবে ?

চিত্র ॥ হাঁ।

নকুল ॥ কি করবি ? চালাবি ?

চিত্র ॥ ভবানী বোল্লো। যাবো ?

ভবানী ॥ না।

চিত্র ॥ কেনো ?

ভবানী ॥ আরে বাবা প্রত্যেকদিন ওহ শালা ব্রীজের উপর দম বন্ধ হয়ে আসত। আর দুলত কি ! যেন এরোপ্লেন চালাচ্ছি। তার উপর আজ সকালবেলায় কি সব থাম টাম কেটেছে শুনেছি ! আর ওর উপরে.....

চিত্র ॥ ঠিক আছে। হামি সোচ কোরছিলাম কি খালি লরি আছে, নিকলে যাব।

ভবানী ॥ ব্যাটা, তোব মবাব পালক উঠেছে। খালি লোবি বলে কি উড়ে যাবি নাকি, হতভাগা?

বাধা ॥ আবে দাঁড়াও, আগে দাবোগা পাবমিশন দিক।

হাজবা ॥ ও দেবেই। বুঝলি না, বানচোৎ....

[ইসাবায দেখায যে দাবোগা উৎকোচ গ্রহণ কবেছেন। এমন সময়ে দাবোগাদেব প্রত্যাবর্তন; অশোক প্রায নৃত্যবত।]

দাবোগা ॥ ও সত্তোন, আমি তো বাব বাব হেঁটে দেখলাম। কিছু খাবাপ তো মনে হলো না। তুমি ববং ছেড়ে দাও।

সত্তোন ॥ হুকুম কবেছেন, দিচ্ছি স্যাব।

দাবোগা ॥ হাঁ, তাই দাও। কাবণ বেচাবাব অনেক টাকা loss হয়ে যাবে। ওই "Caution, Bridge, Weak" অনেক দিন থেকে দেখছি। কিস্‌সু হবে না।

সত্তোন ॥ ঠিক আছে স্যাব। গেট খুলে দিচ্ছি।

[গেট খুলতে চলে যায, অশোকেব আনন্দবিহ্বল অবস্থা।]

দাবোগা ॥ ঠিক আছে, মিস্টাব সান্যাল? এখন যেতে পাবি?

অশোক ॥ নিশ্চযই যাবেন। আপনাকে বিবক্ত কবলাম। কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

দাবোগা ॥ No, no, glad to have been of service। এই টর্চ দেখাও! (কনস্টেবল সহ প্রস্থান কবেন। অশোক বিজযোল্লাসে ফেবেন)

অশোক ॥ চিত্রকূট সিং! চলো, গবিতে উঠো, আভি হামলোক যাযগা?

চিত্র ॥ জি নেহি, মায নই যাউঙ্গা। (নীববতা)

অশোক ॥ কেযা বোলা? নেই যাযগা? কাহে নেই যাযগা?

চিত্র ॥ পুল টুট্টা হ্যয।

অশোক ॥ আবে না! নেই! দাবোগাবাবু নিজে বোল গিযা পোল ঠিক হায, শুনা নেই?

চিত্র ॥ দাবোগাবাবুনে সচ বাত নহি কহা।

অশোক ॥ আব হাম যে পুলেব উপব লাফাকেব লাফাকেব লাফাকেব লাফাকেব দেখকে আযা!

চিত্র ॥ শুনেন বাবু, আপনাব নমক খেযেছি, এব লিযে বেইমানি হামি কোববো না। হামি যাবে—

অশোক ॥ যাবে?

চিত্র ॥ হাঁ যাবে, লেকিন হাপনাকেও গাড়িতে হামাব পাশে বৈঠতে হোবে।

অশোক ॥ এ্যাঁ?

চিত্র ॥ হাঁ।

অশোক ॥ তোমকো হাম মাইনে দেতা হায, হাম যো বলেগা ওই তোমকে কবনে হোগা।

চিত্র ॥ ওতো চিল্লিযে কোনো ফযদা হবে না, স্রেফ একটা কোথা বলেন—আপনি হামাব সাথে বোসবেন কি না?

অশোক ॥ না, বসব না। তোমাকেই গাড়ি নিযে যেতে হবে।

[সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে, ভবানী ছাড়া।]

চিত্র ॥ তব হামি যাবো না।

অশোক॥ আচ্ছা বেশ, চলো, আমিও যাবো। চলো।

[চিত্রকূট অবাক হয়ে মালিককে একবার আপাদমস্তক দেখে নেয়, তারপর ওঠে, হাসে।]

চিত্র॥ চলিয়ে।

[দুজনে পরস্পরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানতে হানতে এগোয়—চিত্রকূট বেরিয়ে যায়, পেছনে অশোক। সবাই ভীড় করে দাঁড়িয়ে জিনিসটা দেখে। সত্যেন ফিরে এসে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। বাইরে গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ—প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার সেলফ স্টার্টার আর্তনাদ করে, ইঞ্জিন নীরব থাকে। চতুর্থবারে ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে—কিছুক্ষণ একটানা গর্জনের পর, গিয়ারের শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। সত্যেনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।]

সত্যেন॥ (*নেপথ্যে*) হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাঁ দিক কাটিয়ে, হ্যাঁ, ঠিক আছে—

[হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়! তারপরই অশোক ছুটে প্রবেশ করেন, ভয়ে চুল দাঁড়িয়ে উঠেছে. পিছনে চিত্রকূট। তারপর লণ্ঠন হাতে সত্যেন। ড্রাইভারদের মধ্যে গুঞ্জন।]

চিত্র॥ বেইমান!

[অশোক গুমটির মুখে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে থাকেন।]

অশোক॥ হাম তোমকা নোকরি খায়গা! হাম তোমকা মনিব হায়, হাম হুকুম দেতা হায়! আস্পর্ধা হায়! হামকা মুখমে মুখমে তর্ক করতা হায়!

[চিত্রকূট গিয়ে তাঁর জামার কলার ধরে; চট করে হাজরা গিয়ে চিত্রকূটের হাতে একটা বড় রেঞ্জ গাছিয়ে আসে।]

চিত্র॥ (*শান্তস্বরে*) ভাগতে কেঁও?

অশোক॥ দেখ, গায়ে হাত নেই দেও! হাম মনিব হায়, হাম কোম্পানি হায়—

চিত্র॥ (*বজ্রকণ্ঠে*) মায় নে পুছা, ভাগ রহেথে কেঁও?

অশোক॥ হাম—হাম ভয় পায়া—হঠাৎ ভয় পায়া—

চিত্র॥ (*একটু হেসে*) কয়েক হাজার রূপেয়ার জোন্যে হামার জান কোরবান কোরতে তৈয়ার আছো, আর আপনা জান নয়!

অশোক॥ না না, পোল ভাল আছে, কোনো ভয় নেই, তোমার কোনো ভয় নেই।

[এক ঝাঁকুনি মেরে অশোককে ঠেলে দিয়ে চিত্রকূট রুমালে হাত মোছে, তারপর ফেরে।]

(*সামলে নিয়ে*) হামকা গায়ে হাত দিয়া? তোমকা সাহস তো বড্ড বাড় গিয়া!

[দারোগা ও কনস্টেবল ছুটে আসেন। দারোগা দেখেন বিস্রস্ত বেশ, এলোচুল অশোকবাবু চেঁচাচ্ছেন। তিনি হাঁক পাড়েন।]

দারোগা॥ এই কি হচ্ছে এখানে?

[অশোক ছুটে তাঁর কাছে যান।]

অশোক॥ ঐ লোকটা! ড্রাইভারটা আমাকে মেরেছে! ভীষণ মেরেছে!

দারোগা॥ কেন?

অশোক॥ আমি গাড়ি চালাতে বলেছিলাম, তাই। এখানে মেরেছে—মুখে—দু' ঘা মেরেছে!

দারোগা॥ (*চিত্রকূটকে*) এঁকে মেরেছ?

চিত্র॥ না।

অশোক॥ ব্যাটা মিথ্যাবাদী হারামজাদা বেইমান!

দারোগা॥ তুমি লরি চালাবে না বলেছ?

চিত্র॥ জী, হাঁ।

দারোগা॥ কেন চালাবে না?

চিত্র॥ পুল ভাঙা আছে।

দারোগা॥ না নেই। আমি নিজে দেখেছি নেই।

চিত্র॥ আছে, হুজৌর। হামরা ড্রাইবর, দেখেই সমঝে যাই।

দারোগা॥ তুমি জান তুমি এ বাবুর চাকর?

চিত্র॥ জী হাঁ।

দারোগা॥ তবে এর কথা শুনছ না কেন?

চিত্র॥ এর নোকর বলে কি জান কোরবান করতে হোবে?

দারোগা॥ (ধমকে) ওসব বড় বড় কথা রেখে দাও। জানো গাড়ি আজ রাত্রেই শ্যামনগর না পৌঁছুলে এঁর অনেক হাজার টাকা লোকসান হবে?

চিত্র॥ জানি।

দারোগা॥ তবু যাবে না?

চিত্র॥ জী নহি।

দারোগা॥ (অশোককে) অ্যারেস্ট করব মিস্টার সান্যাল, assault charge-এ!

অশোক॥ দুত্তোর মশাই! অ্যারেস্ট? ড্রাইভার পাব কোথা?

দারোগা॥ তাও তো। দেখি দাঁড়ান। I shall threaten him! দেখ, আমি বলছি শক্ত আছে। তুমি যাবে কি না?

চিত্র॥ জী নহি।

দারোগা॥ (সজোরে) সাবধান।

অশোক॥ খবরদার! ফল বড় ভাল হবে না। তুমি যাবে কি না?

দারোগা॥ যেতেই হবে।

ভবানী॥ (চাপাকণ্ঠে) ইস্টাবটার।

[*ড্রাইভাররা সকলের অলক্ষিতে বেরিয়ে যায় এবং একটু পরেই লরির স্টার্টারগুলো নিয়ে ফিরে আসে।*]

চিত্র॥ বোলছি কি—যাব না। যাব না।

অশোক॥ যেতেই হবে, যেতেই হবে।

দারোগা॥ ও: বদমাইশি করছ এাঁ? Scoundrel! (*কনস্টেবলের হাত থেকে লাঠিটা গ্রহণ করে চিত্রকূটের কলাব ধরেন*) যাবে কি না?

ভবানী॥ (*অত্যন্ত শান্তস্বরে*) গায়ে হাতটা না দিয়ে বললেই ভাল হয়।

দারোগা॥ কি? কি বললি?

ভবানী॥ গায়ে হাতটা না দিলেই ভাল হয়।

অশোক॥ মদ খেয়েছে।

দারোগা॥ ও! সব কটা মিলে মদ খেয়ে গুণ্ডামি করার সাধ হয়েছে না? আচ্ছা! আমি গায়ে হাত দেব, কি করবি তুই?

অশোক॥ হ্যাঁ, দেব হাত, কি করবি?

ভবানী॥ হাত দিলেই দেখবেন।

[*দারোগা আবার চিত্রকূটের কলার ধরেন, সঙ্গে সঙ্গে ভবানী দারোগাকে এক ঘুঁষি মেরে বসে। মুহূর্তের মধ্যে এক তুমুল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। —"মারো শালাদের"! বলে ড্রাইভাররা এগিয়ে আসে; ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তির প্রথম ঢেউটা কেটে যেতে দেখা যায়—অশোক, দারোগা ও কন্‌স্টেবল চায়ের দোকানের মধ্যে, এককড়ি হাত তুলে উত্তেজিত ড্রাইভারদের পথরোধ করেছে।*]

এক॥ ভাই! ছেড়ে দাও, মাপ করে দাও।

[*এককড়ির পেছন থেকে দারোগা আবার একটু আস্ফালন করলেন; সঙ্গে সঙ্গে—তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। "শালা বেরিয়ে নেমে আয়, বানচোৎ বেরিয়ে এসে বল্ না?" অকস্মাৎ ওপাশ থেকে উদ্ধববাবুর কণ্ঠ শোনা যায়; সকলেই স্তব্ধ হয়ে বিজ্ঞের বাণীটা শোনে।*]

উদ্ধব॥ হ, আর কি হইব। আর কিছু করার মুরোদ নি আছে? দশজনে মিইল্যা একজনের পিটাইতে পারেন?

হাজরা॥ কি?

উদ্ধব॥ এই তো দ্যাশের নূতন বীরপুরুষ! সূর্য স্যান কোথা? উনিশ শয় বত্রিশ সালের ৪ঠা জানুয়ারী রাত্র এগারো ঘটিকায় ঢাকায় আমারে যখন গ্রেপ্তার করবার লাইগ্যা আইছিল...

ভবানী॥ এবার ঐ বুড়ো বানচোৎকেও মারো, শালা! (*আর বলতে হয় না, ভীমবেগে সকলে উদ্ধবকে ধরে মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে আসে*) শালা, ঢের জ্বালিয়েছিস তুই! সন্ধ্যের পর সন্ধ্যে এখানে বসে ফোড়ন কেটেছিস আর বক্তিমে করেছিস! আজ তোকে মারব!

উদ্ধব॥ না না! আমি তো কেবল বিগত দিনের ইতিহাস কইতে আছিলাম—কইতেছিলাম ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী রাত্র এগারো ঘটিকায় যখন আমারে গ্রেপ্তার করবার লাইগ্যা আইছিল তখন—

একাধিক কণ্ঠ॥ তখন কি?

কি?

কি?

উদ্ধব॥ তখন—

কণ্ঠ॥ তখন কি বল্ না?

উদ্ধব॥ তখন—

ভবানী॥ (*ধমকে*) তখন কি করলি?

উদ্ধব॥ তখন পলাইয়া গেছিলাম।

[*সবাই হেসে ওঠে, উদ্ধব ছোটেন, সবাই পেছন পেছন কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে জল্পনা করে; চিত্রকূট মধ্যমণি।*]

দারোগা॥ আমি Armed Police আনতে চললাম। Riotous assembly! এককড়ি পেছনের দরজাটা খোলো তো?

অশোক॥ আরে দুত্তোর মশাই, Armed Police-এর নিকুচি করেছে, আমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! (*দারোগা দোকান অভ্যন্তরে পলায়ন করেন; কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় অশোক বেরিয়ে*

এসে টেবিলটাব উপব উঠে দাঁড়ান। (চেঁচিয়ে বলেন) আমাব সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! প্রতি মিনিটে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! শুনুন, আমি নেহাৎই নির্লজ্জ, না? চড় খেয়ে আবাব এসেছি! কি কবব বলুন; হাজাব হাজাব টাকাব মামলা। (বিদ্রূপাত্মক হাসি উত্থিত হয়) হাসতে পাবেন! তবু শুনুন! আব আমি ঠকাবাব চেষ্টা কবব না! সত্যি কথাই বলছি— ও পোল ভাঙতেও পাবে, থাকতেও পাবে। তবু একজন ড্রাইভাব চাইছি। আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি, আমি পাশে বসব না। শুধু এই নদীটা পাব কবে দেবে—এ জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা দিতে বাজী আছি। কেউ এগিয়ে আসবে না? বড় জোব পঞ্চাশ গজ লবিটা চালাতে হবে। তাব জন্যে পঞ্চাশ টাকা।

নকুল॥ আব মবে গেলে? (বিদ্রূপাত্মক হাসি)

[এমন সময়ে হঠাৎ এক সুসজ্জিতা মহিলাব আবির্ভাব হয়। নেপথ্যে গাড়ি-মধ্যস্থ বান্ধবীদেব উদ্দেশ্যে তিনি বলেন।]

মেয়ে॥ এই, সীতা! খোলা আছে বে! কি আনব?

নেপথ্যে নাবীকণ্ঠে॥ যা পাস। তাড়াতাড়ি। জিমিদা তাড়া দিচ্ছে।

[মেয়েটি ছুটে এককড়িব সামনে।]

মেয়ে॥ (এক নিঃশ্বাসে) দেখি চপ ছ-টা, কাটলেট ছ-টা, আব আট আনাব ফুলুবি। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।

[নেপথ্যে হর্ন, মেয়েটি ঠোঙাটা নিয়ে বেবিয়ে যায়. পবক্ষণেই গাড়িব শব্দ এতক্ষণ অশোকবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।]

হাজবা॥ আই বাপ। কি বলছে!

অশোক॥ শুনুন একশ' টাকা—এক শো টাকা কে যাবে—মাত্র নদীটা পাব কবে দেবে। আচ্ছা দেড়শ দুশো! দুশোও কেউ নেবে না?

ইন্দ্র॥ আমি যাব!

ইন্দ্র। (হঠাৎ এগিয়ে আসে) আগে দেবেন তো!

অশোক॥ (হর্ষোৎফুল্ল) হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

বাধা॥ এই ইন্দ্র, কি হচ্ছে!

[আবো অনেকে বাধা দেয়; ইন্দ্র হাত তোলে।]

ইন্দ্র॥ শোনো, ভবানীদা বলে দেবে কেন আমাকে যেতেই হবে। ও জানে সব।

[সবাই ভবানীব দিকে তাকায়; ভবানী মুস্কিলে পড়ে, তাবপব—]

ভবানী॥ ভাল কবে ভেবে দেখেছিস?

ইন্দ্র॥ এ কি? তুমি আমায় ব্যাক মবছ?

ভবানী॥ তুই হাসছিস? (গুঞ্জন) অনেকদিন পবে বে। যা তবে।

ইন্দ্র॥ (smart) Thank you। কই স্যাব টাকা দিন। (অশোক টাকা দেয়—হাসি আব ধবে না! টাকা নিয়ে ইন্দ্র এককড়িব কাছে আসে।)

এককড়িদা! এ টাকাটা বেবাকে দিয়ে দিও, কেমন? মানে যদি আমি—চলি। কালকেই দিও।

[এককড়িব চোখে জল। দৃঢ়পদে পা ফেলে ইন্দ্র এগিয়ে চলে। চিত্রকূট চাবি দেয়।]

চিত্র॥ এই লেও চাবি। সিকগুলিযাব খুব জোব লাগে, বুঝলে?

ইন্দ্র ॥ O. K.

রাধা ॥ ব্রেকের ওপর পা রাখিস ভাই।

ইন্দ্র ॥ নিশ্চয়ই!

ভবানী ॥ তবে যাবি বেশ ইস্পিডে!

ইন্দ্র ॥ আচ্ছা!

হাজরা ॥ আর দ্যাখ, দরজাটা খুলে রাখিস—মানে লাফিয়ে পড়তে হলে.....

ইন্দ্র ॥ (খুব জোরে হেসে ওঠে) তোমরা সব আমার দাদা মানুষ, ঘাবড়ে যাচ্ছ? দেখা যাবে!

প্রবীর ॥ তোমার নামটা ঠিক কি? পুরো নাম?

ইন্দ্র ॥ ইন্দ্রচন্দ্র সাউ। ছবি নেবেন? নেবেন না? (*হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়*)

জগু ॥ আমি ইন্দ্রদাব সঙ্গে যাব? এককড়িদা ইন্দ্রদার সঙ্গে যাব?

এক ॥ না, নিন্দে করবে! নিন্দে করবে!

[*পেছনে সত্তেন ও অশোক; বাকী সকলে হুড়মুড় করে বাঁধের ওপর গিয়ে ওঠে: রিপোর্টারবা কলম বাগিয়েই আছেন! গাড়ি স্টার্ট নেয়, তাবপব গিযাবেব শব্দ, তারপর কাঁকড়েব ওপব টায়ারের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।*]

সত্তেন ॥ (*নেপথ্যে*) ঠিক আছে! ঠিক আছে! ডাইনে চাপুন' হ্যাঁ ঠিক আছে! সোজা! এবার যান।

[*গম্ভীর ধাতব একটা শব্দে বোঝা যায় লবি পোলেব উপব উঠেছে: দর্শকদেব মধ্যে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।*]

রাধা ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে, ব্রেকের ওপর পা আছে, হ্যাঁ!

ভবানী ॥ বড্ড আস্তে যাচ্ছে! (*বিড়বিড় করে*) একটু জোরে।

হাজরা ॥ বাঁয়ে কাটাচ্ছে না কেন? বাঁয়ে কাটাচ্ছে না কেন?

[*নেপথ্যে একটা হুড়মুড় শব্দ হয়।*]

চিত্র ॥ আধা বাস্তা চোলে গেছে। আর বাকি আধা—জয় বামজী জয় বামজী!

ভবানী ॥ অত আস্তে যাচ্ছে কেন? একটু জোরে যাওয়া দরকার!

[*সকলের কণ্ঠনিঃসৃত অস্ফুট আর্তনাদ!।*]

নকুল ॥ শালা পুল দুলছে কেমন দেখ!

রাধা ॥ ঐ থামটা মড়মড় করছে। ঐ!!

[*নেপথ্যে একটা বিষম শব্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সকলে চীৎকার করে ওঠে তারপরই আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।*]

ভবানী ॥ কিছু না, কিছু না, একটা তক্তা খসে গেছে।

হাজরা ॥ খুব বেঁচে গেছে!

ভবানী ॥ আর দশগজ, কি বলো?

হাজরা ॥ হ্যাঁ।

ভবানী ॥ টেনে বেরিয়ে যাচ্ছে না কেন?

রাধা ॥ দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাত নাড়ছে, না? হ্যাঁ।

ভবানী॥ শালা স্টাইল মারছে।

চিত্র॥ জয় বামজী —জয় বামজী!

বাধা॥ আবাব চলেছে। পাঁচ গজ'

[*এক মুহূর্ত। তারপর ভবানীর অবিশ্বাসপূর্ণ কণ্ঠ।*]

ভবানী॥ পৌঁছে গেছে' (*চিৎকার করে*) পৌঁছে গেছে'

[*পরমুহূর্তে সকলে মিলে চিৎকার করতে করতে আনন্দে লাফাতে থাকে। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে।*]

ভবানী॥ চলো, ওদিকে চলো!

[*সবাই দৌড়ে বেরিয়ে যায়। রিপোর্টারদ্বয় শুধু বিবসবদনে বসে থাকেন। অশোকবাবু অর্ধসমাপ্ত চপটা মুখে দেন।*]

অশোক॥ এখন মনে হচ্ছে দুশো টাকা একটু বেশী হয়ে গেছে।

[*প্রস্থান।*]

প্রবীর॥ দূর, কপালটাই মন্দ! স্টোরি আর পেলাম না।

॥ পর্দা ॥

মে-দিবস

[ম্যাক্সিম গর্কির 'মা' অবলম্বনে]

প্রতিভাবান অভিনেতা

রবি ঘোষকে

॥ চরিত্রাবলী ॥

মা

পাভেল

লিট্ল রাশিয়ান

রাইবিন

ফিওডোর

বৃদ্ধ

বৃদ্ধা

প্রথম বেকার

দ্বিতীয় বেকার

চায়ের দোকানের মালিক

মারীনা

গরমভ

বেলুনওয় [illegible]

কর্সুনোভা

সিজভ

কসাক ক্যাপ্টেন

,, সৈন্য —১ম

,, সৈন্য —২য়

[*যে দিবস। ভালো ক'রে আলো ফোটেনি। একটা গ্যাস-আলো জ্বলার ভান ক'রে কুয়াশা কাটাতে চেষ্টা করছে। লিট্‌ল্‌ রাশিয়ান ও পাভেল আলোটার তলায় একখানা কাঠের তোরঙ্গের ওপর উপবিষ্ট। অদূরে শালে আপাদমস্তক ঢেকে মা ব'সে আছেন।*]

লিট্‌ল্‌॥ নিশানটা কি তোমার না নিলেই নয়?

পাভেল॥ না।

লিট্‌ল্‌॥ বাহাদুরি তো দেখাচ্ছ খুব! ধরে নিয়ে গেলে মা'র কী হবে?

পাভেল॥ এই প্রথম নয়; ধরা আগেও পড়েছি। আর তোমায় আবার জেলে পাঠালে?

লিট্‌ল্‌॥ কাঁদবার কেউ নেই।

পাভেল॥ তা হয় না। মজদুররা ভীতু বেইমানদের সহ্য করে না।

লিট্‌ল্‌॥ আবার তোমাকে মারতে মারতে ধরে নিয়ে গেলে ঐ মহাবিপ্লবী মজদুররাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কারখানায় গিয়ে মালিকের পা চাটবে।

[*পাভেল হেসে ওঠে।*]

পাভেল॥ মজদুরদের ওপর তোমার আস্থা তো অগাধ দেখছি। আচ্ছা, আন্দ্রে, তুমি কি কখনো বদলাবে না?

লিট্‌ল্‌॥ বদলাবার কারণ ঘটলে বদলাবো! সেবার জবরদস্তি মাইনে থেকে দু কোপেক কেটে নিল। কি? না জলা পরিষ্কার করে ম্যালেরিয়া ঠেকাবে—বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা। পারলে হরতাল করাতে?

পাভেল॥ সেবার পারিনি বলে কখনো পারব না?

লিট্‌ল্‌॥ বাঃ, আমাদের যেন পিতৃদায় পড়েছে! ব'য়ে গেল আমার! নিজের ভাল নিজেরা না বুঝলে, কচুপোড়া খাক্‌গে যাক।

পাভেল॥ তুই ব্যাটা নিজে জাত মজুর না? ওদের ভালয় তোর ভাল না? লড়ছ তো নিজের জন্যে—অত দেমাক কিসের? প্রত্যেকে আমরা আসলে স্বার্থপর, আপন সর্বস্ব। সেটা ঢাকতেই যত সব বিপ্লবী কথাবার্তা।

লিট্‌ল্‌॥ দেখ, ওসব আত্মসমালোচনা তোমার ঐ শাশার কাছে গিয়ে কোরো। আমরা লিট্‌ল্‌ রাশিয়ানরা স্পষ্টবক্তা—যেচে কয়েকটা হারামজাদা মজুরের বাচ্চার উব্‌গার করতে গিয়ে আমার জীবনের অমূল্য বছরগুলো জলে দিলাম—কি, জবাব দিচ্ছ না যে?—এই পাভেল?

পাভেল॥ উঁ!

লিট্‌ল্‌॥ মুখখানা অমন হাঁড়িপানা করে ফেললে কেন, বলশেভিকের পো? ওঃ—শাশার নাম করে ফেলেছি নয়? (*বিরাট হাসিতে লিট্‌ল্‌ রাশিয়ান রাস্তা প্রকম্পিত করে তোলে*) নামেই এই! সামনে দেখলে মূর্চ্ছা যেতে! কমরেড পাভেল মিহাইলোভিচের এ কি হাল করেছে মেয়েটা! জারের কসাক পুলিস যা পারেনি—ছুঁড়ি তাই করে ফেলেছে! ক্ষমতা আছে—

পাভেল॥ চোপ! (*পাভেলের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে লিট্‌ল্‌ থেমে যায়*)। বোকার মত কথা বলো না, আন্দ্রে। জীবনে দুটো একটা জিনিস আসে, যা নিয়ে রাস্তায় বসে হাসি ঠাট্টা করা চলে না।

[*লিট্‌ল্‌ রাশিয়ান নিতান্তই বিব্রত বোধ করতে থাকে।*]

লিট্‌ল্‌॥ (গম্ভীর) তা বেশ তো। সেটা গীর্জায় গিয়ে একদিন হাত ধরাধরি ক'রে চুকিয়ে ফেললেই তো হয়। (*পাভেল কোনো জবাব দেয় না; সিগারেট টানে। মা আস্তে আস্তে শাল নামিয়ে ব্যথাতুর চোখে পাভেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন*) খেয়ে নিয়েছিস তো? (*পাভেল নেতিসূচক মাথা নাড়ে*) দুপুরের স্নানাহার তো কয়েদখানায়! (*হেসে ওঠে; কিন্তু পাভেল ফিরেও না তাকাতে সে থেমে যায়*) ভোক ভোক ধোঁয়া ছাড়ছিস—দে না একবার এদিকে। (*কোনো কথা না বলে পাভেল সিগারেট এগিয়ে দেয়*) শুনেছি এগুলো আজকাল গোবর শুকিয়ে কাগজে মুড়ে তৈরী করে। (*জবাব নেই*) আচ্ছা, বেশ, কথা না হয় একটা বেফাঁস বলেই ফেলেছি—তা বলে অমন পুরুতঠাকুরের মতন বিশ্রী মুখ করে থাকার দরকারটা কি? ভারী প্রেম!

[*উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে দেয়। শান্তস্বরে পাভেল বলে*—]

পাভেল॥ বোসো, আন্দ্রে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসপার ওসপার। কেন মিছে বকাচ্ছ?

লিট্‌ল্‌॥ (*বসে*) বকাই কি সাধে! তোমার মতন আদর্শ বলশেভিকদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তোমাদের মাথায় মগজ নেই, আছে স্ক্রু, কলিজা নেই, আছে লোহার পিস্টন। হাতল ঘোরালে তোমরা চলো, হাতল খারাপ হয়ে গেলে তোমরা আর থামো না। তোমরা আসলে যন্ত্র, মোশন। (*পাভেল মৃদু হাসে, মাও হাসেন*) ভাল কথা— বলশেভিকদের কি ব্রহ্মচর্য করতে হয় নাকি?

পাভেল॥ না তো।

লিট্‌ল্‌॥ তবে বেচারীর শাশাকে উদ্ধার ক'রে ফেললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

পাভেল॥ তারপর আমি যাই কয়েদখানায় পায়ে বেড়ি আঁটতে, আর বেচারি শাশা একের রে গো-বেচারি সেজে বসে থাকুক।

লিট্‌ল্‌॥ অন্ততঃ একবার ফিরে তাকাতে দোষ কি?

পাভেল॥ ফিরে তাকাই না মানে? চোখ ফেরাতে পারি না, এর—শুধু!

লিট্‌ল্‌॥ আজ বিদায় নিয়ে এসেছ? মানে, একরকম চিরবিদায়।

পাভেল॥ কি করে নেব! কাল রাত্তিরেই ওকে বস্টভে পাঠানো হয়েছে। দরকারী কাগজ নিয়ে গেছে জামার মধ্যে করে। যাওয়ার সময়ে দেখা ও করে যেতে পারিনি। শেষ দেখেছিলাম দু'মাস আগে।

[*নীরবতা। হঠাৎ আন্দ্রে সজোরে করতলে মুষ্ট্যাঘাত করে বলে ওঠে।*]

লিট্‌ল্‌॥ এর কি কোনো প্রতিকার নেই? একদল শুধু দিয়ে যাবে—দিতে দিতে ফুরিয়ে ঝরে যাবে?

[*হঠাৎ মা বলে ওঠেন।*]

মা॥ যীশুখ্রীষ্টও যীশুখ্রীষ্ট হতেন না, যদি না একদল কচি ছেলে তাঁর জন্যে জীবন দিয়ে যেত।

[*বিস্মিত পাভেল মার দিকে তাকায়।*]

পাভেল॥ কি বলছ?

মা॥ আমি ঠিকই বলছি। তোরা যা দিয়ে যাচ্ছিস, সবই যীশু দেখে রাখছেন, আর ভাবছেন—ঐ দুটি ছেলে আমার, আমার জন্যেই আবার ওরা ক্রুসে জীবন দেবে।

পাভেল॥ তুমি বড় বাজে কথা বল, চুপ করো।

[*লিট্‌ল্ রাশিয়ান কিন্তু এক লাফে মা'র পায়ের কাছে এসে বসে।*]

লিট্‌ল্॥ ক্রুসে জীবন তো দেব নেস্কো। কিন্তু ঐ কাঠগোঁয়ার পাভেলটার তো দাড়ি নেই। দাড়ি না থাকলে কি আর যীশু হওয়া যায়?

মা॥ দেখ, খোখোল, যীশুকে নিয়ে ঠাট্টা করলে জিভ খ'সে যাবে যে। দেখিসনি তো আমার স্বামীকে। শয়তানের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব।

লিট্‌ল্॥ মিহাইল ভ্লাসভের সঙ্গে তো তাহলে আমার বনত ভাল!

মা॥ কী দুষ্টু ছেলে রে বাবা! তারপর শোন্ না—দিনরাত গালি দিত। যীশুও মজাটা টের পাওয়ালেন তাকে। যেদিন মরল, ওর কানা কুকুরটা ছাড়া কেউ কাঁদলও না।

লিট্‌ল্॥ তুমিও না?

মা॥ না, কক্ষনো না।

লিট্‌ল্॥ সত্যি?

মা॥ বাবা, কিছুই মুখে আটকায় না তোমার? আমি কাঁদব কেন? পাভেল আর শাশার মতন কি আমরা ভালবেসেছিলাম? মদ খেয়ে একদিন রাস্তায় আমাকে চেপে ধরল, বলে—এই আমাকে বিয়ে করবি? তারপর বললে 'যা, কাল তোর বাড়ি ঘটক পাঠিয়ে দেব'। তারপর সে রাত্রে—

[*হঠাৎ লজ্জায় মা মুখ লুকোন, লিট্‌ল রাশিয়ান হা হা করে হেসে ওঠে।*]

লিট্‌ল্॥ তারপর? তারপর? নেস্কো।

[*রাইবিন প্রবেশ করে।*]

রাইবিন॥ এই যে পাভেল, তোমরা কতক্ষণ?

পাভেল॥ তা বেশ কিছুক্ষণ!

রাইবিন॥ কেমন মনে হয়? মজুরের আসবে?

পাভেল॥ দেখা যাক। প্রচার তো তেমন খারাপ হয় নি।

রাইবিন॥ খারাপ হয়নি? একটা দেয়াল দেখলাম না যার ওপর আলকাতরার বড় বড় লেখা নেই। আর কাগজ তো সর্বত্র। সেদিন এক বোতল ভদ্‌কা কিনলাম; যে কাগজটায় মুড়ে দিল সেটাও তোমাদের লীফলেট। কারখানার ভেতর গেল কি করে? সেদিন বয়লার ঘরে স্টোকাররা পড়ছিল দেখলাম।

পাভেল॥ ঐ আমার মা—খাবার বেচতে ভেতরে যায়। সঙ্গে কাগজ।

রাইবিন॥ বাঃ!

[*লিট্‌ল্ রাশিয়ান উঠে আসে।*]

লিট্‌ল্॥ এই যে দৈত্য। এবার কার রক্তলোভে ঘোরা হচ্ছে?

রাইবিন॥ রক্ত দেখে ঘাবড়ে যেও না। রক্ত একটু বেশীই ছুটবে আজ।

[*মা উঠে আসেন।*]

মা॥ কার রক্ত? কেন?

রাইবিন॥ সুপ্রভাত, পেলাগিয়া নিলোভ্‌না। বলছিলাম আজকে কসাকগুলো সহজে ছাড়বে না। মোড়ে দেখে এলাম এখন থেকেই জড়ো হচ্ছে।

পাভেল॥ জানল কি করে মিছিল এখান থেকে বেরুবে?

লিট্‌ল্‌॥ তোমার ঐ বীর, মহান, আগামী বিপ্লবের নেতা মজদুরদেরই কেউ তিরিশ খণ্ড রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে মানবপুত্রকে আঁধারের পূজারীর কাছে বিকিয়ে দিয়ে এসেছে।

মা॥ কি বলছিস, খোখোল, আমি—আমি তো বুঝতে পারছি না।

পাভেল॥ থামো তো।

রাইবিন॥ শালা গুপ্তচরে বস্তি ছেয়ে গেল। একটা মুখ আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, বুঝলে আন্দ্রে নাহোকদা? একটা মুখ আমি দেখে রেখেছি। একদিন একটা সভা শেষ করে সিজভ্‌বে ঘর থেকে বেরিয়েছি, দেখি, গুপ্তচরটা একলাফে দরজা ছেড়ে পিছিয়ে গেল; তারপর চোঁ দৌড়ে ভেগে গেল। কিন্তু মুখখানা দেখে রেখেছি। একদিন ওকে পাবই।

পাভেল॥ পেয়ে?

রাইবিন॥ আমি ওকে খুন করব!

[*মা একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন।*]

পাভেল॥ আঃ।

লিট্‌ল্‌॥ ফাঁসিতে ঝুলতে—মাইরি বলছি, বিশ্রী লাগে!

রাইবিন॥ অনেকগুলো লোক বেঁচে যাবে।

মা॥ আর তুমি? তোমার বাঁচবার দরকার নেই?

রাইবিন॥ এমনি কি আর বাঁচছি?

মা॥ এমনি তোমার আত্মা বাঁচছে। পাপ করলে তোমার আত্মা কলুষিত হবে। ভগবানের কাছে কি জবাব দেবে? সেটাই হচ্ছে মৃত্যু; আত্মার মৃত্যু।

রাইবিন॥ দেখুন, পেলাগিয়া নিলোভ্‌না, আমি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না— ভগবানেও না।

মা॥ এ্যাঁ?—তুমি—তুমি কি বলছ?

পাভেল॥ ও সব তুমি কি বুঝবে, মা?

মা॥ বা-রে, আমি বুঝব না? ছেলেবেলা থেকে শুনে এলাম, তোকে প্রার্থনা করতে শেখালাম, আর আমি বুঝব না ভগবান আছেন, না নেই?

রাইবিন॥ আপনি যে ভগবানের কথা বলছেন, তাকে জার, আর বইয়ার্ড আর পুরোহিতেরা মিলে মেরে ফেলেছে অনেকদিন হোলো। সে সত্যিই দয়ালু ছিল, হ্যাঁ, লোক সে ভালই ছিল। আমরা যার কথা বলছি, সে ভণ্ড, ধনীদের ক্রীতদাস। গীর্জায় সোনার ক্রসে ঝুলে থেকে সে আমাদের ভয় দেখায়। ব্যঙ্গ করে।

মা॥ ছি, ছি, অমন কথা বোলো না, বাবা, গীর্জা হলো ভগবানের গৃহ।

রাইবিন॥ গীর্জা ভগবানের সমাধি।

মা॥ ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন! বাবা, না জেনে যা বলে ফেলেছ এর শাস্তি যেন তোমাকে কোনোদিন ভোগ না করতে হয়। (*লিট্‌ল্‌ রাশিয়ান তাঁকে আলিঙ্গন করে নিয়ে যেতে থাকে*) খোখোল, ছেলেটা কে রে?

লিট্‌ল্‌॥ রাইবিন। বয়লারে কয়লা মারে।

মা॥ ও ভাল নয়। ওর সঙ্গে তোরা মিশিস্‌ না।

লিট্‌ল্‌॥ হ্যাঁ, ওটা একটা হাঁদা। তবে ভেতরটা ভাল।

মা॥ ভাল না ছাই।

পাভেল॥ তাহলে রাইবিন, তুমি বেরিয়ে পড়ো। ভোর হয়ে এল।

রাইবিন॥ যাচ্ছি, আসবে না কেউ। বয়লারেব গাধাদেব চেন নি এখনো। (উঠে দাঁড়ায়) পাভেল ভ্লাসভ, আজ মে-দিবস যদি উতরে দিতে পাবো তো বুঝব হিম্মত।

পাভেল॥ দেখা যাক।

[*রাইবিন রওনা হয়; ফিওডোরের সঙ্গে প্রায় সংঘর্ষ হয়, ফিওডোরেব মুখে জ্বলন্ত পাইপ।*]

লিট্‌ল্‌॥ *এই যে জারোভিচ্‌ এলেন! ঘুম ভাঙলো?*

ফিওডোর॥ সারারাত জেগে থাকে প্যাঁচা, আর ভোবরাত্রে উঠে পড়ে গোয়ালা।

রাইবিন॥ মে মাস পড়েছে, শীত আর তেমন নেই। দস্তানা-টস্তানাগুলো খোলো—গতর তোলো একটু। (*রাইবিন বেরিযে যায়*)

ফিও॥ এই অতিবিক্ত চাপল্য আসলে মার্কসবাদের জ্ঞান না থাকার জন্যে। অতি-বিপ্লববাদের জন্মও এমনি কবেই হয়।

লিট্‌ল্‌॥ কথায় পাববে না।

ফিও॥ সুপ্রভাত পেলাগিযা নিলোভ্‌না। প্রকৃত মার্কসবাদী তত্ত্ব আপনিই যথার্থ হৃদযঙ্গম কবেছেন। নইলে এত ভোবে অর্বাচীন চ্যাংড়াদেব সঙ্গে? পাভেল মিহাইলোভিচ, সুপ্রভাত, কেমন হবে মনে হয়?

পাভেল॥ দেখা যাক।

ফিও॥ প্রকৃত মার্কসবাদীতত্ত্ব প্রয়োগ করে থাকলে নিশ্চযই সাফল্যলাভ কববেন।

[*মই ঘাড়ে কবে এক ব্যক্তি গ্যাসবাতি নিভিযে দেয। লাল পূর্বাকাশের আভায় বাজপথ উদ্ভাসিত হযে ওঠে। মা সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ান।*]

মা॥ তাহলে, তাহলে ভোর হোলো?

লিট্‌ল্‌॥ হ্যাঁ, নেস্কো, পয়লা মে—একি? কাঁদছ?

মা॥ যাঃ, দেখ, খোখোল, তুই—

লিট্‌ল্‌॥ বলো, মা।

মা॥ তুই পাভেলকে একটু দেখিস, কেমন? ও যা আব্দার ধবে তাই করে। তুই ওকে একটু আড়াল করে রাখিস বাবা।

[*লিট্‌ল্‌ রাশিয়ান হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধরে।*]

লিট্‌ল্‌॥ চলো, মা, আমরা বহুদূরে কোথাও পালিয়ে যাই, কেমন?

মা॥ আর পাভেল বুঝি একা পড়ে থাকবে?

পাভেল॥ একি, ফিওডোর, তুমি কাঁপছ? —আন্দ্রে, বড়লোকের বাচ্চার কাপড়েচোপড়ে!

[*লিট্‌ল্‌ রাশিয়ান ছুটে আসে।*]

ফিও॥ কক্ষণো না। কক্ষণো না। কিসের ভয় আমার? মার্কস্‌বাদীতত্ত্ব যার নখদর্পণে, তার আবার ভয়? মার্ক্‌স্‌-এর "ক্রিটিক অফ দি গথা প্রোগ্রাম" আমি মুখস্থ বলতে পারি।

জে. স্তালিনের ফেব্রুয়ারি প্যাম্পলেট আমার ঠোঁটস্থ। আমার ভয়?

[*এক বৃদ্ধ বেলুন-বিক্রেতা কতকগুলো বেলুন নিয়ে কথা নেই, বার্তা নেই মঞ্চের মাঝখান দিয়ে চলে যায়। সামোইলভ ও সিজভ এসে উপস্থিত হয়; এবার ল্যাম্পপোস্টের পেছনে বিরাট এক ব্যানার দেখা যাচ্ছে—"মে দিবস— জিন্দাবাদ" সামোইলভ, সিজভ, পাভেল ও ফিওডোর উত্তেজিত কথোপকথন শুরু করে। ছিন্ন বসন পরিহিত এক ভীষণ বৃদ্ধ উপস্থিত হয়।*]

বৃদ্ধ॥ ওটা কি ঝুলছে ওখানে?—পড়তে পারছি না। আমার চশমা জোড়া ভেঙে যায় গত নভেম্বরে, তারপর আর করানো হয়নি। ওটা কী লেখা রয়েছে?

লিট্‌ল্‌॥ মে দিবস জিন্দাবাদ।

বৃদ্ধ॥ এ্যাঁ, এখানেও হারামজাদা বলশেভিকগুলোর উৎপাত? জাহান্নমে যা, জাহান্নমে যা। পুঁচকে কটা সব পটল তুলবে।

[*এক বৃদ্ধা ঢোকে।*]

বৃদ্ধা॥ এই, সর, সর, আমার কাপড় কাচবার জায়গায় এসে মৌরসিপাট্টা করে বসেছিস? সরে যা, নইলে এখুনি শাপ দেবো, যা বলছি।

[*দুটি বেকার শ্রমিক ঢুকে এককোণে বসে পিরগ খায়।*]

বেকার ১॥ ঐ যে দেখছ টুপি মাথায়—ওটা ভ্লাসবের ছেলে পাভেল।

বেকার ২॥ শালাদের মরার পালক উঠেছে।

পাভেল॥ বন্ধুগণ, আজকে ১লা মে—আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। আজকে মজদুরদের যে বিরাট মিছিল বার হবে, তাতে যোগদান করুন। —বন্ধুগণ—

[*নানরকম ব্যঙ্গোক্তি ও গুঞ্জনধ্বনি চলতে থাকে; মাঝে মাঝে শোনা যায় পাভেলের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।*]

বৃদ্ধ॥ মিছিল! মিছিল মানে জানো তো?

বৃদ্ধা॥ না-তো।

বৃদ্ধ॥ সার বেঁধে গিয়ে মহামান্য জারের অঙ্গ স্পর্শ করার স্পর্ধা! জাহান্নমে যাক, জাহান্নমে যাক!

বৃদ্ধা॥ মহামান্য পিতা সম্রাটকে অপমান! হে যীশু, এখুনি বজ্রাঘাতে এ কটা ডাকাতকে নিকেশ করা যায়, প্রভু, দয়াময়! পক্ষাঘাত পাঠিয়ে দাও হতভাগাদের পঙ্গু করে। হে প্রভু যীশু দয়াময়!

[*পাশের চায়ের দোকানের মালিক হাতে এক বিশাল হাতা নিয়ে বেরিয়ে আসে।*]

মালিক॥ এই, এই, বলি, এসব হচ্ছে কি?

পাভেল॥ আজ মে দিবস, এখান থেকে একটা মিছিল—

মালিক॥ মে দিবস মানে?

পাভেল॥ আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য দিবস।

মালিক॥ তা এখানে কি? দেখ, পাভেল ভ্লাসব, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চাও, তাড়াও। কিন্তু আমার ব্যবসার কোনো ক্ষতি হলে এক হাতার বাড়িতে ঐ শ্রমিক ঐক্য-টৈক্য দেব ফাটিয়ে, এক সামোভার চা নষ্ট হতে আমি দেব না।

ফিও॥ ওর তত্ত্বগত কোনো ধারণাই নেই, তাই—

মালিক॥ এই, কি বললি?

ফিও॥ কই, না তো!

মালিক॥ বেল্লিক কোথাকার—গাল টিপলে দুধ বেরোয়, আবার বড় বড় কথা!

বেকার ১॥ সব শালা মরবে আজ। পুলিশ এল বলে!

বেকার ২॥ পাড়ার মধ্যে এই হট্টগোল!

[*কারখানার বাঁশি বেজে ওঠে। এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর দূরাগত স্লোগানের শব্দে লিট্‌ল্‌ রাশিয়ান মাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলে।*]

লিট্‌ল্‌॥ চাকা বন্ধ, চাকা বন্ধ, যে দিবসে কোন মজদুর কাজ করবে না—না আমেরিকায়, না ইংলণ্ডে, না জাপানে, না রাশিয়ায়!

[*প্রতিবাদ অনেকাংশে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। মা কয়েকজনের মাথার ওপর দিয়ে পাভেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন, পাভেল হাত স্পর্শ করে। পরক্ষণেই মা দু-তিন ধাক্কায় পিছিয়ে আসেন। মারীনার নেতৃত্বে কয়েকজন শ্রমিক প্রবেশ করে।*]

মারীনা॥ কমরেড পুরো হরতাল!

পাভেল॥ কি বললে?

মারীনা॥ পুরো হরতাল।

পাভেল॥ সাবাস!

মারীনা॥ মিছিল আটকে দিয়েছে। আর কেউ এখানে আসতে পারবে না। সভা আরম্ভ করো।

[*গরমভ ইতোমধ্যে প্রবেশ করেছে, মারীনার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। চোখাচোখি হতেই জীর্ণ টুপি খুলে সে অভিবাদন জানায়।*]

গরমভ॥ সুপ্রভাত, গ্রিগোরিয়েভ্‌না!

মারীনা॥ সুপ্রভাত। আপনাকে তো—

গরমভ॥ না, না, আমাকে আপনি চিনবেন কি করে? কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। কে না চেনে? আপনি একজন অক্লান্ত বিপ্লবী কর্মী।

[*গরমভ সরে যায়। মারীনা বিস্মিত দৃষ্টি পাভেলের ওপর নিবদ্ধ করে। কারণ, পাভেল বক্তৃতা আরম্ভ করেছে। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বেলুনওয়ালা এ সময় পুনঃ প্রবেশ করতে গরমভ একটা বেলুন কেনে, তারপর সেটাকে নাচাতে নাচাতে চায়ের দোকানে অন্তর্হিত হয়। অনতিবিলম্ব পরেই মালিকের সঙ্গে ফিরে আসে, মালিক উত্তেজিত, হাতে হাতা। অঙ্গুলি নির্দেশ করে গরমভ মারীনাকে দেখিয়ে দেয়, সেই ভাবেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও, বেকারদেরও। সকলে আস্তে আস্তে মারীনাকে ঘিরে ফেলে।*]

গরমভ॥ ঐ যে বললাম—আপনি একজন অক্লান্ত দেশসেবিকা। আপনার কদর কজন বুঝবে?

মারীনা॥ কী চান আপনি বুঝতে পারছি না তো—

মালিক॥ নাও, শুরু করো। এই ছুঁড়ি, তোর নাম কী?

মারীনা॥ ভদ্রভাবে কথা না বললে ভদ্রতা শেখাবার লোক এখানে আছে—

গরমভ॥ নিশ্চয়ই, কমরেড মারীনা, না না—আপনার পুরো নাম মারীনা গ্রিগোরিয়েভ্না—না, তাও তো পুরো হলো না—আরেকটা আছে বলুন তো—বলুন তো—

মারীনা॥ আমার নাম নিয়ে আপনি কি করবেন?

গরমভ॥ অমন একখানা নাম! শুনতে ইচ্ছে করে। মারীনা—গ্রিগেরিয়েভ্না—তারপর? রুবিনস্টাইন। না? কমরেড?

[*একটা চাপা গর্জন শোনা যায়।*]

মারীনা॥ মানে? কি বলতে চাইছেন আপনারা?

গরমভ॥ বলতে চাইছি—তুমি ইহুদী।

[*দেখতে দেখতে দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে যায়, মারীনা লুটিয়ে পড়তে না পড়তে শ্রমিকরা বাধা দিতে থাকে। বৃদ্ধা একদিকে হাঁটু গেড়ে চিৎকার করে প্রার্থনা করে। গরমভ উঁচু দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে বেলুন নাচাতে থাকে। হঠাৎ সামনে রাইবিন। হাত বাড়িয়ে তার গলার মাফলার ধরতেই আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে গরমভ আর্তনাদ করে ওঠে। চকিতে নিস্তব্ধতা নেমে আসে।*]

রাইবিন॥ *গুপ্তচর। এই সেই মুখ।*

[*হঠাৎ এক লগুরাঘাতে রাইবিন গরমভকে ধরাশায়ী করে। এক লহমায় নীচের ভীড় ছড়িয়ে যায়। মারীনা উঠে পড়েছে। বেলুনওয়ালা এসে গরমভের অসাড় হাত থেকে বেলুনটা নিয়ে যায়। ভীতিবিহ্বল জনতা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে যায়, উত্তেজিত কথোপকথন।*]

বৃদ্ধ॥ খুন করেছে? একেবারে খুন?

বৃদ্ধা॥ চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? দেখতে পেলে না?

বৃদ্ধ॥ না তো। আমার চশমা জোড়া ভেঙ্গে গেল—সেই গত বছরের নভেম্বরে। ভাল করে দেখতে পাইনি।

বেকার ১॥ এক ঘায়ে মেরে ফেলেছে। শালার হাতে জোর আছে।

,, ২॥ তার চেয়েও বেশি—ভেতরে রয়েছে ভীষণ রাগ।

,, ১॥ কে লোকটা? চেন?

,, ২॥ চিনি বই কি; স্টোকার—রাইবিন।

বৃদ্ধ॥ বটে! রাইবিন? (*সজোরে*) রাইবিন খুন করেছে? রাইবিন?

[*চারিদিকে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে— "রাইবিন" "রাইবিন"—। খাবারওয়ালী কর্সুনোভা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।*]

কর্সু॥ হুঁসিয়ার! (*স্তব্ধতা*) মোটের ওপর তোমরা কেউ কিছু দেখনি-শোননি—মনে থাকে যেন!

বৃদ্ধ॥ দেখিনি মানে? স্পষ্ট দেখলাম রাইবিন একটা ছোরা নিয়ে—

কর্সু॥ তুই দেখলি? ছোরা নিয়ে?

বৃদ্ধা॥ ও বুড়োহাবড়া সব ডোবাবে—ছোরা কোথায় দেখলে?

বেকার ১॥ লাঠি—লাঠি—

বৃদ্ধ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাঠিই তো। স্পষ্ট দেখলাম একটা লাঠি দিয়ে—

কর্সু॥ তুই স্পষ্ট দেখলি লাঠি দিয়ে—?

বৃদ্ধ॥ (ঘাবড়ে) মানে—ঐ রকমই, চ্যালা কাঠ।

কর্সু॥ না। তুই কিচ্ছু দেখিসনি। তোর চোখে ছানি পড়ে গেছে। তুই তোর মাগের মুখ চিনতে পারিস না, আর রাস্তায় কী ঘটছে দেখবি কী করে?

[বলতে বলতে সবলে বৃদ্ধের গলার জীর্ণ মাফলারটা ধরে এক ঝাঁকুনি মারে।]

বেকার ২॥ কর্সুনোভা! ও বুড়ো না দেখে থাকতে পারে, আমি দেখেছি আমার চোখের জোব আছে, বাবা গেল শীতে তুমি যে দামড়া দাড়িওয়ালা লোকটাকে তোমার ঘবে নিয়ে তুলেছিলে, তোয়াজ করেছিলে, আরো কি কি সব করেছিলে—সবই আমার চোখে ধরা পড়ে গেস্‌ল বাবা। (*উচ্চহাস্য*) চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু বলি না তাই। (*উচ্চহাস্য*)

কর্সু॥ দেখ, ছোকরা, ও চোখ কাণা করে দেবো।

[বুকের কাছে জামাটা টেনে ধরতে ২য় বেকার বিষম ঘাবড়ে যায়।]

এ বস্তিতে পুলিশ ঢুকলে আমি নিজেব হাতে তোকে টুকবো টুকবো করে কাটব। (*নীরবতা। চাবপাশ দেখে নিয়ে*) কসাক পুলিস কি কাউকে ছেড়ে কথা কয়? বাড়িতে ছেলে নেই? বাইবিন একা ফাঁসিতে ঝুলবে না, মনে বাখিস।

[চাবিদিকে গুঞ্জন, এক কোণে দোকানদাবকে পাভেলবা প্রাণপণে বোঝাচ্ছে। কর্সুনোভা মা'র কাছে স'বে আসে।]

মা॥ *হ্যাঁ।*

কর্সু॥ ছেলে পেটে ধরেছিলে বটে। ওব মুখখানা দেখলেও পুণ্য হয়। একি? কাঁদছ? কেন?

মা॥ আমরা তো সবেতেই কাঁদি। মেয়ে কি আর বলে সাধে?

[কর্সুনোভা হেসে ওঠে।]

কর্সু॥ আমাব ওসব ছিচ্‌কাঁদুনে রোগ নেই।

মা॥ (*চোখ মুছতে মুছতে*) তবু প্রাণটা তোমার মায়েব প্রাণ।

কর্সু॥ যাঃ।

মা॥ আচ্ছা, তোমার সম্বন্ধে ও সব যা তা ওবা বলে কেন?

কর্সু॥ সত্যি বলেই বলে।

[পাভেলেব বক্তৃতা শুরু হয়। তাবপব লিট্‌ল্‌-এর। একটা গুলির শব্দে সবাই সচকিত হয়ে তাকায়, ঊর্ধ্বশ্বাসে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে।]

ব্যক্তি॥ গুলি চলছে—সঙীন ঝলসাচ্ছে— কসাক পুলিশ এগোচ্ছে!

[তুমুল হট্টগোল আরম্ভ হয়; বৃদ্ধার প্রার্থনা, বৃদ্ধেব আর্তনাদ, ছুটোছুটি। লিট্‌ল্‌ রাশিয়ান এক লাফে এসে ব্যক্তিব কাঁধ ধবে।]

লিট্‌ল্‌॥ কোথায়? কোথায় কসাক?

ব্যক্তি॥ মোড়ে। মিছিল ভেঙে দিয়েছে।

পাভেল॥ বন্ধুগণ, ভয় কিসের? কী করতে পাবে ওবা?

সিজভ॥ লাগাও, নাড়া লাগাও—ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ—দুনিয়াকে মজদুব—এক হো।

[কতকটা স্থিতি আসতে না আসতে কসাক ক্যাপ্টেন ও দুজন কসাক সৈন্য প্রবেশ করে। নিথর নিস্তব্ধতা।]

ক্যা ॥ মিহাইল ভিসারিওভিচ্ ভ্লাসবের ছেলে পাভেল ভ্লাসব কে?

[পাভেল নেমে আসে।]

পাভেল ॥ আমি।

ক্যা ॥ গ্রেপ্তার। (*হাতকড়া লাগানো হয়*) আন্দ্রে নাহোদকা, জারজ, —কে?

লিট্ল্ ॥ আমি। কি প্রয়োজন আপনার?

ক্যা ॥ গ্রেপ্তার। (*হাতকড়া লাগানো হয়*]

লিট্ল্ ॥ কি অপরাধে?

ক্যা ॥ টুপি খোলো।

লিট্ল্ ॥ হাত বাঁধা থাকলে টুপি কি করে খুলতে হয় জানা নেই।

[টুপি ছিনিয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন তা পদতলে নিক্ষেপ করে।]

ক্যা ॥ ওটা কি নিশান?

সিজভ ॥ এটা লাল ঝাণ্ডা।

ক্যা ॥ লাল যে তা দেখতেই পাচ্ছি। কোন্ মুলুকেব?

সামো ॥ এ ঝাণ্ডার কোন মুলুক নেই। যেখানে খেটে খাওয়া মানুষ, সেখানেই এই ঝাণ্ডা।

ক্যা ॥ বক্তৃতা পরে দিও। মহামান্যে সম্রাটের রাজ্যে এ বিদেশী ঝাণ্ডা কেন?

ফিও ॥ ভুল করছেন কমরেড, মানে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় রাভেট্স্কি স্কোয়ারে একটি নিহত যুবক শ্রমিকের রক্তাক্ত কামিজ আকাশে তুলে শ্রমিকেরা অগ্রসর হয়েছিল—সেদিন থেকে—

ক্যা ॥ চুপ!

ফিও ॥ না, চুপ তো করছিই, শুধু কয়েকটা ইতিহাসের তথ্য তুলে দেখাচ্ছিলাম অজ্ঞানতার কি কুফল—

ক্যা ॥ থামো। বলশেভিক!

ফিও ॥ থামবো তো নিশ্চয়ই; আর বলশেভিকও বটি। তবে তত্ত্ব মার্কসবাদী তত্ত্ব, ভাল করে শিখলে আপনি নিজেই বুঝতেন—

ক্যা ॥ তোমার নাম কি?

ফিও ॥ সে কথা অবান্তর। বলছিলাম, মার্কস্‌বাদী তত্ত্ব না শেখার ফলে আপনি নেহাৎ একটা ভোঁদা হয়ে আছেন— (*ক্যাপ্টেন এক চপেটাঘাত করে*) উঃ।—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, dialectics জানলে বুঝতেন চড় মারলেই প্রতি চড়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, ইঁটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়—

ক্যা ॥ নাম কি তোর শুয়োরের বাচ্চা, বেজন্মা কোথাকার!

ফিও ॥ নাম আমার ফিওডোর আলেকসান্দ্রোভিচ্ মাৎসিন। কিন্তু ঐ যে আমাকে জারজ বললেন, ওটা একটা গালাগালিই হোলো না। ইতিহাসের জ্ঞান থাকলে বুঝতেন যীশুও জারজ ছিলেন।

ক্যা ॥ গ্রেপ্তার।

ফিও ॥ বেশ।

ক্যা॥ ওই ঝাণ্ডা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোমবা আসলে জার্মানিব দালাল। মহামান্য পাত্রেভিচ জাবেব বিরুদ্ধে তোমবা ষড়যন্ত্র কবছ। তোমাদেব শেষ কবে দেব। ঝাণ্ডা দাও।

সিজভ॥ না।

ক্যা॥ কি বললি?

সিজভ॥ দেব না।

সামো॥ কক্ষণো না।

[*ক্যাপ্টেনেব নির্দেশে এক সৈন্য এগিয়ে যায, হঠাৎ কাড়তে চেষ্টা কবে, ব্যর্থ হয়।*]

সিজভ॥ অনেক বযস হোলো আমাব, আজীবন মজদুবদেব নেমক খেযেছি, আজ এই ঝাণ্ডা এই কুত্তাদেব হাতে দিয়ে বেইমানি কবব না।

ক্যা॥ বেশ! ফলও ভোগ কবতে হবে। ম্যাকসিম—সিপাই ডাকো। বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেব।

পাভেল॥ সিজভ! কি কবছ? দিযে দাও। নইলে বক্তেব স্রোত বযে যাবে।

ফিও॥ তাছাড়া, নিছক এক টুকবো কাপডেব জন্যে অমন তড়পানো—ওটাও আসলে তত্ত্বজ্ঞানাভাব প্রসূত।

[*ধীবে ধীবে সিজভ সামোইলভেব হাতে ঝাণ্ডা দেয।*]

সিজভ॥ তুই নাও, আমি পাবব না। (*সামোইলভ তা কসাকেব হাতে অর্পণ কবতে, সে দণ্ড ভেঙে বস্ত্রখণ্ড ভূলুণ্ঠিত কবে*) কিন্তু ও ঝাণ্ডা আঁকা বইল আমাদেব বুকে, সব সবহাবাব বুকে, বাশিয়াব প্রান্তে, আফ্রিকায়, আমেবিকায।

[*চপেটাঘাতে বৃদ্ধ পড়ে যায।*]

ক্যা॥ ভ্লাসোবা কে?

[*মা ধীবে ধীবে এগিয়ে আসেন।*]

ক্যা॥ পাভেল তোমাব ছেলে?

মা॥ হ্যাঁ।

ক্যা॥ তুমি লিখতে পড়তে জান?

পাভেল॥ না, জানে না।

ক্যা॥ চোপবাও, তোকে জিজ্ঞেস কর্বেছি? —জান?

মা॥ না।

ক্যা॥ এখানে টিপসই কব।

মা॥ এটা কি?

ক্যা॥ এটা খৎ।

মা॥ কিসেব?

ক্যা॥ তোমাব ঐ গুণধব পুত্র আব কোনোদিন বাজদ্রোহিতায লিপ্ত হবে না। হ'লে তুমি দাযী থাকবে। নাও, টিপসই দাও।

[*দীর্ঘ নীববতা।*]

মা॥ না।

ক্যা॥ কি? কি বললি?

মা॥ পাশা আমার বড় ছেলে। ও যা ভাল মনে করেছে, তাই করবে। আমি বাধা দেব কেন?

ক্যা॥ ওঃ বেশ্যাবুড়ির বিপ্লবী হওয়ার শখ হয়েছে! টিপসই না দিলে তোর সামনে তোর ছেলেকে চাবুক মারব জানিস?

মা॥ তুমি অত জোরে কথা বলছ কেন? তোমার অল্প বয়স, জীবনে কতটুকু দুঃখ তুমি সয়েছ?

[বন্দীরা হেসে ওঠে। লিট্‌ল্ রাশিয়ান বলে —]

লিট্‌ল্॥ ও বড় কঠিন ঠাঁই ক্যাপ্টেন সাহেব!

ক্যা॥ তুই টিপসই দিবি কি-না?

মা॥ বললাম তো না।

ক্যা॥ আমি হুকুম করছি।

মা॥ আমি পাভেল ভ্লাসবের মা, আমাকে হুকুম করছ?

[ক্যাপ্টেন হঠাৎ একটা চপেটাঘাত করে, মা বসে পড়েন। চাঞ্চল্য; দোকানদার হাতা নিয়ে এগিয়ে আসে।]

লিট্‌ল্॥ এই কুত্তার বাচ্চা!

ক্যা॥ সই দিবি কি না?

[মা কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ান।]

মা॥ দেব না তো বলছি।

ক্যা॥ তোর ছেলেকে চাবুক মারব! (মা জবাব দেন না) জবাব নেই যে?

[আবার চড় মারতে উদ্যত হয়, সঙ্গে সঙ্গে এক বিস্ফোরণ—দোকানদার এক লাফে মাঝে এসে পড়ে, সঙ্গে সামোইলভ প্রভৃতি।]

দোকান॥ খবরদার! মেয়ের গায়ে হাত দিলে তোমাকে এখানে পুঁতে ফেলব।

[দীর্ঘ নীরবতা। ক্যাপ্টেন আতঙ্কিত চোখে চারিদিক অবলোকন করে।]

ক্যা॥ বেশ, আমরা যাচ্ছি। যাচ্ছি—কিন্তু ফিরব। এ বস্তি মাটির সঙ্গে সমান করে দেব, আর তোর ছেলেকে—তোর ছেলেকে মারতে মারতে আধমরা করব।

মা॥ দাঁড়াও। পাশার সঙ্গে আমাকে একটু কথা বলতে দেবে, একটু ওর হাত ধরব?

ক্যা॥ যা, ভাগ।—মার্চ।

মা॥ ওর আজ খাওয়া হয়নি, পুলিশ সাহেব একটু —

ক্যা॥ মার্চ!

পাভেল॥ মা, বিদায়! মাথা সোজা—হ্যাঁ, এই—পাভেল ভ্লাসবের মা তুমি! না না সোজা!

[শ্লোগান দিতে দিতে বন্দীরা প্রস্থান করে। মা হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়েন। কর্সুনোভা, মারীনা প্রভৃতি তাঁকে ধরে।]

মা॥ ওকে মারবে! ওকে ভীষণ মারবে!

বেকার ১॥ শালারা বেজন্মা।

দোকান॥ হিম্মৎ বলে একে! মারছে, রক্ত বেরুচ্ছে তবু আওয়াজ দিচ্ছে।

সিজভ॥ ওবা বলশেভিক। সত্যকে ওবা আবিষ্কাব কবেছে।

[*মা হঠাৎ দেখতে পান পদদলিত ঝাণ্ডা। সেটাকে শূন্যে তুলে তিনি বেদীব ওপব গিয়ে দাঁড়ান। চোখেব জল শুকিয়ে গেছে, চুল বিস্রস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।*]

মা॥ তোমবা সবাই শোনো, আমাব ছেলে পাভেল—পাভেলকে ওবা ধবে নিয়ে গেল। কেন জান? ও তোমাদেব জন্য ভাবত, তোমাদেব সবাইকে ও ভালবাসত। আমি এতকাল ভাবতাম পাশা আমাব, আমি ওকে বুকেব বক্ত দিয়ে মানুষ কবেছি। আজ বুঝতে পাবছি—ও আমাব একাব নয়, ও তোমাদেব সকলেব। আমি ওকে হাবিয়েছি। কিন্তু বদলে কি পেয়েছি জান? বদলে পেয়েছি তোমাদেব সকলকে যাবা পাশাব অসমাপ্ত কাজ শেষ কববে; ওব মত দুনিয়াব গবীব লোকেব জন্যে ভাববে। আমি আব বলতে পাবছি না—পাশাব আজ খাওয়া হয়নি!

[*কে একজন বেসুবো কণ্ঠে গাইতে শুরু কবে— ইন্টেবনাশিওনাল—"জাগো জাগো জাগো সবহাবা অনশন বন্দী ক্রীতদাস"।*]

॥ পর্দা ॥

দ্বীপ

প্রতিভাবান অভিনেতা

রবি ঘোষকে

চরিত্রাবলী

কপিল	মিলন
ইউনুস	জনার্দন

সুপ্রিয়া

[সুপ্রিয়া চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত করছিল, মিলন সরকারের আসার সময় হয়েছে বলে। মিলন ঢুকলো কিন্তু এমন বিলিতি মদের গন্ধ বিকিরণ করে যে সুপ্রিয়া বুঝলো, চা ও খাবে না। খুব জোরে শব্দ ক'রে সে আবার পেয়ালা, টি-পট তুলে ফেলতে লাগলো। মনের ক্ষোভটা চীনেমাটির পেয়ালার ওপর গিয়ে পড়তে সশব্দে ভেঙে গেল।]

মিলন॥ আঃ, কি হচ্ছে?

সুপ্রিয়া॥ একটা কাপ ভাঙলো।

মিলন॥ সে তো বুঝতেই পারছি। একটু আস্তে, সুপ্রিয়া, এক একটা শব্দ যেন... যেন বিস্ফোরণ...কাছে এস...

সুপ্রিয়া॥ না।

মিলন॥ সে কী? দিকে দিকে আজ অবাধ্যতার ঢেউ?

সুপ্রিয়া॥ যে ছাইপাঁশ গিলেছ, তার গন্ধ নাকে গেলে আমার বমি আসে।

মিলন॥ সে তোমার আপব্রিংগিং-এর দোষ।

সুপ্রিয়া॥ কিসের দোষ?

মিলন॥ যে আবহাওয়ায় তুমি মানুষ হয়েছে, তার দোষ। মৌলভী সাহেবের বাড়িতে কাফেরের মেয়ে, হংসমধ্যে বক যথা, রক্তাভ পানীয়ের মর্ম তুমি কী বুঝবে?

সুপ্রিয়া॥ মাতাল অবস্থায় মৌলভী সাহেবের নাম মুখে নিতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

মিলন॥ আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য!

সুপ্রিয়া॥ মানে?

মিলন॥ মৌলভী সাহেবের নামে অমন দেবদাসীর স্বর্গীয়ভাব ফুটে ওঠে তোমার মুখে! অথচ...

সুপ্রিয়া॥ অথচ কী?

মিলন॥ মাতাল অবস্থায় আমি মৌলভীর নাম মুখে নিতে পারবো না, অথচ সজ্ঞান অবস্থায় মৌলভীর পালিত কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করতে পারেন।

[মিলন ভেবেছিল সুপ্রিয়া এতে ভীষণ রেগে উঠবে, এবং রাগত অবস্থায় ওর দেহ সম্ভোগ করতে মিলনের বড় ভাল লাগে। কিন্তু সুপ্রিয়ার অবিচলিত উত্তরে মিলন হকচকিয়ে গেল।]

সুপ্রিয়া॥ বেশ্যাবৃত্তি ধরেছি পেটের দায়ে। ঠিক তোমার মতন।

মিলন॥ (*অপ্রতিভ হাসি টেনে*) আমি বেশ্যা? প্রথমত ব্যাকরণ ভুল। বোধহয় বেশ্য হবে। দ্বিতীয়ত, আমি ওরকম নই, কারণ—

সুপ্রিয়া॥ তুমি বেশ্যার অধম। কারণ বেশ্যা দেহ বেচে। তুমি বেচো তোমার বুদ্ধি, আদর্শ, আত্মা, সব। রোজ বেচো।

মিলন॥ আমি সাংবাদিক।

সুপ্রিয়া॥ না। তুমি খবরের কাগজের মালিকের ভাড়াটে বেশ্যা, রক্ষিতা। মৌলভী সাহেব হলে বলতেন, তওয়াইফ। তাই বড় বড় কথা ছেড়ে দাও। এককালে নাকি জেল্-এ গিয়েছিলে, লড়াই করেছিলে, সব সময়ে তো ওই সব কপ্‌চাও। সেই তুমি যখন রোজ দশটা-পাঁচটা কলম পিষে সেই লড়াই-এর শ্রাদ্ধ ক'রে আসো, সেটা বেশ্যাবৃত্তি নয়?

[মিলন কিছুক্ষণ কথা কইতে পারে না। মদের ঘোরও খানিকটা কমে এসেছে।]

মিলন॥ তোমার পেছনে মাসে পাঁচ শ' টাকা ঢালি ঐ সব বুক্‌নি শুনতে?

সুপ্রিয়া॥ পাঁচ শ' টাকা যে জন্যে ঢালো তা তো পাচ্ছই, রোজই পাচ্ছ। তার ওপর তোমার বুক্‌নি আমায় শুনতে হবে এমন কোনো দাসখৎ তো লিখে দিই নি। দুজনেই যখন একই ব্যবসা করছি তখন বুক্‌নি ঝাড়লেই উল্টে বুক্‌নি শুনতে হবে।

[*আবার মিলন গভীর বিষাদে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।*]

মিলন॥ যথার্থ। আমি বেশ্যা। (*সুপ্রিয়া হেসে ফেলে*) কাছে এসে বসো। (*সুপ্রিয়া আসে*) একটা বিষম. ...বিষম দোদুল্যমান অবস্থায় পড়েছি। তোমায় ছাড়া কাকে বলবো।

সুপ্রিয়া॥ ভনিতা ছেড়ে ঝেড়ে কাশো দেখি।

মিলন॥ আমায় এ[illegible] নাম ধরে ডাকো দিকি।

সুপ্রিয়া॥ সে সম্ভব নয়। মৌলভী সাহেবের কাছে সে শিক্ষা পাইনি।

মিলন॥ হুঁ।

সুপ্রিয়া॥ কী হয়েছে বলো না।

মিলন॥ ব্যাপার সঙ্গীন। এবং এ ব্যাপার থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আমি বেশ্যা। আজ মালিক সকলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সবাই মানে আমরা চারজন। সম্পাদক, বার্তাসম্পাদক, একজন সহ সম্পাদক, আর একজন চুনোপুঁটি রিপোর্টার, মানে আমি। ডেকে বললেন খবর ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে।

সুপ্রিয়া॥ মানে?

মিলন॥ মানে আমিও [illegible] বুঝি নি। তারপর বুঝলাম। বুঝে মনের কপালে করাঘাত করতে লাগলাম।

সুপ্রিয়া॥ সাদা বাংলায় কথাগুলো বলবে কি?

মিলন॥ বলছি। মালিকের ভাষাতেই বলছি। আমি অভিনয় করতাম জানো? একেবারে হুবহু দেখাচ্ছি।

[*উঠে দাঁড়িয়ে চশমা এঁটে সে কাল্পনিক নাস্য নেয়। সে তারপর অদৃশ্য কর্মচারীদের উদ্দেশে বলে —*]

আপনারা অতি অপদার্থ। খবর না পেলে খবর তৈরী করে নিতে পারেন না? কাল সকালে প্রথম পাতায় প্রথম চার কলম জুড়ে একটি খবর বেরুবে। লিখে নিন। "পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত মাছের ঝুড়িতে নরমুণ্ড!" এইটে হোলো হেডলাইন। এইবার রিপোর্টার মিলন সরকারের কাজ হোলো কাহিনীটা লিখে ফেলা। বুঝেছেন?

সুপ্রিয়া॥ সে কি? তুমি কী বললে?

মিলন॥ সেটাই তো মজা। সেখানেই তো প্রমাণ হোলো আমি বেশ্যা। দেহের চেয়ে যা শতগুণ পবিত্র, সেই আত্মা পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে আমার। নসিবে কালো ধারা-গড়ানো ঠোঁট আর চশমা দেখে আমি কিছুই বলতে পারলাম না। কী করলাম জানো? নিজের টেবিলে ফিরে এলাম, এক গেলাস জল খেয়ে কলম চালাতে শুরু করলাম, এবং এইমাত্র লোমহর্ষক কাহিনীটা বার্তাসম্পাদকের ডেস্কে রেখে আসছি।

সুপ্রিয়া॥ তুমি ... তুমি ঐ নরমুণ্ড পাওয়ার গল্প লিখে এলে?

মিলন॥ হ্যাঁ। ধরে আনতে বলেছিল, আমি বেঁধে এনেছি। একটির জায়গায় তিনটি

নবমুণ্ড সৃষ্টি করেছি। সেই নবমুণ্ডের একটাকে আবার শিয়ালদা'র এক উদ্বাস্তু নারী চিনে ফেললো, এবং "ওগো, তোমার ধড়টা কোথায় গেল গো" বলে কান্না জুড়ে দিল।

সুপ্রিয়া॥ কাল.... কাল এসব বেরুবে?

মিলন॥ হ্যাঁ, ছবি শুদ্ধ।

সুপ্রিয়া॥ ছবি!!

মিলন॥ হ্যাঁ, অফিসের ফোটোগ্রাফ বিভাগে কর্তারা সব ঢুকেছেন দেখে এলাম। ৪৮ সালের দাঙ্গার এক মুসলিম মায়ের ক্রন্দনরত মুখ আর মালয় থেকে আসা ১৯৫০ সালের নিহত গেরিলা-সৈন্যের কাটা মুণ্ড এক সঙ্গে জোড়া হচ্ছে। এ প্লাস বি ইজ নট এ প্লাস বি, বাট সি। দুটো ভালয় ভালয় মিলে গেলে কাল প্রথম পৃষ্ঠায়, "ওগো তোমার ধড় কই" শিরোনামায় আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর... হাসছো কেন, সুপ্রিয়া?

সুপ্রিয়া॥ তোমার বলার ধরণ দেখে।

মিলন॥ হাসার কিস্যু নেই। কাল বিকেলেই দাঙ্গাটা লাগবে মনে হচ্ছে।

সুপ্রিয়া॥ দাঙ্গা!!

মিলন॥ হ্যাঁ। দাঙ্গা। মালিকের বড় আশা বিকেলেই লাগে। তবে এক আধবেলা এদিক ওদিক হতে পারে। আর এই দাঙ্গা লাগানোর পেছনে আমারও হাত রইল। এই. . কুৎসিত..... কালীমাখা হাতটা খানিক থেকে গেল।

[*পকেট থেকে ছোট এক বোতল মদ বার করে সে।*]

তুমি তো খাবে না। ভাল মাল। মার্কিন। মালিক মশায় প্রচুর পান। কেন পান, কোত্থেকে পান কে জানে। কী দরকার জেনে? অফিসে বিলি করেন, আমরাও ছিটেফোঁটা পাই, এ-ই যথেষ্ট।

সুপ্রিয়া॥ (*প্রায় নিজের মনে*) মৌলভী সাহেব থাকেন টালিগঞ্জে, একেবারে হিন্দু পাড়ার মাঝখানে।

মিলন॥ টালিগঞ্জ? সাফ, সাফ, সাফ হয়ে যাবে। এণ্টালি যাবে। কলাবাগান যাবে। ওসব প্ল্যান হয়েই আছে; কারণ মালিকমশাই আগে ক'টি কাহিনীর প্লট দিয়েছেন অলরেডি। এই যে—হেডলাইনগুলো দিয়ে দিয়েছেন, গল্পটা জুড়ে দিলেই হোলো। ক্রমে ক্রমে ছাপা হবে "কলিকাতার দাঙ্গার জন্য মুসলমানরাই দায়ী" —এই যে আর একখানা, "এণ্টালি এলাকায় মুসলমান গুণ্ডাদের সশস্ত্র আক্রমণ"—এই যে থার্ড, "টালিগঞ্জে পাকিস্তানি গুপ্তচর ঘাঁটি আবিষ্কার"। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার সীমান্ত থেকে প্রেরিত বিশেষ সংবাদদাতার পত্রের কয়েকটি খসড়া। (*হেসে*) আসলে কী জানো? সেই বিশেষ সংবাদদাতা হোলো এই মিলন সরকার। সীমান্তে নয়, কলকাতার এঁদো গলিতে থাকে।

সুপ্রিয়া॥ (*মৃদু ভীতস্বরে*) তুমি এইসব লিখবে?

মিলন॥ নইলে কি আর বেশ্যা! জ্বালা ধরলো কখন জানো? যখন মালিক আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "মিলনের ওপর আমাদের অগাধ আস্থা, ও-ই পারবে!" অর্থাৎ আমি ওঁর হারেমের খাস বেশ্যা।

সুপ্রিয়া॥ গত দাঙ্গায় মা গেছেন—মানে মৌলভী সাহেবের স্ত্রী। এবার বোধহয়....

মিলন॥ তাই বলছি, এই মালটা টানো, আরাম পাবে।

সুপ্রিয়া॥ চোখেও দেখেন না মৌলভী সাহেব।

মিলন॥ ভালই তো। কে যে মারলো সেটাও দেখতে হবে না।

সুপ্রিয়া॥ কত টাকা মাইনে পাও?

মিলন॥ নূতন ক'রে বলতে হবে?

সুপ্রিয়া॥ এত কমে তোমাকে কেনা যায় জানতাম না তো!

মিলন॥ (*হঠাৎ গম্ভীর হয়ে*) তাহলে তুমি কী বলো? কী করবো?

সুপ্রিয়া॥ কী করবে জানি না। তবে এই.... এই ভীষণ পাপ.... এ থেকে সাত হাত দূরে থাকা উচিত।

মিলন॥ নবমুণ্ডেব গল্প তো ইতিমধ্যে লিখে দিয়ে এসেছি।

সুপ্রিয়া॥ আর লিখো না। যা লিখেছ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে অন্য কাগজে পুরো ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করে দেয়া উচিত।

মিলন॥ প্রথমত, আমি না লিখলে ওরা অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে। আব অন্য কাগজ মানে? কে ছাপবে? আমাদের কাগজের আভ্যন্তবীণ খবর ছেপে দেবে অন্য কাগজ? পাগল! কেউ ছাপতে পাবে না। ওদের মধ্যে যোগসাজস আছে, ভদ্র ভাষায় সেই হীন যোগসাজসেব নাম দিয়েছে এটিকেট।

সুপ্রিযা॥ তাহলে বামপন্থীদেব কোনো কাগজে পাঠিয়ে দাও।

মিলন॥ কী লাভ? ক'জন পড়বে? উপবন্তু ও খবব বেকনো মাত্র আমার চাকবি যাবে।

সুপ্রিয়া॥ কেন? চাবজন লোক ছিল আজকেব মিটিং-এ। কী ক'বে জানবে যে—

মিলন॥ কিন্তু তাদেব মধ্যে আমার মাইনে সবচেয়ে কম। অতএব ওঁবা বুঝে নেবেন যে এ-ই ব্যাঁক মেরেছে।

সুপ্রিয়া॥ যাক চাকবি। এমন খুনী ডাকাতদেব নিমক খেয়ে কাজ নেই।

মিলন॥ বলা সহজ। বহুকাল অনাহার অর্ধাহাবে কাটিয়ে আজ সুদিনেব মুখ দেখেছি। খাবো কী?

সুপ্রিয়া॥ তা বলতে পাববো না।

মিলন॥ বাড়িতে মা আছেন, চাব বোন। বিয়ে দেবে কে?

সুপ্রিযা॥ সে-ও জানি না।

মিলন॥ তোমার মাসোহাবা বন্ধ হয়ে যাবে। তোমাকে যে বিয়ে করবো ভেবেছিলাম সে গুড়েও বালি পড়বে।

সুপ্রিয়া॥ সব জানি। জেনেও বলছি, দাও ফাঁস ক'রে।

মিলন॥ কিন্তু লাভ কিছুই হচ্ছে না, সুপ্রিয়া। যদি বুঝতাম কিছু ভাল লোক পড়বে, পড়ে এই ষড়যন্ত্রের কাহিনী বলে বেড়াবে রাস্তার মোড়ে, গ্রামেব মাঠে, গড়ে তুলবে জনতার প্রতিরোধ, তবে এ ঝুঁকির একটা অর্থ হোতো। কমিউনিস্টদের অমন শক্তিশালী দৈনিক ছিল, তার আজ কী হাল জানো? নেতারা সব জেলে। কাগজটা গিয়ে পড়েছে এমন একজন লোকের হাতে যারা এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় দাঁড়িয়েও সমানে পাকিস্তান-বিবোধী লেখা ছাপছে। কলকাতা এমনই শহর যে পাকিস্তান-বিরোধী সমালোচনা অনেক সময়েই মুসলিম-বিরোধী উস্কানি হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় আমি কী করবো? রাগের মাথায় চাকরি-বাকরি

ছেড়ে দিলাম ধরো। পুরো ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করে লেখা পাঠিয়ে দিলাম কোথাও। তারপর? যেখানে ছাপা হোলো সেটা কেউ পড়লো না, জানলো না। ষড়যন্ত্র যেমন চলছিল তাই চললো। দাঙ্গা যেমন লাগার ঠিক করলো। যে সব এলাকার মুসলমানরা কচুকাটা হওয়ার কথা তারা ঠিক তাই হোলো। যতটা রক্ত বইবার কথা, যতটা চোখের জল গড়াবার কথা, সব ঠিক ততটাই হোলো। মাঝখান থেকে শুধু আমার চাকরিটা রইলো না। অনাহারগ্রস্ত বেকারের দলে আর একটি ক্ষুদ্র নাম যুক্ত হোলো। কী লাভ? এ তো আদর্শবাদ নয়, গাড়লের গোঁয়ারতুমি। দাঙ্গা ঠেকানো কি আমার মতন নগণ্য আহাম্মুকের পক্ষে সম্ভব? তবে? কিসের জন্যে আমি সব খোয়াবো বলতে পারো?

[সুপ্রিয়া কোন কথা না বলে কাগজ আর কলম এনে রাখলো মিলনের সামনে।]

মিলন॥ এর মানে কী?

সুপ্রিয়া॥ লেখো। সব ষড়যন্ত্র ফাঁস ক'রে দাও।

মিলন॥ আঃ, এতক্ষণ ধ'রে যা বললাম শুনলে না?

সুপ্রিয়া॥ ওসব বড় বড় কথা। দাঙ্গা লাগবে কি লাগবে না—ওসব বড়লোকদের দরকার-মাফিক স্থির হয়। তুমি সাধারণ মানুষ। আমি দেখতে চাই শুধু এইটুকু—অন্যদের যা হয় হোক তোমাকে যেন এই পাপ স্পর্শ করতে না পারে।

মিলন॥ (*হেসে*) পাপ! এ লেখায় কি তুমি পাপ পুণ্যের ফয়সালা করতে চাও?

সুপ্রিয়া॥ হ্যাঁ। আমার শিক্ষাদীক্ষা বেশী নেই কিনা। কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা যদি দাঙ্গা লাগায় তবে ভগবান ওদের বিচার করবেন কিন্তু সেই বিচারের দিন যেন মিলন সরকারকে মাথা হেঁট করতে না হয়।

মিলন॥ বলেছে! আমার নাম বলেছে!

[সুপ্রিয়া জিভ কেটে ফেলে।]

দেখ, এইসব পাপ-পুণ্য স্বর্গ নরক আমার কাছে ছেলে ভুলানো রূপকথা। রাজনৈতিক প্রয়োজন একটা অনির্দিষ্ট জিনিস। আগে থাকতে কোনো বাঁধাধরা ছক থাকে না যে সেই ছক অনুযায়ী কাজ করে গেলেই হোলো। আমাকে বোঝাও কেন লেখা প্রয়োজন, আমি লিখবো। পাপ-পুণ্যের কথা ব'লে কিছু করতে পারবে না।

সুপ্রিয়া॥ আদর্শ নেই?

মিলন॥ আদর্শও আপেক্ষিক জিনিস। প্রয়োজন-অনুযায়ী সৃষ্টি হয়, বদলায়, ক্ষয় পায়।

সুপ্রিয়া॥ তর্ক করতে পারবো না, কারণ অত জানি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি কী যেন একটা মারপ্যাঁচ কষছো। হয় রাজনীতি জিনিসটাই একটা চোরের অজুহাত, আর না হয় তুমি নিজের সুবিধের জন্য রাজনীতিকে বিকৃত করছো। লেখ।

মিলন॥ না, আমি লিখবো না আমার খিদে পেয়েছে!

সুপ্রিয়া॥ মাংসটা প্রায় হয়ে এল। এক্ষুণি আনছি। ততক্ষণ লিখে ফেল।

[বলে সুপ্রিয়া চলে গেল।]

মিলন॥ (*চেঁচিয়ে পাশের ঘরে সুপ্রিয়াকে জানায়*) কেন লিখবো? যখন না খেয়ে মরছিলাম তখন ঐ পাপ পুণ্য খেয়ে পেট ভরতো?

[পকেট হাতড়ে দেশলাই পায় না, অথচ সিগারেট গুঁজেছে মুখে।]

সুপ্রিয়া, দেশলাই দাও!

[হঠাৎ আলো কমে আসে ঘরে। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের হালচাল মিলন জানে, তাই গা করে না। কিন্তু সেই মৃদু আলোকের রহস্য ঘেরা জগতে পেছনের দরজা খুলে তিনজন বিধ্বস্ত-বেশ এলোমেলো চুল ব্যক্তি প্রবেশ করে পা টিপে টিপে মিলনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন বৃদ্ধ, মাথার চুল সাদা, এর নাম জনার্দন। একজন যুবক, বলিষ্ঠ, এর নাম কপিল। আর একজন কিশোর, এর নাম ইউনুস। মিলন দেখতে পায় নি। দেশলাইটা বোজকার মতন ডানহাতে এসে ঠেকবে এই ভেবে সে হাত বাড়িয়েছিল। সেটা ঠেকলো কপিলের গায়ে। জামাটা হাতড়ে মিলন বুঝলো অপরিচিত কেউ ঘরে ঢুকেছে। সভয়ে মাথা তুলতেই কপিল হাসলো।]

কপিল ॥ কেমন আছ, মিলন?

মিলন ॥ আরে, কপিল যে! কী মনে ক'রে? কোত্থেকে? কতক্ষণ? আরে তুমিও যে .. কী যেন নামটা.

জনার্দন ॥ জনার্দন।

মিলন ॥ হাঁ, হ্যাঁ, জনার্দনদা! সব . একেও তো দেখেছি দেখেছি বোধ হচ্ছে।

কপিল ॥ ইউনুসকে চিনতে পারলে কি?

মিলন ॥ ইউনুস! কি আশ্চর্য! তা দোষ নিও না, ভাই। কতদিন দেখা নেই বলো তো।

ইউনুস ॥ তা বারো বছর হবে। হাঁ, ১৯৫১-য় শেষ দেখা।

মিলন ॥ কপিলভাই, তুমি একটুও বদলাও নি। বোসো, জনার্দনদা। খাবে?

[বিলিতি মদের বোতল দেখায়।]

কপিল ॥ তোমার তো শালা কপাল ফিরেছে দেখছি!

মিলন ॥ ওটা মনিবের উপহার।

কপিল ॥ ঘরখানা দেখছিলাম।

মিলন ॥ হ্যা. তা... বর্তমানে অবস্থা যে আমার খুব খারাপ তা নয়.

জনার্দন ॥ ওঘরে কে? বউ নাকি?

মিলন ॥ বউ? হ্যাঁ, তা বউই বটে। ডাকছি।

কপিল ॥ কোনো দরকার নেই! বোসো।

মিলন ॥ তা আজ হঠাৎ সদলবলে কী মনে করে?

কপিল ॥ দরকার আছে।

মিলন ॥ কী করা হচ্ছে আজকাল?

কপিল ॥ করা? করার কিস্যু নেই আর। করার পাট চুকে গেছে। আজকাল শুধু তোমাকে দেখি। আর ভাবি—বাঃ, শালার তো খুব হাতযশ। আগে তো বুঝিনি এ এত খেল জানে?

মিলন ॥ (ঈষৎ সন্ত্রস্ত) আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে নাকি?

জনার্দন ॥ সেটাই আমাদের এখন একমাত্র কাজ।

মিলন ॥ (ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে) কি অধিকারে? কোন্ অন্যায়টা করেছি আমি বলো? পার্টিতে থাকা আর সম্ভব হয় নি। পেট চালাবার জন্যে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি।

কী অন্যায় করেছি? আমি কি পার্টিকে বিট্রে করেছি? কথায়? কাজে? কখনো? আর তোমরা কে? কি অধিকারে—

জনার্দন॥ একদিক থেকে বলতে গেলে আমরা তোমার অতীত।

মিলন॥ তাই বলে আমায় পাহারা দেবে? ইয়ার্কি নাকি? আমি পার্টিতে তোমাদের নামে কমপ্লেন করবো।

কপিল॥ (*ধমকে*) বোসো। পার্টি কিস্যু করতে পারবে না। আমরা পার্টির নাগালের বাইরে।

মিলন॥ (*হঠাৎ হেসে*) ও, তোমরাও পার্টি ছেড়েছো? তা, এতক্ষণ বলছো না কেন? উই আর অল অন দা সেম বোট। তাহলে মাল খাও।

জনার্দন॥ তুমি আর আমরা কিন্তু এক নই। তুমি পার্টি ছেড়েছো নিজের কাজ গুছোতে। আর আমরা ছেড়েছি বাধ্য হয়ে।

মিলন॥ বাধ্য হয়ে মানে। আমি পেটের দায়ে চাকরি নিয়েছি, সেটা বাধ্য হওয়া নয়?

কপিল॥ (*ধমকে*) নিশ্চয়ই না। পেট! পেট আমাদের ছিল না? তোমার তো মায়ের হোটেল ছিল। আর এই জনার্দনদার ঘরে সাত সাতটি প্রাণী ছিল না শুধু ওরই রোজগারের পথ চেয়ে?

মিলন॥ (*ঘাবড়িয়ে*) আয় রে ইউনুস। এখানে বোস।

[*মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।*]

ইউনুস॥ আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না, মিলনদা?

মিলন॥ চিনবো না কেন রে? প্রথমটা একটু অসুবিধে হচ্ছিল, কদ্দিন বাদ দেখা। বারো বছর। অবশ্য তুই খুব বদলাস নি। (*বলেই অসঙ্গতিটা ধরা পড়ে নিজের কাছে*) কেন? বদলাস নি কেন? ৫২ সালে তোর বয়স ছিল.. ইয়ে...

ইউনুস॥ পনেরো।

মিলন॥ তাহলে এখন তো বয়স হওয়া উচিত সাতাশ। জোয়ান মর্দ। বড় হসনি কেন?

[*হিসেবটা গুলিয়ে যেতে সে হাল ছেড়ে দিয়ে ইউনুসের দিকে তাকিয়ে থাকে।*]

কপিল॥ আমরা আদালত বসাবো। আসামী মিলন সরকার।

মিলন॥ (*ক্ষেপে*) মামদোবাজি! আমার ঘরে ঢুকে আমাকেই বিচার করবে তোমরা?

জনার্দন॥ পুরো ৪৮ আর ৪৯ সাল যখন আত্মগোপন করে ছিলে তখন কার ঘরে ছিলে, মিলন সরকার? নিজের ঘরে?

মিলন॥ না, তা ছিলাম না। ছিলাম তোমার ঘরে। সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

কপিল॥ কৃতজ্ঞ! তোমার কৃতজ্ঞতার মূল্য কি? জনার্দনদা কি তোমার চাঁদমুখ দেখে ঘরজামাই ক'রে রেখেছিল? রেখেছিল পার্টির জন্যে।

জনার্দন॥ তাই এটা তোমার ঘর বলে আমাকে তাড়াতে চাইছ কোন লজ্জায়, মিলন সরকার?

মিলন॥ না, এখানে থাকতে পারো, যদ্দিন খুসী। কিন্তু এখানে ঢুকে আমাকে বিচার করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। আদালত বসাবে! মামাবাড়ির আব্দার।

জনার্দন॥ তোমার মনে যদি কোনো পাপ না থাকে তবে বিচারের নামেই এত লাফাচ্ছ

কেন, মিলন সরকার?

মিলন॥ পাপ? কোনো পাপের স্মৃতি আমার মনে নেই। প্রশ্ন হচ্ছে—তোমরা কে? কি অধিকারে আমার বিচার করবে? আমি পার্টি ছেড়েছি, ঠিক। কিন্তু তোমরাও ছেড়েছ, নিজেরাই স্বীকার করলে। পার্থক্য কী?

জনার্দন॥ তুমি কি কানে তুলো দিয়েছ, মিলন সরকার? কতবার বলবো যে আমাদের কেস অন্য। আমরা ছেড়েছি বাধ্য হয়ে।

মিলন॥ কেন বাধ্য হলে? কী হয়েছিল? খেতে পাচ্ছিলে না, এই তো?

জনার্দন॥ ওটা একটা কারণই নয়। পার্টির অর্ধেক সভ্যের খাওয়া জোটে না।

মিলন॥ তবে পরিবারের কান্নায় অস্থির হয়ে তো? আমারো চার-চারটে বোন—

কপিল॥ পরিবারের কান্নাকে কানে আঙুল দিয়ে চেপে রেখেছি, বান্‌চোৎ, সেটা আবার কারণ? কার পরিবার নেই? পার্টির কোন মেম্বার পরিবারের জন্যে রাজভোগের ব্যবস্থা করে?

মিলন॥ তবে কিসে তোমরা বাধ্য হলে পার্টি ছাড়তে?

জনার্দন॥ উপায় ছিল না। শুধু পার্টি নয়, সব ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।

মিলন॥ কি ক'রে?

জনার্দন॥ মরে গিয়ে।

[*কথাটা সম্যক না বুঝেই মিলন তর্ক ক'রে চলেছিল। দুটো কথা বলেই সে থামলো। মাথাটা বোঁ করে এক পাক ঘুরে গেল। সভয়ে সে হাতের গেলাসটার দিকে তাকালো। তারপর বোধহয় ইউনুসের বয়স না বাড়ার কারণটাও হঠাৎ মাথায় ঢুকলো; কিছুক্ষণ ইউনুসের দিকে চেয়ে সে নিজের মাথা টিপতে লাগলো।*]

জনার্দন॥ নীরব কেন, মিলন সরকার? মাথার দোষ নেই, ঠিকই শুনেছ। ১৯৫২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গুলি চলে, মনে আছে? তিনজন মারা যায়—কপিল, ইউনুস আর আমি। তাই পার্টি না ছেড়ে যাবো কোথায়?

কপিল॥ এর নাম পার্টি ছাড়তে বাধ্য হওয়া। আর কোনো কারণ গ্রাহ্য নয়।

মিলন॥ আমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে।

কপিল॥ এবার আদালত বসছে। জনার্দনদা, তুমি জজ। আমি শালা অভিযোগ করবো। ইউনুস, তুই আমার সাক্ষী। মিলন সরকার, তোমার পক্ষে উকিল পাওয়া গেল না। কেউ তোমার মতন বেজম্মার ব্রীফ নিল না। তাই নিজের কথাগুলো নিজেই বলো। একটু সমঝে বোলো, জজসাহেবের সম্মানহানি হলে কনটেমপ্‌ট অফ কোর্ট হবে, দুই গাঁট্টায় সিধে ক'রে দেব।

[*জনার্দন সোফায় বসে জাঁকিয়ে। ইউনুস বসে একটা চেয়ারে।*]

জনার্দন॥ আসামী উঠে দাঁড়ায় না কেন?

কপিল॥ এই, এই, গোড়া থেকেই কন্‌টেমপ্‌ট শুরু করলে? ওঠো!

[*মিলন ওঠে।*]

মিলন॥ এর কোনো মানে হয় না। মরেছ, মরেছ। মরার পরে এসে আমাকে জ্বালাচ্ছো কেন?

জনার্দন॥ সাইলেন! সাইলেন ইন দিস কোর্ট! উকিল কপিলবাবু, আপনি অভিযোগ পেশ করুন।

কপিল॥ ধর্মাবতাব, আপনাব সামনে যে বান্‌চোৎ দাঁড়িযে আছে সে অত্যন্ত বান্‌চোৎ।

মিলন॥ ভাষাটা শ্লীল বাখলে হয় না? মানহানিসূচক ভাষায় আদালতকে অপমান কবা হচ্ছে।

জনার্দন॥ কপিলবাবু কী বলেন?

কপিল॥ এই ভাষায় ওঁব মানেব হানি হচ্ছে? তবে ধর্মাবতাবেব সমীপে একটা কাগজ পেশ কবি। ওঁব লেখা। আজকেই বান্‌চোৎ লিখেছে। (কাগজ থেকে পড়ে) "পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত মাছেব ঝুড়িতে নবমুণ্ড। কাল বিকালে ইস্ট পাকিস্তান এক্সপ্রেস শিয়ালদহে পৌঁছিবাব সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান দুর্বৃত্তদেব পাশবিকতাব এক নূতন প্রমাণ পাওয়া যায়। মাছেব ঝুড়ি খুলিতেই নবপশুদেব উৎকট ধর্মোন্মাদনাব এক লোমহর্ষক পবিচয বাহিব হইযা পড়ে। বিবৰণ প্রকাশ —"

মিলন॥ এ কাগজ পেলে কোত্থেকে?

কপিল॥ সেটা তোমাব না জানলেও চলবে। কথা হচ্ছে এই বকম বান্‌চোতেব মতন কথা লিখে তুমি পুবো দেশেব মানহানি কবতে পাবো আব আমাব ভাষা একটু কটু হলেই আঁৎকে ওঠো।

জনার্দন॥ মিলন সবকাব, এদানীং তুমি লেখক হযেছ, ভদ্র হযেছ। তাই বস্তিব ভাষা সইতে পাবছো না। আদালতেব এক ভালো—কপিলবাবু নিজেব ভাষাতেই কথা কইতে পাববেন। তোমাব মতন ভদ্রলোক এঁকে সাজতে হবে না।

মিলন॥ আমাবও তাই মনে হয়। অবজেকশন উইথড্রন।

জনার্দন॥ প্রসিড।

কপিল॥ যা বলছিলাম —এই বান্‌চোৎ লোকটি এককালে পার্টি কবতো! গা বাঁচিযে চলতো —, তবু স্বীকাব কবি। তাবপব ১৯৫০ সালেব ৪ঠা সেপ্টেম্বব ওযেলিংটন স্কোযাবে পার্টি এক জনসভা কবে খাদ্যেব দাবিতে। সেই সভা থেকে মিছিল বেকচ্ছিল, মিছিলেব সামনে ছিল এই বানচোৎ, কপিল নাথ, জনার্দন মল্লিক আব ইউনুস মহম্মদ। গেটেব মুখেই পুলিশ গুলি চালালো। কপিল, জনার্দন, আব ইউনুস মবলো। বেঁচে গেল এই বান্‌চোৎ। আমবা দেখাবো এই কপিলবা যে মবলো তা একে বাঁচাতেই। মানে কপিলবা মবলো বলেই এ বাঁচলো। এ মবলে কপিল বাঁচতো। গুলিটা এক ফুট ওদিকে গেলেই পটপবিবর্তন হযে যেত। অর্থাৎ, মোটামাটি কপিলবা মবে একে জ্যান্ত বেখে গেল! কিন্তু অন্যেব প্রাণেব বিনিময়ে জীবন বাঁচিয়ে এ বানচোৎ কী কবলো? এ পার্টি ছাড়লো, কাজ ছাড়লো, কাগজেব আপিসে চাকবি নিল, এবং বর্তমানে জঘন্য মানহানিকব কনটেম্পট কবছে, কলম ছোটাচ্ছে, পার্টিব বিকদ্ধে, জনতাব বিকদ্ধে, এব মনে গলিত কুষ্ঠ হযেছে। সেই কুষ্ঠেব পুঁজ ঢালছে কাগজে। এ মানববিদ্বেষী শয়তান হযে উঠেছে। এই হচ্ছে আমাব অভিযোগ। এ কপিলদেব প্রতি বান্‌চোতেব মতন বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে।

মিলন॥ এ অত্যন্ত ইয়ে হচ্ছে. আমি হুকুমেব চাকব মাত্র. . আমাকে...

জনার্দন॥ আস্তে, আস্তে! দেখ, মিলন সবকাব, আমাব অনুমতি ছাড়া কোনো কথা

কইবে না, নইলে গাঁট্টা মারবো। অভিযোগ শুনেছ, এবার বলো, তুমি দোষী না নির্দোষ?

মিলন॥ নির্দোষ।

জনার্দন॥ সাক্ষী ডাকুন, কপিলবাবু।

কপিল॥ প্রথম সাক্ষী, জনার্দন মল্লিক।

মিলন॥ জজ সাক্ষী হতে পারে না। এ কোনো আইনে নেই।

কপিল॥ তুমি থামো। জজ নিজে বলবে সেটা।

জনার্দন॥ আমাদের আইন অন্য। জজ সাক্ষ্য দেবে। প্রশ্ন করুন উকিলবাবু।

কপিল॥ জনার্দনবাবু, আগে শপথ নিন। বলুন, নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ জানিয়া বলিতেছি যে বিপ্লবের অন্তরায় হয় এমন কথা কখনো বলিব না।

মিলন॥ এ আবার কী শপথ?

জনার্দন॥ অর্ডার। অর্ডার ইন দি কোর্ট! নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ জানিয়া বলিতেছি যে বিপ্লবের অন্তরায় হয় এমন কথা কখনো বলিব না।

কপিল॥ আপনি ঐ বান্‌চোৎকে চেনেন?

জনার্দন॥ হ্যাঁ।

কপিল॥ ৪৮ সালের জুলাই মাস থেকে ৪৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত—এই পনেরো মাস কাল ঐ উল্লুক কি আপনার বাড়িতে থেকেছিল?

জনার্দন॥ হ্যাঁ।

কপিল॥ আপনার অন্নধ্বংস করেছিল?

জনার্দন॥ সেটাকে অন্নধ্বংস বলা ঠিক হবে না।

কপিল॥ কেন হবে না? কোন শুয়োরের বাচ্ছা বলে হবে না? আজ ওকে দেখে মনে হচ্ছে না কি যে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিলেন ঘরে?

জনার্দন॥ সময় চলমান। এই মুহূর্তেই পরের মুহূর্তের বীজ ব্যাপ্ত। সে বিচারে ও সর্পই ছিল। আবার প্রতি মুহূর্তেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেই মুহূর্তে ও ছিল আমার অতি প্রিয় কমরেড।

কপিল॥ উল্টোপাল্টা বলছেন।

জনার্দন॥ উল্টোপাল্টা নয়, মার্কসবাদ। ডাইলেকটিক্যাল ব্যাপার, তোর মাথায় ঢুকবে না।

কপিল॥ এ কী সাক্ষী নিয়ে পড়লাম রে বাবা! কেন ও প্রিয় কমরেড ছিল আপনার?

জনার্দন॥ সহযোদ্ধা ছিল বলে।

কপিল॥ আপনার বাড়িতে কে কে ছিল?

জনার্দন॥ মা, বাবা, বউ, ভাই, বোন, ভায়ের বউ, ভায়ের ছেলে।

কপিল॥ রোজগার?

জনার্দন॥ ছিল না। আমার রোজগার করার কথা, কিন্তু আমি তো বছরে ছ'মাস জেলে।

কপিল॥ তা ঐ হাতিকে যে পুষলেন, নিজের পরিজনকে অনাহারে রেখে?

জনার্দন॥ অতিথিকেই খেতে দিতে হয় আগে। ওরা হাসিমুখে তাই দিয়েছিল।

কপিল॥ আর জামাইবাবু হাসিমুখে তাই গিলেছিলেন?

জনার্দন॥ না, ও আপত্তি করতো। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়। ওকে ভাল ক'রে খেতে দেওয়ার দরকার ছিল।

কপিল॥ কেন?

জনার্দন॥ ও ছিল পার্টির একজন অতি মূল্যবান কর্মী। আমার মতন দশটা সদস্যের সমান ছিল ওর একার মূল্য। ওকে নিরাপদে রাখা এবং সুস্থ রাখা আমাদের কর্তব্য ছিল।

কপিল॥ তার পরে ৪৯ সালের অক্টোবরে ও বাড়ি থেকে হাওয়া দেয়?

জনার্দন॥ হ্যাঁ, পার্টির নির্দেশে, কারণ আমরা জানতে পারি যে পুলিশ আসছে।

কপিল॥ পুলিশ কি এসেছিল।

জনার্দন॥ হ্যাঁ।

কপিল॥ এসে কী করলো?

জনার্দন॥ আমি তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ড। বাবার মাথা ফাটিয়েছিল, মাকে খোঁড়া করেছিল, বউ এর কান থেকে দুল ছিঁড়তে গিয়ে কানটাকেই ছিঁড়ে ফাট্টাফাই করেছিল, ভায়ের বউ-এর পেটে লাথি মেরে গর্ভের শিশুটিকে মেরে ফেলেছিল।

কপিল॥ অর্থাৎ এই শুয়োরটাকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে আপনার পরিবার বেধড়ক ধোলাই খেল?

জনার্দন। হ্যাঁ।

কপিল॥ আমার শালা আর কোনো প্রশ্ন নেই।

জনার্দন॥ মিলন সরকার, তোমার কোনো প্রশ্ন আছে?

মিলন॥ আছে। আপনি যে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেটা নিজের বদান্যতায়, না পার্টির হুকুমে?

জনার্দন॥ পার্টির নির্দেশে, এবং আমরা নিজেরা—

মিলন॥ শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন। আপনি বড় বেশী কথা বলেন। সে সময়ে মিলন সরকার যে পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ছিল এটা মানেন?

জনার্দন॥ হ্যাঁ, মানি।

মিলন॥ মিলন সরকারও পার্টি নির্যাতন সহ্য করেছে?

জনার্দন॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ মিছিলে পুলিশের লাঠি খেয়েছে?

জনার্দন॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ ওর পরিবারও না খেয়ে দিন কাটিয়েছে?

জনার্দন॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ আপনার পরিবার যেমন মিলনের জন্য মার খেয়েছে, তেমনি আরেক দিক থেকে আপনার জন্যেই মিলনের পরিবার কষ্ট সয়েছে?

কপিল॥ অবজেকশন! অবজেকশন!

জনার্দন॥ না, চুপ করুন, এ অত্যন্ত বৈধ প্রশ্ন।

কপিল॥ তার মানে? আপনি কি ওর পরিবারের ঘাড়ে চেপে খেয়েছেন? আপনি কি ওর বাড়িতে লুকিয়েছিলেন? আপনার জন্যে মিলনের পরিবার কষ্ট সয়েছে মানে?

মিলন॥ এই ভদ্রলোক যত চেঁচান তত কিন্তু বুদ্ধি নেই। মিলন সরকার কার জন্যে লড়াই করছিল? নিজের জন্যে?

জনার্দন॥ না, নিশ্চয়ই না। লড়ছিল জনার্দন, কপিল, ইউনুস—সকলের জন্য।

মিলন॥ অতএব সে লড়াইয়ের ফলে যদি মিলন সরকারের পরিবার অনাহারে দিন কাটায়, তবে সে অনাহার জনার্দনবাবুদের জন্যেই?

জনার্দন॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ সুতরাং জিনিসটা মিউচুয়াল? মিলন সরকার আপনার পরিবারের কাছে যতটা ঋণী, আপনিও মিলন সরকারের পরিবারের কাছে ততটাই ঋণী?

জনার্দন॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ নো মোর কোয়েশ্চন্‌স্।

জনার্দন॥ কপিলবাবু, আর কিছু বলবেন?

কপিল॥ হ্যাঁ, বলবো। বলবো বই কি। শালা হাঁড়ি ফাটাবো। জনার্দনবাবু, মিলন সরকারের পরিবারের কাছে আপনার যে ঋণ, সে ঋণ শোধ করবেন না?

জনার্দন॥ ঋণ শোধ ক'রে দিয়েছি।

কপিল॥ কী ক'রে করলেন? এ তো প্রায় মায়ের ঋণ। এ কি শোধ করা যায়?

জনার্দন॥ করেছি। গুলি খেয়ে মরেছি।

কপিল॥ আপনি গুলি খান, গাঁজা খান, তাতে ওদের কী লাভটা হোলো কমরেড?

জনার্দন॥ আমাদের লড়াই যে মহান সমাজের জন্য, সে সমাজে মিলনের স্থান, মিলনের পরিবারের জন্য। সে লড়াই থেকে এক মুহূর্ত টলিনি। এবং অবশেষে সেই লড়াইতেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মিলন সরকারের পরিবারের ঋণ শোধ করেছি। প্রাণের চেয়ে বেশি আর কী দেব?

কপিল॥ কিন্তু আপনার পরিবার যে ওর জন্যে প্যাদানি খেয়ে বেড়াল, দেখলে সে ঋণ ও শোধ করেছে?

জনার্দন॥ তার লক্ষণ দেখছি না।

মিলন॥ প্যাঁদানি খেয়েছে আমার জন্যে নয়, পার্টির জন্যে।

কপিল॥ একই কথা। আমরা জগতে মানুষ হয়েছিলাম যখন তুমি ও আমি পার্টি, পরিবার-মাগ্ সব একাকার। কাউকে আলাদা ক'রে কখনো দেখেছিলে?

জনার্দন॥ না।

কপিল॥ এইবার গতর তুলুন। পরের সাক্ষী, ইউনুস মহম্মদ।

মিলন॥ এক মিনিট, আমার একটা প্রশ্ন আছে।

কপিল॥ এ কী! আমার রি-এগজামিশন-এর পর আবার প্রশ্ন তুলছো কেন?

জনার্দন॥ না, চলবে। করো প্রশ্ন।

মিলন॥ কমরেড জনার্দন মল্লিক, আপনি মিলন সরকারের কাছ থেকে কিছু পান নি?

জনার্দন॥ পেয়েছি।

কপিল॥ কত টাকা?

জনার্দন॥ আঃ, টাকা নয়। জ্ঞান। প্রেরণা। পার্টির প্রতি কর্তব্য।

মিলন॥ মিলন সরকারের কাছেই কি আপনি লড়াইয়ের কায়দা শেখেন নি?

জনার্দন॥ শিখেছি।

মিলন॥ আপনি শহীদ হয়েছেন। তাতে জনতা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। শহীদ হওয়ার দৃঢ়তা কোত্থেকে পেয়েছিলেন?

জনার্দন॥ অস্বীকার করবো না, পার্টিকে ভালবাসতে শিখেছিলাম প্রধানত কমরেড মিলন সরকারের কাছে।

কপিল॥ এটা অত্যন্ত উটকো কথা হোলো। পার্টির কাছে শিখেছিলেন।

জনার্দন॥ ঐ একই হোলো। মিলন সরকার আর পার্টি একাত্ম হয়েছিল।

মিলন॥ হ্যাঁ, সব একাকার, নিজেই বলেছেন এক্ষুণি। তাহলে মিলন সরকার আপনাকে দামী জিনিসই দিয়েছিল?

জনার্দন॥ আমার জীবনের সবচেয়ে যা দামী তাই দিয়েছিল।

মিলন॥ তবে আমিও বোধহয় আপনার পরিবারের ঋণ শোধ করেছি, কি বলেন?

জনার্দন॥ হ্যাঁ, করেছ।

মিলন॥ বর্তমানে আমি যাই হই না কেন, যা দিয়ে গেছি তা বড় কম নয়?

জনার্দন॥ না, কম তো নয়ই, বরং যথেষ্ট।

মিলন॥ আপনাকে আমি কী দিয়েছি? বেশ হেঁকে বলুন।

জনার্দন॥ আমার জীবনের উদ্দেশ্য, গতি, লক্ষ্য, অর্থ।

মিলন॥ নো মোর কোয়েশ্চনস্

কপিল॥ এমন শালার ইস্টাইল সাক্ষী জীবনে দেখিনি! এমন জানলে কোন বানচোৎ প্রশ্ন করতো? পরের সাক্ষী—ইউনুস মহম্মদ!

[শপথ প'ড়ে ইউনুস প্রস্তুত হয় কাল্পনিক কাঠগড়ায়।]

জোরে ক'রে বোলো, বাপু, ওঁর মতন খেঁড়িও না। আপনি ঐ ব্যাটাকে কদ্দিন চেনেন?

ইউনুস॥ সে অনেক দিন।

কপিল॥ অনেক বুঝি? তা, কী সূত্রে আলাপ?

ইউনুস॥ ইনি আমারে পার্টির কাজ করতে দেন। ইনিই আমারে পরথম শেখান যে, ওরে ইউনুস, নিজের মধ্যে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই, দশের সঙ্গে এক হ'।

কপিল॥ আর কী শেখাতো শালা?

ইউনুস॥ ওরে শালা বলো নি, মনে লাগে।

কপিল॥ ও বাবা! এও যে আবার ব্যাঁক মারে! কী শেখাতো বলুন।

ইউনুস॥ শিখগে ছ্যালো, "ওরে ইউনুস, জীবনের চেয়ে বড় হোলো আদর্শ।"

কপিল॥ আর কী?

ইউনুস॥ "প্রাণ গেলেও কোনোদিন পার্টির অবমাননা হইতে দিবে না।"

কপিল॥ আর কিছু?

ইউনুস॥ কত বলবো? উনি ছ্যালেন নিজেই এক মূর্তিমান শিক্ষা! ওঁরে দেখলেই শিখতাম। নিজে ক'রে দেখাতেন।

কপিল॥ তারপর ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫২, আপনি গুলি খেলেন?

ইউনুস॥ হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশত।

কপিল॥ মরার সময়ে কী মনে হোলো?

ইউনুস॥ মনে হলো, আরটু বাঁচলে ভাল হোত।

কপিল॥ আর কী? সবটা খুলে বলুন না।

ইউনুস॥ আপনেই তো বললে, "ওরে ইউনুস, ছোট করে বোলো।"

জনার্দন॥ করেক্ট।

কপিল॥ এ বান্‌চোৎ সাক্ষীও ধেড়াবে, আমি ঠিক জানি। আর কী মনে হয়েছিল?

ইউনুস॥ মনে হোলো, এ সোঁদর জগতে আমি আর থাকবো নি।

কপিল॥ চালাও, চালাও—

ইউনুস॥ মনে হলো, মিলনদা যে বলে ছ্যালেন, জীবনের চেয়ে আদর্শ বড় সেইডে পরমাণ হলো। আরো মনে হোলো, আমি মরেছি, মিলনদা তো মরে নি—ভালোই হোলো।

কপিল॥ এতক্ষণে শালা ওগরালেন। কেন, মিলনদা মরে নি বলে ভালই হোলো কেন?

ইউনুস॥ আমি কোন কীটস্য কীট? মিলনদারেই পার্টির বেশি দরকার।

কপিল॥ যা বলেছেন মাইরি। উঃ, শালা, আদৎ কথায় আসতে কালঘাম ছুটে গেল! আপনি ভেবেছিলেন, মিলনদা বাঁচলে পার্টির কাজ আরো ভাল চলবে?

ইউনুস॥ নিচ্চয়।

কপিল॥ চলেছে কি?

ইউনুস॥ মিলনদা.... মিলনদা পার্টি ছেড়ে দ্যাছেন!

কপিল॥ হ্যাঁ! শুধু ছেড়ে দ্যাছেন না, পার্টির আদর্শের বারোটা বাজিয়ে দ্যাছেন। উনি দাঙ্গা লাগাচ্ছেন। উনি কি আপনার আশা পূরণ করেছেন?

ইউনুস॥ কই, না।

কপিল॥ জীবনেব চেয়ে আদর্শ বড়, এ শিক্ষা কি উনি নিজে পালন করেছেন?

ইউনুস॥ কই, না।

কপিল॥ অর্থাৎ আপনাকে বড় বড় বাকতাল্লা মেরে গুলি খাইয়ে নিজে কেলেকুত্তার মতন সটকান মেরেছেন?

ইউনুস॥ হ্যাঁ।

কপিল॥ আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

জনার্দন॥ মিলন সরকার কও।

মিলন॥ ইউনুস, আমাব দিকে তাকাও।

কপিল॥ অবজেকশন, মাই লর্ড! শালা মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ মারছে।

জনার্দন॥ চোপ! বলো, মিলন সরকার।

মিলন॥ ইউনুস তাকাও আমার দিকে। হ্যাঁ, এবার বলো, গুলি যে খেয়েছিলে সে কি আমার বাকতাল্লায় ভুলে?

ইউনুস॥ না, না, বাকতাল্লা জেনে? আমি... আমি ঐ ঝাণ্ডাটা আঁকড়ে ধরে ছ্যালাম..... ঐ ঝাণ্ডা কেমন ক'রে যেন হাতের চেটোব মধ্য দে সারা গায়ে যেন বিদ্যুত খেলগে দ্যালো... মনে হোলো গুলি করুক না, এ ঝাণ্ডা ছাড়বো নে।

মিলন॥ পুলিশ যখন বন্দুক তুললো, তুমি কি জানতে গুলি চালাবে?

ইউনুস॥ হ্যাঁ..হ্যাঁ.. পষ্ট মনে পড়তেছে.. আমি জানতে পেরে গেলাম গুলি চালাবে।

মিলন॥ ভয় করেছিল?

ইউনুস॥ ....না হাতে ঝাণ্ডা ছ্যালো যে.

মিলন॥ তাহলে ঐ ঝাণ্ডার জন্যে তুমি পালাবার সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলে?

ইউনুস॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ ঝাণ্ডার জন্যেই দাঁড়িয়ে গুলি খেলে?

ইউনুস॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ সে ঝাণ্ডার সম্মান তোমাকে কে শিখিয়েছিল, ইউনুস?

ইউনুস॥ আপনি, মিলনদা।

মিলন॥ তাহলে তোমার মতন এক নির্ভীক পার্টি কমরেডকে সৃষ্টি করেছি আমি?

ইউনুস॥ নিশ্চয়।

মিলন॥ তাহলে বলো, আমি কি পার্টির ক্ষতি করেছিলাম?

ইউনুস॥ না।

মিলন॥ তোমার মৃত্যুর জন্য তুমি কি অনুতপ্ত?

ইউনুস॥ না, কক্ষনো না। ঐ মৃত্যু ঐতেই আমার গৌরব।

মিলন॥ তাহলে তোমার ক্ষুদ্র জীবনের যা কিছু গৌরব, আমিই তার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলাম?

ইউনুস॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ বর্তমানে আমি যা ই হই না কেন, তোমায় আমি এমন কিছু দিয়েছিলাম যা জীবনের চেয়ে প্রিয়, অর্থাৎ আদর্শ?

ইউনুস॥ হ্যাঁ।

মিলন॥ আজ আমি বদমাইস হয়ে গেলেও তোমার মধ্যে বেঁচে থাকবে বিপ্লবী মিলন সরকার?

ইউনুস॥ হ্যাঁ।

কপিল॥ এক মিনিট। ওর মধ্যে 'বিপ্লবী মিলন সরকার বেঁচে থাকে কি ক'রে? ও নিজেই আর বেচে নেই।

মিলন॥ ওর মতন আরো অন্তত পঞ্চাশজন ছেলেকে পার্টিতে এনেছি আমি। তারা বেঁচে আছে, পার্টির শক্তিকে গড়ে তুলছে। তাদের মধ্যে বেঁচে আছে মিলন সরকার। কতকগুলো মড়া এনে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াচ্ছেন কেন? আপনারা মৃত, গলিত, স্পন্দনহীন। সময় আপনাদের কাছে স্তব্ধ, চলচ্ছক্তিরহিত। আপনাদের প্রাণহীন বিশ্লেষণে জীবন্ত মানুষের ইতিহাস ধরা পড়বে না। ১৯৫২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের বিকাল পাঁচটা সতেরো মিনিটে আপনাদের চেতনার ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে।

জনার্দন॥ মৃত্যুকে অমন পরম ক'রে তুলবেন না। মার্কসবাদে বলে, মৃত্যু হচ্ছে জৈবিক ধারার একটা ধাপ মাত্র।

মিলন॥ তবে আপনি মার্কসবাদ বোঝেন নি। মার্কসবাদ বলে, মৃত্যু হচ্ছে জৈবিক ধারার শেষ। আপনারা শেষ। আপনারা অস্তিত্বহীন। জ্যান্তো মানুষের বিচার করতে বসলে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না, শুধু ভূত হয়ে তার ঘাড়ে চেপে থাকতে পারেন? এমন কি শুনেছি ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের তলায় পেলে তার ঘাড় মটকাতেও পারেন। তার বেশি কিস্যু নয়।

জনার্দন॥ অর্থাৎ আমরা মৃতরা আপনার ঘাড়ে বোঝা হয়ে আছি?

মিলন॥ হ্যাঁ।

জনার্দন॥ অর্থাৎ যথেচ্ছাচার করার সময়ে আমাদের চাপে আপনার ঘাড় টন টন করে? নিশ্চিন্তে বদমাইশি করতে পারেন না?

মিলন॥ কতকটা তাই। আপনারা মড়ারা বড় গোঁড়াপন্থী, ডগম্যাটিস্ট। জীবন্ত মানুষ নড়ে চড়ে বেড়াতে চায়, এক-আধ জায়গায় আপোষ করতে চায়। আপনাদের জ্বালায় তা হবার নয়।

কপিল॥ অর্থাৎ আপোষ করতে করতে সমস্ত নীতি শোধ ক'রে নেওয়ার ইচ্ছে হয় এই শুয়োরের বাচ্চার, আমাদের জন্যে বাধে। এই তো?

মিলন॥ কতকটা তাই। আপনারা এক ধরনের নিশ্চল বিবেক।

কপিল॥ কই, তোমার তো কিছুই বাধে না! ধর্মাবতার, আমি খোদ আসামীকেই প্রশ্ন করতে চাই।

মিলন॥ নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আমি বাধ্য নই।

কপিল॥ দুই চড় ঝাঁকলেই আপসে বাধ্য হবে।

জনার্দন॥ হ্যাঁ, জবাব দিতে হবে। বলুন, কপিলবাবু।

কপিল॥ যারা মরেছে তাদের প্রতি তোমার কোনো দায়িত্ব নেই বলছো। তাদের ঘাড় থেকে নামলেই তুমি খুশী হও। ঠিক আছে। শালা জ্যান্ত ইতিহাস নিয়েই প্রশ্ন করা যাক। [illegible] অফিসে চাকরি নিলে কেন? পার্টি ছাড়লে কেন?

মিলন॥ আগেই বলেছি, পেটের দায়ে। পরিবারের কাছে অক্ষম হয়ে।

কপিল॥ সেটা কোনো কারণ নয়। ইউনুসকে বাগানে কী বলেছিলে? জীবনের চেয়ে আদর্শ বড়ো।

মিলন॥ আবার মড়া ঘাঁটছেন!

কপিল॥ কিন্তু কথাটা সত্যি বলে মানিস কি না? তখন বলেছিলি মানিস?

মিলন॥ হ্যাঁ।

কপিল॥ এখন আর মানিস না?

মিলন॥ না। কারণ সত্যও আপেক্ষিক।

কপিল॥ এ্যা?

মিলন॥ হ্যাঁ। আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যে হয়ে দাঁড়াতে পারে। মার্কসবাদের শিক্ষাই এই। সব আইডিয়াই প্রথমে প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে জন্ম নেয়; পরে সমাজের সম্পর্কগুলো পাল্টে গেলে সেই আইডিয়াই ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হয়ে ওঠে। যেমন পুঁজিবাদ। এ সমাজের সত্য পরবর্তী সমাজের মিথ্যা হয়ে উঠতে পারে।

জনার্দন॥ মানে? তখন জীবনের চেয়ে আদর্শ বড় ছিল; এখন আদর্শের চেয়ে জীবন বড়?

মিলন॥ আমার কাছে।

জনার্দন॥ সমাজের কি পরিবর্তন ঘটেছে যে ও আইডিয়াটা এমন উল্টে গেল?

মিলন॥ আমার ক্ষুদ্র সমাজে এক বিষম পরিবর্তন এসেছে।

জনার্দন॥ যথা?

মিলন॥ আমার বোনেরা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে।

[কিছুক্ষণ বিষম ক্রোধে কপিলের বাক্যস্ফূর্তি হয় না।]

কপিল॥ তোর সমাজ আবার কী রে বান্‌চোৎ? তোর সমাজ আমাদের সবার চেয়ে আলাদা।

মিলন॥ হ্যাঁ এবং না।

কপিল॥ সে কি?

মিলন॥ দুটোই। একদিক থেকে আপনাদের ও আমার সমাজ এক, তাই আমি মনপ্রাণে এখনো বিপ্লবী। আর এক বিচারে আমার সমাজ একান্তভাবেই আমার, নিজ পরিবারের চিন্তায় সে সমাজ ভরপুর, তাই কাজেকর্মে প্রতিবিপ্লবী।

জনার্দন॥ অর্থাৎ, তুমি একই সঙ্গে বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবী?

মিলন॥ হ্যা, প্রত্যেক মানুষই তাই। সেটাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথা। স্তালিন মহাবিপ্লবী, সামান্য হেরফেরে সেই স্তালিনই মহা-অত্যাচারী।

জনার্দন॥ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এমন বিচিত্র ব্যাখ্যা আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। মিলন সরকার, মার্কসবাদের গোড়ার কথাটা কি?

মিলন॥ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

জনার্দন॥ ভুল।

মিলন॥ শ্রেণী সংগ্রাম।

কপিল॥ মিলন সরকার, ইচ্ছে ক'রে ভুল বকছে। তোমার যা পড়াশোনা তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তুমি কায়দা ক'রে ভুল বকছো। এক থাপ্পড় মারবো। সত্যি কথা বলো, মার্কসবাদ-এর মূল কথাটা কি?

মিলন॥ বিপ্লব।

জনার্দন॥ কার জন্যে বিপ্লব? কার জন্যে শ্রেণী সংগ্রাম? কার জন্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ? তুমি বিষম ত্যাঁদড়ামি করছো, মিলন সরকার।

কপিল॥ মার্কসবাদের গোড়ার কথা হোলো— মানুষ। মার্কসবাদ তোমার রক্তশূন্য কচকচি নয়। মানুষকে বাদ দিয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোচনা করলে যা খুসী তাই প্রমাণ করা যায়।

জনার্দন॥ হ্যাঁ। এ-ও প্রমাণ করা যায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদও মিথ্যা। মার্কসবাদও মিথ্যা।

মিলন॥ অসম্ভব।

জনার্দন॥ মার্কসবাদই বলে, সব আইডিয়া চলমান, পরিবর্তনশীল। আজ যা প্রগতিশীল, কাল তা প্রতিক্রিয়াশীল। আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যা। আজকের সত্যের মধ্যে কালকের মিথ্যাও লুকিয়ে আছে। এবার বলো, মিলন সরকার, মার্কসবাদও এইরকম আইডিয়া হবে না কেন? মার্কসবাদ প্রয়োগ ক'রেই মার্কসবাদকে ভবিষ্যৎ-এ মিথ্যা বলে দেওয়া যাবে না কেন?

[মিলন সরকার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

কপিল॥ মাই লর্ড, শালার পুঁথিপড়া বিদ্যে, জবাব দিতে পারবে না।

মিলন॥ না, পারি। মার্কসবাদকে মার্কসবাদের বিচারে মিথ্যা প্রমাণ করা এঁড়ে তর্কের

পর্যায়ে পড়ে। দর্শন বলে, ধরা যাক "N" নামক এক তত্ত্ব আর সকল তত্ত্বকে খণ্ডন করলো, তখন আমাদের ধরে নিতে হবে যে N তত্ত্বের যেটা প্রতিপাদ্য সেটা N তত্ত্বের উপর প্রযোজ্য নয়। মার্কসবাদ নিজেই চলমান জগৎকে স্বীকার করেছে, অতএব সে নিজে এই চলমান জগতের ঊর্ধ্বে।

জনার্দন॥ বাঃ, ভারী ভাল বলেছেন তো, মিলন সরকার! অতএব একেবারে যদি গাড়ল না হও তবে এও স্বীকার করবে যে সত্য বলে কিছু আছে, যা চলমান পরিবর্তনশীল জগতের ঊর্ধ্বে, আদর্শ বলে কিছু আছে যা তোমার সুবিধাবাদী বিকৃতির চেয়ে ঊর্ধ্বে। সত্যও আপেক্ষিক, একথাটা মার্কসবাদী হলেও, এর সীমা আছে। একে বেশী বিস্তৃত করলে এঁড়ে তর্ক হয়, কারণ মার্কসবাদও তবে শুধু আপেক্ষিক সত্য হয়ে পড়ে। N তত্ত্বের প্রতিপাদ্য N এর ওপরই প্রয়োগ করা হয়।

মিলন॥ (মহা বিপদে পড়ে গিয়ে) হ্যাঁ .. তা কতকটা ঠিক।

কপিল॥ কাছা খুলেছে। বাবুর কাছা খুলেছে।

মিলন॥ আবার মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলিকে ঈশ্বরের আসনে বসাতেও আমি রাজী নই। মার্কসবাদ ডগমা নয়, কাজের নিশানা।

জনার্দন॥ তা বলে যে কোনো কাজ নয়। যা খুসী লাম্পট্য করবো আর বলবো মার্কসবাদ থেকেই লাম্পট্যের নিশানা পেয়েছি, তা তো চলতে পারে না, মিলন সরকার! পারে? বলো!

মিলন॥ না, তা কেন?

জনার্দন॥ তবে? মার্কসবাদের যা মূল কথা তাকে বিস্মৃত হয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগ করবে কোথায়? তোমার মাথায়? মার্কসবাদের কী সেই ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবো সব সূত্র ঠিক ঠিক প্রয়োগ করেছি কি না?

মিলন॥ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ।

জনার্দন॥ তোমার দৃষ্টি বড় খাটো। বিপ্লবের পর শ্রেণীই থাকবে না। তখন কোথায় দাঁড়াবে?

মিলন॥ ইয়ে মানুষ।

কপিল॥ এতক্ষণে ঝেড়ে কাশলো। শালার বদমাইশি দেখলে ইচ্ছে করে কান ধ'রে একবার বৃন্দাবন দেখিয়ে আনি। সব ইচ্ছে করে করছে, মাই লর্ড।

মিলন॥ আপনারা মার্কসবাদকে বিকৃত করছেন। তার সমস্ত সংগ্রামী সার বাদ দিয়ে তাকে নিছক বুর্জোয়া মানবতাবাদে পরিবর্তন করছেন।

জনার্দন॥ উইটনেস, তুমি অত্যন্ত বদমাইশ হয়ে গেছ! তুমি বুর্জোয়াদের সব প্যাঁচ আয়ত্ত করে ফেলেছ! কে বলেছে সংগ্রামী সার ত্যাগ করার কথা? কে বলেছে শ্রেণী সংগ্রাম বাদ দিয়ে নিছক ছেলে ভুলোনো মানবতাবাদের কথা? সংগ্রামকে বাদ দেওয়া দূরে থাক, মার্কসবাদ বলে, শুধু সংগ্রামী মানুষই মানবতাবাদী। মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদ। শ্রেণী-সংগ্রাম বাদ দিয়ে যে মানবতাবাদ তা হোলো বুর্জোয়াদের ধাপ্পাবাজি। শ্রেণী-সংগ্রামের শহীদ জনার্দন মল্লিককে সেই বুর্জোয়া ধাপ্পাবাজির দায়ে অভিযুক্ত করছো, তোমার আশা তো কম নয়, মিলন সরকার?

কপিল॥ মাই লর্ড, আর বলেন কেন বান্‌চোৎটার কথা? যে কাগজে কাজ করে সেই কাগজের চশমখোর মালিকের কাছ থেকে এইসব শিক্ষা পেয়েছে। শোন্ শালা, সংগ্রাম-বিপ্লব-বস্তুবাদ কোনটাকেই বাদ দেয়ার কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, এইসব কিসের জন্যে? এদের ভিত্তি কী? ভিত্তি হোলো মানুষ। তাই মার্কসবাদ মানবতাবাদী। আর যেহেতু মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির একমাত্র পথ হোলো সংগ্রাম, সেহেতু মার্কসবাদ সেই সংগ্রামের পথ দেখিয়ে শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদ হয়েছে।

জনার্দন॥ এটা বুঝতে তো খুব বেশি বুদ্ধি লাগে না, মিলন সরকার? নাকি, লড়াই ছেড়ে দিয়ে শুধু বই পড়ে পড়ে মাথা গুলিয়েছে?

কপিল॥ এটা ঠিকই যে মার্কসবাদ বুঝতে হলে লড়াইয়ে নামতে হয়। কিন্তু, মাই লর্ড, আপনার কি ধারণা এ শালার মাথা গুলিয়েছে বলে এ সব বলছে? এ জ্ঞানপাপী, রেনেগেড, দালাল, হারামির বাচ্চা।

[মিলন অট্টহাস্য করে ওঠে।]

জনার্দন॥ অর্ডার, অর্ডার ইন দ্য কোর্ট।

মিলন॥ মাই লর্ড, কয়েকটা মড়ার মুখে মানবতাবাদের কথা শুনে হাসি পেয়েছে, দাঁড়ান একটু হেসে নিই।

[এই বলে সে এক ঢোক মদ খায়।]

জনার্দন॥ মড়াদের তোমার বিষম ভয়, না?

কপিল॥ যে জন্যে স্তালিনের মড়াকে ভয় পায় একদল সুবিধাবাদী। আমরা মড়ারা মরে এদের কাছে দুঃস্বপ্ন। ঠিক আছে, মাই লর্ড, মড়াদের সঙ্গে মানবতাবাদ আলোচনা এ করতে চাইছে না, কারণ মড়ারাই মানবতাবাদের মর্ম সবচেয়ে গভীরভাবে বুঝছে। ঠিক আছে। জ্যান্তো ইতিহাস নিয়েই আমি এই হারামিটাকে প্রশ্ন করবো। মিলন সরকার, তুমি কাগজের মালিকের হুকুমে নরমুণ্ডের গল্প লিখে এলে কেন?

মিলন॥ নিজেই তো জবাব দিলেন—মালিকের হুকুমে।

কপিল॥ মালিক যা বলবে তাই করবে তুমি?

মিলন॥ নইলে চাকরি যাবে, আমার বোনেদের বিবাহ হবে না।

কপিল॥ মালিক যদি বলে নিজের মার গলায় ছুরি মেরে এস, তুমি তাই করবে?

মিলন॥ না, তা করবো না।

কপিল॥ কেন করবে না?

মিলন॥ জৈবিক আত্মরক্ষার তাগিদে। ওটা প্রত্যক্ষভাবে আমাকে আঘাত করবে।

কপিল॥ আর তোমার নরমুণ্ডের গল্পের ফলে যে সর্বনাশ হবে, বহু মায়ের গলায় ছুরি বসবে, সেটা তোমাকে আঘাত করবে না?

মিলন॥ না, করবে না, কারণ নরমুণ্ডের গল্পের দায়িত্ব আমার নয়। হাতের লেখাটা আমার, কিন্তু ওর পরিকল্পনা, রচনা এবং দায়িত্ব মালিকের। দেখুন, চিনাকুড়ি হত্যাকাণ্ডে মালিক বহু শ্রমিকের প্রাণ নিয়েছে। তাই বলে সেই কোম্পানির যে কেরানি লাভ-লোকসানের হিসেব কষছিল সে কি দায়ী? প্রতিটি কারখানায় রোজ সহস্র শ্রমিকের জীবন নাশ হচ্ছে তিল তিল করে; তাহলে বলে দিন এইসব কোম্পানিতে কোনো মানবতাবাদী মানুষ কাজ

করতে পারবে না! যেহেতু এই পুরো বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সমাজ এক বিশাল মৃত্যু-কারখানা, সেহেতু বলে দিন যে কোনো মানবদরদীর কোথাও চাকরি করা চলবে না।

কপিল ॥ মানবদরদীদের চাকরি করতে বাধা নেই, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখলে তাদের প্রতিবাদ করতে হবেই। নইলে তারা আর মানবদরদী থাকে না।

মিলন ॥ চাকরি করতে দিচ্ছেন, অথচ সে চাকরি রাখতে দিচ্ছেন না! প্রতিবাদ করলেই যে চাকরিটি যাবে! এমন বিচিত্র ব্যবস্থা টিকবে?

কপিল ॥ (গর্জন ক'রে) যাক চাকরি!

মিলন ॥ বলা সহজ।

জনার্দন ॥ মিলন সরকার, একটু আগে আমরা প্রমাণ করেছি আদর্শ বলে একটা কিছু আছে। সে আদর্শটা কী?

মিলন ॥ আমার ক্ষুদ্র জগতে সে আদর্শ হোলো—আমার পরিবারের নিরাপত্তা।

জনার্দন ॥ তোমার ক্ষুদ্র জগৎ তোমার মনগড়া কল্পনা। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সে একাত্ম।

মিলন ॥ অর্থহীন কথাবার্তা। বুর্জোয়া সমজা ব্যবস্থা প্রতিদিন হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। তাহলে প্রতিদিন অন্তত কয়েক সহস্র লোকের কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত।

কপিল ॥ ঠিক তাই। প্রতিদিন তাই হওয়া উচিত। প্রতিদিন ইস্তফার বান ডাকা উচিত। যে জন্যে আমরা জীবন থেকে ইস্তফা দিতে পারলাম, সেজন্যে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে পারবে না?

মিলন ॥ আবার সেই শব-ব্যবচ্ছেদ হচ্ছে। আপনারা মরেছেন, আপনারা মহান শহীদ, আপনাদের আমরা শ্রদ্ধা করি—

কপিল ॥ এমন কি শহীদ-বেদীতে বছরে একবার ফুলও দিয়ে থাকি, কিন্তু যে জন্যে আপনারা মরেছেন সেই আদর্শটাকে প্রতিদিন ধর্ষণ ক'রে থাকি! মালিকের জুতো চেটে থাকি।

মিলন ॥ এসব হচ্ছে বামপন্থী বিশৃঙ্খলা, খোকামি-রোগ। বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত নেই, অথচ প্রত্যেককে এক্ষুণি সব বাঁধন কেটে ময়দানে নেমে পড়তে হবে! আশ্চর্য!

জনার্দন ॥ বিপ্লবের ক্ষেত্র আকাশ থেকে পড়ে না। নিজেরা মালিকের হুকুমে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নির্মূল করবে, তারপর বিপ্লব হচ্ছে না বলে সেই মালিকের পা চাটবে? বিপ্লব হয় না বলে পা চাটো? না, পা চাটো বলেই বিপ্লব হয় না?

মিলন ॥ আপনারা ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়ে পড়েছেন। সমষ্টি যদি না এগোয়, ব্যক্তি কি ক'রে এগুবে?

জনার্দন ॥ বহু ব্যক্তি মিলেই সমষ্টি। সমষ্টির অগ্রগতি হবেই। ব্যক্তি হিসেবে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করছো কি? এটাই প্রশ্ন। এটাকে এড়িও না।

মিলন ॥ হ্যাঁ করছি। যদ্দূর সম্ভব করছি।

জনার্দন ॥ কতদূর সম্ভব?

মিলন ॥ নিজের নিরাপত্তা, পরিবারের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে যতটা সম্ভব। বর্তমানে তার বেশি নয়। তারপর সংগ্রাম শুরু হলে দেখা যাবে মিলন সরকার কারুর চেয়ে কম যায় কি না!

কপিল॥ আমবা যখন মবলাম তখন তো এসব ভাবি নি! বাঞ্চৎ, আমবা তো জীবনদানটাকেও সম্ভব ভেবেছিলাম!

মিলন॥ আবাব মডা জাগাচ্ছেন?

কপিল॥ বেশ তাহলে আব এক সাক্ষী ডাকি। সুপ্রিয়া বাগল?

মিলন॥ একি! ওকে এখানে ডাকছেন? আপনাবা অত্যন্ত.. কি বলে. . অভদ্র!

কপিল॥ কেন আমবা তোব ভাবী বউকে দেখলে তোব ভাগে কম পডবে? শালা ভেতবে-ভেতবে ফিউদাল!

জনার্দন॥ ডাকো, সাক্ষী সুপ্রিয়া বাগল!

ইউনুস॥ সাক্ষী সুপ্রিযা বাগল হাজিব!

[*সুপ্রিয়া খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে সাক্ষীব স্থানে দাঁডায। মিলন অত্যন্ত বিব্রত বোধ কবে।*]

কপিল॥ বলুন, নিজেব বাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ জানিযা বলিতেছি যে বিপ্লবেব অন্তবায হয এমন কোনো কথা বলিব না।

সুপ্রিযা॥ এ শপথে আমাব আপত্তি আছে। আমি অত্যন্ত সামান্য মানুষ, আমাব কোনো নির্দিষ্ট বাজনৈতিক বিশ্বাস নেই।

কপিল॥ এই খেযেছে!

জনার্দন॥ আপনাকে শপথ নিতে হবে না। এমনি বলুন।

কপিল॥ ঐ হতভাগাকে আপনি চেনেন?

সুপ্রিযা॥ এ ভদ্রলোককে আমি চিনি।

কপিল॥ কদ্দিন ধবে ঐ শালা আপনাকে বেখেছে?

মিলন॥ আমি প্রতিবাদ কবি। তীব্র প্রতিবাদ কবি।

জনার্দন॥ চোপ! কপিলবাবু, ভদ্রমহিলাকে আপনি প্রশ্ন কবতে পাববেন না। তেমন ভাষা আপনাব আযত্তে নেই। ইউনুস মহম্মদ, আপনি প্রশ্ন করুন।

কপিল॥ যাঃ শালা, ডোবালে মহবি!

ইউনুস॥ আচ্ছা দিদি, একে আপনি কতদিন চেন?

সুপ্রিয়া॥ এক বছব।

ইউনুস॥ আপনাদেব মধ্যে ভালোবাসা হযেছেন?

সুপ্রিযা॥ হ্যাঁ।

ইউনুস॥ এই এক বছবেব মধ্যে বিযে হলো নি কেনে?

সুপ্রিযা॥ ওঁব টাকাপযসাব বিষম অভাব ছিল। জমিযে জমিযে এখন উনি কিছু টাকা কবেছেন।

ইউনুস॥ এইবাব শাদি হবে?

সুপ্রিযা॥ হ্যাঁ।

ইউনুস॥ কবে?

সুপ্রিযা॥ আগামী মাসেব ৮ই তাবিখে।

ইউনুস॥ সব ঠিক ঠাক?

সুপ্রিয়া॥ হ্যাঁ।

ইউনুস॥ কিন্তু, দিদি, বলতে বুক ভেঙে যায়, সে শাদি হবে নে।

মিলন॥ (গর্জন ক'রে) এই শালা! কে বলে শাদি হবে না? তুই আমাকে এমন ছোটলোক ভাবিস? বিয়ে হবে না মানে? আলবাৎ হবে, শালা।

কপিল॥ যাক, এতক্ষণে বান্‌চোৎ মানুষের মতন কথা কয়েছে।

মিলন॥ (আত্মসম্বরণ ক'রে) ধর্মাবতার, এই সব ব্যক্তিগত প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী? আমাকে অপমান করা কেন? আসলে আপনারা মনেপ্রাণে প্রতিক্রিয়াশীল। তাই, যেহেতু সুপ্রিয়ার ব্যক্তিগত জীবন ঠিক স্বাভাবিক নয়, তাই তাকে এনে তার প্রতি বেশ্যার মতন আচরণ করেছেন।

কপিল॥ শুয়োরের বাচ্চার মাথা খারাপ!

জনার্দন॥ মিলন সরকার, ওঁর ব্যক্তিগত জীবন কি রকম সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। বরং ওঁকেই তোমার বর্তমান জীবনের একমাত্র ভালো অধ্যায় বলে মনে করি।

কপিল॥ তুই নিজেই তো ওঁকে বেশ্যা বললি! শালা নর্দমায় নামালি? বেশ্যা মানে? বেশ্যা আবার কী? শুনুন দিদি, আমরা শালা আপনার কোনো অপমান করেছি সো ফ

সুপ্রিয়া॥ না, কিছুই না।

মিলন॥ ... বলছি, ... বলছি, আমাদের বিয়ে হবে না। অপমান নয়? ধর্মাবতার, আমি এই নারীকে ভালবাসি। তার মানে বোঝেন? প্রেম যে একটা মানুষকে মহান ক'রে তুলতে পারে তা বোঝেন?

জনার্দন॥ মার্কসবাদী প্রেম বোঝে না? তুমি অত্যন্ত বেয়াদপ। নিশ্চয়ই বুঝি। আর এও জানি, তোমার বর্তমান পঙ্কিল জীবনে এই একটি ক্ষেত্রে তুমি সৎ। এও জানি, এই প্রেম তোমাকে মহৎ ক'রে তুলতে পারে। এখনো তোলে নি, তবে তুলতে পারে। এই মহিলাই হয়তো পারবে আবার তোমাকে মানব-দরদী ক'রে তুলতে। সুপ্রিয়া দেবী, আপনি কি আসামীকে ভালবাসেন?

সুপ্রিয়া॥ হ্যাঁ।

জনার্দন॥ একে বিয়ে করবেন?

সুপ্রিয়া॥ হ্যাঁ, ৮ বৈশাখে বিয়ে হবে স্থির হয়ে আছে।

ইউনুস॥ কিন্তুক সে যে হবে নে।

মিলন॥ আবার—আবার আমাকে অপমান করা হচ্ছে। ধর্মাবতার, বিশ্বাস করুন, আমি একে ঠকাবো না। আমি সত্য কথা বলছি।

কপিল॥ সত্যও আপেক্ষিক!

মিলন॥ এ্যাঁ? ধর্মাবতার, আমি একে ভালবাসি। আমার ক্ষুদ্র জগৎ আমার পরিবারকে ঘিরে নয়, সব বাজে কথা বলেছিলাম। আমার জগৎ এই নারীকে ঘিরে। একে ভালবেসে সব ভুলেছি।

কপিল॥ ন্যাকামি! একে ভালবেসে সব ভুলেছি! ভালবাসাও আপেক্ষিক!

জনার্দন॥ ওকে হ্যাবাস কববেন না। দেখ, মিলন সবকাব, যদিও তুমি আজকাল অতীব খচবা, তবু তোমাব একটা অত্যন্ত গৌববজনক অতীত আছে। আমাব মনে হয় এই মহিলাকে বিয়ে কবলে তোমাব ভালই হবে।

মিলন॥ এবং বিয়ে কববো। ও মাসেব ৮ তাবিখে।

ইউনুস॥ কিন্তু সে বে হবে নে।

মিলন॥ আই প্রোটেস্ট!

জনার্দন॥ ইউনুস মহম্মদ, আমাব মনে হয় মিলন অন্তত এই মেয়েটিকে ঠকাবে না। বিয়ে হবে না কেন?

ইউনুস॥ বে হবে না, বাস।

সুপ্রিয়া॥ কেন এ কথা বলছেন বাব বাব?

মিলন॥ হ্যাঁ, কেন এই সন্দেহ?

কপিল॥ সন্দেহ নয়, আমবা একটা ভবিষ্যদ্বাণী কবছি। একটা চবম সত্য কথা ওগডাচ্ছি।

মিলন॥ কী সেটা?

কপিল॥ আগামী মাসেব ৮ তাবিখে বিয়ে হয় কি কবে? আগামী কাল বাত সাড়ে দশটায় ইনি যে মাবা যাচ্ছেন!

[প্রচণ্ড বিস্ময়ে মিলন ফ্যাল ফ্যাল ক'বে তাকিয়ে থাকে।]

ইউনুস॥ দাদা, বুঝতে পেবে গেছেন? আপনাব মবা উচিত নয় এখন। আপনেব সামনে সোঁদব জাবন। তবু মববেন।

সুপ্রিয়া॥ (কম্পিত স্ববে) কোথায় মববো? কি ক'বে মববো?

কপিল॥ একটা জটিল ব্যবস্থাব ফলে মববেন। টালিগঞ্জে—

সুপ্রিয়া॥ (যেন মনে পডছে, যেন ভবিষ্যৎ হঠাৎ অতীত হয়ে গেছে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনোয়াব শা বোডে মৌলভী সাহেবেব দাডি—

কপিল॥ গিয়ে দেখবেন মৌলভী সাহেবেব দাডি ধ'বে টেনে বব কবছে এক দল লোক—

সুপ্রিয়া॥ তাঁব কপাল থেকে ফিনাক দিয়ে বক্ত ছুটছে—

কপিল॥ ছুটে গিয়ে বাবা বলে তাঁকে জাডয়ে ধববেন

সুপ্রিয়া॥ তখন... পিঠে...

কপিল॥ খোঁচা, ছোবাব..

সুপ্রিয়া॥ সেটা বুকেব মাঝখান অবধি এসে—

জনার্দন॥ আবাব মডা ঘাঁটছি আমবা, মিলন সবকাব।

ইউনুস॥ তাই এ বে হবে নে।

[মিলন বসে পডেছে।]

কপিল॥ মৃত্যুও আপেক্ষিক!

জনার্দন॥ মিলন সবকাব, নবমুণ্ডেব কাহিনী লেখাব সময় ভেবেছিলেন কি যে হাবানো ধডটা আসলে সুপ্রিয়া বাগলেব? সাক্ষী যেতে পাবেন।

[সুপ্রিয়া উঠে উদাসীন মুখে ও-ঘবে চলে যায়।]

মিলন॥ আমার... আমার দায়িত্ব নেই...আমি কিছু জানি না!

ইউনুস॥ ঐ বে হবে নে!

কপিল॥ বিয়েও আপেক্ষিক!

জনার্দন॥ তোমার ক্ষুদ্র জগৎটা কোথায় গেল, মিলন সরকার?

কপিল॥ জগৎ আপেক্ষিক!

জনার্দন॥ সব আপেক্ষিক, শুধু একটি জিনিস ছাড়া—মানুষ।

কপিল॥ তুমিও যে মানুষ এটা যদি না বুঝলে বান্‌চোৎ, তবে এতদিন কী মার্কসবাদ পড়লে?

[*তিনজন শবদেহ দরজার কাছে চলে যায়। সেখান থেকে জজ সাহেব হাত তোলেন।*]

জনার্দন॥ অর্ডার ইন দা কোর্ট। আসামী মিলন সরকার, দিস কোর্ট প্রোনাউন্‌সেস ইউ গিল্টি।

[*তিনজনের নিঃশব্দ প্রস্থান। মিলন হাত এলিয়ে পড়ে ছিল সোফায়। আলো যে আবাব উজ্জ্বল হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি। সুপ্রিয়া এসে দেশলাই দিল হাতে।*]

সুপ্রিয়া॥ কোথায় যে ফেলো দেশলাই?

মিলন॥ কী?

সুপ্রিয়া॥ দেশলাই চেয়েছিলে দিয়ে গেলাম।

মিলন॥ এতক্ষণ লাগলো দেশলাই আনতে?

সুপ্রিয়া॥ এতক্ষণ!! বললে আব আনলাম, এতক্ষণ মানে?

মিলন॥ (*হঠাৎ বিভ্রান্ত*) তাও তো বটে। মুহূর্ত আর শতাব্দী আসলে একই, আপেক্ষিক বিচারে এক মুহূর্তেই শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ভীড় করতে পারে মনে।

সুপ্রিয়া॥ লিখছো না কেন?

মিলন॥ তুমি মোবো না, কেমন?

[*সুপ্রিয়া হাসে।*]

সুপ্রিয়া॥ খামোকা মরতে যাবো কেন?

মিলন॥ খামোকা? খামোকা নয়, বুর্জোয়া সমাজে কিছুই খামোকা নয়। সবই পরস্পর যুক্ত, একাকার। নাড়িব যোগ সর্বত্র। কান টানলেই মাথা আসে। এমন কি মড়ারাও জ্যান্তদের সঙ্গে যুক্ত। দেনাপাওনার সম্পর্কে। তাই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারলে খাঁড়া ছিটকে ফিরে আসে। ক্রেমলিনেও তাই। আব এই সতেরোর এক শ্রীনিবাস মিত্র লেন এও তাই।

সুপ্রিয়া॥ কী সব বলছো মাথামুণ্ডু?

মিলন॥ বলছি ওরা মরে গেছে বলেই যে নেই তা নয়, যে জন্যে মরেছে সেটা রয়ে গেছে যে। অতএব যারা বেঁচে রইলো তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না, যাচ্ছেতাই করার বাধা থাকে। আপেক্ষিকের ওপরে যে মূলনীতিগুলো সেগুলোর নিত্যনতুন ব্যাখ্যা খাড়া করে আপেক্ষিক দালালি তারা করতে পারে না। কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলেও সামাল দেয়া যায় না।

সুপ্রিয়া॥ ওসব-বই পড়া বক্তৃতা বন্ধ করে লেখো দিকি।

মিলন॥ সিগারেটটা ধরিয়ে নিই।

সুপ্রিয়া॥ (*বিস্মিত, আনন্দিত*) তারপর লিখবে?

মিলন॥ হ্যাঁ।

সুপ্রিয়া॥ সত্যি?

মিলন॥ হ্যাঁ।

সুপ্রিয়া॥ কেন? আমার কথায়?

মিলন॥ না।

সুপ্রিয়া॥ তবে?

মিলন॥ বিকজ নো ম্যান ইজ অ্যান আইল্যাণ্ড। মানুষ দ্বীপ নয়। তাই এ পৃথিবীর কোনো সুদূর উপকূলে সমুদ্র তরঙ্গে যদি একটি সামান্যতম প্রাণী ভেসে যায়, তবে সেটা আমারই পাঁজর খসে গেল। দেয়ারফোর—বলেছিলেন কবি—দেয়ারফোর নেভার সেণ্ড টু নো ফর হুম দা বেল টোল্‌স্, ইট টোল্‌স্ ফর দী।

॥ পর্দা ॥

স্পেশাল ট্রেন

পথনাটিকা

।। চরিত্রাবলী ।।

লেবার অফিসার
পুলিশ অফিসার
কন্‌স্টেবল
শংকর
নুনিয়া
জনৈক নাগরিক
শ্রমিক

[*লেবার অফিসার ও পুলিশ অফিসারের প্রবেশ।*]

লেবার॥ ইন্‌স্‌পেক্টর, অবস্থা যে ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে।

পুলিশ॥ কেন স্যার? আমরা এক হাজার পুলিশের এক বাহিনী নিয়ে এসে হাজির হয়েছি হরতাল ভাঙতে। চারদিকে আমাদের ওয়্যারলেস ভ্যান হুসহাস করে চলাফেরা করছে। কারখানার ভেতরে কন্ট্রোল রুম বসেছে। থেকে থেকে মজুর পাব্লিক সকলকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাচ্ছি। তবু গুরুতর অবস্থা কেন?

লেবার॥ দেখুন, আমরা ভেবেছিলাম হতভাগা মজুরের বাচ্চারা দিন পনেরোর বেশি দাঁড়াতে পারবে না। দুমাস যে হতে চলল; শালারা একেবারে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে আছে। আরো গুরুতর ব্যাপার হোলো রাজ্যের যত মজুর ইউনিয়ন সব ওদের টাকা পাঠাতে শুরু করেছে, রণেন সেন বলেছে ওরা একলক্ষ টাকা তুলবে। আর আছে ঐ নেহরুজীর দুঃস্বপ্ন কলকাতা শহর; ঐ বজ্জাত শহরের বজ্জাত লোকগুলো হিন্দ মোটরস্‌-এর হরতাল নিয়ে খেপে উঠেছে। আরে বাবা, তোদের বাপের কি বল্‌ তো? বিড়লাজীর কারখানায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে তোদের চোখ টাটাচ্ছে কেন? এমন কি বিশ্ব মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সমর্থন জানিয়েছে। বুঝুন! সারা পৃথিবীতে হিন্দ মোটরস্‌-এর খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। এমতবস্থায় ঐ রণেন সেন-মনোরঞ্জন হাজরা-কার্তিক দাসের দলের বুক ফুলে দশ হাত হয়েছে।

পুলিশ॥ আরে রাখুন দশ হাত বুক! দশ হাত বুককে ডাণ্ডা চালিয়ে এক বিঘৎ করে দিতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে? এই সেদিনও খাদ্য আন্দোলনের সময়ে আশিটা লোককে স্রেফ লাঠিপেটা করে যমের বাড়ি পাঠিয়েছি। তার ওপর এটা হচ্ছে পুলিশের শতবার্ষিকী বৎসর। পুলিশ মন্ত্রী কালিবাবু বলে দিয়েছেন রবীন্দ্রসরোবরে, যে সালটা দুই কারণে গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমত এটা রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী, দ্বিতীয়ত এটা পুলিশের শতবার্ষিকী। এটা বিড়লাজীর কারখানা; বিড়লাজীর হুকুমে খোদ পুলিশমন্ত্রী পর্যন্ত এখানে এসে হাজির হবেন খন। বলুন কি করতে হবে।

লেবার॥ কি করতে হবে আবার বলে দিতে হবে। কি করেছেন তার রিপোর্ট দিন আগে। কয়েকটা মজুরের মনোবল ভাঙতে পারেন না কিসের পুলিশ আপনারা? মাইনে খান না? এখানে সব অফিসারদের রোজ মুর্গী এবং হুইস্কি খাওয়াচ্ছি না? কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে ২০ লক্ষ টাকা দেন নি বিড়লাজী? কড়ি ফেলেছি, তেলও মাখবো।

পুলিশ॥ আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই স্যার। কি না করছি আমরা? শুনুন রিপোর্ট:

(১) আশেপাশে মজুরগুলোর যতগুলো স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্প ছিল সবকটা পুড়িয়ে দিয়েছি। ক্যাম্পে যা ছিল সাইকেল, হারিকেন লণ্ঠন, চায়ের কেটলি, লালঝাণ্ডা, তক্তপোষ—সব লুঠ করে এনেছি।

(২) এক কুড়ি তারিখেই ৯৯টা লোককে গ্রেপ্তার করে এমন মার মেরেছি যে তাদের মুখের জিওগ্রাফি পাল্টে গেছে। কম্যুনিস্ট এম. এল. এ. মনোরঞ্জন হাজরাকে অবধি ধরে কয়েকটা বুটের লাথি বসিয়ে দিয়েছি।

(৩) হিন্দ মোটর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তিনবার লাঠিচার্জ করে আর টিয়ার গ্যাস চালিয়ে পাব্লিককেও ঠাণ্ডা বানিয়েছি। একটা কলেজের ছাত্রের হাতের আঙুল উড়িয়ে দিয়েছি।

এক মহিলার শাড়ি খুলে নিয়েছি, শায়া পরে বেটিকে দৌড় করিয়েছি। উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপকরা সব লাঠিপেটা হয়েছে।

লেবার॥ সাবাস!

পুলিশ॥ (৪) স্টেশন-ঘরটা দখল করে তাতে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েছি। পাব্লিকের কেউ টিকিট কিনতে এলেই তাকে ঘাড় ধরে কারখানার মধ্যে নিয়ে এসে ডাণ্ডা মেরে কারখানায় কাজ করাবার চেষ্টা করছি।

(৫) সেদিন মজুরদের কলোনির মধ্যে ঢুকে ইউনিয়ন আপিস থেকে ষাট টাকা চুরি করেছি। ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়েছেলেদের দু চার ধাক্কা মেরে পুরুষগুলোকে লাঠিপেটা করেছি। গোটাকয়েক মিষ্টির দোকান লুঠ করে কনস্টেবলদের পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়েছি। একটা মিষ্টিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করে ঠেঙিয়ে হাতের সুখ করেছি।

(৬) কহেড়া, মাখলা প্রভৃতির গ্রামাঞ্চলে কৃষকগুলোকে ঠেঙিয়ে কপিটপি লুঠ করে এনেছি। আরো প্রচুর করতে পারতাম স্যার, কিন্তু লোকগুলো আজকাল দল বেঁধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। দু দুটো হরতাল হয়েছে উত্তরপাড়া, কোন্নগর এলাকায়। তাই একটু চেপে যেতে হচ্ছে। তবু কাজ যে অব্যাহত গতিতে চলছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এবার বিড়লাজীর কোম্পানি কি করছেন শুনি।

লেবার॥ কোম্পানিও বসে নেই। কলকাতার বাধাবাজার স্ট্রিটে এক অফিস খুলেছি, সেখানে দালাল জড়ো করে স্পেশাল ট্রেনে নিয়ে আসছি হিন্দ মোটরস্ এ।

পুলিশ॥ স্পেশাল ট্রেন!

লেবার॥ হ্যাঁ! বিড়লাজীর এক টেলিফোনে সরকার একেবারে তটস্থ হয়ে স্পেশাল ট্রেন দিয়ে বসেছে। বোঝাই হয়ে আসছে। দালালে বোঝাই। আজ বাদেই কারখানা চালু হবে। আর এখানে কটা দালাল জড়ো করেছেন?

পুলিশ॥ প্রচুর।

লেবার॥ কত?

পুলিশ॥ অসংখ্য।

লেবার॥ কত শুনিই না।

পুলিশ॥ তা আজ পর্যন্ত জনা পাঁচশেক তো হবেই।

লেবার॥ এ্যাঁ? পাঁচশ! পাঁচশটার বেশি দালাল নেই দেশে? ছ হাজার লোকের কাজ পাঁচশ জনে করবে কি করে?

পুলিশ॥ আজ্ঞে কাজ চালু করে দেওয়া হয়েছে।

লেবার॥ কি করে? মোটর তৈরী বড় জটিল কাজ। পাঁচশটা উজবুক ধরে এনে কাজ চালু করে দেওয়া হোলো কি করে? ইয়ার্কি নাকি?

পুলিশ॥ আজ্ঞে চলুন আমার সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছি—চিমনি থেকে ভক্ ভক্ করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, ফট্ ফট্ করে ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে।

লেবার॥ সে কি? কি করে করলেন?

পুলিশ॥ আশেপাশের গাঁয়ের মানুষ দেখে বুঝছে—হ্যাঁ, কারখানা পুরোদমে চালু আছে।

লেবার॥ আরে দেত্তেরি, কি করে করলেন বলুন না!

পুলিশ॥ খুব সহজ! রাজ্যের কাঠ জড়ো করে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া ছাড়া হচ্ছে চিমনি দিয়ে। ধোঁয়াটা অবশ্যই একটু ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে হচ্ছে, কয়লার কালো ধোঁয়া আর কোত্থেকে পাবো? তবু ও-ই যথেষ্ট—নেইমামার চেয়ে কানামামাও ভালো। আর একটা এয়ার কমপ্রেসর পাম্প আছে বিশ্রী অসভ্যের মতন শব্দ করে—সেটাই চালু করে ফট্ ফট্ গর্জন করা হচ্ছে। অনেকেই ভাবছে—হ্যাঁ, হিন্দ মোটরস্ কারখানা চালু হয়েছে!

লেবার॥ তার ওপরে গেট্-এ একটা মাইক এঁটে ভেতর থেকে আমরা প্রচণ্ড বক্তৃতা করছি। শুনেছেন সে বক্তৃতা?

পুলিশ॥ আজ্ঞে কিছু কিছু!

লেবার॥ তাতে একেবারে ইউনিয়নের বাপ-ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। ক্রুশ্চেফ, মাও-ৎসে-টুং-এর বাপদেরও ছাড়া হচ্ছে না। জ্যোতি বসুকেও চিতেয় তুলেছি। থাক, স্পেশাল ট্রেন এল বলে—প্ল্যাটফর্মটা পরিষ্কার রাখুন।

পুলিশ॥ নিশ্চয়ই। নুনিয়া!

[কন্‌স্টেবল-এর প্রবেশ।]

স্পেশাল ট্রেন আতা হ্যায়! প্ল্যাটফর্মমে যেতনা উল্লুককো দেখেগা সবকো প্যাঁদা প্যাঁদাকে তাড়া দেকে আও। আওর যব দেখেগা যে কেউ থোরা ত্যাঁদ্রামি করতা হ্যায় তো তৎক্ষণাৎ উসকো গ্রেপ্তার করেগা।

[কন্‌স্টেবল-এর প্রস্থান।]

লেবার॥ দেখি আপনাদের দালালদের একজনকে ডাকুন তো!

পুলিশ॥ হ্যাঁ, এক্ষুনি। এই শংকর!

[শংকরের প্রবেশ।]

শংকর! ইনি লেবার অফিসার। সেলাম করো।

লেবার॥ আপনি কারখানায় কাজ করছেন এতে যে আমরা কত আনন্দিত! হতভাগা কমিউনিস্টদের ফাঁদে পা না দিয়ে আপনি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে সহায়তা করছেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বীয় কর্তব্য যেভাবে পালন করছেন তাতে করে হিন্দ মোটর্স্ কারখানার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আপনাকে আমার অভিনন্দন!

শংকর॥ এ্যাঁ?

পুলিশ॥ আরে উনি তোমার তারিফ করছেন আর কি! যাও, এবার যাও!

শংকর॥ এ্যাঁ, যাই।.... তবে আমাকে বলেছিল ২০০।৩০০ টাকা মাইনে দেবে, দিচ্ছে না!

লেবার॥ এ্যাঁ?

পুলিশ॥ না, না, ও কিছু নয়! পার্সোনেল অফিসার বলেছিলেন আর কি! কেটে পড়ো!

শংকর॥ হ্যাঁ, পড়ছি। ...আর আমাকে বলেছিল রোজ মাংস খেতে দেবে, দিচ্ছে না; লপসি দিচ্ছে।

লেবার॥ এ্যাঁ?

পুলিশ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ মাংস বলা হয়েছিল আর কি! যাক, যাও এবার!

শংকর॥ হ্যাঁ, যাচ্ছি! .... আর আমাকে মেশিন অপারেটরের কাজ দেবে বলেছিল, দিচ্ছে না। বদলে আমাদের দিয়ে রান্না করাচ্ছে, বাসন ধোয়াচ্ছে, জুতো বুরুশ করাচ্ছে, পা টেপাচ্ছে, পুলিশদের পায়খানা পরিষ্কার করাচ্ছে!

লেবার॥ এ্যাঁ?

পুলিশ॥ না, না, মানে মেশিন অপারেটর কি করে হবে বলুন, মেশিন আর চললো কোথায়? তবু কাজ তো কিছু দিতে হবে। হাজারজন পুলিশ—তাদের রান্নাবান্না করাতে হবে তো। যা, ভাগ্‌ এখান থেকে।

শংকর॥ আর মাঝে মাঝে মারে।

লেবার॥ কেন?

শংকর॥ আমরা পালাবার চেষ্টা করি বলে।

পুলিশ॥ না, মারবে না!

লেবার॥ পালাবার চেষ্টা করলে আমি নিজের হাতে তোদের সব কটাকে গুলি করে মারবো! বজ্জাত, বেয়াদপ, দালালের বাচ্ছা!

শংকর॥ দালাল! নাও, যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর!

পুলিশ॥ গেট্‌ আউট! গেট্‌ আউট! হাড় গুঁড়ো করে দেব! পালাবার চেষ্টা করলে পিঠের চামড়া খুলে নেব।

[*শংকরের প্রস্থান।*]

লেবার॥ কোত্থেকে সব গাঁটকাটা বদমাশ ধরে আনেন!

পুলিশ॥ তা স্যার, গাঁটকাটা ছাড়া কে মজুরদের ভাত মারতে দালাল হতে আসবে? ভদ্র-সন্তান এদিক মাড়াবে, ভেবেছেন?

লেবার॥ ঠিক আছে। আসছে স্পেশাল ট্রেন। শত শত দালালে কারখানা ভরে যাবে।

[*নুনিয়া ও জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।*]

নুনিয়া॥ এই শালার এত বড় সাহস, এত বড় স্পর্ধা—এ স্টেশনে কলকাতা যাওয়ার জন্যে টিকিট কিনছিল।

পুলিশ॥ কি! এত বড় ইমপার্টিনেন্‌স্‌। টিকিট কাটছিলি?

নাগরিক॥ নইলে কি বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়বো?

পুলিশ॥ ট্রেনে চড়বি কোন্‌ সাহসে? কেন ট্রেনে চড়বি?

নাগরিক॥ কলকাতা যাবো বলে।

পুলিশ॥ কলকাতা যাবি কোন্‌ সাহসে হারামজাদা? কেন যাচ্ছিলি কলকাতায়?

নাগরিক॥ কলকাতায় আমার শ্বশুরবাড়ি।

পুলিশ॥ শ্বশুরবাড়ি! দেখ শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়ি দেখাচ্ছি!

[*প্রহার।*]

লেবার॥ আপনি কি কাজ করেন?

নাগরিক॥ কেরাণী।

লেবার॥ আপনি পুলিশকে স্ব-কর্তব্যে বাধা দিয়েছিলেন কেন?

নাগরিক॥ বাধা! কোথায় বাধা দিলাম। কেন বাধা দেব? আমি মশাই কলকাতা যাওয়ার জন্যে টিকিট কিনছিলাম, এমন সময়ে এই পুলিশ পুঙ্গব আমাকে কুক্ষিগত করে হিঁচড়ে আনলো।

লেবার॥ টিকিট কেনা মানেই বাধা দেওয়া। প্ল্যাটফর্ম এখন খালি থাকবে।

নাগরিক॥ সেটা জানবো কি করে বলুন। রেল যে এখন বিড়লাজীর সম্পত্তি হয়েছে সেটা তো আমাদের জানানো হয়নি।

পুলিশ॥ তুই কারখানায় কাজ করবি কিনা বল।

নাগরিক॥ এ্যাঁ? কারখানায় কাজ করবো? কি বলছেন! কেন?

লেবার॥ হুকুম।

নাগরিক॥ কি কাজ করবো?

পুলিশ॥ হিন্দুস্তান মোটরগাড়ি তৈয়ের করবি।

নাগরিক॥ মোটর তৈয়ের করবো কি! মোটরের আমি কি জানি? কলকাতার রাস্তায় মোটর চলতে দেখেছি। একবার এক মোটরের তলায় পড়েছিলাম। মোটরের সঙ্গে এই তো আমার সম্পর্ক।

পুলিশ॥ ঠিক আছে, তবে আমার জুতো পালিশ করবি। করবি কিনা বল।

নাগরিক॥ আজ্ঞে না।

পুলিশ॥ কি! (*প্রহার*) করবি না?

নাগরিক॥ উঃ! আস্তে। শীতের সকালে বড় লাগে।

পুলিশ॥ (*প্রহার*) তুই কাজ করবি কিনা বল। (*প্রহার*)

লেবার॥ দাঁড়ান। একে কোম্পানির দারোয়ানদের হাতে হ্যাণ্ডওভার করুন। শ্বশুরবাড়ি দেখিয়ে আনবে।

পুলিশ॥ সেই ভাল। নুনিয়া। ইসকো সিকিউরিটিকা হাতমে সমর্পণ করকে আও।

নাগরিক॥ একি!! এরেস্ট করে গুণ্ডাদের হাতে হ্যাণ্ড-ওভার করছেন! আপনারা কি ধরনের পুলিশ! আইন-টাইন গেল কোথায়? মগের মুলুক?

পুলিশ॥ মগের না, বিড়লাজীর মুলুক, বুঝলি। লে যাও শালাকো।

[*নুনিয়া ও নাগরিকের প্রস্থান।*]

লেবার॥ ঠিক! প্ল্যাটফর্ম সাফ রাখুন। ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেঁষতে দেবেন না। ঐ স্পেশাল ট্রেনটিকে একবার এনে ফেলতে পারলে হয়।

পুলিশ॥ কিছু ভাববেন না স্যার। প্রতি পাঁচ গজ অন্তর পাহারা বসেছে যেন রাষ্ট্রপতির স্পেশাল ট্রেন আসছে।

লেবার॥ হাঁ, ঠিক আছে। বড় দুশ্চিন্তা, বুঝলেন? ফট্ ফট্ করে পাম্প চালিয়ে আর কাঠ পুড়িয়ে ধোঁয়া করে গাঁয়ের লোককে ধোঁকা দেয়া যায়, প্রোডাকশন তো করা যায় না। দিনে যে হাজার হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে বিড়লাজীর, সেটাই বা উঠবে কোত্থেকে? তার উপর আমেরিকার বেডফোর্ড কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে কোম্পানি, তারা তো কান ধরে হিসেব চাইবে। সর্বোপরি নেহরুজী দুদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন,

আর এই হারামজাদা হিন্দ মোটরস্-এর মজুরগুলো পায়ে হেঁটে যেয়ে তাঁর কাছে এক স্মারকলিপি দিয়ে এসেছে। কি যে হবে?

পুলিশ॥ তার ওপর নির্বাচন এসে পড়েছে। এখন ঐ স্পেশাল ট্রেন ভরসা হুজুর। কারখানা অবিলম্বে চালু না হলে আর রক্ষে নেই।

[নুনিয়া এবং শ্রমিকের প্রবেশ।]

নুনিয়া॥ এই শালা মজুরের এতবড় সাহস এ প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়েছিল!

পুলিশ॥ মারো শালাকে!

শ্রমিক॥ খবরদার গায়ে হাত দেবেন না।

পুলিশ॥ (থতমত) আরি! তুই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলি কি জন্যে?

শ্রমিক॥ খুশী!

পুলিশ॥ খুশী মানে?

শ্রমিক॥ প্ল্যাটফর্মটা কি পুলিশের বাপের জমিদারী?

পুলিশ॥ ডাণ্ডা মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব। তুই ইউনিয়নের সদস্য?

শ্রমিক॥ বলবো না।

পুলিশ॥ বলবি না?

শ্রমিক॥ না!!!

পুলিশ॥ আরে! এ তো বড় ত্যাঁদড় লোক দেখছি। কাল রাতে তোরা পুলিশের গাড়িতে বোমা মেরেছিলি কেন?

শ্রমিক॥ না, মিথ্যে কথা। পুলিশের গাড়িতে কেউ বোমা মারেনি। পুলিশই লাঠি চালিয়েছে।

পুলিশ॥ পুলিশ লাঠি চালিয়েছে?

শ্রমিক॥ হাঁ।

পুলিশ॥ আরি!

লেবার॥ থামুন, থামুন, আমি দেখছি। আপনার নাম কি?

শ্রমিক॥ নাম আমি বলবো না।

লেবার॥ কেন?

শ্রমিক॥ চট্ করে নামটা খাতায় লিখে বলবেন আমি কাজে যোগ দিয়েছি। এরকম অনেকবার করেছেন আপনারা।

লেবার॥ আপনারা বে-আইনী ধর্মঘট করেছেন কেন?

শ্রমিক॥ ধর্মঘট বে-আইনী মানে? সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত বোনাসের দাবীতে ধর্মঘটের নোটিস দেওয়া হয়েছিল। জবাবে বিনা নোটিসে লক-আউট করে বে-আইনী কাজ করেছেন আপনারা। নইলে ট্রাইবুনালে যেতে পর্যন্ত এত ভয় পান কেন? ইউনিয়ন তো সাফ বলে দিয়েছে:—ট্রাইবুনাল যদি বলে লক-আউট আইনসঙ্গত হয়েছে তবে এই দুমাসের মাইনে আমরা চাই না। আর যদি ট্রাইবুনাল বলে লক আউট বে-আইনী হয়েছে তবে প্রত্যেকের বাকি মাইনে পাই-পয়সা গুণে দিতে হবে।

লেবার॥ বোনাস চান কোন্ মুখে? ভারতের অর্থনীতির একটি মূলস্তম্ভ হোলো মোটর কারখানা। তাকে বিপদে ফেলে বন্ধ করে আপনারা দেশদ্রোহিতা করছেন।

পুলিশ॥ এরা চীনের দালাল।

শ্রমিক॥ অর্থনীতির মূলস্তম্ভ আমরা মজুররা গড়েছি, আমরাই গড়তে থাকবো। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু, সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী হোলো ঐ বিড়লা। যে আজ ১৩ বৎসর কারখানার জীবনে এক পয়সা বোনাস দেয় নি। এই সালে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা নীট মুনাফা করেছে কোম্পানি, অথচ ছ হাজার মজদুরকে এক পয়সা বোনাস দেয়নি। সব মালিকরাই জুলুম করে, শোষণ করে। কিন্তু বিড়লার মতন এমন নগ্ন নির্লজ্জ শোষণ এই আজব দেশ ভারতেও বিরল।

পুলিশ॥ এ রাশিয়ার দালাল।

লেবার॥ বোনাসের কি দরকার? আপনারা দেশ গড়ছেন, ভাল মাইনে পান —

শ্রমিক॥ দেশ গড়ছি বই কি, কিন্তু দেশ গড়ার মুনাফাটা যাবে বিড়লার পকেটে আর ঘামটা ঝরবে আমাদের, এ হেন দেশ গড়া আমাদের আর পছন্দ হচ্ছে না দাদা। আর মাইনে? আজ বারো বৎসর চাকরি আমার—লেদ চালাই আমি, মাইনে হয়েছে ৭১ টাকা পাঁচ, ছিয়াত্তর টাকা। তার ওপর আমাদের কোনো পে-স্কেল নেই। অর্থাৎ বছরের পর বছর আমাদের কোনো বেতন বাড়ছে নেই, চাকরিতে উন্নতি নেই। ভাবতে পারেন আপনারা। বিড়লার শোষণ নীতির চেহারাটা বুঝতে পারছেন? মজুরদের অনাহারে রেখে দেশ গড়ার বাহাদুরী নিচ্ছেন বিড়লা। অথচ দু লক্ষ টাকা কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে দিতে বাধেনি। তাই এই খাবি পর দারোয়ানের কলকাতা থেকে ছুটে এসেছে মজুরদের পেটাতে।

পুলিশ॥ না' পেটাবে না' তোরা এক অনুগত শ্রমিকের নাক-কান কেটেছিস। এত বড় আস্পর্ধা তোরা।

শ্রমিক॥ নাক কান কাটিনি এখনো, তবে কাটবো খুব শিগগির। বিড়লার দালাল কংগ্রেসী সরকারের নাক কান কেটে গঙ্গাযাত্রা করাবো!

পুলিশ॥ সরকারকে বিড়লার দালাল বলিস?

শ্রমিক॥ হ্যাঁ, বলি। নইলে সদলবলে জুটে এসে বিড়লার স্বার্থে আপনারা আমাদের মারছেন কেন? প্রতি পদে এই সরকার বড় বড় মালিকদের তোষণ করে তাদের হাতের পুতুল হয়ে সাধারণ মানুষকে ঠ্যাঙায়। পশ্চিম বাংলায় ১৯৫৮ সালে ২৯টি কারখানা শিল্পে লক্ষ মজুর মিলে পেয়েছে মাত্র ৪২ কোটি টাকা, আর সেই শিল্পেরই মুষ্টিমেয় মালিকরা আয় করেছে ১১৭ কোটি টাকা। ঐ ২৯টি শিল্পেই ১৯৫০ সালেও মজুররা পেয়েছিল মোট আয়ের শতকরা ৪৭ ভাগ। ১৯৫৮ সালে কংগ্রেসী শাসনের মহিমায় মজুররা পেয়েছে শতকরা ৩৮ ভাগ মাত্র। সেই অনুপাতে পুঁজিপতিদের আয় গেছে বেড়ে। এই সরকারের ব্যবস্থায় শ্রমিক ক্রমশ গরীব আর মালিক ক্রমশ ধনী হচ্ছে।

লেবার॥ এসব কমিউনিস্ট প্রচার মাত্র।

শ্রমিক॥ না, এটা ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য।

লেবার॥ আপনারা জানেন না, সরকার শিল্পপতিদের উপর কি বিষম কর ধার্য করে দিয়েছেন!

শ্রমিক॥ আর একটি মিথ্যা কথা! বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের কর বাবদ যে আয় হয়েছে তার মধ্যে ৫৬২ কোটি টাকা এসেছে পরোক্ষ কর মারফৎ, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের পকেট থেকে। শিল্পপতিদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কর আদায় হয়েছে মাত্র ২০৬ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক বসিয়ে কেরোসিন, চিনি, দেশলাই, তামাক, চা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে জনসাধারণের পকেট কাটা হচ্ছে। ওদিকে এক ১৯৬০ সালেই পুঁজিবাদীদের ২৫৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আয়কর অনাদায়ী পড়ে ছিল। পুঁজিপতির গোলাম কংগ্রেসী সরকার তার থেকে আবার ১২০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মকুব করে দিয়েছে, এখনো ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এস্টেট ডিউটি এই বড়লোকেরা দেয় নি; এই অনাদায়ী ডিউটি আদায় করতে কোনো পুলিশ কোনোদিন পাঠানো হয়নি। বিদেশে আমাদের ব্যাঙ্ক মালিকরা ৬২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি জমিয়ে রেখেছে; তার একটি পয়সাও আমাদের কংগ্রেসী সরকার ছোঁয় নি। অথচ আজ অনাহারগ্রস্ত হিন্দ মোটর শ্রমিকদের হরতাল ভাঙবার জন্যে এরা এক হাজার পুলিশ পাঠিয়ে সমস্ত উত্তরপাড়া-কোন্নগর এলাকায় সন্ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছে!

পুলিশ॥ হ্যাঁ! আমরা বুঝি আর বলতে জানি না? ওদিকে চীন কেন ভারতের জমি দখল করলো?

শ্রমিক॥ কি প্রশ্নের কি জবাব! ভারতের জমি দখল করলো তো ভারতের ফৌজ আর ভারতের সরকার কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল? না, ফৌজ না পাঠাতে কেউ ওদের মাথার দিব্যি দিয়েছে? নাকি আমরা ফৌজকে বলে এসেছি তোমরা ওদিক মাড়িও না? অকর্মণ্য কংগ্রেসী সরকার—এই সেদিন বেরুবাড়ি সঁপে দিল পাকিস্তানকে, গোয়ায় ঢোকবার মুরোদ নেই, কাশ্মীরকে মুক্ত করবার ক্ষমতা নেই, এখন আবার চীন এল চীন এল করে চ্যাঁচাচ্ছে—ঝাঁটা মারো এমন সরকারের মুখে। যে সরকার দেশের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমতা রক্ষা করতে পারে না তাকে উচ্ছেদ করা উচিত! এদের যত বীরত্ব নিরস্ত্র মজদুরদের সামনে।

লেবার॥ হ্যাঁ, এবং আপনাদের ঠাণ্ডা করার ক্ষমতাও আমাদের আছে। আসছে স্পেশাল ট্রেন বোঝাই নূতন লোক। আপনাদের সবকটাকে বরখাস্ত করে নূতন লোক নিয়ে কারখানা চালু করা হবে—আজই।

[*নুনিয়ার প্রবেশ।*]

নুনিয়া॥ হুজুর! সর্বনাশ! সর্বনাশ!

পুলিশ॥ কি। কি ব্যাপার?

নুনিয়া॥ স্পেশাল ট্রেন থামলো না হুজুর! যেরকম গতিতে আসছিল ঠিক সেই গতিতে কোন্নগরের দিকে চলে গেল!

লেবার॥ সে কি? কেন?

নুনিয়া॥ হুজুর, উত্তরপাড়া স্টেশনে নাকি হাজার লোক জমা হয়ে দালালদের টেনে

নামাচ্ছিল! পুলিশ এসে বেদম লাঠি চালিয়েও পাব্লিককে ঠাণ্ডা করতে পারে নি। তাই ট্রেনের ড্রাইভার ভয় পেয়ে হিন্দ মোটরে না থেমেই পালিয়ে গেছে স্যার।

লেবার॥ উত্তরপাড়ার পাব্লিক জানলো কি করে যে স্পেশাল ট্রেনে দালাল আসছে?

নুনিয়া॥ হুজুর, রেল-মজদুররা হাওড়া থেকে জানিয়েছে উত্তরপাড়ার স্টেশন কর্মচারীদের, তারা আবার জানিয়েছে পাব্লিককে।

লেবার॥ এ্যাঁ?

পুলিশ॥ ষড়যন্ত্র! সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র!

শ্রমিক॥ কি হোলো? এইবার? হুজুররা এইবার কি বলেন? সাধের স্পেশাল ট্রেন কোথায় গেল? মজদুর-মধ্যবিত্তের ঐক্যের সামনে বিড়লা আর তার সরকারি চাকররা এইবার কি করবেন? হিন্দ মোটরের হরতাল ভাঙবেন না? আসুন! বিড়লারা আসুন! কংগ্রেসী পুলিশ আসুন হাজারে হাজারে। ফৌজ আনুন! তবু এ হরতাল চলবে! মুখোস খুলে কংগ্রেস তার নগ্ন বীভৎস চেহারা দেখিয়েছে! সেই কংগ্রেসকে আর তার প্রভু বিড়লার দলকে টান মেরে ধূলোয় ফেলে দেওয়ার দিন আসছে! দেরী নেই, আর দেরী নেই।

॥ পর্দা ॥